বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

সাময়িকী

২০১৭

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
Bangladesh Economic Association

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০১৭

জামালউদ্দিন আহমেদ
সম্পাদক

জানুয়ারি ২০১৭

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা ১০০০
টেলিফোন: ৯৩৪ ৫৯৯৬, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৩৪ ৫৯৯৬
Website : www.bea-bd.org
E-mail: bea.dhaka@gmail.com

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০১৭

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিকে আর্থিক সহায়তা

[সাময়িকীতে প্রকাশিত বিভিন্ন মতামত, মতবাদ
সকল ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির
নীতিমালার প্রতিফলন নয়]

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০১৭

প্রকাশক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা ১০০০
টেলিফোন: ৯৩৪ ৫৯৯৬, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৩৪ ৫৯৯৬
Website : bea-bd.org
ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com

কভার ডিজাইন
সৈয়দ আসরারুল হক (সোপেন)
শাহিন আহাম্মদ

মুদ্রণে
আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা ১২০৫
ফোন: ০১৯৭১ ১১৮ ২৪৩

মূল্য
তিনশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র
সদস্যদের জন্য: দুইশত টাকা

BANGLADESH ARTHONITI SAMITY SAMOYIKI-2017. A Periodical of Bangladesh Economic Association. Published by Bangladesh Economic Association, 4/C, Eskaton Garden Road, Dhaka 1000, Bangladesh. Tel. 9345996, Fax. 880-2-934 5996, Website : bea-bd.org e-mail. bea.dhaka@gmail.com January 2017. Cover designed by Syed Asrarul Hoque (Sopen) and Shahin Ahmed. Printed by Agami Printing & Publishing Co.

Price: Taka 650; US$ 30

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০১৭

সম্পাদক
জামালউদ্দিন আহমেদ

সম্পাদনা পরিষদ
এ. এফ. মুজতাহিদ
ড. সাইদুর রহমান
ড. নাজমুল বারী
ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী
ড. মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার
অধ্যাপক অজয় কুমার বিশ্বাস
অধ্যাপক মোঃ সাইদুর রহমান
অধ্যাপক সুভাস কুমার সেনগুপ্ত
আসমার ওসমান

উপদেষ্টা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী
ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ
অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
অধ্যাপক. মুহাম্মদ ফরাসউদ্দিন
অধ্যাপক ড. এম এ সাত্তার মন্ডল
অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী
খোন্দকার ইব্রাহীম খালেদ
ড. ইসমাইল হোসেন

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা ১০০০
টেলিফোন: ৯৩৪৫৯৯৬, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৩৪ ৫৯৯৬
Website : www.bea-bd.org
E-mail: bea.dhaka@gmail.com

BEA Executive Committee
2015-2017

President
Ashraf Uddin Chowdhury

Vice- Presidents
Tofazzal Hossain Miah
Mohammad Mamon
Mohammad Hanif
A.F. Mujtahid
A.K. Monaw-war Uddin Ahmad

General Secretary
Jamaluddin Ahmed

Treasurer
Md. Mostafizur Rahman Sarder

Joint Secretary
Md. Liakat Hossain Moral
Syeda Nazma Parvin Papri

Assistant Secretary
Sahanara Begum
Meherunnesa
Mir Hasan Mohammad Zahid
Sk. Ali Ahmed
Sukumar Ghosh

Members
Abul Barkat
M. Moazzem Hossain Khan
Nazmul Bari
Md. Nazrul Islam
Md. Saidur Rahman
Amirul Islam
A.K.M. Ismail
Md. Morshed Hossain
Md. Jahangir Alam
Ajoy Kumar Biswas
Md. Habibul Islam
Syed Asraul Haque
Partha Sarathee Ghosh
Subhash Kumar Sengupta

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কার্যনির্বাহক কমিটি
২০১৫-২০১৭

সভাপতি

আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী

সহ-সভাপতি

মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া
মোহাম্মদ মামুন
মোঃ হানিফ
এ.এফ. মুজতাহিদ
এ.কে. মনো-ওয়ার উদ্দীন আহমদ

সাধারণ সম্পাদক

জামালউদ্দিন আহমেদ

কোষাধ্যক্ষ

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার

যুগ্ম-সম্পাদক

মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল
সৈয়দা নাজমা পারভীন পাপড়ি

সহ-সম্পাদক

শাহানারা বেগম
মেহেরুননেছা
মীর হাসান মোহাঃ জাহিদ
শেখ আলী আহমেদ
সুকুমার ঘোষ

সদস্য

আবুল বারকাত
মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান
নাজমুল বারী
মোঃ নজরুল ইসলাম
মোঃ সাইদুর রহমান
আমিরুল ইসলাম
এ.কে.এম ইছমাইল
মোঃ মোরশেদ হোসেন
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
অজয় কুমার বিশ্বাস
মোঃ হাবিবুল ইসলাম
সৈয়দ এসরারুল হক
পার্থ সারথী ঘোষ
সুভাস কুমার সেনগুপ্ত

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

অর্থনৈতিক, বিশেষ করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিষয়ে শিক্ষা, অনুসন্ধান ও গবেষণার উন্নয়ন সাধনে উদ্যোগ গ্রহণ এবং উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান।

অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত সাময়িকী প্রকাশনা।

অর্থনৈতিক বিষয়াদির উপর সভা, সম্মেলন ও আলোচনা সভার আয়োজন।

অর্থনীতিবিদদের পেশাগত স্বার্থ সংরক্ষণ।

(বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, *গঠনতন্ত্র, ধারা খ)*

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

সম্পাদকের নিবেদন

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বহুকাঙ্খিত ২০তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে আমাদের স্মারক-শুভেচ্ছা। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০১৭ সম্মানিত সদস্য ও সুপ্রিয় পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাময়িকী প্রকাশ আমাদের সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির অন্যতম প্রধান দায়িত্ব (গঠনতন্ত্র, ধারা খ২: উৎস ও লক্ষ্য)। সাময়িকী প্রকাশের কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটি একজন সম্পাদক এবং একটি সম্পাদকীয় পরিষদ নিযুক্ত করবেন– এটিও গঠনতান্ত্রিক নির্দেশ (ধারা চ১১: কার্যনির্বাহক কমিটি ও কর্মকর্তাদের কর্তব্য)। গণতান্ত্রিক বিধি-বিধানের প্রতি বর্তমান কার্যনির্বাহক কমিটির পূর্ণ আস্থার অন্যতম নিদর্শনই হল 'বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০১৭'।

অর্থনীতিবিদদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের স্বচ্ছ সমন্বিত প্রয়াসের প্রতিফলন– এবারের বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০১৭। গত কয়েকটি দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের মত এবারও একটি বৃহদায়তন ও বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ সাময়িকী বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি প্রকাশ করলো। এবার সাময়িকীতে প্রবন্ধের সংখ্যা ৫০ টি এবং লেখকের সংখ্যা ৭০ জন। প্রবন্ধের বিষয়ভিত্তিক বৈচিত্রও বেশি।

সমিতির গত দুই বছরের কর্মকাণ্ডের লিখিত প্রমাণাদি আছে এবারের সাময়িকীতে। যার মধ্যে অন্যতম সমিতি কর্তৃক প্রবর্তিত অর্থনীতি সমিতি স্বর্ণপদক ২০১৫ প্রাপ্তদের পরিচিতি, দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের (২০১৫) উপর বক্তব্য/প্রতিবেদন, আঞ্চলিক সেমিনার (ময়মনসিংহ ও রাজশাহী), বিভিন্ন সংবাদ সম্মেলন, শোকবার্তা ও প্রেস বিজ্ঞপ্তি। এছাড়াও, সংযোজিত হলো বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ২০১৫-২০১৭ কার্যক্রমের নির্বাচিত ফটো-এ্যালবাম।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এ-দেশের মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতা-মধ্যস্থতাকারী মানব উন্নয়ন দর্শনে বিশ্বাসী এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ অর্থনীতিবিদদের সংগঠন হিসেবে পরিচিত। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই বর্তমান নির্বাচিত কার্যনির্বাহক কমিটি এ দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বয়নে তাদের সীমিত সাধ্যের মধ্যে কাজ করে চলেছে। এ কাজের স্বচ্ছ বহিঃপ্রকাশই বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০১৭। প্রকাশনার পরিসর বাড়লে ভুল-ত্রুটি বাড়ে। সবরকম সতর্কতা গ্রহণ করার পরও যদি এ সাময়িকীতে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে থাকে তাহলে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আশা করি পাঠকবৃন্দ ভবিষ্যতে আরো উন্নত সাময়িকী প্রকাশে ইতিবাচক পরামর্শ দেবেন।

আমরা প্রত্যাশা করছি, "রূপকল্প ২০২১"–মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তির সময় ২০২১ সালে বাংলাদেশ হবে "অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র–– বিনির্মাণে সম্মানিত সদস্য, আগ্রহী পাঠক ও কল্যাণকামী গবেষক-নাগরিকদের চিন্তা-চেতনার বিকাশে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বর্তমান সাময়িকী সহ সকল প্রকাশনা সবিশেষ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে।

প্রুফ দেখাসহ প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট নানান জটিল ও কষ্টদায়ক কাজে সহায়তার জন্য অনেকের কাছে ঋণ স্বীকার করছি, যাদের মধ্যে অন্যতম সেলিম রেজা, মোজাম্মেল হক, আনিসুর রহমান ও রাজু আহমেদ। সেই সাথে আরো যাদের প্রতি ঋণ স্বীকার না করলেই নয় তারা হলেন, আগামী প্রেসের মুদ্রণ কর্মী এবং স্বত্ত্বাধিকারী শাহিন আহাম্মদ এবং প্রচ্ছদ ডিজাইনার সৈয়দ আসরারুল হক। এবারের সাময়িকী সুপ্রিয় পাঠক ও শুভার্থীদের মনোযোগ লাভে সক্ষম হলে আমাদের উদ্যোগ যথার্থ বলে মনে করবো।

সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

ড: জামালউদ্দিন আহমেদ

সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী ২০১৭
এবং
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

সূচিপত্র

সম্পাদকের নিবেদন vii

১. উন্নয়ন বৈষম্য ও বাজেটে রংপুর বিভাগে নারীর জন্য অধিক বরাদ্দ: একটি পর্যালোচনা ১
মোঃ মোরশেদ হোসেন

২. দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা এবং দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ১৫
মোঃ জহির উদ্দিন আরিফ

৩. সুশিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা ২৭
সরদার সৈয়দ আহমেদ

৪. Banks and Regional Development in Bangladesh ৪৩
Habibullah Bahar

৫. Agrarian Relations in Bengal: From Ancient to British Period ৫১
Md. Nur Alam

৬. Financial Inclusion: The Digital Way ৬৫
Quazi Mortuza Ali

৭. Rethinking Political Economy and Development ৭৭
Shamema Akter

৮. Importance of Extending Financial Inclusion for the Development of Rangpur Region ১০৩
Md. Mohiuddin Hossain
Most. Ayesha Akter

৯. A Study on the Community Based Fisheries Management ১১৩
Md. Muzaffar Ahmed

১০. কৃষি উৎপাদনে নারী ১৩৩
হাসিনা বানু

১১. Manpower Export in Bangladesh:Problems and Prospects ১৪১
Sardar Syed Ahamed
Md. Rezaul Karim

১২. Employment and Unemployment Situation in Bangladesh: A Dismal Picture of Development ১৬৫
Sarder Syed Ahmed
Md. Rezaul Karim Khan

১৩. জেন্ডার সমতাঃ মহাজোট সরকারের অর্জন ও আগামীর কথা ১৮৯
হান্নানা বেগম

১৪. Energy Sector Development and Energy Security in Bangladesh ১৯৯
T. Ishtiaque
F. Ahsan
N.M.A Haq
M.A.R.Sarkar

১৫. Dynamics of Women Entrepreneurship in the SME Sector: A Study on Rangpur Region ২১৫
Md Mohiuddin Hossain
Most. Sonia Akhter

১৬. টেকসই উন্নয়নঃ বাংলাদেশের নারীশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ২৩১
হান্নানা বেগম

১৭. Alternative Financing for SMEs ২৩৭
Ferdaus Ara Begum

১৮. The Role of Maritime Cluster in Enhancing the Strength and Development of Maritime Sectors of Bangladesh ২৫৩
Halima Begum

১৯. Sustainable Development ২৭৫
Monju Ara Begum
Mir Yousuf Ali

২০. Value Chain Inclusiveness : Unleashing the Potential for Increasing Agricultural Financing ২৯৭
M. Hassanullah

২১. প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পঃ সম্ভাবনা ও সমস্যা ৩০১
মোঃ নূরে হেলাল

২২. Impact of Macroeconomic Variables on the Stock Market Returns in Bangladesh: Does a Meaningful Impact Exist? ৩১৫
Mahedi Masuduzzaman

২৩. রবীন্দ্রনাথের আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন ভাবনা ও কার্যক্রম পর্যালোচনা ৩৩৯
মেহেরুননেছা

২৪. Birth-Philosophy of Bangladesh and Future of Bangladesh: A Study Towards Building a Welfare State ৩৫৩
Kalyankar Mistry

২৫. Skills Development, Employment Opportunities & Gender Analysis through a Project Intervention ৩৯৫
Md Abdul Moji
Morsaline Mojid

২৬. Socioeconomic Policy Considerations for Sustainable Agricultural Development & Food Security in Bangladesh: An Assessment ৪১১
Md. Abdul Mojid

২৭. Prospects and Challenges of Industrialization in Bangladesh ৪১৭
M. A. Rashid Sarkar

২৮. Prospects of Non Bank Financial Institutions & Money Market: Indication from Bangladesh ৪৩৫
Bidduth Kanti Nath
Sujan Kanti Biswas
Rajib Datta

২৯. Social Protection and Economic Development Through Co-operative ৪৫১
Md. Mahbubur Rahman

৩০. Financing Small and Medium Enterprises: Results from a Branch Level Study ৪৭৫
Mihir Kumar Roy
Md. Abdur Rouf
Md. Abdus Salam Sarker
Shafiul Azam

৩১. Potential and Problems of Remittance Use:A Case of Some Villages in Comilla ৫০৭
Mihir Kumar Roy
Salah Uddin Ibne Syed

৩২. ভূমি অধিকার এবং আমাদের সমাজ বাস্তবতা: কতিপয় সুপারিশ ৫২৭
মুহাম্মদ জসীম উদ্‌দীন

৩৩. ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বনাম আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: একটি পর্যালোচনা ৫৪৭
মুহাম্মদ জসীম উদ্‌দীন

৩৪. An Overview on Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) Investment of Banks specially focused on EXIM Bank ৫৬৩
Md. Main Uddin

৩৫. Recruitment and Selection Procedure of Pharmaceuticals Companies : A Case Study on Sanofi Aventis, Bangladesh ৫৮১
Alvy Riasat Malik
Nusrat Jahan
Israt Jahan Kumkum

৩৬. Adoption and Satisfaction of Debit Card Users in Sylhet City: Selected Private Commercial Banks of Bangladesh ৫৯৩
S. M. Saief Uddin Ahmed

৩৭. Natural Resources and Development: Bangladesh perspective ৬১৩
Shishir Reza

৩৮. Structural transformation with self-reliant growth ৬২৫
Mohammad Ali Akbar

৩৯. The March to Development: A Survey of the Developmental Efforts and Achievements of Bangladesh ৬৩৫
A.N.K.Noman

৪০. International Migration and Immigration from Bangladesh: A Cost-Benefit analysis ৬৪৫
Kazi Al Mamun

৪১. পরিকল্পিত চট্টগ্রাম: সমস্যা-সম্ভাবনা ও করণীয় ৬৬৯
শিমুল বড়ুয়া

৪২. Enabling Environment for Green (Eco) Banking: Implications for Banking Sector of Bangladesh ৬৮৩
Moslehuddin Chowdhury Khaled
Bidduth Kanti Nath

৪৩. নোয়াখালীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা ৭০১
মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল

৪৪. বঙ্গবন্ধুর কৃষি উন্নয়ণ ভাবনা ৭০৯
মোঃ জয়নাল আবেদীন

৪৫. Poultry Industry in Bangladesh: Present Status and Future Potential ৭১৩
S. K. Raha

৪৬. Sustainable Development and Bangladesh ৭২৭
Md. Abdul Halim

৪৭. The Prospects of Nuclear Power in Bangladesh ৭৩৫
Asif Reza Chowdhury
Raihan Ul Islam Shezan
M.A.R. Sarkar

৪৮. ২০১৫ সালে বাংলাদেশের নারীঃ সিডও সনদের মূলকথা ও জাতিসংঘের প্রত্যাশা ৭৪৫
হান্নানা বেগম

৪৯. বাংলাদেশের অবকাঠামো (অর্থনৈতিক ও সামাজিক) যানবাহন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ৭৫৩
মোঃ মনোহর আলী

৫০. Women Empowerment and Sustainable Development ৭৫৯
Rasheda Akhter Khanam

৫১. প্রেস বিজ্ঞপ্তি, শোকবার্তা ও অন্যান্য ৭৬৩

৫২. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সম্মাননা স্বর্ণপদক ২০১৫: সম্মাননা পরিচিতি ৭৭৭

৫৩. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ১৯তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন-২০১৫-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ ৭৮১
আবুল বারকাত

৫৪. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অষ্টাদশ সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়কের শুভেচ্ছা ভাষণ ৭৮৫
জামালউদ্দিন আহমেদ

৫৫. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ২৭ শে পৌষ ১৪২১/১০ জানুয়ারী ২০১৫-এ অনুষ্ঠিত সমিতির সাধারণ সভায় কার্যনির্বাহক কমিটির সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন ৭৮৯

৫৬. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ২০১৫-২০১৭ কার্যক্রমের ফটো এ্যালবাম ৮০৯

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

উন্নয়ন বৈষম্য ও বাজেটে রংপুর বিভাগে নারীর জন্য অধিক বরাদ্দ: একটি পর্যালোচনা

মোঃ মোরশেদ হোসেন*

ভুমিকা

জাতীয় বাজেট একটি দেশের বাৎসরিক আয়- ব্যয় বরাদ্দই শুধু প্রকাশ করে না, একই সংগে রাষ্ট্রের নীতি ও কৌশল বাজেটে প্রতিফলিত হয়। বাজেট হলো, জনগনের কল্যাণ চিন্তার একটি উপস্থাপনা। এই কারণে আশা করা যায় যে, বাজেট হবে অর্ন্তভুক্তিমূলক (inclusive)। নারী- পুরুষ, গ্রাম- শহর, দরিদ্র- ধনী, সব জাতি ধর্মমত. প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সকলের প্রয়োজনকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে সরকার নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শন অনুযায়ী অর্থনীতির অগ্রাধিকারভিত্তিক খাতগুলোকে নির্বাচন করবে এমনটাই আশাকরা যায়।

জাতীয় বাজেটে নারীর জন্য কতটুকু বরাদ্দ- এ বিষয়ে যাওয়ার আগে নারীর জন্য কেন আলাদা বরাদ্দ দরকার এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। আর রংপুর বিভাগের নারীদের কেন আরও অতিরিক্ত বরাদ্দ দরকার সেটিই মূলত এ প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

নারীর জন্য কেন আলাদা বরাদ্দ, উন্নয়ন বৈষম্য ও রংপুর বিভাগে নারীর আর্থ- সামাজিক অবস্থা

আমরা জানি, বাংলাদেশের সংবিধানে নারী পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। অর্থাৎ সাংবিধানিক অধিকারের আলোকে মৌলিক অধিকার ও সুযোগ আদায়ের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কোন বৈষম্য বা তারতম্য থাকবে না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে চিত্র একেবারে ভিন্ন। সমাজের গভীরে প্রোথিত পিতৃতান্ত্রিকতার ফলে জেন্ডার বৈষম্য নারীকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সকল কর্মকান্ডে পুরুষের প্রাধান্য বিস্তারে সাহায্য করছে। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার

---

* সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

আদায়ের ক্ষেত্রে এখনও নারীকে পুরুষের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা প্রভৃতি সকলক্ষেত্রেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। সম্পদ বা ভূমি মালিকানা বাংলাদেশে ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। অথচ খুব অল্প নারীর সম্পদের উপর মালিকানা সত্ত্ব রয়েছে। কর্মসংস্থান ও সম্পদের অভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অর্জনে বিরাট এক অন্তরায় স্বরূপ।[১]

বাংলাদেশের নারীরা মূলতঃ নানা বঞ্চনার শিকার। এ বঞ্চনা দারিদ্র-উদ্ভূত বঞ্চনা, ক্ষমতাহীনতা উদ্ভূত বঞ্চনা, নিঃসঙ্গতা- বিচ্ছিন্নতা- একাকিত্ব- উদ্ভূত বঞ্চনা, শারীরিক দুর্দশা-উদ্ভূত বঞ্চনা, ভঙ্গুরতা-উদ্ভূত বঞ্চনা। তাই এদেশের নারীদের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য প্রথমেই নারীদের আর্থ-সামাজিক শ্রেণী অবস্থান জানা প্রয়োজন। একারণেই নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন করতে শ্রেণিগত অবস্থান বিশ্লেষণ করতে হবে। এ প্রসংগে ড. আবুল বারকাত, "বাংলাদেশে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নঃ মানব উন্নয়ন পরিকল্পনায় যা ভাবতে হবে" প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, এদেশের ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে প্রকৃত দরিদ্র-বিত্তহীন মানুষের সংখ্যা হবে কমপক্ষে ১২ কোটি ৪৩ লাখ (অর্থাৎ জনসংখ্যার ৮৩%)। এ ১২ কোটি ৪৩ লাখ মানুষ মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট যে কোন মাপকাঠিতে দরিদ্র। আর এ মানুষের মধ্যে অর্ধেক মানুষ অর্থাৎ ৬ কোটি ২০ লাখ নারী দ্বি-মাত্রিক দারিদ্র– (**হতে পারে বহুমাত্রিক**)– একবার নারী হিসাবে আর একবার দরিদ্র বিত্তহীন নারী হিসাবে। তিনি দেখিয়েছেন এদেশের মধ্যবিত্ত নারীদের সংখ্যা ৭২ লাখ আর উচ্চবিত্ত ও ধনী নারী ৫৬ লাখ (৭.৭%)। তাঁর মতে এদেশে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ মানুষের ক্ষমতায়নের যতরূপ থাকতে পারে তা দূর করতে হলে অবশ্যই ৬ কোটি ২০ লাখ (৮৫%) দরিদ্র বিত্তহীন নারীর কথা সর্বাগ্রে ভাবা প্রয়োজন। ৫৬ লাখ (৭.৭%) ধনী ও উচ্চবিত্ত নারীর উচ্চপদ, প্রশাসনিক পদ, উচ্চশিক্ষা নয়।[২]

ড. আবুল বারকাতের উপরোক্ত **নারী দারিদ্রের বহুমাত্রিকতার** একটি মাত্রা হিসাবে "উন্নয়ন বৈষম্য" পর্যালোচনার দাবী রাখে যা রংপুর বিভাগের নারীদের জন্য প্রযোজ্য।

রংপুর বিভাগ যা আটটি জেলা নিয়ে গঠিত, দীর্ঘদিন হতে উন্নয়ন বৈষম্যের শিকার। উন্নয়ন বৈষম্যের কারণে সৃষ্ট আঞ্চলিক বৈষম্য যাকে বিশ্বব্যাংক "East-West Economic Divide" বলে ব্যাখ্যা করেছে।[৩]

বাংলাদেশের সরকারের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (২০১১-১০১৫) Managing Regional Disparities for Shared Growth and Sustained Poverty Reduction অধ্যায়ে এই আঞ্চলিক বৈষম্যের কথা স্বীকার করে বলা হয়েছে "The Government is very much concerned about regional disparities and is committed to take all necessary steps to reduce disparities. The Sixth Five Year Plan provides a strong platform to develop a strategy for lowering regional disparities over the longer term and to provide a policy framework for initiating proper actions. As a reflection of its concerns and strong commitment, the government has decided to put special focus on the subject in the Sixth Plan." [৪]

আবার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারীর সমতার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, এটা স্বীকৃত যে, নারীরা অসমজাতীয় নানা শ্রেণিতে বিভক্ত যেমন তাদের অবস্থা, বঞ্চনা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্প্রদায়, ধর্ম এবং স্থান ভেদে ভিন্ন হয়।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দলিলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র হ্রাসের অঞ্চলগত - ভৌগোলিক দিক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে গত দুই দশকে বাংলাদেশ দারিদ্র হ্রাসে উন্নতি করেছে। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে

ছক- ১: বিভাগভিত্তিক দারিদ্র চিত্র

(উচ্চ দারিদ্র রেখা অনুসারে)

	দারিদ্র হার (মাথাগননা সূচক) ২০১০	দারিদ্র হার (মাথাগননা সূচক) ২০০৫	দারিদ্র ব্যবধান (Poverty Gap) ২০১০	দারিদ্র ব্যবধান বর্গ (Squared Poverty Gap) ২০১০
জাতীয়	৩১.৫	৪০.০	৬.৫	২.০
বরিশাল	৩৯.৪	৫২.০	৯.৮	৩.৪
চট্টগ্রাম	২৬.২	৩৪.০	৫.১	১.৫
ঢাকা	৩০.৫	৩২.০	৬.২	১.৮
খুলনা	৩২.১	৪৫.৭	৬.৪	২.০
রাজশাহী	৩৫.৭	৫১.২	৬.২	১.৯
রংপুর	৪৬.২	-	১১.০	৩.৫
সিলেট	২৮.১	৩৩.৮	৪.৭	১.৩

উৎস: *Reports of the Household Income & Expenditure Survey-2010*

দারিদ্র হ্রাসে যে উন্নতি তা আঞ্চলিক পর্যায়ে সমভাবে হয়নি। বলা হয়েছে দারিদ হ্রাসে ভাল করেছে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ - খারাপ করেছে রংপুর, বরিশাল, খুলনা বিভাগ (ছক- ১)।

ছক- ১ হতে দৃশ্যমান, জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র হার যেখানে উচ্চ দারিদ্র রেখা অনুসারে ৩১.৫ শতাংশ, সেখানে উত্তরবঙ্গের রংপুর বিভাগে দারিদ্র হার ৪৬.২ শতাংশ। দারিদ্র ব্যবধান (Poverty Gap) দেশের অন্যান্য বিভাগ এর চেয়ে রংপুর বিভাগে বেশী। জাতীয় দারিদ্র ব্যবধান যেখানে ৬.৫ সেখানে রংপুর বিভাগে দারিদ্র ব্যবধান হার ১১.০ অর্থাৎ দারিদ্ররেখা হতে দরিদ্ররা অনেক বেশী নীচে অবস্থান করে। আবার দারিদ্র ব্যবধান বর্গ (Squared Poverty Gap) সকল বিভাগের চেয়ে রংপুর বিভাগে বেশী ৩.৫ অর্থাৎ দারিদ্রের তীব্রতা রংপুর বিভাগে সবচেয়ে বেশী।[৫]

আবার জনগণের আয় ও ব্যয়ের হিসাব থেকে দেখা যায়, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের জনগণের মাসিক গড় আয় যথাক্রমে ১৩২২৬ টাকা, ১৪০৯২ টাকা ও ১১৬২৯ টাকা এবং মাসিক গড় ব্যয় যথাক্রমে ১১৬৪৩ টাকা, ১৪৩৬০ টাকা ও ১২০০৩ টাকা সেখানে রংপুর বিভাগের জনগণের গড় মাসিক আয় ও ব্যয় যথাক্রমে ৮৩৫৯ টাকা ও ৮২৯৮ টাকা। রংপুর বিভাগের জনগণের মাসিক গড় আয় ও ব্যয় অন্যান্য বিভাগ এর তুলনায় অনেক কম।

উত্তরবঙ্গের দরিদ্র মানুষদের মধ্যে নারীরা নারী হিসাবে আরো বেশী দারিদ্রের শিকার। বিশেষকরে মঙ্গাপীড়িত চরাঞ্চলের হতদরিদ্র নারীদের জীবনকথা যেন বঞ্চনা আর দীর্ঘশ্বাসের শোকগাথা। ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, তিস্তা ও ধরলা তীরে যে জনপদ, চরপ্রধান গ্রাম, যেখানে ৬৮ শতাংশ মানুষ ভূমিহীন, কর্ম- খাদ্য

সংকট প্রকট সেখানেই। আজ হয়তো মঙ্গা নেই কিংবা কমে গেছে। কিন্তু চরাঞ্চলের জনগণের স্থায়ী কর্মসংস্থান হয়নি।[৭]

রংপুর বিভাগে কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে (বয়স ১৫ বৎসর ও তার বেশী) ৮৮.৪৬ শতাংশ পুরুষ শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ করে কিন্তু নারীদের মধ্যে মাত্র ৩৬.৩৩ শতাংশ শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ করে।[৮]

দারিদ্র দূরীকরণে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা (Social Safety Net) বিদ্যমান। উত্তরবঙ্গে হতদরিদ্র ও দরিদ্র নারীদের একটা বড় অংশ এর আওতার বাইরে রয়ে গেছে। দারিদ্রের হার রংপুর বিভাগে বেশী হলেও সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় খুলনা ও বরিশাল- এর পরিবারের শতকরা হার বেশী। রংপুর বিভাগে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় পরিবারের সংখ্যা ৩৩.৬৫%, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে এ হার যথাক্রমে ৩৭.৩০% ও ৩৪.৪৩%।[৯] ২০১২- ১৩ অর্থবছরে "উত্তরাঞ্চলে হতদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান" প্রকল্পে বরাদ্দ ছিল ১৫.৩১ কোটি টাকা। ২০১৩- ১৪ অর্থবছরে এ প্রকল্পে কোন অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়নি।

অর্থমন্ত্রণালয়ের এক তথ্যে জানা গেছে জেলা ভিত্তিক সরকারী উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে অসমতা রয়ে গেছে। ২০০৯- ২০১০ সালের অর্থমন্ত্রণালয়ের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাথাপিছু উন্নয়ন ব্যয়বরাদ্দ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলায় যেখানে যথাক্রমে ১.৩৭৭, ১.৪২১ ও ১.৩২৫ হাজার টাকা সেখানে রংপুর জেলায় এ ব্যয় মাত্র ০.৮৬৫ হাজার টাকা। আবার ২০০৯- ২০১০ সালে মাথাপিছু অনুন্নয়ন ব্যয়বরাদ্দ ঢাকা ও সিলেট জেলায় যেখানে যথাক্রমে ১২.৩৭০ ও ৫.০৪৯ হাজার টাকা সেখানে রংপুর জেলায় এ ব্যয় মাত্র ৩.৯৯১ হাজার টাকা।[১০]

১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০৭-০৮ পর্যন্ত সড়ক পরিবহনে মাথাপিছু এডিপিরোড (adproad) ছিল জামালপুর জেলায় ৩০২০.৫০ টাকা, সেখানে রংপুর জেলায় এর পরিমান ছিল মাত্র ৪৯২.৬৭ টাকা। [১১]

দীর্ঘদিন হতে চলে আসা উন্নয়ন ব্যয়বরাদ্দে এ বৈষম্য এ অঞ্চলের জনগণকে পিছিয়ে রেখেছে। রাস্তা-ঘাট, বিদ্যুৎ, গ্যাস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো না হওয়ায় দরিদ্র মানুষ দরিদ্র রয়ে গেছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আঞ্চলিক বৈষম্যের কথা বলা হলেও বিগত কয়েকবছরের বাজেটে কোন অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া হয়নি।

মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রেও রয়েছে আঞ্চলিক বৈষম্য। ৭ বছর এবং তার বেশী বয়সের ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষার হার যেখানে ৫৭.৯১, ঢাকা বিভাগে ৫৭.৭৩, চট্টগ্রামে ৬০.৫৪, খুলনায় ৫৯.২৮, সেখানে রংপুর বিভাগে এ হার ৫৪.৬৮ ও রাজশাহীতে ৫৭.৩৭। রংপুর বিভাগে এ শিক্ষার হারে নারী ও পুরুষের মধ্যে রয়েছে পার্থক্য। রংপুর বিভাগে পুরুষ শিক্ষার হার ৫৯.৮৮ ও নারী শিক্ষার হার ৪৯.৩৬। এ ক্ষেত্রে স্পষ্টত: রংপুর বিভাগের পুরুষ ও নারীরা শিক্ষার হারে পিছিয়ে আছে অন্যান্য বিভাগের তুলনায়, আবার এ অঞ্চলের নারীরা পুরুষদের তুলনায় আরো পিছিয়ে।[১২]

রংপুর বিভাগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় কম। আবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক, খাদ্য না থাকায় অনেক কন্যা শিশুর স্কুলে যাওয়া হয়ে উঠে না। আবার স্কুল শুরু করলেও ড্রপ আউট হয়ে যেতে হয় কন্যাশিশুটিকে দারিদ্র ও সামাজিক প্রতিকূলতার কারণে।

রংপুর বিভাগে প্রয়োজনের তুলনায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র কম। এ অঞ্চলের দরিদ্র নারীরা দূরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের যাতায়াতভাতা ও অন্যান্য খরচ জোগাড় করতে না পেরে চিকিৎসা নেয় গ্রামের কবিরাজ, হাতুরে

ডাক্তারদের কিংবা সন্তান প্রসব করে প্রশিক্ষণবিহীন দাইয়ের হাতে। যদিওবা ইউনিয়ন বা উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যায়, সেখানে থাকে না ডাক্তার, নেই ঔষধ কিংবা অপারেশনের যন্ত্রপাতি। আর জেলা শহরে যাওয়ার মতো অ্যাম্বুলেন্সভাড়া ও অন্যান্য খরচ জোগাতে জমি কিংবা হালের গরু কিংবা ভিটে-মাটি বিক্রয় করে দরিদ্র পরিণত হয় হতদরিদ্রে।

রংপুর বিভাগ শিল্পায়নে অনেক পিছিয়ে আছে। এ অঞ্চলের দরিদ্র নারীরা ঢাকা, চট্টগ্রামের বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করছে। এ অঞ্চলে গার্মেন্টস শিল্প ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠিত হলে নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতো, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বাড়তো। এ অঞ্চলে গ্যাস না আসা, শিল্পায়নে পিছিয়ে পড়ার একটি অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

বর্তমান সময়ে বিশ্বায়নের যুগে তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়নের সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়। Digital Divide এর শিকার রংপুর বিভাগ। ঢাকা বিভাগে বিদ্যুৎ, মোবাইল সুবিধা, টেলিফোন সুবিধা, কম্পিউটার সুবিধা ও ই- মেইল সুবিধা পায় যেখানে যথাক্রমে ৬৭.৩৪, ৭১.৭১, ২.৩৮, ৪.৭০ ও ২.৩৫ শতাংশ জনগণ সেখানে রংপুর বিভাগে এ হার যথাক্রমে ৩০.০৭, ৪১.৫৯, ১.২৫, ০.৭০ ও ০.৪৩। এসব ব্যবহারকারীদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্য কম।[১৩]

এন বি আই, আর ডি আর এস ২০১২ এর এক সমীক্ষা অনুযায়ী ঢাকা বিভাগে একজন পুরুষ শ্রমিকের মজুরীর হার প্রতিদিন ২৫০- ৩০০ টাকা, নারী শ্রমিকের মজুরীর হার প্রতিদিন ২০০- ২৫০ টাকা কিন্তু রংপুর বিভাগে এ হার পুরুষ শ্রমিকের ২১১.২০ টাকা কিন্তু নারী শ্রমিকের মজুরীর হার ১৫০.০০ টাকা। উত্তরবঙ্গের নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে শিকার হচ্ছে মজুরী বৈষম্যের।

সম্প্রতি সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ এর "বাংলাদেশের নারীর অনুদঘাটিত অবস্থান অনুসন্ধান: প্রতিবন্ধকতা, সম্পৃক্ততা ও সম্ভাব্যতা" শীর্ষক গবেষণায় বলা হয়েছে যে দেশে নারীদের গৃহস্থালী কাজের অর্থমূল্য হিসাব করা হয় না। বাংলদেশের নারীরা দৈনিক গড়ে ১৬ ঘন্টা গৃহস্থালীর কাজ করেন যার জন্য তারা কোন মজুরী পান না। তারা সব মিলিয়ে প্রতিবছর ৭৭ কোটি ১৬ ঘন্টা কাজ করেন। এতে এ কাজের অর্থমূল্য হয় ৬ হাজার ৯৮১ কোটি থেকে ৯ হাজার ১০৩ কোটি ডলার। এই অর্থ যদি বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) যুক্ত করা হতো তাহলে এর আকার দ্বিগুনের বেশি হতো।[১৪] এপ্রসংগে ড. আবুল বারকাত তার গবেষণায় নারীদের গৃহস্থালী কর্মকাণ্ডের, খানার শিশু ও প্রবীণদের যত্ন- আত্নির নাম দিয়েছেন "ভালোবাসার অর্থনীতি", কারণ নারীরা এসব করেন ভালোবেসে। তিনি ভালোবাসার অর্থনীতির বার্ষিক অর্থমূল্য নির্ধারণ করেন ২৪৯৬১৫ কোটি টাকা, যার মধ্যে গ্রামাঞ্চলের নারীর অংশ ৭৯ ভাগ আর শহরাঞ্চলের নারীর অংশ ২১ ভাগ। তিনি দেখিয়েছেন ভালোবাসার অর্থনীতি জিডিপিতে যোগ করলে জিডিপিতে নারীর অবদান ২০ ভাগ থেকে দাড়াবে ৪৮ ভাগে।[১৫]

একজন নারী উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন, কিন্তু এর কোন মূল্যায়ন হয় না। বাংলাদেশ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের এক গবেষণায় একজন গ্রামীণ নারী প্রতিদিন যে গার্হস্থ্যকর্ম সম্পাদন করেন যার কোন বাজার মূল্য নাই তার একটি ছক নিম্নরূপ:

উত্তরবঙ্গের নারীরা জন্ম থেকে সময়, শ্রম ও আয় ব্যয় করেন পরিবারের পিছনে, কিন্তু এর কোন স্বীকৃতি নেই।

সময়	কাজকর্ম
ভোরবেলা	শয্যা ত্যাগ,হাত- মুখ ধোয়া, ধর্মীয় উপাসনা, হাস মুরগী ছাড়া ও খাবার দেয়া, গরু- ছাগল বের করে গোয়াল ও উঠোন ঝাড় দেয়া, গরুকে কাবার দেয়া, বাসী বাসন- কোসন মাজা, নাস্তা তৈরি, পরিবারের সদস্যদের নাস্তা খাওয়ানো, ছোট সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো, পানি আনা, ঘর- দোর পরিস্কার করা, গরু- ছাগলকে মাঠে ঘাস খেতে দেয়া, দুধ দোয়ানো, লাকড়ি সংগ্রহ করা।
সকাল	ধানসেদ্ধ ও শুকানো, ধানভানা, মশলাপেষা, চালঝাড়া ইত্যাদি
দুপুর	খাদ্য সংগ্রহ ও রান্না করা, কাপড় ধোয়া, ছেলে- মেয়েদের গোসল করানো ও নিজে করা, স্বামী ও ছেলে- মেয়েদের খাওয়ানো ও নিজে খাওয়া, থালা- বাসন ও হাড়ি- পাতিল মাজা।
বিকাল/ সন্ধ্যা	প্রতিবেশীদের সংগে গল্প করা ও কাথা সেলাই করা, জাল বোনা, গরু- ছাগল আনা ও গোয়ালে ঢোকানো, হাস- মুরগী ঘরে আনা, রাতের খাবার তৈরি ও খাওয়ানো।
রাত	বিছানা করা, সন্তানদের শোয়ানো, ঘর-দোর বন্ধ করা শুতে যাওয়া, সারা রাতের বিভিন্ন সময়ে শিশুর পরিচর্যা করা ও শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো, স্বামীর পরিচর্যা করা, বৃদ্ধের পরিচর্যা করা ইত্যাদি

উৎস: বাংলাদেশ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (১৯৮৪)[১৬]

"Reports of the Household Income & Expenditure Survey 2010 অনুসারে দেখা যায়, রংপুর বিভাগে প্রবাসীর সংখ্যা, রেমিটেন্স প্রেরণের পরিমান অন্যান্য বিভাগের তুলনায় কম। মোট রেমিটেন্সের পরিমানের শতকরা হার যখন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে যথাক্রমে ৩৪.৯৭, ৪২.৩৭ ও ৬.৯৫ সেখানে রংপুর বিভাগে এ হার মাত্র ০.৬৯ শতাংশ। রংপুর বিভাগের নারী প্রবাসীর সংখ্যা কম।[১৭]

উন্নয়ন বৈষম্যের শিকার রংপুর বিভাগের জনগণ এমনিতেই পিছিয়ে আছে। এ বিভাগের ৭৯, ০৫৯৩৪ জন নারী এদেশে সবচেয়ে বেশি ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। তাদের সম্পর্কে ভাবার সময় এখনই।

নারী সমাজের বরাদ্দ ও জেন্ডার বাজেট

নারী সমাজের বরাদ্দের আলোচনায় জেন্ডার বাজেট ইস্যুটি গুরুত্বপূর্ণ। সহজভাষায় জেন্ডার বাজেট হচ্ছে এক ধরণের বাজেট প্রক্রিয়া যার আর্থিক বরাদ্দ, করারোপ ও রাজস্বনীতির মাধ্যমে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করা যায়। আরও একটু সুক্ষ্মভাবে বলতে গেলে জেন্ডার বাজেটিং্এর মাধ্যমে বাজেটের সকলখাতে নারী- পুরুষের সমতার বিষয়টি অর্ন্তভুক্তিকরণ, রাজস্ব আয়- ব্যয়ের পুর্নবিন্যাসে জেন্ডার সমতা রক্ষাকরণ, বাজেটের জেন্ডারভিত্তিক মূল্যায়ন- এই ব্যাপারগুলো প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

প্রতিমা পাল মজুমদারের মতে," জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট সেটিই যা জাতীয় বাজেটের রাজস্ব ও উন্নয়ন নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে জেন্ডার উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় নীতি অনুসরণ করবে, নারী- পুরুষের সমতা আনয়নের লক্ষ্যে নারীর পশ্চাৎপদতা দূরীকরণে বিনিয়োগ করবে, নারী- পুরুষের স্ব স্ব সৃজনশীলতাকে

যথাযথ কাজে লাগানোর জন্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিবে, পিছিয়ে থাকা নারীর প্রতি Positive Discrimination এর ভিত্তিতে উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করবে এবং নারী পুরুষের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প পরিকল্পনা করবে।"[১৮]

জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট কেবল নারী উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন নয়, দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে সুষম ও জেন্ডার নিরপেক্ষ উন্নয়ন পদ্ধতির উপর যা নারী- পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। বাংলাদেশে নারী আন্দোলনকারীদের দীর্ঘদিনের দাবীর মুখে ২০০৬-০৭ অর্থবছরের বাজেটে "জেন্ডার বাজেটিং" শিরোনামে মাত্র ৭ লাইনের একটি অনুচ্ছেদ অর্ন্তভুক্ত হয়। তবে সেখানে নারীর জন্য খাতওয়ারী বরাদ্দের কোন হিসাব ছিল না।[১৯] ২০১২- ১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জেন্ডার বাজেটিংয়ের অংশ হিসাবে যথাক্রমে ২৫ টি ও ৪০ টি মন্ত্রণালয়ে নারী উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের হিসাব দিয়ে আলাদা প্রতিবেদন করা হয়।[২০]

জেন্ডার বাজেটের বাস্তবতায় দেখা যায়, বাংলাদেশের রাজস্ব বাজেটে নারীদের অংশ অত্যন্ত কম যার কারণে বাজেটের একটা বড় অংশের প্রায় কোন সুবিধা নারীরা পাচ্ছে না। যেহেত সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাত্র ১৫% নারী, সেহেতু বিভিন্ন ভাতা, সুবিধা, ভর্তুকী ইত্যাদি থেকে নারীরা লাভবান হতে পারছে না। অপরপক্ষে মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ে রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ খুবই কম (২%)। তাই নারীরা রাজস্ব বাজেট থেকে একরকম বাইরে পড়ে আছে।[২১]

নারীর জন্য উন্নয়ন বাজেটে সরাসরি বরাদ্দের পরিমান বাংলাদেশের নারী- পুরুষের বিদ্যমান অসমতার প্রেক্ষিতে অতি নগণ্য। বিগত ১০ বছরে মহিলা ও শিশু মন্ত্রনালয়ের বরাদ্দ মোট প্রস্তাবিত উন্নয়ন বাজেটের

১ থেকে ১.৫ শতাংশ যা কিনা সংশোধিত বাজেটে অনেক ক্ষেত্রে হ্রাস পেয়েছে। তাই সরাসরি বরাদ্দের ভিত্তিতে বাজেটকে জেন্ডার সংবেদনশীল বলা যায় না। পাল মজুমদার বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, শুধু নারীর জন্য গৃহিত প্রকল্পের সংখ্যা বাড়ার পরিবর্তে কমে যাচ্ছে। যেমন ২০০০-০১ অর্থবছরে ১০ টি ক্ষেত্রে কেবল নারীর জন্য প্রকল্প বরাদ্দ ছিল, যা ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ৭ টি তে এসে দাড়িয়েছে। সাম্প্রতিককালে ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেটে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেমন শিক্ষা, বিজ্ঞান ইত্যাদি খাতে নারীর বরাদ্দ অনেক কমে এসেছে যা একেবারে জেন্ডার সংবেদনশীল নয়।[২২]

সায়মা হক বিদিশা "জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট ও এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন" প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১০-২০১১ তে মোট উন্নয়ন বরদ্দের মধ্যে জেন্ডার অন্ধ উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ছিল ৫৪.৭৬%, জেন্ডার সংবেদনশীল উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ছিল ৪৩.৯৫%, কিন্তু নারী লক্ষ্যভুত উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ছিল মাত্র ১.২৮%। এক্ষেত্রে ৯১৬ টি উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ২৬ টি (২.৮৪%) ছিল নারী লক্ষ্যভূত উন্নয়ন কর্মসূচি।

বিভিন্ন বছরের বাজেট থেকে এটি স্পষ্ট যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, মহিলা ও শিশু, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ে নারীদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রয়েছে, তবে বেশ কিছু মন্ত্রণালয় যেমন গৃহায়ন ও গণপূর্ত, দূর্যোগ ও ত্রাণ, ভুমি, সড়ক ও রেল ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ খুবই অপ্রতুল। বাজেটকে নারী বান্ধব ও নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে সকল মন্ত্রণালয়ে নারীদের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দের ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে।

একটি দেশের বাজেট নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর অধিকার রক্ষায় কতটুকু ভুমিকা পালন করছে তা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা না গেলে জেন্ডার বাজেটিং এর উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। তবে আমাদের দেশের মতো দেশে যেখানে আর্থ- সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীরা পুরুষের তুলনায় পশ্চাৎপদ অবস্থায় রয়েছে, সেখানে বাজেট জেন্ডার সংবেদনশীলতা অর্জন করতে কতটা সক্ষম হয়েছে, তা নিরুপন করা অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এক্ষেত্রে মূল প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে জেন্ডারভিত্তিক উপাত্তের অভাব।

কাগজে- কলমে নীতিমালা ও অর্থবন্টনের ব্যবস্থা থাকলেও তা যদি নারীর আর্থ- সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম না হয়, তবে সেই অর্থবন্টন বা নীতিমালা প্রণয়নের যৌক্তিকতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। একটি দেশের বাজেট কতটা জেন্ডার সংবেদনশীল তা বোঝার জন্য দু ধরণের বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ১. আর্থিক, যা কিনা বাজেটে অর্থবন্টন কতটা নারী-পুরুষের সমতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রনীত তার বিশ্লেষণ এবং ২. ফলাফল নির্ভর, যা বাজেটের বন্টিত অর্থ, করনীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থা নারীরি অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়নে ও নারী- পুরুষের সমতা আনয়নে কতটা সফলকাম তার বিশ্লেষণ। গতানুগতিক প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশে যে কোন প্রকল্প বা নীতিমালার মূলায়ণ হয়ে থাকে "আর্থিক" যা অর্থের বন্টন বা ব্যবহারের সাফল্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু বর্তমানে অনেক দেশেই "আর্থিক" মূল্যায়নের পরিবর্তে "ফলাফল ভিত্তিক মূল্যায়ন" প্রক্রিয়াকে অধিকতর উপযোগী মনে করছে। কারণ একটি নীতি, দলিল বা প্রকল্পকে তখনই সফল বলা যাবে যখন তা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করবে।

এ আলোচনা থেকে বলা যায়, সারাদেশের সচেতন নারীরা, গবেষকরা যেখানে জেন্ডার বাজেটের বাস্তবায়ন নিয়ে সন্দিহান, সুফল ভোগ করতে পারছে না সেখানে রংপুর বিভাগের একজন হতদরিদ্র নারী কিভাবে এর সুফল ভোগ করবে।

সুপারিশসমূহ

১. প্রতিটি মন্ত্রণালয়কে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট তৈরী করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

২. নারী সাংসদ, স্থানীয় নির্বাচিত নারী সদস্যদের কাজ করবার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।

৩. উন্নয়নে পিছিয়ে পড়া রংপুর বিভাগের নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য প্রতিবছর বাজেটে অধিক বরাদ্দ ও বিশেষ বরাদ্দ দেয়া।

৪. দরিদ্র নারীদের আয়বর্ধক কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ ও বাজার সংযোগের জন্য প্রতিটি জেলা- উপজেলায় ব্যবস্থা রাখতে হবে। নারীপ্রধান পরিবারের কর্মসংস্থানের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ রাখতে হবে।

৫. শিল্পোদ্যেক্তাদের জন্য বন্ধকী ছাড়া ঋণের সীমা বাড়ানো এবং প্রাথমিক বছরগুলোতে কর ছুটি দেয়া যেতে পারে।

৬. নারী- পুরুষের মজুরী বৈষম্য দূর করতে হবে।এজন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা তৈরী ও মনিটরিং করতে হবে।

৭. মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির কমপক্ষে ১০% করতে হবে।

৮. নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেটে এককালীন ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখতে হবে।

৯. দরিদ্র বিত্তহীন- প্রান্তস্থ নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ সামগ্রিক ক্ষমতায়ন বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির মাধ্যমে সচেতন করে তুলতে হবে।

১০. যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট প্রিন্সিপালস বা ডব্লিউপি- এর ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, বিশ্বব্যাপি অর্থনীতির পরিসর বাড়াতে লিঙ্গসমতা ও নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন জরুরী। যতবেশী নারী কাজ করবে, অর্থনীতি তত বেশী শক্তিশালী হবে। বিশ্ববাজারে মোট কর্মসংস্থানের ৯০ শতাংশ বেসরকারী খাতে, তাই ব্যবসায়িক সম্প্রদায়সহ অন্যসব গোষ্ঠীর উচিত লিঙ্গসমতাকে প্রাধান্য দেয়া। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে বেসরকারী খাতকে এগিয়ে আসতে হবে। এজন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে হবে।

১১. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় Women's Advancement and Rights এ স্পষ্টতঃ Ensuring gender sensitive growth with regional balance এর কথা বলা হয়েছে। কৌশল (strategy) হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ক. উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান খ. নারী স্বাস্থ্য এবং শিক্ষায় বৈষম্য হ্রাস গ. রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ ঘ. পরিকল্পনা ও বাজেট প্রক্রিয়ায় জেন্ডার ইস্যুকে সমন্বিত করা ঙ. অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ জোরদার করা। এসকল কৌশল (strategy) বাস্তবায়ন করতে হবে।

১২. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) কমিটির বাংলদেশের নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্পর্কে অভিমত হলো- জমিতে নারীদের মালিকানা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার সংকোচনকারী বৈষম্যমূলক আইনসমূহ সংশোধন করতে এবং নারী উদ্যোক্তা হওয়ার পথে বাধাসমূহ চিহ্নিত করে দূর করতে হবে। বিভিন্নস্তরের নারীদের বিশেষ অবস্থার কথা মনে রেখে নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে উৎসাহদানকারী উদ্যেগসমূহ জোরদার করতে হবে। সামাজিক ও অর্থনেতিক নীতিমালা নারীদের উপর কেমন প্রভাব ফেলছে তা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।[২৩]

১৩. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১- এ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরী বিষয়াদি সম্পর্কে বলা হয়েছে, ক. স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তিতে নারীকে পূর্ণ ও সমান সুযোগ প্রদান করা। খ. উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ ভূমি ও বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা।[২৪] এগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৪. অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের পূর্ণ ও সমান অংশগ্রহণে সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে পদ্ধতি উদ্ভাবন ও গঠনমূলক কার্যব্যবস্থা প্রয়োগ করা।

১৫. নারী পরিচালিত ব্যবসায়ের উন্নয়ন ঘটানো ও সহায়তা দান এবং ঋণ ও মূলধন লাভের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

১৬. নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বৈষম্যবিরোধী আইন গ্রহণ ও বলবৎ করা।

১৭. উন্নয়ন বৈষম্য কমানোর জন্য প্রকৃত অর্থে "জেলা বাজেট" প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

১৮. স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে গ্রামীণ নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও জোরদার করা।

১৯. জমিতে নারীদের উত্তরাধিকার ও মালিকানা সংরক্ষণে পরিষ্কার আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে এবং গ্রামাঞ্চলে সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার পূর্ণভোগে বাধাস্বরূপ ক্ষতিকর প্রথা ও চিরাচরিত রীতিসমূহ সংশোধনে বা দূরীকরণে ব্যাপক কর্মকৌশল (strategy) প্রতিষ্ঠা করা।

২০. রংপুর বিভাগের নারী উদ্যোক্তাদের সহজশর্তে ঋণ দেয়া। ঋণের সুদের হার অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে কম হতে হবে।

২১. উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সরকারী সহযোগিতা করা।

২২. ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া।

২৩. রংপুর বিভাগের নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।

২৪. রংপুর বিভাগের নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ।

২৫. রংপুর বিভাগের সংখ্যালঘু নারী, যেমন দলিত সম্প্রদায়ের নারী , অভিবাসী নারী, উদবাস্তু নারী, বয়স্ক নারী ও প্রতিবন্ধি নারীসহ সুবিধাবঞ্চিত নারীদের জন্য শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, গৃহায়ন, সহিংসতা থেকে রক্ষা ও ন্যায় বিচার পেতে যে বিভিন্নপ্রকার বৈষম্যের ভোগান্তি পোহাতে হয়, তা থেকে রক্ষা করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে যে উন্নয়ন বৈষম্য বিদ্যমান, তা গ্রামীণ, বিশেষ করে রংপুর বিভাগের নারীদের জীবনকে শিক্ষাহীনতা, অসচেতনতা, দারিদ্র , পশ্চাৎপদতায় আষ্টেপৃষ্টে বাঁধে রেখেছে। রংপুর বিভাগের নারীরা দারিদ্র, বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষের প্রথম শিকার। এ প্রসংগে বার্মা বর্তমান মায়ানমারের একটি গবেষণা ফলাফল উল্লেখ করা যেতে পারে। "পশ্চিমা একজন সমাজ গবেষক গবেষণাকর্মটি করেছিলেন তৎকালীন বার্মায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ঐ গবেষক বার্মায় গিয়ে দেখলেন যে, নারীরা সবসময়ই পুরুষদের পিছনে পিছনে হাটেন। এ থেকে তিনি উপসংহারে উপনীত হলেন যে বার্মার নারীরা পশ্চাদপদ, অক্ষমতায়িত এবং পিতৃতান্ত্রিকতার শিকার। ঐ একই গবেষক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আবারো "নারীর ক্ষমতায়ন" অবস্থা দেখার জন্য বার্মায় গিয়ে দেখলেন ঠিক উল্টোটা অর্থাৎ আগে নারী চলতো- হাটতো পুরুষের পেছন- পেছন, আর এখন পুরুষরা হাটছে নারীর পেছন- পেছন অর্থাৎ নারী সামনে আর পুরুষ পেছনে। উৎফুল্ল হয়ে গবেষক লিখলেন বার্মায় "নারীর ক্ষমতায়নে" নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে- নারীরা এখন পুরুষের সামনে। আসলে ঘটনা উল্টো। নারীরা যে আগে হাটছেন আর পুরুষরা নারীর পেছনে (বেশ দূরত্বে) তার কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্মায় প্রচুর ল্যান্ড মাইন পোতা হয়েছিল। অর্থাৎ যে আগে হাটবে আগে মরবে।"[২৫]

রংপুর বিভাগের নারীরা এখনও জেন্ডার বৈষম্য, পারিবারিক বিধিনিষেধ ও পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর কঠিন বেড়াজাল ভেদ করে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত হওয়ার প্রচেষ্টায় অবিরাম সংগ্রাম করে যাচ্ছে। তাদের সে প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিতে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ। সরকার, স্থানীয় সরকার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, নারী নেতৃবৃন্দ, নারী উন্নয়ন সংস্থা, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী সংগঠন, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থা এবং এ অঞ্চলের নারী সমাজ - সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ অঞ্চলের নারীদের হাজার বছর ধরে চলে আসা অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা দূর করে সত্যিকারের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জন সম্ভব।[২৬]

তথ্যসূত্র

১. নাজমা সিদ্দিকী, "ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী- প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ", বেজিং কর্মপরিকল্পনায় নারী অগ্রগতির পথরেখা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১১।

২. ড. আবুল বারকাত, "বাংলাদেশে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নঃ মানব উন্নয়ন পরিকল্পনায় যা ভাবতে হবে" Bangladesh Journal of Political Economy, Vol- 27, No, 1 & 2, Bangladesh Economic Association, 2011 ।

৩. The World Bank, "Poverty Assessment for Bangladesh", Bangladesh Development Series, Paper No. 26, 2008.

৪. Planning Commission, GOB, "Accelareting Growth & Reducing Poverty", 6th Five Year Plan, 2011.

৫. Bangladesh Bureau of Statistics, "Reports of the Household Income & Expenditure Survey 2010, Ministry of Planning, 2011

৬. Bangladesh Bureau of Statistics, "Reports of the Household Income & Expenditure Survey 2010, Ministry of Planning, 2011

৭. মাহবুব রহমান, মঙ্গার আলেখ্য, অগ্রদূত প্রকাশনী, ২০১১।

৮. Bangladesh Bureau of Statistics, Statistical Yearbook of Bangladesh- 2011, Ministry of Planning, GOB, 2011

৯. Bangladesh Bureau of Statistics, "Reports of the Household Income & Expenditure Survey 2010, Ministry of Planning, 2011

১০. Ministry of Finance, GOB

১১. Ministry of Finance, GOB

১২. Center for Policy Dialogue, Occasional Paper Series- 71, 2008

১৩. Bangladesh Bureau of Statistics, "Reports of the Household Income & Expenditure Survey 2010, Ministry of Planning, 2011

১৪. সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, "বাংলাদেশের নারীর অনুদঘাটিত অবদান অনুসন্ধানঃ প্রতিবন্ধকতা, সম্পৃক্ততা ও সম্ভাব্যতা", ২০১৪

১৫. ড. আবুল বারকাত, ২০১১, প্রাগুপ্ত

১৬. মেহেরুন্নেছা, গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর অবদান, Bangladesh Journal of Political Economy, Vol- 24, No, 1 & 2, Bangladesh Economic Association, 2008

১৭. Bangladesh Bureau of Statistics, "Reports of the Household Income & Expenditure Survey 2010, Ministry of Planning, 2011

১৮. পাল মজুমদার, প্রতিমা ," জাতীয় বাজেটে জেন্ডার সংবেদনশীলতা অর্জনে রাজস্বনীতি ও রাজস্ব বাজেটের ভূমিকা", সমীক্ষা, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ২০১০।

১৯. শরমিন্দ নীলোর্মী, "জাতীয় বাজেটে নারীর জন্য বরাদ্দঃ নারী- পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ", মহিলা পরিষদ জার্নাল, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০১৩।

২০. Ministry of Finance, GOB, Gender Budget Report 2013- 14, 2013

২১. সায়মা হক বিদিশা, "জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট ও এর পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন", মহিলা পরিষদ জার্নাল, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০১২

২২. সায়মা হক বিদিশা, ২০১২, প্রাগুপ্ত

২৩. হান্নান বেগম, সিডিও ও বাংলাদেশ, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ২০১২

২৪. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১।

২৫. ড. আবুল বারকাত, ২০১১, প্রাগুপ্ত।

২৬. ড. মোঃ মোরশেদ হোসেন, "উন্নয়ন বৈষম্য ঃ উত্তরবঙ্গে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন", USAID ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর আয়োজিত "নারী ও উন্নয়ন মেলা ২০১৪" সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ, ২০১৪।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা এবং দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মোঃ জহির উদ্দিন আরিফ*

সারকথা

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ নির্ণয় ও তার আলোকে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল উন্নয়ন বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। প্রবন্ধটি বিভিন্ন গবেষণামূলক বই, প্রবন্ধ ও প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত মাধ্যমিক উপাত্ত ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক তথ্যের উৎস হিসেবে দীর্ঘদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে বিষয়টি বিশ্লেষণের প্রয়াস চালানো হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের সামগ্রিক আয় ও সম্পদ এবং মানবিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগত বিভিন্ন অধিকার ও সুযোগের অসম বন্টনের ফলে সৃষ্ট বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের খুঁটিনাটি বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, শুধুমাত্র জনগণের আয় ও সম্পদের স্বল্পতার কারণেই দারিদ্র্য সৃষ্টি হয় না, বরং মানবিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগত নানাবিধ অধিকার ও সুযোগ ভোগের বঞ্চনা থেকেও মানুষ দারিদ্র্যে ভোগে; এমনকি সার্বিকভাবে স্বাভাবিক জীবন ধারণে ব্যর্থ হয়, পরিবার ও সমাজে নানাভাবে যন্ত্রণার স্বীকার হয়ে চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তি হারায় এবং অকালে মারা যায়। ফলে এরূপ বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের বিমোচন কৌশলও সঙ্গত কারণেই একমাত্রিক না হয়ে বহুমাত্রিক হবে। তাই শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও এর সুষম বন্টনই একমাত্র পন্থা নয়, বরং বিকল্প কৌশল হিসেবে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সক্রিয় সামাজিক নীতি গ্রহণ, সরকারী-বেসরকারী ব্যবস্থায় ধারাবাহিকভাবে সুপরিকল্পিত টার্গেটভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ ও কার্যকরীকরণ, গ্রাম ও শহরে মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভোটদানের অধিকার, তাদের স্বাধীন ও যৌক্তিক মতামত প্রকাশের অধিকার, সম্পত্তি গ্রহণ ও হস্তান্তরের অধিকার, কাজ পাওয়ার ও করার

* মোঃ জহির উদ্দিন আরিফ, সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ, ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস স্টাডিজ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ; এবং প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ রেনেসাঁ ফাউডেশন। ই-মেইল: <mjarif2004@yahoo.com>, <brfoundation2014@gmail.com>।

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

অধিকার, শিক্ষার অধিকার ইত্যাদি বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ ও উন্নয়নে নারীকে 'সক্রিয় অংশীদার'করণ, সমাজের সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক প্রক্রিয়ায় ব্যাপক হারে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বহুমাত্রিক দারিদ্র্যকে যাদুঘরে পাঠানা যেতে পারে। তাই এ জন্য বাস্তবসম্মত সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগ ও জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন যা বাংলাদেশকে অদূর ভবিষ্যতে একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী, মননশীল ও শান্তিপূর্ণ আধুনিক দেশে পরিণত করবে বলে আশা করা যায়।

ভূমিকা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে এ দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি এবং মাথাপিছু বার্ষিক আয় প্রায় ১৫৮৫ (adjusted for purchasing power parity) মার্কিন ডলার (রমেশ ও অন্যান্য, ২০১২)। এ দেশটি উন্নয়নের কয়েকটি ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে ২০১৫ সাল নাগাদ জাতিসংঘের 'সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনে সক্ষম হয়েছে। দেশটিতে মূল্যস্ফীতি বাড়লেও সম্প্রতিকালে তা ডাবল্ ডিজিটের নীচে অবস্থান করছে। তবে এ দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক এখনও দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে।

সাধারণ অর্থে 'দরিদ্র্য' বলতে 'বঞ্চনার অনুভূতি'কে বুঝায়। কিন্তু, দারিদ্র্যকে এক কথায় সঙ্গায়িত করা কঠিন। বস্তুতঃ দারিদ্র্য কি এবং কারাই-বা দরিদ্র্য তা একমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণযোগ্য নয়, বরং তা বহুমাত্রিকতার আলোকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

দারিদ্র্যকে পরম অর্থে সংঙ্গায়িত করা যায় অথবা আপেক্ষিক অর্থে বিবেচনা করা যেতে পারে। একটি দেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে যারা ব্যর্থ তারা দরিদ্র; এটি হচ্ছে 'পরম দারিদ্র্য' (Absolute Poverty)। আবার একটি দেশের সাথে অপর একটি দেশের মানুষের আয়ের ও অন্যান্য বঞ্চনার তুলনা থেকেও দারিদ্র্য পরিমাপ করা সম্ভব; যাকে 'আপেক্ষিক দারিদ্র্য' (Relative Poverty) বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

বয়লি (Boyle) (১৯৯০) এবং রেইন (Rein) (১৯৭০) দারিদ্র্যের বিশ্লেষণে সম্ভব তিনটি ধারণা ব্যবহার করেন। যথা: (১) জীবন ধারণ, (২) অসমতা ও (৩) সহিষ্ণুতা। প্রথমটি, মূলতঃ সমাজে কাজ করে খাওয়ার মত শক্তি ও স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে যে পরিমাণ খাদ্য ও সেবা দরকার তা যারা পায় না তাদেরকেই দরিদ্র বুঝানো হয়। দ্বিতীয়টি, মূলতঃ সম্পদ ও আয়ের বন্টনে বৈষম্যের ভিত্তিতে এবং তৃতীয়টি, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যাদের অবস্থান নিচে, যারা কম খায়, ভাল কাপড় পরতে পারে না, যাদের বাহ্যিক চাকচিক্য নেই, তারাও দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত।

আবার এ. কে. সেন (১৯৯১)-এর মতে, দৈহিক ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য খাদ্য নয় এমন পণ্য ও সেবা যে পরিমাণ প্রয়োজন তা যারা মেটাতে পারে না, তারাই দরিদ্র। এখানে তিনি দারিদ্র্যের বর্ণনায় জৈবিক দিকটি তুলে ধরেছেন।

মিলার (Millar) এবং রবি (Roby) প্রমুখ অর্থনীতিবিদ সমাজের আয় বন্টনের দিক দিয়ে বঞ্চিত শ্রেণিকে দরিদ্র বলে চিহ্নিত করেন। সমাজের দৃষ্টিতে যে মানের জীবন যাপন কমপক্ষে করা প্রয়োজন তার চেয়ে নিম্ন মানের জীবন যাপন যারা করছেন তারা সকলেই দরিদ্র।

আনিসুর রহমান (১৯৯৭) তার "দারিদ্র্য গণনা, দারিদ্য বিমোচন এবং সামাজিক ন্যায় বিচারসহ প্রবৃদ্ধি" নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন- "আজকের অর্থনীতিবিদদের অনেকেই যারা খাদ্য উপাদান ও খাদ্য বহির্ভূত উপাদান পেতে প্রয়োজনীয় মাথাপিছু আয়ের হিসাবের উপর নির্ভর করে 'দারিদ্র্য রেখা' টানছেন এবং 'চরম দারিদ্র্য রেখা'ও টানছেন তাদের এরকম দর্শন দরিদ্র মানুষকে 'গৃহপালিত পশু'র মতই গণ্য করে।" তার এ প্রবন্ধে তিনি আতিউর রহমান ও অন্যান্য গবেষকদের গবেষণা ('সমুন্নয়' কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা, ১৯৯৬) সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন- "সমুন্নয়ের গবেষণাটি জনগণের সাথে আলোচনাভিত্তিক এবং এতে জনগণের নিজেদের মধ্যেও আলোচনা প্রণোদিত করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের মতামত অনুসারে বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন, সন্তানের শিক্ষার জন্য ন্যূনতম খরচ, সুচিকিৎসার জন্য ন্যূনতম খরচ, চলাফেরার নিরাপত্তার খরচ, মেয়েদের সম্ভ্রম রেখে চলার খরচ ইত্যাদি থেকে বঞ্চনা তাদের মাঝে দারিদ্র্য চেতনা সৃষ্টি করে।"

আনিসুর রহমান (১৯৯৭) এ সকল সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের চেতনার পিছনে আরো কয়েকটি দিকের উল্লেখ করেন যাতে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় দাবীর প্রতিফলন ঘটেছে। যেমন-

ক) প্রসূতি পরিচর্যা ও উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে সন্তান প্রসবের খরচ;

খ) সন্তানের বিবাহের ন্যূনতম খরচ;

গ) জীবনের গোপনীয়তা (প্রাইভেসি) বজায় রেখে বাস করার মত বাসস্থানের খরচ;

ঘ) আইন আদালতের কাছে সেবা ও ন্যায় বিচার পাবার খরচ- প্রতারণা, লুণ্ঠন. ডাকাতি, সন্ত্রাস, ধর্ষন, ফতোয়াবাজি, নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে;

ঙ) বৃদ্ধ বয়সেও মানুষের মত বাঁচবার জন্য পুঁজি;

চ) মৃতদেহ সৎকারের এবং কুলখানি ও চল্লিশা পালনের খরচ;

ছ) দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য পুঁজি (বন্যার আঘাত, বাড়ি পুড়ে যাওয়া, গরু মারা যাওয়া); ইত্যাদি।

আবার এ সব খরচের অনেকগুলোই স্থানভিত্তিক (Location Specific) বলে তিনি তার প্রবন্ধে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাই শুধু ব্যক্তির আয় বিবেচনা করলেই হবে না, ব্যক্তি যেখানে অবস্থান করছে সেখানে কোন্‌টি (যথাঃ বিশুদ্ধ পানি, শিক্ষা ও সুচিকিৎসা) পেতে কি খরচ তাও বিবেচনা করতে হবে। এভাবে মানুষের নিজস্ব দারিদ্র্য চেতনা থেকে 'দারিদ্র্য রেখা' টানলে, যা তুলনামূলক ও স্থানভিত্তিক, এবং তুলনামূলক বলে কালভিত্তিকও, সামাজিক ন্যায় বিচারের কিছুটা বিবেচনা এর মধ্যে চলে আসে বলে তিনি মনে করেন।

অমর্ত্য সেন (১৯৯৯) তার "Development As Freedom" গ্রন্থে মানুষের জন্য সার্বিক মুক্তি ও স্বাধীনতার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এখানে তিনি সব ধরনের মুক্তি ও স্বাধীনতার বঞ্চনাকে উন্নয়ন পরিপন্থি তথা দারিদ্র্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া, তিনি অর্থনীতিতে 'সত্ত্বাধিকার (Entitlement)' ধারণাটি নিয়ে আসেন। তিনি মনে করেন, পণ্য ও সম্পত্তির উপর মালিকানা বা সত্ত্বাধিকার ব্যতীত উপযোগ গ্রহণ সম্ভব নয়। এর ফলে সত্ত্বাধিকারের বঞ্চনাও মানুষের মাঝে এক ধরনের দারিদ্র্য সৃষ্টি করে।

বিনায়ক সেন (১৯৯৫) তার "দারিদ্র্য, অসমতা ও প্রবৃদ্ধি" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, "বিশেষজ্ঞদের মাঝে এ (দারিদ্র্য) বিষয়ে একটা ঐকমত্য আছে যে, দারিদ্র্যের উপার্জন ও উপার্জন বহির্ভূত দু'টো দিক

রয়েছে। শেষোক্তটির অন্তর্গত হচ্ছে বাসস্থান ও পরিধেয় বস্ত্রের প্রাপ্যতা, পুষ্টি, পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগ, একটা পর্যাপ্ত ভোগ মাত্রার নিশ্চয়তা, সংকট মোকাবেলার ক্ষমতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তাবোধ।"

২৯ এপ্রিল, ১৯৯৮ তারিখে প্রকাশিত বিশ্ব ব্যাংকের এক গবেষণা রিপোর্ট "Bangladesh: From Counting the Poor to Making the Poor Count"-এ 'দরিদ্র কারা? (Who are the Poor?)'-এ বিষয়ে একটি প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আরো কয়েকটি প্রশ্ন উল্লেখ করা হয়েছে যে, দরিদ্ররা কি মূলতঃ শহরে না গ্রামে অবস্থান করে? তারা কি নিরক্ষর? তাদের কি নিজস্ব জমি আছে? দরিদ্র পরিবারের মহিলা প্রধান নাকি পুরুষ প্রধান? এভাবে বিশ্ব ব্যাংক ঐ রিপোর্টে এ জাতীয় বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা এবং এ সব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের মাধ্যমে দরিদ্র এবং দরিদ্র পরিবারের এ সব বৈশিষ্ট্য পরীক্ষার প্রয়াস চালিয়েছে।

সুতরাং, দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ ও গবেষকদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যের ধারণা নিয়ে যে চিন্তাভাবনা ও প্রবণতাগুলো লক্ষ করা যায় তার মধ্যে প্রধান প্রবণতা হচ্ছে- 'মাথাপিছু আয়ভিত্তিক (Head Count)' একটি হিসাব যা দারিদ্র্য গণনার একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করা। এ প্রবণতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে তথাকথিত উন্নত বিশ্বের উন্নাসিক ও অহংকারী মানসিকতায় আচ্ছন্ন কতিপয় উন্নয়ন চিন্তাবিদের সৃষ্ট একটি অমানবিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার বহির্ভূত দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের তথাকথিত দরিদ্র দেশগুলোর অনেক উন্নয়ন অর্থনীতিবিদও যে কোন উপায়ে প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধিকে দারিদ্র্য বিমোচনের একমাত্র উপায় বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু মানুষের মানবিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, পরিবেশগত ইত্যাদি সব দিকের বঞ্চনা উপেক্ষা করে বা দেখেও না দেখার ভান করে শুধুমাত্র প্রবৃদ্ধি অর্জনই দারিদ্র্য বিমোচনের একমাত্র পথ- এ প্রেসক্রিপশন গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ইতোপূর্বের আলোচনায় যেহেতু প্রতীয়মান যে, দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক বিষয় সেহেতু দারিদ্র্য বিমোচনও বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড-নির্ভর। দারিদ্র্যের প্রতিটি দিকের প্রতি লক্ষ রেখে তা দূরীকরণের সার্বিক কর্মকাণ্ড গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে। বিশেষতঃ বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে দীর্ঘকাল ধরে শুধু প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের এই একমাত্র ধারণা পুরো উন্নয়ন চিত্রকেই জটিল করেছে। ফলে একদিকে যেমন 'দারিদ্র্য দূরত্ব (Poverty Gap)' বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি অন্যদিকে বেড়েছে অসমতা, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য আর উপেক্ষিত রয়ে গেছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন, ভৌত পরিকল্পনা, পরিবার কল্যাণ, গণতান্ত্রিক অধিকার (বিশেষ করে ভোটদানের অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার), অঞ্চলভিত্তিক সুষম বন্টনের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো। সুতরাং, এর পরিপ্রেক্ষিতে দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনায় বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতার সার্বিক চিত্র

ইতোপূর্বে বিশ্ব ব্যাংকের উল্লেখিত প্রকাশিত গবেষণা রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৯০-এর দশকে বাংলাদেশে মাথাপিছু দারিদ্র্য তুলনামূলকভাবে পূর্বের দশকগুলোর তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে যেখানে ৪১ শতাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেছে সেখানে ১৯৯৫-৯৬ সালে এর পরিমাণ কমে গিয়ে

দাঁড়িয়েছে ৩৬ শতাংশে। একই সময়ে মাথাপিছু দারিদ্র্যের হিসাবে দারিদ্র্য সীমার নীচের শহর ও গ্রামের মধ্যে ব্যবধানও দ্বিগুণ বেড়েছে।

১৯৮৩-৮৪ সালে শহুরে ও গ্রামীণ দারিদ্র্য ছিল যথাক্রমে ২৮.০৩ শতাংশ ও ৪২.৬২ যা ১৯৯৫-৯৬ সালে কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৪.৩২ শতাংশে ও ৩৯.৭৬ শতাংশে। আবার জাতীয় পর্যায়েও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। একই রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী উল্লেখিত সময়কালে বৈষম্য বৃদ্ধির হারও ছিল উর্ধ্বমুখী। শহরে আয় বৈষম্যের মাত্রার তীব্রতা গ্রামীণ আয় বৈষম্যের তুলনায় অধিক পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ কওে, ১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৫-৯৬ সালের মধ্যে এ বৈষম্যের মাত্রা তীব্রতর হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, অঞ্চলভিত্তিক সুষম বন্টনের অভাবে দারিদ্র্যের মাত্রা তীব্রতর হয়েছে, যা দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ের অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়নের দাবীকে ভ্রান্ত ও অগ্রাহ্য প্রমাণিত করে দেয়।

কৃষিভিত্তিক দারিদ্র্য

বাংলাদেশের আবাদযোগ্য কৃষি জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম। জমির সুষম বন্টনের অভাবে মাত্র শতকরা ২ ভাগ কৃষকের হাতে ২৫ শতাংশ জমি রয়েছে। শতকরা ৫৪ ভাগ জমি মাত্র ১০ শতাংশ কৃষকের হাতে রয়েছে। পক্ষান্তরে, ৫২ শতাংশ কৃষকের কোন চাষযোগ্য জমি নেই। আবার ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর প্রতি দশ জনের ছয় জনই চরম দরিদ্র। বিশেষতঃ গ্রামীণ দারিদ্র্যের ভূমিহীন ক্ষেতমজুর জনগোষ্ঠী 'হত দরিদ্র' পর্যায়ে অবস্থান করছে।

শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চনা ও দারিদ্র্য

বাংলাদেশে শিক্ষার সুযোগ একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে দারিদ্র্যের প্রবণতাও বেড়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের (১৯৯৮) রিপোর্টে দেখা যায়, যে সব পরিবার শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে সব পরিবার পূর্বের চেয়ে দরিদ্র হয়েছে। জাতীয়ভিত্তিক হিসাবে, ৬৭ শতাংশ মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হবার কারণে উচ্চ দারিদ্র্য সীমায় অবস্থান করছে। আবার, শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যেও এক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

পেশাগত দারিদ্র্য

বাংলাদেশে অকৃষি খাতে নিয়োজিত শ্রমিক, বর্গাচাষী, মৎস্য পেশায় নিয়োজিত শ্রমিক, পারিবারিক কৃষি শ্রমিক, সেবা খাতে নিয়োজিত শ্রমজীবি গোষ্ঠীর (যেমন– শিক্ষক, চিকিৎসক, গবেষক, আইনজীবি) তুলনায় দিনমজুর, কারখানা শ্রমিক, ক্ষেতমজুর ইত্যাদি গোষ্ঠীর মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে অবস্থান করছে।

সেবা প্রাপ্তি ও দারিদ্র্য

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ, পানীয় জল, পরিবহন ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে সেবা প্রাপ্তির পরিমাণগত যোগানের ক্ষেত্রে বৈষম্য তীব্র। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে গিনি সহগ (Gini Coefficient)-এর মান ০.২১৪ (সেন, ১৯৯৬) এবং পরিবহন খাতে এই গিনি সহগ (Gini Coefficient)-এর মান ০.০৭৩। ১৯৭০-৭৫ সালে নিরাপদ পানীয় জলের যোগান পেত প্রায় ৫৬ শতাংশ মানুষ। বর্তমানে সেই পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও মাথাপিছু নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহের পরিমাণে ঘাটতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

লিঙ্গ বৈষম্য ও দারিদ্র্য

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী হওয়া সত্ত্বেও তারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে বঞ্চনার শিকার। নারীর সম অধিকার চরমভাবে উপেক্ষিত থাকায় তারা উন্নয়নে পুরোপুরি 'সক্রিয় অংশীদার' হতে পারছে না। পুরুষের তুলনায় নারীর মাথাপিছু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার কম। নারী শিক্ষার হার সার্বিকভাবে ৩১.৪ শতাংশ, যেখানে পুরুষ শিক্ষার হার ৫১.৩২ শতাংশ। আবার স্বাস্থ্য খাতের চিত্র খুবই ভয়াবহ। বাংলাদেশে প্রসূতিজনিত মৃত্যুহার প্রতি দশ হাজারে ৮৮৭ (১৯৯৬ সাল অনুযায়ী) যা বিশ্বের অন্যতম সর্বাধিক। শিশু মৃত্যুর ক্ষেত্রে কন্যা শিশু এবং পুত্র শিশুর মৃত্যুহারের অনুপাত ১.৩৩ (১৯৯৩ সাল অনুযায়ী)। ধর্মীয় ও পারিবারিক কাঠামোর প্রেক্ষিতে কার্যকরভাবে নারীর ক্ষমতায়ন না থাকায়, বিশেষ কওে, গ্রামীণ নারী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এ ব্যবধান দারিদ্র্যের মাত্রাকে তীব্র করে তোলে।

তথ্য প্রযুক্তি ও দারিদ্র্য

বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতির অবাধ প্রবাহে বিশ্ব অর্থনীতিতে উন্নয়নের যে সুবাতাস বইছে তারই বাস্তবতায় তথ্য প্রযুক্তি একটি বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই নতুন তথ্য প্রযুক্তিগত বিপ্লব তথা কম্পিউটার নেটওর্য়াকিং ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে এককভাবে কোন দেশ আধিপত্য ও কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারে না। তথাপি বাংলাদেশ এক্ষেত্রে তেমন জোরালো ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। বিশ্ব জুড়ে যেখানে প্রায় ২০০ কোটি মানুষ ইন্টারনেট সুবিধা গ্রহণ করছে সেখানে বাংলাদেশে ব্যবহারকারীর সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। উন্নত বিশ্বে যেখানে প্রতি তিন জনে একজন ইন্টারনেট ব্যবহার করে, সেখানে বাংলাদেশে এখনো মাত্র কয়েক লক্ষ লোক ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। তবে সম্প্রতিকালে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রনালয়, দফতর ও প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার, ইন্টারনেট প্রযুক্তির ব্যবহার পরিলক্ষিত হলেও ওয়েবসাইটগুলোর তথ্য প্রায়শঃ আপডেট করা হয় না। এমনকি এদেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনেকেই ইন্টারনেট প্রযুক্তিকে অযথা সন্দেহের চোখে দেখে যা ব্যাপক জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ফলে অনলাইনে/ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ও আর্কাইভে সংরক্ষিত রেফার্ড ও ইনডেক্সড্ ইন্টারন্যাশনাল ইলেকট্রনিক জার্নালগুলোতে (ই-জার্নাল বা ডিজিটাল জার্নাল) বাংলাদেশের গবেষকদের প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ খুবই অপ্রতুল। আর প্রকাশিত হলেও পর্যাপ্ত ধারণা না থাকায় এবং অযাচিত সন্দেহ, ভয় ও অনীহার কারণে প্রকাশিত ভাল মানের প্রবন্ধগুলো বাংলাদেশে যথাযথ স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে অপরাগতা প্রকাশ করায় বাংলাদেশের গবেষকরা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে পিছিয়ে পড়ছে। এ সব জার্নালে প্রকাশনার জন্য জমাকৃত গবেষণা প্রবন্ধ পীয়ার রিভিউ করার সময় বিশেষ ধরনের সফ্টওয়ার ব্যবহৃত হয় যা 'প্লাগিয়ারিজম' রোধে সহায়তা করে যা গবেষণা জগতে সবিশেষ গুরুত্ব বহন করে। যেখানে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর বেশীর ভাগ প্রকাশক তাদের প্রিন্টেড কপির জার্নাল অবলুপ্ত করে ই-জার্নাল বা নিজস্ব ওয়েবসাইটে রেফার্ড জার্নাল প্রকাশ করছে যার ফলে প্রকাশনাগুলো অন্যান্য গবেষক ও পন্ডিত ব্যক্তিদের কাছে বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সহজলভ্য সেখানে বাংলাদেশের মেধাবী গবেষকরা দেশে প্রচলিত হাতে গোনা কয়েকটি ভাল মানের প্রিন্টেড জার্নালে তাদের গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য মাসের পর মাস এমনকি কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হচ্ছে যা তাদের ধারাবাহিক গবেষণা করতে অনুৎসাহিত করছে, গবেষণার সংখ্যা ও প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা অপ্রতুল থাকছে এবং মূল্যবান সময় ও মেধার অপচয়

ঘটাচ্ছে। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান-কলা-ব্যবসায়-বাণিজ্যে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ এই প্রতিযোগিতা-মূলক বিশ্বায়নের যুগে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার ক্ষেত্রে অনেকখানি পিছিয়ে পড়ছে। তাই বাংলাদেশে প্রকাশিত প্রিন্টেড জার্নালগুলো প্রকাশকের নিজস্ব ওয়েবসাইটের আর্কাইভে আপলোড করে সংরক্ষণ ও ডিজিটাল বা ই-জার্নালে রূপান্তরিত করা এখন সময়ের দাবী, বিশ্বায়নের যুগে এ থেকে বাংলাদেশের কোনমতেই আর পিছপা হওয়ার সুযোগ নেই।

ঋণের অধিকার ও দারিদ্র্য

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহের প্রধান উৎস মূলতঃ ব্যাংক ব্যবস্থা এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (এনজিও)। সামগ্রিক ঋণ চাহিদার মাত্র ৩০-৩৫ শতাংশ ব্যাংক সরবরাহ করে যা দরিদ্র শ্রেণীর নাগালের বাইরে। অবশিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের বড় অংশের যোগানদাতা এনজিওসমূহ (গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, স্বনির্ভর বাংলাদেশ এবং আরও কিছু প্রতিষ্ঠান)। মূলতঃ টার্গেট গ্রুপের কাছে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সীমিত রাখার ফলে জনগণের একটি বড় অংশ এ সুবিধার বাইরে থেকে যাচ্ছে। ফলে দারিদ্র্য পরিস্থিতির সার্বিক উন্নতি হচ্ছে না।

বাংলাদেশের জন্য দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল

দারিদ্র্যের দুর্বিষহ যন্ত্রণা মানবাধিকারের পরিপন্থী। মানুষ তার স্বাভাবিক অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনেই দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক করাল গ্রাস থেকে প্রতিনিয়ত আত্মরক্ষা করতে চায়। তাই "দরিদ্র জনগণকে, দেশের সাক্ষাৎ উৎপাদক শ্রেণীকে দেশের প্রধান গ্রোথ এজেন্ট করবার জন্য কৌশল উদ্ভাবনে, এবং এ সম্বন্ধে সমাজ সচেতনতা সৃষ্টিতে অবদান রাখতে সমাজকল্যণকামী অর্থনীতিবিদদের এগিয়ে আসার এখনই সময়।" (রহমান, ১৯৯৭: ৩৭)। বাংলাদেশের দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতার দিকগুলো বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ দু'ধরনের পদ্ধতির কথা বলা যায়। যথা–

(১) পুনর্বন্টন পদ্ধতি (Redistributive Approach) ও
(২) অ-পুনর্বন্টন পদ্ধতি (Non-Redistributive Approach)।

এক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতি অর্থাৎ পুনর্বন্টন পদ্ধতি অনুসারে দারিদ্র্য বিমোচন করতে হলে সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় ব্যাপক ভূমি সংস্কার করে জমির পুনঃ ও সুষম বন্টনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচেষ্টা গ্রহণ হবে অনেকাংশেই বিশৃঙ্খলার নামান্তর। তাই দ্বিতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ অ-পুনর্বন্টন পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিদ্যমান সামাজিক কাঠামোর মধ্যে থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য দারিদ্র্য বিমোচনকারী বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়ে তা দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা যেতে পারে।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান-এর আহ্বানে গঠিত টাস্ক ফোর্সের "দারিদ্র্য বিমোচন" সম্পর্কিত প্রতিবেদনে তিনটি পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছিল। (টাস্ক ফোর্স প্রতিবেদন, ১৯৯১: ২৭)। যথা–

ক) সামাজিক খাতসমূহে বাড়তি বিনিয়োগের মাধ্যমে মানুষের দক্ষতা বাড়িয়ে জীবনের মান উন্নত করে দারিদ্র্য বিমোচন করা যায়,

খ) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়িয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ও বাড়ানো যায় এবং

গ) নির্দিষ্ট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় ও কাজ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরাপত্তা বেষ্টনির ব্যবস্থা করা।

রহমান (১৯৯৬) তার "গরীব–এর বাজেট ভাবনা ও দারিদ্র্য বিমোচন" শীর্ষক গ্রন্থে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন, ভৌত পরিকল্পনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, সমাজ কল্যাণ- এই সাতটি খাতে সম্পদ প্রবাহের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সুতরাং সমাজের বিদ্যমান কাঠামোর মধ্যে থেকে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নিচের কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য দ্রুত হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রয়োজন। বিশ্ব ব্যাংকের গবেষকরা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পরিশোধিত পরিসংখ্যানমালা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, যে সব দেশে মাথাপিছু জাতীয় আয় দশ বা ততোধিক বছর ধরে বেড়েছে সে সব দেশে দারিদ্র্যের হারও কমেছে একই সময়ে। (ব্রুনো, র‍্যাভালিয়ন ও স্কয়ার, ১৯৯৫; ডেনিঙ্গার ও স্কয়ার, ১৯৯৬)। এ জন্য দরিদ্র মানুষের আয় বাড়াতে হবে, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে এ আয় বাড়বে। সুতরাং, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিশেষ ধরনের প্রবৃদ্ধি অর্থাৎ 'দরিদ্রমুখী প্রবৃদ্ধি (Pro-poor Growth/Broad Based Growth)' অর্জন প্রয়োজন। গরীবদের মোট জাতীয় আয়ের যে শেয়ার তা যদি সময় অনুপাতে বাড়ে তবে বুঝা যাবে যে, 'দরিদ্রমুখী প্রবৃদ্ধি' হচ্ছে। অর্থাৎ জাতীয় আয়ে দরিদ্রদের আয়ের অংশীদারিত্ব বা শেয়ার বাড়লে দরিদ্রমুখী প্রবৃদ্ধি হবে। এখন প্রশ্ন হলো এই দরিদ্রমুখী প্রবৃদ্ধি কিভাবে অর্জন করা যাবে? বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে, যাদের বেশীর ভাগই দরিদ্র। তাই এসব দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কৃষি এবং কৃষিখাত বহির্ভূত (যেমন- রিক্সা চালানো, ব্যবসা করা, দিনমজুর, কারখানায় শ্রম দান ইত্যাদি) কর্মসংস্থান তথা কৃষি এবং অ-কৃষি খাতের কার্যক্রমগুলো বাড়ানো প্রয়োজন। আবার কৃষিখাতে সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ এবং সেচ ব্যবস্থার সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। সুতরাং, 'দরিদ্রমুখী প্রবৃদ্ধি' অর্জন করতে হলে প্রয়োজন-

ক. কৃষি বা গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন,

খ. কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণ,

গ. কৃষিখাতের সাথে অকৃষি খাতের সংযোগ সাধন,

ঘ. কৃষিভিত্তিক বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলা,

ঙ. বিশেষভাবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন,

চ. শ্রমনিবিড় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং ন্যায্য হারে মজুরী প্রদান,

ছ. শিল্পে সঠিক প্রযুক্তির ব্যবহার,

জ. বহির্মুখী শিল্পায়ন নীতি গ্রহণ ও রপ্তানী ব্যবস্থার উন্নয়ন,

ঝ. বাজারের বৃদ্ধি এবং বহিঃবাজারের সাথে আভ্যন্তরীণ বাজারের সংযোগ স্থাপন,

ঞ. দরিদ্রদের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করা,

ট. সরকারী পর্যায়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং এতে দরিদ্রদের ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা,

ঠ. গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে সচল ও কার্যকর করা,

ড. স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়ন করা এবং প্রতিটি গ্রামে 'কমিউনিটি হাসপাতাল' প্রতিষ্ঠা করা যাতে সসার স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত হয়,

ণ. আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে দরিদ্রদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

বস্তুতঃ কর্মসংস্থানমুখী শ্রমর্নিবিড় প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্রমুখী প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। আর এতে গরীবদের আয় বাড়ে, ফলে তাদের সংকট মোকাবেলার বা সহ্য করার ক্ষমতা (Crisis Coping Capacity) বাড়ে; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, ভাল মানের ও রুচিশীল খাদ্য ও বস্ত্র পরিধানের সুযোগ বাড়ে। ফলশ্রুতিতে এসব কিছুই দরিদ্রদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে, ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়ে যা পুনরায় দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সহায়ক।

২. সক্রিয় সামাজিক নীতি গ্রহণ

বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যাপকভাবে সরকারী পর্যায়ে ও ব্যক্তি পর্যায়ে বিভিন্ন সামাজিক নীতি গ্রহণ ও এর বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এ জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় অর্থ বাজেটে বরাদ্ধ করতে হবে। সরকারকে এমন সামাজিক নীতি গ্রহণ করতে হবে যাতে গরীবরা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারে। "বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক কারণে প্রয়োজনীয় ভূমি সংস্কার সম্পন্ন করা বেশ কঠিন হবে। তাছাড়া উদ্বৃত্ত জমির স্বল্পতার জন্য ভূমি সংস্কারের বন্টনমূলক উপযোগিতাও অনিশ্চিত। তাই সামাজিক উন্নয়নমূলক খাতে, বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অধিকতর বিনিয়োগ করা অতি জরুরী।" (সেন, ১৯৯৫)। বিশেষতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে এবং সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করলে দরিদ্ররা উপকৃত হবে। এক্ষেত্রে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যেকার ব্যবধান হ্রাস করতে হবে। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা রেখেছিল শিক্ষা। এছাড়া নারী শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার রোধ করতে হবে। আশার কথা, বাংলাদেশে ২০১০ সালে প্রণীত বর্তমান জাতীয় শিক্ষা নীতিতে এ সকল দিকের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণ বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক (বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছাস ইত্যাদি) এবং মনুষ্য সৃষ্ট (চুরি, ডাকাতি, দূর্নীতি, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ইত্যাদি) বিভিন্ন ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা তথা সংকটের সম্মুখীন হয়। এ সব দরিদ্রদের সংকট মোকাবেলার বা সহ্য করার ক্ষমতা অনেক কম। ফলে তারা তাদের সীমিত সামর্থ্য বা অর্থনৈতিক ক্ষমতা দিয়ে সংকট কাটিয়ে উঠতে পারে না। আবার অনেক সময় সংকট পূরণের প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সুতরাং, এমন সামাজিক নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন যাতে বাংলাদেশের এ সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংকট মোকাবেলার ক্ষমতা বাড়ে।

৩. চিহ্নিত কর্মসূচী গ্রহণ

সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র শ্রেণিকে রক্ষা করার সুপরিকল্পিত টার্গেটভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মসূচী নেয়া হলে সমাজে বিদ্যমান অসমতা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। কারণ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন চিহ্নিত

কর্মসূচী গ্রহণ করলে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (Social Safety Nets) বিস্তৃত হবে। বিশ্ব ব্যাংক (১৯৯৮) তার প্রতিবেদনে জরুরী ভিত্তিতে 'নিরাপত্তা জাল' কর্মসূচী বাস্ড়বায়নের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছিল। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি), ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ), টেস্ট রিলিফ (টিআর) ইত্যাদি কর্মসূচী ইতোমধ্যে বাংলাদেশে দরিদ্র শ্রেণির জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে। সরকারের এই সকল কল্যাণকামী কর্মসূচী দুঃস্থদের কিছুটা পরিমাণে হলেও সহায়তা দেয়, অর্থাৎ এর ভূমিকা সাময়িক। কিন্তু এতে দারিদ্র্য বিমোচন টেকসই হয় না, দারিদ্র্য স্বমূলে উৎপাটনও হয় না। কারণ প্রশাসনিক জটিলতা, দূর্নীতি, সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি কারণে এ কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়নে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। তাই এ সব সমস্যা ও জটিলতা নিরসনের পদক্ষেপ সরকারী পর্যায়ে ও স্থানীয় পর্যায়ে গ্রহণ করা হলে এ সব চিহ্নিত কর্মসূচীর কার্যকারিতা দারিদ্র্য বিমোচনে অনেকখানি সহায়ক হবে- এ কথা বলা যায়।

৪. বিভিন্ন অধিকার গ্রহণের সুযোগ দান

দরিদ্রদের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার রয়েছে। যেমন– ভোটদানের অধিকার, স্বাধীন ও যৌক্তিক মতামত প্রকাশের অধিকার, সম্পত্তি গ্রহণ ও হস্তান্তরের অধিকার, কাজ পাওয়ার ও করার অধিকার, শিক্ষার অধিকার ইত্যাদি। গ্রাম ও শহরে মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এ সকল অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচনের স্বার্থেই নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে। নারী আজ আর উন্নয়নের 'নিষ্ক্রিয় অংশীদার' নয় বরং 'সক্রিয় অংশীদার' (সেন, ১৯৯৯)।

গ্রামগুলোতে পর্যাপ্ত শহুরে সুবিধা যেমন- বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুতের ব্যবস্থা, জ্বালানীর ব্যবস্থা, বাসস্থান সুবিধা, যাতায়াত ও যোগাযোগের ব্যবস্থা ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে এনজিও প্রদত্ত সুবিধা ও বৈদেশিক সাহায্য দূর্নীতিমুক্তভাবে, সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। এছাড়া যুব সমাজকে শিক্ষিত ও দক্ষ করে তুলতে হবে এবং তাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধন করতে হবে যাতে তারা সরকারী চাকুরীর আশায় না থেকে বেশী করে উৎপাদনশীল খাতে নিজেদেরকে নিয়োগ করতে সচেষ্ট হয়। এর ফলে দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত হবে। এছাড়া দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে তথ্য প্রযুক্তি তথা ইন্টারনেট প্রযুক্তি কার্যকরভাবে ব্যবহারের শক্তি অর্জনে বাংলাদেশকে আরো সক্রিয় হতে হবে এবং দক্ষ প্রোগ্রামার তৈরীর মাধ্যমে উন্নয়নের পথে অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে।

৫. সুশাসন এবং সামাজিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ

সমাজের সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে দরিদ্র মানুষ আশার আলো দেখবে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাদের সক্রিয় ও স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ফলে সমাজের সদস্য হিসেবে তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যা মিটাতে সক্ষম হবে যা তাদের আত্মনির্ভরতা অর্জনে সহায়ক হবে। "আজ আমাদের দেশটা যে এমন বিষম গরিব তার প্রধান কারণ, আমরা ছাড়া ছাড়া হইয়া নিজের দায় একলা বহিতেছি। ভারে যখন ভাঙ্গিয়া পড়ি তখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার জো থাকে না।...অনেক গরিব আপন সামর্থ্য এক জায়গায় মিলাইতে পারিলে সেই মিলনই মূলধন।...অনেকের ভাবনার যোগ ঘটিয়া সভ্য মানুষের ভাবনা বড় হইয়াছে। তেমনি অনেকের কাজের যোগ ঘটিলে জটিল কাজ আপনি বড়ো হইয়া উঠিতে পারে।" (ঠাকুর, ১৩৯৮

বাংলা: ৩১৪)। সুতরাং, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য একদিকে যেমন সুশাসন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন তেমনি অন্যদিকে সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক প্রক্রিয়ায় ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

উপসংহার

বাংলাদেশের দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য 'বহুমাত্রিক কৌশল' নির্বাচন, প্রয়োগ ও এর বাস্তবায়ন অপরিহার্য। সে আলোকে উল্লেখিত কৌশলগুলো দারিদ্র্য বিমোচনের 'বহুমাত্রিক পন্থা' হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কোন্ বিষয়গুলোতে জরুরী দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন সে বিষয়েও এ প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। তাই কোন্ নীতিমালা গ্রহণ করলে প্রবৃদ্ধির হার বজায় রেখে দারিদ্র্যের উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করা যাবে সে ব্যাপারে সচেতন হতে হবে– শুধু প্রবৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত করলেই চলবে না। সামাজিক ন্যায় বিচারসহ প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের সামষ্টিক কৌশল গ্রহণ অনেকাংশেই যে বিবেচনাপ্রসূত- এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

দারিদ্র্য বিমোচনে শুধুমাত্র সরকারী উদ্যোগই নয়, বেসরকারী ও জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তাও অপরিসীম। সুতরাং বিকল্প ভাবনা দিয়ে দারিদ্র্যকে জয় করতে হবে। মানুষ তার সৃজনশীলতার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। তাই বলা যায়, আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনো দরিদ্র থাকতে পারে না। দারিদ্র্য মানবিকতার বিরুদ্ধে একটি শ্লোগান। অমানবিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন তাই আজ আধুনিক উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ, চিন্তাবিদ ও গবেষকদের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. Bruno, M. Ravallion, M. and Squire, L. (1995), "Equity and Growth in Developing Countries: Old and New Perspectives on the Policy Issues" (Mimeo.), World Bank: Washington, D.C.

২. Deininger, K. and Squire, L. (1996), "New Ways of Looking at Old Issues: Inequality and Growth" (Mimeo), World Bank: Washington, D.C.

৩. Ramesh, Jairam, Pande, Varad and Bhandari, Pranjul (2012), "Heard of the 'Bangladesh Shining' Story?", The Hindu, September, 7. http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/article3867058.ece

৪. রহমান, মোঃ আনিসুর (১৯৯৭), "দারিদ্র্য গণনা, দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক ন্যায় বিচারসহ প্রবৃদ্ধি", রুশিদান ইসলাম রহমান (সম্পাদিত), *দারিদ্র্য ও উন্নয়নঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, বিআইডিএস, ঢাকা।

৫. রহমান, মোঃ আনিসুর (১৯৯৮), "সামাজিক ন্যায় বিচারসহ প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন", *মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশঃ অর্থনীতি ও গণতন্ত্রের সংকট*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, জানুয়ারি, পৃঃ ১২৪-১২৯।

৬. রহমান, আতিউর (১৯৯৬), "গরীব–এর বাজেট ভাবনা ও দারিদ্র্য বিমোচন", *ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট পলিসি এনালাইসিস অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি*, প্রশিকা, ঢাকা, জুলাই, পৃঃ ১-১১২।

৭. Sen, Amartya (1999), "Women's Agency and Social Change", *Development as Freedom*, Oxford University Press, New Delhi, pp. 189-203.

৮. Sen, Binayak (1996), "Economic Development and Human Growth in Bangladesh: 1973-1995", *Journal of Social Studies*, No. 74 (Special Issue: 25 Years of Bangladesh), Centre for Social Studies, Dhaka, pp. 62-99.

৯. সেন, বিনায়ক (১৯৯৫), "দারিদ্র্য, অসমতা ও প্রবৃদ্ধি", *অর্থনৈতিক সংস্কারের অভিজ্ঞতাঃ বাংলাদেশের উন্নয়ন পর্যালোচনা ১৯৯৫*, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

১০. টাস্ক ফোর্স প্রতিবেদন (১৯৯১), প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৭।

১১. The World Bank Report (1998), "Bangladesh: From Counting the Poor to Making the Poor Count, Poverty Reduction and Economic Management Network", World Bank: South Asian Region.

১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৯৮ বাংলা), "সমবায় নীতি", *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্দশ খণ্ড, বিশ্ব ভারতী।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

সুশিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা

সরদার সৈয়দ আহমেদ*

ভূমিকা

যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষার মাধ্যমেই জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হয়। দেশের জনসংখ্যা মানব সম্পদে রূপান্তরিত হতে পারলে উন্নয়নের স্বয়ংক্রিয় ধারা সৃষ্টি হয়। মানুষের মধ্যে সীমাহীন উদ্ভাবনী শক্তি এবং অসংখ্য গুণাবলী সুপ্ত অবস্থায় থাকে। শিক্ষার কাজ হলো সুপ্ত গুণাবলীর বিকাশ ঘটানোও উদ্ভাবনী শক্তি উজ্জীবিত করা এবং উৎপাদনে সক্ষম করে তোলা। শিক্ষা মানুষকে জ্ঞান দান করে আর এ জ্ঞান ও বুদ্ধির কারণে মানুষ সৃষ্টির সেরা। সৃষ্টির সেরা বলেই মানুষ প্রকৃতিকে বশ করতে পেরেছে, পেরেছে নিজের মত কাজে লাগাতে। জ্ঞান বিজ্ঞান সৃষ্টি হচ্ছে ও বিকশিত হচ্ছে এবং এভাবেই সমাজ গড়ে উঠছে এবং এগিয়ে চলছে সভ্যতা। শিক্ষা মানুষের বিবেকবোধ জাগ্রত করে এবং মূল্যবোধে সমৃদ্ধ করে যা সুন্দর সমাজ বিনির্মানে অপরিহার্য। কাজেই একটা দেশের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষা ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ জন্য বলা হয় "শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড"। আর শিক্ষক হলেন শিক্ষা ব্যবস্থার মেরুদন্ড। এ প্রবন্ধে সুশিক্ষা প্রদানে শিক্ষকের ভূমিকা প্রসঙ্গেই মূলতঃ আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে নিম্নোক্ত বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। (ক) অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা, (খ) মূল্যবোধ সৃষ্টিতে শিক্ষার ভূমিকা, (গ) শিক্ষা ও সুশিক্ষা (ঘ) শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (ঙ) সুশিক্ষা ও শিক্ষকের গুণাবলী (চ) শিক্ষকের দয়িত্ব ও কর্তব্য (ছ) বাংলাদেশের শিক্ষকদের ভূমিকা মূল্যায়ণ এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনা, (জ) উপসংহার।

---

* অধ্যাপক (অব:) এবং সহ-সভাপতি এবং প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ অর্থনীতি শিক্ষক সমিতি। প্রাক্তন সদস্য, কার্যকরী কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। মতামত লেখকের নিজস্ব।

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

(ক) অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা

আজকের দিনে এটা মনে করা হয় যে, পুঁজি হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল চালিকা শক্তি হলো পুঁজি। অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই মনে করে Capital is the heart of Economic Development and capital formation is the engine of growth. মানুষের জন্য উন্নয়ন এবং মানুষই হলো উন্নয়নের সক্রিয় এজন্ট। মানুষই হলো সকল প্রকার উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। Man is the Centre of all development অর্থাৎ মানব সম্পদ (পুঁজি) হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। জিডিপি'র বৃদ্ধি এবং মানব পুঁজির মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। উৎপাদন অপেক্ষকের সাহায্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন অপেক্ষক প্রদর্শন করা যেতে পারে। G = F (L, Lb, K, U) যেখানে G = জিডিপি, (অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক) F = অপেক্ষক, L = প্রাকৃতিক সম্পদ বা ভূমি, Lb = শ্রম, K = প্রাকৃতিক পুঁজি, U = অবশেষ (Residual) (মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত দিকসমূহ)। (মাহমুদুল-২০০৩)

এখন পুঁজি সম্পর্কে আগেকার ধ্যান ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। এখন পুঁজিকে নিম্নোক্ত ভাবে ভাগ করা হয়। বস্তু পুঁজি (Material capital) এবং মানব পুঁজি (Human Capital) অথবা দৈহিক পুঁজি (Physical Capital) এবং জীবন্ত পুঁজি (Living capital). পুঁজি গঠনকে এখন বস্তুপুঁজি এবং মানবপুঁজির গঠনকে বুঝায়। বস্তুপুঁজি মওজুদের বৃদ্ধি নির্ভর করে মানব পুঁজি গঠন হারের উপর।

শিক্ষা হলো মানব সম্পদ উন্নয়নের উত্তম মাধ্যম। শিক্ষা মানুষকে জ্ঞান দান করে। জ্ঞান বিশেষ এক প্রকার শক্তি এবং অর্থনীতির মূল্যবান সম্পদ। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা কল্যাণে জ্ঞানের ভূমিকাই মুখ্য। অর্থনীতির অন্যতম দিকপাল প্রফেসর আলফ্রেড মার্শাল মনে করতেন, "Knowledge is the most powerful engine of production". একটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। Denison দেখান যে, ১৯০৯ সাল হতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত সময়ে শিক্ষা আমেরিকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ২৩% অবদান রেখেছে। (Jhangan-76) শিক্ষাখাতের ব্যয়কে এখন আর ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় না। অন্যান্য খাতে পুঁজি খাটালে যে লাভ হয় শিক্ষা খাতে তার চেয়ে অনেক বেশি লাভ হয়। অর্থাৎ শিক্ষায় বিনিয়োগ হল সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ। বড় বড় শিল্প কারখানায় বিনিয়োগের চেয়ে শিক্ষায় বিনিয়োগ অধিকতর লাভজনক। T.W Schultz দেখিয়েছেন যে, "Investment in education contributed 3 times more than investment in physical capital" (Jhingan-76).

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন অশিক্ষার অন্ধকার থেকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠিকে মুক্ত করতে না পারলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি বেগবান করা অসম্ভব। তবে মানুষকে তিনি নিছক পুঁজি হিসাবে দেখতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন মানব মঙ্গলের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটুক (সেন-২০০১)।

দক্ষ জনশক্তি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ছাড়া এ জটিল অর্থনৈতিক যুগে কোন দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বস্তুগত পুঁজি গঠনের সাথে মানবপুঁজি গঠনও প্রয়োজন যা প্রযুক্তি উন্নয়নকে তরান্বিত করবে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন পুঁজির বা অন্যান্য উপাদনের উৎপাদনশীলতাকে বৃদ্ধি করে থাকে। প্রযুক্তিগত উন্নতি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার নির্ভর করে মানব সম্পদের দক্ষতা ও প্রযুক্তি জ্ঞানস্তরের উপর। আমাদের যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। কিন্তু এগুলোর অনুসন্ধান ও আবিষ্কার এবং ব্যবহার করার মত বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ বাংলাদেশে নেই বলে বিদেশীদের উপর নির্ভর করতে যাচ্ছে। আমাদের কি আছে, কি নেই আমরা তা বলতে পারছি না। বিদেশী বিশেষজ্ঞ যা বলে আমরা তা মেনে নেই। যথেষ্ট মেধা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ক্ষমতা সম্পন্ন লোকের অভাব হলে প্রকৃতিকে বশ করা যায় না এবং উন্নয়নের সিঁড়িতেও পা ফেলা যায় না। শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের সুপ্ত সম্ভাবনা শক্তি ও মেধার বিকাশ ঘটিয়ে দেশে উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

শিক্ষা মানুষকে উৎপাদন কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান দান করা ছাড়াও উন্নয়নের সহায়ক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে থাকে। জনগণকে উন্নত জীবনযাপনে উৎসাহী করতে শিক্ষার প্রয়োজন। একমাত্র শিক্ষাই পারে তাদের জীবনবোধ জাগ্রত করতে।

শিক্ষা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করে থাকে। যা সুষম উন্নয়নের সহায়ক উপাদান হিসাবে কাজ করে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রভাব প্রচুর। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থনীতি বর্হিভূত উপাদান অর্থাৎ সামাজিক ও মানবীয় মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অমর্ত্য সেন উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মৌলিক চাহিদার গুরুত্বের কথা বলেছেন এবং বিবেক, নীতিবোধ বা নৈতিক মূল্যবোধের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

(খ) মূল্যবোধ সৃষ্টিতে শিক্ষার ভূমিকা

বেঁচে থাকার জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং শিক্ষার প্রয়োজন। এ সমস্ত মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে না পারলে জীবন হয়ে পড়ে দুর্বিসহ। অর্থনৈতিক চিন্তা মানুষের মনুষত্ব লাভের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মানুষ শুধু অর্থনৈতিক মানব নয়। বস্তুর বাহিরে আরো জগৎ আছে, ইন্দ্রিয়ের সুখ ছাড়াও আত্মার ক্ষুধা আছে। আত্মার স্বাধীনতাই আত্মার ক্ষুধা মিটাতে পারে। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, "একথা আমরা সবাই জানি যে, উদরের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের দেহ বাঁচে না কিন্তু এ কথা সকলেই জানি যে, মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না।" "অন্ন বস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়ে মুক্তি বড়, এ বোধটি মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচয়। চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা যেখানে নেই সেখানে মুক্তি নেই। মুক্তির জন্য দুইটি উপায় অবলম্বন করতে হবে। একটি অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্তি দেয়ার চেষ্টা, আরেকটি শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা মানুষকে মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়ানোর সাধনা। এ উভয় বিধ চেষ্টার ফলেই মানবজীবনের উন্নয়ন সম্ভব"।

জীবন ধারনের জন্য অর্থ চিন্তা প্রয়োজনীয় কিন্তু মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকতে হলে আত্মার স্বাধীনতাও অত্যাবশ্যকীয়। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মতে, "অর্থ চিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দী। ধনী, দরিদ্র সকলেরই অন্তরে সেই একই ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে। চাই, চাই, আরও চাই। অর্থ সাধনাই জীবন সাধনা নয়- একথা মানুষকে ভাল করে বোঝাতে না পারলে মানব জীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পারবে না।" আমাদের শিক্ষিত সমাজের লোলুপ দৃষ্টি আজ অর্থের উপরই পড়ে রয়েছে।" জীবনে অর্থের প্রয়োজন রয়েছে তাই বলে জীবনের সব কিছুকে অর্থের মান দন্ডে পরিমাপ করা ঠিক নহে। অর্থ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে মাত্র, সুখ, শান্তি, কল্যাণের ক্ষেত্রে অর্থের ভূমিকা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানব জাতির উন্নতি এবং কল্যাণে বস্তুগত শিক্ষার চেয়ে আদর্শের শিক্ষা অধিকতর ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষার

আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান আহরিত হয় এবং এ আহরিত জ্ঞানই মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যম। জ্ঞান সকল বিষয়ের প্রকৃত রূপ তুলে ধরে আর মূল্যবোধ তার যথার্থতা নিরূপণ করে। শিক্ষাই মানুষকে জৈবিকতার নীচের ঘর থেকে মনুষ্যত্ব লোকের উপরের ঘরে পৌঁছে দেয়। এখানে পৌঁছেই মানুষ বুঝতে শেখে অর্থ সাধনার চেয়ে জীবন সাধনা বড় এবং জীবন সাধনায় মুক্তি। নিষ্ঠা, সততা, ন্যায়বোধ, দেশাত্মবোধ, সহমর্মিতা, সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ মানব কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। যে শিক্ষা মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ ঘটায় না, সে শিক্ষা ব্যর্থ অন্তসার শূন্য। আমরা নৈতিক ও সামাজিক মুল্যবোধের অবক্ষয়ের বিষমচক্রে আবর্তীত হচ্ছি। ফলে সর্বপ্রকার উন্নয়ন বা কল্যাণ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থা নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে সামাজিক কল্যাণ ব্যাহত হয়। প্রকৃত কল্যাণের স্বার্থে পাঠ্যসূচিতে কার্ল মার্ক্স-এর অর্থনৈতিক মানব (Economic man) এবং ফ্রয়েডের যৌন মানবের Sexual man) অপেক্ষা এরিষ্টটলের সামাজিক মানুষের (Social Being) উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। Education is both for learning and earning full of moral values এরকম আদর্শের শিক্ষা ব্যবস্থাই উত্তম। সামাজিক মূল্যবোধ এবং নৈতিক মূল্যবোধসহ "Learning to think and thinking to learn" এ ধারার দিকে জোর দেয়া যেতে পারে (রহমান-২০০২)।

(গ) শিক্ষা ও সুশিক্ষা

পৃথিবীতে আসার পর থেকেই মানুষকে প্রতিনিয়ত জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়। জীবন ধারনের জন্য মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে লড়তে হচ্ছে। সীমাহীন অভাব মোচনের প্রচেষ্টা চলতে থাকে এবং এর ফলে নিত্য নতুন উৎপাদন কলাকৌশল ও জ্ঞান সঞ্চিত হচ্ছে। মানুষ উৎপাদনের কেন্দ্র বিন্দু এবং মানুষই মানুষের জন্য উৎপাদন করে অর্থাৎ মানুষ উৎপাদন ও উন্নয়নের সক্রিয় এজেন্ট। উৎপাদনের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সামাজিক সম্পর্ক এবং মানসিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মানুষ তার প্রয়োজন মিটানোর জন্য যে সব জ্ঞান, কলাকৌশল, মূল্যবোধ ও গুণাবলী অর্জন করে থাকে, তাকে বলা হয় শিক্ষা।

বিভিন্ন মনিষি বিভিন্নভাবে দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছেন। সমাজতাত্ত্বিকগণের মতে বস্তুগত এবং সমাজ জীবনের নিয়মসমূহ, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, সম্পদ, যোগসূত্র সম্পর্কিত যে জ্ঞান তাকে আয়ত্ব করার পদ্ধতিকে বলা হয় শিক্ষা। (রহমান-২০০৩) এ সংজ্ঞার সারকথা হলো "মানুষ অর্থনৈতিক মানব" বা বস্তুকে কেন্দ্র করেই শিক্ষা। অর্থাৎ জীবন জীবিকার প্রয়োজনেই শিক্ষা। তাই "শিক্ষা হল জীবনযাপনের নবিশি"। (হক-২০০০)

বেগম রোকেয়া বলেন, "ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান ক্ষমতা দিয়েছেন সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করাই শিক্ষা।" শিক্ষা মানুষকে চিন্তা করতে শেখায় আর এ চিন্তু মানুষের জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে।

সক্রেটিস বলেছেন, "Know thyself" নিজেকে জানাই শিক্ষা। নিজেকে জানার মধ্যে অপরকে জানার এবং সৃষ্টি কর্তাকে জানার সুযোগ বিদ্যমান। নিজেকে জানতে হলে আত্ম উপলব্ধির প্রয়োজন। তাই বলা হয় "Education is for self realizazation." (জামাল-২০০৩)। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "জীবনের সাথে জীবনের আশ্রয়স্থল খোঁজার নামই শিক্ষা।" (রহমান-২০০৩) শিক্ষা আমাদেরকে ভাবতে শিক্ষায় ঃ- আমরা কোথা থেকে এসেছি এবং কেন এসেছি, কোথায় যাব ইত্যাদি। অতএব, অপার শক্তির মহিমা অনুসন্ধান ও আবিষ্কারই শিক্ষা। তাই শিক্ষা হলো আত্মজিজ্ঞাসা।

"শিক্ষা মানুষকে সুসজ্জিত, আলোকিত এবং হৃদয়ের মাঝে সুপ্ত সুকুমার বৃত্তিগুলোকে স্ফুটিত করে। যে শিক্ষা মানুষকে পরিমার্জিত, পরিশীলিত, চরিত্রবান, সংস্কৃতিবান ও আদর্শবান করে গড়ে তোলে তাই সুশিক্ষা। এর ফলে মানুষ সৎ চিন্তা, সৎ কর্মে উদ্দিপ্ত হয় এবং কর্মকৌশল, দক্ষতা ও উদ্ভাবনের গুণে গুনান্বিত হয়ে উঠে।" (আলম-২০০৩)। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য চরিত্রবান মানুষ সৃষ্টি করা। চরিত্র হলো মানব জীবনের গৌরব ও মুকুট স্বরূপ। "The Crown and glory of life is caracter" যে শিক্ষায় মানবীয় গুণাবলী বিকশিত হয়, সৎ, যোগ্য চরিত্রবান নাগরিক সৃষ্টি হয় তা সুশিক্ষা। শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন দক্ষ, সৃজনশীল, দেশপ্রেমিক, দায়িত্বশীল, কর্তব্য পরায়ণ ও নিষ্ঠাবান সৎ ও যোগ্য জনশক্তির। এ সমস্ত গুণাবলী সম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টিকেই বলা হয় সুশিক্ষা, যে শিক্ষা নৈতিক, সামাজিক এবং মানবীয় মূল্যবোধে সমৃদ্ধ সে শিক্ষাই হল সুশিক্ষা। সুশিক্ষা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সহায়ক। কুশিক্ষা মূল্যবোধের অবক্ষয় সৃষ্টি করে, সামাাজিক কল্যাণকে তিরোহিত করে। সুশিক্ষা বা প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে একদিকে যেমন দক্ষ করে তোলে তেমনি অন্যদিকে উন্নত মানবিক চেতনায় সমৃদ্ধ করে। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেট পেলেই শিক্ষিত হওয়া যায় না। শিক্ষিত হতে হলে মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন।

(ঘ) শিক্ষার লক্ষ ও উদ্দেশ্য

শিক্ষার লক্ষ্য মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করা। প্রকৃত মানুষ হতে হলে সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক তা উপলব্ধি করতে হবে। এ উপলব্ধি আসে মানুষের আত্মদর্শ থেকে। আত্মদর্শন থেকেই মানুষ এ জগৎ এবং তার সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে অবগত হতে পারে। তাই সক্রেটিস বলেছিলেন, "নিজেকে জান"। নিজেকে জানাই আত্ম উপলব্ধি। তাই বলা চলে আত্ম উপলব্ধি সৃষ্টি করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এরিস্টটল মনে করতেন মানুষিক ও অধ্যাত্মিক জীবনের চরম বিকাশ সাধনই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য (রহমান-২০০৩) কাজেই শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে জীবন জিজ্ঞাসা।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণ আজ সবার কাম্য। প্রকৃত সামাজিক কল্যানের জন্য মানবীয় মূল্যবোধ প্রয়োজন। মানবীয় গুণাবলী যেমন সততা, দয়া, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, বিবেকবোধ, নীতিবোধ, দেশাত্মবোধ, অধিকার ও কর্তব্য ইত্যাদি গুণাবলী সুশীল সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কাজেই সুনাগরিকের গুণাবলী এবং মানবীয় গুনাবলী অর্জনই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, "শিক্ষা বস্তুকে নয়, শিক্ষার্থীর অন্তরকে বড় করে দেখে তার ভিতরকার শক্তিকে জাগ্রত করাই যেন আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য হয়।"

জীবনের জন্য জীবিকার প্রয়োজন। জীবিকা অর্জনের জন্য উপার্জন ক্ষমতা থাকা দরকার। মানুষকে তাই উপার্জনে সক্ষম করে তুলতে শিক্ষার প্রয়োজন। অর্থাৎ শিক্ষা মানুষকে উৎপাদনে দক্ষ করে তুলে। প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করুক এটা সৃষ্টিকর্তাও চান। এ পৃথিবী আকাশমন্ডলী, পাহাড়, পর্বত, নদী, সমুদ্র, ভূ-পৃষ্ঠে এবং বিশ্ব ভ্রমান্ডে যা কিছু আছে এসব কিছুই মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করার জন্য যে উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োজন তা শিক্ষার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যেও শিক্ষা অপরিহার্য। কাজেই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবিকার প্রয়োজন মিটানো। তবে একথা মনে রাখতে

হবে যে, মানব জীবন শুধু ভোগ লালসা চরিতার্থ করার জন্য নয়। মানুষ শুধু স্বার্থপর আত্মসুখবাদী প্রাণী নয়। রবিন্দ্রনাথ বলেছেন, "এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানার দক্ষতা, শিক্ষা নয়, স্কুল কলেজের পরীক্ষা পাশ করা নয়। আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনের প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়।" (ঘোষ-১৯৯৩) জীবনে পরিপূর্ণতা অর্জনই প্রকৃত শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষা দেয়াই শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রকৃত পক্ষে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল বস্তুগত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা।

(ঙ) সুশিক্ষক ও শিক্ষকের গুণাবলী

শিক্ষক হলেন শিক্ষা ব্যবস্থার মূল স্তম্ব। সমাজের বিবেক, আদর্শের প্রতীক। সুশিক্ষা বিতরণের জন্য সুশিক্ষকের প্রয়োজন। অর্থাৎ শিক্ষককে সুশিক্ষিত হতে হবে। সুশিক্ষিত শিক্ষকই সুশিক্ষক। শিক্ষক যে জ্ঞান শিক্ষার্থীকে দান করেন তা মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হতে পারে আবার অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ হতে পারে। যদি তা মূল্যবোধ সমৃদ্ধ না হয়।

সুশিক্ষা নির্ভর করে মূলবোধের উপর। মূল্যবোধ নিয়ে রয়েছে নানা মতভেদ এবং নানা বিভাজন। ফলে শিক্ষক অনেক ক্ষেত্রে নিজেও জানেন না তিনি কোন মূল্যবোধে বিশ্বাসী। নৈতিকতা ও বিবেকবোধ সমৃদ্ধ এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষকই সুশিক্ষক। আমাদের দেশে উচ্চস্তরের অনেক বিষয় আছে নীতি নিরপেক্ষ যেমন অর্থনীতির কথা বলা যায়। আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে মূলত পুঁজিবাদী অর্থনীতির আলোচনাই পাঠ্যসূচিতে ভরপুর। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সর্বত্র শোষণের জাল বিস্তার করা থাকে। কিন্তু এগুলো প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ দ্বারা সমর্থিত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সুদ এবং বন্টন তত্ত্ব এবং অন্যান্য তত্ত্ব সমূহ জ্যামিতিক এবং গাণিতিক ব্যাখ্যা দিয়ে অন্তসারশূন্য মডেল তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু এগুলোতে প্রকৃত সত্য লুকিয়ে থাকছে (আড়াল করে রাখা হয়)। অকারণে ব্যাখ্যার পান্ডিত্বপূর্ণ আলোচনা। সুদ নামক বস্তুর অস্তিত্ব থাকার কথা নয় অর্থনৈতিক কারণেই অথচ বিদ্যমান আছে। বন্টন তত্ত্বে শ্রমিকের পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয় প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ও চাহিদা-যোগান দ্বারা। এটা অনৈতিক এবং অমানবিক ও অন্যায়।[১] এ ব্যবস্থায় ধনী কর্তৃক গরীব শ্রেণী প্রতিমুহূর্তে শোষিত হচ্ছে নানা কায়দায় কিন্তু আমরা এ সমস্ত কর্মকান্ডকে সামাজিক মূল্যবোধ পরিপন্থী বলছি না। বিভিন্ন সমাজে মানুষের চিন্তা ও মূল্যবোধ বিভিন্ন রকম হয় বলেই বোধ হয়, সেক্সপিয়ার বলেছিলেন, "There is nothing either good or bad but thinking makes it so" কাজেই শিক্ষককে আবিষ্কার করতে হবে, কোন মূল্যবোধ সঠিক। সত্যের সাধনা ও অনুসন্ধান শিক্ষকের চিন্তার জগতকে আন্দোলিত করে এবং সত্য আবিষ্কারকে সম্ভব করে তোলে। সত্যের সাধনা এবং সঠিক পথ প্রদর্শনই শিক্ষকের ব্রত। সুশিক্ষা এবং সুশিক্ষক পেতে হলে শিক্ষার সর্বস্তরের পাঠ্যসূচিতে সামাজিক, ধর্মীয়, নৈতিক ও মানবীয় মূল্যবোধের আলোচনা বাধ্যতামূলক করা উচিত।

শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকেই প্রধান। স্যার জন এডাম-এর মতে "শিক্ষক হলেন মানুষ গড়ার করিগর" (মঞ্জু-৮৩)। এ কারিগরের দক্ষতা ও যোগ্যতার উপরেই নির্ভর করে আউট পুটের গুণগত মান। শিক্ষনের জন্য অনেক উপাদানের প্রয়োজন যেমন- শিক্ষক, বই জার্নাল, অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ। এ সমস্ত সম্পদের মধ্যে শিক্ষক হলেন জীবন্ত সম্পদ বা পুঁজি। ছাত্র নামক

কাঁচামালের দ্বারা জ্ঞান শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে অন্যান্য উপকরণের ভূমিকা নিষ্ক্রীয় এবং পরোক্ষ এবং শিক্ষক পুঁজির ভূমিকা সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ। শিক্ষা কারখানার জীবন্ত পুঁজি (শিক্ষক) বস্তু পুঁজির সংস্পর্শে সক্রিয় হয়ে উঠে এবং জ্ঞান নামক উৎপাদনের সৃষ্টি হয়। এ উৎপাদনের (জ্ঞান) ধরন, প্রকৃতি ও গুণগত মানের উপরই নির্ভর করে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন। বড় বড় শিল্পকারখানার চেয়ে শিক্ষা (প্রতিষ্ঠান) নামক কারখানা গড়ে তোলা অধিকতর লাভজনক। আর এ সমস্ত কারখানার উৎপাদনের মান এবং হার নির্ভর করে শিক্ষকের জ্ঞানের স্তর (দক্ষতা) এবং গুণগত মানের উপর। ভাল আউট পুটের জন্য অবশ্যই ভাল ইনপুট প্রয়োজন। জাতির উন্নয়নে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। জাতির ভবিষ্যত সুনাগরিক ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অনন্তকালের। হেনরী এডাস-এর মতে শিক্ষকের প্রভাব অনন্ত কালে গিয়েও শেষ হয় না। (রহমান-২০০৩)। এ কারণে শিক্ষকের অনেক যোগ্যতা ও গুণাবলী থাক অপরিহার্য। শিক্ষককে হতে হয় ন্যায় পরায়ন, দয়ালু, মহৎ, সরল, কর্তব্যপরায়ন, বিনয়ী এবং দেশপ্রেমিক। মোট কথা একজন শিক্ষককে হতে হবে সুশিক্ষিত, সুদক্ষ এবং সুনিপুন। শিক্ষকদের মধ্যে এ সমস্ত গুণাবলীর ঘাটতি থাকলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হবে এবং সমগ্র জাতি ধ্বংসের মুখোমুখী হবে। সামাজিক মূল্যবোদের অবক্ষয়ের কারণে বাংলাদেশের সমাজ জীবন আজ ক্ষতবিক্ষত। জান ও মালের নিরাপত্তা নেই। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য বিরাজমান। সুশিক্ষা তথা শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্বলতার কারণেই দেশে আজ সর্বত্র নৈরাজ্য-নৈরাশ্য ও সন্ত্রাস।

এ অবস্থা থেকে জাতির মুক্তির জন্য গুচ্ছ গুচ্ছ চিন্তাশীল, জ্ঞান তাপস, প্রজ্ঞাবান পাঞ্জেরির প্রয়োজন। শিক্ষকরাই হলেন সে পাঞ্জেরি। জাতির এ দুর্যোগ মুহূর্তে শিক্ষকদেরই এগিয়ে আসতে হবে। সুশিক্ষার আজ বড় অভাব। আর সুশিক্ষার অভাবের কারণ হলো সুশিক্ষকের অভাব। "শিক্ষক একজন শিল্পীর ন্যায় মানব মনের সহজাত প্রবৃত্তি, ধী-মনীষাও সুপ্ত সম্ভাবনার পরিস্ফুটন ঘটিয়ে সত্যিকারের মানুষ তৈরির কাজে নিয়োজিত থাকেন। (রহমান-২০০৩)। কাজেই শিক্ষককে হতে হবে একজন সত্যিকারের মানুষ যিনি হবেন অজস্র গুণাবলীর অধিকারী। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যে শিক্ষক নিজেই যথার্থ শিক্ষক নহেন, তিনি অন্যকে শিক্ষাদান করিবেন কিভাবে? যে প্রদীপ নিজেই জ্বলিতেছে না বা আলোদান করিতেছে না সে প্রদীপ হইতে অন্য প্রদীপ কিভাবে প্রজ্জ্বলিত হইবে বা আলো গ্রহণ করিবে।" (রহমান-২০০৩)।

প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, "শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন। তার কৌতুহল উদ্রেক করতে পারেন। তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন। মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন। তার জ্ঞান পিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন।" দার্শিনিক জন লক মনে করেন জন্মের সময় মানুষের মস্তিষ্ক একটা খালি শ্লেটের মতো। খালি শ্লেটের উপর যে রকম দাগ অংকিত হবে মস্তিষ্ক সে রকম দাগ পড়বে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা কাদামাটির মত। এ স্তরের শিক্ষকগণ কুমারের মত যে রকম খুশী শিশুকে গড়ে তোলতে পারেন। এ স্তরের শিক্ষা হলো উচ্চ শিক্ষা বা জাতীয় উন্নয়নের ভিত্তি ভূমি। গুরুর কাজ শিশুকে সুশিক্ষিত হতে সহায়তা করা। প্রমথ চৌধুরীর মতে, "সুশিক্ষিত ব্যক্তিই স্বশিক্ষিত।" 'যিনি যথার্থ গুরু তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বেলিত করেন এবং তার অর্ন্তনিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে শিষ্য নিজের মন নিজে গড়ে তোলে। নিজের অভিমত বিদ্যা নিজে অর্জন করে।" ছাত্রের মধ্যে জ্ঞান পিপাসা সৃষ্টি করাই শিক্ষকের মূল কাজ। পরীক্ষায় পাশ করানোই শিক্ষকের মূল কাজ নয়। পরীক্ষায় পাশের সঙ্গে ছাত্রের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলতে না পারলে

শিক্ষা হবে সার্টিফিকেট সর্বস্ব। এ রকম বিদ্যাকে আমরা উৎসাহিত করছি। পাশের সংখ্যা বেশি হলে আমরা খুশি হই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কত জন প্রকৃত শিক্ষা পেল তার খবর আমরা রাখি না। পরীক্ষা পাশ করা এবং শিক্ষিত হওয়া এক কথা নয়। বর্তমানে আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে তাতে পরীক্ষায় পাশ করানোই শিক্ষকের প্রধান কাজ হিসাবে মনে করা হয়। পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটির কারণে ছাত্রকে অনেক মুখস্ত করতে হয়। মুখস্ত করে লেখা এক প্রকারের নকল। শিক্ষকগণ ছাত্রছাত্রীদের নোট মুখস্ত করান এবং প্রশ্ন নির্বাচন করে দেন। এর অর্থ হলো শিক্ষক নিজেই শিক্ষার্থীর জ্ঞান আহরণে বাধার সৃষ্টি করছেন এবং প্রতিভার ধ্বংস করছেন। ছাত্রের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা বিরাজমান তা বিকশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। দার্শনিকদের মতে "শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীকে কি চিন্তা করতে হবে তা না শিক্ষিয়ে কি করে চিন্তা করতে হবে তা শিখানো। এমনভাবে মানুষিক উন্নতি হওয়া যাতে কেবল অন্যের চিন্তা বস্তু দিয়েই মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত না রেখে নিজে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার মনমানসিকতা অর্জন করে" (শামসুল হক-১৯৯২) প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য জ্ঞান তত্ত্বের ভাল ধারণা থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ শিক্ষককে হতে হবে দার্শনিক। "দর্শনহীন শিক্ষক কান্ডারী বিহীন নৌকার মত।"- একজন শিক্ষার্থীর কাছে তার শিক্ষক হলেন, A friend, a guide and a philosopher, এসব কথা মনে রেখেই শিক্ষককে কাজ করতে হবে। শিক্ষককে হতে হবে বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও দক্ষ এবং দার্শনিক।

শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করার জন্য শিক্ষকের প্রথম কাজ হল তার প্রতি শিক্ষার্থীর ভক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা। বিষয়ের উপর শিক্ষকের পান্ডিত্য ও গভীরতা শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করে তুলতে পারে। শিক্ষকের সুন্দর, সাবলীল আচার-আচরণ, বাচনভঙ্গি, অঙ্গবঙ্গি এবং ভাষার পঞ্জলতা শিক্ষার্থীকে মনোযোগী করে তুলে। ছাত্রকে মনোযোগী করতে পারলেই শিক্ষক হবেন সার্থক। প্রমথ চৌধুরীর মতে, "শিক্ষকের স্বার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়, ছাত্রকে তা অর্জনে সক্ষম করে তোলে।" শিক্ষক যা বলেন, ছাত্র তা অনুধাবন করতে পারল কি না সেদিকে শিক্ষককে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কি শিখার তা ভাববার কথা বটে, কাকে শিখাব, তার মনটা কি করে পাওয়া যেতে পারে, সেটিও কম কথা নয়।"

শিক্ষক হবেন মনেপ্রাণে শিক্ষক। শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর মঙ্গল চিন্তা সব সময় তাকে তাড়িত করবে। শিক্ষক হবেন মহান জ্ঞান দাতা। শিক্ষাদানে কার্পন্য শিক্ষকের ব্যবসায়িক মনোভাবেই বহিঃপ্রকাশ। শিক্ষা পণ্যের দোকানী সাজা আর শিক্ষক হওয়া এককথা নয়। শিক্ষা অমূল্য ধন। এর বেচা কেনা না হওয়াই উচিৎ। শিক্ষা দানে বৃদ্ধি এবং বিপননে হ্রাস পায়। শিক্ষা দানে কার্পন্য করলে এবং তা পণ্য হিসাবে বিক্রি করলে শিক্ষকতার মূল আদর্শই বিপন্ন হয়। শিক্ষক হবেন একজন আদর্শ মানব ও ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার পাত্র। গিলবার্ট হেইট এর মতে আদর্শ শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য হলো ছাত্রের প্রতি প্রীতি, বিষয়ের প্রতি প্রীতি এবং পেশার প্রতি প্রীতি (মঞ্জু-৮৩) একজন সুশিক্ষক তার ছাত্রদেরকে মনে প্রাণে ভালবাসবেন। তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে শিক্ষার্থীর আত্মাকে উদ্বেলিত করেন। শিক্ষকতাকে নিছক পেশা হিসাবে নেয়া উচিত নয়। শিক্ষকতা শুধুমাত্র একটি পেশা নয়, নেশাও হবে। শিক্ষা দানে আত্মতৃপ্তি, অনাবিল আনন্দ এবং গৌরব বোধ না থাকলে প্রকৃত শিক্ষক হওয়া যায় না। প্রকৃত শিক্ষক হবেন ত্যাগীমানব, উদার জ্ঞানী, নদীর স্রোতের মত তার সানিধ্যে এসে নোংরা জিনিসও পুত পবিত্র হয় এবং অচল বস্তুও স্রোতে পড়ে সচল হয়ে ওঠে।

(চ) শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

শিক্ষকের অনেক কাজ ও দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। মানব সম্পদ সৃষ্টিতে শিক্ষককে অজস্র মহৎ গুর্ণের অধিকারী হতে হয়। শিক্ষক জাতির পথ প্রদর্শক, দ্বীপন। ফ্রেয়বেলের মতে শিক্ষকের কাজ ফুল বাগানের মালির কাজ। ফুলের চারা লালন পালন করে ফুল ফল ধরানোর কাজই শিক্ষকের। একজন শিক্ষক কি কাজ করবেন বা কি দায়িত্ব পালন করবেন সে সম্পর্কে আব্দুল্লাহ আল মুতী নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন।

১। নিজ বিষয়ের উপর পূর্ণ অধিকার এবং শ্রেণী কক্ষে শিক্ষা দানে দক্ষতা।

২। যথা সময়ে তার উপর অর্পিত শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করা।

৩। শিক্ষার্থীদের শুধু তাদের বিষয়ের জ্ঞান অর্জন নয় এবং পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করা।

৪। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগতভাবে জানা এবং তাদের নানা ধরনের শিক্ষগত ও অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সে সবের সমাধানে সহায়তা করা।

৫। নিজের জ্ঞান ও দক্ষতার নিরন্তর সঞ্জীবনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৬। কোন না কোন ধরনের গবেষণা ও সে গবেষণার ফলাফল প্রকাশের প্রবণতা।

৭। নিজের জ্ঞানকে সমসাময়িক সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান যথাসাধ্য প্রয়োগের চেষ্টা করা।

৮। জ্ঞানের অগ্রগতি এবং সমাজ ও শিক্ষার্থীর চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাক্রমের নিরন্তর উন্নয়নের চেষ্টা করা।

প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ বলেছেন, "Class is speciifc but not specified world. The teacher defines his effective and revealed role and responsibilities and in doing this he has to be conscious of students need in terms of better and relevant educational experience vis-a-vis their aspirations and expectations. Teacher is not merly a giver of knowledge but also a facilitator for learning throgh cultivation of inrinsic motivation for it"- (Mozaffer – 91).

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি শিক্ষকের কাজ হলো পাঠদান করা, ছাত্রের সমস্যার সমাধান করা, শিক্ষর্থীর মধ্যে জ্ঞান পিপাশা সৃষ্টি করা, পাঠ্যক্রমের উন্নয়ন করা, অধ্যয়ন, অধ্যাবসায় ও গবেষণা করা, আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধান সচেষ্ট হওয়া।

(ছ) বাংলাদেশের শিক্ষকদের ভূমিকার মূল্যায়ন এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বাংলাদেশের শিক্ষকগণ শিক্ষাক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছেন তার কিছু চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি। শিক্ষক শ্রদ্ধার পাত্র আবার সমালোচনার পাত্রও বটে। বিগত চার দশকে শিক্ষকের যে ভূমিকা পালন করেছেন তা সত্যিই লজ্জাস্কর এবং দুঃখের। শিক্ষকদের অপরিহার্য গুণাবলীর ঘাটতির কারণে শিক্ষকগণ আজ সমালোচনার পাত্রে পরিণত হয়েছেন। তারা আজ আগের মত শ্রদ্ধার পাত্র নন।

শিক্ষকগণ এখন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। এতে শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাবোধ হ্রাস পেয়েছে। শিক্ষক হবেন রাজনীতি নিরপেক্ষ। কারণ তিনি সকল দলমতের ছাত্রেরই শিক্ষক। ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান আমলে এদেশে যারা শিক্ষকতা করতেন তারা ছিলেন ধনী পরিবারের লোক। তারা গৌরব, আত্মতৃপ্তি এবং সম্মানের জন্য শিক্ষকতা করতেন- টাকা পয়সার জন্য নয়। এখনকার শিক্ষকগণ অধিকাংশ অস্বচ্ছল পরিবারের সন্তান।

বাংলাদেশে বর্তমানে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক একদম নষ্ট হয়ে গেছে। ছাত্র শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে না। শিক্ষকও ছাত্রকে ভালবাসে না। শিক্ষক যদি ছাত্রকে আপন করে নিতে না পারেন তবে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক মধুর হবে না। ছাত্রের সমস্যা নিজ সমস্যা হিসাবে মনে করতে হবে এবং নিজ সন্তান তুল্য মনে করতে হবে। ভক্তি শ্রদ্ধা পেতে হলে নিঃস্বার্থ ত্যাগী মহাপুরুষ হতে হয়। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাগুরুগণ অনেক ক্ষেত্রে শিষ্যের জীবনযাপনের ব্যয় ভারও বহন করতেন। শিষ্য ও গুরুর জন্য নিজের প্রাণ বাজি রাখতে কুণ্ঠিত হত না।

শিক্ষকগণ যখন ব্যবসায়ী মনোভাব নিয়ে শিক্ষকতা পেশায় আসেন, তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের শিক্ষকদের উপর বস্তুবাদী দর্শনের ভুত চেপেছে। তারা এখন অর্থ চিন্তার নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তারা সেবার মনোবৃত্তি ত্যাগ করেছেন। ভাল মানুষ বাননোর গৌরব অর্জনে আত্মতৃপ্তি বা আনন্দ উপভোগ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন বা চাচ্ছেন না। তারা এখন সমাজের অন্যদের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে অব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। Plain living and high thinking এর আদর্শ তারা মেনে নিতে রাজী নয়। Teaching is for earning and better living-এখন তাদের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ডঃ আতিউর রহমান এবং Transparency International বাংলাদেশের শিক্ষায় দুর্নীতি ও অনিয়মের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা জাতিকে হতাশ করেছে।

Transparency International Bangladesh (1999) এর একটি জরিপ ভিত্তিক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, (সারণী-১)

সারণী ১ : বাংলাদেশে বিদ্যালয়ে সন্তান-সন্ততি ভর্তিতে পরিবারের নিয়ম-বহির্ভূত খরচ, টিউটর নিয়োগ

অঞ্চল	পরিবারের সংখ্যা	পরিবারের শতকরা ভাগ	
		বিদ্যালয়ে ভর্তিতে নিয়ম বহির্ভূত খরচ	বিদ্যালয় শিক্ষককে টিউটর নিয়োগ
মোট	৪৪৮	৪.৬	২১.২
গ্রামীণ	৩৯৮	৪.৭	২১.৬
শহুরে	৫০	৩.৮	১৮.০

সূত্র ঃ Transparency International, Bangladesh, 1999. (আলম-২০০২)

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রায় ২১% ভাগ পরিবার বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রাইভেট টিউটর হিসাবে নিয়োগ দেয়, তাদের সন্তানদের ভর্তি নিশ্চিত করার জন্য। প্রায় শতকরা ৫ ভাগ পরিবার নিয়ম বহির্ভূত বিদ্যালয় ভিত্তিক ফিস দিয়ে থাকে এজন্য।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য রাষ্ট্র যেখানে বিনামূল্যে বই বিতরণ করে তাকে, সেখানে জাতীয়ভাবে শতকরা ৩০ ভাগ ক্ষেত্রে পরিবারগুলোকে টাকা দিয়ে বই কিনতে হয়। (সারণী-২)। শহুরে পরিবারের ক্ষেত্রে এ হার ৭৬%।

একইভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে প্রাইভেট টিউটরের বাধ্যবাধকতা ৪২%, ভর্তির জন্য বাড়তি টাকা দেয়া (২৯% পরিবার ক্ষেত্রে), বৃত্তি/উপবৃত্তির টাকা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে সমর্পন করা (শতকরা ১৯ ভাগ পরিবারের ক্ষেত্রে) এসব তথ্য পাওয়া যায়। (সারণী-৩)

সারণী ২ : বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে (বিনামূল্যে বিতরণকৃত) পাঠ্যপুস্তকের জন্য খরচ

অঞ্চল	পরিবারের সংখ্যা	বিদ্যালয় থেকে প্রাপ্তি%	(%)	ক্রয় করেছেন (%)
মোট	৩২৯	৮৩.০	১৭.০	২৯.৭
গ্রামীণ	২৯৯	৮৪.৬	১৫.৪	২৯.২
শহুরে	৩০	৬৬.৭	৩৩.৩	৭৫.৯

সূত্র ঃ Transparency International, Bangladesh, 1999. (আলম-২০০২)

সারণী ৩ : বাংলাদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়ম-বহির্ভূত কাজের অভিযোগ

অঞ্চল	পরিবারের সংখ্যা (%) পরিবার	বিদ্যালয়ের নিয়ম বহির্ভূত কাজ সম্বন্ধে অভিযোগ করছে		বৃত্তি-উপবৃত্তির টাকা কেটে রাখে	অন্যান্য ধরনের
		গৃহ শিক্ষক হলে ভর্তি		ভর্তির জন্য বাড়তি টাকা	
মোট	৪৩০	৪১.৯	২৮.৬	১৮.৬	৩৩.৬
গ্রামীণ	৩৭৬	৪০.৪	২৮.২	১৮.১	৩৩.০
শহুরে	৫৪	৫১.৯	৩১.৫	২২.২	৩৭.০

সূত্র ঃ Transparency International, Bangladesh, 1999. (আলম-২০০২)

বেসরকারী মুনাফাভিত্তিক ব্যবসায়িক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ উচ্চ মূল্যে শিক্ষা-পণ্য বিক্রি হচ্ছে।[২] দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের আর্থিক বিষয়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন খাতে এবং বিভিন্ন হারে অর্থ আদায় করে থাকে। সকল জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন হারে অর্থ আদায় করে যথেচ্ছাভাবে ব্যবহার করে থাকে বলে অভিযোগ শোনা যায়। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষকের অমনোযোগিতা ও অনাগ্রহের কারণে গৃহ শিক্ষকতা এবং কোচিং সেন্টার নামক বিদ্যা বিপণী বিতানের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া শিক্ষকগণ প্রশ্নপত্র ফাঁস ও উত্তরপত্রের কেলেংকারিতে জড়িত হয়ে পড়েন বলে অভিযোগ শুনা যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনী পরীক্ষার পর ২০০-৮০০ টাকা কোচিং ফি নেয়া হয়। অথচ উক্ত সময়ের বেতনও নেয়া হয়। যে সমস্ত বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা আছে, সে সমস্ত বিষয়ের জন্য চাঁদা তোলা হয়। উপরোক্ত কারণে এবং গৃহ শিক্ষকতার কারণে শিক্ষার্থীর শিক্ষা ব্যয় বেড়ে যায়। এছাড়া থাকা খাওয়া ও অন্যান্য উপকরণের মূল্য

ধরলে দেখা যায় যে প্রতিষ্ঠানকে দেয় ব্যয় ও প্রতিষ্ঠান বহির্ভুত শিক্ষা ব্যয়ের অনুপাত ১:২৫ (আনু- ২০০২) শিক্ষার ব্যয় ব্যাপক বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র শ্রেণীর সন্তানেরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

শ্রেণী কক্ষে পাঠদান করা শিক্ষকের প্রধান কাজ। এছাড়াও ক্লাশ টেস্ট, দলভিত্তিক আলোচনা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিষয় ভিত্তিক সেমিনারের লেখক ও আলোচক হিসাবে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক না হওয়াতে শিক্ষকরা কোন মতে ক্লাশ শেষ করেই বাড়তি রোজগারের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শ্রেণী কক্ষে পাঠদান বা ভাষণ দেয়াই শিক্ষকের প্রধান কাজ হলেও একমাত্র কাজ নয়। জ্ঞানের চর্চা, পরিচর্যা, সত্যের অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করা শিক্ষকের অন্যতম কাজ। নিত্যনূতন আবিষ্কারের জন্য প্রয়োজন জ্ঞানের প্রসারতা ও গভীর চিন্তা ও চেতনার। সৃজনশীল চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা লব্ধ জ্ঞান দ্বারা সমাজের বৃহত্তম কল্যাণ সাধন করাও যে শিক্ষকের কাজ একথা এদেশের কলেজ শিক্ষকগণ একেবারে ভুলে গেছেন। কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকদের গবেষণার সুযোগ সুবিধা যেমন সীমিত তেমনি আবার তাদের মানসিক সামর্থ্য, আগ্রহ এবং যোগ্যতা ও সময় নেই বললেই চলে। সরকারী বেসরকারী কলেজ সমূহে পদোন্নতির জন্য সিনিয়রিটিই মূখ্য বিষয় হওয়াতে গবেষণা ও লেখার ব্যাপারে তারা একদমই আগ্রহী নন।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির জাতীয় সম্মেলনে (২০০২) সমিতির সভাপতি প্রফেসর মইনুল হোসেন কলেজ শিক্ষকদের মধ্য হতে মাত্র ২/৩ জন সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন বলে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে উক্ত সেমিনারে প্রায় ৫০টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছিল। এ প্রবন্ধের লেখক জুন- ২০০৩ সালে ৫০ জন অর্থনীতির কলেজ শিক্ষকের মতামত জরিপ করেছিলেন এবং দেখতে পান যে, শতকরা ৬০% শিক্ষকই কোন সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন নাই, ৮২% শিক্ষক জীবনে কোন কিছুই লেখেন নাই, ৬৮% শিক্ষক জীবনে কখনই কোন জার্নাল পড়েন নাই, ৪৬% শিক্ষক কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন নাই এবং ৬২% নিজেদের সুখী বলে মনে করেন।[৩] বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাদের মূল দায়িত্ব বাদ দিয়ে ঠিকাদারী গবেষণা কাজে ব্যস্ত থাকেন। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যলয় এবং কলেজ সমূহে উচ্চ শিক্ষা কোর্স চালু হওয়ার সুবাদে ১০/১২টি পর্যন্ত খন্ডকালীন চাকুরীর ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে কে, কার চেয়ে ভাল পজিশন পাবেন এ নিয়ে চরম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছেন।

শিক্ষকদের জন্য বিষয় ভিত্তিক জ্ঞানের গভীরতা বৃদ্ধি ও পাঠদানের কলাকৌশল এবং শ্রেণী শিক্ষার মান উন্নত করা সম্ভব। এ জন্য প্রয়োজন উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ। তবে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেই যে শিক্ষক শিক্ষা দানে নিবেদিত হবেন এমন কোন কথা নেই। পেশার প্রতি ভালবাসা, সেবা করার মনোবৃত্তি, শিক্ষাদানে আত্মতৃপ্তি বোধ ইত্যাদি গুণাবলীর আজ বড় আকাল। ভাল ডিগ্রি থাকলেই ভাল শিক্ষক হওয়া যায় না। শিক্ষককে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হয়। যে শিক্ষককের সৃজনশীলতা নেই এবং জ্ঞান চর্চায় আগ্রহ নেই তিনি প্রকৃত শিক্ষক হতে পারে না। "Teachers are born like poets but not made" প্রকৃতপক্ষে যারা স্বার্থক শিক্ষক তারা কবিদের মত জন্মসূত্রেই শিক্ষক। বাংলাদেশের শিক্ষার সকল স্তরেই শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে। নিবেদিত এবং প্রকৃত শিক্ষকদের সংখ্যা নিতান্তই কম।

বিদ্যমান পাঠ্যসূচি বিশালাকার এবং বিষয় বাহুল্যে পূর্ণ। দেশের সার্বিক অবস্থা, শিক্ষার্থীদের বয়স, পারিবারিক আর্থিক ক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনা করে শিক্ষাক্রম চালু করা প্রয়োজন ছিল। আমাদের ১/১০

ভাগ শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তৃতীয় পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ করে (মাহবুব-২০০২)। ৯/১০ ভাগ শিক্ষার্থীর কথা ভেবে পাঠ্যসূচি আরও বাস্তব এবং জীবনমুখী হওয়া প্রয়োজন। পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন জনশক্তি নেই। সাধারণত সরকারী কলেজের শিক্ষকদেরকে এ কাজে প্রেষণে নিয়োগ করা হয়। প্রেষণে নিয়োগের ক্ষেত্রে নানা কারণে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ এখানে নিয়োগ পাচ্ছেন না। উচ্চ শিক্ষায় চলছে ব্যাপক বিশেষায়ন ও বিষয়ের বিভাজন, এতে জ্ঞান হয়ে পড়ছে সীমিত। জ্ঞানের অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে একজন মানুষ না হয়ে তৈরি হচ্ছে খণ্ড খণ্ড মানুষ। এছাড়া পাঠ্যসূচিতে মূল বিষয়কে বাদ দিয়ে নিত্যনতুন বিষয় প্রচলন করা হচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বাণিজ্য ও মানবিক শাখায় অর্থনৈতিক ঐচ্ছিক হওয়াতে এ স্তরের ছাত্রছাত্রী ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বাণিজ্য বিভাগের জন্য অর্থনীতি হলো মাতৃ বিষয় (Mother subject)। অথচ ডিগ্রীতে অর্থনীতি একেবারেই তুলে দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগে গণিত হলো মুখ্য বিষয়, অথচ ডিগ্রিতে গণিত না পড়েও বিজ্ঞানে ডিগ্রী অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে মাধ্যমিক স্তরে গণিত, পদার্থ, রসায়ন বিষয়ের শিক্ষকের সংকট দেখা দিয়েছে।

পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, পরীক্ষা পরিচালনা এবং প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এমনকি মূল্যায়নে শিক্ষকরাই মূল ভূমিকায় থাকেন। পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ণে রয়েছে সময়ের স্বল্পতা এবং শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতা ও অবহেলা। উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় শিক্ষককে একজন ন্যায় বিচারকের ভূমিকা পালন করা উচিত।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সার্টিফিকেট ভিত্তিক। এখানে উপলব্ধির চেয়ে মুখস্তের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রফেসর শামসুল হক এ সম্পর্কে বলেন, "এখন কেবল যে যত মুখস্ত করতে পারে সে তত ভাল ছাত্র বা ছাত্রী হিসাবে পরিচিত হয়। উপলব্ধি বা সৃষ্টি ধর্মী কোন কাজে কার কত উৎসাহ তা যাচাই করার তেমন সুযোগ নেই। প্রথম থেকেই তাই শিশুদের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করা হয় না এবং তোতা পাখী বানাবার পদ্ধতি ধরে রাখা হয়। তবে তারা গুরুগৃহে অধ্যায়ন করে ভালই সার্টিফিকেট নিয়ে বের হবে। ভাল চাকুরীও পাবে হয়ত কিন্তু সতিকার অর্থে শিক্ষিত হবে না।" (হক-৯২) শিক্ষকগণ সৃজনশীলতার চেয়ে মুখস্ত বিদ্যার উপর বেশি জোর দেন। মুখস্ত করে জ্ঞান অর্জিত হয় না। মুখস্ত করাটা এক ধরনের নকল, আমাদের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ এ বিদ্যাকে উৎসারিত করছেন। উপরোক্ত কার্যাবলীর জন্য শিক্ষা খাতে পুনরাবৃত্তি ও আকৃতকার্যতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদের ভাষায় এগুলো হলো শিক্ষাখাতে সিস্টেম লস। তিনি বলেন, "শিক্ষাখাতেই সিস্টেম লস সব চেয়ে বেশি এবং এজন্য দায়ী সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা।[৪] এখানে বলে নেয়া ভাল যে একমাত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যতীত শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে শিক্ষকরাই নিয়োজিত থাকেন। কাজেই এ ব্যাপক সিস্টেম লসের জন্য শিক্ষক সমাজই বহুলাংশে দায়ী। (আহমেদ মোজাফফর-২০০৩)

বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষকদের অবস্থান। শিক্ষক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ নয়। আজকাল সকল পেশাতেই বিচ্যুতি লক্ষ করা যায়। শিক্ষকরা পেশায়ও কিছু কিছু বিচ্যুতি লক্ষ করা গেলেও গোটা শিক্ষক সমাজকে দোষারোপ করা ঠিক হবে না। মুষ্টিমেয় শিক্ষকের অনাকাঙ্খিত ভূমিকার জন্য গোটা শিক্ষক সমাজকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। "একজন সুশিক্ষক শুধুমাত্র নিজ বিষয়ই পাঠ দান করেন না। অনাবিল আনন্দ, সীমাহীন উৎসুক্য ও সৃষ্টিশীল সাধনার মনোভাব জাগ্রত করে শিক্ষার বিষয় বস্তুকে শিক্ষার্থীর চেতনায় মনে সঞ্চারিত করেন, প্রাণী মানুষকে মনুষ্যত্ব সম্পন্ন মানুষে পরিণত করেন"। (রহমান ২০০৩)

শিক্ষক সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করে থাকেন। নিত্যনূতন জ্ঞানে ক্ষেত্র নির্মাণ ও বিকশিত করেন। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের পথ প্রদর্শক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষক শিক্ষার মেরুদন্ড। শিক্ষকদের উন্নতি ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হতে পারে না। শিক্ষকরা বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর একটা বড় অংশ। দেশের উন্নয়নে শিক্ষকগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে কিন্তু জাতীয়গরণের নামে তাদেরকে সরকারীকরণ করা হচ্ছে। জাতীয় ও সরকারীকরণের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।[৬] শিক্ষকদের স্বকীয়তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হচ্ছে এবং জাতি তাদের কাছ থেকে প্রাপ্য অবদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সরকারীকরণ করার ফলে চাকুরী বিধির কারণে শিক্ষকদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজন স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা সত্য ও আবিস্কার ও সত্য প্রকাশের স্বাধীনতা। "The teacher must enjoy to teach according to his own concept of truth". (রায়-২০০৩) জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সরকারীকরণ করা বন্ধ করে সমগ্র শিক্ষাকে জাতীয়করণ করা উচিত। সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (কলেজ পর্যায় পর্যন্ত) শিক্ষকদের মধ্যে বেতনের ব্যাপক বৈষম্য রয়েছে। অন্যদিকে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে বেতনের বৈষম্যও বিদ্যমান। বৈষম্য হ্রাস করে উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও মর্যাদা দিয়ে প্রতিভাবান লোকদের এ পেশায় আকৃষ্ট করা উচিত।

(জ) উপসংহার

বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য যে বিপুল জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রযুক্তি ও দক্ষতা প্রয়োজন তা সৃষ্টি করতে হলে শিক্ষার সর্বস্তরের শিক্ষকদেরকে সুশিক্ষিত, সুদক্ষ ও সুনিপুন কারিগর হিসেবে তৈরি করতে হবে। যেহেতু শিক্ষকের শ্রেণীকক্ষের উপর জাতির ভবিষ্যত নির্ভর করছে, শিক্ষকতা যেহেতু একটি সেবামূলক পেশা। এ পেশায় শিক্ষকের মন মানসিকতা একটা বড় বিষয়। শিক্ষক যদি আর্থিক অনটনে ভোগেন এবং মানুষিক অশান্তিতে ভোগেন তবে শিক্ষা দান ব্যাহত হয়। শিক্ষা ব্যবস্থা তথা জাতি গঠনে শিক্ষকের গুরু দায়িত্বের কারণেই তাকে উপযুক্ত আর্থিক সুযোগ সুবিধা এবং সামাজিক মর্যাদা দেয়া প্রয়োজন। বর্তমানে অর্থনীতির মূল সম্পদ জ্ঞান। শিক্ষকরাই তৈরি করবেন জ্ঞান সম্পদ। সৈয়দ মুজতবা আলীর বিখ্যাত উক্তি দিয়ে বলতে চাই শিক্ষকের উচিৎ ফ্রাঁসের মত অনেকগুলো চোখ পেয়ে যাওয়া এবং রাসেলের মত এক গাদা নূতন ভূবন সৃষ্টি করে ফেলা এবং শিক্ষার্থীদেরকে বই পড়ায় আগ্রহী করে তোলা। কারণ জ্ঞান সম্পদ সৃষ্টি জন্য অধ্যয়নের বিকল্প নেই।

রেফারেন্স

১। আল মুতী আব্দুল্লাহ্- উচ্চ শিক্ষার শিক্ষামান, মূল্যায়ন-শিক্ষাবার্তা ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা-১৯৯৩।

২। আলম সহিদুল-শিক্ষক সমাজ ও বিজ্ঞান, দৈনিক সংবাদ, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৩।

৩। আহমেদ মোজাফফর- অনার্জিত স্বপ্ন পূরাণ- প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অর্জন বাস্তবতা- সংকলন-বাংলাদেশ অর্থনীতি শিক্ষক সমিতি-২০০৩।

৪। আলম মোহাম্মদ শহীদুল-সেমিনার স্মরনিকা, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস শিক্ষা এসোসিয়েশন-২০০৩।

৫। আহমেদ মোজাফফর-শিক্ষা, প্রকৌশল, প্রযুক্তি ও উন্নয়ন, সংকলন বাংলাদেশ অর্থনীতি শিক্ষক সমিতি ১৯৯৫।

৬। আহমেদ সরদার সৈয়দ- শিক্ষার অপচয় ও সমস্যা, বাংলাদেশ অর্থনীতি শিক্ষক সমিতি ১৯৯৫।

৭। আহমেদ সরদার সৈয়দ- স্বনির্ভরতা অর্জনে শিক্ষা-সংকলন, বাংলাদেশ অর্থনীতি শিক্ষক সমিতি ২০০৩।

৮। আহমেদ সরদার সৈয়দ- মানব পুঁজি গঠন একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা- বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি বি,ই,এ-১৯৯৮।

৯। আলম মুহমুদুল, হক মোহাম্মদ এনামুল-২০২০ সালের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও দুর্নীতি- সাময়িকী-বি,ই,এ-২০০০।

১০। আলম মুহমুদুল, দেওয়ান রুহি জাকিয়া, তালুকদার অনুপ কুমার- মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের শিক্ষা পরিকল্পনা- ভবিষ্যদ্বানী শিক্ষা বার্তা, ফেব্রুয়ারি-২০০৩।

১১। Ahmed Mozzafar- Teaching Learning unit in University- BEA Journal-1991.

১২। আলী মুজতবা সৈয়দ- বই কেনা- পঞ্চতন্ত্র- ১৯৫২।

১৩। BANBEIS-1997 – 2002.

১৪। চৌধুরী হোসেন মোতাহার- শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব- সংস্কৃতি কথা- ১৯৫৮।

১৫। চৌধুরী প্রমথ- বইপড়া- প্রবন্ধ সংগ্রহ- ১৯৫২।

১৬। চৌধুরী মঞ্জু শ্রী- সুশিক্ষা- বাংলা একাডেমী- ১৯৮৩।

১৭। ঘোষ রনজিৎ শ্রী- প্রাচীন ভারতের শিক্ষা কেন্দ্র ও তার অবদান-শিক্ষাবার্তা- ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা-১৯৯৩।

১৮। হক শামসুল- প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষা-শিক্ষা বার্তা, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা-১৯৯২।

১৯। Huq Zahurul ATM- Skill development in Bangladesh: Present Secnario and some policy option-BETA 1995.

২০। Jingan M.L- The Economic of Development and planning- 1976.

২১। জামাল হোসেন জাকির- শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নই শিক্ষার সোপান- স্মরনিকা, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস শিক্ষা এসোসিয়েশন-২০০৩।

২২। খালেকুজ্জামান- বাংলাদেশের শিক্ষা সংকট- জাতীয় কনভেনশন-২০০৩, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট।

২৩। মুহাম্মদ আনু- বাংলাদেশের শিক্ষার সাম্প্রতিক গতি প্রকৃতি, বৈষম্য ও সহিংসতার বিবিধ মাত্রা। সাময়িকী বি,ই,এ-২০০০।

২৪। পাটোয়ারী মমতাজ উদ্দিন- বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা- শিক্ষা ও পাঠ্যসূচী উন্নয়ন শিক্ষা বার্তা, সেপ্টেম্বর-২০০০।

২৫। রায় অজয়- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- প্রশাসন পরিচালনা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, জাতীয় কনভেনশন-২০০৩।

২৬। রেজা আবিদুর- শিক্ষার মান ও শিক্ষক সমাজের ভূমিকা ও অবস্থান জাতীয় কনভেনশন-২০০৩, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট।

২৭। রহমান আতিউর- বাংলাদেশের শিক্ষার বৈষম্য। দুর্নীতি ও অস্থিরতা, এ পর্যায় রুখতে চাই সামাজিক প্রতিরোধ। বি,ই,এ জার্নাল-২০০২।

২৮। রহমান আজিবুর মোঃ- সুশিক্ষার জন্য শিক্ষক- স্মরনিকা- বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিস শিক্ষা এসোসিয়েশন-২০০৩।

২৯। Rahman Atiqur- Teachers' and Students' Attitude to Dhaka University S.S.R. December-2002.

৩০। রোকেয়া বেগম- জাগো গো ভগিনী- মতিচুর।

৩১। Singh Raja Roy- UNESCO, Bankok, 1986.

৩২। সেন, বিনায়ক- বাংলা ভাষায় অর্থনীতি শিক্ষা ও গবেষণা সমস্যা ও সম্ভাবনা বি,আই,এ, জার্নাল-২০০১।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Banks and Regional Development in Bangladesh

Habibullah Bahar*

Banks play an important role in the process of economic development of a country. They are thought to be the supplier of lubricant in the form of financing different types of economic activities without which economic transactions would not have taken place. But, if these activities are not regulated in line with the objectives of the society, i.e., wider benefit to the large number of people, then these can do more harm than good to the society in the form of creating tensions/discriminations among different classes of people and between the regions of the country. The main purpose of this paper would, therefore, be to analyze a few aspects of region-wise banking in Bangladesh, like number of bank branches, deposits and advances etc. which are being evolved in the country over the years and their likely impact in the economy. The sample for this write-up covers the period from December 1990 to June 2013 and most of the data used in this paper have been taken from different publications of the Bangladesh Bank.

There is no denying the fact that there has been deep penetration of banking services in Bangladesh during the last three decades. The total number of bank branches in Bangladesh was 5539 in1990 which increased to 6056 in 2000 and further to 7246 in 2010. The number stood at 8427 in June 2013. As a result, the number of persons served by a bank branch has gone down significantly in Bangladesh in recent years. It was 20400 in 2010 which declined to 18700 in 2013.This suggests that there has been a rapid growth of bank branches in the

* Former Economic Adviser, Bangladesh Bank

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

country relative to the growth of population. In India, the number of bank branches was 98341 at the end of June 2012 of which 63 percent were in rural and semi urban areas (37 percent in rural and 26percent in semi urban areas) and the rest 37 percent were in the urban and the metropolis areas. Population per bank branch in India was lower than that in Bangladesh to stand at 12500 in 2012 suggesting that there is still scope for opening more bank branches in Bangladesh.

In the face of a significant increase in the number of bank branches in Bangladesh, its share in rural areas steadily declined over the years. As can be seen from Table-1that almost two-thirds (66.02 percent) of bank branches in Bangladesh were in the rural areas in 1990 which gradually declined to 59.80 percent in 2000. It further declined to 57.36 percent in 2010 and remained more or less at this level in June 2013 suggesting that the Bangladesh Bank has been successful in arresting further fall in the share of rural branches in recent years by taking appropriate policies.

If we analyze the opening trends of bank branches in Bangladesh we see that the share of rural branches in total branches gradually declined from 66 percent in 1990 to 57 percent in 2013 with corresponding increase in the share of urban branches. Another feature of bank branches in Bangladesh is that it remained more or less static at around 16 percent and 6 percent of total bank branches in Dhaka and Sylhet Divisions respectively during the last three decades. But, their share declined significantly in Chittagong Division from 20 percent in 1990 to 13 percent in 2010. This sharp declining trend was also witnessed in Rajshahi and Khulna Divisions. For example, the share of rural branches in Rajshahi Division gradually declined from 16.6 percent in 1990 to 14.4 percent in 2005. This share significantly declined to 7.6 percent in 2010. The share of rural branches in Dhaka and Chittagong Divisions, however, increased marginally in June 2013 compared to that in 2010 in contrast to the declines in all other Divisions (Table 1) during this period.

Data at Table-2 depicts that the share of rural deposits in total deposits has been showing a declining trend over the years under study till 2010. The share of rural deposits in total deposits which had stood at 21.17 percent in 1990 declined to 19.51 percent in 2000. It further declined at a faster rate to 13.18 percent in 2010. But, later on the trend was reversed and it significantly increased to 18 percent in June 2013.

If we analyze the Division-wise characteristics of rural deposits in total deposits we find that its share remained more or less at around 5-6 percent of total deposits in Dhaka Division during the last three decades up to 2010. Thereafter, its share

Table 1: Distribution of Bank Branches in Bangladesh

(in % of total branches)

Division\ Year	1990		1995		2000		2005		2010		2013 (June '13)	
	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural
Dhaka	14.04	16.11	15.62	14.97	17.01	14.53	18.29	14.62	19.06	15.85	19.13	16.84
Chittagong	8.93	20.02	8.08	12.99	8.42	12.55	8.67	12.48	9.23	12.91	9.35	13.20
Rajshahi	5.46	16.63	6.36	15.52	6.60	15.15	6.22	14.42	4.01	7.57	3.83	7.18
Khulna	5.51	13.25	4.43	8.05	4.30	7.80	4.01	7.39	3.90	6.46	3.86	6.12
Sylhet	-	-	2.02	5.84	2.24	5.59	2.51	5.70	2.65	5.71	2.63	5.52
Barisal	-	-	1.79	4.32	1.63	2.56	1.50	4.19	1.49	3.68	1.57	3.54
Rangpur	-	-	-	-	-		-	-	2.30	5.17	2.35	4.89
Total	33.98	66.02	38.31	61.69	40.20	59.80	41.21	58.79	42.64	57.36	42.72	57.28

Source: Statistics Department, Bangladesh Bank. Note: Figures may not add up to total because of rounding.

significantly increased to 8.73 percent in June 2013. On the other hand, its share in Chittagong Division drastically declined from 8.73 percent in 1990 to 5.25 percent in 2000 and again to 3.78 percent in 2010. It marginally increased to 4.64 percent in June 2013. This same trend was also noticed in Rajshahi and Khulna Divisions.

Like deposits, the same declining trend was also witnessed in case of rural advances. Table-3 shows that the share of rural advances to total advances was 23.41 percent in 1990 and gradually declined to 14.62 percent in 2000 which again significantly declined to 7.84 percent in 2010. However, the latest data showed that it has increased to10.24 percent in June 2013.

From our above discussions and the data given in the above tables one can see that the banking industry in Bangladesh is providing more and more banking services to the urban areas at the cost of rural areas where majority of our people live. It is interesting to note that in 1990, the share of rural advances in total advances was higher at 23.41 percent compared to 21.17 percent of rural deposits in total deposits implying injection of more financial resources into the rural areas over and above what they have collected in those areas. Thereafter, the situation has been gradually reversed under the successive democratic regimes.

The data available for December 2010 shows that the shares of rural deposits and rural advances in their respective total have declined significantly. That is to say, rural advances were only 7.84 percent of total advances (against 23.41 percent in 1990) whereas rural deposits stood at 13.18 percent of total deposits (against 21.17 percent in 1990). *This implies that there is diversion of financial resources from the rural areas to the urban areas through the banking system which may give rise to social tensions and imbalances in society in the long run. This may also encourage migration of people from rural areas to the urban areas with all its adverse attendant consequences*. This development also contradicts with the long cherished goal of "*financial inclusion*" of the Bangladesh Bank. But with the adoption of various "*pro-active*" and rural friendly initiatives by the central bank in recent time, the trend has been reversed and the shares of rural deposits and rural advances in their respective totals have increased significantly. For example, the latest available data shows that the rural deposits and rural advances which were 13.18 percent and 7.84 percent in December 2010 increased to 18.00 percent and 10.24 percent respectively in June 2013.The central bank may further think of advising the scheduled banks to provide loans and advances in the rural areas at a reduced interest rate to encourage economic activities and help increase demand in the rural areas.

Table 2: Distribution of Bank Deposits in Bangladesh

(in % of total deposits)

Division\ Year	1990		1995		2000		2005		2010		2013 (June'13)	
	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural
Dhaka	48.86	5.18	49.64	5.95	50.91	5.60	56.61	4.62	59.74	5.08	55.72	8.73
Chittagong	19.31	8.73	15.00	6.16	15.33	5.25	15.55	3.79	15.39	3.78	14.78	4.64
Rajshahi	4.82	3.94	4.81	3.87	5.04	2.96	4.61	1.97	2.95	0.90	2.91	0.95
Khulna	5.83	3.33	3.99	2.36	4.05	2.16	3.45	1.48	3.10	1.04	3.07	1.08
Sylhet	-	-	3.26	2.62	3.66	2.54	4.21	1.77	3.20	1.41	3.00	1.56
Barisal	-	-	1.22	1.13	1.50	1.00	1.30	0.63	1.17	0.46	1.21	0.54
Rangpur	-	-	-	-	-	-	-	-	1.26	0.51	1.31	0.50
Total	78.83	21.17	77.90	22.10	80.49	19.51	85.73	14.27	86.82	13.18	82.00	18.00

Source: Statistics Department, Bangladesh Bank.

Table 3: Distribution of Bank Advances in Bangladesh

(in % of total advances)

Division\ Year	1990		1995		2000		2005		2010		2013 (June '13)	
	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural
Dhaka	52.46	7.23	53.41	6.37	60.18	5.10	63.66	3.62	63.28	3.27	62.40	4.68
Chitta gong	13.48	4.77	15.57	2.81	13.88	2.20	15.70	1.47	18.58	1.34	17.81	2.12
Rajshahi	3.85	7.83	3.64	6.62	3.99	3.96	4.24	2.60	2.98	0.74	3.07	0.79
Khulna	6.81	3.58	6.18	2.12	5.55	1.68	4.50	1.18	4.12	0.79	3.21	1.06
Sylhet	-	-	0.76	0.96	0.86	0.84	1.18	0.57	1.22	0.46	1.06	0.43
Barisal	-	-	0.65	0.92	0.92	0.85	0.70	0.58	0.61	0.41	0.65	0.44
Rangpur	-	-	-	-	-	-	-	-	1.36	0.83	1.56	0.72
Total	76.59	23.41	80.20	19.80	85.38	14.62	89.98	10.02	92.16	7.84	89.76	10.24

Source: Statistics Department, Bangladesh Bank. Note: Figures may not add up to total because of rounding.

If we analyze the division-wise operations of banks particularly in terms of deposit mobilization and providing loans and advances for the last three decades, *we see that there was also some transfer/diversion of financial resources not only from rural areas to the urban areas but also from one administrative division to another*. The following table (Table 4) depicts a summarized picture of banking operations in different Divisions of the country.

It is seen from the above table that the shares of deposits and advances of the first four Divisions were more or less in line with Bangladesh Bank's regulatory requirement after adjusting for CRR and SLR. One thing that should be made clear at this point is that there is no division-wise requirement for ADR in Bangladesh. The highest ADR of 0.9326 was observed in Rangpur Division meaning that Tk.93 was given as loans and advances for every Tk.100 of deposits in that Division. At the same time, it is also evident from table-4 that ADR for Sylhet Division had stood only at 0.2448 in June 2013 meaning that only a quarter of deposits in that division was given as loans and advances.

The similar trend has also been observed in case of Barisal Division where ADR had stood more or less at around 0.4571 in June 2013.The share of deposits of Sylhet Division in total deposits was higher at 4.52 percent compared to those in Rajshahi, Khulna, Barisal and Rangpur Divisions. But, the share of Sylhet Division in advances was the lowest among these Divisions (except Barisal Division).*This situation highlights the fact that the banks are reluctant/ unwilling to give loans and advances in these divisions particularly in Sylhet and Barisal Divisions because of limited avenues of investment opportunities there.*

Now, what are the ways to come out of this situation? The following issues deserve due consideration by the policy makers in the banking sector to ameliorate the problems cited above. These are:

(i) The Bangladesh Bank may form a committee headed by its General Manager in Sylhet and in Barisal to look into the whole gamut of the prospective avenues of loans and advances in these Divisions. The local Chambers of Commerce and Industry may also be associated with the proposed committee.

(ii) The Bangladesh Bank may advise the banks to give loans and advances in the sectors and areas identified by the proposed committee at a reduced rate of interest in Sylhet and Barisal Divisions. At the same time, the central bank may also think of providing refinance facilities to the banks in the identified sectors and areas in these Divisions.

(iii) The authorities may think of fixing up targets for disbursement of loans and

Table 4: Share of Bank Branches, Deposits and Advances (in %) as of June 2013

Divisions	Bank branches	Deposits	Advances	ADR	Per capita deposits*	Per capita advances*
Dhaka	35.97	64.48	67.08	0.7727	78988	61036
Chittagong	22.95	19.42	19.94	0.7616	39547	30118
Rajshahi	11.01	3.85	3.86	0.7433	12063	8967
Khulna	9.98	4.15	4.28	0.7638	15213	11620
Sylhet	8.15	4.52	1.49	0.2448	26399	6461
Barisal	5.10	1.76	1.07	0.4571	12255	5670
Rangpur	7.24	1.91	2.28	0.9326	6608	6163
Total	100.00	100.00	100.00	0.7425	40205	29853

Source: Calculated from Bangladesh Bank Data. ADR= Advance deposit ratio. Population data relates to 2011. Note: Figures may differ marginally from other tables because of rounding.*

advances in the Divisions/regions and for the prospective sectors of the economy in line with the growth in deposits for maintaining social harmony.

(iv) The government may help establishing necessary infrastructural facilities like electricity, gas, telephone services, constructing roads and highways, bridges in these two divisions to facilitate and for smooth operations of business/economic activities there.

(v) A minimum of, say five marks out of a total of hundred, may be earmarked for the officials of the banks who have working experience in the rural areas in different grades at the time of their promotion up to a certain level, say for example, up to the level of Senior Principal Officers or equivalent positions. In addition, an extra allowance for the officials of the banks who will be posted in the rural branches also deserves consideration by the authorities.

(vi) The banks should focus more in financing labor intensive, environment friendly (green banking) and small and medium sized industries and other "*off farm*" activities particularly in the rural areas. This will generate employment opportunities and income in the regions which may also discourage exodus of people from rural to urban areas in the long run.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Agrarian Relations in Bengal: From Ancient to British Period

Md. Nur Alam*

Abstract

Agrarian relations were of critical importance in rural Bangladesh. The contemporary distribution of rights in land is the result of the historical evolution of a distinctive land tenure affecting agrarian relations in Bengal (Bangladesh). Land tenure is the result of historical and traditional evolution of socio-political, economic and legal systems. So, it is a combination of social values and norms and legal and socio-economic relations being of the society. In the pre-industrial world, when all economic activities were circled around agriculture, Bengal had allured commercial and, military adventurers from abroad throughout its history. The conquerors of Bengal frequently established their polities and ruled the country sum then interest. Since agriculture was the main stay of people and land was the main source of state revenue, successive rulers tried to change existing land tenure system according to their advantages. No great ruler entirely adopted old system of land tenure, nor did any ruler introduce an entirely new one. Thus, Bengal land tenure was always marked by continuity as well as change. Since land tenure is the inheritances of socio-political and traditional norms and values it has been analyzed only from the historical point of view that may not ventilate complete historical evolution of land tenancy system. However, emphasis has been given on socio-economic issues instead of historical assessment.

* Associate Professor, Department of Economics, Government Azizul Haque College, Bogra.

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

1. Introduction

Bengal (now Bangladesh) was and still is a country of agro-based economy. Land tenure means the holding or cultivating land of the state or of a proprietor on predetermined terms and conditions that convey the legal rights to tenant to cultivate land. So, the main objective of this article is to explore chronological steps taken by the government as well as superior authorities in different stages. This article comprises of the following sections: First section describes the land tenure in the ancient Bengal. Land tenure in the medieval is discussed in section two. In section three, land tenure in the East India Company and British period is discussed. The last and final section is endowed with summary and conclusion.

3.1 Land Tenure in Ancient Period

Probably, the oldest laws were about land, which determined the land tenure in ancient period. Historians as well as social scientists support the view that land tenure was a combination of different sorts of rights in land of different classes of people. In ancient period, land was the common property of the community and belonged to settlers of the villages who cultivated it. The common features of ancient land tenure in Bangladesh (then Bengal) were as follows (Banglapedia, 2003, Vol. 6):

a) Payment of a share of the produce of land to the head clan;
b) The right of a family to cultivate land in its possession; and
c) The power of the head of a *panchayet* to distribute land of the community to its families and to settle land disputes.

But many *Indologists* did not support the existence of this village community theory. They pointed out that Bengal village settlements developed in a highly scattered manner. Due to their dispersed nature, a well-knit social organization of village community did not develop in Bengal. Moreover, some believed that the king owned land. While on the other hand, some believed that the peasants owned land. Besides this view, some believed that the village community owned land.

The theory of peasant ownership may be partially accepted on the ground that Peasants tilled the lands hereditarily and cultivate without any interference on payment of dues fixed by custom or by the king's law. The landlordism of the king has been mixed with peasant proprietorship, signifying that both had rights on land, one as the sovereign, and other as the actual tiller. That is, the peasants enjoyed proprietary rights on land as an actual tiller and the king enjoyed it as a sovereign authority. The king had the right to impose tax and to expel a peasant from his holding. But the king's power to impose tax was limited by the customs

and injunctions of the. The power of expulsion of a tenant from his holding was limited by religious sanctions or by king's law. Thus entitlements on land were a combination of both the king and the peasants.

There were rent free and permanent tenure which were not normally be resumed by the king. This type of tenures were granted for maintenance of *Sangh* or and other charitable purposes. Prior to 8th century AD, copper-plate inscriptions indicate that there were 3 types of land, which regulated the relation between the state and the peasantry. These were (homestead land) (plough land) and (cultivable wasteland) (Banglapedia, 2003, Vol. 6). The rent structure of these lands was different. But in the inscription of land grants and land sales, the prices appeared to be same for all types of land. This riddle cannot be solved for the absence of proper evidence. Another type of land was *or* pastureland. This type of land was tax-free and considered as common holdings. It was always as marks of village boundaries. So, it can be said that in ancient Bengal, there was no unique land tenure system (Banglapedia, 2003, Vol. 6).

2. Land Tenure in the Medieval Period

Land tenure during the medieval had been endowed with a lot of changes and progresses. Information about land tenure during Sultani period is not sufficient. The agrarian systems of the Sultans had borrowed its elements from the ancient systems of the Hindus and Buddhists. During the Mughal period, land tenure took different shapes and changes significantly. The main features of tenurial relations of medieval period are as follows:

2.1 Land Tenure in Sultani Period

During the Sultani period land system was not changed enormously. But the Sultani rulers had introduced many new tenurial terms and conditions for the existing agrarian institutions. It seemed that the Sultans collected land revenue mostly directly from the tenants as before. The provincial governors played vital role in this regard. There was an intermediate class who formed a rent receiving interest group as revenue farmers. But the *majumdars* were not perpetual tenure holders. They paid a fixed amount of revenue to the royal treasury from their collected land revenue. The Sultani rulers also made rent-free land grants to religious and charitable organizations.

2.2 Land Tenure in Mughal Period

The Mughal rulers substantially changed the land tenure system. In Mughal period, land belonged to the state under Mughal constitution; there had also some limited private ownership of land. But this ownership was exceptional.The

government engaged revenue collectors called *Zaminders* and *Talukders* who traditionally enjoyed revenue collecting right hereditarily. But *Zamindars* and Talukdars were perceived to be just revenue collectors. But the government had always right to dispose such revenue collectors (Banglapedia, 2003,Vol.6). They could not change the rate of rent without directives from the government. The *raiyats* enjoyed hereditary customary rights on land, on the basis of the terms laid down in *Patta* and *kabuliyat*. There were two groups of *raiyats*: *khudkasta* and *paikasta raiyats*. The *khudkasta raiyats* were permanent residents of a village and they enjoyed rights in land permanently. They could use the land as they like so long as they adhere to terms of *kabuliyat* or agreement. *Paikaasta raiyats* were allowed to pay according to the *pargana* rate. This group of *riayats* was non-resident cultivators who moved from one village to another in search for cultivating land. They were basically migratory sort of peasants and they had no rights in land they cultivated. An assigned land called *Jagir*, for imperial officers was a remarkable feature of Mughal land tenure system. A *Jagir* comprised an area, which was estimated to yield in revenue an amount equivalent to the pay sanctioned for them. There were two types of *Jagirs*; temporary and permanent. *Jagir* was considered as *Zamindars* to *raiyats*. In addition to *Jagirs*, the Mughal land tenure system provided foror rent-free grants. There were 3 types of *lakhiraj* (Banglapedia, 2003,Vol.6);

a) *madad-I-ma'sh* (aid for subsistence);
b) (Hereditary grants for official family) and
c) WAQF (assigned to institutions like religious shrines, tombs and *madrashas*).

Madad-I-ma'sh grants were made to learned men, who would not take any employment. The *madad-I ma'sh* grants were not transferable. The *lakhiraj* grants; *inam – i- altamagha* was made hereditary for officials' family. Another kind of *lakhiraj* grants; WAQF was made for religious institution like, tombs and *madrashas*. So, land tenure in Mughal period was a combination of private ownership and state ownership. But state ownership was dominant and the Mughal authority fixed the land revenues.

3. Land Tenure in the East India Company and British Period

Between 1765 and 1950, the land tenure system underwent major changes. During the company period, the British authority had taken various administrative measures concerning land tenure that may be viewed as trial and error period. Prior to the establishment of British power in this region in the eighteenth century,

the cultivating peasantry enjoyed security of tenure (as distinct from the idea of absolute ownership) on land tilled by them on condition that they would share their produce with *Zamindars*. August 12, 1765, the East India Company was granted *Diwani* right by the Mughal emperor Shah Alam to collect revenue from Bengal, Bihar and Orissa.

3.1 Land Tenure during the Period 1765-1793(Trial and Error Period)

At the early stages of company period, the East India Company realized that the intermediaries (*Zamindars*) were in fact the owners of land. In general, they had been appointed by Mughal authorities to collect land revenue from the actual cultivators. They were 'revenue farmers' whose interest was distinctly different from the interest of those who themselves labored on land.

During the *Double* government period (1765-1772), the Mughal system of revenue collection was retained almost same. The institutions of *Zamindars*, *Talukdars* and *Lakhirajdars* were operating without significant changes, which were introduced during Mughal period. The company carried out several experiment in land tenure system before the introduction of the *Permanent Settlement* in 1793.

In 1770, the procedure for land administration involved leasing out land to the highest bidder for a period of 5 years. This procedure brings sufferings to landlords and tenants. The old landlord had to bid for a higher amount to keep the estates in their possession, which in turn compelled the tenant to bear the burden of paying the additional amount. In 1772, the company decided to involve directly in land administration by employing collectors. In 1790, the system was replaced by decennial Settlement while still continuing the open auction method.

3.2 Permanent Settlement (1765-1793)

The main objective of the colonial rule was to construct a system, which will justify economically the Company's political dominance. In fact, the British colonial state was founded for facilitating the company's trade and commerce and also for "remitting [home] the surplus of revenues to the country" to quote Warren Hastings (Serajul Islam, 1997). Since land revenue was the biggest source of government revenue, agricultural production had to be increased for increasing the government revenue. But it was impossible to achieve within the existing traditional agrarian relations. In this perspective company came to realize that traditional agrarian relations should be changed for having a more dynamic land tenure system that would lead to the capitalist mode of production in agriculture sector. In this context, Permanent Settlement was introduced.

On 22 March 1793,[1] Lord Cornwallis, governor general of the company, declared Permanent Settlement that made *Zamindars* and *Talukdars* permanent proprietors of the land under their respective control (Banglapedia, 2003, Vol. 6). As a result, government revenue agents turned into landowners overnight. As a proprietor of land a *Zamindar* could transfer their land freely in the form of sale, gift, lease and so on. The revenue demand by the govt. was fixed upon *Zamindars* for perpetuity.

3.2.1 The Landed Property under Permanent Settlement

Under the rules of permanent settlement the *Zamindars* were declared the absolute proprietors of land, and as proprietors they were made legally entitled to use their land as they liked. Their lawful successors could inherit and divide that property among themselves according to the traditional laws of succession without any interference from the government. The rights to collect revenue were heritable and alienable. This meant that the *Zamindars* could lease out these rights to subordinate interest that could do the same with the rights thus obtained. In this way, a chain of intermediaries grew up between the government and the cultivators who were bearing the full burden of rent and other extractions. The landed property was made permanent institution by Permanent Settlement but its owners' right in land was made dependent on the punctual payment of government demand.

The execution of revenue sale law (popularly known as 'Sun-set law') was thus likely to unsettle the existing landed class quite significantly, because the revenue assessment of the permanent settlement was not based on any survey of asset; and consequently government demand was distributed highly unequally (Serajul Islam, 1999). The Permanent Settlement did not eliminate the rights of *raiyats* in land though the existence of such subordinate rights ran counter to property rights of *zamindars* (Cornwallis, 1793: Article VIII, Clause 1). Regulation No. 17 of 1793 provided that on the failure of *riyats* to pay increased rent, all their moveable, including standing crops was made liable to attachment and sale by the landlords without the intervention of the court (Banglapedia, 2003,Vol. 6). As a result, the proprietary right of *Zamindars* terminated the customary rights who were now just tenants-at-will of *Zamindars.*

In this perspective, the Permanent Settlement of 1793 institutionalized the *Zamindars*. Under the Permanent Settlement system, land was settled in perpetuity with the Zamindars regardless of their ownership. The company government remained silent about the status of *riayats* under *Zamindar*s.

---

1 For details, the tenural effects of the permanent settlement, see Sirajul Islam, "Bengal land tenure"(Calcutta, 1988)

The concept of peasant proprietorship was totally abolished. The Permanent Settlement did not protect the customary rights of tenants and totally ignored the security of tenure.

3.2.2 Emergence of *Madhyasvatva* Tenures

Permanent Settlement made a new form of property rights in land by the execution of revenue sale law (Sun-set law). In order to protect the estates from the operation of sun-set law, *Zamindars* began to lease their holdings to another class of perpetual renters and imposed the same terms and conditions on the lease holders as they themselves had agreed to perform under permanent settlement. This type of property rights was called *Madhyasvatvas or* intermediate rights. A *Madhyasvatvas* right was made as easily transferable and inheritable as the *Zamindari svatva.* The main groups of *Madhyasvatvas* were:

a) pattani svatva; and
b) patitabad svatva.

a) *Pattani Svatva:* It was entirely a rent-collecting device without having any relation to productive management of land. It pushed up the rent rate without increase in wealth. The *Zamindars* divided their whole *Zamindary* into numerous lots. Every lot was settled with a tenure holder with the condition that he would enjoy a rent rate fixed perpetually. His tenure would be sold in auction in default of payment of rent in time. This type of tenure was called *pattani.* The *pattani* system saved the Zamindars from the *Revenue Sale* Law (sunset law) and also made them prosperous. Furthermore, *pattanidars,* again in search of security of tenure, created sub-*pattanis* below them and the process had obviously ruinous effects on the actual tillers of land.

b) ***Patitabad Svatva:*** It was guessed that on the eve of permanent settlement about one-third or more cultivable lands of Bengal lay under the sway of nature (Cornwallis, 1788: Appendix 5). Under the rules of permanent settlement *zamindars* found a new source of income and safety by leasing out land called *Patitabad*. Tenurially and organizationally *patitabad* activities may be classified into four categories; *noabad, char-abad, bill abad and Sundarban-abad.*

Following the permanent settlement of 1793, the *Zamindars*' rights and prerogatives continued to grow. In the Bangladesh region, they became de facto owners of the land though they did not cultivate it. In fact, the *Zamindars* settle their land temporarily with tenant, the actual cultivators. The cultivator paid rent in cash or kind to the *zamindars.* The *Zamindar* sent a fixed amount of this rent as land revenue to the ruling authority. The actual cultivators bore all the

responsibilities and risks of cultivation. The tenants were ousted summarily by the *Zamindars* when produced crop fell behind of rent payment, or resisted demand for higher rents.

The period from 1793 to 1859 was marked by concern of defining terms and conditions landlord-tenant relationship and to provide security of the tenant (Shawkat Ali, 1981). Permanent Settlement ignored any rights in land of actual tillers of the soil, now classified as "tenants" of the *Zamindars.* This settlement also established the *Zamindars*' right to fix their own terms of tenancy with their tenants and made clear the land revenue payable by the Zamindars to the East India Company (and letter to the British govt. of India). The revenue paid to the state by the *Zamindars* was permanently fixed in amount; but rents paid to the Zamindars by tenants were not. Finally, the settlement conferred upon the *Zamindars* certain proprietary rights. As a result, this period may be called the protection of rights of *Zamindars* (1793-1859).

In this way, a chain of intermediaries grew up between the government and the cultivators who were bearing the full burden of rent and other extractions. Deprived of nearly every bit of surplus from land a cultivator was destined to live in perpetual poverty, which forced him into bondage of indebtedness. A rapacious money-lending class identical with some of the landed interest was emerged. A poor cultivator could ill-afford to escape the claws of either of them.

The last observation is critical. The land system of the Bengal region was oriented above all to the maintenance of the rights and prerogatives of a land holding elite whose primary function was to act in behalf of established authority in the collection of land revenue. Agrarian relations that evolved under permanent settlement were not only unjust, but also entirely inefficient. The long chain of intermediaries extracted surplus from land, but a very few of them were used for socio-economic development. The different layers of middlemen consumed majority portion of rent. Those who were with very big estates indulged in luxury and ostentatious consumption. The usurious money lending carried less risk and was more rewarding than investment in any productive activity. Consequently, production suffered. Agriculture remained backward and the demand for industrial goods from agricultural population remained low and stagnant. There was little diversification in the economy.

3.3.3 Land Tenure During the Period 1859-1885 (Beginning of the Protection of Rights of Tenants):

Tenurial Legislations during the period of 1859-1885 deal mainly with the statutory development of occupancy rights of tenants. It further lay down that the rent must be

fair and equitable and at the same time recognized *Zamindars'* right to enhance rent on ground of increase in area and value of the produce (Shawkat Ali, 1981). This was first time that tenants were given de jure rights on land for continuous occupation of land for 12 years. Act X of 1859 marked the beginning of a system, which sought to protect the interest of the tenants. So, this period is regarded as the beginning of the protection of tenant's rights. In this Act, two serious defects were as; (i) there was no definition or principle in the Act of what was fair and equitable; and (ii) the tenant had great difficulty in providing 12 years continuous possessions due to the absence of proper records. This naturally led to a clash of interest between the tenants and the Zamindars resulting in agrarian disputes.

3.3.4 The Land System as Modified by the Bengal Tenancy Act of 1885 (Consolidation of the Protection of Rights of Tenants)

Periodically, during the nineteenth century, British authority intervened to establish regulations designed to protect cultivators from the *Zamindars'* abuses of power. But, British continued to be unsuccessful in enforcing such provisions, and the rights of the cultivating peasantry of this region also continued to deteriorate. In 1878, the Bengal Rent Law Commission was formed. The Bengal Tenancy Act (Act of VIII of 1885) was based on this Bill. The commission prepared a Bill for realization of undisputed arrears of rent recommended that it was desirable to undertake a complete revision of the Tenancy law. Finally, in 1885 the British made a major attempt to establish an improved basis for landlord–tenant relations in this region. In that year, the Bengal Tenancy Act came into force. The Act established principles concerning landlord–tenant relations which, had it been fully implemented, would have provided the subsequent basis for tenant farmers either to maintain or to establish their own rights in land. At the outset, it should be noticed that no attempt is made in the following analysis to discuss every provision or details of the Act of 1885 as originally enacted and subsequently amended.

The Bengal Tenancy Act of 1885 modifies the Permanent Settlement of 1793 drastically and it provides de jure recognition to the rights of others besides *Zamindars* in the agrarian hierarchy whereas the permanent settlement of 1793 ignores the full spectrum of customary rights in land and to confer proprietary rights to *Zamindars.* It gave legal, as well as responsibilities, of those whose status had not been recognized by the permanent settlement. This Act established the basis for all subsequent legislation (even in contemporary Bangladesh) governing the relationships of people to the land in this region and helps to expose the structure of the traditional land system of Bangladesh.

The Bengal Tenancy Act of 1885 presented a version of the intricately stratified system of rights in land in Bengal. At the apex of hierarchy was the ruling authority, the provincial government of Bengal. Below the provincial government, there were *Zamindars,* tenure holders and under tenure-holders (those who had rent collecting powers). In descending order, there were occupancy raiyats, non-occupancy *raiyats* and under-*raiyats* (all of whom were rent payers having specified rights in land). At the base were sharecroppers and landless wage laborers (whose rights in land were either tenuous or non-existence). Figure 3.1 represents in simplified form of hierarchy of interests in land in the Bengal region.

Figure 1: The Hierarchy of Interests in Land 1885-1950

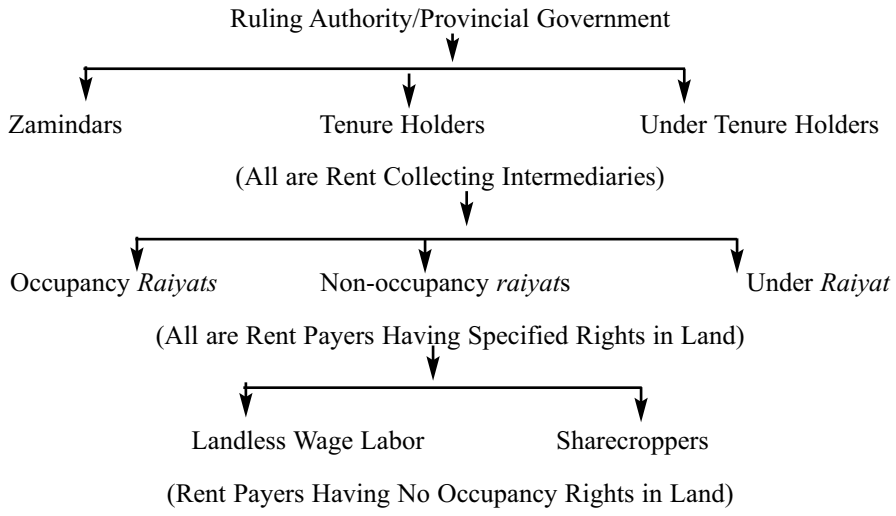

Source: Jannuzi & Peach, 1980.

In practice, there were no clear-cut difference between a tenure-holder and a *raiyat*. In such circumstances, the Bengal Tenancy Act stipulated that local customs would be the determinant in defining the nature of tenancy. Each holder of land in the agrarian hierarchy had specified rights and responsibilities in relation to his landholdings. The *raiyats* (i.e. tenants of landlords) could acquire a statutory right to land in their possession; even though this right to land was qualified and less complete than that of absolute owner.

By the Act of 1885, if a landlord sought to deny a tenant's potential claim to land by shifting him from plot to plot each year, breaking up continuity of possession, he could no longer do so. As long as, a tenant could claim successfully continuous possession for 12-years period, his status as a 'settled *raiyat*'[2] having occupancy

rights in land was assured. His right to land was protected by law; he could till the land himself or with hired labor; he could lease or even transfer his right in land by sale to another. But at the same time, he was himself a tenant of someone having a superior right to land; he therefore had a statutory obligation to pay rent and could not be evicted from the land in his possession under terms and conditions specified by law. In defining the rights of *riayats* the act categorized them into two major groups: occupancy *raiyats* and non-occupancy *riayats.* The rights of the occupancy *raiyats* were declared not only hereditary but also transferable, on the condition of payment of transfer salami to the *Zamindars*. The non-occupancy *riayat*s were those who till the lands for less than 12 years. Below the non-occupancy *riayats* or under *riayats* there were landless labor and sharecroppers whose rights in land were not defined and who continued to remain tenants-at-will of the land holding interests.

The rights of the under-*riayats* were similarly qualified by custom, wage, and law in the Bengal Tenancy Act, as amended; Law protects their rights in land. They held land so long as they paid rent to their landlords. *Bargadars* (sharecroppers in contemporary Bangladesh) did not have the qualified rights of tenants within the terms of the Bengal Tenancy Act. Thus a sharecropper' right to land was at best tenures and subject to conflicting interpretation of the Bengal Tenancy Act, as amended. That is, at the base of agrarian society there were no de jure rights in land. There was no ambiguity concerning the status of peasant having no claim whatsoever to land.

The Bengal Tenancy Act, even as latter amended, conferred no rights in land to cultivators working as wage laborers on land of others. Under the Bengal Tenancy (amendment) Act of 1928, the right to transfer land made general. The *riayat* could transfer his holding without taking permission from the *Zamindar,* but the system of transfer salami was still maintained. Under Bengal Tenancy Act (amendment of 1939) the salami right of *Zamindar* was abolished. This Act (amendment) of 1939 made raiyats virtual owners of land and they now would transfer or use land in anyway as they like. The *Zamindars* were now left only with receiving right (Banglapedia, 2003, Vol.6). The Bengal Tenancy Act of 1885 thus revised the original constitution of the permanent settlement drastically.

---

2 A *raiyat* (or tenant farmer) could become a settled *raiyat* by holding land continuosly in his village for 12 years, but others might acquire an occupancy right to land simply by purchasing a section of land from a settled riayat.

3.3.5 Consideration of the Protection of Tenants (1885-1938)

The Bengal Tenancy Act 1885 removed the inadequacies of the Rent Act of 1859 and made the cultivating class a settled tenant with occupancy rights in land. In addition, a tenant would also acquire occupancy rights in land who had been in possession of any land for 12 years, either by him or inheritance and would also acquire the same rights in any new land that he bought under cultivation. Moreover, following guaranteed protections were as follows (Shawkat Ali, 1981);

(i) Right of cultivating class or settled tenant could not be disturbed in the event of the superior landlord selling his land;
(ii) He could not mortgage his holdings;
(iii) Tenant could sublet his holding for a period not exceeding nine years;
(iv) He could not be evicted for arrears of rent only and the holding could be sold out in Civil Court.

The guaranteed protection measures of Bengal Tenancy Act are indicative of the government's awareness of the need to prevent arbitrary harassment of the cultivating class who were previously at the mercy of *Zamindars.* Moreover, the establishment of regular machinery of government and taking over the functions of Revenue, Security and Justice are considered as massive development of protection measures of cultivating class.

So, it is clear that land tenure system from 1793 till 1950 should confirm that it was highly complex in this region. Though the Bengal Tenancy Act many times amended after 1885, was seldom implemented rigorously in behalf of weaker sections of the cultivating peasantry and was repealed in 1950.

4. Summary and Conclusions

So, it can be said that land tenure in Bangladesh is the result of socio-economic as well as historical evolution of land system under different government mechanism. The land tenure in Sultani period had not gone under remarkable changes. It was more or less same as ancient period. The Mughal ruler substantially changed the land tenure system. In sum, land tenure in Mughal period was a combination of private ownership and state ownership. But the state ownership was dominant and the Mughal authority fixed the land revenues. During the period of Company and British rule land tenure had gone under substantial changes. The company carried out several experiment in land tenure system before the introduction of Permanent Settlement in 1793.

On 22 March, 1793, Lord Cornwallis, governor general of the company declared Permanent Settlement that made *Zamindars* and *Talukdars* permanent proprietors

of land under their respective control. The East Bengal Tenancy Act of 1950 was a landmark in the history of tenurial legislation. It abolished all *Zamindary* and intermediaries and the rights were declared *maliks* or owner of land. This Act brought the tenants directly under the Govt. It abolished all revenue framings. It can be concluded that there was no unique land tenure system in Bengal throughout its history. It has been changes accordance with the aim of ruling authority or by improving the condition of landholder and tenant but latter has given less emphasis.

References

1. Abdullah, A. A "Land Reform and Agrarian Changes in Bangladesh". *The Bangladesh Development Studies.* Vol. IV, No. 1. January 1976.
2. Ali, Sawkat, " *Land Reform Measures and Their Implementation in Bangladesh.*" Mohiuddin Khan Alamgir, Ed. *Land Reform in Bangladesh.* Dhaka: Centre for Social Studies, 1981.
3. Cornwallis, Lord. "*Lord Cornwallis Mintue." History of Bengal : 1704-1971.* Vol. 2, 18 September 1788, Fifth Report, 1812, Appendix 5.
4. Elahi, Khandakar-Quadrat-I and M. A.S. Mandal. "Implementation of GOEP (Government of East Pakistan), *Report of the Land Revenue Commission".* Dacca,1959.
5. Islam, Serajul. " *Permanent Settlelment and the Peasant Economy"* Serajul Islam Ed. History of Bengal: 1704-1971. Vol. 2. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, Asiatic Press, 1997.
6. Jannuzi, F. T. and Peach, "*Agrarian Structure in Bangladesh: An Impediment to Development."* Colorado, America, West View Press Inc. Publisher, 1980.
7. Siddiqui, Kamal. "*Land Reform Since 1950*." Serajul Islam. Ed. History of Bengal (1704-1971). Vol. 2. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1997.
8. The Asiatic Society, *Banglapedia,* Vol. 6, Dhaka, 2003.
9. *The Bangladesh Observer*, August 5, 1972.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Financial Inclusion: The Digital Way

Quazi Mortuza Ali*

What is Financial Inclusion

The term *financial inclusion* refers to a broad financial system that provides access to financing, mobilization of savings, credit allocation, risk management as well as payment services. Financial inclusion refers to both the adequate provision of services by the financial institutions as well as the appropriate uptake or use of these services by all segments of the population. Although it is just one aspect of financial inclusion, an integrated payment system is a critical component of financial inclusion. Financial inclusion or inclusive financing is the delivery of financial services at affordable costs to sections of disadvantaged and low-income segments of society.

An estimated 2.5 billion working-age adults globally have no access to the types of formal financial services delivered by regulated financial institutions.

It is argued that as banking services are in the nature of public good; the availability of banking and payment services to the entire population without discrimination is the prime objective of financial inclusion public policy.

Why Financial Exclusion

A vast majority of Bangladeshi lives outside the full formal banking network (about half of the adult people) and therefore deprived from essential financial

* Vice President and Head of Alternative Delivery Channel, Bank Asia Ltd., E-mail: qmortuza@gmail.com

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

services and subjected to unfair money lending practices. The Banks have traditionally been very cautious in extending its branches to remoter areas. The root causes for the uneven coverage of financial facilities are manifold:

1. **Long distances & Low population density**: There are many areas where people and financial activity not enough to run a formal banking branch.
2. **High bank cost relative to income**: Most of the un-banked people have low income. Existing bank charges are high compared to their income.
3. **Low education & Illiteracy**: Low educated and illiterate people cannot access existing financial services; the traditional banking requires a lot of paper work.
4. **Poor product/ channel design**: Available financial products cannot cater all segments of the society as well as financial demands.
5. **Awareness & Policy Support**: Lack of awareness among population is also responsible for low penetration Present legal framework is aligned to support traditional banking only.

The major barrier is geographical or physical access measuring the average distance from household to bank branch; however, the branches per 1,000 square kilometres could be used as crude indicator for providing an initial idea to the barriers of inclusion, Bangladesh Bank (BB) said in a working paper styled 'Financial Inclusion: The Role of Bangladesh Bank,'.

Citing an example, the paper said Spain has 96 branches per 100,000 people and 790 branches per 1,000 square kilometres, while Bangladesh has less than seven branches (or ATM) per 100,000 population and about 67 branches (or ATM) per 1,000 square kilometres. A large section of the population who do not have any physical access to the banking services are in rural and remote areas in the country, according to the paper.

A CGAP study found a strong correlation between the likelihood of being poor and the likelihood of not having had a bank account among users. "As a competitive and cost effective strategy, major banks focus on large scale of loans instead of providing services for small size of loan; as a result, rational business decisions prevent a major portion of people from accessing loan services including small and medium enterprises (SME) and agriculture loan," it said quoting poor level of technological infrastructure.

The Bangladesh Government has approached to address some of the issues of financial inclusion by a number of ways, for example by popularizing banking through the 10Tk Account and by encouraging Mobile Financial Services (MFS)

initiatives. But despite their commendable goals, these initiatives are not without their own challenges. Very low level of deposit/transactions in 10TK account makes it difficult for the Banks to maintain them as well as failed to create the desired impetus among the rural Bangladeshis, and MFS requires the account holders to own a mobile—hence the poorest folks are already excluded from the benefits. Additionally, the transactions are prohibitively expensive and only small transfer type transactions are mainly executed through the channel. Moreover, there are some issues of clearly customer identification at registration and authentication at withdrawal as it is based on PIN (Personal Identification Number) which is very prone to compromise.

The MFS transactions environment is not like a bank. It's within another business and people don't feel comfort for day to day transactions. So far the Government and Donor agencies fund couldn't processed that much due to these limitations.

Solution to Financial Inclusion

Bangladesh Bank has taken initiative to promote another banking model called "Agent Banking", which is to provide formal full-fledged banking services at the door step of the common people. Bangladesh issued Agent Banking Guideline in December 2013 in this regard and subsequent guidance note also circulated.

Bangladesh Bank has permitted few banks for Agent Banking. So far only Bank Asia Limited has started Agent Banking Operation in 15 districts.

What is Agent Banking

Agent Banking provides banking and financial services to the underserved population through engaged agents under a valid agency agreement, rather than a teller/ cashier. Agent is the owner of an outlet who conducts banking transactions on behalf of a bank. Globally these retailers are increasingly utilized as important distribution channels for financial inclusion.

The agent banking model is one in which banks provide financial services through nonbank agents, such as educated individuals, chain grocery stores, retail outlets, post offices, pharmacies or NGOs. This model allows banks to expand services into areas where they do not have sufficient incentive or capacity to establish a formal branch, which is particularly true in rural and poor areas where as a result a high percentage of people are unbanked.

Agent banking is quickly becoming recognized as a viable strategy in many countries for extending formal financial services into poor and rural areas. In recent years, agent banking has been adopted and implemented with varying degrees of success by a number of developing countries. Brazil is often recognized as a global pioneer in this area since it was an early adopter of the model and over the years has developed a mature network of agent banks covering more than 99% of the country's municipalities. Other countries have followed suit, including Mexico, Peru, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Bolivia, Pakistan, Philippines, Kenya, South Africa, Uganda and India.

The regulation, design, and implementation of agent banking vary across countries. These differences are evident in the variety of services offered by

agents, the types of businesses acting as agents, the types of financial institutions that work through agents and the business structures employed to manage them. These differences ultimately contribute to the disparities in the extent to which agent banking is actually bridging the financial inclusion gap.

Agent Banking Objectives

Agent Banking success depends on meeting the following objectives:

1. Provide secured banking services to the unbanked people throughout the country;
2. Build agent booths all over the country and create financial service entrepreneurs ;
3. Provide foreign inward remittance services to the families of expatriate Bangladeshis;
4. Provide facilities for utility bill payment, Passport fee payment, social safety net payment services, etc;
5. Process Agricultural, SME & Retail loan from the agent points;
6. Enable e-Commerce services through the agent outlets from remote areas;
7. Promote school banking in the locality;
8. Financing in renewable energy sectors as a green banking initiative;

Services for agent banking

The following services may be offered for agent banking:

i. Account opening services;
ii. Deposit;
iii. Withdraw;
iv. Transfer;
v. Inward Foreign Remittance;
vi. Ecommerce;
vii. Utility Bill Payment;
viii. Social Safety Net cash payment;
ix Balance Inquiry;
x. Account Statement (mini);

xi. Insurance Premium;
xii. Passport fee collection;
xiii. SME loan processing;
xiv. Agricultural Loan processing;
xv. Retail Loan processing;
xvi. Support green banking initiative like Solar Home system;
xvii. Debit/ Credit card paper processing;
xviii. Card based transaction of any bank (Human ATM);
xix. Government to People Payments;
xx. People to Government Payments.

Any citizen or organization of Bangladesh is eligible to open an account having a valid photo ID card of account holder, ID card of nominee, (trade license, TIN certificate, etc. for organization). The individual intended to open account must be introduced by another account holder of any branch of Bank Asia Limited. These

rules for account opening of agent banking are subject to change by Bangladesh Bank guidelines from time to time.

Savings & Current Accounts

All other terms and conditions are similarly applicable as applicable for a savings/ current deposit account maintained with any branch of Bank Asia Limited. Interestingly, there are few exceptions:

a. The most interesting and innovative thing is that an illiterate person can open and operate an account as s/he doesn't need to sign for withdrawal, deposit, transfer, etc. Finger print will be used for authentication replacing signature. These procedures will clearly bring new edge for financial inclusion.

b. Transaction profile of Agent Banking will be followed. At present, as per Bangladesh Bank Circular, a customer can deposit and withdraw two times at best per day and each transaction can't be more than Tk.25,000.00 only. It may be changed from time to time in conformity with Bangladesh Bank Circular from time to time.

c. Account maintenance charges will be as per Agent Banking schedule of charges of Bank Asia Limited. It is mentionable that agent will not impose any charge to customer directly for account maintenance as per Bangladesh Bank Guidelines. Bank will provide reasonable fee or commission to the agent.

d. No Cheque will be issued for these accounts. This is also an interesting part of agent banking that account holder can avail withdrawal, transfer, etc. without any cheque leaf which will reduce financial, physical and mental cost of the customer. This is another edge over the traditional and conventional banking procedures.

DPS Accounts

All terms and conditions are similar like a DPS account maintain with any branch of Bank Asia Limited. There are few exceptions similar to those of Savings/ Current deposit account which is already mentioned above. These are:

a. An illiterate person can open and operate a DPS account as s/he doesn't need to sign anything relating to DPS account open and maintenance.

b. Savings or Current deposit account will be the source for any debit or credit to DPS account. This is also similar to conventional procedures.

Term Deposit

Term deposits will be a small amount than conventional banking. Each term deposit will be linked to a savings or current deposit account. Each term deposit won't be more than Tk.2,00,000.00 (two lac only) and each customer will be allowed to make five term deposits at best i.e. a customer can make term deposit of Tk.10,00,000.00 (ten lac only) at best. The customers will be provided only

computer generated printed deposit receipt. The receipt would not be signed by any person.

I. Deposit

Agents are allowed to receive cash deposit, clearing cheque and loan repayment from account holders.

a. **Cash:** The customers will request to deposit cash in their accounts. The cash will be received by agent and will entry in the agent banking system. The system will provide an SMS to customer's registered mobile as well as a printed receipt for the transaction.

b. **Clearing Cheque:** The agent will receive the cheque and forward to nearby branch of Bank Asia Limited for collection. Branch will collect through clearing and deposit the amount to customer's account. Customer will get SMS notification after cheque clearing.

c. **Loan Repayment:** The agent will receive any deposit for Bank Asia's loan repayment and deposit the same to the account. Customer will get SMS and printed receipt for the transaction.

II. Withdrawal

Agents are allowed to pay cash to accountholders, disburse foreign remittance and approved SME, agricultural loan.

a. **Cash:** The customers will request for withdraw of cash from their accounts. The agent will request the customer to put finger to the finger print detecting device which will verify the significance of the authenticity. This procedure is similar to placing cheque over the counter and verifying signature by a bank officer. When finger print will match, it will be linked to the account of the customer. Then, the agent will complete procedures in system to debit the amount as requested by the customer. System will provide an SMS to customer's registered mobile as well as a printed receipt for the transaction. The agent will provide cash to the customers.

b. **Inward Foreign Remittance:** The customer will come to agent's premises for withdrawing foreign remittance. The agent will seek necessary information and assist the customer to fill up required form provided by Bank Asia Limited. Once, the customer complete filling up the form by providing necessary information and other documents like

NID Card or other photo ID card, agent will input necessary information in the system and the agent will be notified from the system about the authenticity of the claimed amount. If back office finds provided information correct then allows agent to disburse the amount, the agent will provide right amount of cash to the customer and the customer will get a notification to his registered mobile number about this transaction

c. **Loan Disbursement:** The agent will provide cash verifying through finger print for loan disbursement as per request sent from Bank. Customer will get SMS and printed receipt for the transaction.

III. Transfer

Agents are allowed to process transfer request from any account. Only the account accountholder will be able to request to transfer fund by debiting his/her account. The account holder will provide beneficiary account detail and put finger to the finger print detecting device for confirming the authenticity and his holding right title over the account. If the finger print is matched with finger print stored at back office end, the agent will be allowed to put necessary information to transfer right amount of money to the account as requested by the customer. The customer will get a notification from the back office end after successful completion of the transaction. A printed receipt of the transaction will also be allowed to the customer. Such transfer is allowed to any account maintained with Bank Asia Limited. Surprisingly, transfer to any account of any bank is possible through agent's premises. It will be possible through Electronic Fund Transfer procedure.

IV. Inward Foreign Remittance

Inward foreign remittance would be processed for cash withdrawal as well as account transfer. Cash withdrawal will be processed as mentioned in withdrawal section. If remitter mentions account number of the beneficiary through any banking channel from anywhere of the world through amount would be credited to the beneficiary account. It may be mentioned that the transaction may be processed through other bank remittance channel also, and then the transaction would be processed through Electronic Fund Transfer Network. The beneficiary would get SMS notification upon crediting his/her account instantly.

V. Utility Bill Payment

Various utility bills like rural electrification board's bill payment to be processed through agent banking by depositing cash or requesting transfer from account. The cash payment may have a service charge.

VI. Social Safety Net cash payment

Agents are able to pay cash against government social safety net provided that Bank Asia has arrangement with the government for the same.

VII. Balance Inquiry

Customers can come to agent premises and inquire balance in his account. Agent will request the customer to put finger on the finger print detecting device for the authenticity. Once the fingerprint is matched with finger print scanned earlier at the time of account opening, the system will inform the customer about the balance in his account through SMS.

VIII. Account Statement (mini)

Customers can request the agent for account statement. This procedure is same for balance inquiry. Agent will provide account statement subject to matching of finger print.

IX. Insurance Premium Collection

Customers can deposit insurance premiums at the agent booth subject to Bank Asia has arrangement with the insurance companies.

X. Passport fee collection

Bank Asia is already entitled to receive passport fee on behalf of the government of Bangladesh. The agents are allowed to receive the same. The agent will provide printed receipt for the service.

XI. SME Loan Processing

Agents may process and forward SME loan proposals. The proposal evaluation and approval will be given by authorized department of bank's back office. However, agent can disburse the approved loan to the customer. The agent may help for collection of loans. The agents would be able to receive any loan installment of Bank Asia Ld.

XII. Agricultural Loan Processing

Agents may process and forward agricultural loan proposals. The proposal evaluation and approval will be given by the authorized department of bank's back office. Like SME loan, agent can disburse approved agricultural loan to the

customer. The agent may help for collection of loans. The agents would be able to receive any loan installment of Bank Asia Ld.

XIII. Personal Loan Processing

Agents may process and forward personal loan proposals for House building and any consumer financing offer from Bank Asia Ltd. The proposal evaluation and approval will be given by the authorized department of bank's back office. Like SME & Agriculture loan, agent can disburse approved personal loan to the customer. The agent may help for collection of loans. The agents would be able to receive any loan installment of Bank Asia Ld.

XIV. Support green banking initiative like Solar Home System

Agent Banking would be used for various green banking services. Agents would be encouraged for renewable energy financing like Solar Home System.

Agent Banking Model

Bank Asia has taken initiative to implement Agent Banking in all districts of Bangladesh.

A module for Agent Banking system is developed with bio-metric authentication system. All transactions are real-time and being authenticated by Fingerprint of Customers and Agents.

Conclusion

Agent Banking will ensure proper customer identification and services at the doorstep of common people with state-of-the-art technology. The digital way of providing services would ensure security and safety of the common people for their fund. The Financial inclusion criterion: Close to the common people; Availability for all people including disabled, illiter ate; All the financial services at affordable cost in the Agent Banking. The Agent Banking may serve as tools for ensuring Bank Account for all the Adult people of Bangladesh.

Bank Asia's agent banking solution model at a glance:

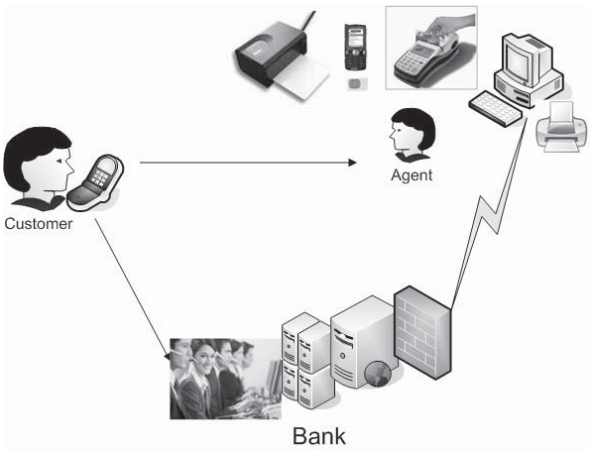

1. Agent will be equipped with
    a) Computer/ Laptop
    b) Mobile
    c) Bio-Metric Device
    d) Printer
    e) POS
2. Customers will have access to 24X7 call center
3. All Transactions will be real-time
4. Customers will get SMS notifications

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Rethinking Political Economy and Development

Shamema Akter*

Abstract

Bangladesh has made significant progresses in its economic sector performance since independence in 1971. Even though, the economy has developed enormously in the 1990s, Bangladesh still suffers in the area of foreign trade in South Asian region. Bangladesh is a least development country. It has total population 156.6 million (WB-2013). GDP Growth rate 6 % which was 6.2% in 2012. GNI per capita US $ 900 (2013) which was US$ 830 in 2012. Inflation rate 7.5%. In 2013-14, growth in agriculture, industry and service sector has been estimated to 3.35%, 8.39%and 5.83% respectively which was 2.46%, 9.64% and 5.51% in 2012-13 respectively. In FY 2013-14, GDP and GNI per capita Stond at US$ 1190 and US$ 1115 which were US$ 1054 and US$ 976 respectively in the last fiscal year. The export earnings of Bangladesh stood at US $ 24,654.39 million in FY 2013-14. On the other hand, the total import payments stood at US $29773.70 million during FY 2013-14, which was 17.48% (percent) higher than preceding year. In FY2014. Workers' remittances declined slightly due to the impact of global recession. Bangladesh earned remittances of US$ 10494.73 million in FY 2013-14 (July- march) which was 5.63% lower than the previous year. People living below national poverty line 31.5% in 2010 which was 40% in 2005. Fruits, bolder/stones, pulses, Rice, wheat, sugar, fertilizer was chemicals and ash are generally imported whereas exports comment of ship, textiles, leather goods, fish and seafood, footwear, engineering products fruit juice, tea, medicines, garments,

* Economist, ACE Consultant Ltd., A subsidiary of SMEC International Ptv. Ltd., Email: Shamema.akter@smec.com, www.smec.com ; www.linkedin.com

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

and Jamdani saris. A variety of fruits and agriculture foods are produced in the country. The farmers are changing the cropping pattern in favor of fruits production in order to earn more money. On the other hand, fishery is a traditional occupation of the people of Bangladesh, which plays a major role in employment generation, poverty alleviation, supply of animal protein and foreign exchange earnings. This sector contributes more than 3% to the national GDP. The demand for telecommunication system for domestic and overseas is increasing in Bangladesh. Still this sector is growing, it is considerably cover behind. The Roads and Highways Department (RHD) were established the size of the main road network in Bangladesh has developed from 2,500 km to the present network of 21,589.65. The Roads categorizes as National, Regional and Feeder Road in the country come under the RHD'S authority. These roads are of the main highway system and provide a higher –level of service in the country. Bangladesh Railway is one of the principal modes of transportation in the country and passenger and freight train has been facing tough competition with other modes of transport for the high rated traffic, which provide more. The total length of railroad is 2,877.10 km. and regarding air transport facilities as well as mechanized water transport facilities are contribution on economic development of Bangladesh.

Key Words: *GDP**,** GNI per capita, remittances, Inflation, Exchange rate**.***

Background

The Peoples of Republic Bangladesh lies in the northeastern part of South Asia and is bounded by India on the west, the north and the northwest and Myanmar on the southeast and Bay of Bengal on the south. The area of the country 147,600 km^2, 156.6 million people (WB, 2013)*, forming population density as 1067 persons/ km^2, GDP US$129.9 billion, GDP growth rate 6%, inflation rate 7.5%. Proportion of population below poverty line 31.5% (ADB, 2012).The country is divided into 6 (six) divisions, and subdivided into 64 districts and 496 police stations (upazilla/ sub districts) for administrative and development purpose. River: A network of revers of which the Padma, the Jamuna, the Theeesta, the Brahmoputra, the Surma, the Meghna, the Karnophuli are important. Land: The country consist s of low, flat and fertile land and expect the hilly regions in the northeast and southeast and some areas of high lands in the northwestern part.

1. Demographic Feature

1.2 Population

Bangladesh is one of the most densely populated countries of the world. The population density has been recorded as 1067 persons/km^2 in the national census

shown 2012, as per the 2013 approximations more than 156.6 million people live in the country.

The figure-01 shows that the Population of the country is also analyzed to higher concentration of population can be seen in the year of 2013 (156.6 million). According to WB, in 2012, the population was 154.7 million. Regarding to the World Bank population in Bangladesh increased from 2004 to 2013 with 15.4

Figure 01: Population growth in Bangladesh

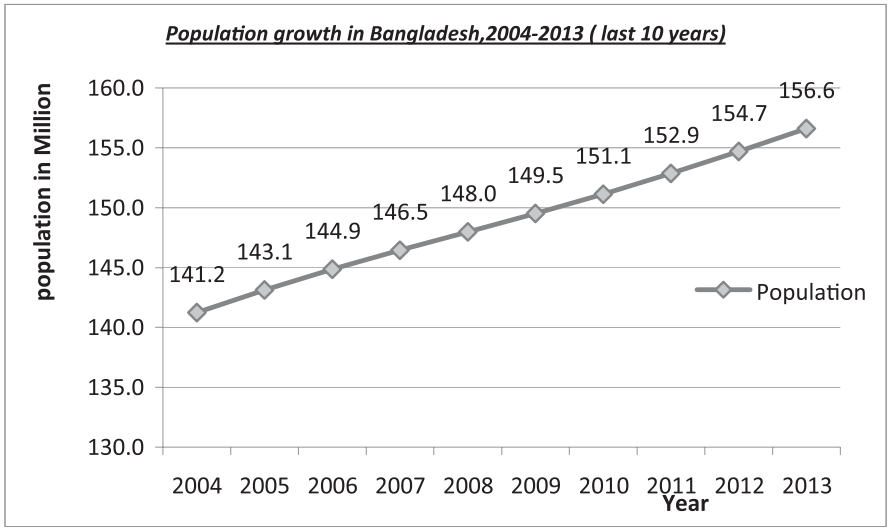

Source: World Development Indicators

million. Bangladesh has the highest population density among large countries,. 1066.7 persons per square kilometer,(below mention table-5a)

1.3 Occupation

More than 76% of the country‘s population lives in the rural areas and is dependent mainly on the agriculture and fishing activities. Of all total employed population of the country more than 63% are earning their livelihood from agriculture and fishing activities. Trading and industrial activities are also coming up as important sector in the country. Production and readymade garments and knitwear and their export have become major economic activities. This sector offers considerable employment opportunities in the general and particularly to the women of the country. Mining has a little share in the economy.

Table 1: Level of Unemployment in Bangladesh

Unemployment (Percentage of total labor force)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Unemployment, female (national estimate)		7				7.4			
Unemployment, female, ILO estimate)	5.3	6.5	5.4	5.5	5.6	6.4	5.2	5.2	5.2
Unemployment, male, (national estimate)		3.4				4.2			
Unemployment, male, ILO estimate	3.9	3	3.4	3.5	3.6	4.1	4.1	4.1	4
Unemployment, total(national estimate)		4.3				5			
Unemployment, total ILO estimate	4.5	4.3	4.2	4.3	4.4	5	4.5	4.5	4.5

Source: World Development Indicators

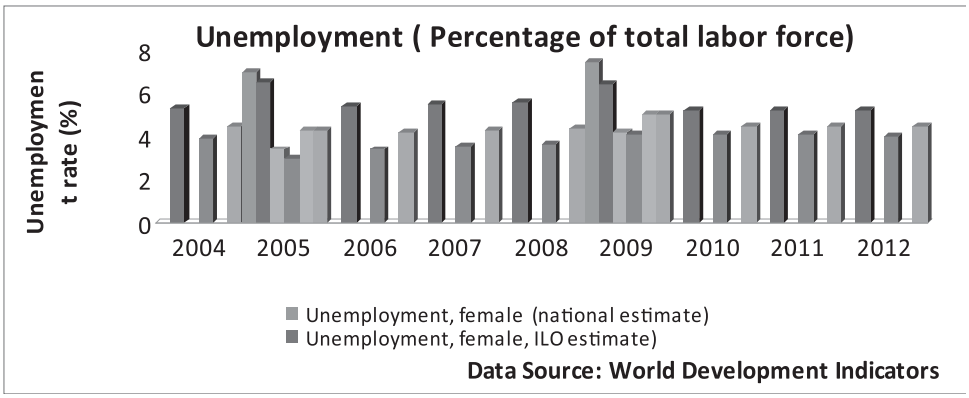

1.4 Unemployment

The level of male unemployed population records at 4%, whereas the females at 5.2% in 2012. These figures refer to the simple activity rate of the economically active population. One of the positive developments in the employment scenario of the economy has been the increase of female participation in the labor force. The GDP growth of the economy has not been complemented by satisfactory employment creation and the number of unemployed people has increased over the years. A latest report of the World Bank (2012) exposes that Bangladesh is the only country in South Asia where growth in labor force touched growth in employment during the last decade. However, unemployment rate remained remarkably low in Bangladesh, only at 4.5 percent in 2012,

Figure 2: Level of Unemployment in Bangladesh

General Economic Situating

2.1 Gross Domestic Product (GDP)

The value of country's GDP has been estimated at 7745385 million tk (Base year (2005-06), which is more than 6.12% of the last year.in 2013-14,GNI 14409370 million TK which was12953523 in 2012-13 it has increased by 11.24% pa. at constant prices. However, the GDP has grown at 5.6% pa during year. The growth rates of GDP 6.0% (Table-04) in 2013e, in 2014f, 4%which was in 6.0%. In 2013-14, GDP growth in agriculture, industry and service sector has been estimated to 3.35%, 8.39%and 5.83% respectively.

Table 2: GDP, Bangladesh-2012-14

Items	2013-2014*	2012-2013	Changes over previous year absolute	percentage
GDP at current prices, in million Taka	13509204	11989232	1519972	12.68%
GNI at current prices, in million Taka	14409370	12953523	1455847	11.24%
NNI at current prices, in million Taka	13242572	11916816	1325756	11.13%
GDP at constant prices (base 2005-06), in million Taka	7745385	7298965	446420	6.12%
GNI at constant prices (base 2005-06), in million Taka	8261487	7886019	375468	4.76%
Per Capita GDP at current prices, in Taka	86731	78009	8722	11.18%
Per Capita GDP at constant prices (base 2005-06), in Taka	49714	47488	2226	4.69%
Per Capita GNI at current prices, in Taka	92510	84283	8227	9.76%
Per Capita GNI at constant prices (base 2005-06), in Taka	53040	51311	1729	3.37%

Source : BBS (Bangladesh Bureau of Statistics), **** := Provisional, and Bangladesh Bank (BB)***

Table 3: Economic growth forecast

	2014		2015	
	Previous	Revised	Previous	Revised
GDP Growth forecast	5.6%	6.1%	6.2%	6.4%
Annual Inflation forecast	7.5%	7.4%	6.5%	6.5%

Source: The Daily Star Business Report ,Dated 26, 2014 ,"ADB lifts economic growth forecast for Bangladesh"

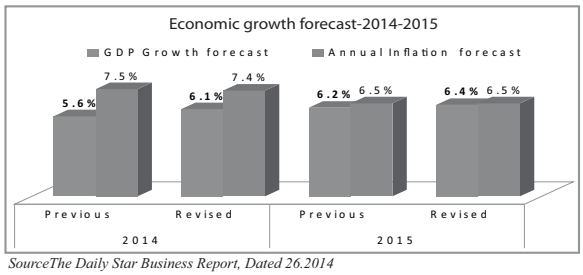

SourceThe Daily Star Business Report, Dated 26.2014

From above Table 03 and figure-03 are demonstration, The Asian Development Bank, which announces annual growth figures a month before the country's financial year ends in June, also revised its figures for 2014 growth upwards to 6.1% (percent) from a provisional estimate of 5.6%.The ADB had forecast in 2015, 6.4 percent growth rate for Bangladesh. ADB has revised economic Annual inflation rate in 2014 revised 7.4 % from 7.5 % (previous).and forecast in 2015, 6.4% which lower than year of 2014. This is very positive on Bangladesh's growth prospect.

2.2 Per Capita Income

In 2012-13, Bangladesh per capita income has touched US **dollar1044**, which was US **dollar 840.**

Figure 04. Per capita income in US Dollar -2004-2013

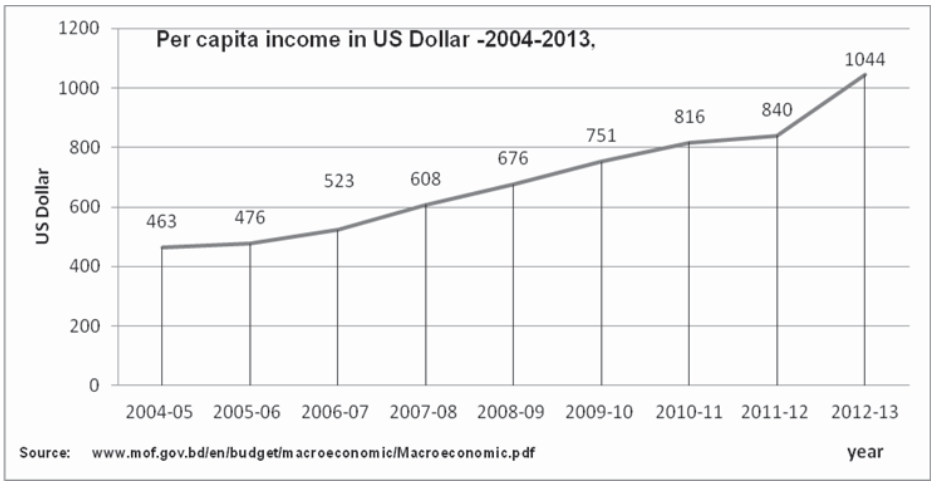

In order to the performance of Bangladesh economy ,major development indicators of neighboring countries , such as India, Nepal, Bhutan and Myanmar have been analyzed and presented in table-04 The indicators show that the GDP growth rates in the region have varied between 4.8% and 6.4% pa during the last decade in real terms. The contribution of transport and communication sector has been recorded as low in Bangladesh. In spite of higher sectorial growth rates observed in Bangladesh, but due to more dependency on the agriculture sector, the overall GDP growth rate shows a lower figure as compared to the other countries of the region. In 2013, GDP growth in India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka and Nepal has been estimated to 4.5 %, 6.2%, 3.8%, 6.3% and 4.9% respectively. And

inflation rate in Bangladesh, India, Nepal, Pakistan and, Sri Lanka has been 6.78%, 5.9%, 9.9%,7.4% and 6.9 respectively (Figure-5, 6).

Average Annual Population Growth Rate 2008-2013 was 1.4% compared to India 1.3%, Pakistan 2.1%, and Nepal1.3%

Table 4: GDP % growth, annual, according to WB

Country	GDP % growth, annual				
	2012	2013 e	2014f	2015f	2016f
India	4.5	4.7	5.5	6.3	6.6
Bangladesh	6.2	6.0	5.4	5.9	6.2
Pakistan	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0
Sri Lanka	6.3	7.8	7.2	6.9	6.7
Nepal	4.9	3.6	4.5	4.3	4.3

Source: World Bank,Notes: e = estimate; f = forecast

Figure-5, GDP % growth, annual, according to WB

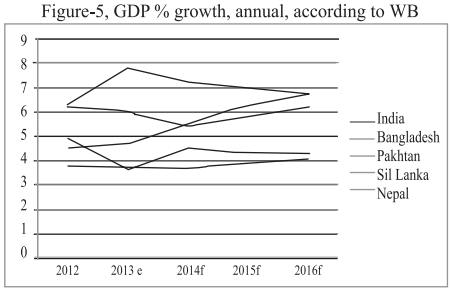

Figure-6, Inflation Rate-2013, according to ADB

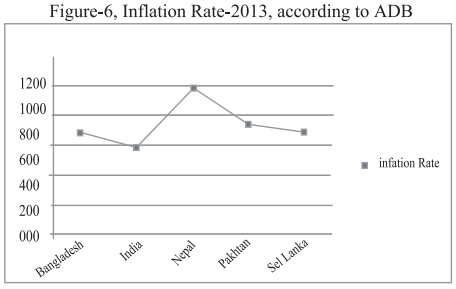

Source: World Bank,Notes: e = estimate; f = forecast

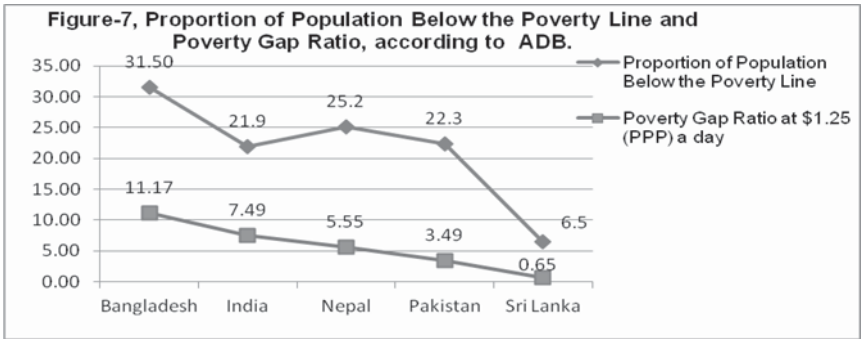

Table 5 Bangladesh Regional Context (5a & 5b)

Table -5a. Bangladesh Regional Context

DEVELOPING MEMBER ECONOMY	LAND	POPULATION			MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (Latest Available Year)					MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (Latest Available Year)					
	Total Surface Area	Total	Average Annual Growth Rate	Density	Proportion of Population Below the Poverty Line		Poverty Gap Ratio at $1.25 (PPP) a day	Growth Rate of GDP Per Person Employed	Employment-to-Population Ratio	Proportion of Employed People Living Below $1.25 (PPP) Per Day	Share of Women in Wage Employment in the Non-agricultural Sector	Proportion of Land Area Covered by Forest	Telephone Lines	Cellular Subscriptions	Internet Users
					National	$1.25 (PPP) a day									
	('000 km2)	(million)	(%)	(persons per km2 of total surface area)	(% of population)		(%)	(% at 1990 PPP dollars)	(% of population aged 15 years and above)	(%)	(%)	(%)	(per 100 population)	(per 100 population)	(per 100 population)
		2013	2008–2013	2013	2012	2010	2010	2011	2012	2008	2010	2010	2012	2012	2012
Bangladesh	144	153.6	1.5	1066.7	31.5	43.25	11.17	…	56.0	41.7	18.3	11.08	0.62	62.82	6.30
India	3287.3	1233	1.3	375.1	21.9	32.68	7.49	…	51.5	29.3	19.3	23.02	2.51	69.92	12.58
Nepal	147.18	27.21	1.3	184.9	25.16	24.82	5.55	…	91.6	21.9	14	25.43	3.03	59.62	11.15
Pakistan	796.1	184.35	2.1	231.6	22.3	21.04	3.49	4.13	42.8	18.1	12.6	2.19	3.24	67.06	9.96
Sri Lanka	65.61	20.483	0.3	312.2	6.5	4.11	0.65	6.7	50.5	5.8	31	28.78	16.35	91.63	18.29

Data Sources: Online databases from ADB, … denotes data not available

Table -5b. Bangladesh Regional Context

DEVELOPING MEMBER ECONOMY	NATIONAL ACCOUNTS							PRICES	MONEY	BALANCE OF PAYMENTS				RESERVES	EXTERNAL DEBT		CENTRAL GOVERNMENT FINANCE		
	Per Capita Gross National Income (GNI), Atlas Method	Annual Real Growth Rates (%)		Valued Added			Gross Domestic Investment	Inflation Rate	Annual Change in Money Supply	Growth Rate of Merchandise Exports	Growth Rate of Merchandise Imports	Trade Balance	Current Account Balance	Gross International Reserves	Total Outstanding		Revenues	Expenditures	Fiscal Balance
		Gross Domestic Product (GDP)													(US$ million)	(% of GNI)			
	(US$)			Agriculture	Industry	Services	(% of GDP)	(%)	(%)	(%)	(%)	(% of GDP)	(% of GDP)	(US$ million)			(% of GDP)		
	2012	2012	2013		2013		2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2012		2013		
Bangladesh	840	6.2	6.0	2.2	9.0	5.7	26.8	6.8	16.7	**10.7**	**0.8**	**-5.4**	**1.9**	15315.2	22095.2	17.1	12.4	16.9	-4.5
India	1550	4.5	4.9	4.6	0.7	6.9	32.2	5.9	11.7	**4.7**	**-7.0**	**-7.9**	**-2.2**	297287.1	400259.0	20.9	22.0	28.4	-6.4
Nepal	700	4.5	3.6	1.3	1.6	6.0	37.8	9.9	16.4	**-2.9**	**10.9**	**-27.1**	**3.4**	5613.7	3490.8	18.2	19.8	19.4	0.4
Pakistan	1260	4.4	3.6	3.3	3.5	3.7	14.2	7.4	15.9	**0.4**	**-0.6**	**-6.5**	**-1.1**	6047.0	65478.4	29.1	13.0	21.0	-8.0
Sri Lanka	2920	6.3	7.3	4.7	9.9	6.4	31.2	6.9	16.7	**6.3**	**-6.2**	**-11.4**	**-2.0**	7200	33674.0	56.7	13.8	19.7	-5.8

Data Sources: Online databases from ADB, … denotes data not available

2.3 Price Level

Unlike Several developing countries, Bangladesh has been observing a moderate level of price rise. This can be observed in the Consumer's Price index (CPI). In FY 2012-13, CPI has different among 6.78% and 5.22% and 9.17% respectively.

Table 6: Consumer Price Index and Inflation (Base year 2005-2006=100)

Year	General	(%change)	Food	(% change)	Non-food	(% change)
2006-07	109.39	9.39	111.63	11.63	106.51	6.51
2007-08	122.84	12.3	130.3	16.72	113.27	6.35
2008-09	132.17	7.6	140.61	7.91	127.36	7.14
2009-10	141.18	6.82	149.4	6.25	130.66	7.66
2010-11	156.59	10.91	170.48	14.11	138.77	6.21
2011-12	170.19	8.69	183.65	7.72	152.94	10.21
2012-13	181.73	6.78	193.24	5.22	166.97	9.17

Source Bangladesh Economic Review 2013-14, Page- ,CHAPTER 3,page-26,

Figure-08. Consumer Price x and Inflation

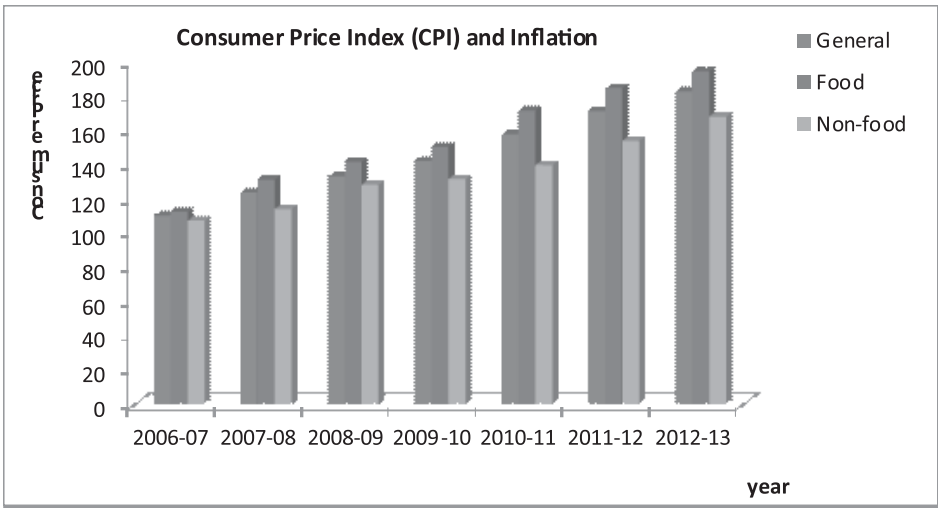

Overseas Employment creates important contribution towards accelerating economic development of the country. During the last decade Employment of the people of Bangladesh has grown manifold in different activities. As per 2013-14 estimates, more than 2000000 people have gone abroad for jobs and sent remittance up to us$ 104 billion, which is a significant contribution to the national economy, i.e. more than 3.5% of GDP.

Table 7: Overseas Employment and Remittances

Year	No of employment abroad (000)	Remittance Inflow: Amount of remittance: In million US$	Percentage change (%)	Tk. In Crore	Percentage change (%)	Remittance as Percent of GDP and Export Earnings: as percent of GDP	as percent of Export
2002-03	251	3061.97	22.42	17719.58	23.31	5.9	46.76
2003-04	277	3371.97	10.12	19872.39	12.15	5.97	44.35
2004-05	250	3848.29	14.13	23646.97	18.99	6.37	44.46
2005-06	291	4801.88	24.78	32274.6	36.49	6.89	45.62
2006-07	564	5978.47	24.5	41298.5	27.96	8.74	49.09
2007-08	981	7914.78	32.39	54293.24	31.47	10.02	56.09
2008-09	650	9689.16	22.42	66674.87	22.81	10.84	62.25
2009-10	427	10987.4	13.4	76109.6	14.15	11.77	63.48
2010-11	439	11650.32	6.03	82992.89	9.04	10.43	50.82
2011-12	691	12843.4	10.24	101882.78	22.76	11.11	52.92

Source: Bureau of Manpower, Employment & Training and Bangladesh Bank

From above figure-09 and table-07 shown that the manpower has been increasing in the recent years. Bangladesh earned remittances of US$ 12,843 million in 2011-12 which was 10.24% higher than the remittance earned to the tune of US$ 11,650 million in 2010-11. In FY 2011-12, 11.11% remittances of GDP and 52.92% of total export earnings.

Figure-09: Overseas Employment and Remittances

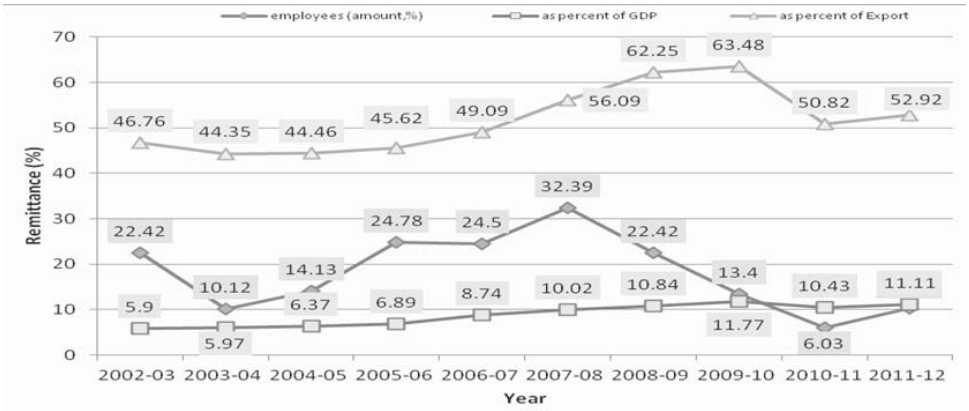

Table 8: Monthly data of Wage earner's remittance

Year/Month	Remittances	
	In million US dollar	In million Taka
2014-2015		
August	1174.37	90961.8
July	1491.36	115715.7
2013-2014		
June	1286.69	99885.9
May	1215.83	94399.07
April	1230.57	95570.1
March	1288.62	100140.3
February	1173.13	91213.4
January	1260.66	98017
December	1210.21	94095
November	1061.45	82528.7
October	1230.68	95686.1
September	1025.69	79747.9
August	1005.77	78202.3
July	1238.96	96337.86
2012-2013		
June	1058.24	82283.42
May	1087.19	84629.58
April	1194.4	93199.16
March	1229.36	96605.19
February	1163.18	91904.24
January	1326.99	105559.9

*Source : Foreign Exchange Policy Department, Bangladesh Bank, *:= Provisional*

2.4 Exchange Rate

The exchange rate of the Bangladeshi Taka against US Dollar is approx. 77.41 which was Tk. 68.68 /US $ in 2007. The US Dollar has been rising by 4.4% pa against Taka in fact during the last eight years; the Taka has depreciated faster than early 2001s.

Table 9: Exchange rates

Year	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tk/US$	68.68	68.65	69.15	70.8	76.2	81.26	77.75	77.41

Source: Bangladesh Bank, (October), http://www.bangladesh-bank

Figure-10:The exchange rate of the Bangladeshi Taka against US Dollar

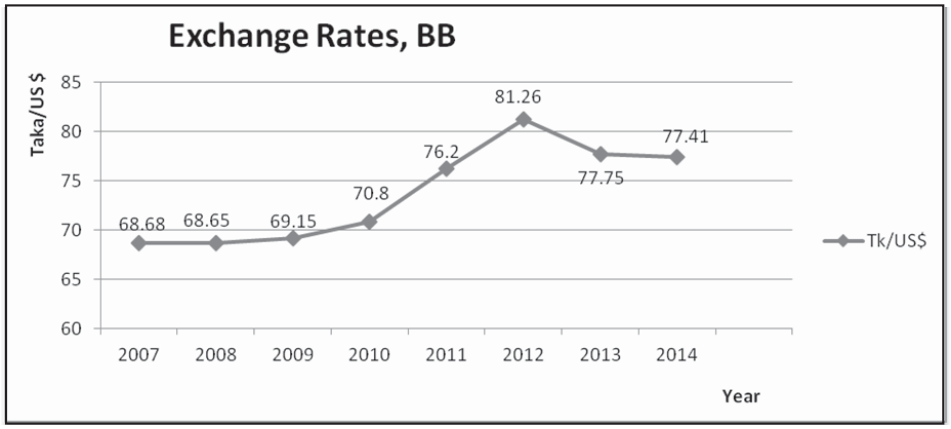

Table 10: Rate of Inflation

Rate of Inflation (as measured by CPI, base 2005-06)	September, 2014	August, 2014	September, 2013
Point to point	6.84%	6.91%	7.13%
Monthly Average(Twelve Month)	7.22%	7.24%	7.37%

source : BBS (Bangladesh Bureau of Statistics) , and Bangladesh Bank(BB)

2.5 Poverty

As per an estimate, today Bangladesh has almost as many poor people as its entire population at the time of the country's independence during 1971. The per capita income in term of US dollar is less than 1.0 a day. More than 47% of the country's population lives in the houses with straw/bamboo roof, and only 3.7% have cement roofed houses. Based on the calorie intake criterion, more than 47% of the population is getting less than 2,122 kcal/day which is an indicator of the absolute poverty. Surprisingly, this situation is hardly improving in the country.

As per the criteria laid by World Bank, the national poverty reduction strategies need to have the following five pillars: (i) maintenance of macroeconomic stability; (ii) enhancement of the economic opportunities of the poor; (iii) rapid human development to enhance woman's capabilities; (iv) measure to reduce the vulnerability of the poor to economic shocks, inequitable socio economic systems and natural disasters; and (v) empowerment of the poor. These measures need to be properly addressed in the country's perspective development plans to alleviate poverty.

The population living below the national poverty line 31.51% (WB, 2010) here, the rate of reduction of poverty is higher in urban areas (yearly rate 4.28 percent). The depth (measured by poverty gap poverty) and severity (measured by squared poverty gap) of poverty between 2005 and 2010 declined at higher rate in urban areas than rural areas. The trends of poverty are shown in the following table:

Table 11 : Poverty headcount ratio at national poverty line (% of population)

World Development Indicators	2005	2010
Poverty headcount ratio at $2 a day (PPP) (% of population)	80.32	76.54
Poverty headcount ratio at $1.25 a day (PPP) (% of population)	50.47	43.25
Poverty gap at $2 a day (PPP) (%)	34.34	30.35
Poverty gap at $1.25 a day (PPP) (%)	14.17	11.17
Poverty gap at national poverty line (%)	9	6.54
Poverty headcount ratio at national poverty line (% of population)	40	31.51
Poverty gap at rural poverty line (%)	9.8	7.35
Poverty headcount ratio at rural poverty line (% of rural population)	43.8	35.16
Poverty gap at urban poverty line (%)	6.5	4.28
Poverty headcount ratio at urban poverty line (% of urban population)	28.4	21.28

Source: World Bank, http://data.worldbank.org/indicator

2.6 Agriculture

Agriculture is the main occupation of the country. Paddy, wheat, jute sugarcane and potato are the main agriculture products. However, tobacco, barley, pulses, oilseed, fruits, vegetables and spices are widely produced in Bangladesh. During the last decade, the increase in agriculture products has been noticed only in paddy wheat, potato and spices. Yield rates in terms of production (tones/acre), are gradually increasing in agriculture sector, and expected to grow further due to

Table 12: Food Grain Production-2013-14

Table 7.1: Food Grains Production						Production in lakh MT)				
	Rice				Cereals			Grand Total	Total Food Grains Production %	
	Aus	Aman	Boro	Total rice	Wheat	Maize	Total Cereal			
2012-13	21.58	128.97	187.78	338.33	12.55	21.78	34.33	372.66	90.8 %Rice,	9.2 % Cereals
Percentage (%)	6.38	38.12	55.50	100.00	36.56	63.44	100			
2013-14	23.26	130.23	189.16	342.65	12.81	22.36	35.17	377.82	90.7 %Rice,	9.31 % Cereals
Percentage (%)	6.8	38.0	55.2	100.0	36.42	63.58	100			

Source: Source: Bangladesh Bureau of Statistics (BBS),

usage of the HYV seed, machined, fertilizers, etc. In 2013-14, growth in agriculture has been estimated to 3.35%, and which was 2.46%, in 2012-13.Table 12: Food Grain Production-2013-14.

Table-09 above shows, rendering to the BBS, the preponderance of food grains production in 2013-14 has been 377.82 lakh MT in which 23.26 lakh MT, 130.23 lakh MT, 189.16 lakh MT, 36.42 lakh MT, 63.58 lakh MT Aus, Amon , *Boro* , wheat and maize respectively. On the other hand, in 2012-13,the food grains production was about 372.66 lakh MT in which *Aus* 21.58 lakh MT, *Aman* 128.97 lakh MT, *Boro* 187.78 lakh MT and wheat 12.55 lakh MT and maize 21.78 lakh MT.

Though rice and jute are the main crops, wheat is pretentious more significance. Tea is grown in the northeast. Due to Bangladesh's fertile soil and normally sufficient water supply, rice can be grown and harvested three times a year in many areas. As a result of a number of reasons, Bangladesh's labor-intensive agriculture has achieved steady increases in food grain production despite the often unfavorable weather conditions.

2.7 Fruit Production

A variety of fruits are produced in the country. The farmers are changing the cropping pattern in favor of fruits production in order to earn more money. However, due to the lack of Proper post-harvest logistics support, such as waste management, storage, transportation, marketing, processing etc. this sector is not in position to utilize its potential. Mango, black berry, jackfruit, banana, papaya, litchi, coconut and guava are the main fruits of this district. The greatest production in terms of tonnage is banana, Jackfruit, Litchi, mango, Pineapple and papaya. Major Fruits producing areas of Bangladesh are Barisal, Mymensingh Narshindhi, Dhaka, Chittagong, Rajshahi, Sylhet, Rangpur, Dinajpur and Natore. Mainly two categoris fruits are producing such as periodical and seasonal. Fruits are important as food because they have sufficient amount of vitamin and mineral. We should eat 115 grams fruit every day. Fruits increase our digestive power. Fruits are commercially cultivated in Bangladesh. Moreover, fruits bring more money than field crops.

2.8 **Fishery and Livestock's**

Bangladesh is an agricultural country of which livestock sector is the prominent sector. The contribution of livestock sector to overcome malnutrition and poverty in developing countries is widely recognized.

Fishery is a traditional occupation in the people of Bangladesh, which plays a major role in employment generation, poverty alleviation, supply of animal protein and foreign exchange earnings. This sector contributes more than 4.43% to the national GDP. Per capita Annual Fish Intake 18.94 kg, annual total fish needed 20.44 lakh mt. contribution in animal protein supply 60% (App.) (2010-11, www.fisheries.gov.bd/node/143). There are 162 fish plant in Bangladesh. Frozen shrimp and other fish and fisheries products are exporting to European countries, USA, UK, Japan, France, Hong Kong, Singapore, Saudi Arab, Sudan and other countries. Remaining fish is exported to the countries in South Asia and Middles. In 2013-14, earned Tk. 3080.15 crore by exporting 0.48 lakh MT of fish and fish products which was in 2012-13, 4159 crore by exporting 0.85 lakh MT (source: Bangladesh Economic Review, 2014, page-103).

Livestock has been an important activity in the socio economic life of Bangladesh. This sub sector also accounts for more than 1.78 %. of the GDP in 2013-14 which was 1.84% in 2012-13 (as base year 2005-06) .As per an estimate; about 20% of the population is associated with the activity on full time basis and 50% on part time basis, as a source of their livelihood.

Table 13: Livestock and Poultry farms, year, 2010- 2014

Number in Lakh

Year	Cow	buffalo	Goat	Sheep	Hen and cock	Duck	Total
2010-11	231.21	13.94	241.49	30.02	2346.86	441.2	3304.72
2011-12	231.95	14.43	251.16	30.82	2428.66	457	3414.02
2012-13	233.41	14.5	252.76	31.43	2490	472.53	3494.63
2013-14	234.39	14.54	256.11	31.56	2594.18	480.5	3611.28

Source: Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), and Economic review -2014, page-104.

Figure-11 : *Livestock and Poultry farms, year, 2010-2014*

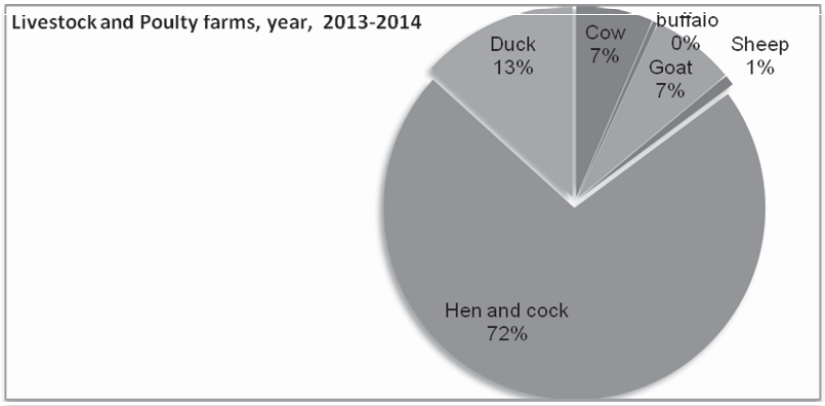

2.9 Forestry

More than 11.1% (14368sq km) of the country's area is covered by forest, but only 45% have tree coverage. Forestry shares more than 2% in the GDP. The development of forest has taken measures to implement the policies focusing on expansion of forest in depleted hills and government khas land, widespread tree plantation in rural acres through people's participation, afforestation program along roads, railways, and all types of embankments.

2.10 Industry

Industrial activities are growing in the country. In 2013-14, growth in, industry sector has been estimated to 8.39% which was 9.64% in 2012-13 and share the share is gradually increasing. The levels of traditional industrial products of the country such as jute, paper, cloths, and sugar have been decreasing. However, the commodities of cement, readymade garments, tea, soap, detergent, leather products are increasing.

Table 14: Size and Growth Rate of Manufacturing Sector

(At constant prices of 2005-06) (Taka in crore)

Type of Industry	2008-09	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (Provisional)
Small & Cottage	20039	21176	22569.1	24557.9	26179.4
Growth Rate (%)	8.17	5.67	6.58	8.89	6.6
Medium-Large	79631.4	88475.3	97998.3	108436.2	118364
Growth Rate (%)	6.3	11.11	10.8	10.7	9.2
Total	99670.4	109651.3	120567.4	132994.1	144543.4
Growth Rate (%)	6.65	10.01	9.96	10.53	8.68

Source: Bangladesh Bureau of Statistics, chapter 8,Industry, page-108

Figure 12: Size and Growth Rate of Manufacturing Sector

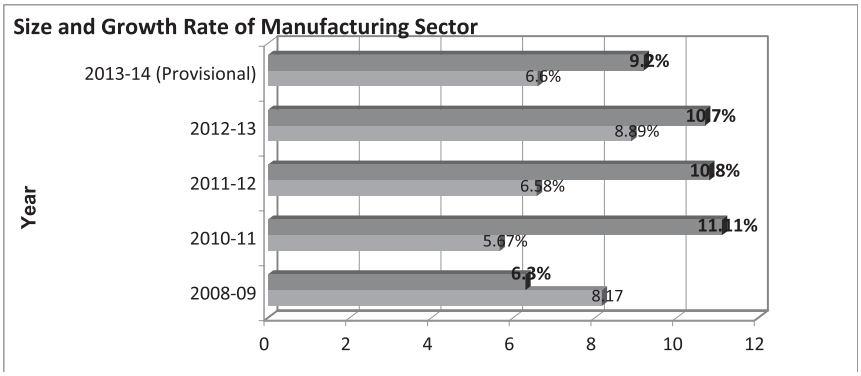

From above table and figure is shown the growth rate of the manufacturing sector is 8.68% in 2013-14 (provisional) which was 10.53% in 2012-13 and in 2013-14, 1.85% less than year of 2012-13.

Table 15: Goods production under BCIC-2013-14

Items	production (in metric tonnes)	Percentage (%)
urea fertilizer	559303	82.69
TSP	53520	7.91
DAP	19773	2.92
paper	6646	0.98
cement,	35315	5.22
sanitary ware	681	0.10
insulator	1170	0.17
Total=	676408	100

Source: Bangladesh Bureau of Statistics, Chapter 8,Industry, page-116

Fugure 13: *Goods production under BCIC-2013-14*

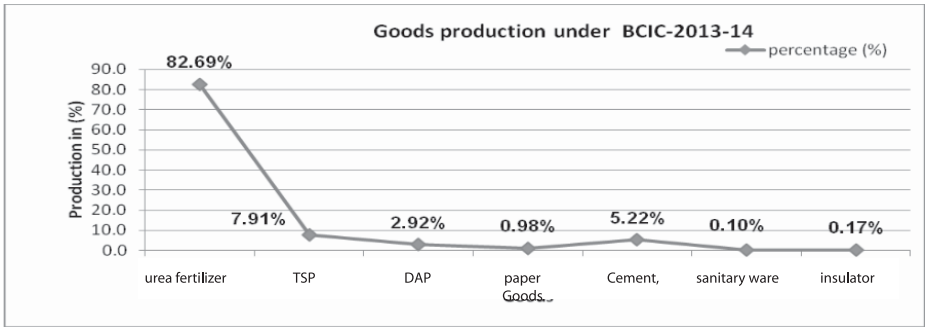

In 2013-14, under BCIC produced 933686 MT (82.7%) Urea, 65047 MT (7.9%) TSP, 48130 MT (2.92%) DAP, 20765 MT (0.98%) paper, 94899 MT (5.22%) cement, 1530 MT (0.10%) sanitary ware and 1103 MT (0.17%) insulator. On the other hand, 14.42 lakh sqm of glass sheet, and 2.64 lakh. sft of hard board.

Table 16: Production of Yarn and Fabrics in Public and Private Sectors-2013-14

	Yarn production (million kg.)			Fabric production (million metre)		
	Public sector	Private sector	Total	Public sector	Private sector	Total
	1.32	800	801.32	0.00	3550.00	3550.00
Percentage (%)	0.16	99.84	100.00	0.00	100.00	100.00

Source: Ministry of Textiles and Jute and BBS

Table 17a, Traffic through Land Port under Bangladesh Land Port Authority, 2007 to 2014.

		Export-Import through Land Port under Bangladesh Land Port Authority																					M.T
		2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			
S.L	Port	Import	Export	Total	Import	Export	Total	Import	Export	Total	Import	Export	Total	Import	Export	Total	Import	Export	Total	Import	Export	Total	Trade balance (E-M)
1	Benapole Land Port	1,422,762	234,472	1,657,234	872,819	470,332	1,343,151	1,148,468	286,700	1,435,168	1,147,972	371,798	1,519,770	1,221,470	464,040	1,685,510	1124126	562,616	1,686,742	1252250	300274	1,552,524	-951976
2	Sonamosjid Land Port	982,956	0	982,956	820,645	0	820,645	876,295	0	876,295	1,401,586	0	1,401,586	1,401,922	0	1,401,922	1,563,717	-	1,563,717	1746993		1,746,993	-1746993
3	Hilli Land Port	289,977	15,473	305,450	385,600	12,705	398,305	410,391	11,940	422,331	400,833	43,296	444,129	603,204	10,721	613,925	853,380	18,691	872,071	851759	23870	875,629	-827889
4	Burimari Land Port	313,423	85,027	398,450	281,671	40,309	321,980	299,222	146,831	446,053	396,333	73,210	469,543	357,539	0	357,539	227,219	-	227,219	935141		935,141	-935141
5	Akhaura Land Port	12	298,700	298,712	680	322,800	323,480	557	442,965	443,522	335	546,523	546,858	172	575,550	575,722	60	372,381	372,441	251	278377	278,628	278126
6	Bibirbazar Land Port	109	56,764	56,873	39	61,323	61,362	31	48,236	48,267	15	88,200	88,215	0	125,431	125,431	-	124,689	124,689	24	63,596	63,620	63572
7	Banglabandha Land Port	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,639	12,442	112,081	168,728	4,553	173,281	214,268	40,790	255,058	515700	14513	530,213	-501187
8	Teknaf Land Port	146,712	8,175	154,887	149,968	7,170	157,138	99,039	11,731	110,770	92,538	8,810	101,348	85,519	633	86,152	66,352	8,391	74,743	105,755	6,504	112,259	-99251
9	Bhomra Land Port													792,849	8,320	801,169	941,775	35,129	976,904	1458413	44299	1,502,712	-1414114
	Total	3,155,951	698,611	3,854,562	2,511,422	914,639	3,426,061	2,834,003	948,403	3,782,406	3,539,251	1,144,279	4,683,530	4,631,403	1,189,248	5,820,651	4,990,898	1,162,687	6,153,584	6,866,286	731,433	7,597,719	6,134,853

Source:Bangladesh Land Port Authority, September,2014

The above table- show that in the year 2013/14, total export-import through the nine ports. Total import of the last five (2008, 2009, 2010,2011and 2012) years is 18,506,976 MT and export is 5,359,256The trend is thus very dynamic and importance to the Bangladesh economy.

In 2013-14, total yarn production of 801.32 million kg which share of public sector 1.32 million kg. and private sector 800 million kg. On the other hand, in the same year, total fabric production 3550.00 million metre.

2.11 Foreign Trade

Land ports are located border at key points for import and export. A land port houses the customs and border protection, and other inspection agencies responsible for Erode contort.

Land ports in Bangladesh are located at land and inland water (river) boundaries with India, and Myanmar, which have varying needs and requirements based on their location. Bangladesh has 2400 km land border, 92% of which is with India and 8% is with Myanmar, Bangladesh border trade is looked after by 181 land customs stations, National Board of Revenue (NBR) controls items to be traded and fixes tariff for these stations. Presently, there are 16 land ports in Bangladesh. Benapole land port came operation under BSBK (Bangladesh Sthala Bandar Kartripaksha) management from February 2002. Previously it was under management of the Mongla Port Authority.

The above table- show that in the year 2013/14, total export-import through the nine ports. Total import of the last five (2008, 2009, 2010,2011and 2012) years is 18,506,976 MT and export is 5,359,256The trend is thus very dynamic and importance to the Bangladesh economy.

Table 17b : Traffic through Land Port under Bangladesh Land Port Authority, 2007 to 2014

Trade	2008	2009	2010	2011	2012
Import (MT)	2,833,686	2,672,712	3,136,807	3,554,719	3,669,825
Export (MT)	806,625	931,521	1,040,120	1,154,106	1,176,375
Total (MT)	3,640,311	3,604,233	4,176,927	4,708,825	4,846,200
Growth rate (%) Base year 2008		-0.99	14.74	29.35	33.13

Source : Bangladesh Land Port Authority

From table17b shown, in 2009 trade growth rate negative. But years of 2010, 2011 and 2012, growth rate of trade is 14.74%, 29.35% and 33.13%.

2.12 Infrastructure

a) Power

Bangladesh economic activities depend on power, gas and oil. The segment of gas, hydro, coal and oil based energy generation was 79.15 percent, 2.21 percent, 2.52 percent and 16.12 percent respectively. (2012, BPDB).

The installed power generating capacity in the country in 2013-12, 10341 MW which was 9151 MW. However, the power generating plants are very poor and economic life of the same of the units being over.

Figure 14: *Production and Consumption of Natural Gas by Sector -2012/123 and 2013-14*

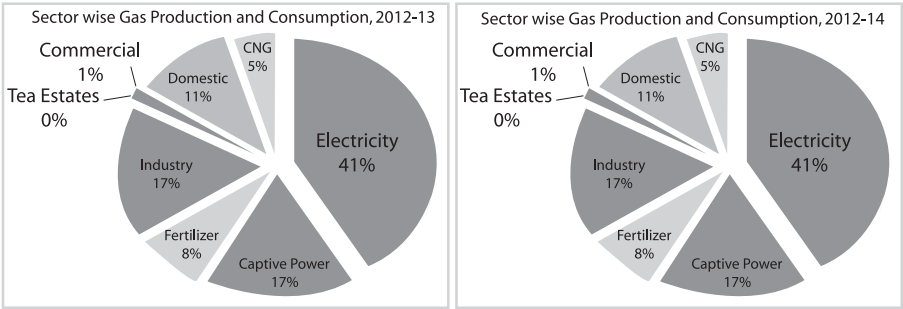

Source: Petro Bangla, Energy and Mineral Resources Division, December

According to PSMP-2010(Power System Master Plan), the maximum demand in 2015, 2021, and 2030 will be 10000, 19000 and 34000 MW respectively. Regarding the existing generation expansion programmed, a total of 12900 MW of new generation will be added to the national grid between year 2013 to 2017.As of March 2014, maximum actual generation stood 7356 MW.

Natural Gas is an important source of energy's for commercial of the country. About 73% Natural gas has been use for commercial purpose. As of December 2013, gas has been produced about 11.72 trillion cubic feet and reserved in the country about 15.32 trillion cubic feet.

b) Telecommunications

The demand for telecommunication system for domestic and overseas is increasing in Bangladesh. Though this sector is growing, it is considerably cover behind. BTCL the only public sector telecom service provider is providing advanced telecommunication services to its subscribers. In 2012, BTCL had 747 exchanges in Bangladesh with telephone capacity of 14.3 lakh and connections of 9.4 lakh. 56 KBPS dial up internet service are available to all users.

Table 18: Subscriber Number, Growth and Teledensity of Mobile and Fixed Phone

Category	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Mobile Subscribers(crore)	2.08	3.44	4.37	4.79	6.86	7.97	9.38
Fixed Phone Subscribers (crore)	0.1	0.12	0.13	0.15	0.11	0.11	0.11
Total Subscriber(crore)	2.18	3.56	4.5	4.94	6.97	8.08	9.49
Growth of mobile phone (%)	124.44	65.25	27.11	9.77	43.22	16.18	
Growth of Fixed phone(%)	16.97	16.52	9.03	12.92	-36.36	0	
Year wise Tele density (%)	15.39	24.71	30	34	47.8	52.54	63.74
Internet Subscriber(crore)	-	-	-	-	-	1.58	2.7

Source: BTRC, page-199

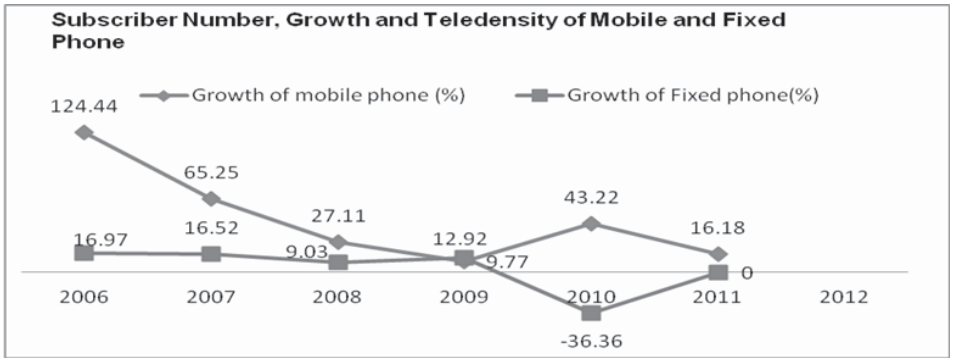

Figure15: Subscriber Number, Growth and Tele density of Mobile and Fixed Phone

The above Figure 10 and Table 11, is show that the number of subscribers, the growth of mobile and fixed phones and the teledensity during the period from 2005-2012. In 2012, the tele-density around 63.74%.

Transport Sector

The country has about 213330.94 km of earthen roads, 83303.41 km of Pavement roads (Upazila Road 37334.86 km, Union Road 44202.03 km, Village Road A 111340.87 km and Village Road B 111501.55 km). The total length of railroad is 2,877.10 km, of that, 659.33 km is Broad gauge tracks, 1,842.94 Km is metre gauge and 374.83 km is dual gauge track, and seasonal waterways. The landscape of Bangladesh is dominated by about 250 rivers providing over 8,000 km of

navigable waterways. Mechanized Water transport is mainly operated by the Bangladesh Inland Water Transport Corporation (BIWTC), which run ferry and launch services on the main routes. There are also water transport services run by private companies.

Regarding air transport facilities, Dhaka is connected by air with major city of the world. Biman Bangladesh airlines also operates domestic route services. Presently private sector airlines are also operating in domestic routes. Chittagong and Mongla are two major seaports of Bangladesh.

Table 19: Various Categories of Roads under LGED's Roads

Road Type	Earthen (KM)	Pavement (KM)	Total Length (KM)
Upazila Road :	6585.81	29797.33	37334.86
Union Road :	19981.7	22478.31	44202.03
Village Road A:	100645.49	8736.13	111340.87
Village Road B:	86117.94	22291.64	111501.55
Total Roads:	213330.94	83303.41	304379.31

~~Source: www.lged.gov.bd~~

Figure 16: *Various Categories of Roads under LGED's Roads*

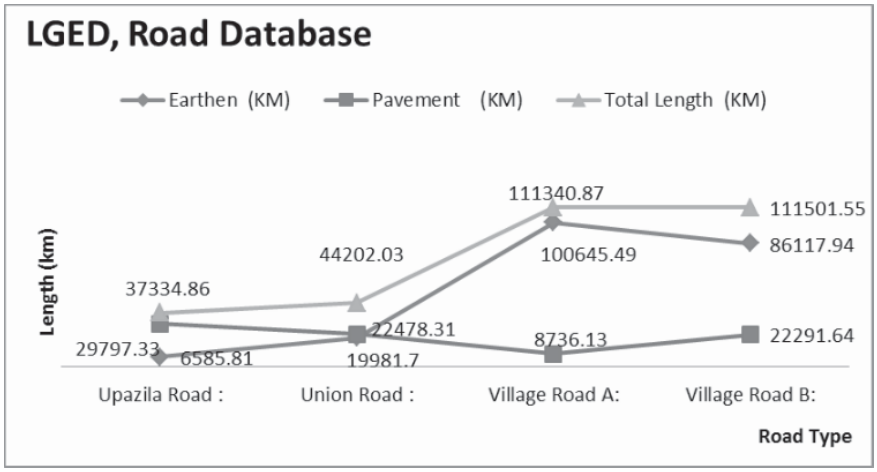

Figure 17 : *Various Categories of Roads under Roads and Highways Department*

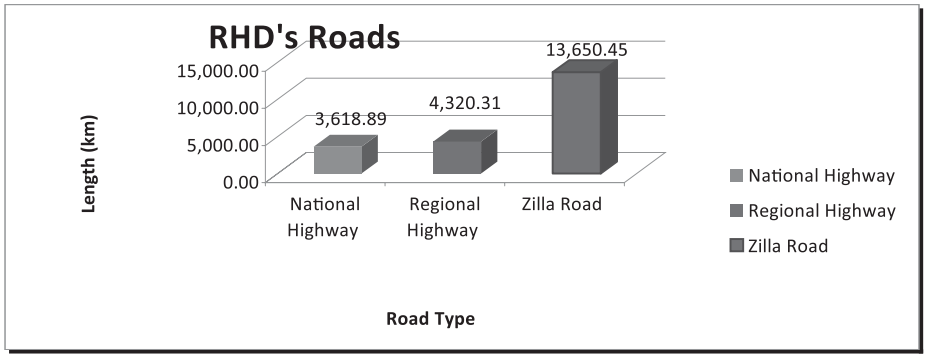

Table 19: Various Categories of Roads under LGED's Roads

Road Type	Earthen (KM)	Pavement (KM)	Total Length (KM)
Upazila Road :	6585.81	29797.33	37334.86
Union Road :	19981.7	22478.31	44202.03
Village Road A:	100645.49	8736.13	111340.87
Village Road B:	86117.94	22291.64	111501.55
Total Roads:	213330.94	83303.41	304379.31

~~*Source: www.lged.gov.bd*~~

Meanwhile The Roads and Highways Department (RHD) were established the size of the main road network in Bangladesh has developed from 2,500 km to the present network of 21,589.65. The Roads categorizes as National, Regional and Feeder Road in the country come under the RHD'S authority. These roads are of the main highway system and provide a higher – level of service in the country. The length of classified roads under RHD has been recorded as 21589.65 km, as detailed above Table and Figure.

2.13 Conclusion

The political unpredictability comes, however, in the situation of overall economic and social gains of the past decade. Economic growth has averaged over 6 percent annually. So far Bangladesh remains one of the world's poorest nations. The majority of its people work in agriculture, and garment manufacturing accounts for over 90 percent of export earnings. EPZ wise investment and exports in 2010-11, 313.24 million US dollar and 3697.62 million US dollar respectively (Source**:** BEPZA, page-134). Garment export growth was just three percent in the 2012-2013 as demand for low-cost Bangladeshi goods fell sharply in the wake of the global financial crisis. Agriculture also shone because of record outputs of rice, wheat and some other crops.

Abbreviations and Glossaries

ACE	Associated Consulting Engineers Ltd.
ADB	Asian Development Bank
Aman	Crop season, usually August to December
Aus	Crop season, usually April to July
BB	Bangladesh Bank
BBS	Bangladesh Bureau of Statistic
BCIC	Bangladesh Chemical Industries Corporation
BDT	Bangladeshi Taka
BLPA	Bangladesh Land Port Authority
Boro	Crop season, usually January to April/May
BR	Bangladesh Railway
BRDB	Bangladesh Railway
BRTA	Bangladesh Road Transport Authority
BSBK	Bangladesh Sthala Bandar Kartripaksha
BTCL	Bangladesh Telecommunications Company Limited
BTMC	Bangladesh Textiles Mills Corporation
CPI	Consumer Price and Inflation
DoF	Department of Fisheries
E	Export
ERD	Economic Relations Division (of the Ministry of Finance)
FY	Year
GDP	Gross Domestic Product
GNI	Gross National Product
GoB	Government of Bangladesh
HH	Household
Khas land	Public land, land owned by the government
LGED	Local Government Engineering Department
M	Import
MT	Metric Ton
NBR	National Board of Revenue
NNI	Net National Product
PCI	Per Capita Income
RHD	Roads and Highways Department
Rly	Railways
SMEC	Snowy Mountain Engineering Corporation
TK	Bangladesh Taka
WB	World Bank
$	US dollar

Reference

1. Bangladesh railway,http://railway.portal.gov.bd/site/page
2. Bangladesh Bankn(BB), http://www.bangladesh-bank
3. Roads and Highways Department
4. LGED, www.lged.gov.bd
5. BBS (Bangladesh Bureau of Statistics)
6. Bangladesh Economic Review-2012, 2014
7. Bangladesh economic review chapter 1, macroeconomic situation
8. Finance Division
9. Feasibility study NMRP by Martin Kerridge (TL, Transport Economist) and Shamema Akter (Jr. Economist).
10. Bangladesh Economy in FY2014, the Centre for Policy Dialogue (CPD),
11. Bangladesh Economic Update**,** January 2014
12. ADB,
13. The Daily *Star Business Report* ,Dated 26, 2014, ADB lifts economic growth forecast for Bangladesh
14. Foreign Exchange Policy Department, Bangladesh Bank,
15. Bangladesh Economic Review 2013-14, Page- CHAPTER 3,page-26,
16. Economic Relations Division (of the Ministry of Finance)
17. Bangladesh Land Port Authority (Data collection through email)

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Importancy of Extending Financial Inclusion for the Development of Rangpur Region

Md. Mohiuddin Hossain*
Most. Ayesha Akter**

Abstract

Financial inclusion or inclusive financing is the delivery of financial services at affordable costs to the unbanked and low income segments of the society. Improvement of the financial sector is the prerequisite of financial development. Under financial inclusion, we may realize the term street children account, school banking, mobile financial system, 10tk account for farmers. People that are financially excluded might face several problems that have hindered our economic development. It is a good news for our country that the government is taking the initiative of extending financial inclusion, but comparing with the other region northern region is not getting enough policy attention. Government should take necessary steps to extend financial inclusion in the northern region to empower the region economically.

The Result of this study showed that if the proper initiative and policy taken by the Government and implemented rightly in northern region might make this region a central place for economic development of Bangladesh. The economic background of Rangpur is not stable, it is too much vulnerable and the remaining economic policy which is currently exists in Rangpur is not sufficient.

* Lecturer, Dept. of Economics, Begum Rokeya University, Rangpur.

** 4th Year student, Dept. of Economics, Begum Rokeya University, Rangpur.

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

So, the Government should increase, accessing financial services through extending financial inclusion for the development of our Rangpur region.

Key word: *Financial inclusion, Financial exclusion, Affordable cost, Street Children Account, School Banking, Mobile Financial System, 10tk. Account for Farmer, Initiative and Policy*

Introduction

Financial inclusion is one of the most talked about issues in recent decades. Financial inclusion access to finance system of all the unbanked people. Otherwise, they remain financially excluded. Unbanked people are usually under financial exclusion. The term financial inclusion was first introduced in 1993 by geographers who were concerned about bank branch closures and the resulting limited physical access to banking services. Street children account, school banking mobile financial system all are consists of financial inclusion. Financial inclusion helps enhance our economic development. But it is, unfortunately true that the performance of the financial inclusion indicator in northern region specifically in Rangpur is poor. There, half of the people are remaining unbanked due to faced several problems. The research paper shows that what kind of problems are face by northern people and how can they overcame the problem and contribute our economic development.

Rational for Study

The previous research on financial inclusion might conduct about Financial inclusion of female garment owners by Levi Strauss & Co. Asia pacific Division Headquarters. The financial inclusion: A district wise Study in Bangladesh, by Mohammed Omar Faruk. Inclusive Financing: ACCESS TO BANKING SERVICES. by Dr. Toufic A. Choudhury etc. The previous research conducted by different aspect of financial inclusion, but there is no research on why extending of financial inclusion is important for the development of Rangpur region.

Objectives

As Carlos Fuentes once said, culture consists of connections, not separation. Chrestine Lagarde adds her research paper that in this quotation “A great culture also consists of inclusion.” In earlier many researcher shows on their research paper in several aspects of financial inclusion. This research paper is conducted by the following question perspective of Rangpur region.

1. Why financial inclusion is important in Rangpur?
2. How can we extend financial inclusion in Rangpur?
3. And how can we nexus between financial inclusion and financial stability?

Methodology

In Rangpur half of the total population are financially excluded. It is not possible to develop a region reaping half of the population unbanked. Financially excluded people might face several problems, such as incapable to access affordable credit, face difficulty obtaining a bank account, under risk through not having home insurance. It is obviously a sign of economic downturn. A research conducted by Mohammed Omar Faruk, where he shows that Financial Inclusion Index (FII) between 2007 and 2010 in district level where in Dhaka Division Second high value of FII 0.90 all the same time Rangpur scored lowest value which is 0.01. It is obvious, that in Rangpur region beyond question financial system is too vulnerable. By the term financial inclusion we may refer that, it is a process of unbanked people to under in banking system providing financial services and adequate credit to vulnerable people at an affordable cost. It is beyond question that, extending financial inclusion is important for reducing poverty and enhancing economic growth to contribute to development in Rangpur region.

Financial inclusion is important for various reasons in Rangpur, the main of them are extending financial inclusion may eradicate poverty and by doing so it can help to improve education level and health care. There are various obstacles in extending financial inclusion some are those, lack of education about financial inclusion fragile infrastructure, lack of financial information, lower income & high cost of banking services and so on. If the unbanked people of Rangpur may overcome such of the problem. They can able to eradicate poverty and contribute to developing. The economy by enhancing economic growth.

From the above study, we could easily realize how much extending financial inclusion is important for the development of Rangpur region.

Our second objectives of the study how we could extend financial inclusion. It is undoubtedly a great challenge for the Rangpur region to take initiative for extending financial inclusion.

Before discussing the way of extending financial inclusion, we should make clarify what elements are mainly consisting of financial inclusion. The elements are, street children account, School Banking, Mobile Financial System (MFS), 10.tk Account for Farmer.

Now, in below we try to explain briefly what the present situation of the element in Bangladesh and also try to show how we can extend financial inclusion in Rangpur.

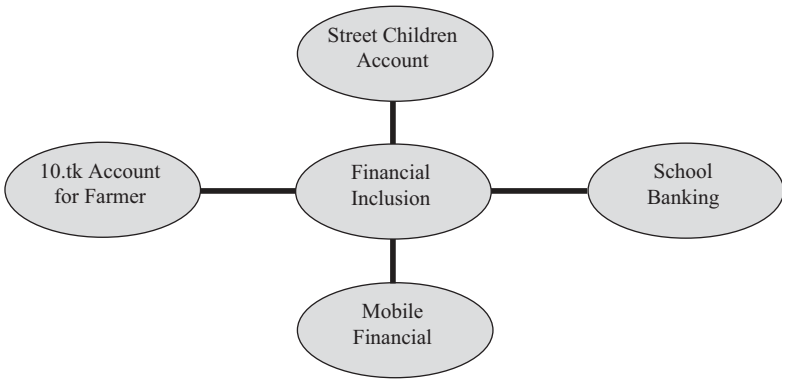

Street children Account

After studying an article on Financial Inclusion of The Poorest Street Kids in Bangladesh get a bank account. We find that, millions of poor Bangladeshis live in our country and try to participate in the economy for surviving. Among than 8 million extremely poor live in urban slums. Many of these children bears their family expenditure. After maintaining the expenditure they have little save which is not sufficient of this future expenditure they became puzzled what they should do this little amount of money and oftently they are in a state by falling in trap by addicted drugs. It is a very positive signal which we get in march this year, while Bangladesh Bank initiated by Governor Aliur Rahman, an exciting financial service owning for street children to open to open basic savings accounts, under guarantee of a registered NGO in their community. In our Rangpur region if we can extend this financial services through Street Children Account both in rural and urban areas we can assure a good Practice done by the kids in which They get a banking experience from an early stage which build resilience on them. By keeping this practice in Rangpur region poverty reduces drastically and enhance development in this region.

School Banking

In November 02, 2010 according BRPD circular letter no: 12 advising all scheduled banks introducing students of school with banking services, technology and through savings participating economic activities for special care of financial inclusion. In accounts providing lucrative profits with initiate a different scheme to students school banking running by banks. Under School Banking till 31st

December, 2013 about 56 Banks including 9 new scheduled banks almost 47 Banks reserve total accounts was 2.96 lacks. On the other hand till 31st March, 2014 total accounts numbers increased 70,452 to 3.67 lacks under 48 banks. It is mentioned that including Schedule Bank, Meghna Bank Ltd. and NRB Bank Ltd. open account under School Banking.

Steady information of total amounts of tk. in school banking base of December 31, 2013 and March 31, 2014 is shown below:

Banks	Dec 31, 2013 steady of base (Crore in tk.)	March 31, 2014 steady of base (Crore in tk.)	Steady increasing or decreasing
State Owned Commercial Bank (04)	2.92	4.20	1.28
Specialized Bank (04)	3.01	4.64	1.63
Privatize Commercial Bank (30)	296.93	261.48	(35.45)
Foreign Bank (09)	2.93	96.04	93.11
In 2013 Scheduled Bank (09)	8.0013	1.44	1.44
Total (56 Bank)	305.79	367.8	62.01

From the above table it is shown that, under school banking December 31, 2013 to March 31, 2014 total steady 62.01 crore increasing 367.8 crore which was small in amount in 31st December 2013 approximately 305.79 crore.

Since, we found that there is a positive improvements after initiating School Banking. As a vulnerable economic trait in Rangpur where almost half of the total population living under poverty and many school going students drop out as an early stage for failing to bearing the cost of education if the branches of scheduled bank spread out in rural and urban areas of Rangpur. It brings a positive change in Rangpur and also helps to raise awareness of savings in which they are benefited beyond doubt.

The Mobile Financial System

Mobile Financial System is a new initiative in Bangladesh. Mobile Financial System in an approach for providing financial services that combine banking with mobile wireless networks, which quality users to execute banking transaction. The fast early expansion has come from BRAC Bank/ bKash and DBBL by the end of the first quarter 2012. That possess largest numbers of registered customers and agents. The goal of Bangladesh Bank is to develop MFS as a commercial stable, safe and competitive banking channel. It is working for unbanked to come under banking system. After analysis expansion of Bank MFS we found. That in Bank Asia launched its MFS in the first quarter of 2012. It aims to offer MFS for “Ektee Bari, Ektee Khamar” a livelihood project for the rural poor where

providing financial services through MFS. This project is also run in Rangpur but it was not taking much attention in this place. For increasing development in Rangpur region it is highly required to enhance MFS in Rangpur region. A survey was conducted by BRAC Bank/ bKash after launched its operations in July 2011, where they show that in the Rangpur division with 8 district and 59 upazila there was 402 agents and 26,756 registered clients which it comparatively poorer than the other division wherein Dhaka there is 66,149 registered clients, in Chittagong the amount is 64,937. So, the concentration should be needed for enhancing development in Rangpur region, though improvement mobile financial system. It is a good news for us, that DBBL mobile banking in 2012, the second and final phase that will over the country where Rangpur was included.

10. Tk. Accounts for Farmer

It is known to us that Bangladesh is an agriculture dependent country. Most of the people are engaged in agriculture who are not much literate and have not much literate and have not much knowledge about how they can improve themselves via agriculture. Most of the farmer brings hands to mouth, they stay under below the poverty line. Overriding from poverty Bangladesh Bank has taken numerous initiative to enhance the flow of institutional credit to low-income households. One of them the most favorite is no-frills bank account for unbanked farmers. Which launched on 2010 January. If we concentrate in Rangpur region, what's the scenario of in this region in FY – 2013-2014 Rajshahi Krishi Unnoyon Bank (RAKUB) allotted around tk. 1,008 crore as loan to boost rural economy in the country's northwest region. We are very much hopeful about achieving the set targets. To build a poverty free region, bank should enhance lending activities, with affordable cost.

After discussing, the answer of question how we can extend financial inclusion in Rangpur region. In short we could say that the element which are consisted of financial inclusion say about, Street Children Account School Banking Mobile Financial System. 10. Tk Account for the farmer, the function of these elements should be branches of the bank, which done the wonder full job for disappear poverty. It is a good news for us, that the recently Banglesh Bank has been accorded the alliance for Financial Inclusion (AFI) policy award for its outstanding contribution to the mobile banking policy initiative under its financial inclusion strategy. The AFI conference found that BB plays an extra ordinary role to bring grassroots people under banking system.

We also wish that this policy of financial inclusion also spread out in Rangpur region.

Our third and final puzzle solve is, how can we nexus between financial inclusion and financial stability?

It is now proved that there is a positive correlation between financial inclusion and financial stability. Financial inclusion is the pillar of financial stability.

The more financial access, the more economic growth the more GDP will earn and more financial stability. Financial inclusion creates scope for financially excluded people who are previously unbanked well managed of financial inclusion and credit expansion with affordable cost inspire financial stability. If we extend credit to unproductive projects it might face higher risk, for that reason financial inclusion, ensure that loans are disbursed most productive use. Extending financial inclusion, helping most vulnerable to benefit from access financial services and contribute to increase financial stability. Thus, we could nexus between financial inclusion and financial stability. After analysis the financial inclusion, we may provide some recommendation for Rangpur region how we could make more developed this region.

Though, financial inclusion is initiated by government Rangpur still stay in a backward position to come forward this region govt. Should proper policy to make it the central place of economic development.

1. Geographic distance of a bank be keep restrain that poor people access financial services. So, branch of the bank should be enhanced.
2. Regulation of getting credit should be flexible thus, many unbanked come under banking system.
3. Policy makers should adopt specific strategies to enhance the use of financial services by vulnerable people or those areas with limited coverage.
4. Improving financial infrastructure. Government can play a key role by facilities, banks access to borrower information.
5. Government failures often preview progress. Improvement in public sector governances can have a positive impact in proper use of and access to financial services.
6. Financial education among unbanked people and proper use of financial services should be ensured.

Conclusions

Though, Rangpur is a most potential place for economic development, but unfortunately true that due to lack of attention in this region it potentially became decreasing day by day. For development of this region Government should take initiative for policy and implement this. By doing so, we could make this region as a central place for economic development, we home that Government should pay special attention to increase access financial services through extending financial inclusion for the development of our Rangpur region. We also wish that Rangpur's large unbanked people could rapidly achieve the government's goal of financial inclusion.

References

1. Bangladesh Bank has taken numerous.
2. BB receives AFI policy Award for role in financial inclusion, mobile banking reported by UNB.
3. Child Poverty.
4. Dutch-Bangla Bank Mobile banking. Banking For The Unbanked.
5. Empowerment Through Financial Inclusion.
6. FINANCIAL INCLUSION OF THE POOREST.
7. Financial inclusion plays vital role in the reduction of poverty, inequality.
8. Financial Inclusion: Reaching the Unbanked. Special Report 14 September, 2014.
9. Financial Inclusion through Mobile Banking: A case of Bangladesh. Journal of Applied Finance & Banking, Vol-4, No-6, 2014, 109-136. ISSN:1792-6580 (Print Version), 1792-6599 (online) Science press Llt, 2014.
10. Green Banking and CSR Department.
11. History-Transact
12. INCLUSIVE FINANCING ACCESS TO BANKING SERVICES. DR. Taufic A. Choudhury.
13. Measuring Financial Stability.
14. Mobile Financial Services in Bangladesh: An overview of Market Development. Mobile Financial Services(MFS) comparative summary statement of September, 2014 and October, 2014.
15. Mohammed Omar Faruk. (Bangladesh | LinkedIn)
16. RAKUB disburses Tk. 1008 crore loan in 9 months by published at 22nd-Apr-2014.
17. School Banking.
18. School Banking Programs.
19. Shift Thought Digital Money Global Market Intelligence.
20. Taka 10 Account Dr. Atiur Rahman. A visionary for financially inclusive society.
21. The Role of Government and the private sector in Extending Financial Inclusion.
22. What is financial inclusion?

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

A Study on the Community Based Fisheries Management

Md. Muzaffar Ahmed*

Abstract

This study examines and evaluates the community-based fisheries management approach innovated, piloted and practiced by different donor funded development programs during the mid-1980s and early twenty-first century in Bangladesh. A community based fisheries approach describes "improvement of inland open-water fisheries management through the development of sustainable, community-based institutions and supporting them in undertaking a program of adaptive management of their fisheries resources using technical measures such as stock enhancement of floodplain fisheries, restoration of fisheries habitats, establishment of fish sanctuaries, and construction of fish passes" (DoF 2003, paragraph 26.b.1.3). The study explores the establishment of three major donor funded projects in Bangladesh employing this approach in the inland open water fisheries sector in south-west Bangladesh since mid-1980s [FFP, MACH and CBFM-2]. The analysis reveals that CBFM-2 approach was the most successful one, since it was sustained for longer times, even after the withdrawal of funding supports by the development partners from the project. The study examines the institutional arrangements in order to develop an institutional framework for sustainability of the community-based fisheries management (CBFM) approach - an approach which works

* Program Director-Shiree, Save the Children International in Bangladesh
E-mail: muzaffar.ahmed@savethechildren.org

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

successfully in the fisheries sector in Bangladesh in general and in inland open water fisheries in particular. In my current research, I have analyzed three different approaches and found that CBFM-2 was the most sustainable one as proved in the sustainable score. Hence, as a result of this research on three CBFM approaches, CBFM-2 model is developed based on the CBFM-2 framework.

Whilst the research revealed that there is no blueprint model for properly utilizing the WBs and huge floodplains available in Bangladesh, it is still possible through combining the experiences, lessons learnt and best practices on the donor-funded three projects, that an instructional model is designed and developed for implementation at the field level. This research was used to develop a, "Co-Management Model for CBO Sustainability" to illustrate show the institutional development process by which targeted CBOs of the waterbodies (WBs) could reach to their desired long-term vision to manage the floodplains in the inland open water fisheries sector.

The Study

1. Background and Introduction

Bangladesh possesses the largest multi-species fisheries ecosystem in the world. Numerous rivers intersect the vast alluvial tract, streams and tidal creeks which are largely formed by the fertile deltaic region of three mighty rivers - the Ganges, the Brahmaputra and the Meghna. There is a network of 230 rivers and their tributaries with a total length of 24,000 km (BBS, 1991). Thus, fish and fisheries constitute an integral part of lives and livelihoods of the millions of people in Bangladesh, particularly the poor and marginal fisher-folks. Bangladesh is fortunate enough to have an extensive and huge water resources scattered all over the country in the forms of small ponds, beels (natural depressions), lakes, canals, small and large rivers, and estuaries covering an area of about 4.34 million hectare. The types of culture fisheries include freshwater ponds (0.15 million hectare), and coastal shrimp farms (0.15 million ha). The total inland open water resources comprising rivers, floodplains, lakes and reservoirs, and ponds cover an area of 4.05 million hectare. The country has a coastal area of 2.30 million ha and a coastline of 710 km along the Bay of Bengal, which supports a large artisanal and coastal fisheries (Mazid).

2. Importance of Bangladesh Fisheries Sector in its Economy

The importance of fisheries sector in Bangladesh on the growth and development of its economy cannot be exaggerated. Fisheries sector in Bangladesh has been

playing a very vital role from the time immemorial. But in the past, due to our low population and optimum fish productions, special attention was not given to this sector. Bangladesh was so rich in agro produces like rice, fish and vegetables in the past there was a saying that "The rural household was full of cows in the cow-sheds, full of fishes in the ponds and full of rice in the store houses". However, those prosperous and golden days have gone. Now people in the rural areas are suffering seriously from deficits of foods, proteins and nutrition mainly due to over-population. But with the recent and innovative technologies and optimum uses of the natural resources it is now possible to bring back the old times of affluence and prosperity to many extents. The fisheries sector is now playing a very vital role in poverty alleviation, generating employment opportunities, producing animal proteins, earning foreign currency and increasing Gross Domestic Product (GDP) and Gross National Product (GNP). Nasir (2005) has found that fisheries sector contributes 5.71% of the total export earnings and 4.92% to the GDP. About 12 million people are directly or indirectly involved in this sector. Labor employment in this sector has been increasing approximately by 3.5% annually. Fish production in ponds, lakes, burrowpits, floodplains, oxbow lakes, and semi-closed water bodies are increasing day-by-day with the blessings of modern technology. Fish production has increased to 21.02 lakhs MT in 2003-04, which was 17.81 lakhs MT in 2000-2001. During 1980's about 95% fish spawns used to be collected from natural resources. Currently, more than 98% spawns are produced in the hatcheries. More than four lakhs beneficiaries (unemployed youths, landless people, farmers, fishermen, and destitute women) have been provided training on improved fisheries in the year 2003-2004. In four years, 265,000 farmers received 56.24 crores taka as micro-credits from various projects as well as revenue budgets of the Department of Fisheries (DoF). Fish production in some floodplains increased from 150kg/hectare to 2,000-3,000 kg/ha in recent years. In 2004-2005, the highest ever export earning of taka 2,572 crore was earned through export of 633,378 MT shrimp and fish products (Nasir, 2005). In 2006-2007 fiscal year the total catch of fish from the inland and marine sources stood at 24.41 lakhs MT which is 4.81% more than that of 2005-2006 fiscal year (Bangladesh Economic Study, 2007). In this sector, the growth rate has been calculated as 3.99% which was 3.91% more in 2005-2006. At the constant price, the GDP contribution for 2006-2007 for the fish sector has been calculated as 4.73%. With these detailed pictures and statistics, it can be easily said that the importance of Bangladesh fisheries sector is highly significant and it is steadily growing day-by-day.

The total contribution of the fisheries sector to the GDP is about 22% of the total agricultural productions. An estimated 1.2 million people directly depend on the fisheries sector. In addition, lives and livelihoods of another 12 million people depend indirectly on this sector those who are classified as subsistence fishers, part-time fishing laborers, aquaculture operators, fish traders and processors. The sector contributes about 6% to the country's total export earnings, ranks third in the list of export commodities of the country. The annual growth rate of exports since 1991 ranges between 6-8% and Bangladesh has immense potentials for increasing fish production and trading.

3. Inland Fisheries Sub-Sector – Nature and Scope

Huda (2003) states that Fisheries have four distinct sub-sectors - open water capture fisheries, closed water aquaculture, coastal aquaculture and marine fisheries. The first three of these constitute what is described as inland fishery. Under the inland fishery, there are closed beels, open beels, rivers, haors, baors and private floodplains. If we see and examine the latest (2006-2007, 2007-2009 and 2010-2011) statistics of the annual total catch and area-wise productivity by sector of fisheries, then it is quite evident that this sub-sector still occupies highest of the overall fisheries. Over the years, it is increasing due to its high potentials and wider scope.

Fisheries sector of Bangladesh is highly diverse in resources and species. There are about 795 species of fish and shrimp available in the fresh and marine waters of Bangladesh. A number of 12 exotic species have also been introduced in the country at different times (Mazid, 2002). During 1999-2000, fish productions from different components of inland and marine fisheries stood at 1.66 million metric tons (DoF-2002), while in 2006-2007 it stood at 2.44 million metric tons. It is evident that inland aquaculture and inland open water fisheries are the two dominant sub-sectors, which together accounted for over 81% of the total fish production in Bangladesh. Hence, development of these two sub-sectors is vital in the context of making a major impact on the fish production and economic development of the people of this country, mainly the poor and marginal fishers. This study also has given emphasis on the inland open water fisheries sub-sector, which is the life-line of the economy in respect of protein intakes and overall economic development of the country.

For any nation, management of natural resources is important means of development. In recent times, the world is facing the challenges of food crisis, population explosion, lack of shelter, employment, and the management of natural

resources. But natural resources are contributing to the lion's share of the world's economy. Among all the natural resources, aquatic resources have been considered as a big source for meeting the protein deficits and vital for the economic development of the world economy. Fisheries as one of the aquatic resources, contributes to the world economy significantly and inland fisheries alone account for about nine percent of the total fish production. But due to lack of proper management and over utilization of resources, large population of fish is exploited and the total fishing ground is depleted, which eventually leads to the environmental degradations. Hence, the management of inland open water fisheries resources has become a crucial issue in recent times. There is a dire necessity for establishing appropriate management regime for proper utilization and restoration of the depleted resources.

Under the leasing system, the existing fisheries management in Bangladesh allows the rich fishers, water lords, land lords and rich people of the community to harness maximum benefits using the public water bodies, i.e. canals, rivers, closed beels, semi-closed beels, open beels, haors and baors. But with the co-management approach, it would be possible to involve all levels of fishers and the related stakeholders through ensuring their direct participation in the planning, implementation and benefits sharing process of the water bodies, which are not used at optimum level at present. For this, cooperation and coordination of all stakeholders are important. The Community Based Organizations (CBOs), poor and marginal fishers, NGOs, all line agencies of the GoB and professionals should co-operate to employ the co-management approach, which has been piloted and practiced under several donors-driven models, such as, MACH. FFP and CBFM-2. In our country, inequality prevails almost in all sectors, including the fisheries sector. This management process and the equality in income distribution may be ensured through the fisheries management approach involving all levels of fishers and community. This is called CBFM approach, where WorldFish Center, DoF, PNGOs and CBOs jointly implemented during 1999-2007.

In the past, fisheries management did not pose a serious problem due to the abundance of the natural resources, lower population and availability of adequate food. Due to over population, now most of the countries in the world, especially the developing countries are facing acute food deficits, not only in case of staple foods, but also in case of fish consumption. In Bangladesh, the importance of fish in fulfilling the protein intakes for our requirements of calcium, phosphorous, iron, vitamins and iodine can't be ignored. For ensuring diet and health of the huge population of Bangladesh, fish is highly important. In addition, it can also contribute to ensuring security of the lives and livelihoods of poor people and it

is a potential resource for general economic development of the country. About 80% of the rural households catch fish for consumption or sale and fish constitutes 60% of the total protein consumption. The per capita fish consumption fell drastically over the years (from 58 grams in 1975-76 to 48 grams in 1981-82). In comparison to the marine fisheries, the inland open water fisheries in Bangladesh have the enormous opportunities in per-capita fish consumption. Of the total inland fisheries, 39% production has been contributed by the capture fisheries and 42% by the culture fisheries. It means that inland fisheries sector is playing almost similar role in fish production in the country. However, inland fisheries have been facing serious problems due to its common property characteristics in Bangladesh and globally. None of the mechanisms, like exclusive private property rights or state control can satisfy and fulfill the goals of efficiency, equity and sustainability adequately. In recent times, several partner NGOs and state initiatives have come up with the reforms in the name of community based or co-management based approach for developing new sets of institutions which satisfied the most needs of the poorest of the poor and marginal fishers and in some cases, the whole community irrespective of castes and creeds by making them a party to these institutions and ensuring them fishing rights collectively and subsistence fishing. In Bangladesh, there have been several mechanisms, which have been tried and piloted by the government in improving the management of inland fisheries. Licensing and leasing systems have been introduced by the government for utilizing over 12,000 public water bodies or *jalmohals*. Despite government efforts and initiatives the licensing and leasing systems have not been working well due to some critical factors, such as, mismanagement, corruptions, lack of good governance, absence of proper planning, conflicts among the line ministries on the ownerships of the water bodies for management, etc. In addition, the profiteering motives of the leaseholders, the public water bodies have been damaged by over-fishing and lack of conservations.

For improving the management of public water bodies and floodplains, during the mid-eighties, several donor funded projects piloted the concept of community-based fisheries management approaches, which was found to be useful and suitable in many respects. Institutional arrangement plays a crucial role in such innovative projects, as it enhances the income of the rural poor through reducing the roles and interventions of the middlemen. However, there are differences in the opinions on the validity and actual outcomes of these institutions and approaches.

This study is an attempt in examining such institutional arrangements and to develop an institutional framework for sustainability of the community based fisheries management (CBFM) approach - an approach which works successfully in the fisheries sector in Bangladesh in general and in inland open water fisheries in particular. The community based fisheries management and community co-management issues have in recent years been widely discussed both in the country and globally, but not studied in respect of examining its appropriate methods and approaches. Several donor funded CBFM models in Bangladesh have been implementing this approach in the inland open water fisheries since mid-1980s. A study of this nature seems to me fully justified to make the current exploration from the perspective of reviewing the designed practices and approaches, as a part of CBFM approach study that stimulates the investigation for the viable approach attempts to cope with the current issues and problems, which are complex in nature, but not impossible to address collectively.

4. Statement of the Problem

Bangladesh has one of the richest fisheries resources in South Asia. Fish contributes about 60% of animal protein consumed in Bangladesh. The four million hectares of open waters in Bangladesh contribute about 42% of total fish production. It has been estimated that fisheries provided income for 1.5 million full-time fishers and 12 million part-time fishers. About 80% of rural households traditionally catch fish for consumption or to sell. As mentioned earlier, the jalmohals (i.e. the public water bodies), which are not properly managed and utilized and thereby expected benefits could not be harnessed from this abundant natural resources for the benefits of poor people. But a section of top level people with their muscle power and strong linkages with the power structures have been reaping the benefits at the expense of the poor and marginal fishers at the rural community level. In view of utilizing this important natural resource through using its full potentials and distributing benefits among the poor fishers, several interventions and approaches have been designed and developed, aiming at developing management systems for the open water fisheries sector, which includes, management policies, rules, regulations, government orders, decrees and several donor funded development projects.

In this context, since 1990, the GoB with the support from a few donors has been carrying out several experiments and pilot models in inland fisheries management. Of these, Fourth Fisheries Project (FFP), Management of Aquatic Ecosystems through Community Husbandry (MACH) Project, Community Based Resource Management Project (CBRMP), Oxbow Lakes Small Scale Fishermen's

Project Phase–2, and Community Based Fisheries Management (CBFM) Phase-1and Phase-2 projects are noteworthy. These efforts were prompted by concerns for a declining capture fish stock, continuing loss of wetlands and worsening access situation faced by poor fishers. This approach to fisheries management has generated a few models ranging between CBFM to co-management. Co-management describes a range of management systems where responsibilities are shared between government and users. CBFM applies to cases where local communities take the main role in decisions and management but still with government support or facilitation. These projects have been working to empower fishing communities to become co-managers of these fisheries, and to ensure a more equitable distribution of benefits from fishing. Within this time, several positive impacts have also been visible in respect of empowerment of poor fishers through establishing their access rights and ensuring the households livelihoods and food security and other intangible benefits.

The CBFM approach has been implemented by different organizations in different perspectives. But, still it is not certain which institutional mechanism is sustainable in the future, so that the Government and donor agencies would not be required to extend support to the management of these vast resources. It would be able to sustain at its own. Therefore, sustainability is a major issue for the open water fisheries management at this stage, which needs to be sorted out.

It should be noted here that co-management is a participatory approach, compared to the traditional trickle-down approach. In this approach, all partners are providing their valuable contributions in making a common implementation plan for accomplishing the project activities. While in the past, it was a top-down approach and the jalmohal users were told what to do. That's why, no substantial benefits were made or accrued to the poor fishers and resource degradation was happening seriously. But with the inception of the CBFM approach in managing these huge natural resources, it started to provide benefits to the poor fishers. However, these accrued benefits are very much visible, during the project implementation period, but after the withdrawal of support, it may not be fully sustained. There is also not available evidence about the effectiveness and sustainability of the on-going CBFM approaches operating in Bangladesh.

5. Goal and Objectives of the Study

Based on the above background and the problems stated, the goal of the research is to develop an institutional framework for the water bodies and floodplains, so that it would be sustainable without any external supports.

The objectives of the research are as follows:

1. To review the institutional mechanisms of community based fisheries management (CBFM) approaches in Bangladesh;
2. To identify the strengths and weaknesses of the existing institutional frameworks of the different community based fisheries management approaches implemented in Bangladesh for inland fisheries management; and
3. To propose an institutional framework (based on the results and findings) that will sustain without any support from the external organization.

6. Locations of Primary Research

In order to fulfill the objectives of the current research, 128 CBOs with closed beels, open beels, floodplain beels, small beels and rivers of CBFM2 project have been surveyed in different regions of the country. The NGO partners, who were attached to these CBOs and water bodies are - CNRS, Proshika, Caritas, BRAC, Banchteshekha, CRED, SDC, Gharoni and Shishuk. On the whole, the Department of Fisheries (DoF) was closely associated with these water bodies/CBOs in terms of recognizing their roles and responsibilities for making the concept of community based management for long-term sustainability and existence.

7. Justifications of the Study

This current study explores, evaluates and investigates the best institutions in community based fisheries management (CBFM), which have been practiced in Bangladesh with the donors' funds over the years. Based on the findings, the researcher would like to develop an institutional framework for sustainability, which will eventually address the crucial issues of all jalmohals (i.e. public water bodies) available in the country and will help the poor and marginal fishers, and the community as a whole to help in alleviation of their poverty and improve standards of living.

To conduct the proposed research is very timely. In the present research work, efforts have been made to make an in-depth study of the CBFM approaches (which have been implemented by different donor funded projects), in order to identify the existing strengths and weaknesses of the institutional frameworks of the different community based fisheries management approaches implemented in

Bangladesh for inland fisheries resources management, so that an institutional framework for effective management of sustainability of inland fisheries can be made. Based on the research work, it would be possible to suggest a sustainable institutional framework for the inland fisheries management in Bangladesh. This institutional framework will help the decision makers and policy planners of the GoB and associated partners, including donors and other national and international organizations for the delivery of future inland fisheries management systems in Bangladesh. In this respect, it is assumed that no such attempt has been made so far to conduct a study in this direction.

This study is significant from the point of revisiting these formal organizations, which have been started to phase-out from the DFID-funded CBFM2 project from July 2005 under a planned exit-strategy. With the donor's encouragement the CBFM-2 project management in association with the partner NGOs and project beneficiaries i.e., CBOs, an exit strategy was designed and developed in early 2005 and has been implemented fully by March 2007 with a no-cost extension for seven months of the CBFM2 project, which was a unique and a successful one for such a community based fisheries management project. In this respect, this study is highly significant and an extraordinary one. In addition as a sample, another exit strategy (CNRS) which was developed by one of the 11 partner organizations of the CBFM-2 project, including the Department of Fisheries, as they also supervised some water bodies directly.

8. Methodology

The study employed primary and secondary data analysis to focus on the three Community Based Fisheries Management models. The secondary data analysis began with a review of existing CBFM related projects' in country together with international experiences to understand their relevance to community-based fisheries management as lessons learnt and best practices. This involved in-depth analysis of three donor-funded CBFM type projects for assessing their institutional mechanisms, strengths and weaknesses of the institutional frameworks and sustainability in the long-run.

The primary survey was carried out on 128 Community Based Organizations (CBOs) for assessing the status of sustainability at different phases of handover of waterbodies and floodplains to the local level community and user groups. The assessment tool comprised a data collection questionnaire, which is filled-in through focus group discussions (FGDs) with CBO leaders and other CBO members of the waterbodies of the CBFM-2 project sites. I did the primary data

analysis on the CBFM 2 Model, but first I did the secondary data analysis on the 3 different models, identified CBFM2 as the most sustainable one, then did primary data analysis on CBFM2 using the sustainability index from which I developed the model, which I feel is the strong, viable and long-term sustainable.

The primary data collection was carried out jointly by a Data Collector and Centre for Natural Resources (CNRS) staff available at the waterbody (WB) sites. The main objective of facilitating all these five rounds of data collection was to identify the status of CBOs at different intervals in terms of their ability to the achievements of sustainability. Sustainability was defined as, fishers and users of the CBFM-2 project watebodies are continuing the project promoted activities and applied the knowledge and skills learned to other practices. The sample distribution of all 128 surveyed CBOs managing the following waterbodies: Closed Beel-11, Open Beel-29, Floodplain Beel-45, Small Beel-07 and Rivers-36. In terms of partner NGOs, the classifications of CBOs are: CNRS-61, Proshika-19, BRAC-15, Banchte Shekha-8 and others-9 (i.e. CRED, SDC, Gharoni, SHISUK and DoF).

9. Major Findings of the Study

Statistical analysis of the sustainability scores through the five rounds of analysis revealed the following major findings:

1. A general overall improvement is made in the sustainability level of CBOs from first round to fifth round where the most notable improvement was from:
    a. July, 2006 and March, 2007, which indicated that more CBOs are shifting towards 'Very High Probability' (VHP) and 'High to Medium' (HMP);
2. During the fourth round assessment, 79 and 29 CBOs (out of 128) have reached to VHP and HMP, respectively, which was due to the introduction of 'Area Teams' strategy to reinforce the efforts of partner NGOs;
    i. As of fourth round assessment, most of the better performing CBOs were managing either open beels of floodplains and it was evident that 18 open beel CBOs and 15 floodplain CBOs had reached VHP at the fifth round assessment, which means these CBOs contributed about 63% of the numbers in VHP;

3. In fifth round, small beel has received a good performance and it was indicated that more CBOs were shifting towards VHP and HMP and 8 and 2 CBOs (out of 11) have achieved VHP and HMP, respectively;
4. It is evident that CBOs under CBFM-2 project were sustained after the withdrawal of supports by the development partners and these local organizations have been established as institutions to work for ensuring the livelihoods of the fisher folks of the area;
5. Government supports remain highly important to continue to ensure the supports to the CBOs on a regular basis in respect of policy matters to keep the rental agreements on a permanent basis; and
6. At the fifth-round survey, it was found that CBOs are now acting as institutions, which are established and sustained. Hence, we can conclude that it is established and proved that CBFM approach has a positive impact on the inland open water fisheries resources management in Bangladesh.

10. Conclusions

In sum, it can be said that the principle behind the community managed fisheries is that it upholds the handover of the management of fisheries resources to community groups that will manage the resources sustainably, efficiently and equitably. The benefits of this approach are multi-dimensional, which is pro-poor, equitable, profitable and sustainable. The project interventions, though in a small number of waterbodies in all three community-managed approaches: CBFM-2, FFP and MACH, have clearly showed that in the project areas poor fisher's access to waterbodies were ensured and established. Advocacy and awareness building component of the projects have resulted in increased and effective observation of fishing ban period (FBP), reduction in use of harmful gears and practices, establishment and restoration of fish sanctuaries and fish habitats, respectively. Alternative Income Generating Activities (AIGAs) for fisher communities in the project areas have led to observation of fishing restrictions and reducing pressure on fisheries. All of these together have resulted in an increase in fish production and bio-diversity in the project areas (CBFM Policy Brief-4, 2004). Despite several positive impacts, the projects had many challenges ahead in establishing and communicating CBFM approaches to the community leaders, local elites and administration, and key policy makers for sustainable management of the inland waterbodies. But if we see the current study results (based on the overall findings on the approaches and institutional arrangements of three CBFM type projects)

then only in the CBFM-2 project areas at 128 registered CBOs, then it is established that those are sustainable and their overall performances are satisfactory. Based on the critical assessments of the CBFM-2 model, a co-management model has been designed and developed which might yield several expected benefits, if all stakeholders are supportive at all levels – national to local levels i.e. unions.

In terms of challenges, the most crucial one is the active coordination of the key ministries, mainly, between the Ministry of Fisheries and Livestock and the Ministry of Land. If the key challenges can be addressed, then there will not be any bottlenecks in implementing CBFM concept and approaches widely in all waterbodies of Bangladesh in near future.

11. Policy Recommendations

The most important policy recommendations on CBFM for further replication can be summarized as follows:

1. To clearly demonstrate impacts from CBFM interventions, appropriate mechanisms need to be designed and developed in advance to assess the impacts of these interventions on the wider community;
2. The CBOs should be given official recognition at all levels as legal entities, and laws on sanctuary establishment and their maintenance need to be formulated and enacted for implementation, as soon as possible;
3. Watershed management policies implemented by the DoF should reflect the need for networking. Local government control over fisheries should be strengthened through forming Upazila Fisheries Committees (UFCs). It is important to establish strong linkages between CBOs and UFCs and to encourage NGOs and other agencies to facilitate community management of fisheries. Local government officials need to be involved in policy development recommendations at all levels;
4. Long-term tenure for leaseholders is crucial to ensure sustained and improved development of the waterbody. Similarly, support by external agencies must be long enough to build the capacity of CBOs. Future community managed fisheries programs need to incorporate long term tenure for CBOs and all programs and projects should be at least for 10 years;

5. The Bangladesh Department of Fisheries and Partners should develop an ICF which supports expansion of community managed approaches. This should be implemented as soon as possible to improve the sustainability of fisheries and help the communities sustain on these fisheries;
6. A policy decision needs to be made at the Ministry of Fisheries and Livestock level with active support from the Ministry of Land on distribution of the state owned waterbodies to the poor fisher groups, which will follow the CBFM-2 model. This policy should be the same as the GoB Khas Land distribution policy (distribution of khas land to the landless);
7. The number of waterbodies under CBFM should be increased to 12,000 from its current number of 260 for disseminating the proven concept, so that poor and marginal fishers can maximize the benefits from these public waterbodies;
8. The system of maximizing revenue should be replaced with the pro-poor management and leases to waterbodies should be used as a means to set conditions for access and conservation rather than as a way of generating revenue only;
9. Upgrade the long-term use of waterbodies by fishing communities through affordable, long-term lease, waving VAT and income tax for leases. This will ensure CBO sustainability and continued access to the poor;
10. Multi-stakeholders approach should be implemented to make better use of the CBFM approach, which will ensure the CBO sustainability;
11. Based on the importance to the national economy, the fisheries sector should be divided into various production zones, such as: 1) Small-scale fisheries in the inland waterbodies and rivers to be cultivated by the private fishermen; 2) Large-scale fisheries in the coastal areas to be cultivated by the native private companies; and the 3) Deep-sea marine fisheries as partnerships/joint venture between the government and the foreign donors/countries; and
12. To constitute and set-up a coordination committee (CC) with representatives from the concerned Ministries (having a leading role by the Department of Fisheries under the Fisheries and Livestock Ministry) to perform multiple functions like: i) Monitor compliance with

government policies/regulations; ii) Provide security to fish cultivation in the private small-scale fisheries and to all fisheries during the fishing ban period (FBP); iii) Resolve disputes between/among CBOs and fisheries operators; and iv) Formulate new policies on sustainable development of the fisheries sector.

However, scaling-up will definitely require certain changes at the policy levels to facilitate the process. It would be worthwhile to follow-up the impacts of the recent research, particularly on the sustainability of the activities, after a certain period of time. Because the situation may vary across the country, it would be useful to undertake further research on the similar subject in other parts of Bangladesh, which will help to develop wider understanding on the CBFM.

Bibliography

1. *Agrawal, A. et al.* (1999), "Enchantment and Disenchantment: The Role of Community in Natural Resource, World Development Vol. 27, No. 4, pp. 629-649, 1999, Elsevier Science Ltd.
2. *Annual Report on Community Based Fisheries Management Phase 2 (CBFM-2), (2003),* September 2001-December 2002, The WorldFish Center
3. *Annual Report on Community Based Fisheries Management Phase 2 (CBFM-2), (2004),* January-December, 2003, The WorldFish Center
4. *Ahmed, M.M. (2004)*, The WorldFish Center, Bangladesh and South Asia Office, "Roles of NGOs in Open Water Fisheries Resource Management in Bangladesh: Experiences of CBFM Project" Paper Presented at the IIFET Seminar in Japan
5. *Ahmed, M.M. (1997)*, Asian Institute of Management, Philippines, "Strategic Intervention for Bangladesh Cha Sramic Union, Sreemangal, Sylhet, Bangladesh: Focus on Organizational Management, Structure, Opportunities, Resources And Capacities for Development", A Management Research Report (MRR) for Master in Development Management (MDM)
6. *Ahmed, T. (2006),* The Journal of Rural Development "Organizational Issues and Integrated Water Resources Management: Bangladesh Perspective", Vol.33, No. BARD, Comilla, Bangladesh
7. *Bangladesh Fisheries Research Forum (BFRF) (2008)*, Bangladesh Agricultural Research Council, Dhaka, Bangladesh, Abstracts Book, 3rd Fisheries Conference and Research Fair. 170p
8. *Bangladesh Journal of Fisheries (2007)*, Fisheries Society of Bangladesh, ISSN 0257-4330, Special Issue, Volume 30
9. *Carlsson, E. (2003),* Lund University, Sweden, "To Have and To Hold-Continuity and Change in Property Rights Institutions Governing Water Resources Among the Meru of Tanzania and BaKgatia in Botswana ", Lund Studies in Economic History-28
10. *CBFM Fisheries Yields and Sustainability (2007), The WorldFish Center,* Policy Brief-5
11. *Clark, B. (2011),* "Grand Challenges of Sustainability Science", Kennedy School of Government, Harvard University, USA
12. *Dickson, M. and Brooks, A. (eds) (2007)*, The WorldFish Center Conference Proceedings-75,CBFM-2 International Conference on Community Based Approaches to Fisheries Management, Print: 38p. CD-ROM:337p
13. *Fishery Statistical Yearbook of Bangladesh (2007),* Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, Bangladesh, 2006-2007, FRSS

14. *Fishery Statistical Yearbook of Bangladesh (2009),* Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, Bangladesh, 2008-2009, FRSS, Volume-26, Number-1

15. *Fox, D. (2009),* "An Overarching Framework for Sustainability" BUILT ENVIRONMENT VOL 35 NO 3

16. *Huda, S. A.T.M, (2003),* The WorldFIsh Center, "CBFM Working Paper-3, Fishing in Muddy Waters"

17. *Jentoft, S. et al.* (1998), "Social Theory and Fisheries Co-Management", Marine Policy, Vol. 22, No. 4-5, PP. 423-436, 1998, © 1998 Elsevier Science Ltd.

18. *Kabir, S. (2009)*, Department of Fisheries, Ph.D. Thesis, Universiti Putra Malayasia, "Governance, Empowerment and Benefits of Co-Management of Inland Open Water Fisheries in Bangladesh"

19. *Kalikoskia, C. D.* December (2003), "On crafting a fisheries co-management arrangement in the estuary of Patos Lagoon (Brazil): opportunities and challenges faced through implementation", Marine Policy 28 (2004) 503-522

20. *Klooster, D. (2000),* "Institutional Choice, Community, and Struggle: A Case Study of Forest Co-Management in Mexico", Princeton University, New Jersey, USA, World Development Vol. 28, No. 1, pp. 1-20, 2000, Elsevier Science Ltd.

21. *Lane, E. D. et al.* June (2000), "Institutional arrangements for "sheries: alternate structures and impediments to change", *University of Ottawa, Ottawa, Ont., Canada K1N 6N5,* Marine Policy 24 (2000) 385-393

22. *Leach, M. et al.* (1999), "Environmental Entitlements: Dynamics and Institutions in Community-Based Natural Resource Management", Institute of Development Studies, Brighton, UK, World Development Vol. 27, No. 2, pp. 225-247, 1999, Elsevier Science Ltd.

23. *Loucks, L.* September (2006), "Patterns of fisheries institutional failure and success: Experience from the Southern Gulf of St. Lawrence snow crab fishery, in Nova Scotia, Canada"

24. *Muir. J. (2003)*, Study done in collaboration with DANIDA, DFID and USAID, "Fisheries Sector Review and Future Development, Theme study: Institutional Frameworks",

25. *Noble, F. B.* (2000), "Institutional criteria for co-management", *Department of Geography, Memorial University of Newfoundland, St John's, Newfoundland, Canada, A1B 3X5,* Marine Policy 24 (2000) 69-79

26. *Nabi, R.* (2001), "Institutional arrangements and fisheries management in Bangladesh", *Grassroots Voice*, March 2001, Vol III, No. IV, 99-11, © Integrated Action Research and Development (IARD)

27. *Nielsen, R.J.* (1999), "User participation and institutional change in fisheries management: a viable alternative to the failures of top-down driven control?", *Institute for Fisheries Management and Coastal Community Development (IFM), The North Sea Centre, DK-9850 Hirtshals, Denmark,* Ocean & Coastal Management 42 (1999) 19—37, © 1999 Elsevier Science Ltd.

28. *National Fish Week Compendium in Bangali (2012)*, Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, Bangladesh. 144p

29. *National Fisheries Strategy and Action Plan for the Implementation of the Natonal Fisheries Strategy (2006),* Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, Bangladesh

30. *Nielsen, R. J. et al.* (2002), "Fisheries Co-Management - An Institutional Innovation-Perspectives and Challenges Ahead", IIFET 2002 paper no. 216

31. *Nielsen, R. J. et al.* June (2003), "Fisheries co-management-an institutional innovation? Lessons from South East Asia and Southern Africa"

32. *Ostrom, E. et al, (2002),* The Drama of the Commons, *National Research Council.* Committee on the Human Dimensions of Global Change. Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: National Academy Press

33. *Parthasaraathy, R. (eds) (2005)*, Gujrat Institute of Development Research, "New Development Paradigms & Challenges for Western & Central India", Volume One

34. *Pemsl, D.E.* et al. (2007), Consultative Group on International Agricultural Research-CGIAR, "Policy-Oriented Research Impact Assessment: Community-Based Fisheries Management Project in Bangladesh"

35. *Pomeroy, S. R.* August (1995), "Community-based and co-management institutions for sustainable coastal fisheries management in Southeast Asia", International Center for Living Aquatic Resources Management, Philippines, Ocean and Coastal Management, Vol. 27 No 3, PP. 143-162, 1995, Copyright ©1996 Published by Elsevier Science Ltd, Printed in Northern Ireland

36. *Rahman, A. (2005)*, Freshwater Fishes of Bangladesh, Second Edition, Zoological Society of Bangladesh, Department of Zoology, University of Dhaka, Dhaka-1000.

37. *Rahman, M.A. (ed) (2008),* Social Change-A Journal of Social Development, Young Power in Social Action – YPSA, Chittagong, Bangladesh

38. *Sarker, J. (1991),* University of Bath, "Can NGO Programs Achieve Sustainability? A Case for Bangladesh

39. *Sultana, P. (200*3), The WorldFish Center, "Gender Strategy for CBFM-2", Working Paper 5

40. *Technical Assistance Project Proforma, January (2001)*, CBFM-2, DOF, MOFL, DFID-UK, ICLARM

41. *Thompson, P.M. (2004)*, The WorldFish Center, "Impacts of the Community Based Fisheries Management Project Phase 1" CBFM-2 Working Paper 11

42. *Thompson, P. M. et Al.* (published year not cited), "Experiences in wetland co-management – the MACH Project", WorldFish Center Conference Paper-8

43. *Viswanathan, K.K. (eds) (2002)*, The International Center for Living Aquatic

44. Resources Management-ICLARM-The WorldFish Center, "Managing Scale Issues" IIFET 2002 paper no. 216

45. *Olsson, OIa,* Revised Version, April (1999), Department of Economics, Göteborg University, "A Microeconomic Analysis of Institutions", Working Papers in Economics no 25

46. *Wilson, C. D. et al.* (2005), "Cross-scale linkages and adaptive management: Fisheries co-management in Asia"

47. *Note: Author of this paper is a Life Member of the Bangladesh Economic Association (BEA)*

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

কৃষি উৎপাদনে নারী

হাসিনা বানু*

পূর্বকথা

ইতিহাসবিদ ও পন্ডিতদের মতে লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে পশ্চিম এশিয়ার কোন এক স্থানে কৃষিভিত্তিক সমাজের উদ্ভব ঘটেছিল। বরফ যুগের অবসানে এশিয়া-ইউরোপের বরফাস্তীর্ণ সমভূমিতে যেমন বনভূমির সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায় জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটেছিল। কোথাও কোথাও তৃণভূমি পরিণত হয়েছিল মরু অঞ্চলে। যদিও মরুভূমিতে মরুদ্যান এবং নদী-তীরবর্তী উর্বর ভূমিও ছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এসব স্থানের জঙ্গল ও জলা ভূমিতে এসে জড়ো হয় আশে পাশের সকল জীব-জানোয়ার ও শিকারী মানুষেরা।

আদিমতম মানুষেরা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল এবং তারা নারী-পুরুষ সবাই মিলে একসাথে খাবার সংগ্রহ করত। তবে শিকারের জন্য পুরুষেরা দূরদুরান্তে গেলেও নারীরা আস্তানার কাছে পিঠের জীব জানোয়ার শিকারের পাশাপাশি ফলমুল, লতাপাতা, ঘাসের বীচি সংগ্রহ করত। সংগৃহীত বুনো ঘাসের বীজ (আজকের যব, গম, ধান প্রভৃতির পূর্বপুরুষ) থেকেই নারীর হাত দিয়ে কৃষি কাজের সূচনা।

ইতিহাসে সাক্ষ্য দেয় প্রাচীন যুগে (নতুন পাথরের যুগ) কৃষি বিপ্লব সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নারী কেবল উপযুক্ত শস্য এবং চাষ পদ্ধতিই আবিষ্কার করেনি পাশাপাশি জমি চাষ, শস্য কাটার যন্ত্র, শস্য থেকে খাদ্য তৈরির পদ্ধতি, সারা বছর ধরে শস্য জমা রাখার ব্যবস্থা, কুমোরের চাক, চাকা, মাটির পাত্র ইত্যাদি তৈরীর কৌশল নারীরাই আবিষ্কার করেছিল [মানুষের ইতিহাস- (প্রাচীন যুগ) আব্দুল হালিম ও নূরুন নাহার বেগম]

সৃষ্টির আদি পেশা এই কৃষি কাজের সূচনা হয় যেমন নারীর হাত দিয়ে তেমনি প্রথম কৃষি সমাজও গড়ে উঠে নারীর নেতৃত্বেই। ফলশ্রুতিতে মানব সভ্যতার ইতিহাসে নবযুগের উন্মেষ ঘটে। সেই প্রচীন কালের গিরি-গুহা থেকে উপত্যকায়-সমতলে নেমে আসা নারী আজও বিশেষ করে বাংলাদেশে বপন, রোপন, নিড়ানিসহ ফসল পরিচর্যার সব স্তার এবং তা ঘরে তোলা পর্যন্ত সব কিছুই করছে।

---

* অধ্যক্ষ, সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

পেশার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটলেও শ্রমশক্তি জরীপ অনুযায়ী বিভিন্ন পেশার পাশাপাশি কৃষি ক্ষেত্রেও নারী শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী গত এক দশকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের নিমিত্তে (১,৩০,০০০০০) এক কোটি ৩০ লক্ষ বাড়তি শ্রমশক্তি যুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৫০ লক্ষই নারী শ্রমিক। এই বাড়তি নারী শ্রমিকের প্রায় ৭৭ ভাগই কৃষি শ্রমিক।

বাংলাদেশে কৃষির গুরুত্ব

গ্রাম প্রধান বাংলাদেশে কৃষিই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি। কৃষির অগ্রগতির সাথে এদেশের বিপুল জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এছাড়া দারিদ্র বিমোচন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, কৃষি নির্ভর শিল্পোন্নয়ন ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই কৃষিখাতের অগ্রগতির প্রত্যক্ষ যোগসূত্র বিদ্যমান। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১০-১১ অর্থ বছরে জিডিপিতে এ খাতের অবদান ছিল ২০.০১ শতাংশ।

বিগত তিন দশকে গ্রামীণ অর্থনীতি এখন অনেক বৈচিত্রময় ও গতিশীল। চুক্তি ভিত্তিক উৎপাদনসহ কৃষিতে কর্পোরেট উপস্থিতি আজ স্পষ্টত দৃশ্যমান। অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলোর মত বাংলাদেশেও সুপার মার্কেটের উত্থান কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। কৃষিভিত্তিক শিল্পায়ন কৃষি ও গ্রামীণ জীবনকে দিচ্ছে গতি। সুতরাং, দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি ও কৃষি নির্ভর শিল্পে কর্মসংস্থান এবং কৃষি থেকে কৃষকের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে কৃষির ভূমিকা সর্বাধিক।

বাংলাদেশের কৃষিতে নারীর অবদান

১৯৯৫-৯৬ সালের শ্রম জরিপে নারী যে কৃষক এবং কৃষিকাজ করে তা প্রথম বিবেচনা করা হয়েছে। জরিপে গৃহপালিত পশু, হাঁস-মুরগীর খামার, ধান ভানা, সিদ্ধ করা, শুকানো, ঝাড়া, প্রক্রিয়াজাতকরণ, খাদ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজকে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গ্রামাঞ্চলে নারীরাই এ কাজগুলো করে থাকে। এগুলোর বাইরে আরো অনেক কাজ আছে যা অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসেবে বিবেচিত হয়না। এই আর স্বীকৃতি কারণেই রাষ্ট্রীয় সকল কৃষি পরিকল্পনার টার্গেট হয় পুরুষ। কৃষি উপকরণ, সার, বীজ, কৃষক কার্ড, ঋণ সুবিধা সবই পায় পুরুষ কৃষক। নারী কৃষক সব ধরণের রাষ্ট্রীয় সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়।

শ্রমশক্তি জরিপ ২০০৫-০৬ অনুযায়ী বাংলাদেশে ১৫ বছরের ওপরের জনশক্তির ৪৮.১ শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত। এই জরিপ অনুসারে শ্রমশক্তির ৪১.৮ শতাংশ পুরুষ এবং ৬৮.১ শতাংশ নারী সরাসরি কৃষির সাথে যুক্ত। অর্থাৎ কৃষি কেবলমাত্র কর্মসংস্থানের বৃহত্তম ক্ষেত্রই নয়, নারীর অংশগ্রহণ ও সামাজিক গতিশীলতারও প্রধানতম এলাকা। গত এক দশকে কৃষিখাতে পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ১০.৪ শতাংশ, সেই ছেড়ে যাওয়া কাজের খাতগুলি কিন্তু অব্যবহৃত পড়ে থাকেনি সেই শূণ্যস্থান পুরণ করেছে নারী কৃষি শ্রমিকেরা।

প্রাচীনকাল থেকেই পরিবার সুসংহত রাখা ও খাদ্য যোগাতে নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আদিম সমাজে মোট খাদ্য সংগ্রহ হতো দু'ভাবে।

১। আহরণের মাধ্যমে ৮০ ভাগ এবং

২। শিকারের মাধ্যমে ২০ ভাগ। আহরণের মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহের পুরো কাজ করত নারী। উপরন্তু শিকারেও অংশ নিত।

- বর্তমানে নারী শ্রমশক্তির ৬৮ শতাংশই কৃষি, বনায়ন ও মৎস্য খাতের সংগে জড়িত।
- ১৪২ টি হর্টিকালচার বা উদ্যান ফসলের অর্ধেকে অবদান রাখছে নারী কৃষক ও শ্রমিক
- ফসল উৎপাদনে নারীর সক্রিয় অবদান ২৭ ভাগ।
- সার হিসেবে ছাই ব্যবহার, জাবড়া (বিভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থ দিয়ে মাটির উপরিভাগ ঢেকে মাটির উর্বরতা রক্ষার কৌশল) দেয়া, দুটি ফসলের অন্তবর্তীকালীন জমি পতিত রাখা, শস্যচক্র, পাহাড়ের গা কেটে আবাদ করা - সবই নারীর অবদান।
- গত এক দশকে কৃষি, বন, মৎস্য চাষ, পশু পালন ও হাঁস মুরগি পালন প্রভৃতি কৃষিজাত কাজে নিয়োজিত নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৩৭ লাখ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৮০ লক্ষ হয়েছে।
- ২০০৮ সালে বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, কৃষি খাতে নিয়োজিত পুরুষের চেয়ে নারীর অবদান শতকরা ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ বেশি।
- এক জরিপে দেখা যায়, কর্মক্ষম নারীদের মধ্যে কৃষি কাজেই সর্বাধিক নারী নিয়োজিত। ফসলের প্রাক বপন থেকে শুরু করে, ফসল উত্তোলন, বীজ সংরক্ষণ পর্যন্ত কৃষি কাজের ২১টি কাজের স্তরের মধ্যে ১৭টি স্তরেই নারীর অংশগ্রহণ বিদ্যমান।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী

গত এক যুগে দেশে মাথাপিছু সবজির ভোগ বেড়েছে-	২৫ শতাংশ।
গত এক বছরে সবজি রপ্তানিতে আয় বেড়েছে-	৩৪ শতাংশ।
দেশে সবজি বীজ উৎপাদিত হচ্ছে-	৯০ শতাংশ।
কৃষিজাত খাদ্যের রপ্তানি বেড়েছে-	৬০ শতাংশ।

বর্তমানে এক কোটি ৬২ লাখ কৃষক পরিবারে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা জমির পাশের উঁচু স্থানে, আইল, বাড়ির উঠান, টিনের চালাতেও সবজি চাষ করে সবজি উৎপাদন বাড়িয়েছে ৫ গুণ।

বাংলাদেশে চাষের জমি হ্রাস পেলেও বিশ্বে সবচেয়ে বেশি হারে সবজির আবাদি জমির পরিমাণ বেড়েছে বাংলাদেশে, বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ।

নেপালে বৃদ্ধির হার ৪.৯ শতাংশ এবং

সিরিয়ায় বৃদ্ধির হার ৪.৩ শতাংশ। (উৎস ঃ প্রথম আলো ১৪/১১/২০১৪)

এভাবে ফলবাগান, বাড়ি ও রাস্তার পাশের উঁচু গাছের মধ্যে মাচা করে সবজি চাষে নারীরাও পুরুষের পাশাপাশি সফলতার অংশীদার।

সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় জানা গেছে, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষী পরিবারের নারীরা নিজ উদ্যোগে বসতবাড়ির আঙিনায় বাগানে ফলানো সবজি পরিবারের চাহিদার ৯০ - ১০০ ভাগ মেটানোর পাশাপাশি অতিরিক্ত আয়ে অবদান রাখছে ১৫ থেকে ৩০ ভাগ।

বিশ্বের অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও নারীরা পরিবেশ বান্ধব। পরিবেশগত পরিবর্তন কর্মসূচীর মাধ্যমে নারীরা একত্রিত হয়ে পরিকল্পনা মাফিক বৃক্ষরোপণ, বনায়ন, ভূমি সংরক্ষণ, সবজি চাষ, ফল চাষ, ভেজষ বৃক্ষরোপণ, জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ ইত্যাদিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘের কার্যক্রমেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। জাতিসংঘের বন ও পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে গঠিত The Collaborative Partnership of Forest (CPE) কেনিয়ার নোবেল বিজয়ী পরিবেশবিদ ওয়াংগারি মাথাইয়ের নামে পুরস্কার চালু করেছে। পরিবেশ ও বন সংরক্ষণ কাজ করা নারীদের এ পুরস্কার দেয়া হয়। ২০১২ সালে বাংলাদেশের কক্সবাজারের খুরশিদা বেগম ওয়াংগারি মাথাই পুরস্কারটি অর্জন করেন।

আমাদের দেশে সাধারণত ঃ কৃষক পরিবারের নারীরা ফসল মাড়াই, ঝাড়া-বাছাই, শুকানো কাজের অন্তত: ৯৫ ভাগই করে থাকে। বসত বাড়ির পশু সম্পদ, হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল লালন পালনসহ যাবতীয় কাজ, গোয়াল ঘর পরিস্কার, গবাদি পশুকে খাওয়ানো ও পরিচর্যা ইত্যাদি কাজগুলো নারীরাই করে থাকে।

১৯৯৮ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা আয়োজিত বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "অন্ন যোগায় নারী।" এ উদ্যোগটি কৃষিতে নারীর অবদানকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্যই নেয়া হয়েছিল। এদেশে অদ্যাবধি সভা, সেমিনারে নারীর কাজের স্বীকৃতি মিললেও দেশের সার্বিক বাস্তব চিত্র ভিন্ন। এখানে নারী ও পুরুষের মজুরীতে ব্যাপক বৈষম্য বিদ্যমান। সর্বোপরি, কৃষক হিসেবে নারীর কোন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিও মেলেনি। যদিও ২০১১ এর নারী নীতির ক্রমিক নং- ৩১.১ এ বলা হয়েছে জাতীয় অর্থনীতিতে নারী কৃষি শ্রমিকের শ্রমের স্বীকৃতি দিতে হবে। বাংলাদেশ সরকার ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ নীতিকে সরকারের অনুসরণীয় নীতি বলে ঘোষণা দিয়েছে।

কৃষিতে নারীর বর্তমান অবস্থান

দেশের কৃষি খাতে নারীর ব্যাপক অবদান থাকলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের স্বীকৃতি নেই। গত এক দশকে অবৈতনিক কার্যক্রমের সংগে যুক্ত প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ বাড়তি শ্রমশক্তির ৫০ লক্ষই নারী। তাদের ৭৭ শতাংশই কৃষি কাজে নিয়োজিত। বর্তমানে দেশে কৃষি, মৎস চাষ, বন, পশুপালন ও হাঁস-মুরগি পালন প্রভৃতি কৃষি কাজে নিয়োজিত নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৩৭ লক্ষ থেকে বেড়ে বর্তমানে ৮০ লক্ষ হয়েছে। এ বৃদ্ধির হার ২১৬ শতাংশ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অবৈতনিক পারিবারিক কাজের পাশাপাশি ৭৭ শতাংশ গ্রামীণ নারী কৃষি কাজে নিয়োজিত থেকে পুরুষের সংগে পাল্লা দিয়ে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কাজ করে। জমি তৈরি থেকে শুরু করে ক্রেতার ঘরে ফসল যাওয়া পর্যন্ত কৃষি খাতের ২১টি কাজের মধ্যে ১৭টি স্তরেই নারী অংশগ্রহণ করলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের গুরুত্ব দেয়া হয়নি। কৃষি অর্থনীতিতে নারীর অবদানকে হিসেব করা হয়না কারণ সরকারের নীতি কৌশলের সাথে এর যোগসূত্র এখনও স্থাপন হয়নি। তাই রাষ্ট্রীয় প্রণোদনার অংশ হিসেবে ১ কোটি ৩৯ লাখ কৃষক কার্ড বিতরণ হলেও তৃণমূলে 'কিষাণী কার্ড' বিতরণ প্রায় অনুল্লেখ্য। রাষ্ট্র প্রদত্ত শক্তিশালী কৃষি সম্প্রসারণ সেবা, বীজ বপন, চারা রোপন, নিড়ানিসহ ফসল পরিচর্যা থেকে ঘরে তোলা পর্যন্ত কাজে নিয়োজিত কিষানীরা পাচ্ছেনা। কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি না পেলে কৃষি বীমা পাওয়ার সরকারি সুবিধাও কিষানীরা পাবেনা।

উপরন্তু, পুরুষের সমান কাজ করে নারীরা মজুরী বৈষম্যের শিকার। তাদের মজুরী কম। নড়াইলের চাল কলের রোজিনা উদয়ান্ত পরিশ্রম করে পায় ১০০ টাকা। যেখানে একজন পুরুষ শ্রমিক পায় ১৪০ টাকা।

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার চৌধুরী হাটের রওশন বেগম বলেন, 'সকাল নয়টার সময় সবাই একসংগে কাজ শুরু করি। পুরুষেরা মাঝে মধ্যে পান, চা-বিড়ি খাওয়ার নাম করে বিশ্রাম নেয়। আমরা কাজ করেই যাই। কিন্তু, পুরুষেরা পায় ২২০ থেকে ২৫০ টাকা। আর আমরা পাই ১৮০ থেকে ২০০ টাকা।'

ফরিদপুর সদর উপজেলার আলিয়াবাদ ইউনিয়নের কিষানী রেহানা বেগম বলেন, 'আমরা নারীরা ক্ষেতে ও বাড়িতে কৃষির সব কাজগুলো করে থাকি। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করি। কিন্তু, আমাদের সমাজের ও বাড়ির লোকেরা মনে করে কাজ আমাকে করতে হবে এর আবার স্বীকৃতি কিসের। তারা মুখেও স্বীকার করতে চায়না যে, নারীরা অনেক কাজ করে।'

ঈশ্বরদির (পাবনা) ধানের চাতালে পুরুষ চাতাল শ্রমিকদের এক চাতাল বা একদাগ হিসেবে পারিশ্রমিক দেয়া হয় ৮০০ টাকা। তবে, নারী শ্রমিকদের কোন টাকা দেয়া হয়না। এক দাগ হিসাবে তারা জনপ্রতি ১৪ কেজি খুদ ও ১৪ কেজি ধানের কুঁড়া পারিশ্রমিক হিসেবে পায় যার বাজার মূল্য ৪৪০ টাকা।

টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত পারিবারিক অবৈতনিক শ্রম দেয়া নারীদের এবং মাঠে-ঘাটে কাজ করা নারীদের চালচিত্র প্রায় একই। সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকার বরাবরই অনুচ্চারিত ও অমীমাংসিত। উৎপাদন উপকরণ সমূহের উপর উৎপাদকদের (নারী কৃষক/কিষানী) অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা জরুরী। কৃষিজমি প্রস্তুতকরণ, সার-সেচ ব্যবহারে বিনিয়োগ সামর্থ কম থাকায় দরিদ্র কিষানীকে 'কার্ড' প্রদানের মাধ্যমে সরকারি সেবার আওতায় আনা জরুরী । শস্য তোলার পরবর্তী কর্মকান্ড বীজ সংরক্ষণ, নার্সারী ব্যবসা, পাটের আঁশ ছাড়ানো, সবজি উৎপাদন, গৃহাঙ্গন কৃষি, ফুলের চাষ, ফল-ফুল ও সবজি উৎপাদন স্থানীয় কৃষিজ পণ্যভিত্তিক কুটির শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা প্রভৃতি কাজে নারীর যোগ্যতা ও পরিশ্রমকে মর্যাদা দিতে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা ও মূলধনী সহায়তা বাড়ানো আবশ্যক। এতে কৃষিজীবি নারী তথা কিষানীদের সামাজিক নিরাপত্তা জালের আওতা বৃদ্ধি পাবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে অর্থনীতির সব খাতেই সেক্টরেই বর্তমানে নারীর অবদান অনস্বকার্য। তাই কৃষি খাতকে আরো শক্তিশালী, আধুনিক ও সময়োপযোগী করতে কিষানী ও নারী কৃষি শ্রমিকদের গুরুত্ব দিতেই হবে।

দেশের কৃষি এবং কিষান-কিষানীর সামগ্রিক উন্নয়নের প্রয়োজনে 'সামগ্রিক কৃষি সংস্কার কর্মসূচী' গ্রহন করে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো দ্রুত গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়।

১। কৃষিখাতের সংগে যুক্ত উৎপাদক গ্রামীণ নারীদেরকে কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং কৃষক হিসেবে তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

২। কৃষিখাতে সব সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন পর্যায়ে বর্ধিত করে নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে হবে।

৩। জমিতে পরিবারের নারী সদস্যদের অধিকার ও ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের বৈষম্যমূলক ধারাগুলো সংশোধন করে জমিতে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪। কৃষিভিত্তিক ব্যবসায়ে পরিবারের নারী সদস্যদেরও যাতে প্রবেশাধিকার থাকে সে জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে।

৫। ফসল তোলার পরবর্তী কর্মকান্ড, বীজ সংরক্ষণ, নার্সারি ব্যবসা, পাটের আঁশ ছাড়ানো, সবজি উৎপাদন, গৃহাঙ্গনে কৃষি, ফুলের চাষ, ফল-ফুল ও সবজি বীজ উৎপাদন, স্থানীয় কৃষিজ পণ্যভিত্তিক কুটির শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা প্রভৃতি কাজে নারীর আগ্রহ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা ও মুলধনী সহায়তা প্রদান করতে হবে।

৬। নারী-পুরুষ উভয়কেই সমান কাজে সমান মজুরী দিতে হবে।

৭। কৃষিকাজ অধিকতর দক্ষতার সাথে পরিচালনার লক্ষ্যে নারীদের ব্যবহার উপযোগী যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের জন্য বিভিন্ন গবেষনা প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করতে হবে। পাশাপাশি উদ্ভাবিত যন্ত্র মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য কৃষি অধিদপ্তরকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।

৮। কৃষিতে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাচিহ্নিত করণের জন্যে যথাযথ গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করে অসুবিধাসমূহ দূরীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। গ্রামীন নারী শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার রক্ষায় প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০। নারী কৃষকদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাদের উপযোগী নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১। বাজারে নারীদের জন্য আলাদা স্থান সংরক্ষিত রাখতে হবে।

১২। নারী কৃষক এবং নারী কৃষি শ্রমিকদের প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করতে হবে, সরকারকে এ জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

১৩। গ্রামীণ নারীদের কাছে কৃষি তথ্য পৌছে দেবার বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নারীর অবস্থান এখনো যথেষ্ট নাজুক। দেশে নারীদের গৃহস্থালির কাজের অর্থমূল্য হিসাব করা হয় না বলে অর্থনীতিতে নারীর অবদান আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সি পি ডি) গবেষণাপত্র বলা হয়েছে, বাংলাদেশের নারীরা দৈনিক গড়ে ১৬ ঘন্টা গৃহস্থালির কাজ করে। তারা সব মিলিয়ে প্রতি বছর ৭৭ কোটি ১৬ ঘন্টা কাজ করে। যার অর্থ মূল্য হয় ৬ হাজার ১০৩ কোটি ডলার। এই অর্থ জি ডি পি-তে যুক্ত হলে 'জি ডি পি-র' আকার দ্বিগুণেরও বেশি হতো। বাংলাদেশে একজন পুরুষ যে কাজ করে তার ৯৮ শতাংশই জি ডি পি-তে যুক্ত করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে, নারীর কাজের মাত্র ৪৭ শতাংশ জি ডি পি-তে যুক্ত হচ্ছে। কৃষি অর্থনীতিসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কর্মকান্ডে অনেক ক্ষেত্রেই নারী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তারপরও নারীর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, মাতৃত্বকালীন পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা প্রদান, আইনি ও নাগরিক অধিকার প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রণোদনায় সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর সুষম অংশগ্রহন নিশ্চিত হবে না। অর্থনীতিতে নারীদের সম্পূর্ন অন্তর্ভূক্তির মুখে বিদ্যমান অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারলে এক সময় সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি হবে নারী।

তথ্য সূত্র

১। মানুষের ইতিহাস (প্রচীন যুগ) আব্দুল হালিম ও নূরুন নাহার বেগম।

২। উন্নয়ন (কৃষিতে নারীর স্বীকৃতি কবে?-) আলতাব হোসেন।

৩। কৃষিতে রাষ্ট্রীয় ক্রমবর্ধমান প্রণোদনার সুবিধা কিষাণী বান্ধব করা প্রয়োজন- শরমিন্দ নীলোর্মি ও আহসান উদ্দিন আহম্মেদ।

৪। জাতীয় কৃষি কনভেনশন-২০০৮।

৫। দৈনিক 'প্রথম আলো।'

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Manpower Export in Bangladesh: Problems and Prospects

Sardar Syed Ahamed*
Md. Rezaul Karim**

1. Introduction

Migration is a significant feature of globalization. During the decade international migration of labor has increased tremendously. It has become important source of employment and plays a vital role in reducing poverty in Bangladesh. Labor migration has become an important factor for Bangladesh in respect of employment generation, GDP growth, poverty reduction. Manpower export has been increasing since 1976 except a few years. Number of migrant workers was 6087 in 1976 but at present it stands at 8.7 million and the flow of total remittances to Bangladesh stands at US $ 16566 million in 2013 (BMET-2013).

Remittances have now become a largest single source of foreign exchange earnings in Bangladesh. It is 11.14 percent of GDP and 53.5 percent of total export earnings of the country (Table-5). Remittance contributes towards increasing the income of the remittance receiving households and the standard of living. It increases investment in human capital, household consumption and also stimulates the savings and investment. At the household level remittances are used for meeting basic needs and other family expenses. Remittances have both direct

* Professor (Rtd), Vice President, Bangladesh Economics Teachers' Association

** Associate Professor, Dept. of Economics, Dhaka College, Dhaka and Vice President, Bangladesh Economics Teachers' Association

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

and indirect impacts on micro and macro level economics. It not only benefited the remittance receiving families but also contributes to the growth of output and national income. It helps to support payment of imported capital goods and raw materials for industries. The direct contributions of remittances to national income have grown rapidly in the past decade. Remittances have contributed to increase foreign exchange reserve of Bangladesh. Now foreign exchange reserve of Bangladesh is over US $ 21 billion which is more than 7 times higher than the foreign exchange reserve of the year 2005. (Ahmed-2014) We have a large unemployed labor force. In 2010 unemployment was 2.6 million and at present it stands at more than 3 million. And more than 10 million including unpaid family helpers (Ahmed-2014). Unemployment is a chronic problem in Bangladesh and it is possible to solve this problem to a great extent by exporting manpower. Manpower export is an instrument for increasing foreign exchange earnings and thereby increasing the national income and growth. Remittance has become a dominant variable for economic development of Bangladesh. Recognizing the importance of remittance and migration, the policy makers and the researchers become more attentive to this particular issue. So, we have selected such a topic of national importance for study.

2. Objective of the Study

(i) To analyze the overall impact of Bangladeshi migrants remittances on the economy of Bangladesh.

(ii) To assess the volume of remittances inflow to Bangladesh.

(iii) To analyze the trend of migration and remittance.

(iv) To focus on the prevailing problems and future prospects for increasing manpower exports from Bangladesh.

3. Methodology of the Study

The secondary data had been collected from Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Finance, Ministry of Labor and Employment, Ministry of Expatriate Welfare and Overseas Employment, Bureau of Manpower, Employment and Training, IOM, BIDS and Bangladesh Bank.

4. Volume of Remittances Inflow in Bangladesh since 2000

Globalization makes international migration easy and gets motion. Most of the migrants are labors. Due to unemployment problem and poverty migration of labor is increasing tremendously throughout the world. An estimated 200 million

of the World's people line outside their country of birth (Soddiqui 2012). From 2000 to 2010 worldwide flow of remittances increased more than three times. It was US $ 135 billion in 2000 and stood at US $ 449 billion in 2011 (World Bank 2012). Bangladesh is one of the largest manpower exporting countries in the world. She is the 8th largest remittance receiving country and 2nd largest remittance receiving country among the SARC countries (SUR-2013).The contribution of Bangladesh to the world remittance flows was 1.45 percent in 2000 & it stands at 2.5 percent in 2011.

Remittance is the largest single source of external inflows for Bangladesh. Remittances inflows to Bangladesh have increased nearly 6 times in the last decade from US $ 1082 million in the fiscal year 2000 to around US $ 11650 million in 2011 (Table -1).

Table 1: Composition of External inflows (US $ Million)

FY	Remittance	Grants	FDI and Portfolio Investment	ODA	Total	Share of Remittance *	Remittance GDP Ratio (%)
FY 01	1882	373	169	543	2967	63.4	4.0
FY 02	2501	479	385	298	3663	68.3	5.2
FY 03	3062	510	378	466	4416	69.3	5.9
FY 04	3369	257	282	147	4055	83.0	6.0
FY 05	3848	200	800	491	5339	72.0	6.4
FY 06	4802	500	775	535	6612	72.6	7.8
FY 07	5979	587	899	512	7977	72.6	8.7
FY 08	7915	703	795	758	10171	46.3	9.9
FY 09	9687	523	802	563	11577	83.7	10.8
FY 10	10987	564	519	914	12984	86.6	11.0
FY 11	11650	727	741	312	13429	86.7	10.5

Source: Bangladesh Bank (WB – 2012)

*Share of remittance calculated by the researchers

Remittance had been larger than average annual medium and long term official loans in the past decade. Migrants' remittances were 5 and half times larger than the total medium and long term capital flows received by Bangladesh in 2011 WB- 2012) . Remittance share to total external inflows was 63.40 percent in 2001 which increased to 86.7 percent in 2011 (Table -1). The volume of remittance inflow in Bangladesh in 2011- 2012 stood at US $ 12,843 million and further increased and stood at US $ 14,461 million in 2012-2013 (BER 2014).

5. Economic Impacts of Remittances on Bangladesh Economy

In Bangladesh, remittance has become one of the most important economic factors in the recent years. Remittances are spent for consumption and house building, and purchase of landed properties and various investment activities, such as business, industry, stock share, bonds, certificates and education etc. These activities produce various direct and indirect growth effects on the economy. These consumption expenditure and investment expenditure creates multiplier and acceleration effects on the economy. Remittance inflow to home country play significant role in reducing poverty in various ways and improve the standard of living of the poor. It contributes to economic growth and development of the country. Remittances have both micro and macro level impact. It is a source of income for migrant workers' households and livelihood. Remittance plays significant roles for remitter's family and for the economy of Bangladesh.

6. Macro Economic Impacts of Remittance

Remittance is increasing year after year and has become second largest sector of foreign exchange earnings next to RMG sector. It has created a new dimension in the economic development of Bangladesh. It reduces unemployment and poverty. It helps in balancing balance of payment, increasing foreign exchange reserves, enhancing national savings and investment and increasing velocity of money.

The most important macro economic impact of remittance is on the balance of payment and through that on the economy as a whole. Most of the years Bangladesh economy suffers from shortage of foreign exchange. Foreign exchange earnings through remittances are used for importing of capital goods and machineries.

Table 2: Impact of Remittance on balance of payment

(in US $ billion)

Year	Remittance	Import	Export	Trade balance
2002-2003	3.06	9.66	6.55	3.11
2003-2004	3.37	10.85	7.6	3.25
2004-2005	3.85	1318	8.65	4.52
2005-2006	4.80	14.75	10.53	4.22
2006-2007	5.98	17.16	12.18	4.98
2007-2008	7.92	21.63	14.11	7.52
2008-2009	9.69	22.51	15.57	6.94
2009-2010	10.97	23.74	16.20	7.53
2010-2011	11.65	33.65	22.92	10.73
2011-2012	12.84	35.51	24.30	11.21
2012-2013	14.46	34.08	27.02	7.06

Source: Bangladesh Bank, Bureau of Statistics and Bangladesh Economic review, 2014.

Bangladesh is always a trade deficit country. Import is larger than export (Table-2). Remittances are used to pay for trade deficit. Increasing remittances help to finance trade deficit and play a positive role on balance of payment by financing excess imports payments.

Remittances have direct effect on balance of payment. Remittance inflows help to reduce foreign exchange deficit needed to payment of imports and consolidate the balance of payment.

Remittance plays a significant role to bring current account balance positive.

Generally Bangladesh is considered a trade deficit country but statistics show current account balance during FY2005-06 to 2010-11 remained positive due to high remittance inflow, which in turn indicates that remittances play a significant role in Bangladesh economy (Table -3). Remittance plays a significant role to bring current account balance.

Table 3: Remittance, Trade Balance and Current Account Balance

(In Million)

Year	Current deficit including trade deficit	Current Transfer	Remittance	Current Transfer Account Balance
2004-2005	-4991	4290	4253	-557
2005-2006	-4614	5438	4802	824
2006-2007	-5602	6554	5979	952
2007-2008	-7849	8529	7915	680
2008-2009	-7810	10226	9689	2416
2009-2010	-7876	11596	10987	3724
2010-2011	-11080	12075	11650	995
2011-2012	-12069	13699	12735	1630
2012-2013	-12484	15009	14945	2525

Source: Bangladesh Economic Review 2014 :

Note: Current deficit includes trade balance service deficit and income deficit

The current account balance stood at US $1630 million in 2012 and it increased by US $ 2525 million in the fiscal year 2013 (Table-3).

Remittances have contributed a lot to maintain healthy foreign exchange reserve of Bangladesh. In the FY 2005 the amount of foreign exchange reserve was US $ 2,930 million and it stood at US $ 15315 million in 2013 (Table-4). In 2005 inflow of migrants' remittance to Bangladesh was US $ 3,848 million and foreign exchange reserve has increased with the increase in remittances and in 2014 foreign exchange reserve stands at US $ 20 billion and remittances stands at US$ 14224 million (Ahmed, 2014).

Table 4: Foreign exchange reserve and remittance growth

Year	Reserve (US $ million)	Growth (in percent)	Remittance (US $ million)	Growth (in percent)
2005	2930	8.32	3848.3	14.2
2006	3484	18.92	4801.9	24.8
2007	5077	45.72	5978.5	24.5
2008	6149	21.09	7914.8	32.4
2009	7471	21.50	9689.3	22.4
2010	10750	43.89	10987.4	13.4
2011	10912	1.51	11650.3	6.0
2012	10364	-5.02	12843.4	10.24
2013	15315	47.77	14461.4	12.6

Source: Bangladesh Bank Annual Report 2011-2012

It is seen from the Table-3 that the growth of remittance and reserve are increasing through the rate of growth differs. Foreign exchange reserve stood at US $ 15,315 million in 2013 and in the same period remittance stood at US $ 14,461 million.

It reveals the fact from the table that the remittances as a percentage of GDP (Table -4) has increased over the years until FY 2009-10 when it was recorded at 10.5 percent. However in FY 2011-12, the amount of remittance flow in the country amounted to US $ 12.44 billion while the amount of remittances as a percentage of GDP increased to 11.11 percent and the percentage change in remittance was 10.2 percent, and again it has risen at 11.14 per cent in 2012-13.

Table 5: Remittance and GDP, Export ratio

Year	Remittance (billion)	Change in remittance %	Remittance GDP ratio	GDP growth %	Remittance export ratio
2001	1.84	-3.4	4.0	4.2	29.1
2002	2.50	32.8	5.2	5.2	42.2
2003	3.06	22.4	5.9	6.3	44.3
2004	3.37	10.1	6.0	5.9	44.4
2005	3.85	14.2	7.7	6.6	45.6
2006	4.80	24.7	8.7	6.4	45.6
2007	5.98	24.5	9.9	6.2	49.9
2008	7.92	32.3	10.5	5.7	56.0
2009	9.69	22.4	10.8	6.0	62.2
2010	10.97	13.4	11.0	6.7	67.8
2011	11.65	6.0	10.5	6.7	50.6
2012	12.44	10.2	11.11	6.2	53.9
2013	14.46	12.5	11.14	6.0	53.5

Source: World Bank 2012, Bangladesh Economic Review-2014, Bangladesh Bank -2013.

Remittances as percentage of GDP highlight its growing importance in the economy of Bangladesh. The remittance - export ratio was 29.1 percent in 2001 which stands at 53.5 percent in 2013. The contribution of remittances as presented in Table-5 provide an overall idea about the relative importance of remittances vis-à-vis to the key macroeconomic variables and variation of this overtime.

It is observed from Table -5 that remittances in Bangladesh as a percentage of most macro-economic variables showed upward trend during the period from 2001-2013. Most significantly the remittances – GDP ratio was 4.0 percent which stood at 11.14 percent in 2013 whereas it was 3.5 percent in 1997 (BER 2014) The annual growth rate of remittances also shows a positive relationship with growth throughout years from 2001 to 2013. The amount of remittances gradually increased over the years with a small decline in recent years. Bangladesh has been the largest remittance receiving countries throughout the last two decades. Migrant workers' remittances have much impact on the growth of economy of Bangladesh. The growth effects of remittances can be decomposed into its impact on saving investment growth consumption, poverty and income distribution (Solimana 2003-6).

7. Trends of Remittance Inflow

During 1970s the rise in oil price created massive demand for unskilled and semi-skilled labor in oil exporting countries. Later on, in East Asian countries similar demand for unskilled labors were created. In 1976 stock of migrant workers were

Table 6: Trends of migration and remittances since 2000 –2011 to 2012-2013.

FY	Number of migration (000)	Percent change	Remittance (US$ million)	Percent change
2000-2001	213	-14.1	1882	-3.4
2001-2002	195	-54.9	2503	32.9
2002-2003	251	28.7	3060	22.2
2003-2004	299	19.12	3372	10.2
2004-2005	250	-16.3	3484	14.1
2005-2006	291	16.4	4802	24.8
2006-2007	564	93.8	5979	24.5
2007-2008	981	73.9	7915	34.4
2008-2009	650	-33.7	9689	21.9
2009-2010	427	-34.3	10987	13.4
2010-2011	439	2.8	11650	6.0
2011- 2012	691	54.4	12843	10.2
2012-2013	492	28.7	14461	12.6

Source: Bangladesh Economic Survey 2012-2013

only 6,087 and volume of remittance was only US $ 23.71 million (BER-2009). The number of migrant workers now is 8.7 million and volume of remittance to Bangladesh stands at US $ 116566 million (BMET-2013). Remittance per capita increased from US $ 24.3 in 2004 to US $ 77.4 in 2011. This increase reflects improvement in remittance per capita from US $ 1,107 in 2004 to US $ 1671 in 2011. In the same period an increase in the stock of migrant workers raised from 2.2 percent of population to 4.6 percent (WB- 2012)

Figure:1

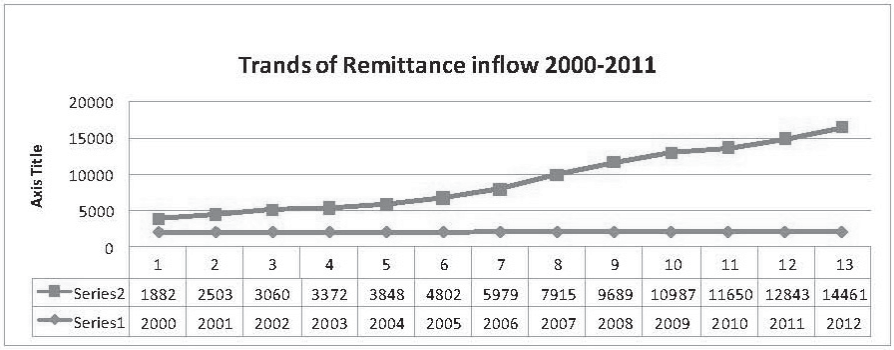

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Series2	1882	2503	3060	3372	3848	4802	5979	7915	9689	10987	11650	12843	14461
Series1	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012

It is observed from the table – 6 & figure-1 that during 2000-2001 to 2004-2005 annual average remittance inflow to Bangladesh was to US$ 2860 million and 2005-2006 to 2004-2010 it was US$ 7834 million. In the last 3 years average annual remittance was US$ 12985 million. It is also observed that form table 6 figure-1 that form 2001 to 2013 remittances increased 7.68 times. From 2005-2006 the volume of remittance was increasing at higher level. In 2012-2013 volume of remittance was ever highest in Bangladesh. In the fiscal year 2007-2008 remittance growth was highest but after that still now remittance is increasing but at a fluctuating rate (BER-2014).

It is seen from the Table –6 and figure-1 that yearly growth rate of remittances were highest in 2007-2008 and in 2001-2002 the rate was 32.9 percent. Again in 2005-2006 it was 24.8 percent. In 2008-2009 the rate was 21.9 percent and afterwards the rate is decreasing.

8. Trends in Migrants

International labor migration has become increasingly important in the modern world due to globalization. Globalization has created of different opportunities for migrants. Massive demand for unskilled labor in labor importing countries and limited opportunities of employment in the home country and also low level

wages etc. are factors behind labor outflows from Bangladesh. Higher wages in destination countries and employment opportunities determine labour migration level. Both push factors and pull factors together determine the level of migration. Outflow of migrants recorded by BMET since 1976 stands at 8.7 million in 2013. Data indicates a positive increasing trend of labor migrants throughout the period from 2000 to 2008 except for certain years. There was a sudden increase in outmigration in 2007-2008 when 981 thousand workers left Bangladesh for overseas employment. The number of migrant workers went down further to 650 thousand in 2008 after that decreasing (Table –6 and Figure-2).

Figure: 2

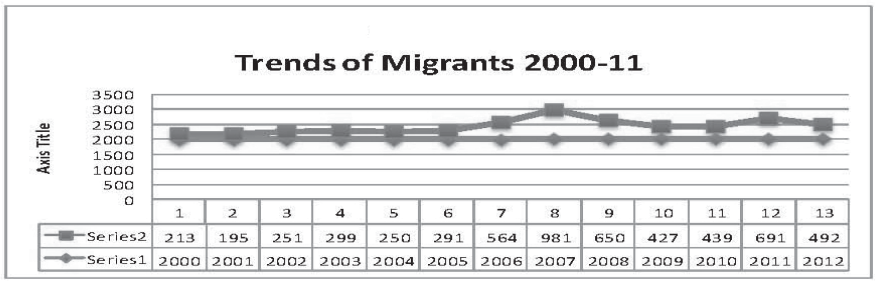

The volume does not depend on number of migrants. The growth rate of migrants has no direct relationship with the growth of remittances. It depends on previous stock of migrants and other factors such as level of wages, willingness to save and remit and also socio-economic and political factors prevailing both in native country and destination countries. It is seen from the table-6 and figure-2 that the growth rate of migration is very much fluctuating. In 2006 – 2007 the growth rate was 94 percent and in 2007-2008 it was about 74 percent. But the rate became negative in the following two years but again in 2010- 2011 the rate is increased and it was 2.8 percent afterwards the rate is decreasing.

9. Problems of Migration

Manpower export is an important sector for earning foreign exchange and reducing unemployment problem in a developing country like Bangladesh. Migration and remittance have played a great role in alleviating poverty in the country. But the migration process for the migrant workers is a complex task and full of hazards. Some of the barriers and bottlenecks are discussed in brief.

9.1. Channel of Migration

Bangladesh has millions and millions of unemployed labor force willing to be employed in foreign countries. But the process of migration from Bangladesh to foreign countries is complex and time consuming. Around 60 percent of migrant workers migrate independently, 39 percent with the help of recruiting agencies and about 1 percent migrate through government and other channels (W.B. 2012). Individual migrant receives their employment visa through social networks.

9.2. Cost of Migration

The actual average upfront cost of migration from Bangladesh is nearly three times higher than the official maximum charge.

Table 7: Costs of Migration

Migration Cost in (Taka)	Male (%)	Female (%)	All (%)
25,000	2.9	13.2	3.1
50,001-100,000	9.21	44.1	9.8
100,001-200,000	33.4	23.5	33.3
200,001-300,000	42.3	9.3	41.8
300,001-400,000	6.7	2.5	6.6
400,001+	3.8	3.9	3.8
Cost home by others	1.6	3.4	1.6
NI	12,114	205	12,319
Mean cost of migration	22,843	133,564	219,399

Source: 10 M-2010

According to IOM survey average migration cost is the Tk. 219.394 (Table-07) where as the government legal maximum charge for migration to the Middle West is Tk. 84000. (W.B-2012)

Table 8: Break down costs of Migration

Income of costs	Expenses (in Tk.)	Percentage
Government fce	1,763.33	0.80
Agency	23,569.90	10.29
Visa	20,460.29	9.33
Ticket fare	5.417.02	2.47
Intreme	130,518.93	59.49
other helpss	38,665.50	17.62
Mean expenses	219,394.98	100.00

Source: 10 M -2010

The cost of migrating from Bangladesh is the highest among the South Asian Countries. Cost of migration from Bangladesh is higher than Nepal, Pakistan and Sri Lanka (Ketheri – 2007). IGS 2010 asserts that Bangladeshi migrants often pay double what their counter parts in neighboring countries pay for migration (W.B – 2012).

The role of dalals in migration process is vital. They exploit migrant workers in different ways. They take away lion's share of migration cost. On an average for every migration, about 60 percent of cost has to pay to Dalals, helpers about 18 percent and visa and recruiting agencies are to be paid 10 percent of total migration cost. With increased competition from other labor exporting countries, the cost of obtaining a work visa has shifted from employers to recruiting agencies in the source countries. It is eventually passed on to the potential migrant workers (Siddique – 2009).

Migrant workers face a lot of problems in home country for migration. They have no knowledge about the migration process and the cost of migration. They are ignorant about the documents to be needed. As a result they are cheated by the dalal in many ways.

9.3. Sources of Finance of Migration

Most of the unskilled workers belong to poor families. In the absence of formal financing the migrant workers have to borrow at the rate of interest about Tk. 10 per month per hundred.

Table 9: Source of Financing for Migration

Sources	Percentage
Taking Loan	67.4
Family	40.9
Selling Land	24.4
Mortgage Land	23.1
Selling assets such as Jeweley	2
Cattle tree homes	0.1
Personal Savings	8.9
In lours	4.2
Provided by NGO	3.0
Dowary	05

Source: 10 M 2010

Note: Total Member of migrants of include in the sample Percentage

From the Table-9 it is observed that 67 percent of the total migrants workers

Taking loan, 24 percent of migrants sale landed property, 20 percent sales other assets and 23 percent mortgage land for financing managing migration cost.

9.4. Lower level of Wages

The wage level of Bangladeshi migrant workers is very low. Bangladeshi migrant workers are paid much less than the workers of the destination countries.

Figure 3: Remittance per Migrants per Year, 2010

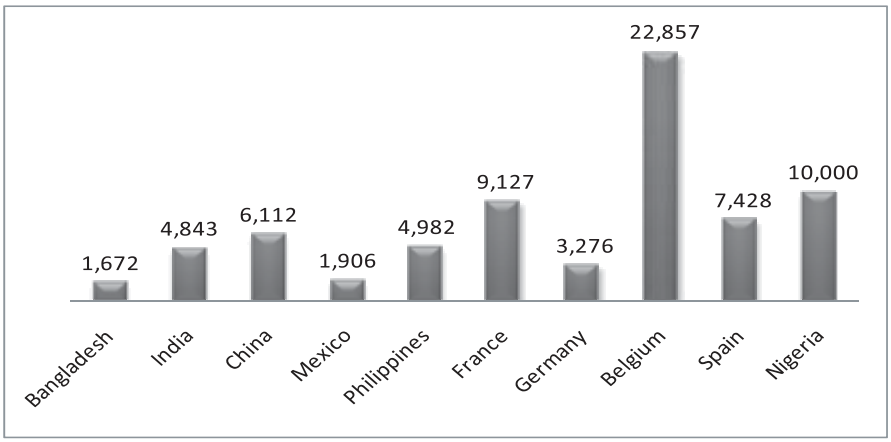

Source: World Bank-2012

India is the first and China is the second among the highest remittance receiving countries in the world. The volume of remittance in India is 5 times higher than Bangladesh. Remittance per migrant per year is the highest in Belgium which is more than 13 times higher than Bangladesh. Remittance per migrant per year in India and China are respectively $ 4843 and $ 6112. Remittance per migrant per year is higher in developed countries and lower in the developing countries. India is the highest remittance receiving country among the South Asian Countries. The position of Bangladesh is the second and Pakistan is the third among the SARC countries (**Figure-3).** The remittance per migrant in Belgium is about US$ 23000 but in Bangladesh which only US$ 1672 per migrant per year and which is about four times lower than even India (US$ 4800).

9.5. Political Unrest in Home & Foreign Countries

Political unrest in home and foreign countries disturb normal process of migration. During the war of Iraq-Iran and Iraq and Kuwait and America invasion

by Iraq export of manpower to those countries decreased. During political unrest in Lybia 36, 500 people have been repatriated from Lybia to Bangladeshi worker came back to Bangladesh (Islam) due to recent civil war in Iraq & in Lybia export of manpower to this countries declined. Recent political unrest in Syria, Lebanon, Egypt and some other countries hampers manpower export. Political unrest in Bangladesh also hampers our manpower export.

9.6. Short Time Job Duration of Migrant Worker

Most of the Bangladeshi migrants work in Saudi Arab, UAE, Bahrain, Kuwait, Oman and Qutar. At present stock of migrants are around 8 million of which 90 percent migrant workers are located in 10 countries. About 80 percent of migrants are employed in Middle East countries and the rest 20% are in South East Asian countries and other countries. Share of migrants in UK and USA respectively are 5.8 percent and 4.5 percent (World Bank -2012). The characteristics of migration to Middle East and South East Asian countries are that the jobs are short term and contractual basis. The jobs are temporary in nature. After the contract is over the migrant worker is bound to come back in native land.

9.7. Problems of Migration of Female Worker

Female migration from Bangladesh is much less than Philippine, Indonesia, Sri Lanka and Nepal. 75 percent of migrant workers of Philippine and Indonesia are women. The share of female migrants of total migrants in Bangladesh was 0.2 percent in 2000. Female migrants from Bangladesh constituted around 5 percent of the total outflow in 2009. And in 2010 percent of women migrants of total migrants increased by 6.48 percent (Siddiqui-2012). Female labor migration in Bangladesh was banned up to 2003. The share of female migration to total migration from Bangladesh may be 15 percent (WB-2012). In recent years demand for female workers has been increased for domestic service and garment industries in some countries.

Female migrant workers are the most sufferers in the destination countries. They are to work for unlimited hours in household. Even they are sometimes victims of sexual harassment. They are deprived of leave and rest recreation facilities. They are compelled to reside in the residence of the employers. They led a life of a slave in the middle age.

The convention concerning decent work for domestic workers for 2011-ILO convention 189 describes “the main rights given to domestic workers as decent works are daily and weekly (at least 24 hours) rest hours entitlement to minimum

wage and to choose the place where they live and spend their leave. Ratify states parties should take protective measures against violence and should enforce a minimum age which is consistent with the minimum age at other types of employment. Workers further have a right to a clear (perfectly written) communication of employment conditions which should in case of international recruitment be communicated period to immigration".

The signatory countries of this convention are Bolivia, Germany, Ghana, Italy, Morasses, Nicaragua, Paraguay, Philippines, South Africa and Uruguay. But the Middle- East countries did not sign this convention. So the household workers such as domestic workers, guards, drivers and malis are not under labor laws of those countries. It is a challenge to protect workers' interest and international labor standard. There is no way to solve any problem arising between worker and employer in the court. Employer himself is the person upon whom the migrant workers' interest lies (BMET- 2013).

9.8. Regional Disparities of Migration

Workers' remittances contributed to the well being of the remittance receiving households, but in Bangladesh there are disparities in access to migration. Household having expatriate workers are highly concentrated in some areas of the country relative to others. Over 82 percent of migrants abroad come from Dhaka, Chittagong & Sylhet. Migration form Chittagong division is highest (40 percent), Dhaka Division (35.5 Percent) where as in Rajshahi Division 7.2 percent, Khulna, 5.6 percent, Barisal 4.1 percent and in Rangpur it is 0.8 percent only (WB-2012).

Labours of remote areas lack behind due to information gap, absence of training facilities & limited network effects.

9.9. Lower Level Skill of Migrant Worker

Most of the Bangladeshi migrant's destination countries are the Middle -East countries & South Asian countries where wages of labor are very low in comparison to developed countries. Generally skilled migrant workers are paid higher wages. But most of the Bangladeshi workers are unskilled and paid low level of wages. Due to lower level of wages remittances flows to Bangladesh are low in comparison to huge number of expatriate workers. .

Table 10: Skill Composition of Migrant Workers from 2001 to 2012

Year	Professional	Skilled	Semi-skilled	Less-skilled	Total
2001	5940	42742	30702	109581	188965
2002	14450	56265	36025	118516	225256
2003	15862	74530	29236	134562	254190
2004	12202	110177	28327	122252	272958
2005	1945	113655	24546	112556	252702
2006	925	115468	33965	231158	381516
2007	676	165338	183673	482922	832609
2008	1864	292364	132825	448002	875055
2009	383	104627	18419	341922	465351
2010	387	90621	12469	279673	383150
2011	1192	229149	28729	308992	568062
2012	812	209368	20498	377120	607748

Source: Bangladesh Economic Review 2009, 2012 and Siddiqui-2012.

Figure 4 : Skill Composition of Migrant Workers 2001 & 2012

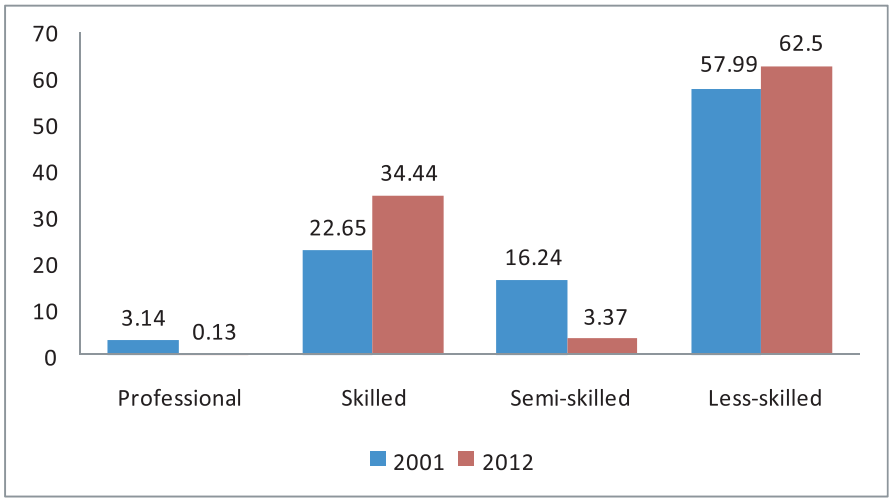

It is seen from table no. 10 and Figure-4 percentage of less skilled migrants is 50 to 60 percent on average. Unskilled migrants have a tendency to increase year after year but the percentage of professional are decreasing at an alarming rate which was 3.14 percent in 2001 but decreased to 0.13 percent in 2012. The percentage of semi skilled workers have also decreased significantly which was 16 percent in 2001 but in 2012 it stands at 3.37 percent. Per migrant earning

differs because of differences in skills and volume of remittances depend on migrants composition.

Flow of remittances depends on migrant's wages in destination countries and propensity to save and remit. Duration of migration family structure (age, children, dependency etc.) affect money transfer and network effect. Remittances greatly depend on migrant workers nature of job. Temporary migrants remit comparatively more money than the skilled. The unskilled migrant's propensity to save is more than the skilled but their earnings are than the skilled. Income of this skilled labour is three times higher than an unskilled migrant labour.

9.10. Professional Immobility of Labor in Destination

The Bangladeshi migrant workers are engaged in jobs of temporary nature and are contractual basis. They cannot change jobs due to contract. So the workers who have sufficient efficiency to get a job of higher salary are unable to avail of the opportunity because of contractual barriers.

9.11. Exploitation by the Middle Man

Most of the time remitters have to pay excessive amount of money to the dalas for helping to send abroad. Sometimes remitters are exploited by dalals for wrong visa and work permit.

9.12. Illegal Migration

Illegal migration of the Bangladeshi migrant workers is the causes of decline of manpower export to Middle East countries and Malaysia. Saudi Arab, EUA, and Malaysia had stopped imports of workers from Bangladesh. Bangladesh workers in those countries lost their good will due to different misconduct. Due to misconduct and false visa and work permit those countries impose embargo on export of manpower form Bangladesh.

More than 10 lac migrant workers become illegal in Saudi Arab, Malaysia and in Iraq. The migrant workers had become illegal for various reasons, end of contract, false visa, false work permits etc, are the causes of illegal migrant.

The migrant costs of migrants are very high in Bangladesh due to dalals and agents. The migrant workers are engaged in connatural basis and jobs are temporary nature. After the expiration of the contract period, the migrants are unable to earn even the migration cost. The migrations cost in Middle East countries are 2-3 lac and in Malaysia 3-4 lac Taka. Failing to earn even the

migration cost. The migrant wants to stay in the destination countries. In this way illegal migrants are crated.

9.13. G to G Agreement and Non-co-operation by the Agents

As migration cost of Bangladesh is much higher than in our neighboring countries the Government of Bangladesh attempted to fix migration cost at a minimum level. To this end government of Bangladesh signed G to G agreement with some countries. The cost of migration to Malaysia has been fixed at Taka 33,176, in Jordan Taka 14,000 and in Korea it is fixed at Taka 65,000 (BER- 2013). After G to G agreement export of manpower to Malaysia decreased drastically. Export of manpower in Malaysia has been declined due to non-cooperation of the manpower exporting agents.

9.14. Lack of Education and Training

Remittances vary according to level of education, types of job and skillness. Skilled migrants earn more money but remit less money than the unskilled. The skilled migrant workers are permanent job holders. They are more likely to take their family with them in the destination country. The JOM survey 2010 shows that remittances sent by Bangladeshi migrant have high positive correlations to their level of education. Remittances are higher in case of Doctors, Engineers & Professors. A migrant with secondary education remit taka 30,000/- on an average per annum more than a migrant without secondary education. A migrant with higher education is likely to remit on average Tk. 40,000/- and a unskilled migrant is likely to remit Tk. 29,000/- per annum. (WB 2012)

Education Status of Expatriates

Sl.No	Qualification	Percentage
01	Illiterate	9.56
02	1-1X	61.50
03	SSC/ Equivalent	16.25
04	HSC/ Equivalent	7.19
05	Degree/Hons	2.47
06	Masters	0.62
07	MBBS/Eng.	2.41

Sourc SUR-BBS-2013

About 9.56% of total expatriates are illiterate and 90.44% are literate. Out of the total expatriates 61.50% has passed class-I to IX, 16.25% obtained SSC or equivalent degree, 2.47% has graduation or graduation with honours degree,

0.62% has masters degree and 2.41% has medical or engineering degrees. About 87.82% of the total expatriates did not take any formal training before leaving the country. However 12.18% undertook some level of formal training at home. Among the trained migrants, the highest share, 6.01%, received vocational training followed by 1.79% on language, 0.38% on computer, 1.59% on driving and 2.41% on others. (SUR-2013).

Although countries Singapore, Japan, France and Canada account for a small share of total expatriates of Bangladesh, these countries are predominantly the destination of trained workers. At the same time, Middle Eastern countries have become the main destinations of untrained Bangladeshi workers.

9.15. Kafala: Labour migration to GCC Countries and the Arab states are mainly governed under a system of migration which is known as Kafala. The system provides the legal framework for recruitment, stay, work and exit of migrant to and foreign GCC countries. In the kafala system employment assume full responsibilities of the employment during the contract period. After the contract is over the migrant is supposed to go back to his (own country of origin). It is a system of slavery.

Under the kafala system the sponsor is supposed to pay commission to recruitment agencies for recruitment of foreign workers. The contract is for two years. The workers is supposed to work for one employer. In recent decades kafells are nominally involved in the employment of foreign workers. They allow their names to be used to sponsor foreign workers in exchange of money. The dalals who could be nationals of the origin countries organize the business (Siddiqui 2013)

As the workers are under absolute power of the kafala, the employers takes the passport of the migrant worker and store with him. The workers are forced to serve at lower rate of wages which was in the contract. Gulf Co-operation Council and in Arab countries are heavily dependent on foreign labour. According to a estimate of ILO 25 million of migrant workers work in those countries. This 25 million of labour work as slaves and deprived of their just share and benefits of jobs. It is a strange state that in civilized world still salary system like kafala is still operating.

9.16. Lack of Labour Law in Destination Countries.

There exist disparities among the workers of the destination countries & migrated workers regarding wages level and other service benefits. The destination's own workers are paid much higher wages, than migrant workers in the same jobs.

In some countries there is no labour law of its own and in some countries there is no labour law for migrant workers. The middle east countries do not follow the ILO conventions. Some countries do not obey International Human Rights. The migrant workers have no access to court if there are deprived of the legal pay or for any inhuman or illegal activates done by the employers. The migrant workers engaged in Middle East countries are the worst suffers in these cases.

9.17. Language Problem

Language is one of the important problems for the migrant workers. Most of our migrant workers are illiterate and less educated. Due to language problem migrant workers in abroad suffer in service receiving and transactions and even in work place and court.

9.18. Illiteracy & Ignorance

Most of the migrant workers of Bangladesh are unskilled and illiterate or almost illiterate. They are not aware of government migration process, rules and regulations. They are unable to find out real manpower recruiting agency and do not know the exact migration cost. They even do not Know that migration may be possible through government and about financing form Probashi kallan Bank. Due to ignorance of the migrant workers, the Dalals takes the opportunity to exploit them in different phases of the migration. Sometimes the simple and innocent people are caught in tap of the pacher kari teams. In recent years about three lac migrant workers had been illegalized in Malaysia of which 30 thousand were for cheating by argents, dalal, and foreign employers (Nahar-2013).

10. Prospects

Demand for labor started to create in the Middle -East countries since 1970s with the rise in oil price. Massive construction works in those countries was created demand for unskilled labor at a large scale. The share of foreign labor force to total labor force is significant in those countries. They are mostly dependent on foreign labor force. In Qatar it is 94%, UAE 89 %, Oman 73 %, Saudi Arabia 87%. Kuwait 83% and Bahrain it is 45 % (Kalam -2013). Labor of South Asia and South East Asian countries are migrated to those countries.

In Bahrain 91. % of the foreign labor is employed from South Asian countries, it is 66.64 % in KSA, 61.95 % in Oman, 57.38 % in UAE. About 70 % of Bangladeshi migrant workers migrated to these countries.

Table 11: Foreign Labor Force and Share of South Asia in the Middle East Countries.

Country	Total labor force	Foreign labor force (Percent)	Share of South Asia (Percent)
Oman	100	73	57.38
Kuwait	100	83	50.87
KSA	100	89	56.84
Qater	100	49	66.63
Bahrain	100	94	61.95
	100	45	91.29

Source: Kazi Abul Kalam, BMET -2013 (Compiled)

The demand for female labor was also created in the Middle- East countries with the economic development of those countries. Philippines, Indonesia, Sri lanka, Nepal are main female labor suppliers to the Middle -East countries. The position of Bangladesh in exporting female labor was lowest up to 2003, when female labor migration was banned. In the recent years female migration is increasing.

Due to misconduct and illegal activities, Saudi Arabia, UAE and Malaysia in 2011 put embargo on manpower importing from Bangladesh. And the same is the case with Malaysia. Deterioration of bi-lateral relationships with some Middle- East countries manpower export from Bangladesh decreased drastically. If the illegal activities occurred by the agents, ***dalals*** and migrants are stopped and bi-lateral relationships of the government improve export of manpower to those countries further may be increased.

We should bear in mind that we have competitors in the international labor market. Export of manpower in Malaysia was increased tremendously in 2007 and 2008 but afterwards decreased drastically. After G to G agreement export of manpower in Malaysia decreased and in 2013 it decreased by 0.13 percent only. To find out causes of decrease and solution is urgent.

According to a report of World Bank in 2012 Bangladesh is the 7th largest remittance receiving country and in respect of export of manpower her position is the 4th in the world. The number of migrants in Bangladesh is 5.4 million and in India was in the first position while manpower export was 11.4 million. Though population of Bangladesh is 1/9th of India but export of manpower is half of the India. Manpower export from China was 8.3 million, Mexico 11.9 million, Philippines 4.3 million in and in Germany it was 3.5 million. The position of manpower export of Bangladesh is up to the mark. (WB-2012)

The General Agreement on Trade and in Services (GATS) is a new agreement which came into force with founding of the World Trade Organization (WTO) in 1995 as a result of the Uruguay Round negotiation. Now-a day the negotiations under WTO framework are important for developing countries. Temporary Movement of Natural Persons (TMNP) i.e., Mode-4 can provide it with the opportunities to send its people abroad to deliver services (Hassain-2010).

Major developed countries are facing changing demographic and economic trends that projected an important need for increased low skilled worker participation over the next 50 years. Mc Donald and Kippen (2001) concluded that demographic and economic trends from 2000 to 2050 are projected to reduce labor supply in many of the major developed countries such as the USA, Australia and Germany. In many other developed countries there will be the labor shortage within next twenty years. Aging of population, retirement, young people entering the work force at a later stage, low birth rates and an increase in living standard leaving the local population less interested in low skilled work etc. are the causes of demand for low skilled labor in developed countries.

In some developed countries, labor supply is projected to stagnate or fall in the next 10 years. Australia and Canada are likely to experience rising levels of labor force only until 2015, after that levels will become constant. In Netherlands and in Sweden labor supply is projected to fall after 2015. Labor force of Germany and Japan will decline in near future. The growth and development of the developed countries will depend on a fast growing labor force that will require low skilled workers. Given the substantial need for low skilled workers in developed countries,. LDCs have a 230 million unemployed labors and they may provide a good source of temporary workers (Hussain-2010). Bangladesh is a labor surplus country with a unemployment of 2.6 million and including unpaid family helpers it is 10 million over. Most labors are unskilled and less skilled. Migration of unskilled and less skilled reduces unemployment and reduces poverty at the same time. Skilled migrants income are higher but do not play role to reduce poverty as they are from well to do families. GATS mode-4 or temporary movement of natural persons is especially important for Bangladesh. Bangladesh has significant scope of gaining benefits from GATS especially in terms of exporting services through Mode-4.

Conclusion

Over a decade export of manpower from Bangladesh has been increased at a progressive rate except certain years. Migrants' remittances are now a development alternative for Bangladesh. Manpower export and earning remittance contributed a lot in our development. Now the economy would be greatly affected if the remittance earnings do not continue at a prevailing rate. And the unemployment problem will be turned into a serious problem. Recent decreasing tendency of both migration and remittance have disappointed the nation.

To improve bi-lateral relationship with Saudi Arabia, UAE, Kuwait is a urgent need for Bangladesh. To find out the causes of failure of G to G agreement with Malaysia and to adopt proper steps is the demand of the time. Training facilities should be expanded every nock and corner of the country. Exploration of new labor markets is mostly needed for increasing manpower export. There are disparities of migration among divisions and districts of the countries. So measures should be taken to reduce migration disparities. Necessary measures should be taken to increase female migration. To control the illegal activities of the ***dalals*** and recruiting agents, necessary laws should be imposed. The foreign embassies of Bangladesh should take active part to solve the problems of migrant workers in destination countries.

References

1. Adams Jr., R. A., 2006, The Demographic, Economic and Financial Determinants of International Remittances in Developing Countries, World Bank.
2. Ahmed S.S., 2014, Manpower Export Problems and Prospects, monthly Aikor Barta, Sept.
3. Ahmed S.S., 2007, Globalization and the Economy of Bangladesh, BEA Samoyiki.
4. BMET Souvenir, 2013.
5. BBS, 2013, Survey of Utilization of Remittance.
6. BBS, 2010, Bangladesh Labour Force Survey.
7. BBS, 2010, Household Expenditure Survey.
8. Bangladesh Bank, 2010, 2011, 2012, Annual Report.
9. Bangladesh Economic Review, 2009, 2012, 2013, 2014.
10. Chowdhury, K.,R.,et.al.,2010, Remittance as a Tool of Economic Development, Bangladesh Perspective, Bangladesh Research Publication Journal.
11. GOB, 2010, Raihan, S. et.al., Bangladesh Quarterly, MOI.
12. GOB, 2011, 6th Five Year Plan, MOP.
13. Huq, A.T.M., Zahurul, 2011, Analysis of Foreign Remittance and Its Effects on Bangladesh: Pursuant to Global and Local Changes Since 2000, Bangladesh Economic Journal, BETA.
14. IMO, 2010, World Migration Report.
15. IMO, 2009, The Bangladesh Household Remittance Survey.
16. Khan, W., W., R, 2008, The Micro Level Impact of Foreign Remittances on Incomes in Bangladesh: A Measurement Approach Using the Propensity Score, CPD, Dhaka.
17. Reza, M.S., et .al., 2012,Impact of Global Financial Crisis on the Economy of Bangladesh, BEA.
18. Siddiqui, M.,A.,2012, Migration and Remittances: Recent Trends and Future Opportunities for Bangladesh, BEA.
19. Titumir, R., M.,et.al.,2011, Bangladesh Economic Updates, Unnayan Onneshn.
20. World Bank, 2012, Bangladesh Development Report, Vol. 2.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Employment and Unemployment Situation in Bangladesh: A Dismal Picture of Development

Sarder Syed Ahmed*
Md. Rezaul Karim Khan**

Introduction

Employment is the main source of earning income and livelihood for most of the people of Bangladesh. Employment and poverty are closely related with each other. Poverty reduces with the augmentation in employment. Employment creates earning capacity and ensures workers entitlement on goods and services. Employment greatly depends on investment. Investment is the most vital factor for economic growth and development. Investment generates employment. Creation of employment opportunities is important for poverty alleviation and sustainable development. Employment not only helps the unemployed but also his/her family members to meet basic necessities of life. Their expenditures create multiplier effects on the economy. Unemployment and poverty are two great problems in Bangladesh. If sufficient jobs are not generated unemployment problem will create many complex social and political problems. If sufficient employment opportunities are not created present declining rate of poverty may further revert back. One third of the households in Bangladesh still live below the upper poverty line and 17 per cent live in extreme poverty (HES-2010). Agriculture is still the dominating sector of the economy where 47.3 per cent of labour force is engaged (LFS-2010).

* Professor and Research Fellow Centre for Transportation and Development Research, Vice President BETA

** Lecturer Economics, Basail Emdad Hamida Degree College, Tangail.

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

The total labour force of the country is 56.7 million of which 69.6 percent is male (39.5 million) and the rest 30.4 percent is female (17.2 million). Most of the female labour force are employed in household work which is not included in counting GDP. The rate of unemployment is 4.5 per cent. Number of day labour is 10.6 million, unpaid family helpers are 11.8 million, and rate of under employment is 20.3 per cent. The labour force employed in agriculture suffers from disguised unemployment and under employment.

The youth and educated labour force of the country mostly suffers from unemployment and under employment. The economy of Bangladesh expands 5.8 per cent yearly but the labour force was increased by 4.6 per cent during the period 2000 to 2010. A total of 15.1 million new jobs were created but 20.1 million new labours entered in to the labour force (World Bank-2012). The unemployment was 1.3 million in 1995 which has been increased by 100% and stood at 2.6 million in 2010. If the unpaid family helper taken in to account unemployment stood at 8 million in 2010 which may be more than 10 million at present. The above facts indicate the dismal picture of growth and development of Bangladesh.

1. Objectives of the paper

- The general objective of the paper is to assess present employment and unemployment situation of Bangladesh.
- To find out effects of globalization and environmental degradation on employment.
- To find out causes of slow growth of employment in the country.
- To suggest measures to increase employment opportunities and to reduce discrepancies in service related matters.

2. Methodology and data sources

The study is an analytical research. Data are collected form secondary sources, primary data are not collected. Sources of data are different published reports, books and journals. In the study simply statistical tables and graphs are used. Data are collected from different concerned organizations.

3. Labour Force and Employment Situation of Bangladesh

Bangladesh is a labour surplus country with a population of 156 million. In 1995-1996 population was 122.1 million and labour force was 36.1 million while

percentage of labour force in total population was 29.56 percent. With the increase of population share of labour force in total population increased and stood at 38.3% and labour force increased to 56.7 million in 2010 while population was 147.7 million. It can be seen from the table-1 & figure-1 that percentage of labour force had been increased by 57% from 1995-96 to 2010. It is observed that since 1995-96 to 2010 average annual growth of labour force was 2.06%. During the same period 1.37 million labour added with labour force.

Table 1: Labour Force and Employment Situation (Million)

Sl.No.	Year	Labour Force	Employed	Unemployed
01	1995-96	36.1	34.8	1.3
02	1999-00	40.7	39.0	1.8
03	2002-03	46.3	44.3	2.0
04	2005-06	49.5	47.4	2.1
05	2010	56.7	54.1	2.6

Source: BBS, Labour Force Surveys,

- *Rate of Employment & Labour Force Growth Rate for 2009, From 6th Five Years Plane.*

Figure-1
Labour Force and Employment Situation (Million)

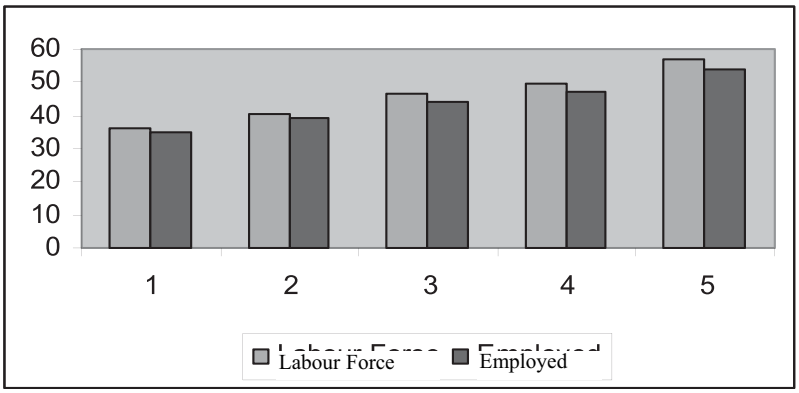

In 1995-96 employed labour force was 34.8 million which increased to 54.1 million in 2010. During the period 19.3 million additional employment was created. From 1995 to 2010 average annual groth of employed was 1.28 million and from 1999 to 2010 total 15.1 million new jobs were created.

4. Labour force participation

Rate of labour force participation in 1974 was 43.8 percent which stood at 59.3 per cent in 2010. It was 15.0 per cent higher than labour force participation of the

year 1974. Labour force participation rate is increasing and in 2010 it increased to 59.3 percent. The increase in labour force is mostly due to increase of female labour which increased from 4.1 percent to 36 percent from the year 1974 to 2010. Male labour participation rate fluctuated during the period (table2)

Table 2: Labour Force Participation Rate by Gender (%)

Period	Labour Force Participation	Male	Female
1974	43.8	80.4	4.1
1981	44.3	-	4.3
1984	43.9	78.5	8.0
1985	43.9	78.2	8.2
1986	46.5	81.4	9.9
1989	47.0	-	-
1991	48.8	-	-
1996	52.0	87.0	15.8
2000	54.9	84.0	23.9
2003	57.3	87.4	26.1
2006	58.5	86.8	29.2
2010	59.3	82.5	36.0

Source: Bangladesh Bureau of Statistics, Labour Force Surveys

Due to expansion of female education female employment increased. Self-employment in non-agricultural activities increased due to micro credit of NGOs where females are the main borrowers.

Table 3: Employment of Labour Force by Gender & by Location of Residence (Million)

		By Sex			By Locality		
Sl. No.	Year	Total	Male	Female	Total	Rural	Urban
01	2000	39.0	31.1	7.9	39.0	30.3	8.7
02	2002-03	44.3	34.5	9.8	44.3	33.6	10.7
03	2005-06	47.4	36.1	11.3	47.4	36.1	11.3
04	2010	54.1	37.9	16.2	54.1	41.7	12.4

Source: BBS, Labour Force Surveys,

5. Employment by Gender and by locality

During a decade from 2000 to 2010 the number of male employment increased from 31.1 million to 37.9 million i.e. an average annual increment of .68 million. The number of total employment was 39 million which stood at 54.1 million, which means 15.1 million additional employments. Female employment increased from 7.9 million in 2000 to 16.2 million in 2010, implying an annual growth of .83 million and total 8.3 million. The rural employment is more than 3 times than in urban area. Rural employment was 30.3 million in 2000 which stood at 41.7 million in 2010 (Table 3 and Figure -2).

Figure-2
Employment of Labour Force by Gender

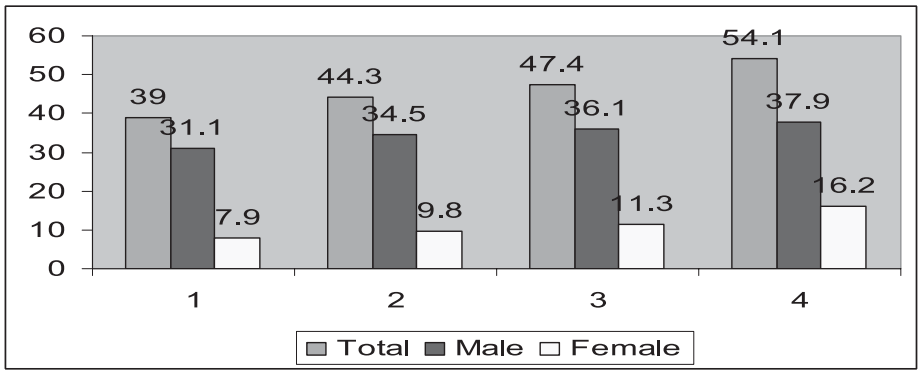

It is seen from the table-3 & that rural employed had been increased from 30.3 million in 2000 to 41.7 million in 2010. In the urban areas employment of labour force increased at the rate of 4.25 per cent which is higher than rural areas (37.87 percent). Due to urbanization, rural-urban migration has increased largely but still rural economy is the main source of employment generation. Nonfarm activities in rural areas have increased at higher rate. As a result employment in rural areas have increased from 30.3 million to 41.7 million during the period.

The labour force in Bangladesh has expanded rapidly over the last two decades. The total labour force was 63.8 million (including temporary migrants abroad) in 2010 compared with 43.7 million in 2000. The vast majority (87 percent) of the total employed labour, particularly female are engaged in informal activities. Of the total female employed labour force 92 per cent was employed in informal sector, compared to 85 per cent male labour. Self employed workers constituted (22 million) the largest group accounting 41 per cent of total working labour in 2010, followed by unpaid family helpers 22 percent (11 million). More than 60

percent female labour worked as unpaid family workers in 2010. Percentage of employed population declined from 44.2 percent in 2000 to 44 percent in 2010 (WB-2012).

6. Share of Employed Labour Force (Above 15 years) by Sector

It is evident from the appendix table-2 that agriculture sector is still the highest source of employment. In the year 2010, 47.33 percent of labour force was employed in agricultural sector. Between the Labour Force Surveys of 2005-2006 and 2010 the number of agricultural workers decreased by 0.77 percent (below one percent). In 2010, 15.47 percent of labour force is employed in trade, hotel and restaurant which is the second highest sector of employment. Employment in manufacturing is increasing at a very slow rate. In 1995-96 its share in employment was 10.06 percent and in 2010 it stood at 12.34 percent. The share of transport and communication was 7.37 percent and construction was 4.79 percent.

7. Unemployment and Under Employment Situation

Under employment increased from 16.6 percent to 20.3 percent during 2000 to 2010. During this period 20.1 million new labour joined the labour force. The rate of employment is 3.1 percent but the growth rate of labour force is more than the rate of employment. From the figure 3 and 4 it can be seen that in 1995-1996 the rate of unemployment was 2.5 percent and in 1999-2000 the rate increased to 4.3 percent but from 2005-2006 the rate declined. In 2010 the rate of employment increased but the rate of unemployment was also increased and stood at 4.5 percent.The rate of unemployment was 2.5 percent in 1995-1996 but it increased to 4.5 percent in 2010. (Table:4 & figure 3)

Table 4: Rates of Employment and unemployment (1995-2010)

Sl.NO	Year	Rate of Employment	Rate of Unemployment	Labour Force Growth Rate
01	1995-96	1.9	2.5	2.2
02	1999-20	2.9	4.3	3.0
03	2002-03	4.3	4.3	4.3
04	2005-06	2.3	4.2	2.3
05	2010	3.1	4.5	3.2

Source: BBS, Labour Force Surveys,

- *Rate of Employment & Labour Force Growth Rate for 2009, From 6th Five Years Plan*

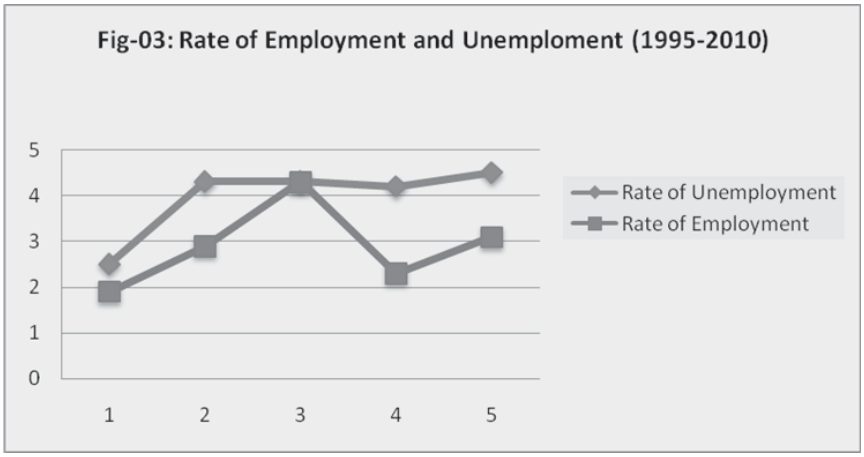

It can be seen form table 4 & Figure 3 that labour force growth rate is higher than the rate of employment and the rate of unemployment is higher than the rate of employment. It is also observed from figure 3 that except 2002-2003 the rate of unemployment is always higher than the rate of employment.

Figure-4
Situation of unemployment (1995-2010 in million)

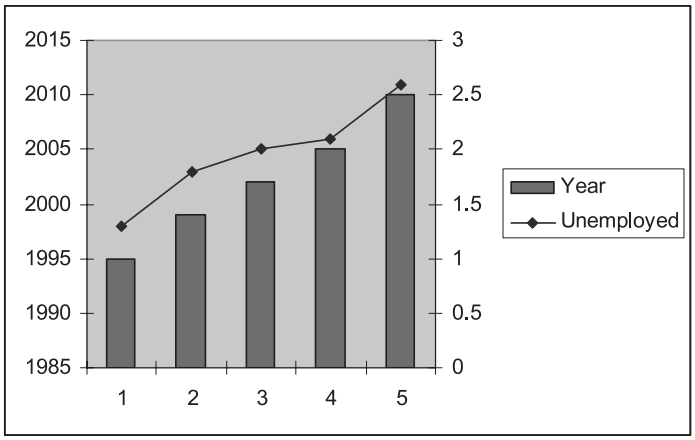

It can be seen from Table-1 and Figure 4 that in 1995-96 unemployed was 1.3 million which increased to 1.8 million in 1999-2000. In 2005 & 06 unemployed was 2.1 million which stood at 2.6 million in 2010 which means 0.5 million addtional unemployed. The trend of unemployment is rising.

Educated unemployment is a problem in Bangladesh. The percentage of educated unemployment in Bangladesh is more than that of India. The percentage of educated unemployment in Bangladesh is 14 percent and in India it is 11 percent. In Vietnam it is 5 percent only (6th five year plan)

Table-5 shows unemployed persons aged 15 years and above by level of education and unemployment.

Table 5: Unemployed Person aged 15 years and over by level of education and unemployment

Sl. No.	Level of Education	Total (000)	Unemployment Rate
1.	Class I – V	491	3.79
2.	Class VI – VIII	419	5.18
3.	Class IX – X	364	7.16
4.	SSC/Equivalent	258	7.33
5.	HSC/Equivalent	288	13.74
6.	Masters/Equivalent	84	10.25
7.	Engineering/Medical	15	14.27

Source: Labour force survey-2010 (P-76-77)(Table No.5.3)

It is observed from the table no. 5 that the highest unemployment rate was for those with educational level engineering or medical (14.27%) followed by HSC (13.74%) and Master degree (10.25%).

Unemployment rate as per definition of ILO is 4.5% but including the unpaid family labour the unemployment rate stands at 14.16%. This rate is 6.63% for male and 31.49% for female (LFS-2010).

The under employment rate for aged 15 years and over by economic category at national level is 20.31% and for urban area 12.40% and for rural area 22.67% (LPS-2010). In the agriculture sector there is seasonal unemployment which is a common feature of Bangladesh agriculture. In the agricultural sector due to structural change and introduction of modern cultivation disguised unemployment has increased where marginal productivity of labour tends to be negative or near to zero. Change in pattern of crop cultivation reduces employment opportunities of agricultural labour. Educated unemployment is a great problem in the country. Every year 3.5 lac students pass out holding degree and master degree from the colleges and universities (23.10.14 The Daily Prothom Alo)

8. Globalization and Employment

Globalization is a process of expansion of free trade, transformation and diffusion of knowledge, increasing mobility of labour, increasing competition in the global market. The forces and actors behind globalization process are Multinational Corporations, World Bank, International Monietory Fund and World Trade Organization. World Trade created a foundation of integrating of all economics.

Due to globalization the countries of the world have become borderless. The whole world has become free for multinational corporations to invest anywhere in the world, in the name of FDI. The giant multinational companies now determine demand for goods and services and consumption pattern of the world people. The economy of Bangladesh is integrated with the world economy significantly which is a part of globalization process for more than two decades. The economy of Bangladesh started to integrate with the global economy since 1990s. In the 20th century Bangladesh was able to make herself free from depending on foreign assistance and started to become a trade dependent nation. Due to global economic changes Bangladesh economy has also undergone a massive change. The structural change of the economy shifts the employment pattern of the country.

Due to globalization capital intensive production technology is imported and used in different sectors of economy. Professor Anu Mohammad said that- due to trade liberalization many of our textile, vegetable-oil, paper, pesticides, rubber and foot wear industries were shutdown and as a result number of jobless people increased. Among 2000 sick industries about 200 industries were shutdown for direct impact of trade liberalization (Ahmed-2007). After phase out MFA and quota from 2004, Bangladesh had to face keen competition with China, India, Pakistan, Korea and Hong Kong. Bangladesh is a signatory of Trade Related Intellectual Property Rights of Agreement of WTO. A few multinational corporations enjoy the benefit of this agreement. They control our pesticides and pharmaceutical production of the country. They occupy our telecommunication and other important services sector. Due to effects of market economy government industries were privatized or declared lay off. The jute mills of Bangladesh have been destroyed and thousands of people lost jobs and became unemployed. Only in Adamjee Jute Mill a total of 40,000 workers lost their jobs. City of industry Khulna became lifeless due to shutdown of the jute mills.

Once Bangladesh was famous for hand loom industry but after the introduction of market economy hand looms started to shutdown. At present 5.70 lac weavers of 38% hand looms become unemployed due to introduction of power loom (BER-2013).

The cottage industries in rural areas have been destroyed. Gold smith, black smith, porter etc. left their professions due to loss of market of their products. The local industries have been destroyed due to uneven competition from the multinationals. We have a large population but the market is under the control of multinationals due to trade openness or import liberalization and FDI. .

Globalization has some positive effects on employment. International labour migration is a significant feature of globalization. Due to globalization international migration has become increasingly important factor. Globalization makes room for millions and millions of unemployed workers to be employed in different parts of the world. Bangladesh is a labour surplus country. From 2004-2005 manpower export of Bangladesh is increasing year after year. Since 1976 a large number of Bangladeshi migrant workers have migrated to Middle East countries and East Asian countries.

9. Environmental degradation and Employment in agriculture

Structural change of Bangladesh agriculture has taken place very slowly. Mechanical devices such as tractors, power tillers etc. reduced the use of animal power and human labour. All these factors reduce employment opportunities in rural sector. Rural Bangladesh was full of much common properties like ponds, open water fields, canals and rivers, grass land and gardens. The poor people could enjoy the above common properties like other public goods and could create self employment. Due to degradation and destruction of environmental goods employment opportunities are reduced. Over and above the cultivation of HYV requires pesticides and chemical fertilizer which degrade land fertility and create water pollution. Once open field-water was an abundant source of fish. But due to scarcity of water flood plain water fish resources decreased. Use of Pesticides and chemicals are added fuel to fire the problems & reduce employment opportunity of the rural poor. Employment in livestock sector reduced due to mechanization in crop cultivation. This sub-sector is labour intensive and provides employment for 20% of population but mechanization reduces the use of livestock in farming. Now the rural households do not rear livestock due to lack of feeds and lack of time. Animal power is now useless and costly to use. We are losing cow dung as a manure and fuel for cooking, milk as delicious drink, nutritious meat and raw materials for leather industries. As a result many people who were engaged in livestock rearing became unemployed. In some cases mechanization helps to increase employment opportunities. For HYV and hybrid seeds, irrigation is essential and boro rice is more labour intensive than transplanted in Amon. Aus is

labour intensive but the cultivation area of Aus is very limited. Robi crops were also important source of employment for rural woman and it was feeds for livestock and domestic birds. After introduction of HYV, cultivation of robi crops decreased.

Employment and poverty greatly depend on natural resources especially on water resources. Water is essential for agriculture and its productivity. Bangladesh is deprived of her due share of water of the Ganges Employment related to water resources such as fishing, boats, fishing traps and boats making have been reduced to a great extent. Due to scarcity of surface water agriculture productivity hampers in different region of Bangladesh. Environmental degradation and ecological imbalance are mainly for the adverse effect of Farakka Barrage.

10. Increase of employment since 2000 to 2010

It is evident from table 6 that majority of the working labour force are employed in the agriculture sector and it is increasing. From 2005 to 2010 about 3 million increased in this sector. It is seen from the table 6 that in 1999-2000 employment in manufacturing sector was 3.7 million.

From 2005-2006 it was 5.2 million and stood at 6.7 million in the year 2010. In the construction industry 73.3 percent employment has been increased from 2005-2006 to 2010. In the year 2010 number of employed in this sector stood at 2.60 million which was more than double of the year 1999-2000. Employment in trade,

Table 6: Employment by Major Industry, 1999-2000 to 2010 (In million)

Sector	1999–2000	2002–03	2005–06	2010
Agriculture	19.80	22.90	22.80	25.70
Mining & quarrying	0.20	0.10	0.10	0.10
Manufacturing	3.70	4.30	5.20	6.70
Electricity, gas & water	0.10	0.10	0.10	0.10
Construction	1.10	1.50	1.50	2.60
Trade, hotel & restaurant	6.10	6.70	7.80	8.40
Transport, maintenance & communication	2.50	3.00	4.00	4.00
Finance, business & services	0.40	0.30	0.70	10.00
Public administration and defense	-	2.5	2.6	2.3
Commodities & personal services	5.10	2.70	2.60	3.40
Total	39.00	44.30	47.40	54.10

Source: BBS Labour Force Surveys 1992 to 2010.

hotel and restaurant increased by 7.6 percent from 2005-2006 to 2010 and stood at 8.4 million. The participation of labour force increased in a great extent in the finance and business service. In the year 1995 where 0.57 million people were engaged in this sector it increased to 10 million in the year 2010. This sector is now also the second highest employment sector after agriculture.

11. Employment by Broad Sectors

The growth dimension is largely provided by modern manufacturing and service sector. The transformation of a peasant agrarian economy to an organized manufacturing and service economy also provide the employment opportunity for absorbing growing labour force into productive and good jobs. The nature of the shifts of main sectors are shown in the appendix table no.3. It is observed from table 3 that over the three decades the share of the industry sector to GDP increased gradually and continued to increase. In 2012-2013 it stood at 31.19 percent from17.31 percent of the year 1980-81. The share of agriculture to GDP decreases and stood at 19.42 percent only. The share of GDP in service sector is increasing gradually and stood at 49.45 percent in 2012-2013. (Appendix table-3) The average labour productivity has increased since 1971 but from a very low base. The average labour productivity in Bangladesh is low in comparison to other countries. It is US$ 125 in Bangladesh. The average labour productivity in India is US$ 206, US$339 in China, US$ 232 in Sri Lanka, US$335 in Indonesia and US$136 in Vietnam (6th five year) plan. In the 1970s and 1980s manufacturing sector's performance was constrained by the dominance of poor performing nationalized enterprises, in ward looking trade policies and inadequate private industrial investment due to poor incentives. Bangladesh has made progress in specializing in labour intensive manufacturing (e.g. R.M.G and foot wear) where its comparative advantage lies. The share of manufacturing in total employment remains virtually stagnant around 8% until the 1990s. This share began to rise slowly and the job creation effect of the RMG sector began. As a result the employment share has now grown to 12 percent (6th five year plan). The service sector has performed relatively better than agriculture and manufacturing and has been most important contribution to growing acceleration in Bangladesh. The trade policy of Bangladesh shifted to free trade or openness. Trade barriers removed to integrate with global economy. Hundreds of industries closed down in the initial stage of free trade regime. Now the labour intensive RMG sector has become most important manufacturing industries and our export composition have changed. RMG takes the place of primary agricultural product and jute goods. RMG sector now contribute about 80% of export earnings. The ability of

Table 7: Shift in the structure of Employment (In million)

Broad sector	1999-2000	2002-2003	2005-2006	2010
Agriculture	19.8 (50.76)	22.9 (51.69)	22.8 (48.10)	25.7 (47.50)
Manufacturing	3.7 (9.48)	4.3 (9.71)	5.2 (10.97)	6.7 (12.38)
Services	15.5 (39.75)	17.1 (38.60)	19.4 (40.93)	21.7 (40.12)
Total	39.00(100)	44.3(100)	47.4(100)	54.1(100)

Source: 6th five years planning and BBS-Labour forces Survey-2010

Figure in parentheses indicates percentage

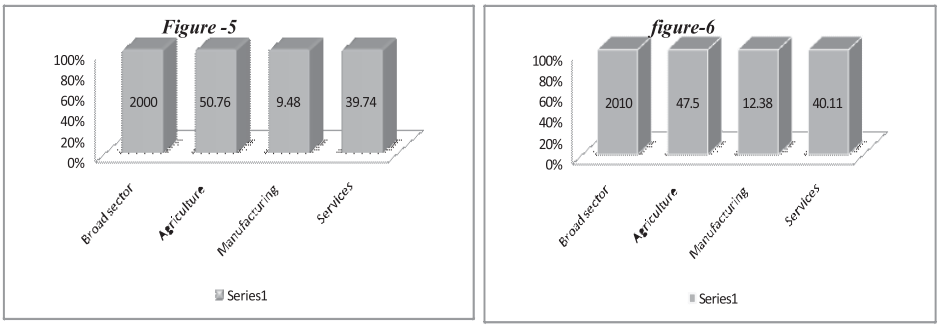

manufacturing sector to create jobs has been sharply weaker than its growth and export performance.

It is seen from the (table7 and figures 5 & 6) that in 1999-2000 employment in manufacturing was 3.7 million which increased to 6.7 million in the year 2010. In the same period employment in service sector was 15.5 million that increased to 21.7 million in the year 2010. In manufacturing sector 12.38 percent, in agriculture 47.50 percent and in service sector 40 percent labour force were employed in the year 2010.

The 6th five year plan states that only 22 percent of the employed labour force is engaged in the formal sector. Thus some 11 percent of employed labour is in manufacturing and another 11 percent is on organized services. The remaining 78 percent is still engaged in informal actives. The responsiveness of employment of growth in manufacturing is low. Between 1981 and 2010 value added in manufacturing grew by 6.4 percent annually whereas employment increased by 3.9 percent. The weak progress in transforming the labour market is an indication of major weakness in the Bangladesh development strategy (6th five year plan).

12. Present employment situation

Investment in the industrial sector generates large number of managerial, technical, supervisory and skilled-unskilled job opportunities. In the year 2001 actual FDI inflow to Bangladesh was 354 million US dollar which stood at 1136

Table 8: Employment in industries and over seas employment 2001-2013

Sl.No	Year	No. of jobs Projected	No. of migration workers	Total employment
01	2001-02	373625	188465	582521
02	2002-03	273754	225256	499010
03	2003-04	319516	254140	573706
04	2004-05	425232	272458	698190
05	2005-06	428529	252702	671231
06	2006-07	458478	381516	839994
07	2007-08	410744	832609	1243353
08	2008-09	308037	875055	1183092
09	2009-10	330663	475278	805941
10	2010-11	503662	340702	844364
11	2011-12	451114	568062	1019176
12	2012-13	309000	607798	916798
	Total=	4659348	5325091	9984419

Source: BOI registered industries from BER 2014, Migrant workers BMET-2013

Figure-7
Employment in industries and over seas employment

million US dollar in the year 2011. In 2001 total investment projects registered with BOI were 1,05,400 crore taka which increased to 8,78,932 crore taka in 2011-12 (BER – 2012). But employment creation in industries gives a gloomy picture. Number of employment is very low due to adaption of capital intensive technology.

It can be seen from (table no.8 & figure 7) that employment in industries from 2001-2002 to 2012-2013 were 4659348. In the same period 5325091 workers migrated to foreign countries for employment. Average annual employment in industrial sector was 388279 and average annual migrant workers were 443757. Employment in industries and over seas employment together constitute annual average employment of 8320334 workers. Job creation for 8320334 people per year is not at all satisfactory. During the period from 2011-2013 total 6.3 million new jobs were cretated of which 4.8 million in domestic economy and 1.5 million overseas (Ahmed-2014).

For attracting foreign investment Export Processing Zones (EPZ) are established in the country. The cumulative investment in EPZ up to June 2013 stood at US $ 3001.74 million and number of industries are 426 with employment of 3,82,230 persond only, 64 percent of them are female. (BER–2014). Political turmoil of Bangladesh in the end of 2013 caused heavy losses to the economy. FDI have increased but private investment is in a stagnant position. Employment opportunities are not created as was estimated.

Agriculture is still the dominating sector of the economy where 47.3% labour force is engaged though its contribution to GDP is only 19%. Employment in Agricultural sector is increasing. The labour force engaged in agricultural sector suffers from disguised unemployment and underemployment. The problem of youth and educated labour force of the country are acute.

For creation of new jobs it is essential to increase investment in industrial sector. 15.1 million new jobs were created with an additional employment of 2.9 million in agricultural sector during the period from 2005 to 2010 which means out of 15.1 million jobs 20% was in agriculture. Employment in agriculture further means additional laour force contributing nothing to total production. From 2011 to 2013 total number of labour force stands at 63 million (56.7 in 2010+6.3 in 2011-2013, based on annual additional labour force 2.1 million). In the said period 6.3 million new jobs or employment opportunities were created and employed labour force stood at 60.4 million (54.1 million in 2010 employed labour force+6.3 million new employed labour forces in 2011-2013). So additional

employment stands at (63 minus 60.4) 2.6 million which means unemployment situation did not improve. Number of unemployment remains the same.

Average productivity of labour in agriculture is very low. We should transfer people from low productivity activities to higher productivity jobs. Bangladesh is a capital scarce country due low level of saving and investment private investment is in a stagnant position. FDI is in increasing tendency in the recent years. Foreign investors invest on chemical, textile & in service sector. Employment opportunities have not increased as we needs. They invest in capital intensive production technology. The mobile companies have employed only 13,000 persons as full time employees though they invest millions and millions of dollar.Local national investment is discouraged though local investment is more labour intensive. Local industries are suffering from market constraint. Without nationalistic feeling demand for local goods will not be created. So reducing unemployment through industrial development is a dream. To increase over seas employment is a good measure to reduce unemployment.

13. Employment in RMG sector

In the year 2000 total employed labour force was 39.0 million and in 2010 it stood at 54.1 million. In the same period employed female labour force was 7.9 million and 16.2 million respectively. Employment of female labour force has increased by 105% i.e. more than double from 2000 to 2010 (Labor Force Survey 2010).

The share of woman employed in agriculture is now 41 percent and 28.1 percent in manufacturing. 90 percent of the workers in garments are female. In 2010 about 35 percent of the employed woman worked in non-agriculture sector of which more than one third is engaged in RMG sector (WB-2012).

In 2000-01 number of garment industry was 3480 which increased to 5150 in 2010-11. In the same period employment in this sector was 1.5 million which increased to 3.6 million (BBS 2012).

14. Over seas Employment

International migration reduces poverty and provides employment and it is the second main source (after RMG sector) of foreign exchange earning for Bangladesh. The total number of exported workers of Bangladesh is 8.7 million and the volume of remittance inflow to Bangladesh stood at 116566 million US dollar sicnce 1976 to 2013. In the year 2012-2013, volume of remitance was 14461 million which is more than eleven percent of the countriy's GDP and about

53% of our export earning. (BER 2013 and Ahmed 2014). Bangladesh has become one of the largest remittance receiving countries of the world (World Bank 2012). Bangladesh is the 8th largest remittance receiving country in the world BBS-SUR-2013)

Due to global economic change export of manpower is increasing day by day. In 1976 only 6087 workers were exported to a few countries (10 to 15 countries). At present our labour market is expanded spread to 159 countries of the world. (BER

Table-9 : Trends of migration and remittances since 2000-2001 to 2012

Year	No. of migration	Percent change	Remittance	Percent change
2000	213	-14.1	1882	-3.4
2001	195	-54.9	2503	32.9
2002	251	28.7	3060	22.2
2003	299	19.12	3372	10.2
2004	250	-16.3	3848	14.1
2005	291	16.4	4802	24.8
2006	564	93.8	5979	24.5
2007	981	73.9	7915	34.4
2008	650	-33.7	9689	21.9
2009	427	-34.3	10987	13.4
2010	439	2.8	11650	6.0
2011	691	54.4	12843	10.2
2012	492	28.7	14461	12.6

Source: Bangladesh Economic Reveiw-2012-13

Figure-8
Trends of migration and remittances since 2000-2001 to 2012

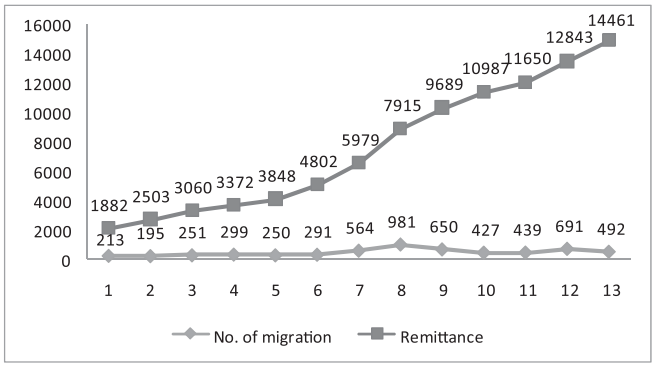

2013 Major destination countries of Bangladeshi migrant's workers are Saudi Arabin, UAE, Malaysia, U.K, U.S.A Oman, Kuwait, Singapore, Qatar and Bahrain.

Our professional and skilled migrant workers destination countries are mainly the U.K, U.S.A, Australia, Germany, Japan and Italy. From 2011 export of manpower is decreasing due to deterioration of bilateral relation-ship with some Middle East countries and G to G agreement with Malaysia.

The export of manpower to Saudi Arabia was 73 percent in 2001 it has decreased to 2 percent in 2013. The share of migrant to Malaysia stands at 0.13 percent and in Kuwait it was zero percent. From 2000 to 2008 migration increased and after that it was decreasing (BER-2013). If the decreasing trend continues the economy may face financial crisis (Table-9, Figure-8).

Bangladesh exports manpower to forge in countries and earns huge volume of remittance. But volume of remittance is very low in comparison to number of migrant. From 1976 to 2013 our stock of migrants stood at 8.7 million but their wage level is very low. Our migrants skill level is very low. Less skilled consists of 53 percent and semiskilled 14 percent, skilled 31 percent and professional 2 percent (From 1976 to 2013) BMET 2013. Remittance per migrant is only US $ 1672 which is 3 times above in India, more than 4 times in China and 13 times above in Belgium (WB 2012). Most migrant workers are engaged in temporary jobs. Their jobs are on contractual basis. Female migration is low which is 6.48 percent only. [Siddiqui (2012)] Female migrant workers may be increased if proper steps are taken.

The growth of migration is fluctuating. Political unrest in the Middle East countries, Gulf war, American invasion in Iraq and civil war in Libya and political violence in Egypt, Syria, Lebanon are responsible for fluctuation in migration.

Since 1976 Saudi Arabia, Kuwait and Oman are the major destination countries for Bangladeshi migrant workers. Export of manpower to those countries fluctuated from time to time. Economic condition, bilateral relationship and employment policy of those countries are the causes of fluctuation.

Suggestion

In order to create more employment opportunities and to solve the problems related to services, the following measures are suggested:

1. Educated unemployment is a great problem in Bangladesh. An educated unemployed is a victim of double loss. At the time of study he is to expend

money for his studies and he lost income during studies when he could earn. The government bears a portion of educational expenses. So unemployment is a huge wastage of resources. Therefore, manpower planning is essential for Bangladesh.

2. The quality of the higher educated in Bangladesh is now a burning question. People think that the quality of higher education in the private universities is not up to the mark or below the standard. Employers are unwilling to recruit the products of private Universities. It is the responsibilities of the government to maintain quality education. The government should take necessary steps to maintain standard of degrees.
3. There is discrepancy in recruitment policy & rules among the different organizations regarding gender, educational qualification & recruitment process. A uniform equal employment opportunity should be ensured by the government. To this end laws may be passed.
4. Age of entry in jobs in Bangladesh is also discriminatory. For the general job seeker age is fixed at 30 years. Due to the increase of service age of the service holders for 2 or 3 years employment in government and semi government organization was stagnant. The young job seekers are deprived of their due share because of increase in service age. The age of entry level may be fixed at 32 years.
5. The higher education of Bangladesh is expanding without any consideration of employment. The government should be careful in establishing new universities. The universities should not be the factories of producing unemployment.
6. In the government and semi-government organizations different quotas system are prevailing. All sorts of quotas should be rearranged for the greatest interest of the nation. Due to quotas the meritorious job seekers are deprived of their due share and the nation is also deprived of their service.
7. Private sectors are the open field for exploitation of labors. They pay the wages of labour according to their sweet will. They impose iron law of wages in determining wages. They do not follow any rules and regulations. The government should come forward and take necessary actions to prevent exploitation and to establish justice.
8. There is no employment policy and service rules consisting rights and privileges in the private sectors. A national employment policy should be framed by the government.

9. To create employment opportunities more industries should be set up but investment climate of the country is not favorable. Necessary steps should be taken to improve investment climate of the country.
10. Rate of interest in the country is very much high. So cost of investment is also high. Rate of interest should be fixed as minimum as possible.
11. Political unrest and hartal is a common thing in the country. Political unrest should be minimized to create favorable investment climate.
12. The present trend of growth of industries is capital intensive nature. In order to create more jobs labour intensive production technology should be adopted.
13. There is discrimination regarding investment opportunities between local private investors and foreign investors. Discrimination between local private investors and foreign investors should be reduced.
14. Technical education has direct relationship with employment. More technical job oriented education system should be introduced .
15. Technical education centers are to be set up for the people who want to go to foreign countries for employment.
16. At present near about 5 lac workers migrate to foreign countries annually. So the migration process is to be simple and short.
17. Labour productivity in Bangladesh is in very low level in comparison to other Asian Countries. In China it was US$ 339, Indonesia US$ 335, Srilanka US$ 232, India US$ 208, Vietnam US$ 136 but in Bangladesh it is only US$ 125. So good jobs should be created where labour productivity will be high.
18. Unnecessary harassment by the dalals and manpower recruiting agencies should be stopped by passing laws.
19. Natural resources such as water, forest should be kept free from degradation. Leasing Rivers, canals and common properties should be kept for common use so that poor people have free access to those public properties where they will be able to create self employment.
20. Micro credit is a source of self employment but the rate of interest charged by the NGO's is very high (30% - 35%). Interest rate of NGO's should be re-fixed at a minimum level.
21. Migrant workers' remittances play a vital role in the economy of Bangladesh. The volume of remittance was 14461 US million dollars in 2013 which was

11.45% of our GDP. But 84% of remittance is used for consumption purposes. Measures may be taken to increase savings and investment. Remittance may increase self-employment and investment in joint venture industries.

22. Recruitment process of government job is too much length and time consuming. The Bangladesh Public Service Commission is over loaded. Several Public Service Commissions may be established under certain jurisdiction.
23. To find out the cause of failure of G to G argument with Malaysia and measures should be taken to improve the situation.
24. Steps should be taken to improve bilateral relationship with Saudi Arabia, UEA and Kuwait to increase manpower exportation in those countries.
25. To solve the problem of unemployment development of local industries is a vital factor. Necessary measures should be taken to protect local industries.
26. To increase overseas employment exploration of new labor markets is very important. To this ends measures should be taken urgently.

14. Conclusions

Most of our labour force is employed in agriculture where the labours suffer from disguised unemployment and under employment. Any further increase of employment in agriculture further lowers the productivity of labour. Scarcity of land has limitation for further absorption of labour in agriculture.

Educational institutions become the factories of producing huge number of unemployed people. So we should be careful to establish new educational intuitions specially universities. Steps should be taken to proper manpower planning. Export of manpower at present is suffering from various problems. But we should remember that international labour migration is the largest source of our productive employment. Labour migration reduces unemployment and their remittance reduces poverty directly. Remittance is the single largest source of foreign exchange earning in Bangladesh. So necessary measures should be taken to increase manpower exportation and to increase remittances. Employment is related to livelihood. It is a basic right of all citizens. It is the duty of the state to create gainful employment for every citizen. All the citizens of the state are equal in the eye of law. Equal pay for equal works is also a justice. In Bangladesh there are disparities of wages between male and female, between government and

private and among private and private. So necessary laws are to be passed to eliminate discrepancies in employment, recruitments, wages and other rights and privileges. National level employment policy may be formed with a view to proper use of human resources. A service rule is a safe guard for employees. A uniform service rule for all services irrespective of govt. and non-govt. organizations may be introduced for the greater interest of the large number of labour force.

References

1. Ahmed Sarder Syed (2007) - Globalization and the Economy of Bangladesh-BEA.
2. Ahmed Sarder Syed (2014)- Export of Manpower: Problems and Prospcts Monthly Aikar Barta, September and October 2014.
3. BBS (2010) Labour Force Survey 2010.
4. BMET Suvenior- 2013
5. Begum Afroza and et.al. (2014) Global Economic Changes and its Impact on Bangladesh Economy.
6. Choudhury Ashraf Uddin (2010) Dynamism and Sclerosis in Bangladesh labour market, Bangladesh Journal of Political Economy- BEA.
7. Farashuddin Mohammed (2010) Education, Employment and Equity-Bangladesh Journal of Political Economy- BEA.
8. Gob- Ministry of Planning, Planning Commission (2011) 6th five year plan.
9. GOB Ministry of Finance (2012-2013) Bangladesh Economic Review.
10. Huq ATM Zahurul (2011) Analysis of Foreign Remittances and its Effect on Bangladesh- pursuant to global and local changes since 2000- Bangladesh Economic Journal. BETA.
11. Islam Md. Nazrul (2010) Impact of Irrigation on Share Tenancy and farm employment in Bangladesh.
12 Mahabub Mohammed Ali (2007) Profile of Woman Labour Force in Garments Industry- A Supply and Demand side analyses.
13. Mukungu Kumer Pal and et.al. (2014) Domestic workers of Bangladesh, DBDM Journal of Research.
14. Nobi Md. Golzare (2010) Microfinance for poverty alleviation in Bangladesh- An analysis of outreach impact and sustain ability BEA.
15 Reza, Md. Selim and et.al. (2011) Impact of global financial crisis on the Economy of Bangladesh, Bangladesh Journal of Political Economy- BEA.
16. Siddiqui Moksud Belal (2012)- Migration and Remittance: Recent Trends and Future Opportunities for Bangladesh, BEA seminar 2012.
17. World Bank (2005c) World Development Report: A better investment climate for everyone.
18. World Bank (2012) Bangladesh Development Report-Volume-2.
19. Yesmin Sabira (2012) Poverty, Discrimination and Employment-BEA.

Appendix

Table 1: Projected Pattern of Employment in the SFYP (Million)

Sector	FY10	FY11	FY12	FY13	FY14	FY15
Agriculture	23.2	23.0	22.8	22.6	22.3	22.0
Manufacturing	6.1	6.7	7.44	8.0	8.7	9.7
Construction	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9
Services	21.2	22.3	23.2	24.6	25.8	27.0
Total employment	52.4	54.1	55.8	57.6	59.5	61.6
Employment Growth (%)	4.0	3.2	3.1	3.3	3.2	3.2
Additional Employment		1.7	1.7	1.8	1.9	1.9
Unemployment Rate (%)	4.0	4.1	4.0	4.0	4.0	3.7
Labour Force	54.5	56.2	58.0	59.9	61.8	63.7

Source: SFYP Projections

Tabel 2: Share of Employed Labour Force (Above 15 years) by Sector

Sector	1995–96	1999–00	2002–03	2005–06	2010
Agriculture, forestry and fishery	48.85	50.77	51.69	48.10	47.33
Mining & quarrying	Ñ	0.51	0.23	0.21	0.18
Manufacturing	10.06	9.49	9.71	10.97	12.34
Power, gas & water	0.29	0.26	0.23	0.21	0.18
Construction	2.87	2.82	3.39	3.16	4.79
Trade, hotel & restaurant	17.24	15.64	15.34	16.45	15.47
Transport, maintenance & communication	6.32	6.41	6.77	8.44	7.37
Finance, business & services	0.57	1.03	0.68	1.48	1.84
Commodities & personal services	13.79	13.08	5.64	5.49	6.26
Public administration and defence	Ñ	Ñ	6.32	5.49	4.24
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Source: Labour Force Survey (LFS), 1995-96, 1999-00, 2002-03, 2005-06 & 2010 BBS.
Note: According to Labour Force Survey 2002-03, 2005-06 & 2010, population above 15 years of age has been counted as labour force, but in the previous surveys the criterion for counting labour force was population above 10 years.

Table 3: Sectoral share of GDP at constant price (percent)

	1980-81	1990-91	2000-2001	2012-2013
Agriculture	33.07	29.23	25.03	19.42
Industry	17.31	24.04	26.20	31.19
Service	49.62	49.73	48.77	49.45
Total	100	100	100	100

Source: Bangladesh Economic Review-2013

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

জেন্ডার সমতা ঃ মহাজোট সরকারের অর্জন ও আগামীর কথা

হান্নানা বেগম*

পূর্বকথা

বলতে দ্বিধা নেই, জেন্ডার সমতা নিয়ে আমরা যাঁরা জীবনভর লড়াই সংগ্রাম করেছি, মুক্তিযুদ্ধে জীবন হাতে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছি, বৈষ্যমের প্রতিবাদে জনতার আওয়াজ এখনও কানে পৌছায়; দায়িত্ববোধ করছি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকারের দল প্রতিশ্রুতি কতটুক রাখতে পারল, অথবা পারল না, অথবা না পারার কারণের পেছনে কি কারণ আছে তা মূল্যায়নের জন্য। আমরা জানি, জেন্ডার সমতা অর্জনের এ পথ দীর্ঘ কিন্তু, অসম্ভব, অসাধ্য কিছু নয়। এ দেশের জন-মানুষ ধর্মানুরাগী কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। মৌলবাদ তাদের বিভ্রান্ত করে, কিন্তু তারা মৌলবাদী নয়। উনসত্তরের গণ-আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধে এ সাধারণ জনতার হাতে হাত ধরে আমরা নীতিবান নিরস্ত্র জনগণ বিজয়ী হয়েছি নীতিহীন সশস্ত্র বাহিনীকে পরাজিত করে। মৌলবাদ বা রাজনৈতিক ধর্ম ব্যবসায়ীরা নারীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামের বিরুদ্ধে ধর্মীয় উন্মাদোনা সৃষ্টি করতে পারে, শিক্ষা, প্রশাসন বা অর্থনীতির অগ্রযাত্রাকে ব্যহত করতে পারে। কিন্তু এটি সতত সত্য যে, বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্ব অথবা ইসলাম আবির্ভাবকালের বিশ্ব কখনও নারীর শিক্ষা, প্রশাসন বা অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে অস্বীকার করেনি। ইতিহাস বলেছে– রাসুল্লালাহ্ (স) এর স্ত্রী বিবি খাদিজা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন, তিনি তাকে ভালোবাসতেন। বাংলাদেশের নারী অথবা একজন বিশ্বনারী – ঘরে বাইরে মিলে পুরুষের চেয়ে অধিকতর অর্থনৈতিক কাজ করে। অতএব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রকে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় ঠাঁই করে নেয়ার জন্য দেশের নারী-পুরুষ প্রতিবন্ধী সকলকে সম-পর্যায়ে আনতে হবে। সমপর্যায়ে আনতে হলে সম-সুযোগ দিতে হবে, তার জন্য তাঁদের সম-অধিকার দিতে হবে। অনেক মুসলিম দেশ তা করেছে। আমরা বিশ্বব্যাংককে বিশ্ব কল্যাণকামী মনে করি না, তারপরও তাদের গবেষণার ওপর আস্থা করা যায়। সম্প্রতি বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অগ্রসরতার মূল্যায়নে তারা বলছে, বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রধান উপাদান নারী জনশক্তি মূল চলক হিসেবে কাজ করেছে। এদেশে নারী আগে পরিবারের নির্ভরশীল ব্যক্তি ছিল। এখন শুধু আত্মনির্ভরশীল-ই নয় বরং পরিবারের উপার্জন জন্য করছে। এতে পরিবারের আয় বেড়েছে মোট জাতীয় আয় বেড়েছে। তাঁদের পরিন্ত্রাত্ত ঘরের

---

* পরিচালক, পরিচালনা পর্ষদ, বাংলাদেশ ব্যাংক। সাবেক অধ্যক্ষ ইডেন গার্লস কলেজ, ঢাকা।

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

অব্যাহত কাজ, মানুষ গড়ার কাজতো রয়েছেই। অতএব, নারীর সম-উত্তরাধিকার, প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন, রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম-অংশগ্রহণ এসব কোনো মতেই উপেক্ষার নয়।

অজর্নের কথা

মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে মহামান্য স্পীকার, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলের নেত্রী, বিদেশ মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রী, আমাদের সম্মানিত নারী সংসদগণ মন্ত্রী পরিষদ আলোকিত করে আছেন। মহাজোট সরকারের সময়কালে রাজনৈতিক অঙ্গনে জেন্ডার সমতা অর্জনে প্রভাব পরে এধরনের ঘটনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– বর্তমান সরকারের ৮ মার্চ '১১-তে দ্বিতীয়বারের মত জাতীয় 'নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১' ঘোষণা। এবারও 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১' ঘোষণার পর ধর্মান্ধ ব্যবসায়ীরা বিভ্রান্তি ছড়ায় এবং পাশাপাশি নারী-পুরুষের সমতার বিরুদ্ধে নেতিবাচক অবস্থান নেয় অন্যদিকে এ নারী উন্নয়ন নীতিতে অর্জিত সম্পদের উপর নারীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কথা থাকলেও, উত্তরাধিকার সূত্রে সমঅধিকারের বিধান না থাকায় এই নারী উন্নয়ন নীতি সচেতন নারী সমাজের ব্যাপক সমালোচনার মুখোমুখি হয়। তবে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১'-তে এমন কিছু অগ্রসরমূখী কর্মসূচি রয়েছে যা ২০০৪ এর মতো পশ্চাদমূখী নয়। এই নীতিতে আদিবাসি, প্রতিবন্ধী, কৃষক নারীদের অধিকার, জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের অধিকারের বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ নীতির বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ আগামীতে জেন্ডার সমতা অর্জনে একটি বাস্তব পর্যায়ে পৌঁছাবে। সম্প্রতি 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১'-র আলোকে জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজটি শেষ হয়েছে।

এসময়ে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণকারী সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দৃশ্যপট হলো– '৭১-র যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি করা, সরকারের সময়কালের প্রথমদিকে মৌলবাদের নখদন্তকে কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে যুদ্ধ-অপরাধীদের বিচার কার্যের শুরু থেকে নতুন করে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষদন্ত উম্মোচিত হয়েছে, এ ছাড়া সংসদে বিরোধীদলের বরাবর অনুপস্থিতি গণতন্ত্রকে ব্যাহত করেছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের চার মূলনীতি– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরে এলেও রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম বহাল রাখা হয়, এতে সংবিধানের সাম্প্রদায়িক চরিত্র রয়ে যায়, যা জেন্ডার সমতাকে নিরুৎসাহিত করে।

সত্যি পরিশেষে বলতে কি, প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন না হওয়ায় এবারও নারী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো, ঘর ছেড়ে রাজনীতির জটিল অঙ্গণে প্রবেশ যথার্থ হবে না বলেই নারীকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখার প্রয়াস সমাজ জীবনে এখনও ক্রিয়াশীল। অপরদিকে সম্পদ, সম্পত্তিতে অধিকারহীনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা, ব্যয়বহুল নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও সহযোগীতার অভাবের কারণে নারী নিজেই এ প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরে থাকে।

সচেতন জনগণ চায় সংসদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী অংশ নেবে, নারী সংসদ সদস্য নির্বাচনী এলাকায় জনগণের কাছে বিশেষত, নারী সমাজের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে, নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখবে । বাস্তবে দেখা যায়, দলের মাধ্যমে যেসব নারী সংসদে মনোনীত হন তারা জনগণের কাছে নয়, দলের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন। সত্যিকারের জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করার অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হন। এভাবে নারীর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার সুযোগ তৈরী হচ্ছে না। যা জেন্ডার সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক।

অর্থনীতির মূল্যায়নের জন্য চার বছর যথেষ্ট সময় নয়। এ পরিবর্তনের ফলাফল দেখা যায় পরবর্তী সরকারে। এই সীমাবদ্ধতা সামনে নিয়ে আমি মহাজোট সরকারের নারী অর্থনীতি বিষয়ে দুটি ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করতে চাই– বাজেটে বরাদ্দ এবং নারীর কর্ম সংস্থান।

জেন্ডার সমতাকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য মহাজোট সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ হলো– প্রথমবারের মত জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রদান এবং বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীল প্রতিবেদন উপস্থাপন– যার মাধ্যমে নারী সমাজ, পরিকল্পনাবিদরা আগামী দিনের পরিকল্পনার জন্য নারী-পুরুষের বিভাজিত উপাত্ত পেয়েছেন, যা নারী অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার প্রাথমিক সোপান; এসময়ে বাজেটের অন্যতম বরাদ্দ ছিল- দরিদ্র মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা– এ কর্মসূচির আওতায় আছে- বয়স্ক ভাতা; বিধবা ভাতা; দাম্পত্য জীবন বিচ্ছিন্ন নারীর ভাতা, দুঃস্থ ভাতা; পঙ্গু, প্রতিবন্ধী, ও অসহায়দের জন্য ভাতা; মাতৃত্বকালীন ভাতা; অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী; ভর্তুকি মূল্যে খোলা বাজারে খাদ্যপণ্য বিক্রি; ভিজিডি; ভিজিএফ; টেস্ট রিলিফ; কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় খাদ্য সহায়তা; কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ইত্যাদি। বাজেটে খুব কম করে হলেও নারীর জন্য বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে; উপজেলাকে তথ্য-প্রযুক্তির অবকাঠামোর আওতায় আনা হয়েছে যা তৃণমূলে নারী ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে; বাজেটে নবায়নযোগ্য জ্বালানী ও বিদ্যুতের লক্ষ্যমাত্রা ৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ করা হয়েছে; এটি বাস্তবায়িত হলে নারী সময় সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব জ্বালানীতে প্রবেশাধিকার পাবে; ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তা যাদের বার্ষিক লেন-দেনের পরিমাণ ৭০ লক্ষ টাকার নীচে তাদের কর অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, শেষের বছর এটি ৮০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে, এতে নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ উপকৃত হয়েছে; এছাড়া বাজেটে মোবাইল ফোনের ওপর দেয় মূল্য সংযোজন কর ৬০০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা করা হয়েছে- গবেষণায় দেখা গেছে, মোবাইল ফোনের সুবিধা নারীকে সহয়তা দিয়ে ক্ষমতায়িত করে; বাজেটে নারীর জন্য ব্যক্তি পর্যায়ের করমুক্ত আয়সীমা ২ লক্ষ ২৫ হাজার থেকে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে; ২০১২-১৩ সালের বাজেটে নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের জন্য ১০০ কোটি টাকার যে থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছিল, এ পর্যন্ত তার মাত্র ২০ কোটি টাকা ব্যবহৃত হয়েছে। তাই ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে এই থোক বরাদ্দের পরিমাণ ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং পাশাপাশি ১০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য; মহাজোট সরকার শেষ বছরের বাজেটে জেলা ভিত্তিক বাজেট উপস্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, টাংগাইল জেলার মাধ্যমে; এ নীতি সব জেলার ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হলে জাতীয় বাজেটে প্রতিটি জেলার নারীদের ভিন্ন ভিন্ন সুবিধা-অসুবিধাগুলো দৃশ্যমান হবে;

অর্থনীতিতে মহাজোট সরকারের সময়কালে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম টার্গেট হয়েছে– জেন্ডার সমতা ও ক্ষমতায়ন। এবারের পরিকল্পনায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো– জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে নারী উন্নয়নের বিষয়টি মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে, আলাদা কোনো অধ্যায় করা হয়নি; এছাড়া বাজেটে তথ্যপ্রযুক্তির জন্য নেয়া অন্যান্য পদক্ষেপগুলোও নারীকে ক্ষমতায়িত করছে– এ ক্ষেত্রে বেতার তরঙ্গের ওপর আরোপিত কর কমানোতে বেসরকারী উদ্যোক্তারা তথ্যপ্রযুক্তিকেন্দ্র স্থাপন করতে আগ্রহী হবে; যা তৃণমূল নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদান রাখে। সরকারের সবগুলো উদ্যোগে উপজেলাকে তথ্য-প্রযুক্তির অবকাঠামোর আওতায় আনার লক্ষ্যটি দারুণভাবে নারীবান্ধব।

জানা প্রয়োজন, সরকার কোন্ লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিষয়টি এ ধরনের– এটি নারীসমাজ, অর্থনীতিবিদ ও সচেতন জনগণের একান্ত প্রত্যাশা ছিল। উদ্দেশ্য– নারী-পুরুষের

সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিকল্পিত বিনিয়োগ। মহাজোট সরকারের এ ধরনের বিশেষ বাজেটের বৈশিষ্ট্য হলো– এসব বাজেট মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর অন্তর্ভূক্ত। এ বাজেট কাঠামোর বিশেষ দিক হল– 'দারিদ্র ও জেন্ডার বৈষম্য নিরসনে প্রতিটি প্রকল্পে কি প্রভাব পড়বে, তার বিশ্লেষণ করে অর্থমন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র গ্রহণ করা।' এ কারণে এটি জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য বিশেষ পদক্ষেপও বটে। এ ধরনের বাজেট তিন থেকে পাঁচ বছর সময়সীমার জন্য প্রণীত হয়, এবং প্রতি বছর এ বাজেট কাঠামো হাল নাগাদ করা হয়।

অর্থনীতির প্রধান অনুষঙ্গ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। এ ক' বছরে আমাদের বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, প্রশাসন, প্রতিরক্ষা বাহিনী, ব্যাংকিং সেক্টর, দূতাবাসের কর্মকর্তা, সম-মানের উচ্চতর পদে যথাযোগ্য সম্মানীত নারীরা পদায়ন পেয়েছেন।

এ সময়ে ***নারী শ্রমশক্তির*** দৃশ্যপটটি ছিল এই রকম অত্যন্ত নিম্ন আয়ে রপ্তানী শিল্পে নারীশ্রম দেশের সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। নারীরা ক্ষুদ্র ঋণের বিপুল ব্যবহার করেছেন। যার বিনিয়োগে উচ্চলাভ এবং সম্ভাবন কম– কারণ ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে কর্মসৃষ্টির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত এক দশকে বাংলাদেশে জনশক্তি রপ্তানী বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষিক্ষেত্র ধীরে ধীরে নারীর ওপর ন্যস্ত হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বাজেটে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মধারা নারী উদ্যোক্তদের উদ্দীপ্ত করছে– সার্কুলারের মাধ্যমের বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাংককে নিদেশ দিয়েছে এসএমই ব্রাঞ্চ খোলার জন্য এবং আরো নির্দেশ দিয়েছে ব্রাঞ্চ বিভাগীয় হেডকোয়াটারের বাইরে স্থাপন করতে হবে। এসএমই ঋণের অন্তত ১৫ শতাংশ মহিলা উদ্যোক্তাদের প্রদানের নির্দেশও দেয়া হয়েছে। নারী উদ্যোক্তদের প্রদত্ত ঋণের সুদের হার ১০ শতাংশ করা হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নারী ব্যবসায়ীয়া বাজার সুবিধা পাচ্ছেন। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রলয়ের অধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে নিবন্ধিত সমিতিগুলোর উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর প্রদর্শণী ও বিক্রয়ের জন্য 'জয়িতা বিপণীকেন্দ্রে'র কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। জাতীয় মহিলা সংস্থার উদ্যোগে ঢাকা শহরে আনারকলি সুপার মার্কেটে 'সোনার তরী' নামে একটা বিক্রয় কেন্দ্র করা হয়েছে। কর্মজীবী মহিলাদের সুবিধার্থে বর্তমানে ঢাকাসহ ৫টি বিভাগীয় শহর এবং ১৩টি জেলা শহরে ৪২টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্য্যালয়ে কর্মকর্তাদের একটি শিশুদিবাযত্ন কেন্দ্র আছে। এবার অফিস আদেশ জারি করে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে দেশব্যাপী প্রতিটি ব্যাংক এধরনের ব্যবস্থা নেয়। এ ছাড়া সন্তান সম্ভবা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সরকার নির্ধারিত মাতৃত্বকালীন ৬ মাস ছুটির ক্ষেত্রে যাতে কোনো ব্যত্যয় না ঘটে তার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সরকারের কৃষিবান্ধব কার্যক্রমের ফলে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে, এতে নাগরিক হিসেবে নারী সমাজ উপকৃত হয়েছে। বিশেষত দরিদ্র নারী। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা আমাদের রাজনৈতিক নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করেছে। এ লক্ষ্যে সরকার কৃষকদের ২৪ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েছে, সার-বীজ, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতির মূল্য কৃষকের ক্রয় সীমার মধ্যে নামিয়ে আনা হয়েছে। কৃষককে কৃষি কাজে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ভর্তূকির পাশাপাশি বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে, ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে, হ্রাসকৃত মূল্যে পর্যাপ্ত সার সময়মতো কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হয়েছে, ৪৫,৭২২ কোটি টাকা কৃষিঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রায় ১ কোটি ৪৪ লক্ষ কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। কৃষকদের জন্য মাত্র ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার

সুযোগ করে দেয়া হয়েছে এ সূত্রে ৯৫ লাখের বেশী ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে। কিন্তু, উন্নয়নে নারী কৃষিশ্রমিকও শ্রম দিয়েছে; কিন্তু লাভ পায়নি, স্বীকৃতি পায়নি, সুযোগ গ্রহণ করতে পারে নি, কেবলমাত্র তার নিজের নামে জমি না থাকার কারণে।

শিক্ষাক্ষেত্রে মহাজোট্ সরকারে প্রথম অর্জন হলো 'শিক্ষানীতি-২০১০' প্রদান এবং একই সাথে এটি বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ। এ সরকারের শুরু থেকে গ্রাম ও শহরের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পড়া-লেখার ধুম পড়েছে। বিশেষত কয়েক ক্লাশ পর পরীক্ষায় সার্টিফিকেট দেয়ার ব্যবস্থা থাকায় অভিভাবক মহলও খুব আনন্দচিত্তে এটিকে গ্রহণ করেছে। এ সরকারের আরো উল্লেখযোগ্য কাজ হলো, শিক্ষাবছরের প্রথমদিকে শিক্ষার্থীদের হাতে চার রঙের নতুন বই প্রদান। দেশের দরিদ্র পরিবারের শতভাগ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তির আওতায় আনা ।

গত এক দশকে বাজেটীয় পদক্ষেপের ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা অর্জনে অনেকদূর এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। দেখা গেছে, বাজেটীয় পদক্ষেপ, বিশেষ করে মেয়েশিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের ফলে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্য দূর হয়েছে। এখন, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অভিন্ন। উচ্চস্তরের শিক্ষায়ও ক্রমশ লিঙ্গ সমতা অর্জিত হচ্ছে। আশা করা যায়, এক্ষেত্রেও অদূর ভবিষ্যতে লিঙ্গ সমতা অর্জিত হবে কেননা স্নাতক পর্যায়ে মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৩-'১৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নারী সমাজের দাবি ও প্রত্যাশার বেশ কিছু প্রতিফলন ঘটেছে; যেমন, নারীসমাজের দাবি ছিল ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং স্কুল ও কলেজে মেয়েদের জন্য টয়লেট ও কমনরুম ইত্যাদি তৈরি করা। দেখা গেছে, প্রস্তাবিত বাজেট এবং পূর্ববর্তী বাজেটে এই লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে অনেকগুলো বাস্তবায়িতও হয়েছে।

তবে শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রীদের সবচেয়ে বড় যে সমস্যা 'স্কুল থেকে ঝরে পরা'। এর প্রধান কারণ, যাতায়াতের অনিরাপত্তা। এ ক্ষেত্রে যদিও সরকার অত্যন্ত আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে, তবে খুব ইতিবাচক ফলাফল এখানো পাওয়া যায়নি।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশে গত ১০ বছরে অনেক উন্নতি হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের নারী ও পুরুষের বাঁচার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় উন্নতি হলো বাঁচার সম্ভাবনায় জেন্ডার সমতা অর্জন। নারীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বরং পুরুষের চেয়ে কিছুটা বেশি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিশুমৃত্যুর হার কমে যাওয়ায় সাউথ সাউথ পুরস্কার পেয়েছেন। এ পুরস্কার প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রের সম্মানকে সমুন্নত করেছে।

তবে এখনও প্রতি লাখে ১৮০ জন প্রসূতির মৃত্যু হয়। (বাংলাদেশ সরকারের মাতৃমৃত্যু জরিপ)। ফলে দেশে প্রতি বছর পনের হাজার নারী মৃত্যুবরণ করে প্রসবকালে। আরো ৫ লাখ নারী প্রসবজনিত সমস্যায় ভুগে থাকেন, যা তাদের উৎপাদনশীলতাকে খর্ব করে, সুস্থভাবে শিশুপালনের ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, এমনকি প্রসবজনিত নানা সমস্যার কারণে অল্পদিনের মধ্যে তাদের মৃত্যুও হয়। এখানো ৬০ শতাংশ শিশুর জন্ম হয় গ্রামের ধাত্রীর হাতে। বেশির ভাগ (প্রায় ৮০ শতাংশ) মাতৃমৃত্যুই ঘটে যখন অশিক্ষিত ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে ঘরে প্রসব হয়।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও আইন সংস্কারে সরকার যথেষ্ট উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছে। তারপরও দেশে নারীর প্রতি সহিংসতার সংখ্যামাত্রা ও ভয়াবহতা উদ্বেগজনক। সমাজে, রাষ্ট্রে, সরকারি,

বেসরকারি নানাবিধ উদ্যোগের ফলে নারীর অবস্থানের উন্নতি হচ্ছে ঠিকই, নারীর স্বার্থে আইনও প্রণীত হচ্ছে– কিন্তু এখনও রয়ে গেছে অনেক চ্যালেঞ্জ এবং নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে বিশেষভাবে নতুন প্রজন্ম। এর সাথে যুক্ত হয়েছে, মাদক-ব্যবসায়ীদের মাদক ব্যবসা আর তরুণ-তরুণীদের মাদকাসক্তি। উন্নয়নের রূপালীরেখার মধ্যে নৈতিকতা অবক্ষয়ের কালো মেঘ প্রবেশ করেছে।

একদিকে পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যা এখনো নারীর অগ্রযাত্রাকে পিছু টানছে, মূল্যবোধের অবক্ষয়, অপসংস্কৃতি, রক্ষণশীল ধ্যান ধারণা, নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা প্রদান, মৌলবাদী তৎপরতা, সাইবার অপরাধ, অপরদিকে আইনের শাসন নিশ্চিত করতে ব্যর্থতা, প্রয়োজনীয় আইনের অভাব, নির্বাচিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতার অভাব নানানভাবে নারীর প্রতি সহিংসতার মাত্রা বৃদ্ধি করে চলেছে।

সরকার ইতোমধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কার্যকরী ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এগুলো হলো– ১. নারী ও শিশু নির্যাতন কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ সেল ; ২. ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি); ৩. ন্যাশনাল ডি এন এ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী ; ৪. ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল; ৫. ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার (১০৯২১)। নারী নির্যাতন মূলত মানুষের পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। নারী পুরুষের চেয়ে অধম এ বিশ্বাস যে পর্যন্ত না মানুষের মন থেকে মুছে ফেলা যাবে, ততদিন মানব-সমাজ এ ন্যাক্কারজনক বদগুণ বহন করবে। এ সমস্যা শুধুমাত্র পুরুষের নয়, এই সমস্যা নারীদেরও। তাদেরও যুগযুগের ধারণা রয়েছে, তারা পুরুষের চেয়ে অধম এবং এই সংস্কৃতি তারা তাদের কন্যা, পুত্র-বধূদের মধ্যে ধারণ করাতে চান। অতএব পুরুষ শুধু একা নয়, নারী-পুরুষ, সমাজ-সংস্কৃতি, আইন, পাঠ্যপুস্তক, সাহিত্য-সংস্কৃতি এই ধারণা বহন করে চলেছে। এ ধারণার পরিবর্তন কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ। এক্ষেত্রে সরকারকে পাঠ্যপুস্তক, প্রশিক্ষণ, গণমাধ্যমকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে হবে, কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করতে হবে। নেতিবাচক সংস্কৃতির পরিবর্তন করতে হবে।

ইতোমধ্যে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। বিধিমালা প্রণীত হয়েছে। এ আইন বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২ সংসদে পাশ হয়েছে কিন্তু নিবন্ধন বাধ্যতামূলক না করে ঐচ্ছিক রাখা হয়েছে এবং এ বিষয়ে বিধিমালা এখনও প্রণীত হয়নি। বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করে এর আইনি বাস্তবায়ন করা দরকার।

গণমাধ্যম এসময়কালে ক্রমবর্ধমান বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ও দায়িত্বশীল ভূমিকার কারণে গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশের নারী সমাজ, বিশ্বের নারী সমাজ অনুভব করছে নারীদের কষ্টার্জিত অর্জন ধরে রাখতে হলে গণমাধ্যমের আরও সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। নিত্য-নতুন শাখা-প্রশাখা নিয়ে গণমাধ্যমের মত একটি শক্তিশালী যোগাযোগ মাধ্যমে যে গতি নিয়ে ব্যাপকতা লাভ করছে, মানুষের বেঁধে দেয়া রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করছে, যেভাবে সংস্কৃতির বিশ্বায়ন ঘটাচ্ছে অথবা প্রভাবিত করছে, তাতে এই শক্তিশালী মাধ্যমটির সহযোগিতা গ্রহণ আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ এবং বিশ্ব নারী সমাজ তাদের বহুবিধ সাফল্যের মধ্যেও সেটি অনুধাবন করতে পারছে। কেননা, পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এই সাফল্যকে ক্রমাগত পিছনে টেনে ধরার প্রয়াস চালাচ্ছে। তাই ১৯৯৫ সালে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত বিশ্বনারী সম্মেলনে গৃহীত বেইজিং কর্ম-পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে– গণমাধ্যম জেন্ডার সমতাপূর্ণ সমাজ

গঠনে, সমাজ প্রগতিতে, নারীর অবদান চিত্রায়িত করে সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারে। অর্থনীতি, রাজনীতিসহ সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি যা দেশকে অগ্রসর করতে সহায়তা করছে, সেই চিত্র গণমাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে, বাজারব্যবস্থা বিপননের বাহক হিসেবে চিত্রায়িত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। আর সরকারকে পালন করতে হবে নীতিনির্ধারকের ভূমিকা ।

তবে গণমাধ্যমের কর্মক্ষেত্রের অভ্যন্তরে নারীর সংখ্যাগত নিয়োগ বৃদ্ধি পেলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ এখনও প্রান্তিক পর্যায়ে। এই পেশায় নারীরা নানাভাবে বৈষম্যের শিকার হয়। এই ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নারীর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে নারী হিসেবে বৈষম্য করা হয়। নারী সাংবাদিককে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্ব দেওা থেকে বিরত থাকে কর্তৃপক্ষ। গণমাধ্যমে কর্মরত নারী-সাংবাদিকরা আর্থিক বৈষম্য, নিরাপত্তাহীনতা, সহিংসতা, যৌনহয়রানির মত বিপদজনক অবস্থারও শিকার হয়ে থাকে।

তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা আজকের এই বিশ্বায়নের যুগে অতি জরুরি। তথ্য প্রযুক্তি ক্ষমতায়নের একটি জরুরি শর্ত। সরকার এ বিষয়ে অত্যন্ত উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছে, বালাদেশের সাধারণ জনগণ মোবাইল ফোন, মোবাইল ব্যাংকিং ইত্যাদি যাবতীয় সুবিধা ভোগ করছে। তবে এক্ষেত্রে উন্নয়নের শেষ নয় শুরু।

ক্রীড়াঙ্গনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের মেয়েদের সাফল্য অব্যাহত রয়েছে। ক্রিকেটে মেয়েরা অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছে। ২০১১ সালে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল ওয়ান ডে এবং টি-২০টি মর্যাদা পেয়েছে। নারী ক্রিকেট দলের এই বিজয় নারীর অগ্রযাত্রা ও উন্নয়নের স্মারক। বাংলাদেশের দুই অমিত সাহসী কন্যা নিশাত মজুমদার ও ওয়াসফিয়া নাজরিন হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়া জয় করে আরেকবার প্রমাণ করলেন বাংলাদেশের নারীদের জন্য কোনকিছুই অসাধ্য নয়।

আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির জবাবদিহিতায় জাতিসংঘ সিডও কমিটি ২৫ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে সিডও এর ৯৬৯তম ও ৯৭০তম সভায় বাংলাদেশের ৬ষ্ঠ ও ৭ম পিরিয়ডিক প্রতিবেদন বিবেচনা করে। কমিটি প্রথমত, বাংলাদেশের নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সরকারী উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করে। কমিটি বাংলাদেশের গৃহীত আইনি সংস্কার ও ব্যাপক আইনি পদক্ষেপ গ্রহণকে স্বাগত জানায়, বিশেষত, (ক) বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, (খ) সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে বৃদ্ধি, (গ) নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ২০০৯, (ঘ) জন-প্রতিনিধিত্ব সংশোধনী আদেশ ২০০৮, (ঙ) নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ২০০৯ যা বাংলাদেশী নারীকে তার সন্তানের নাগরিকত্ব অর্জনের ক্ষমতা প্রদান করে। (চ) তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, (ছ) জাতীয় মানবাধিকার আইন ২০০৯, (জ) পারিবারিক সহিংসতা আইন ২০১০। রাষ্ট্র পক্ষ কর্তৃক ৩০ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে প্রতিবন্ধীদের অধিকার সনদ ও ১২ মে ২০০৮ তারিখে এর ঐচ্ছিক বিধানের অনুমোদনকে সন্তুষ্টির সাথে গ্রহণ করে।

আগামীর কথা

রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নারীর সরাসরি অংশগ্রহণ অতীব জরুরীভাবে প্রয়োজন। বাংলাদেশে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত নারী সদস্যদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, এটি শুভ লক্ষণ। তবে এটি কোন স্থায়ী বিষয় নয়। এবং এ জন্য একই সাথে প্রয়োজন সম্পদে নারীর প্রবেশ নিশ্চিত করা। উত্তরাধিকার সূত্রে এই শক্তি বৃদ্ধি পেলে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সহজতর হবে। এসব কারণে নিজের নির্বাচনী এলাকায় নারীর আমিত্বের অভাব রয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে এটি বড় সংকট। তদপরি

স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারা একটি বিশেষ শক্তি। এক্ষেত্রে নারীর চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নারীকে পরিবহন সুবিধা দেওয়ার জন্য পরিবহন ব্যবসায়ীদের কর উৎসাহ প্রদান করা যায়। স্থানীয় সরকারে নারী প্রতিনিধি নির্বাচন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কৃতিত্ব। কিন্তু স্থানীয় নির্বাচনী প্রতিনিধিরা নানা কারণে বিব্রতকর অবস্থায় আছেন। একে তো তাদের নির্বাচনী এলাকা বড়, দ্বিতীয়ত তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট বাজেট নেই। এ কারণে জনগণের কাছে তারা তাদের দায়বদ্ধতা দেখাতে পারেন নি, যা তাদের আগামীর রাজনৈতিক জীবনকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। পরবর্তী সরকারকে অবশ্যই এর স্থায়ী সমাধান দিতে হবে। তবে স্থানীয় সরকারকে কার্যকর করা ছাড়া জনগণের কাছে বার্তা পৌঁছানো সম্ভব নয়। এই সত্যটি মনে রাখতে হবে। এ ছাড়া স্থানীয় সরকার, রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় নেত্রীবৃন্দ এবং ছাত্রনেতা ও অনুসারীদের মধ্যে সুসম্পর্ক রাখার অব্যাহত প্রচেষ্টা থাকা দরকার। দেখা গেছে, সরকারের অনুসারীরা সরকার কোনো নীতি ঘোষণার পর নিরুত্তাপ থেকেছেন, নীতির পক্ষে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেননি। এসব কারণে কৃষিক্ষেত্রের মত বিশাল অর্জনও প্রচার পায়নি। এটি আগামীর নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে।

অর্থনীতিতে মনে রাখার বিষয়, জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট তৈরীর জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনবল ও প্রশিক্ষণ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা। • প্রয়োজন সংশ্লিষ্টদের জেন্ডার সংবেদনশীলতা। এছাড়া সরকারের নীতি বাস্তবায়নের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা ও নিজস্ব উদ্যোগ ও উদ্যম। তাছাড়া জেন্ডার বাজেটের জন্য প্রয়োজন সঠিক তথ্য ও উপাত্ত। • চর ও উপকূলাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য পৃথক বরাদ্দ রাখা দরকার; • জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট তৈরী করতে হলে নারীর অ-আর্থিক (গৃহকর্ম) কাজের মূল্যায়ন করাটা অত্যন্ত জরুরী, কেননা অর্থনীতিতে নারীর অবদান সঠিকভাবে জানা থাকলেই কেবল নারীর জন্য সঠিক বরাদ্দ দেয়া সম্ভব; • জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। • শ্রমিকদের বর্তমান জীবনযাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ ও প্রাপ্তি নিশ্চিত করা দরকার:

শিক্ষাক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন অতীব জরুরী; ছাত্রীদের যাতায়াতের নিরাপত্তা দান, পাঠ্যপুস্তক তৈরীর সংশ্লিষ্ট বিশেজ্ঞদের, প্রশাসন ও বিচারকাজের নিয়োজিত কর্মকর্তাদেও, সর্বোপরি, সাধারণ জনগণের মিডিয়া ও অন্যান্য মাধ্যমে জেন্ডার প্রশিক্ষণ প্রদান অপরিহার্য অনুষঙ্গ।

স্বাস্থ্য এখনকার দিনে নারীর জন্য শুধুমাত্র প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নয়, বৃত্তিমূলক সাধারণ স্বাস্থ্যও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এছাড়া বাংলাদেশে অধিকতর হারে নারীর মৃত্যুর বড় কারণ বাল্যমাতৃত্ব। এটি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। ঘরে ঘরে নিরাপদ প্রসব সুবিধা পৌঁছে দেয়ার জন্য বাজেটে ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিক প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

আইন করে নারীর বিরুদ্ধে সংবিধান বিরোধী প্রচারণা বন্ধ করা দরকার। • পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, সংশোধিত ২০০৩, যৌন হয়রানি বিষয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট আদেশ মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার ও পোষ্টার, লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ। • গৃহকর্মী সুরক্ষা আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন আমাদের জন্য জরুরী হয়ে পড়েছে। মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ এর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা দরকার। • জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২৫.২ ধারা ধর্মীয় অনুভূতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়, সেটি স্থানীয় ইমাম/পুরোহিতদের মাধ্যমে আরো জোরালোভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা। • নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জকে চিহ্নিত করে কর্মসূচি এবং বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা সময়ের দাবী;

গণমাধ্যমে অর্থনীতি, রাজনীতিসহ সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি যা দেশকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করছে, সে চিত্র তুলে ধরতে হবে। • নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে, বাজারব্যবস্থা বিপণনের বাহক হিসেবে চিত্রায়িত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। • এক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। আর সরকারকে পালন করতে হবে নীতিনির্ধারকের ভূমিকা।

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে নারীর জন্য আলাদা বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন এবং এ লক্ষ্যে প্রতিটি বালিকা বিদ্যালয়ে কম্পিউটার এবং ল্যাবরেটরী প্রদানের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা দরকার।

ক্রীড়ার জন্য প্রতিটি উপজেলায় অন্তত ২টি ইউনিয়নে, কন্যাশিশুদের জন্য ১টি করে মাঠ নির্বাচন এবং খেলাধূলার সুবিধা প্রদান করা দরকার; বিকেএসপি'তে কন্যাশিশুদের জন্য বরাদ্দকৃত আসন এবং কোচ নিয়োগ করা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ কমিটি সিডও-র ধারা অনুসারে কিছু উদ্বেগ ও সুপারিশ প্রদান করে; কমিটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৈষম্যমূলক আইন যা নারীকে পুরুষের সমঅধিকার দিতে নারাজ, যেমন– বিবাহ, তালাক, জাতীয়তা, অভিভাবকত্ব সংক্রান্ত আইন বহাল থাকায় উদ্বিগ্ন। • কমিটি নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতার কোনো তথ্য না থাকায় এবং ক্ষেত্রে কোনো গবেষণা না থাকায় দুঃখ প্রকাশ করে। একই সাথে পাচার ও যৌন-নিপীড়ণ মোকাবেলায় ব্যাপক কর্মপরিকল্পনার কথা বলে। • ভূমিতে নারীর উত্তরাধিকার ও মালিকানা সংরক্ষণে পরিষ্কার আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠার কথা বলে; কমিটি রাষ্ট্রপক্ষকে সিডও সনদের ধারা ১৮-এর আওতায় এর পরবর্তী সাময়িক প্রতিবেদন ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে দাখিল করার আহ্বান জানায়– আগামী সরকারকে এ বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে।

শেষের কথা

সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য বহির্বিশ্বে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। বিশ্বব্যাংকের বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৩-তে বাংলাদেশের এই অর্জনকে "চমকপ্রদ" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক মনে করে, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের পক্ষে মধ্য আয়ের দেশে উত্তরণ সম্ভব। লন্ডনের দৈনিক পত্রিকা 'দ্য গার্ডিয়ান' অর্থনীতিবিদ ও গবেষকদের মতামত নিয়ে লিখেছে, বাংলাদেশ ২০৫০ সালে পশ্চিমা বিশ্বকে ছাড়িয়ে যাবে। বিশ্বের ধনী দেশগুলোর বাইরে ক্রমঅগ্রসরমান বড় অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে গণ্য হওয়া চারটি দেশের (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন) পরই রয়েছে ১১টি দেশের 'নেক্সট ইলেভেন' যার একটি বাংলাদেশ। বিখ্যাত মার্কিন প্রতিষ্ঠান জে পি মরগান বলছে, এখন অগ্রসরমান 'ফ্রন্টিয়ার ফাইভ' বা পাঁচ দেশের একটি বাংলাদেশ। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের দ্রুত অগ্রসরমান অর্থনীতি বিশ্বের অনেকের কাছেই বিস্ময়কর। আমরা এই বিস্ময়কে অব্যাহত দেখতে চাই।

তথ্যসূত্র

১. বেগম, হান্নানা, *বাজেটের কথা ও জনপ্রত্যাশা*, উন্নয়ন কথা, ফেব্রুয়ারি, ২০১১।

২. জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০১৩-১৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রাজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৩. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৪. জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট ও এর পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন, মহিলা পরিষদ জার্নাল, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন ২০১২।

৫. জাতীয় বাজেটে নারীর জন্য বরাদ্দ : নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ, মহিলা পরিষদ জার্নাল, তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন ২০১৩।

৬. বাজেট বক্তৃতা ২০১৩-১৪, বাজেট বক্তৃতা ২০১২-১৩, বাজেট বক্তৃতা ২০১১-১২, বাজেট বক্তৃতা ২০০৯-১০, অর্থ মন্ত্রণালয়।

৭. অগ্রগতির চার বছর ২০০৯-২০১২, প্রধানমন্ত্রীর কার্য্যালয়।

৮. পাল, প্রতিমা মজুমদার, জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় বাজেট অর্জনের পথে বাংলাদেশের অগ্রগতি, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, অষ্টাবিশংতিতম সংখ্যা।

৯. পাল, প্রতিমা মজুমদার, জাতীয় বাজেট ২০১২-১৩ : নারী সমাজের প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ।

১০. পাল, প্রতিমা মজুমদার, জাতীয় বাজেট ২০১৩-১৪ : নারী সমাজের প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ।

১১. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের দ্বাদশ জাতীয় সম্মেলনের প্রস্তাব।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Energy Sector Development and Energy Security in Bangladesh

T. Ishtiaque*
F. Ahsan*
N.M.A Haq*
M.A.R.Sarkar*

Abstract

Energy security has always been a concern for all the countries in the world, as with modernization, the use of energy has been increasing rapidly and people's life and national economy becoming dependent on the usage of energy. So to maintain a secured future different initiatives are being taken in the energy sector all over the world. It is therefore essential to take steps to ensure necessary energy supplies and their proper distribution in Bangladesh to support steady socio-economic development. The main objective of this paper is to illustrate the forthcoming steps and activities for the effective development in the energy sector of Bangladesh. The policy planners and decision makers of the country often make statements desiring to increase the economic level of the country to that of the middle-income countries by 2020,[3] without mentioning increasing needs of energy, whereas growing size of the economy and rising energy demand go hand in hand. So attention towards the energy sector has to be a top-notch in order to get the best out of this sector. Along with energy development the concern of energy security comes with modernization, as the use of energy is

* Bangladesh University of Engineering and Technology, Dhaka-1000, Bangladesh

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

increasing day by day, people's life and economy are becoming dependent on the usage of energy. Energy security indices reveal that necessary emphasis should be given in the energy security i Shortage of fuel, Shortage of fund, Short of experts in managing large projects, lack of adroit manpower has led to insecurities in energy sector. This paper presents a broad overview of energy scenario and energy security in Bangladesh perspective providing insights into the present status and guidelines for future action.

***Keywords**: Energy security, Strategy, Energy consumption, Renewable Energy*

1. Introduction

The primary concern of energy production in Bangladesh is the protracted effects of energy demand and this requirement of energy will be more than double by 2020. With commercial energy increasing by 400%, 53% of the present supply of energy comes from traditional fuels and the remaining from commercial sources. Therefore traditional energy supplies have been transferred away towards commercial energy which has been the characteristic of Bangladesh's energy development since 1980's [3]. If supply of energy is not proliferated accordingly there will be a serious adverse implications for the nation's economic and social development. Relations between energy consumption and Human Development Index, energy consumption and economic growth, biomass fuels consumption and economic growth on the one hand and different energy sources that are trapped to meet the World Energy Demand has been presented. For a Developing country like Bangladesh, energy development program should be so conceived as would ensure energy security under long term perspective not only to meet the demand according to the present requirement but also to ensure energy security for future generation. A conceptual framework for national energy policy has been outlined .Energy consumption of the country in 2000 and projected demands of commercial energy estimated by Gas Demand and Reserve Committee for business as usual GDP growth rate (4.55) and cumulative natural gas demand for different GDP growth scenarios (3%, 4.55%,6% & 7%) up to 2050 have been presented[2]. Availability of indigenous commercial, non-commercial and non-renewable energy sources have been assessed.To hold a good operational command and proficient managerial activities, some issues have been illustrated.

2. Energy Development Strategies

For a developing country like Bangladesh the energy development strategies are dependent on the sustaining relations between energy consumption and economic

growth, energy consumption and Human Development index, biomass fuels consumption and economic growth and different energy sources providing world energy demand. A long term comprehensive and integrated energy policy along with appropriate strategies should be formulated to ensure energy security over short, medium and long terms for the country. The policy should ensure tapping of all possible sources of energy, adequate supply of energy to its various uses and equitable access of renewable energy to all segments of society [1]. Due emphasis must be given on the usage of the renewable energy sources and extensive research and development programs should be conducted to for the further development of renewable technologies. As the domestic energy sources of Bangladesh are extremely limited the option for importing hydropower from Nepal, perhaps also from Bhutan and India, should be pursued by promoting mutually beneficial GBM regional co-operation on energy. The co-operation regime may include the establishment of a Regional Electricity Grid. Energy sector must be made sufficient through the improvement of management and operational aspects relating to generation, transmission and distribution. In this context, it is essential to curb the system loss, improve transparency and accountability, remove financial constraints and introduce proper billing system and collection procedures[7].

Per Capita Commercial Energy and Per Capita GNI

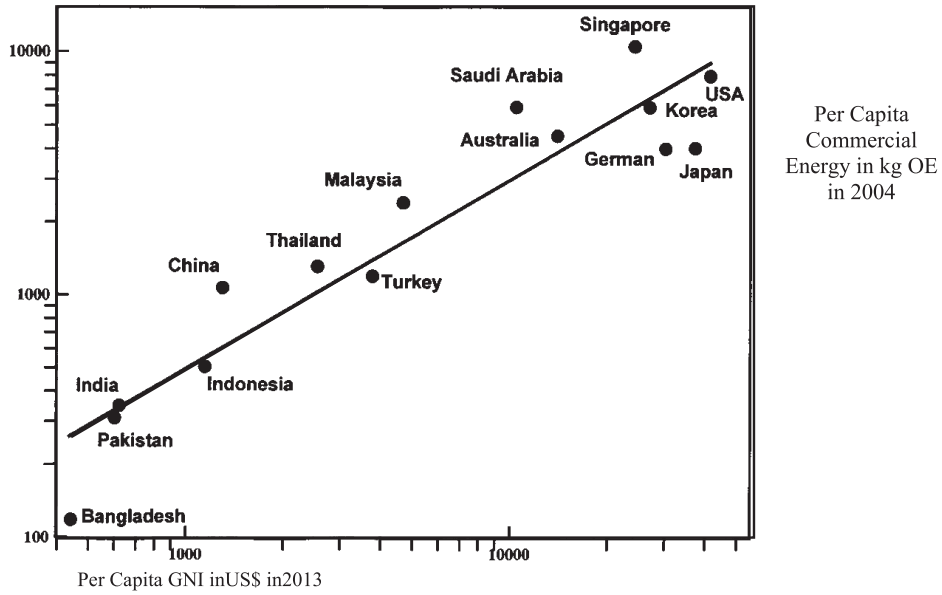

a) Energy Consumption and Economic Growth

Per capita energy consumption of Bangladesh is one of the lowest in the world. Major portion of Energy is consumed for Subsistence (e.g. cooking, lighting, heating etc.)& small portion for economic growth for instance agriculture, industry, transport and commerce etc.In developed countries higher proportion of energy is consumed for economic growth and smaller proportion for subsistence.[5]

b) Energy Consumption and Human Development Index

Now a days human development index is considered as a better indicator of development than per capita GNP. Energy has determinant influence on HDI

Per Capita Commercial Energy Consumption & Per Capita GNP

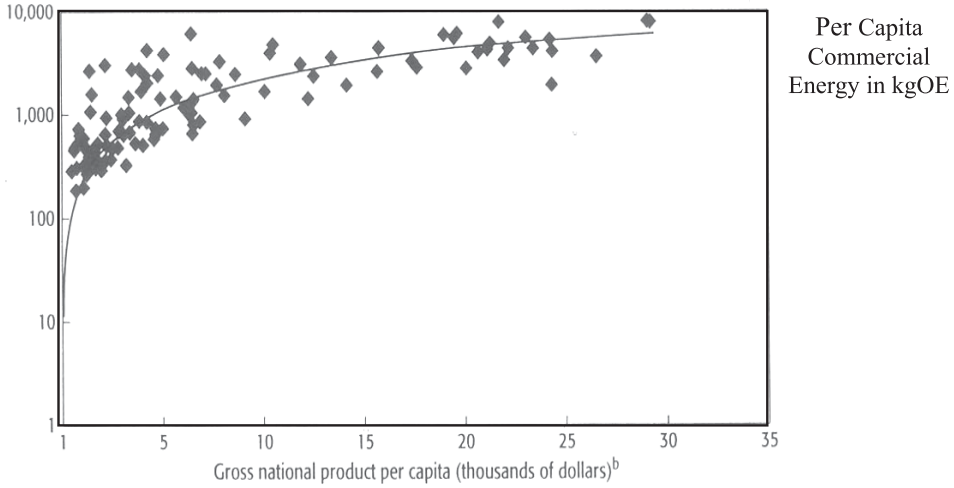

Source: Saghir& O'Sullivan 2012

(Human Development Index) .[8] In the early stage of development where the most of the developing countries exist, per capita consumption of total energy of Bangladesh in 2013 was only 217.5 kg OE and per capita commercial energy consumption of 1000 kg OE is necessary to sustain a reasonable level of development[9]. In Bangladesh national planners will have to decide about the time when the country would attain a reasonable level of HDI from .502 in 2010 to .75-.8 (at a future year).[7] Future energy needs of the country may then be estimated accordingly .It may be stressed that it may not be possible to increase HDI without providing adequate energy input in national economic development.

Per capita energy needed to reach a particular level of HDI may vary from country to country which relies on the energy intensity of the chosen development path.

c) **Biomass fuels Consumption and Economic Growth**

One of the important sources of energy in many countries as well as in our country is the Biomass energy which is the oldest type of fuel which has been used for

Per Capital Commercial Energy Consumption & Human Development Index (HDI)

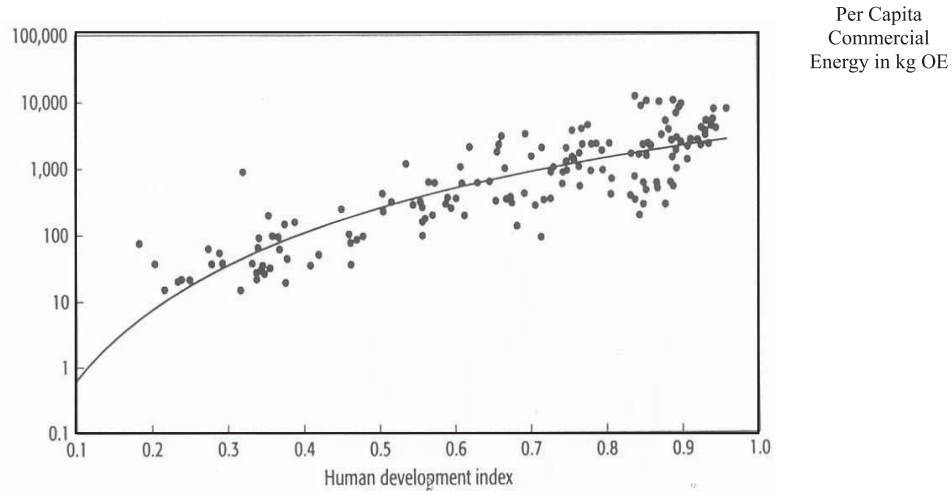

Source: Saghir& O'Sullivan 2012

centuries after discovery of fire itself. The increase in numbers of rural poor to use forests unsustainably for fuel-wood, bamboo, fodder, game meat, medicine, herbs and roof materials. Deforestation will deteriorate the natural cycling system as well as increase the cost of fuel wood required, both in time and money, creating a vicious circle and further deforestation. Forest in many developing countries are disappearing at a high rate.[11] Major problems facing Bangladesh are food and fuel. In Bangladesh commonly known Bio-mass fuels are; fuel wood, agricultural residues and animal dung. The country has naturally high potential rate of production of Biomass resources but because of high growth rate of population forest cover is being reduced in an alarming proportion. In Bangladesh while looking at over all energy consumption over the past 15 years, Bio-mass energy contributed 83% in 1980-81, 73% in 1989-90 and 67% in 1994-95.[3,4] With the growth of GDP, consumption of commercial fuel increased more rapidly than that od Biomass fuel.

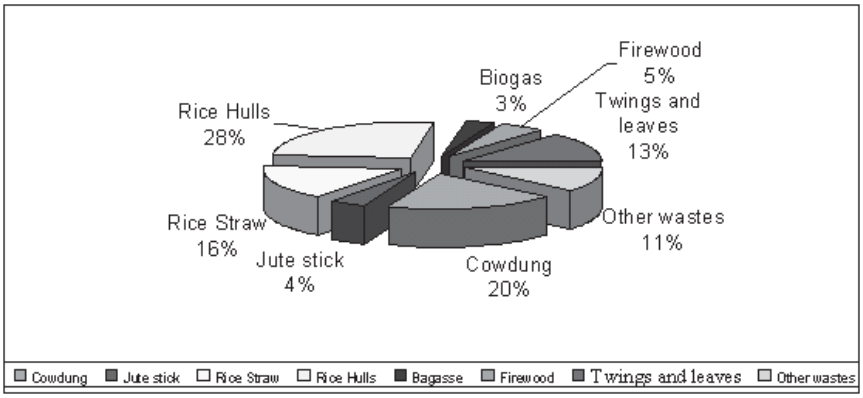

Source: World Tables, World Bank, (2011) and BBS (2010)

b) Energy for Sustainable Development

Energy is a strategic input for socio-economic development. Energy has direct linkages with economic security, food security and environmental sustainability. For a developing country like Bangladesh, the energy security issue needs to be considered in the context of sustainable human development. In order to ensure energy security for sustainable development it would be necessary to consider the energy needs of the country under long term perspectives

3. Energy consumption in Bangladesh

In Bangladesh the sources of energy consumption are Bio-mass (wood, animal and agricultural residues, municipal waste etc.) which contributes about 65% of the total energy consumption and the remaining 35% stands for commercial sources which are natural gas, oil, coal and hydroelectricity [1]. The estimated consumption of Biomass and commercial fuels in 2000 are shown in Table: 1 and Fig: 1. Distributions of commercial energy consumption in 2000 were: Natural

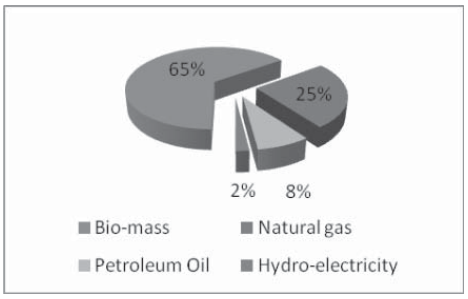

Fig: 1. Distribution of energy Consumption in Bangladesh

gas 67.8%, petroleum fuels 28.6%, coal 2.8% and hydropower 1% .According to the World Bank, the consumption of energy in Bangladesh was 204.72 kg OE (kg of oil equivalent per capita) in 2011. [1]. Consumption of energy in Bangladesh from 1991 to 2011 is shown in Fig: 2.

Though there is a huge demand of energy for about 130 million people, statistical data shows that, the per capita commercial energy consumption in Bangladesh is extremely low comparing to other south Asian countries. Approximately three-fourths of the total population of Bangladesh is rural and a substantial proportion of the urban population is poor and slum dwellers;[2] whose are mostly outside of commercial energy system. In order to support a reasonable level of development, per capita commercial energy consumption 1000 kgOE is necessary (Suarez 1995) , but our per capita consumption is almost 5 times far back from that. The traditional source of energy supply in Bangladesh consists of fuelwood, agriculture residues such as cow-dung, jute stick, rice straw that dominates the primary energy production and supply in Bangladesh. Figure 1. demonstrated that the total energy supply from traditional source increased from 10,357 for the year 1981 to 12034 in 1996 thousand ton of coal equivalent with an exception of decreasing trend in 1987.[3] During this period the share of fuelwood supply has also increased from 3.6 to 4.5 percent for the same period. In Bangladesh, biomass fuels, including dung, accounted for around 73 per cent of total energy consumption in 1989/90, one of the largest percentages in the Regional Wood Energy Development Programming (RWEDP) countries.[12] Of the estimated 39 million tons this represents, around 20 per cent came in the form of fuel wood, tree residues.

Figure 1 : Total Energy Supply from Traditional Sources

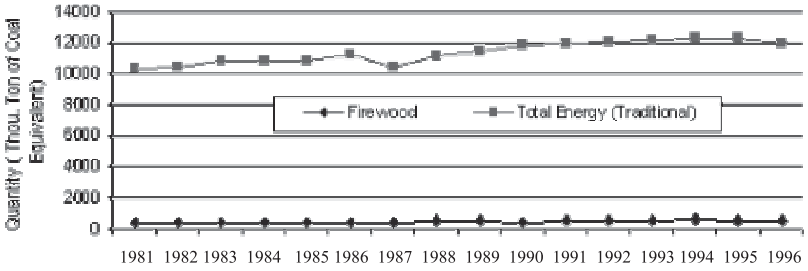

Scurce : FAQ Forest Product Yea Book 1997 Yeer

4. New Renewable Energy resources

- **Solar PV:** The Renewable Energy Research Centre (RERC) at Dhaka University shows that average irradiation rate in Dhaka is (4.7

kW.hr/m^2/day). Bangladesh being a compact,[12] flat country with little geographic variation this data can be taken as reasonably representative for the whole country. The period February to June gives excellent insolation over Bangladesh. Although the rainy season is long, the overall condition for solar energy in Bangladesh is quiet good throughout the year which is suitable for generation of electricity using PV cells.

- **Solar thermal technologies**

  a) **Solar power tower**: For the production of solar powera concentrated sunlight is focused on a solar production unit. The system uses hundreds to thousands of sun-tracking mirrors called heliostats to reflect the incident sunlight onto the receiver. These plants are best suited for utility-scale applications in the 30 to 400 MW range.[3]

  b) **Solar Parabolic trough**: Parabolic trough technology is currently the most proven solar thermal electric technology. This is primarily due to nine large commercial-scale solar power plants, the first of which has been operating in the California Mojave Desert since1984.[4] These plants, which continue to operate on a daily basis, range in size from 14 to 80 MW and represent a total of 354 MW of installed electric generating capacity. Large fields of parabolic trough collectors supply the thermal energy used to produce steam for a Rankine steam turbine/generator cycle.

  c) **Solar dish engine:** Dish/engine systems convert the thermal energy in solar radiation to mechanical energy and then to electrical energy in much the same way that conventional power plants convert thermal energy from combustion of a fossil fuel to electricity.[5] This systems use a mirror array to reflect and concentrate incoming direct normal insolation to a receiver, in order to achieve the temperatures required to efficiently convert heat to work. This requires that the dish track the sun in two axes. The concentrated solar radiation is absorbed by the receiver and transferred to an engine.[7]

- **Biomass fuels**

  a) Gasification based biomass:
  b) Direct-fired biomass:
  c) Biomass co-firing:

Wind Energy: Total wind power generation units installed in Bangladesh was reported as .05 MW and it was .00125% of the total installed power plants of

Bangladesh (4000MW).[10] Because of high cost there is limited prospect of wind power towards meeting the total energy need of Bangladesh.Micro and mini hydro-power, which is one of the most important branches of renewable energy sources, is a cheap and clean method of power generation. Unfortunately, the scope is very limited in Bangladesh by the country's topography. Because the country is flat, hydroelectricity is not abundant. At present 230 MW is being harnessed from the Kaptai Dam. Two potential sites for feasibility studies are Bandarban and Madhabkundu.[11]

5. Strategies for Energy sector development

In Bangladesh's perspective the probable strategies for the development of energy sector are presented below:

a) Political Consensus on energy policy

Long term energy policy is necessary for the development of energy sector. For that reason political consensus of opinion is necessary among the political parties, so that with the change of political government the decisions are not frequently changed. In the political manifesto the parties should declare their policy on energy with reference to short-marginal financial gain that must fit the national contexts. Political consensus should also be reached on issues related to energy sector reforms and equitable distribution of energy among different geographical areas and socio-economic groups.[4]

b) Energy conservation

"Energy Conservation" means reduction in energy consumption by any deliberate action, including improved technology, fuel switching, maintenance and operation of existing technology and other change in behavior of end users. Although there is Energy conservation law and also good potential to compensate energy demand through energy conservation, no success has been achieved in the past due to the lack of serious actions.[5] Energy monitoring and Conservation center (EMCC) should be established providing adequate fund to carry out necessary enforcement for the enactment of National Energy Conservation law.

c) Emphasis on indigenous Energy Supplies

Energy supply from the indigenous sources should be given priority during the energy development plan.

Different energy sources considered for this purpose are presented below

- Bangladesh has moderate reserves and resources of natural gas. With the

latest gas field found in Narayanganj, now there are 26 discovered gas fields in Bangladesh[2]. By ensuring local demand export of natural gas from reserved gas fields may facilitate medium to long term energy security.

- Traditional energy sources (e.g. coal, LPG) should be substituted with commercial energy. Coal as a cooking fuel can be popularized both in urban and rural areas for domestic, commercial and institutional cooking. Use of biomass fuels in urban and household and commercial units can be substituted by LPG.
- Popularization of biogas technology is necessary for the efficient use of animal residues. Biogas plants can be installed in poultry and dairy farms so that sufficient supply of animal residues is ensured.
- Biomass (e.g. wheat husk, rice husk, sawdust) should be briquetted to obtain better efficiency as a fuel.
- Gasification of biomass fuel (e.g. wood, rise husk, bamboo roots) through controlled burning in limited air can produce a higher quality fuel that can be capable of running a dual fuel engine. Addition of generator to the engine can enable the system as a means of electricity generation by biomass.

d) Development of renewable energy technologies

Technological development must be ensured to use the potential of renewable energy resources in meeting future energy needs. A Renewable Energy Development Agency should be established to provide funding and policy support for the promotion of all types of renewable energy technologies.[8]

e) Implementation Strategies

- For the assurance of sustainable operation of different energy enterprises Independent Energy Regulatory Commission should be institutionalized. [7,8]
- In order to implement and manage energy sector development programs both national and international private sectors should be encouraged.
- To ensure sustainable commercial operations of energy enterprises rational energy pricing policy should be considered.
- Consideration of corporatization and commercialization of public utilities is necessary for their efficient operation and management.[10]

f) Capability development programs:

- Strengthening national capabilities in the planning and management of energy sector programs, initiation of appropriate educational programs should be given priority.
- Universities, research organization and private companies should give emphasis on undertaking research about energy technology issues.
- Training programs should be carried on as a continuous process for the management of energy sector programs.

6. Energy security and regional co-operation

In this chapter, we shall have an overview of the need of regional co-operation for Bangladesh to sustain in Energy sector. Undoubtedly Energy is an imperative factor to economic and social welfare of a country. But to cope with the increasing security concern regarding Energy, regional co-operation is a must. Bangladesh is strategically located in between two great geo-economic areas, namely South and South-East Asia, bordering India to the north, west and north-east, Myanmar to the east and the Bay of Bengal to the south. So exchanging energy with these neighboring countries makes very much sense. Here we shall discuss the following factors on Energy security from Bangladesh's perspective:

a. Key features of Bangladesh's commercial Energyaccess regime

- Gas is a key factor in the Bangladesh's electricity generation. The gas market is highly concentrated in production, transmission and distribution and the government lacks a regional perspective on the development of the gas sector.
- Nuclear power is a unique source of energy in power production. Nuclear power in desirable in Bangladesh due to it's underdeveloped and mismanages energy infrastructure.
- Hydropower is the most widely used form of renewable energy. Kaptai dam is the only source of hydro power in this country, which is not adequate.
- Bangladesh has a very little source of oil energy. Oil demands are assembled by importation at huge amount of cost.
- Wind and solar power are again two sources of energy which Bangladesh lack and needs to taken under consideration.

All of these energy resources needs serious attention from regional countries. Without the help of other countries, it will be a tough job to sustain in these energy sectors for Bangladesh.

b) The GBM regional co-operation in Hydro power development and exchange

Hydropower is the production of power is the production of power through use of the gravitational force of falling/flowing water, which is a great source of power. A study has revealed that there is an immense prospective for water based GBM(Ganges,Brahmaputra,Meghna) regional co-operation. The study shows the following data :

So from the chart, it can be seen that Bangladesh and India can act as buyers and Bhutan and Nepal can act as sellers. India has already made agreement with

Hydropower prospects in the GBM countries

Country	Installed generation capacity(MW)	Hydropower developed(MW)	Hydropower potential(MW)
Bangladesh	4,120	218	755
Bhutan	481	469	23,670/30,000
India	1,24,287	32,300	84,000/150,000
Nepal	684	627	43,000/83,000

Bhutan and Nepal regarding power development. Bangladesh is also in progress with Nepal in this regard which we shall see in the next point.[4,5]

c) Effective demand for electricity

Though Bangladesh has doubled it's power generation in the last 5 years, it is also struggling to meet it's electricity demand.Nepal is ready to sign an agreement with Bangladesh to spur power trade between the two countries.Nepal has 83,000-megawatt hydro-power potential, but the country suffers from a severe power crisis as it is able to generate barely 800MW and imports electricity from India during winter.[7] The country is expected to become power surplus by 2016, and signing of the power trade agreements will allow Nepal to export electricity to India and other countries like Bangladesh. The north-west part of Bangladesh is most conveniently located near Nepal. So, electricity can be imported to this part of the country from Nepal and when necessary, can be transferred to other regions. Bangladesh operates at 132 KV and 230 KV ,whereas Nepal operates at 132 KV and 66 KV. So power can only be transferred through 132 KV line, which is a big concern. So the regional transmission issue is to be resolved among Bangladesh,

India and Nepal for the proper power transfer of power.[11] In fact, A regional agreement can be reached regarding electricity grid among the concerned countries, which will be beneficial for all the countries in the days to come.

7. Summary and Recommendations

Energy is fundamental for the quality of our lives. Nowadays, every aspects of life is totally dependent on an abundant and uninterrupted supply of energy for living and working. It is a key ingredient to all sectors of modern economical and social development. Bangladesh, with a population of about 1170 million,[1] is greatly challenged for providing energy for its people. Limited electrification, energy shortage, poor management and heavy reliance an a single primary energy resources (i.e. natural gas that fuels 85% of country's power generation) all contribute to low access for energy. Demand for energy will be double of today's level within 2050.[11] Bangladesh's situation is typical of most developing countries i.e. additional funds to pursue sustainable development are not available even tough decision makers may be well aware of the current situation. Often policy makers do not understand the implication of development path they are pursuing.

Energy security of a country means, according to IEA, "The uninterrupted availability of energy sources at an affordable price".[3] In this context, both the energy resources and its implementation both has to be taken into account. For Bangladesh, given the energy resources are meager, it has to depend on other countries to some extent. Bangladesh has a great opportunity to import hydropower from the GBM countries like Bhutan and Nepal, specially from the latter in this regard as we mentioned earlier. Bangladesh should advance towards this agreement earnestly as demand for electricity is increasing by lips and bounds. We can also give attention to sources like nuclear power, which will be a great source of energy.

There are at least three main objectives in energy policy :

- Provide energy for sustainable economic growth;
- Meet the energy demands of different geographical zones in the country
- Ensure sustainable operation of energy utilities and a rational use of total energy resources.

Bangladesh government should take well thought-out development schemes to ensure that these basic needs are fulfilled as early as possible.

References

1 . Ahmad, Q.K., Asit K Biswas, R Rangachari and M.M. Sainju (eds.) 2001. Ganges-Brahmaputra-Meghna Region: A Framework for Sustainable Development, University Press Limited, Dhaka, Bangladesh.

2. Anon (2002a): Committee report for Gas Demand Projection and Determination of Recoverable Reserves and Gas Resource Potential in Bangladesh ,Ministry of Energy and Mineral Resources, Dhaka, June 2002.

3. Anon (2002b):Committee Report on Utilization of Natural Gas in Bangladesh, Ministry of Energy and Mineral Resources, Dhaka, August 2002.

4. BPDB (1995): Power System Master Plan-Bangladesh, Vol 1-3, Bangladesh Power Development Board.

5. Gas Utilization Report 2002: Committee Report on Utilization of Natural Gas in Bangladesh, August 2002.

6. GSB (2003): Personal Communication with Director General, Geological Survey of Bangladesh.

7. Pachauri, R.K. AND Batra, R.K .(2001): Directions, Innovation, and strategies for Harnessing Action for Sustainable Development, TATA Energy Research institute, New Delhi, India,

8. SACEPS (2004): Executive Summary of Energy Co-operation in South Asia: Opportunities Strategies and Modalities, South Asia Centre for Policies Studies (SACEPS), 18 May, 2004.

9. M.P(2004): Energy co-operation in south-East Asia

10. USGS (2001): US Geological Survey-Petrobangla Co-operative Assessment of Undiscovered Natural Gas Resources of Bangladesh, January 2001.

11. World Bank (1996): Rural Energy and Development-Improving Energy Supply for Two Billion People, The World Bank, Washington D.C.

12. Bames, Douglas F.et al. What Makes People Cook With Improved Biomass Stoves? A comparative International Review of Stove Program> World Bank, Washington DC., 1994.

13.Ellegard, A and E. Hans (1992). Health Effects of Charcoal and Woodfuel Use in Low-Income Household in Lusaka, Zambia, SEI, Stockholm.

14. Habib (1994) Rural Energy and Environment Planning for Sustainable Rural Development in Bangladesh. Ahsan Habib, 1994.

15. Lefevre,T., J.L. Todoc and G.R.Timilsina (1997). The Role of Wood Energy in Asia: Wood Energy Today for Tomorrow (WETT) Regional Studies. Centre for Energy -Environment Research and Development AIT, Bangkok, Thailand

16. Ramani, K.V., Islam,M.N and A.K.N. Reddy (1993). Rural Energy System in Asia Pacific: A survey of their Status, Planning and Management, APDC, Kua Lumpur.

17. RWEDP Report No 34: Regional Wood Energy Development Programme in Asia GCP/ RAS/154/NET.

18. UNEP (1995) "Land Cover Assessment and Monitoring - Bangladesh", Volume 2-A, UNEP Environment Assessment Program for Asia and the Pacific, Bangkok, November, 1995.

19. Zaki (1994) Zaki, RabiulHossain, "Analysis of Energy Demand and Household Energy Demand Forecasting: A Case of Bangladesh," Thesis, AIT, Bangkok (199

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Dynamics of Women Entrepreneurship in the SME Sector: A Study on Rangpur Region

Md. Mohiuddin Hossain*
Most. Sonia Aktar**

Abstract

For such a Developing Country like Bangladesh, Development of small and medium Enterprises (SME)s has been regarded as a burning instrument for generating employment and earnings. Development of SME helps to promote industrialization and directly or indirectly create opportunities for women entrepreneur. It is a creative sector where women can show their talent and can perform in better ways in their own interest. Now a days 3 out of 10 entrepreneurs are women. Women entrepreneurship is a very talked about issue. Women entrepreneurship largely promoted through SME. The definition of (SME) varies in different countries. We may define SMEs as legally independent company with no more than 500 employees.

The main objectives of this study is to have an overview of present status of women entrepreneurship generally in Northern Region and Particularly in Rangpur. We are interested in focusing northern region because here there is a lack of sufficient research on women's role in the small and medium enterprises. Identifying the lack of required facilities and challenges faced by the women entrepreneur of (SME)s in northern region is the main view of this article.

* Lecturer, Dept. of Economics, Begum Rokeya University, Rangpur,

** 4th Year student, Dept. of Economics, Begum Rokeya University, Rangpur

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

Currently they are facing many obstacles when they want to inaugurate a business. Like, lack of required fund, proper mentorship, peer network and know-how about business. In order to overcome this obstacles, Government should take necessary policies for the development of (SME)s, Which will greatly encouraged women involvement in (SME) sector, in Northern Region.

Key word:*Women entrepreneur, entrepreneurship, (SME), Northern Region, Obstacles, Development.*

Introduction

In Bangladesh, Women constitute around 50%(2008)of the total population but their participation in the economic activities is only 10%.Nowadays 3 out of 10 entrepreneurs are women. Women entrepreneurs are often overlooked in key economic development. yet they make vital contribution to the global economy. Women entrepreneurs represent powerful untapped source of innovation, job creation, and economic growth in the developing country. small and medium enterprises(SMEs) is one of the imperative sector for improving the grievous situation of women entrepreneur. Through small and medium enterprises, there arises an stable environment in which women can run small business and can grow their firms. small and medium enterprises as an driving force of industrialization. In Bangladesh women entrepreneur constitute 10% of total share in the competitive world, people in the society do not cordially receive entrepreneurship as a profession and women are facing several challenges when they start a business and compete with others in the market. Women are facing with various kinds of obstacles that hampered women's power. Mainly lack of accessing fund, peer networking, well-training etc. starting or opening a SME where women's involve require not only entrepreneur sprit but also managerial and logistic expertise. that's why opening or starting SME require a business person who have well connected to a bureaucrat to access network. expectation of women in the family as a wife, mother, homemaker etc limit their ability to pursue economic opportunity.

Objectives

The general objectives of this study is to address the role of SME that facilitate the women entrepreneurs present condition in northern region. we generally tried to carry our discussion by answering the following three question-

(a). How important are SME in the northern region

(b). How representative are Women entrepreneur in the SME in the northern region

(c). What are the main obstacles to existing women entrepreneur to grow in the region

Rationale for the study

Women's are very much lagging behind in our society. Although they are most important part in our economy but they are no longer perform in a better way. when women are want to start a business it is not received positively by our society. various complexities arise in case of business environment of women entrepreneur. Women entrepreneur ship is so much challenging here.

Northern region specially Rangpur so much lag behind because several studies and discussions are going in another 6 region but rangpur still now untouched. By considering all those matters there has absolutely been strong point to study with the topic "Dynamics of women entrepreneurship in the SME sector"-A study on Rangpur region.

Review of Literature

A good number of studies have been done on women Entrepreneurship in Bangladesh. Different Researcher are carried on different perspective. Some Researcher shows the demographic changes of women worker and shows obstacles that initially facing by women entrepreneur. This study represents an outline of women entrepreneurs in Northern Region Showing their participation in business and find out their problems and Recommending suggestion and we try to focus Rangpur Region in this Research Study.

With respect to the SME sector of Bangladesh, Foreign and national experts undertook some studies.

Kashfia Ahmed (2009) in his work "Performance Evaluation of Small and Medium Enterprises of Bangladesh" shows the present situation of small and medium enterprises of Bangladesh. She identified some problems of SME in Bangladesh like poor physical infrastructure. Lack of information, financial problem, infrastructure, Lack of information, skills, financial problem etc. Zohurul Anis (2013) describe in his work of "Women entrepreneur of SME in Rajshahi Area" try to discuss existing strength weakness and opportunity. it also focuses some challenges which are facing by women in Rajshahi Area. Fatema Khatun (2013-2014) addressed "Women SME entrepreneur in ensuring women employment in Bangladesh" his studies investigate the level of awareness of women about their right.Afiya Sultana in his "Promoting women entrepreneurship through SME" she analyses growth and development to women

entrepreneur in Bangladesh Uddin (2008) has stated that the economic efficiency and overall performances of the SMES especially in the developing countries are considerably dependent upon macroeconomics policy environment and specific promotion policies pursued for their benefit. Some of the notable ones are, Chowdhury (2007) Miah (2007) Ahmed (2006)

Methodology

This study has been carried out relying on secondary data. It is descriptive in nature. Both quantitative and qualitative research methods adopting. Secondary data are used to analysis the findings in qualitative manner for relevant secondary data are used to analysis the findings in quantitative manner for relevant secondary data from reputed journals, books related to women entrepreneur, BB. The method of descriptive analysis on related issues of women entrepreneur and development in the context of northern Region in Rangpur. Then it showing some industrial sectors of SMES easily affordable for women entrepreneur in the Rangpur area.

Then it studies the role of Bank on the amount of credit disbursement and then it discusses the problems/ obstacles. then its studies the present development status. The obstacles must be reduced for the development of the society as a whole.

Definition And Main Characteristics

According to the European Union (2000) SME are defined as entreprises which have at most 250 employees and an annual turnover not exceeding 50 million Euros. Further their is the distinction of small entrepreneur- they have fewer than 50 staff members and less than 10 million Euros turnover – and micro – entrepreneur (Less than 10 person and 2 million entrepreneur)

According to the World Bank (2006) Medium entrepreneur are defined as entrepreneur which have at most 300 employees and an annual turnover not exceeding 15 million US dollars. There, is the distinction of small entrepreneur. They have fewer than 50 staff member and up to 3 million US dollar turnover and micro enterprise have up to 10 persons and 4100.000 turnover.

According to J.A. Schumpter “Women who innovate, imitate or adopt a business activity is called women entrepreneur. Govt. has given a broader definition of the term women entrepreneur it defined “Women entrepreneur as an enterprise owned and controlled by women having a minimum financial interest of 51% of the capital and giving at least 51% of the employment generated in the enterprise to women.

Different countries and organization define SME differently the govt. of Bangladesh has categorized SME into two broad classes.

1). Manufacturing Enterprise:

Manufacturing enterprises can be divided into two categories.

- **Small Enterprise:**

  We call it small Enterprise if in current market price the Replacement cost of plant, machinery and other parts/component, fixtures, support utility and associated technical services by way to capitalized cost etc. including land building were to up to Tk. 15 million.

- **Medium Enterprise:**

  An enterprises would be treated as medium if in current market price the Replacement cost of plant, machinery and other component, fixtures, support utility and associated technical services by way of capitalized cost etc. including land building were to up to tk. 100 million.

2). Non-Manufacturing:

Non-manufacturing activities can be devided into two categories.

- **Small Enterprise:**

  We call it small enterprise if it less than 25 workers (in full time equivalent).

- **Medium Enterprise:**

  An enterprise should be treated as medium if it has between 25 and 100 employees

According to BBS different Enterprise are difined as-

Role of Bank on the amount of credit Disbursement

There are some sections which are easy to maintain has woman E in Rangpur region .they can easily contribute in different private sector . A list are given below.

	No. of Employees
Micro	0 – 9
Small	10 – 49
Medium	50 – 99
Large	above 99

Opportunities for women entrepreneur of SMEs in Rangpur area.

Table 1: A table showing the industrial sector of SMEs easily affordable for women Enterpreneur in the area.

Name of SME s easily Maintainable by women entrepreneur

- Handicraft
- Silk enterprise
- Poultry farming
- Cattle rearing
- Parlor

There are various institution which provide Financial and logistic support and also ensure easily affordable training facilities. Here given such as institution.

Table 2: A table showing the financial help providers institution to Women entrepreneur of SME in the Rangpur area.

- BRAC BANK
- ISLAMI BANK
- RUKAB
- SONALI BANK
- PUBALI BANK
- AGRANI BANK
- JANATA BANK
- MUTUAL TRUST BANK
- AB BANK
- PREMIER BANK
- DUTCH BANGLA BANK LIMITED
- DHAKA BANK
- RUPALI BANK
- JANATA BANK

Islami bank –In Islami Bank if we consider Rangpur district then we see that there is 28 total entrepreneurs among women constitute only 6 in that quarter.

To increasing women entrepreneur in business for the purpose of promoting society and Dynamics of women entrepreneur specially in northern region. Govt. Need to establish separate specialized area with various Facilities. Govt. tries to set up industrial park. Expanding training facilities, creating awareness among women by several programs in northern Region. Because here women are live in information gap.

Now we show the Districts- wise role of various Banks in SME in Rangpur Region – (April -June 2014)
Here we show only one quarter to identify the situation of SME loan disbursement in Rangpur

Name of Bank	Small District	Male	Amount of Taka	Female	Amount of Taka	Medium Male	Amount of taka	Female	Amount of Taka	Total Entrepreneur	Total taka (lac)
Agrani	Rangpur	4942	17,332.57	269	830.64	5	1,099.48	1	100	5217	1,9402.69
Bank	Lalmonirhat	12	77.10	-	-	-	-	-	-	12	77.10
	Kurigram	88	516.90	4	28.00	1	50.00	-	-	93	594.90
	Nilphamari	10564	3,762.43	148	620.67	15	937.00	-	-	1727	5,320.10
	Dinajpur	247	1,523.00	10	64.00	14	436.51	1	55	272	278.51
	Thakurgone	66	386.00	-	-	-	-	-	-	66	386.00
	Panchgarh	19	137.00	-	-	3	550.00	-	-	22	687.00
	Total	6938	23,775.00	431	1543.31	38	3,072.99	2	155.00	7409	28,546.30

Source : Bangladesh Bank

Agrani Bank –*Provides SME loan in which there are 7409 women entrepreneur in 7 District where women play very minor role. Compare with male.*

Name of Bank	Small District	Male	Amount of Taka	Female	Amount of Taka	Medium Male	Amount of taka	Female	Amount of Taka	Total Entre preneur	Total taka (lac)
Islami	Rangpur	22	50.00	6	5.00	-	-	-		28	55.00
Bank	Lalmonirhat	7	170.00	-		-	-	-		7	170.00
	Kurigram	79	2,040.00	5	30.00	5	1,200.00	-		89	3,270.00
	Nilphamari	137	187.26	66	31.25	212	8,606.58	12	2,445.48	427	11,270.57
	Dinajpur	102	1,503.85	561	108.11	83	6,760.60	2	12.00	748	8,384.56
	Thakurgone	121	73.80	122	118.10	33	360.00	3	25.00	279	576.90
	Panchgarh	63	215.00	20	65.00	23	225.00	5	50.00	111	555.00
	Total	531	4,239.91	780	357.46	356	17,152.18	22	2,532.48	1689	24,282.03

Source : Bangladesh Bank

Recent Development Status

According to BSCIC (2009) small and cottage industries accounted for 90.91 percent of industrial establishment in 2008/2009 and about 90% of total

Table 1: *Show the total Loans and Advances and SME outstanding as on 31-03-2013. This is 21.02% of SME% of total loan.*

Total Loans and Advances and SME outstanding as on(31-03-2013)

Bank /Non-Bank	Total Loans	TotalSME	SME% to total Loan
State owned Banks	9020.07	12943.56	14.35%
Specialised Banks	28261.98	7557.98	26.74%
Private Banks	287193.55	69519.64	24.21%
Foreign Banks	23029.70	2221.62	9.65%
Banks Total	428693.30	92242.80	21.52%
Non Bank Fls	25806.65	3280.26	12.71%
Total of Financial Sector	454499.95	95523.06	

Source : Bangladesh Bank 2013

Total Financial sector

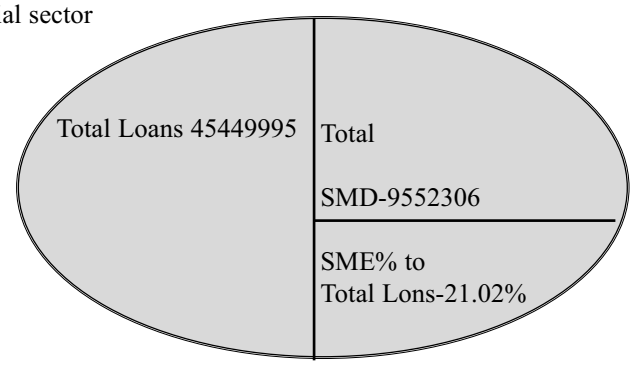

Pie chart

Employment and more than 55% of total manufacturing value added originated from SMEs. There are around 66000 small industry unit and 611,612 cottage industry unit which provides employment of nearly 3.5 million people. When handlooms are added number of cottage industry unit alone shoots up above 700,000 (2009). SMEs worldwide are treated as the engine of growth, drivers of innovations. SMEs play a significant role in driving innovation. SMEs play a significant role in driving economic growth and generating employment. Private sector is the main driver of growth in the today's world and majority of the private

Table 2: *Disscusses about comparative position of SME loan outstanding .where SME outstanding growth is 7.73%. Comparative position of SME loan outstanding as on 31-3-2012 and 31-3-2013*

	31-3-12	31-3-13	Growth on 31-12-2013 Amount	%
Total loan outstanding	406674.56	454499.95	47825.39	11.76%
SME outstanding	88670.26	95523.06	6852.80	7.73%
%of SME TO Loan outst.	21.80%	21.02%		

Source : Bangladesh Bank 2013

Table 3: *Show sector- wise comparative disbursement position of SME loan.*

Sector	Disbursement		Growth		Percentage to Total	
	31-03-2012	31-03-2013	Amount	%	31-03-2012	31-03-2013
Service	826.89	1016.88	189.99	22.98%	5.79%	5.25%
Trade	8927.83	13006.69	4078.86	45.69%	62.52%	67.21%
Manufacturing	4525.94	5328.42	802.48	17.73%	31.69%	27.53%
Total	14280.66	19351.99	5071.33	35.51%		

Source : Bangladesh Bank 2013

enterprises are SMEs. In our country in fact, 99% of the private sector enterprises are MSMEs. MSMEs contribute up to 30% to GDP. MSMEs are providing employment to 25% of total labor force while 80% of industrial job come from MSMEs. The targeted credit initiatives of Bangladesh Bank have able to finance 1.9 million. MSMEs enterprises with 3.4 Billion USD While Bangladesh Bank have financed 90 thousand women owned enterprises with more than 1.2 billion USD. The share of credit to micro and small enterprises in total MSMEs has increased from 43 to 56 percent in five years. The Banking sector financed 0.25 million new business with 6.4 billion USD during 2009-2014 (June) while more than 1.5 million Jobs have been created by the MSMEs Enterprises due to five years due to the financing.

Obstacles facing Women Entrepreneur

At present SME sectors facing a lot of problem / obstacles in Bangladesh. Some major problems are as follows.

- **Lack of Any know-how**

  In northern Region, there is no any know – how among the women entrepreneur to carry out the enterprises successfully.

Table 4: *Show sector wise percentage of disbursement of SME loan to women entrepreneur against total SME loan which is 8.48% in service 57.07% in trade and 34.45% in manufacture.*

Sector wise percentage of disbursement of SME loan to women entrepreneur against total SME loan (January to march 2013)

(Tk. In crore)

Banks/Non-Bank Fls	Service		Trading		Manufacturing		Total	
	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount
Total SME Loan disbursed	3864	1016.88	190716	13006.69	24117	5328.42	218697	19351.99
Disbursed to Women Entrepreneur	324	51.16	8412	344.08	1097	207.71	9833	602.95
Percentage of women Entrepreneur to total SME loan	6.08%	0.26%		1.78%		1.07%		3.12%
% of women Entrepreneur Loan to Total Women Entr. Loan		8.48%		57.07%		34.45%		

Source : Bangladesh Bank 2013

Table 5: *We try to show comparative position of total SME loan and small entrepreneur (Jan-march, 2012 and 13.)*
Source : Bangladesh Bank 2013

Banks/Non-Bank Fls	Disbursed (January-March, 2012) Amount of SME Loan disbursed	Amount of Small Loan disbursed	% of Small Loan to SME Loan disbursed	Disbursed (January-March, 2013) Amount of SME Loan disbursed	Amount of Small Loan disbursed	% of Small Loan to SME Loan disbursed
State owned Banks	705.36	427.86	60.66%	1005.18	500.50	49.79%
Specialised Banks	856.94	334.94	39.09%	819.41	334.90	40.87%
Private Banks	11953.70	6609.23	55.29%	16652.33	8351.52	50.15%
Foreign Banks	395.33	167.32	42.32%	414.91	183.87	44.32%
Banks Total	13911.33	7539.35	54.20%	18891.83	9370.79	49.60%
Non Bank Fls	369.33	219.18	59.35%	460.16	321.91	69.96%
Total of Financial Sector	14280.66	7758.53	54.33%	19351.99	9692.70	50.09%

Source : Bangladesh Bank 2013

Table 6: *Show SME loan disbursed to new entrepreneur January –March 2013 where privet Bank provides a largest share.*
SME loan disbursed to new entrepreneur January –March 2013
Source : Bangladesh Bank 2013

	Service		Trading		Manufacturing			
	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount
State owned Banks	142	20.09	1512	276.60	79	138.98	1733	435.67
Specialised Banks	23	7.52	366	169.38	106	54.82	495	231.72
Private Banks	525	175.77	9893	1895.68	1425	357.51	11873	2428.96
Foreign Banks	6	3.77	26	22.33	5	1.50	37	27.60
Banks Total	696	207.15	11797	2393.99	1615	552.81	14138	3123.95
Non Bank Fls	269	35.06	502	46.18	161	17.85	932	99.09
Total of Financial Sector	695	242.21	12299	2410.17	1776	570.66	15070	3223.04

Source : Bangladesh Bank 2013

- **Peer Networking**

  Network or Networking is one of the key issue to raising women enterprise is Bangladesh and our northern women generally face peer networking.

- **Lack of Information**

  Miah (2006) has observed that SME have very limited use of information technology. Accounting package is used by 1-2 of the SMEs the less of computer is valued by 15% of the SME use of internet 8-10% of SMEs.

- **Skill development training**

  Socio- economic development of Bangladesh largely depends on human resources development which can be accomplished by imparting training to our total entrepreneur partially women entrepreneur. But there is a lack of skill development training facilities exclusively for women. So its a big problem for growing women entrepreneurship in this reason.

- **Women Development**

  To encourage our women society is developmental work there are no Handicraft training center in our division for women.

- **Scarcity of Raw Materials**

  To continue the women business there is a lack of raw materials in small and medium enterprises.

- **Lack of Training**

  Lack of training facilities is one of the most important obstacles facing by women entrepreneur when they are not well – trained they can't understand how to operate a business.

- **Lack of Market Opportunity**

  Market is the main factor to selling the producing product by women entrepreneur. This obstacles hinder to achieved the success of business.

- **Lack of Accessing Fund**

  One major obstacles of women entrepreneur is that they broadly facing the problem of accessing fund without fund women entrepreneur can't start their business.

Policy Recommendation

Based on the study findings, the specific policy recommendations to ensure the

women participation in northern region for policymakers and govt. which are important to improve the condition of SME entrepreneur.

1. It is need to establish separate economic zone for women entrepreneur with adequate power and gas supply to increase their presence in business activity.
2. Central bank need to take more expansion of SME credit policy focuses on promotion of women entrepreneur.
3. Northern region desperately need industrial park or Govt. should take steps to promote a industrial park in the northern region
4. Government should expand training facilities by various organization in Northern Reason.
5. Create awareness among women

Acknowledgement

I am lucky to say that my honorable teacher Mr. Md. Mohiuddin Hossain. Dept. of Economics BRUR assigned me to the report on "Dynamics of women entrepreneurship in the SME sector." The data required for preparing this report has been collected from the various sources of most recent years. I also thanked my other two research fellow, who inspired me very much.

Conclusion

Small and Medium enterprises (SMEs) act as a vital player for the economic growth, poverty alleviation and rapid industrialization of the developing countries like Bangladesh. SMEs are significant in underlying country's economic growth, employment generation and accelerated industrialization. Govt. of Bangladesh has highlighted the importance of SME in the industrial policy- 05. SME has identified by the ministry of industries as a "thrust sector". As the SME sector is labor intensive, it can create more employment opportunities. For this reason, Govt. of Bangladesh has recognized SME as a poverty alleviation tool. SME also faster the development of entrepreneurial skills and innovation. Along with poverty alleviation SME can reduce the urban migration and increased case flow in rural areas. As a result it will enhance the standard of living in rural areas and facilitate the women.

Reference

1. Ahmed, M.U. Mannan M.A Razzaque A. and Sinha (2004). Taking stock and charting a part for SMEs in Bangladesh Enterprise Institute, Dhaka.
2. SME policy strategies (2005) Publication of Govt. of Peoples Republic of Bangladesh.
4. Uddin. S.M.N (2008) SME Development and Relational Economic Integration.
5. Ahmed K and Chowdhury T.A. (2009) "Performance Evaluation of SMEs of Bangladesh" International Journal of Business Management Vol 4. no. 7
6. Bangladesh Bank (2013) SME loan Statement.
7. Seminar on SME Development: Role of an effective SME association November 22, 2014
8. Bangladesh Bank SME Department (2013)
9. www.bb.org.com
10. Miah M.A. (2006) Key Success Factors for National SME Development Program, Lessons for OIC member countries from Bangladesh experience, SME foundation, Dhaka, Bangladesh.
11. Mintoo, A.A. (2006) SMEs in Bangladesh CACCI Journal Vol. 1
12. Alam, M.S. and Ullah M.A. (2006), SMEs in Bangladesh and their financing. An analysis and some recommendations the cost and management Vol. 34.
13. Hossain abir(2007)"challenges of women entrepreneur in Bangladesh" Dhaka Bangladesh
14. OECD (2004)" promoting Enterpreneurship and innovative SME in global Economy : Toword a more Responsible and inclusive globalization. Istambul and Turkey 3-5 June .
17. Das.D J (2000) "Problem faced by women entrepreneur"

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

টেকসই উন্নয়ন ঃ বাংলাদেশের নারীশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

হান্নানা বেগম*

বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হতে চলেছে। নারী দিনভর সংসারের যে কাজ করে জাতীয় আয়ে তার মূল্য সংযোজন করলে এখনই দেশটিকে মধ্যম আয়ের দেশ বলা যায়। এটি কোন কোন অর্থনীতিবিদ বলে থাকেন। আমাদের উন্নয়ন যাই হোক না কেন, তাকে যে আমরা টেকসই করতে চাই এতে কোন সন্দেহ নেই। আমি টেকসই উন্নয়নের অবতারনা করছি এই জন্য যে, বিশ্ব এখন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র। এ গতিশীল বিশ্ব-অর্থনীতিতে যুৎসইভাবে টিকে থাকতে হলে উন্নয়নকে টেকসই করতে হবে। অর্জিত উন্নয়ন যেন ব্যাহত না হয় প্রবন্ধটি–নারী বিষয়ক বলেই টেকসই উন্নয়নে নারীর অবস্থা এবং সেই সূত্রে বাংলাদেশে নারীর শিক্ষার অবস্থা জানা দরকার। অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী যদি অপরিহার্য না হয় তাহলে নারী শিক্ষা নিয়ে গবেষণা বা কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

গবেষকগরা বলছেন– বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দীর্ঘদিন ধরে টেকসই উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু,কাজটি গতি পাচ্ছে না। এগুচ্ছে না। উন্নয়ন হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেটি টেকসই হচ্ছে না। স্থায়ী হচ্ছে না। প্রশ্ন এসেছে, এখানে এমন কোন্ উপাদানের অভাব আছে যার ভূমিকার অভাবে এ কর্মযজ্ঞ স্থিতিশীলতা পাচ্ছে না? এ প্রশ্ন অর্থনীতিবিদ, পরিবেশবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানসহ অনেকেরই । বড় সংখ্যক গবেষকের মত হলো, বিশ্বকে জেন্ডার অসমতার জন্য বিশ্বকে এ ধরনের বড় রকমের মূল্য দিতে হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অসমতা, সামাজিক অসমতা ও পরিবেশগত অসমতা এজন্য দামী। এর ফলেই বাধাগ্রস্থ হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন। মনে রাখার বিষয়, টেকসই উন্নয়নের শ্রমবাণী হলো– 'অর্থনৈতিক সমতা,' 'সামাজিক সমতা,' আর 'পরিবেশগত সমতা।'

Dr. Steven, Economist in the US Goverment, তাঁর গবেষণায় প্রশ্ন তুলেছেন, 'Whether Gender Equality is the missing link of Sustainable Development'. বোস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত তাঁর গবেষণা Sustainable Development Insights-এ তাঁর

---

* পরিচালক, পরিচালনা পর্ষদ, বাংলাদেশ ব্যাংক। সাবেক অধ্যক্ষ ইডেন গার্লস কলেজ, ঢাকা।

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

আত্মজিজ্ঞাসা– "Are Women the key to Sustainable Development"? এই গবেষণায় গবেষকরা বলছেন, কিছুদিন আগেই পুঁজিবাদী বিশ্ব ধাক্কা খেয়েছে, অর্থনীতিতে ধস নেমেছে। যা বিশ্বের প্রায় সব দেশকে কমবেশি নাড়া দিয়েছে। এটি একক দায়িত্বপ্রাপ্ত পুরুষ প্রধান অর্থনীতির ভুলের কারণে হয়েছে। যদিওবা এই সময়কালে যারা ঘটনা ঘটিয়েছেন, ব্যাংকের পুরুষ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, তারা ভারী বোনাস পেয়েছেন। আর নারীরা মন্দার কারণে অধিকতর মন্দ সময় কাটিয়েছেন।

বাস্তবতা হলো, বিশ্ব অর্থনীতি গঠনে নারী-পুরুষের সম অবদান নেই। দুঃখজনক সত্য হলো, কোন কাজ প্রাতিষ্ঠানিক অথবা অপ্রতিষ্ঠানিক যাই হোক না কেন, বিশ্বের প্রায় সব দেশেই নারীর কাজকে কমবেশি খাটো করে দেখা হয়। নারীর প্রতি এ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বময় প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সত্য রূপ ধারণ করেছে, যা বিশ্বের জন্য মঙ্গলজনক নয়। ভেতরের কথা- নারীরা সন্তান প্রতিপালনে অধিকতর সময় দেন বলে তাঁরা বরাবরই সময়ের সংকটে ভোগেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিশ্বময় নারীরা সন্তান প্রতিপালনে এবং গৃহ ব্যবস্থাপনায় সময় দেওয়ায় সময়ের সংকটে ভোগে। তাদের অনেকে চাকরি করতে পারে না। এ কারণে উপার্জনক্ষম কাজ করলেও তাঁরা মানসিক স্থিতি পায় না। এক্ষেত্রে দুনিয়া জুড়েই বড় সমস্যা– কর্মক্ষেত্রে কর্মজীবী নারীদের শিশুদের নিরাপত্তা ও যত্নের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক দিবাযত্ন কেন্দ্র নেই। কিন্তু, যেসব দেশ এটি করেছে, যেমন- ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স এবং আরও অনেক দেশে কর্মক্ষেত্রে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলক হওয়ায় সেখানকার নারীরা নিশ্চিন্তে চাকরি করছে এবং সেখানকার জন্ম হার জাপান, কোরিয়া ইত্যাদি দেশের চেয়ে বেশি। নারীর জীবনকে ভারসাম্যময় করে এসব দেশ একইসাথে বর্তমান শ্রমশক্তি এবং ভবিষ্যৎ শ্রমশক্তিতে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করছে।

যদিও বিশ্বে কর্মক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে তবু তারা এখনও অর্থনীতি বা রাজনীতিতে পুরুষের সমপর্যায়ে সময় দিতে পারছে না। চলমান এ বৈষম্য আরও বৈষম্যের জন্ম দিচ্ছে। বিশ্বের কোন কোন দেশ এবং আমাদের বাংলাদেশ কোটা প্রথা প্রচলন করেছে। এতে অবস্থার সামান্য উন্নয়ন ঘটেছে। নরওয়ের কর্পোরেট বোর্ড কমপক্ষে শতকরা ৪০ জন নারী অন্তর্ভুক্ত করেছে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। ফলত বিশ্বের মধ্যে ওখানে নারী পরিচালকেরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ফ্রান্স সরকার সম্প্রতি নিয়ম করেছে যে কোন কোম্পানির বোর্ড সদস্যদের মধ্যে অন্তত শতকরা ৫০ জন নারী হতে হবে।

জাতিসংঘ এবং বিশ্ব ব্যাংক তাদের গবেষণায় বলছে, যেসব দেশে অর্থনীতিতে নারীকে তুলে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে তাদের চেয়ে জেন্ডার নিরপেক্ষ দেশের স্থিতিশীলতা তুলনামূলকভাবে কম। নারী সবসময় দারিদ্র্য দূর করতে চায়। কারণ তারা সবসময় এ লক্ষ্যে নিজ পরিবার পরিচালনা করে। বিশ্বব্যাংক সাম্প্রতিককালে এ সম্পর্কে নিয়মিত মূল্যায়নের জন্য- "Gender Equality as Smart Economics" নামে নিউজলেটার প্রকাশ করে। যেখানে তারা এ মত দিতে চেষ্টা করেন যে, অধিকতর উন্নয়নের খাতিরে নারীকে বিশেষ সুযোগ দিতে হবে। নারীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ করলে তা অর্থনীতিতে গুণক ফলাফল দেয়। ব্যাংক এবং দাতা সংস্থাদের নারীকে উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার দেখানোর চেষ্টা নিতে হবে। নারীকে তাদের ঘরোয়া কাজ, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কৃষির মতো ধীরগতি সম্পন্ন কাজ থেকে সরিয়ে ভূমি, শ্রম, উৎপাদন ইত্যাদি খাতের মতো ক্ষমতা – সম্পন্ন বিষয়ে যুক্ত করতে হবে, যাতে তারা অর্থনীতি, সমাজনীতি ও পরিবেশনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারেন।

বাংলাদেশকেও তার টেকসই উন্নয়নের জন্য নারীকে যথাযথভাবে কর্ম উপযোগী সামর্থ্যসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে হবে। আর তার মূল ভিত্তি হচ্ছে নোবেল বিজয়ী *অমর্ত্য সেনের* 'সক্ষমতার শিক্ষা'। আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে যেই সরকারই আসুক না কেন প্রত্যেকেই নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে উদার মনোভাব দেখিয়েছে তার কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায়- মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশ যুদ্ধ পরবর্তীকালের সময় থেকে আজ পর্যন্ত জাতিসংঘের প্রায় প্রতিটি সম্মেলন কিংবা আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, সিডও দলিল এবং বেইজিং ১৫-এ সাক্ষর করা। বাংলাদেশ বার বার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে, জাতিসংঘের মূল শ্লোগান জেন্ডার সমতা অর্জনে। নারীকে অর্থনীতির মূল ধারায় নিয়ে আসার বিষয়ক। ফলত, নারীর শিক্ষা, নারীর কর্মজীবন নিয়ে পিছিয়ে থাকার সুযোগ ছিল না। আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ায় একটা ইতিবাচক আবহ বরাবরই ছিল। এছাড়া নারীর অন্তর্নিহিত যে শক্তি তা বরাবরই নারীকে সামনে এগিয়ে নিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলো আমাদের কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা। তারা কি পড়াচ্ছেন তাই আমাদের জানা নেই। এছাড়া মাদ্রাসা থেকে যেসমস্ত মেয়েরা পাশ করছে তারা কি ধরনের কর্মসংস্থান পাচ্ছে এ বিষয়ে কোন গবেষণাও আমরা পাইনি। এ বিষয়ে গবেষণা একান্ত জরুরি।

মুক্তিযুদ্ধের পর ছাত্রী উপবৃত্তি এদেশের নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট বিপ্লব ঘটিয়েছে। বরাবর সামনে এগিয়েছে নারী। একইভাবে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কারণে এদেশের গার্মেন্টস শিল্পের প্রতিষ্ঠা নারীকে দু'কলম পড়ালেখা শেখানোর ব্যাপারে সাধারণ জনগণকে আগ্রহী করে তুলেছে। তবে নারী শিক্ষা যে পর্যায়েই থাকুক না কেন এর পথে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যথেষ্ট। সরকারকে, সচেতন জনগণকে এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগী হতে হবে। অন্যথায় এই শেষের পথ পার হওয়া কঠিন হবে। মনে রাখতে হবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ানো যতো সহজ, তার মান বাড়ানো ততই কঠিন। এছাড়া রয়েছে গ্রাম শহরের সুবিধাগত পার্থক্য। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষার্থী গ্রামে থাকে। দেশে রয়েছে ধনী গরীবের বৈষম্য, বন্টনের বৈষম্য। শুধু আর্থিক বৃত্তি দিয়ে, স্কুলে খাবার দিয়ে শিক্ষার শতকরা হার অর্জন বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। এটি সামাজিক ও অর্থনীতির আন্তসম্পর্কিত দুষ্ট চক্র (Vicious Circle)। একটি সম্পর্ক অন্যটিকে টেনে নামায় বা উর্দ্ধমুখী করে। কিছুদিন আগেও নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল অভিভাবকদের অনীহা। শিক্ষার প্রতি অনাস্থা। এখন আত্মনির্ভরশীল নারীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় গরীব অভিভাবকরা চান তাঁদের মেয়েরাও কিছুটা পড়ালেখা শিখুক।

এবারকার ২০১৩-১৪ বাজেটে বাল্যবিয়ে রোধের কথা রয়েছে। বক্তব্যটি এই ধরণের "বাল্যবিবাহ রোধে আমাদের ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ অনেক জায়গায় নানা উদ্যোগে সহায়তা বা পৃষ্টপোষকতা দিচ্ছেন"। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, ইউনিসেফের বিশ্বশিশু পরিস্থিতি-২০১১ শীর্ষক প্রতিবেদনে বিশ্বে বাল্যবিয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশে তিন জন কিশোরীর মধ্যে দুজনেরই বিয়ে হয়ে যায় তাদের বয়স ১৮-এর নিচে থাকতেই। আবার ১০ জনের মধ্যে তিন জনের বিয়ে হয় ১৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই। বাংলাদেশে কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা ৩ কোটি ৩৯ লাখ। কিশোরীদের মধ্যে প্রতি তিন জনে একজন অল্প বয়সেই মা হন। দেশের শতকরা ৯০ জন অভিভাবকই তাদের কন্যাসন্তানকে অল্প বয়সে বিয়ে দিতে চান। অর্থনৈতিক, সামাজিক, যৌতুক প্রথা, নারী নির্যাতন, কু-সংস্কারসহ নানা কারণে মেয়েকে পাত্রস্থ করে কন্যাদায় থেকে মুক্ত হতে চান তাঁরা। এতে কম বয়সে সন্তান ধারণ, মাতৃমৃত্যুর উচ্চহার এবং অপুষ্ট শিশু জন্ম

দেয়ার ঝুঁকি বাড়ে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বাল্যবিয়ে রোধ করা যাচ্ছে না। এ-সংক্রান্ত আইনও খুব দুর্বল। বাল্যবিয়ে দিলে তার শাস্তি এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে ১৯৮৪ সালের এ-সংক্রান্ত আইনে। বাংলাদেশ এমনিতেই জনসংখ্যার ভারে জর্জরিত। এ অবস্থায় বাল্যবিয়ে রোধ করতে না পারলে তা মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে। এই লক্ষ্যে এ-সক্রান্ত আইন যুগোপযোগী ও কঠোর করার পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতাও বাড়াতে হবে। বাল্য বিয়ের অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য আরও কার্যকর পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন ।

মনে রাখতে হবে এখন বাল্য বিয়ের প্রধান কারণ স্কুলে যাতায়তের পথে এবং নিজ ঘরে ছাত্রীদের অনিরাপত্তা। আমরা দেখেছি মেয়েকে স্কুলে নেওয়ার পথে মা জীবন হারিয়েছেন, শিক্ষক জীবন দিয়েছেন। অসংখ্য কিশোরী আত্মহত্যা করছে। শিক্ষা মন্ত্রী ছুটে যাচ্ছেন। শিক্ষাঙ্গনে যৌন হয়রানি বন্ধ করার জন্য হাইকোর্ট নতুন আদেশ জারি করেছে। আইনের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। আইনের প্রয়োগ অবশ্যই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে এই সমস্যা অনেক গভীরে নিহিত, স্থানীয় সরকারের খবরদারির অনুপস্থিতি অন্যতম প্রধান কারণ। ঘরে মায়ের অনুপস্থিতিও একটি কারণ। পাড়ায় খেলার মাঠ নেই। ক্লাব নেই। অতএব উদ্দেশ্যহারা তরুণদের সহজ বিনোদন মেয়েদের পেছনে বিশ্রীভাবে ছোটা। এছাড়া এদেশের হাজার তরুণ দেখছে নারীকে জনসমক্ষে ফতোয়া দানকারীরা দোর্‌রা মারছে। এ দৃশ্য পত্রিকায় ছাপছে, টিভিতে দেখা যাচ্ছে। প্রশাসন দায়সারা গোছের সাড়া দিচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলো এই অবিচার দেখেও দেখছে না। অবশেষে অভিমানী পথহারা বালিকা আত্মহত্যা করছে। এসব বিষয় তরুণদের আইন অমান্য করার উৎসাহ যোগায়। তারা বিকৃত চিন্তার অধিকারী হয়।

স্কুলগুলোতে পাঠাগারের অভাব রয়েছে। পাঠাগার যদিও থাকে, লাইব্রেরিয়ান নেই। বর্তমান সরকার প্রাইভেট শিক্ষাদান বন্ধ করার জন্য নানা পদ্ধতি অবলম্বন করছে। এর সাথে শিক্ষকের বেতনের সম্পর্ক রয়েছে। স্কুলভিত্তিক এসেসমেন্ট যা বর্তমানে শুরু হয়েছে এক্ষেত্রে এটি যথাযথ পদক্ষেপ। স্কুলের একাডেমিক সুপারভিশন আরও জোরদার করা দরকার। বেসরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে স্কুল ব্যবস্থাপনার কমিটি শক্তিশালী করে কমিউনিটি মোবিলাইজ করতে হবে। এস. এম. সি'র প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। এসব কমিটিতে জাতীয় সংসদ সদস্য, আমলা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের প্রভাব বন্ধ করা প্রয়োজন। কমিটির সদস্যরা হবেন অভিভাবক এবং সমাজের নির্দিষ্ট বিষয়ে অবদান রাখার মতো পরিচিত ও যোগ্য ব্যাক্তিত্ব। স্কুলের পারফরমেন্স ও অনুদানের মধ্যের সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অনুসরন করা প্রয়োজন। সর্বোপরি আমাদের শিক্ষকদের শিক্ষাদানে বক্তৃতা পদ্ধতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। ক্লাসে শিক্ষক সঞ্চালনকারী প্রাণ পুরুষ। যিনি ক্লাসকে প্রাণ দেবেন। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করবেন। ছাত্রদের মেধা, ধী শক্তির প্রতি শিক্ষকদের সম্মানবোধ থাকা প্রয়োজন।

আমাদের শিশুরা, তরুণরা কি পড়ছে, সেটিও আমাদের দেখা দরকার। শিক্ষার মূলাধার হচ্ছে পাঠ্যপুস্তকের কারিকুলাম। এ কারিকুলামের নির্যাসে তৈরি হয় পাঠ্যপুস্তক। আর এই পাঠ্যপুস্তক আগামী জাতি গঠনের মনোবিকাশপত্র। পাঠ্যপুস্তকের নির্যাস আদলে শিশু আপন অজান্তে নিজকে গড়ে তোলে। জীবনের লক্ষ্য স্থির করে। এসব অন্তর্নিহিত কারণে কারিকুলামবিদ, সিলেবাসকারী, লেখক, গ্রন্থ পরীক্ষক সর্বোপরি শিক্ষক এঁদের জেন্ডার সমতা সম্পর্কে এবং গতিময় বিশ্বের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। দুঃখজনক হলেও সত্য যে তাঁদের এ বহুমুখী জ্ঞানের বিশেষত জেন্ডার সমতা বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বা প্রশিক্ষণের জন্য অর্থ বরাদ্দ নেই। ফলত নারী শিক্ষার মহান উদ্দেশ্য এবং টেকসই উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা এখনও প্রতি পদে অবহেলিত হচ্ছে যার প্রতি আমাদের মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত কারিকুলাম প্রণয়নকারী

সংস্থা হচ্ছে ন্যশনাল কারিকুলাম ও টেক্সট বুক বোর্ড। এই সংস্থার দায়িত্ব, কারিকুলাম প্রণয়ন করা। কারিকুলাম পরিবর্তন সময়-সাপেক্ষ এবং ব্যয়-সাপেক্ষ বিষয়। এসব সংস্থার কর্তা ব্যক্তিগদের দীর্ঘকালীন সময় একই পদে অবস্থান করার সুযোগ কম হয়। ফলত কর্মকতার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার নির্যাসটুকু সংস্থা, দেশ বা ছাত্রসমাজ পায় না। এ সংস্থার মধ্যস্তরের কর্মকর্তারা মাঝেমধ্যে কারিকুলাম বিষয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ পান। কিন্তু প্রমোশনের পর তাদের বদলি করা হয়। আবার নতুন কর্মকর্তা বহাল হন। নতুন যিনি আসেন তাঁর পক্ষে হঠাৎ করে কারিকুলামবিদ হয়ে ওঠা কঠিন হয়।

অতএব, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার স্বার্থে, আমাদের টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে, কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যে সার্বিকভাবে কারিকুলাম প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণে আরো অধিকতর মনোনিবেশ করতে হবে।

তথ্যসূত্র

1. Stevens, Candice, Are Women the key to Sustainable Development? Boston University.

২. বাংলাদেশ সরকারের বাজেট ২০১৩–১৪

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Alternative Financing for SMEs

Ferdaus Ara Begum*

SMEs all over the world have an important role to play in industrialization and economic growth and thus creating employment as well. It promotes inter-sectoral linkages, raising exports and develop entrepreneurial skills. It has important advantage in reducing regional imbalances. The future of SMEs is of major policy concern for reshaping industrial sector performance. SMEs and their contribution to economic growth, social cohesion, employment and local development are no doubt recognized by every quarters.

SMEs account for over 95% of enterprises and 60%-70% of employment, and generate a large share of new jobs in OECD economies. While International Monetary Fund (IMF)[1] indicated that SMEs in Bangladesh accounted more than 99% of private sector industrial establishments and created job opportunities for 70%-80% of the non-agricultural labour force. The share of SMEs production value added to gross domestic product (GDP) ranged between 28% and 30%. The contribution of SMEs to national exports is significant (ADB-Asia SME Finance Monitor 2013). There remain problems in calculating numbers also, estimated number of SMEs in Bangladesh varies from 6m (an estimate from ADB including micro and SME) to the 3.3m as registered SMEs in the country. As globalization and technological change reduces the importance of economies of scale in many activities, the potential contribution of smaller firms is enhanced. But SMEs need to know how to enter into the global value chain in order to sustain and be competitive.

---

* Ferdaus Ara Begum, CEO, Business Initiative Leading Development(BUILD)

1 International Monetary Fund(IMF), 2012, IMF Country Report No12/293 as referred in Country Review-Bangladesh, ADB, Asia SME Finance Monitor 2013

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

Though the word SME is one of the buzz words but in the statistics there is as such no existence of SMEs, in the Bangladesh Economic Review prepared and published by the Ministry of Finance during the announcement of Budget every year, industrial contribution of large and medium are shown together while the contribution of small industries are shown separately, so there is no way to get SMEs contribution to the GDP. As per Economic Review 2014[2], contribution of Large and Medium Industries (LMI) to GP is 13.73% while the contribution of small alone is 5.23% in 2011-12. The figure of the same was 11.29% and 4.68% in 2002-2003 respectively. The statistics reflects that contribution of small industries increased only 0.55% during these last seven years which is minimal, while the contribution of large and medium has increased by 2.44%.

Size of industrial establishments is measured based on employment or capital. Definition of Industrial Policy is the basis for defining the SMEs. There are of course variations of defining SMEs because of different reasons. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) defined SMEs for preparing census, National Board of Revenue defined SMEs to extend tax benefits, Banks follows their own criterion in defining SMEs for extending loans, of course Bangladesh Bank in a circular mentioned that Industrial Policy definition would be their basis in defining the SMEs. In calculating industrial loan by Bangladesh Bank, LSI, MSI and SSI are shown separately which of course gives a picture of financing to these sectors.

We are expecting a new Industrial Policy in 2015, there might be some changes in defining different industrial classes at the same time some new definition for Handicrafts, Venture Capital (VC) may be included as like as in the Industrial Policy 2010 where definition of Micro Industries, Women Entrepreneurs, High Tec industries were included for the first time.

SMEs in the country are suffering from several problems of which financing is the most important, sometimes SMEs are termed as missing middle as they have limited access to formal sector financing, there is absence of new and innovative credit schemes and financial instruments in order to accelerate the flow of funds for SMEs. Along with the financial constraints, they have less access to technology, because of absence of scale they can not establish market linkage, and are not equipped with adequate business support services.

For addressing the SME Financing constraints include some of the countries introduced Credit guarantee funds, Venture capital, Leasing, Group-based and mandatory lending, Credit Surety Fund Scheme, Supply Chain Lending Scheme, Factoring and many others.

2 Bangladesh Economic Review 2014, P-289

Financing Scenario in Some Asian Countries

As like as Bangladesh case, SMEs are the backbone of the Asian countries, accounting for about 98% of all enterprises, and 66% of the national labour force on average 2007-2012[৩]. According to the study by ADB generally, SME access to banks have gradually improved because of various government support measures such as credit guarantees and mandatory lending etc, the table below can give a clear picture:

Year	Countries	Amount (% to GDP)
2012	Republic of Korea	38.9%
2013	Thailand	33.7%
2012	Malaysia	20.1%
2013	Cambodia	7.8%
2012	Bangladesh	6.7%
2012	Kazakhstan	4.7%

Source: ADB Asia SME Finance Monitor, p-9

The statistics above shows that, in Bangladesh even though about 99% of the total enterprises are SMEs, the access to finance from banks is much lower than other Asian countries except Kazakhtan. It clearly gives us a signal that Bangladesh needs to improve the financing situation for SMEs to a large extent. In Korea, Thailand, Malaysia contribution of SMEs to the GDP is much higher than that of Bangladesh.

SME Financing Scenario in Bangladesh

Arrangement for Funding for Industries[4]

As like as Asian countries, government of Bangladesh has given enough thrust for increasing SME funding but because of absence of clarity in some cases, unwillingness of the Banks and Non-Banking organizations the financial system for SMEs are skewed and SMEs have to shuttle here and there for getting access to finance, Bangladesh Bank has strong directive for opening SME Branches, separate provision for loans and many other positive policies but in reality, financing system for SMEs have not been improved up to the required level. As has been available in the website of the Bangladesh Bank, following three broad fragmented sectors are available for financing SMEs:

3 ADB Asia SME Finance Monitor, 2013, p-5

4 Bangladesh Bank Website

1. Formal Sector,
2. Semi-Formal Sector,
3. Informal Sector.

Formal sector: The sectors have been categorized in accordance with their degree of regulation.The formal sector includes all regulated institutions like Banks, Non-Bank Financial Institutions (FIs), Insurance Companies, Capital Market Intermediaries like Brokerage Houses, Merchant Banks, Micro Finance Institutions (MFIs)[5] etc.

The Semi Formal Sector: The semi formal sector includes those institutions which are regulated otherwise but do not fall under the jurisdiction of Central Bank, some of these are; Insurance Authority, Securities and Exchange Commission or any other enacted financial regulator. This sector is mainly represented by Specialized Financial Institutions like House Building Finance Corporation (HBFC), Palli Karma Sahayak Foundation (PKSF), Samabay Bank, Grameen Bank etc., Non Governmental Organizations (NGOs and discrete government programs.

The Informal Sector: The informal sector includes private intermediaries which are completely unregulated and unregistered in most of the cases.

It is of course true that, percentage share of SME financing in these above three sectors is not very clear to us, but it is fact that because of stringent formalities, SMEs prefer to be in the informal sector and remains mostly in the extra-legal situation causing a serious risk for themselves.

Industrial Term Loan

Taka in crore

Period	Disbursement				Recovery			
	LSI	MSI	SSCI	Total	LSI	MSI	SSCI	Total
	21918	10969	2392		17979	9916	2342	
FY 2011-12	62.13%	31.09%	6.78%	35279	82.03%	90.40%	97.91%	30237
	27955	11574	2999		24288	9468	2794	
FY 2012-13	65.73%	27.65%	7.05%	42528	86.88%	81.80%	93.16%	36550
	6054	2331	899		6976	2087	747	
an-March 2014	65.21%	25.11%	9.68%	9284	115.23%	89.53%	83.09%	9810
	7650	2848	965		7023	2359	797	
April-June 2014	66.74%	40.55%	8.42%	11463	91.80%	82.83%	82.59%	10179

ource: Bangladesh Bank

5 Bangladesh Bank

Some statistics below can give us share of SME loans provided by the Banks[6]:

Loan disbursement in the Large Scale Industries (LSI) is 62.13% of the total, Medium Scale Industries (MSI) and Small Scale and Cottage Industries (SSCI) together received 37.87%, about two thirds of the total banking finance goes to the LSI. In the year 2012-13, the situation rather deteriorated in favour of SMEs, share of LSI improved and reached to about 66%, remaining 34.65 goes to the MSI and SSCI.

	Overdue				Outstanding			
End of June 2014	LSI	MSI	SSCI	Total	LSI	MSI	SSCI	Total
	5936	3965	1006	10907	69621	24695	6079	100395
					69.35%	24.60%	6.06%	

In case of overdue and outstanding, the scenario is opposite:

Outstanding for LSI is the highest about 70%, while in the SSCI it is the lowest to about 6.06%. There could be some details of the statistics to help understanding the actual situation if number of industries, sectors are mentioned along with the above statistics. Banks are willingly reluctant to provide loans to the SSCI sectors even though their single requirements are much less than the LSI, in order to avoid administrative costs and risks, Banks are reluctant to finance SMEs.

Funding for SMEs are still bank centered, however, non-banking financing is also there to fill the gaps. In Bangladesh non-bank financial institutions (NBFI), such as leasing, factoring, invoice discounting, and equity investment are in place. Besides, like other Asian countries Micro Finance Institutions, venture capital funds, capital market financing, equity finance, corporate bond issuance, and mezzanine financing and various other financing models are available.

Types of Funding for SMEs

Usual financiers in Bangladesh for SMEs are mostly NGOs, Govt. Banks, Capital Market, Friends and Family, etc. Problems of getting financing are different from different sectors while usual financing from Banks is a problem for SMEs. Banks are opening SME branches to fund the SMEs. Business firms go to banks to solve their financing problems. Banks provide different kinds of loan products according to the need of business firms as per regulations of the Bangladesh Bank.

6 Bangladesh Bank

SME credit policy and programs, sector-wise target based lending to disburse in manufacturing sector by banks and financial institutions as per advising of Bangladesh Bank, service sector and women entrepreneurs, priority to women entrepreneurs for disbursing more credit, refinance scheme for agro processing industries have helped a lot to develop the SME industries in the country.

There are collateral free loans, but commercial banks mostly practice of giving loans against collaterals. Sometimes amount of collaterals are higher than the loan. SMEs are one of the worst sufferers for getting funding against collaterals, with this, extremely high interest rates causes serious barriers for collecting funding from the banking sources. Problems of getting funding varies from sector to sector and different financial institutions, non-traditional industrial sectors including ICT firms are the most sufferers, as they can not show collaterals as required amount.

Thus SMEs are mostly engaged in high risk businesses, food processing industry, ICT industry, livestock industry are some of the good examples to present the risk associated with SMEs. A poultry firm can be ruined within a night, ICT firm can be stopped because of not developing sellable software. Also the SMEs cannot ensure the secured flow of profit, as a result, they cannot ensure regular payment of installments. Banks never want to increase the risk by financing such a kind of risky business. SMEs are unaware about their own value chain, as they have to develop their own, so their scale of production is limited and sometimes fail to respond to the demand, specially external demand, if there is any.

SMEs usually starts with small capital and they provide unique types of products to some extent. As their market share is small, they can not produce much. Generally they don't generate good profit in the beginning. So the startup SMEs remain less profitable. Banks and financial institutions do not support to graduate SMEs from small to a large one, so banks are unwilling to finance the SMEs.

Bank rarely calculate the risk factor to enable the firm to sustain in future and pay the installments. If a bank has the ability of forecasting a firm's future, it should not have problem in financing the firms who don't have enough collateral. It is a matter of surprise that both domestic and international private commercial banks lacks skilled human resource to assess credit risks under uncertainties. Also the monitoring and management cost for such loan is also high. As a result bank charges high interest rate which is not viable for the sustainability of a venture. SMEs are in a vicious circle of low finance-low business-low profit-low return loop.

Capital Market as a Funding Source for SMEs

In Bangladesh, so many non-government organizations are running their operation. But the size of loan they provide is not adequate. Loan repayment terms & conditions and interest rate is not friendly to the small and medium enterprises.

Capital market is a good place to raise capital. But in collecting fund from capital market is not easy and fast way. Recent financial crisis has made the entrance of new firm in capital market lengthier. To go to capital market, a firm has to submit some documents including audited statements. As SMEs are unsafe and small ventures, they face more trouble in getting listed. So raising fund through capital market is not favorable for SMEs.

Two capital markets are operating in Bangladesh, these are Dhaka Stock Exchange (DSE) and Chittagong Stock Exchange(CSE). DSE established in 1954 has 547 listed companies and market capitalization is BDT 3.2 trillion[7] as of December 2014. CSE established in 1995 has 257 listed companies with market capitalization of BDT 2.6 trillion[8] as of December 2014. These markets are supervised by Bangladesh Securities and Exchange Commission. SMEs are almost excluded from applying in the Capital markets as the minimum paid up capital requirements is BDT 100 million in DSE and BDT 10 million in the CSE.

In Bangladesh, as such no SME Exchange is in place, to raise funds from the capital market. In India, in response to the recommendations of the prime Minister's Task Force, two dedicated SME exchange were launched in 2012. The Philippines launched the SME Board under the Philippine Stock Exchange in 2001. While in Malaysia and Thailand, there are no dedicated SME Exchange, but there are markets that SMEs can tap. In Vietnam, the Hanoi Stock Exchange has a trading venue for unlisted public companies, named UPCoM, which was established in 2009, there is no listing fees for UPCoM. Indonesia has no SME capital market but preferential treatment are given to SMEs to tap Indonesia Stock Exchange market[9].

In Bangladesh most SMEs are typically excluded from even applying for listing in the exchange markets of Bangladesh because of minimum paid-up capital requirements and stringent formalities. There is no specialized SME capital market in our country. Some work is going on, one idea is that existing over-the

---

7 DSE Website

8 CSE Website

9 ADB SME Finance Monitor 2013

–counter (OTC) market is recognized as an SME Exchange under the Dhaka Stock Exchange[10], the issue needs a lot more discussion and research.

EEF and Venture Capital for SMEs

To develop and set up new IT companies / subsidiaries in IT and Agro sector, Equity & Entrepreneurship Fund (EEF) was established with the amount of BDT. 100 crore in the 2000-2001 budget. This initiative was taken to develop the rural business and the small enterprise in that sector. After the launching, Bangladesh Bank took the main responsibility to initiate this project. On April 16, 2009 Bangladesh Bank gave the responsibility of EEF to ICB as a sub agent after granting permission from the Ministry of Finance. All the EEF related rules, implementation and monitoring are done by EEF unit of Bangladesh Bank. The amount EEF granted for different project is BDT 2700 Crore and the released amount from Ministry is BDT 1225 crore as of information received up to 2013[11]. So far the number of EEF project extended to agro sector is much higher than that of ICT, where as ICT need funding for long time. In the agro sector also, all types of products are not allowed to get EEF benefits, some promising sectors like potato chips, multi-sectoral cold storages are excluded from getting EEF funding because of its unreliable nature.

In the BUILD's study on EEF and ICT Financing, it is seen that Entrepreneurs Equity Fund (EEF) has got several loopholes and not availed by many. Though it seems like Venture Capital, but as Banks or Financial institutions and Government is not liable to bear any loss, for this reason categorized as Equity Fund. As the companies have to be registered as a Private Limited Company according to the 'Companies Act 1994' and have to issue Share Certificate by the total EEF amount in the name of the Government of Bangladesh. As ICT entrepreneurs cannot float in the Capital Market because the threshold to qualify for 'IPO' is high. So, before granting the EEF amount, BB takes an Undertaking from the company that they have buy-back the shares from their personal account.

In the latest policy, it is mentioned that the company has to issue Share Certificate in the name of The Government of Bangladesh by the total amount that has been granted. But in the EEF (ICT) Fund Consumption Policy of 2009, there was the system to issue Share Certificate based on the installments. The entrepreneurs should have the choice that whether they want to mortgage the total share or they want to make as per installment.

---

10 ADB SME Finance Monitor, 2013.

11 In house Research of BUILD

The amount of EEF support for ICT is maximum Five crore, of which 51% has to be the equity of the entrepreneur. But the disbursement of the installment takes one and half year. Before that, the evaluation of ICB and Lien Bank or Financial institutions also takes much time. IT entrepreneurs need sufficient breathing time to start buy-back. Also to note, the net profit margin after covering all the overhead expenses may not be sufficient to allow buy-back if these time constrains remains same.

As per EEF policy, after the completion of 8 years timeline of EEF support, the share amount will be transferred into loan. And the interest rate is determined by Bangladesh Bank. But the entrepreneurs want to know the interest rate before they take the first installment. There should be a mechanism to determine the interest rate, which will be same for all and entrepreneurs should be informed about it before they start taking the EEF support.

In order to make the entrepreneurs (especially ICT firms) more compliant and accountable to run their companies as per EEF policy, the exchange of information among all concerned including companies, Bangladesh Bank, Lien Bank, ICB is necessary. According to revised EEF Policy, they should call a meeting in every three months and the Nominated Director will give a report based on this. But this provision is not followed by the entrepreneurs.

Refinancing Scheme of Financing SMEs

Bangladesh Bank has opened a new department SME & Special Programme Department (SMESPD) on December 31, 2009 so that financing to SMEs can be strengthened. The main objectives of the department is to create an enabling environment for the SMEs; priority to cottage; micro and small entrepreneurs; priority to the labour-intensive, value added and employment generated sectors; support to the women entrepreneurs; use of modern technology for SME banking and financing; supporting SME financing establishing an Information storage; increase involvement of Bank and Financial institutions for entrepreneurship development etc.

Refinancing is one of the important supports extended by the Banks for financing SMEs. Refinancing Scheme for Small Enterprise sector allowed as per circular of the Bangladesh bank in the year 2004[12] extended in the year 2007 allowing women entrepreneurs to get loans at Bank rate plus five percent. These type of financing are enterprise driven, objectives of which is to support entrepreneurs so

12 Circular 1, 2014

that Bangladesh Bank can suggest a fixed rates to the disbursing banks. Besides, there is a funding from JICA and ADB for supporting SMEs, interest rate of which has been determined at the market rate and distributed through different banks. These financing are mostly Banks driven as they can fix the interest rates based on the demand and supply of the markets. In the year 2010 another circular[13] from Bangladesh Bank was issued for refinancing the agro-sector specially which are established in the rural areas. A new refinancing scheme has been issued in the year 2014 for supporting new entrepreneurs. The latest refinancing circular has been issued in the name of Islamic refinancing scheme in the October 2014 for funding SMEs.

Beyond these refinancing scheme, banks are free to set their interest rates within the band circulated time to time by the Bangladesh bank, the highest band remains with in 15-16%.

There are different opinion and analysis among entrepreneurs regarding getting financing from banks where there is a usual claim that SMEs are the worst sufferers for getting funding from the Banks. It is always argued that Banks charge higher interest rate to cover the risk of collateral-free investment.

Other Alternatives of Financing

Mezzanine Financing: Private Equity (PE) markets have been increasing steadily in the Southeast Asian countries, Mezzanine Financing is a different form of financing driven by demand for growth capital from company owners that want to avoid equity dilution[14]. Mezzanine financing is basically debt capital that gives the lender the rights to convert to an ownership or equity interest in the company if the loan is not paid back in time and in full. It is generally subordinated to debt provided by senior lenders such as banks and venture capital companies. Since mezzanine financing is usually provided to the borrower very quickly with little due diligence on the part of the lender and little or no collateral on the part of the borrower, this type of financing is aggressively priced with the lender seeking a return in the 20-30% range (Source Internet). Growth of PE was tremendous, increased from 2.6% of 2006 to 10.6% in 2012 in Southeast Asia[15]. Some funds are starting to provide mezzanine financing, albeit on a limited scale. SMEs are mostly suffering from insufficiency of capital supplied by Banks, Mezzanine Financing could be a source of financing, but as they are also not enough

13 SMESPD Circular

14 Private equity Market in South Asia, Takeshi Shimamura, December 10, 2013

15 Ibid

experienced in negotiating complex deals, so for the risk management issues. Banks and Parent Companies should come forward to support SMEs and be well qualified with adequate legal provisions.

Venture Capital Firms

SMEs are facing problems in financing themselves by the present financing solutions. Venture Capital (VC) has come forward to solve these problems. As SMEs lack expertise knowledge in the field of accounting, marketing, financing and management, VC firms not only finance the firms, but also provide support in these areas. As they are partly owner of the SME, they try to make the firm profitable so that they can get the share of profit. VC firm provides a win-win situation between the investee firm and the VC firm as it provides capital required by the risky investee firm and enjoys ownership rather than being creditor in return. Investee firms don't face problem of strict installment payment schedule (bank financing) because VC firms participate in profit. And they will sell the ownership either to the investee firm or to the 3rd party according to the agreement which will not put pressure on the investee firm.

Venture Capital is new to the people of Bangladesh. As interest is not applicable for this kind of financing, entrepreneurs feel interested. But when they come to know that investor firm will participate in profit, they are discouraged because they don't want to share profit with anyone[16]. At present, there is no legal framework for the VC firms. Some firms started providing venture capital, but they don't have enough legal support because of unavailability of law, rule and regulation regarding VC. The situation in India is different, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) has prepared SEBI Venture Capital regulations 2006 in India, Ministry of Finance issued a Guidelines for Overseas Venture Capital, also they have the Central Board of Direct Tax Guidelines for Venture Capital Companies 1995 (amended in 1999)[17]. Bangladesh is in a serious need for a legal statute for Venture capital companies.

VC firms provide technical assistance in managing the businesses to ensure sustainable growth of established companies. If loss is incurred, VC firm also share loss with the investee firm. VC firm makes a partnership agreement with the investee firm at the beginning of investment. After the specified period of investment, VC firm offers the investee firm to buy back the ownership at

---

16 In house research of BUILD

17 ADB Asia SME Finance Monitor, 2013, P-61

predetermined price. If the investee firm doesn't buy back the ownership, VC firm can sell it to 3rd parties. Selling the ownership over an Initial Public Offering can be an option if SEC regulation allows them to do so. But at present, it is not possible because minimum value of IPO is so high. There are A Joint Venture[18] company is a temporary partnership formed for carrying a particular venture. In law, joint ventures are regarded as partners. Joint venture doesn't use firm name and is a short term partnership business. Joint ventures can't be sued (Basu, 93). A SME, financed by venture capital, runs on going concern basis and has unique firm name. After certain time, VC firm can sell its ownership, but the investee firm can run for foreseeable period of time.

Musharaka and Mudaraba are the two types of Islamic investment. Under Musharaka system, Islamic investor makes a joint venture with another business entity, each with assigned responsibilities. Profit and loss are shared according to the agreement. This venture is an independent legal entity and the Islamic investor has the option to exit the business after certain period. Under Mudaraba system, the Islamic investor contributes the finance and the client provides the expertise, management and labor. Profit is shared according to the agreement. But only bank is liable for the loss (Ali, 2006)[19].

Some firms have started operation and they claim that they are providing venture capital. Venture Investment Partners Bangladesh Limited (VIPB) established with an objectives of developing SMEs. VIPB provides various direct equity and quasi-equity funding schemes, ranging from as low as TK 300,000 and above to the under-served SME ventures throughout the country. VIPB also provides assistance in marketing, management and accounting sections of the investee firm.

BDVL is a new venture capital firm in Bangladesh established with an objectives of investing and incubating new and existing business ideas in emerging and high-growth sectors where funding is not adequately available. Asian Tiger Capital Partners (AT Capital) is one of the first financial institutions in Bangladesh focusing on Asset Management, Corporate Advisory and Macro-Economic Consulting. SEAF Bangladesh Ventures (SEAF BV) is established to provide SMEs with structured capital and quasi-equity investments. Brummer & Partners is an international firm. This firm has started operation in Bangladesh with several million dollars. Brummer & Partners Asset Management Bangladesh Limited is seeking for new investment opportunities.

---

18 Internship Report of Mr MD Tasnim Fahmi, BUILD, 1-1-2013

19 Ibid

Though no regulatory policy for venture capital firm exist, VC firms can't offer banking product. So this type of investor firms can only invest in those industries where banks and financial institutions will not invest. Banks are less interested in vulnerable sectors. Government has set the target that banks have to ensure 2% of their investment portfolio in vulnerable sectors. If any bank fails to do that, Bangladesh Bank (BB) cuts off the money from Cash Reserve Ratio (CRR) to the level of money not invested in vulnerable sectors. BB refunds the money next year, if the bank gives loan to vulnerable sectors to the level BB has cut off the money from CRR in previous year.

But still, there are a lot of SMEs who are not considered for providing loan. VC firms in Bangladesh invest mostly in ICT industry, food processing and beverage industry, light engineering industry, agro industry, renewable energy industry and tourism industry. Bangladeshi software development firms have high growth potentials, but they can't work on big projects because of lack of capital.

Regulatory Issues for Flourishing VC: No definition of venture capital is present in Bangladesh, so there is no criteria of becoming a venture capital firm. As no regulatory framework and regulation are present, VC firms are facing problems in running business operation. To start business, the VC firms take No Objection Certificate (NOC) from Bangladesh Bank (BB) first which assures that VC firms will not get engaged in banking or financial products. Then, they take NOC from Securities and Exchange Commission (SEC). After that, they register with Registrar of Joint Stock Companies and Firms (RJSCF). VC firms can't do any fund raising activity. For business purposes, VC firms use Contract Act 1872, Negotiable Instrument Act 1881.

As venture capital firms take NOC from BB, it can't collect public money and raise capital like banks. So they run business by their own money. Also investment by the foreign investors is not allowed. So many foreign individuals have showed their interest to the present Bangladeshi VC providers, but this is not possible to bring their money because of restriction.

PE Investors are not encouraged by policies as like as Eligible Institutional Investors (EII)

Bangladesh Security Exchange Commission(BSEC) categorizes Eligible Institutional Investors (EII), under Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules 2006, includes the following stakeholder groups (clause 6b of BSEC Notification dated October 5, 2011); Merchant Bankers, Commercial Banks, Asset Management Companies, Non-Banking Financial Institutions (NBFIs), Insurance Companies, Stock Dealers.

According to clause 14 of the same Amendment[20] to Public Issue Rules 2006, Lock in period for EIIs is four months, compared to 3 years for PE Investors. **"Clause 14: Lock in-** There shall be lock-in of 4 (four) months from the first trading day on the security issued to the eligible institutional investors."

Many countries within the region have eased this provision for PE investors, to encourage strategic investors who were previously deterred by lengthy lock-in periods. In Sri Lanka there is One year Lock-in period for the sales of shares held by Private Equity investors, from the date of allotment of such shares. In India, One year Lock-in period for all PE investors, compared to 3 years lock-in period applicable for other promoters, Lock-in period of 6 months for pre-IPO investors provided they adhere to a set of conditions In Hong Kong, In China, One year Lock-in period for investors that buy stakes in companies up to 12 months before flotation.

The rule (of imposing a lock-in period) does not address the differences in objectives and operations of promoters and equity investors. And given how regulators are keen to stop unscrupulous cash-in from IPOs, there should be policies and legal mechanism in place to identify the PE funds or their investments as separate from the overall capital market (like EIIs).

Classifying all types of investors under one roof does not provide equity investors suitable grounds for exercising IPO as an exit route. Provisions could be made to segregate PE Investors from general sponsors of a private limited company, so that they are not subjected to the lock-in of 3 years[21].

Concluding Remarks

SMEs are facing a number of challenges which are interrelated and sufferings for funding and high rate of interest is one of the long-standing challenges. From the report it is viewed there are a number of alternatives available for financing SMEs, countries based on their own regulations, policies offering funding for SMEs, legal statute for each sector is very important. Required institutional support along with qualified investors, e.g., banks, capital market experts, endowments and foundations, government agencies, corporations, fund of funds, insurance companies, asset managers, pension funds or sovereign wealth funds

---

20 Amendment to the Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules 2006, through BSEC Notification dated October 5, 2011

21 In-house research of BUILD

can be used for SMEs if the legal provision are really effective, workable and supportive for SMEs.

From the statistics of financing to SME from the source of Banking and Non-banking in the year 2012 it is seen that number of SME borrowers were .46 million (small and cottage was .35 million and .11 million medium), among which the number manufacturing firms were only. 16 million while most of the firms, i.e. .29 million are from trading sector, remaining .01 million from the services sector enjoyed the funding. It shows that whatever funding were made, a significant proportion went to the trading sector. On the other hand SME loans enjoyed by the urban (BDT 512,986 million) areas are much higher than that of the rural (BDT 184,553 million) areas in 2012. The tradition is still in practice. In order to address the issues of SMEs, an integrated supporting plan is required for which full coordination among different SME supporting organizations is also required.

In order to get a solution from the above, diversification of financial models is definitely a prescription, at the same time following could be a necessity:

1. Banks should be encouraged to invest in the risky ventures with a soft terms and conditions.
2. Compulsory limit of Banks to invest in the vulnerable sectors should be maintained strictly.
3. Along with other definition, there could be a definition of venture capital firms in the upcoming Industrial Policy 2015 in order for creating a statute for VC firms.
4. Venture Capital Regulations in line with the Securities Exchange Board of India (SEBI), Venture Capital regulations 1996 can be framed so that already established VC firms can get a directives to move further.
5. Small Exchange in line with Koreas KOSDAQ and similar other Asian countries can be an example for Bangladesh. In the mean time OTC market, if can be used as an SME Exchange can also be planned.
6. Factoring is working in the country at a domestic level, there is a need for preparing a Factoring Policy.
7. Cooperative Banks are working in India, most of them are operating in the rural areas, Bangladesh should think how to enhance financing facilities in the rural areas, where Bank branches are limited.

8. Refinancing facilities in different new subsectors and non-traditional sectors should be increased.
9. Terms and conditions of Refinancing facilities supported by different donor organizations should be examined carefully before approving these type of schemes to make it really workable for SMEs.
10. Funding from the non-bank financial institutions are gradually increasing even though their interest rate are a bit higher than the finance from Banking as the NBFI repayment terms are sometimes benign than the banking sector. NBFI should be encouraged to extend funding in the new segments and against diversified set of collateral.
11. Once IFC introduced Collateral Registry as one of the options for securing loans for the SMEs, we need to revive the system and follow up of the project is important.
12. EEF in Bangladesh Bank should work properly for ICT and other non-traditional sectors, in that respect BUILD provided some recommendations could be helpful if implemented.
13. Regulations for Private Equity could be made simple to ensure funding for business entrepreneurs.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

The Role of Maritime Cluster in Enhancing the Strength and Development of Maritime Sectors of Bangladesh

Halima Begum*

Abstract

Bangladesh, a maritime nation, is endowed with several maritime resources. Here the maritime cluster is port based where maritime dependency factor is increasing at a high rate with the increase of international trade. The country has emerged as a shipbuilding nation maintaining the top rank as a ship demolition country. A good number of seafarers, academicians, surveyors, consultants are working at home and abroad with reputation. The economy is heavily dependent on the maritime sector, which is flourished by the private initiative where skilled manpower (men & women) is one of the key factors for thriving. However, the maritime sector has remained unexplored and neglected to some extant.

There is a dearth of updated study on the importance and contribution of maritime resources to the present economy. A study on future prospects and challenges in this sector is also vital for sustainable economic progress. A policy is required to guide the business, to influence living and social climate to push the economy in the appropriate direction.

This paper attempts to figure out the dimensions of maritime cluster, the economic importance of the maritime sectors (employment, value addition, foreign currency) in Bangladesh. A SWOT analysis has been carried out to evaluate the present scenario with respect to the dimensions mentioned

* Manager Training, Chittagong Port Authority, Chittagong, Bangladesh., e-mail: halimaport@yahoo.com

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

above. Besides, efforts have been made to find out the scope of women participation (as cadet, employee, academician, entrepreneur etc). Finally, the paper suggests for developing a coherent maritime policy that may support sustainable development of the maritime cluster and companies within.

1. Introduction

Bangladesh is a population rich maritime country. It is blessed with a vast sea endowment, which is about 1.5 times larger than the land area. The coastal zone comprises an area of about 36,000 sq.km accounting for nearly 25% of the country's total land surface. The continental shelf is about 37000 sq.km and area of EEZ is about 1, 64,000 sq. km. There are more than 200 rivers all around the country, with a total length of about 22,155 km, which occupy about 11% of total area of the country. Almost all sorts of economic activities have linkage with this sector. So, maritime sector is one of the new and very prospective avenues of our economic growth.

2. Methodology

2.1 To obtain a perception of the maritime sector's economic significance in the form of employment, added value, exports-import and tax revenue data from different sources mostly unofficial sources are used. The management information system (MIS) of the government departments including the ministry is very weak and antiquated manual system is followed. Where as in the private organizations MIS is up-to-date. In this backdrop the author had made inference close to realistic.

2.2 Discussions/ interactions were made with professionals and related stakeholders of ports, shipping, ship building and ship breaking industries, different government organizations and maritime training institute including seafarers.

2.3 Various publications were collected from different organizations and website of respective organizations retrieved/ visited to gather information/ data.

3. Maritime Sector & Maritime Cluster

Maritime sector deals with ocean related matters. The maritime sector comprises the shipping industry, shipping or maritime transport as well as associated all organizations/ actors such as ports, suppliers, equipment manufacturers, ship building ship breaking, ship brokers, maritime lawyers, financial institutions etc.

Maritime Cluster is a new concept, which is the platform of maritime organizations/activities that are inter-related, geographically concentrated, specially linked by commonalities and complementarities. The objective of maritime cluster is to figure out the economic weight of the organizations at national scale. Actually the cluster concept tries to put into the frame a business environment and considers the possibilities of the development. Again the relative role and importance of sectors differ within a cluster. Generally the main core sectors in maritime clusters are shipping companies, ports, maritime manufacturing (ship building including cruise, ferry, dredger etc.), consultancy, offshore activities etc. Maritime transport is one of the main facilitators of the world trade of goods and is thus of great importance to economics worldwide. So, maritime cluster is one of the tools to support the integrated maritime policy of a nation or region.

A cluster is defined by Professor Michael Porter (1988)[1]: "Clusters are geographical concentrations of interconnected companies, specialized suppliers, service providers, in related industries and associated institutions (for example, universities, standard agencies and trade associations) in particular field that compete but also cooperate."

The maritime cluster component differs from country to country. Maritime service sector is prominent in UK maritime cluster, where as in the Netherlands port is the core sector in Dutch Maritime cluster. On the other hand Norwegian, Danish and Hong Kong's maritime clusters are dominated by shipping.

In case of Singapore, the core of maritime cluster is the port of Singapore, which is one of the largest, and one of the most efficient container ports in the world. PSA, the Port of Singapore Authority, is a global terminal operator with headquarters in Singapore. Singaporean Neptune Orient Lines (NOL), is being one of the largest container operators in the world, and Keppel Offshore and Marine, one of the world's largest offshore oil rig builders. The facilitator of the maritime cluster in Singapore is the Maritime Port Authority. The maritime cluster of Dubai has also many similarities with the cluster of Singapore. Dubai Port is state controlled and strategically located in the main line shipping route and has a major global Terminal Operator, DP World. Part of Dubai consists of a free trade zone where the main industrial companies are located. Actually Dubai Port capitalized its strategic location to become a transshipment port for intra Asia trade from and to Europe.

---

1 Porter, Michael E.(1998):Cluster and the new economics of competition.

The significance of a maritime cluster to a region or country depends on its connections to the rest of the economy. Demand and supply links, the so-called factor conditions interlink the maritime sectors within a cluster according to the Porter's Diamond Model (Porter, Michae1E 1990). So for the maritime cluster it is important to have that demand and supply links between the players for the maritime cluster as the growth in one sector induce the growth of other sectors as well. The demand sectors make the capital investments and spending, which drive economic growth, profitability and future competitiveness in a cluster. The main demand generating sectors are ports, shipping and offshore activities while the supply sectors of maritime cluster -shipbuilding, marine equipment, dry docking, trained & skilled personnel etc. depend upon demand from other parts of the cluster. Therefore, the economic significance of maritime cluster can be derived from the direct and indirect economic impact in terms of employment and contribution to GDP as the value and demand created in the maritime cluster trickles down through the over all economy in the form of investments and the supply chain and consumption, which creates further jobs and demand, so that the total economic importance of maritime activities in national and regional economy is even larger. Maritime activities are not the jobs at sea, but rather the derived employment and economic activities on shore also.

4. Maritime Cluster and Bangladesh Economy

The researcher didn't find the concept of Bangladesh maritime cluster in any policy document. All the building stones for the maritime cluster within the business environment of Bangladesh are very much existing. Ports, Shipping, Ship-building, Ship-Demolition, Navy, Coastguard, Seafarers, Surveyor, Ship-owning, Manning, Ship-management, Training institute, Inland shipping, Dry-dock, Bunkering etc can be considered as being the most observable sectors in the maritime sector of Bangladesh. The links between those maritime sectors are weak. Maritime administration, Ports, Shipping, Marine Academy, Inland waterways etc works under the aegis of Ministry of Shipping. For Dry-docking, Ship-building & Ship breaking affairs line ministry is Ministry of Industry while Coast Guard & Navy falls under the Ministry of Defense. Ministry of Fisheries and Livestock controls the fisheries.

In Bangladesh port is the core sector, which facilitates the cluster organizations. Maritime cluster organizations are situated at the southern part of the county due to the geographical location of the Bay of Bengal. Again Chittagong is not only the commercial capital of the country but it is also a maritime hub of the cluster organizations (sea port, ship building industries, ship breaking industries, marine

academy, navy & coast guard etc. being located here). About 18 private Inland Container Depots have been established within 22 km of Chittagong port. Chittagong Export Processing Zone (CEPZ), Karnaphuly Export Processing Zone (KEPZ) and Korean Export Processing Zone are also situated near the port. Considering the port facility, industries relevant to cement, fertilizer, refinery, silo etc have been established within the port limit.

So, there are a numbers of companies active in different maritime business sectors located in Bangladesh. The European Cluster observatory distinguished a number of sectors, which together make up the maritime cluster. Almost all of these maritime sectors are represented in Bangladesh.

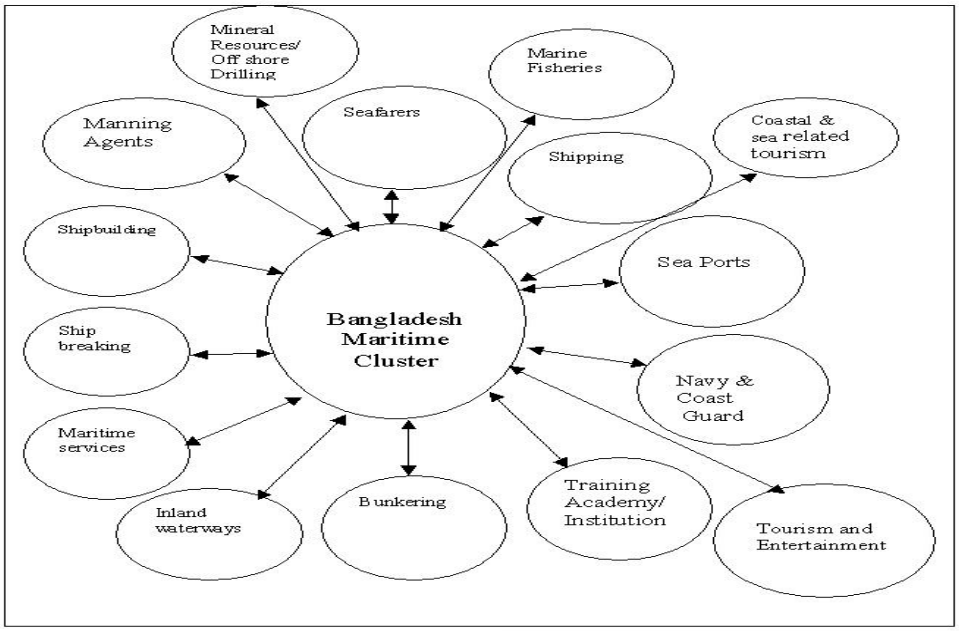

The Bangladesh's maritime cluster is shown in Figure -1.

Table 1: Economic Indicators

Indicators	2011-12
GDP growth rate (%) Constant price	6.32
Import (In billion US $)	35.516
Export (In billion US $)	24.288
Remittance(In billion US $)	12.834
Revenue Income (In billion US$)	11.00 (Tk947.54billion)

Source: Bangladesh Economic Review 2012, Economic Adviser's Wing, Finance Division, Mı ˙nistry of Finance Government of the People's Republic of Bangladesh, May2013.

Statistics reveals that the economy of Bangladesh is heavily dependent on international trade where maritime ports play the key role as 94% international trade (in volume terms) are transported by sea i.e. maritime sector. The average Maritime Dependency Factor (MDF) is about 35% and about 40% annual revenue of the govt. comes in the form of import and export tax plus Value Added Tax (VAT). Agriculture, industry, infrastructure sector are all greatly dependent on maritime sectors. Even import of essential food items like edible oil, lentils, wheat and rice, are extremely dependent on maritime transportation. About 80% export and 100% import materials of garment sector, which contributes about 76 % of the export earnings, are transported through the seaports. 100% Petroleum Oil and Lubricant (POL), cement clinker, edible oil, a large percentage of essential fertilizer and agricultural seeds are imported through this sector. Maximum EPZs and industries are established centering the two seaports that is why the Dhaka-Chittagong and Dhaka-Mongla corridor contributes 30% to GDP.

Maritime sector is also a good source of earning foreign currency. Ports, Shipping Companies, Dry Dock, Ship Building Industries, Officers & Crews working in foreign vessels, Marine Consultants & Surveyors, Freight Forwarders, Shipping Agents etc fetch about $ 1.5 billion per annum.

Table 2: Contribution of Maritime Sector

Economic Factors	Economic value (Conservative Estimation)
Employment	0.3 million people directly involved
Value Added	$ 2.5 billion
Foreign Currency	$ 1.5 billion
Corporate & other Tax	$ 550 million

Source: Author's elaboration (1US$= Tk79)

5. Main Maritime Sectors in Bangladesh at a glance

5.1 Shipping

It is accepted that waterways are the cheapest, economical and environment friendly mode among the three transportation modes. That's why about 90% of world trade is transported by sea. International shipping is considered to provide good revenue return but it involves high stake, high risk and requires extraordinary expertise, skills and knowledge to manage the business.

The shipping situation of Bangladesh from international trade transportation and manning perspective are highlighted below:

5.1.1 Shipping Company, Ship Owning, Shipping Agent

There are 08 national flag vessels (05 general cargo carrier, one container carrier and 02 lighter oil tankers) operated by state controlled Bangladesh Shipping Corporation (BSC). The economic recession experienced in developed countries (EU & USA) had a positive impact on the Bangladesh maritime sector. The result is that 47 vessels (44 bulk carrier, one tanker & two general cargo carriers) were registered as Bangladesh flag vessel in 2009 to 2013 to achieve the logistic cost leverage on supply chain. There are 12 shipping companies which operate fleet of about 65 Bangladesh Flag carrier with total capacity (DWT) of 2.2 million tons.. Cement industry, steel industry entrepreneurs have embraced a new venture owning and operating vessel to transport their industrial raw materials and finished product all over the world. This venture of vertical integration of business has helped them to have control on the over all supply chain and save time and hard-earned foreign currency. Within a short period, these industries have thrived and flourished. With the increase of national flag carrier allied & ancillary industries being developed by private entrepreneurs. In one hand these national

Table 3: Number of ships owned by BSC & private entrepreneur

	Up to1990	Up to 2000	Up to 2010	Up to 1014
Total number of ship owned by Bangladesh Shipping Corporation	16	13	13	08
Total number of ships owned by Bangladeshi Ship owners/ registered in Bangladesh	14	16	45	74

Source: Department of Shipping

flag carriers save foreign currency and on the other hand earns foreign currency. On average about $500 million is earned by the national flag carrier annually.

Previously for different types of shipping services (container, dry bulk & liquid bulk transportation) we have to depend on foreign shipping companies for providing the required services. But at the advent of Bangladeshi entrepreneurs have already started investing in those industries through vertical integration of ancillary industries in the chain of freight carriage. Companies like Kabir Steel, Basundhara, Abul Khair, Akij ect have adopted vertical integration by owning

and operating vessels to have control in the supply chain. Efficient national shipping companies can provide cost effective transportation of international trade, which make export price competitive.

5.2 Seafarers

Modern ships are highly specialized and sophisticated. To operate such ships well trained &, skilled seafarers with latest technological knowledge and experience are required. The national seafarers can be considered as the other part of merchant shipping sector. There are around 15,000 (official & unofficial) seafarers of whom average 12000 are active at the merchant fleet.

Bangladeshi seafarers are working in the international shipping and the inland and coastal shipping of other countries. These seafarers earn about $400 million. per annum. Generally the seafarers don't need to spend for their livelihood while working on board, so almost 100% earnings are sent to the country as remittance.

Besides seafarers, a good numbers of marine engineers, technicians, and welders including skilled laborers are working in foreign shipyards (Singapore, Korea, Poland). Bangladeshi mariners are working abroad as consultant, surveyor, and charter engineer and academician with great reputation. During 2012-2013 Bangladesh received about $14.46 billion[2] as remittance wherein remittance of seafarers and other marine professionals working abroad were also included.

5.2.1 Economic value of seafarers

On appraisement of the pools of seafarer contribute to GDP of Bangladesh and other economical process in the country by spending for their household consumption and investing in other business organizations. They also contribute direct tax. So seafarers are valuable for Bangladesh economy even they are less in numbers compared to total numbers of employment abroad. Regarding the considerable number of the seafarers resources it can be seen that the cluster is formatted around them. The seafarer's cluster included crewing companies, maritime training centers, nongovernmental associations and other stakeholders who benefit from presence of large pool of seafarers. The seafarer's cluster is shown in Figure -2.

---

2 Monthly Economic Trends Oct 2013, Bangladesh Bank.

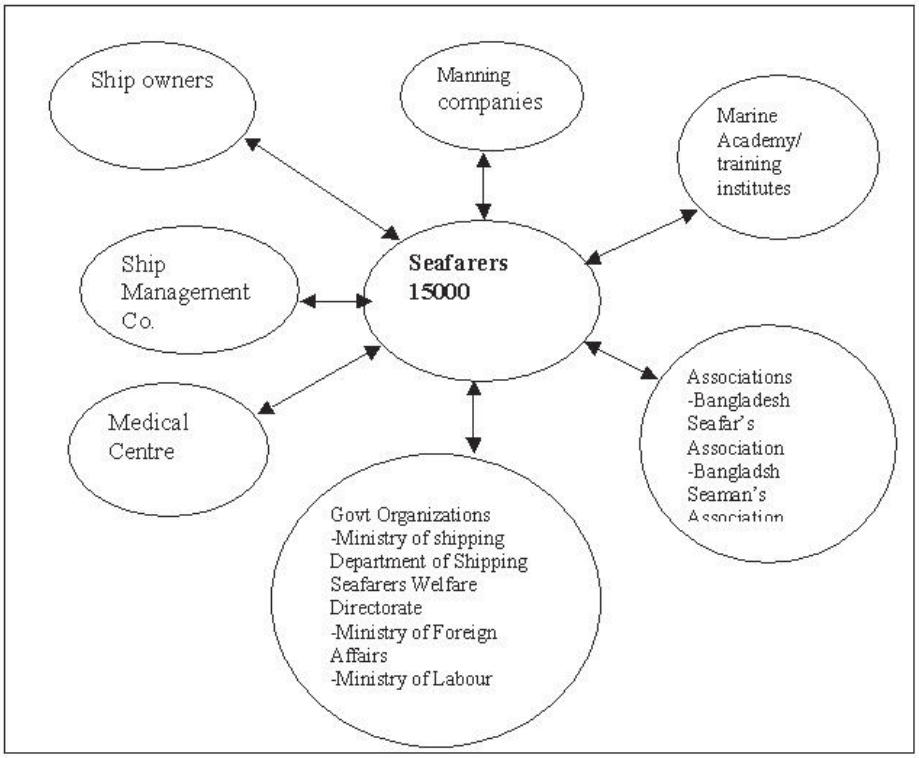

Figure-2 Bangladesh seafarer's cluster

5.3 Manning

There are about 80 nos. enlisted manning/crewing agencies. They are actually working for the employment promotion of the seafarers and provide employment opportunity at home and abroad. These companies also earn foreign currency as fee for contract per person. Earning of manning companies who generate employment opportunities also contribute to government exchequer as corporate tax, VAT etc.

5.4 Port and related organizations

Port is an interface between land and sea. Thus help a country's economic growth with a multiplier effect in different ancillary/cluster organizations.

The two international ports -Chittagong Port authority and Mongla Port Authority are our great assets which handle 94% (in volume term) the country's international trade. During 2012-13 about 450.0 million M/T export –import cargoes were transported through these two ports. Again seaborne 95 % import

and 94% export cargoes are transported through Chittagong Port. Due to heavy dependency on maritime trade the seaports are considered as the lifeline of Bangladesh economy. The total revenue income of the seaports is about (Tk16000million) US$ 202.53million (2011-12). But the indirect & induced

Table 4: Total Import & Export Duty Collected by the Government and Duty collected by Custom House Chittagong

	2010-11	201-12
Total Import &Export Duty, VAT & Supplementary Duty*	US$3539.15 million (Tk.279592.80 million)	US$3980.45 million (Tk.314455.60 million)
Revenue Income earned by CHC**	US$2578.75million (Tk.203721.50 million)	US$2890.10 million (Tk.228318.20million)

Source:* Bangladesh Economic Review2012, Economic Adviser's wing, Finance Division, Ministry of Finance, May 2013, Page- 46 , **Custom House Chittagong

Seaport's cluster is shown in the Fig-3.

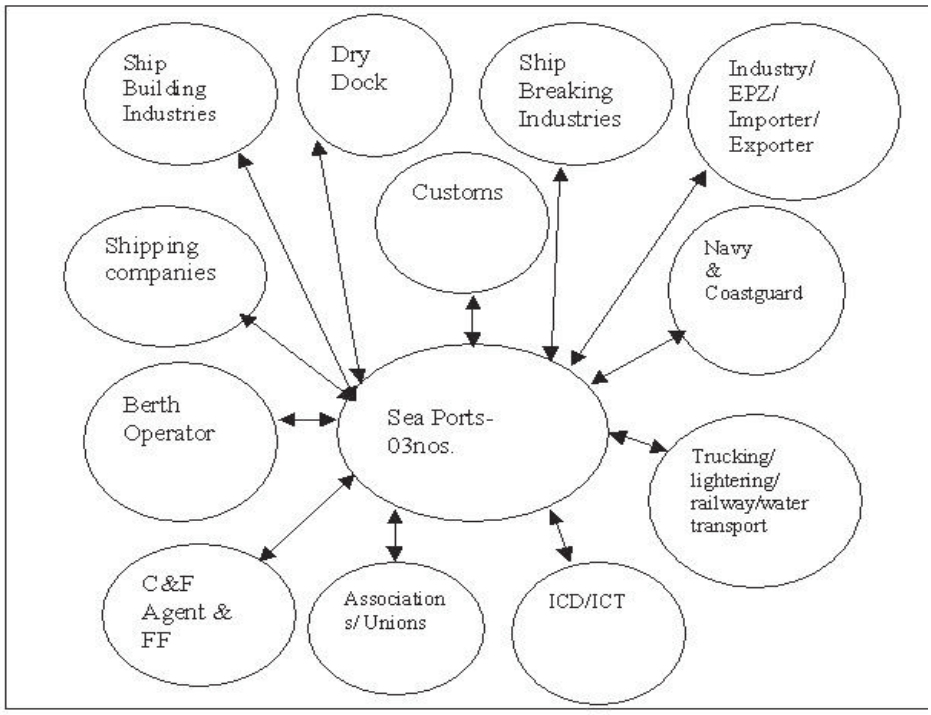

Figure-3 The port cluster

benefits of the ports are huge. About 40 organizations and about 1.00 million white and blue color officials are directly & indirectly related with port operation system. About 67% of port's revenue is collected in foreign currency. The industry and agricultural sector are fully dependent on the seaport as the imported raw materials and capital goods and exported finished products are transported through the ports. The total import & export duty earned for the merchandise moving through Chittagong Port contributing about 72% of the country's total revenue earning is shown in the Table –4.

5.5 Inland waterways

Bangladesh is a land of rivers. The country has one of the largest inland water network in the world, with some 700 rivers and tributaries cornering an overall 24,000 km-long network crisscrossing the country, connecting almost all of its cities, towns and commercial canters.

There are 1000 landing points scattered around the country including 21 inland river ports. World Bank report on Revival of Inland Water Transport-Options and

Table 5: Water Transport share of GDP(%) at Constant Price (Base Year:1995-96)

Sector/Sub ector	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
Water Transport	0.82	0.79	0.75	0.72	0.69

Source : Bangladesh Economic Review 2012,Economic Adviser's Wing Finance Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh, May 2013,p-21.

strategies 2007 on Bangladesh reveals that from 1975 to 2005 share of IWT in passenger transportation has decreased from 16% to 8% and freight transportation from 37% to 16%. About 80% POL, 60% Dry bulk cargo is transported through waterways to uplands from the Chittagong port. " Bangladesh can raise its GDP by 1% while foreign trade by 20% if the water transport logistics system are made efficient and competitive, according to an Asian Development Bank (ADB) report."[3] During 2012 about 231.5 million passenger and 32.6 million M/T cargoes were transported through inland waterways[4].

The water transportation share of GDP for the last five years is shown in Table-5.

3 Mohiuddin AKM, Dhaka Courier 23rd Nov 2012, New water route to link Pangaon ICT.

4 Pangaon Inland Container Terminal Booklet, 2013, p-36.

5.6 Ship Breaking Industries

Bangladesh was one of the top ship demolition countries from 2004 to 2009. During 2013 about 300 ships were dismantled, which is the highest number in six years and Bangladesh (2013) scored 2nd position considering nos. of ship breaking while ranked 3rd from the point of gross tonnage[5]. Ship breaking activities is concentrated in Sitakunda, just north of Chittagong city on the Bay of Bengal. Ship breaking industry provides scrap steel for the raw material of steel & re-rolling mills, which saves foreign currency. This industry contributes approximately 70%-75% to national steel consumption. In total approximately 1.5-2.0 million tons are supplied by the national ship scrapping industry.[6] This industry has also helped to meet the growing demand of furniture, household fittings of all classes. Released equipment like boilers, generator & various kinds of structural steel materials collected from ship breaking helped to grow many

Table 6: Economic value of Ship breaking Industry

Numbers of Ship yard	125 (Active 82)
Annual Turnover	$1.5 Billion
Local consumption of equipments, generators and other spare parts	$13 Million
Scrap ship imported in 2012	231 nos. (Highest in 5 years)
Cost (2012)	$1.35 Billion
Growth rate (2000-2012)	3 times

Source-Ship breaker's Association

medium and small industries. About 2.4 million people are directly and indirectly involved in this industry.

Contributions of ship breaking industry are shown in the following Table:

5.7 Ship building Industry, Dry Dock and Marine workshop

5.7.1 Local Market

There are more than three hundred shipyards and workshops in Bangladesh, most of them are privately owned. Almost 100% demand of inland vessels and crafts and a number of diversified types of vessels such as multipurpose vessels, fast

5 The Banik Barta,Dated11 January,2014.

6 UNCTAD(2011),Review of Maritime Transport,New York and Geneva,2011, Chapter 6,P152.

Ship breaking cluster is shown in Fig-4.

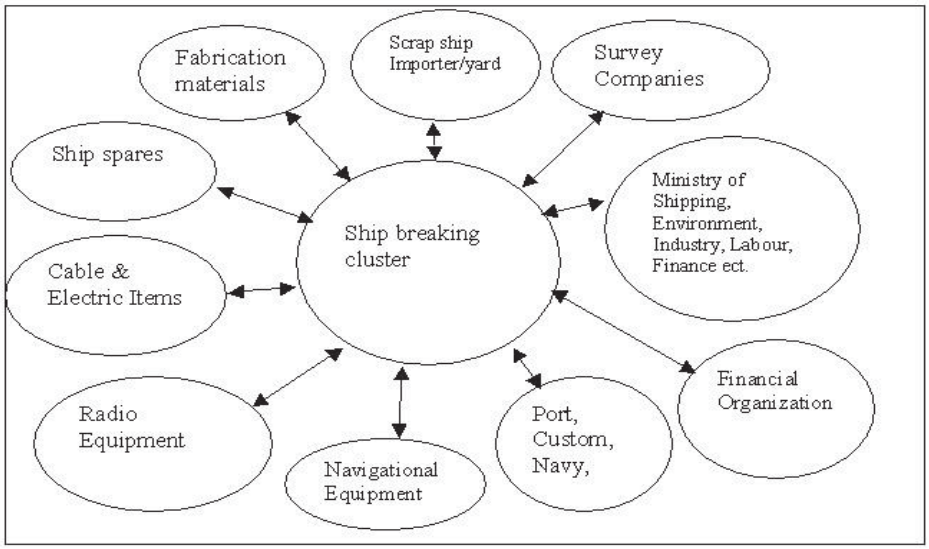

Figure - 4 Ship breaking cluster of Bangladesh

patrol boat, tanker, dredging barge, ro-ro ferry, passenger vessel, landing craft, tourist ship, tug, supply barge, deck loading barge, pleasure craft/yacht, crane boat, speed boat, deep water trawler, self propelled barge, inspection vessel, cargo coaster, troops carrying vessel, double decker passenger vessels, hydrographic survey boat, pilot boat, hospital ship, water taxi, pontoon etc are being built by these shipyards.

About 70% shipyards & workshops are located in and around Dhaka and Narayangong alongside the bank of Buriganga, Shitalakha and Meghna. About 20% shipyards of Chittagong division are located along the side of Karnapuli river & 6% are located along the bank of Poshur river in Khulna division and the remaining4% are located in Barisal division.[7]

These yards have capacity in building and repairing of inland and coastal vessels, up to 3,500 DWT.

There are 9056 inland vessels, 75 coastal vessels and 6245 fishing vessels registered with Department of Shipping and almost all these vessels are home built. This sub-sector has much scope for further expansion. *Ship building*

7 Zakaria Golam N M, Rahman M M & Hossain Akhter Kh, "Study on some competitive parameters for shipbuilding industry in Bangladesh" Proceedings of MARTEC 2010, The International Conference on Marime Technology, 11-12 Dec 2010, BUET, Bangladesh.

industry not only earns foreign currency but also save it where as in road and railway transportation about 100% transport vehicles/rolling stocks are imported from abroad.

5.7.2 Foreign Market

History reveals that Chittagong port was the best center of Building Ocean going vessels in the middle of the 15th century and even in the 17th century; the entire fleet of ships of the Sultan of Turkey was built at Chittagong. British Navy also built ships at Chittagong for the famous battle of Trafalgar in 1805. With the passage of time that glory of shipping faded away. A small group of visionary professional entrepreneur has revived that glory.

Since the year 2008 Bangladesh has emerged as a shipbuilding nation with the exporting of about 20nos. sea-going vessels worth about $250 million. There are 09 shipyards out of which 03 shipyards are exporting ships (Western Marine Ship Yard Ltd., High Speed Ship Building & Engineering Co. Ltd. and Ananda Ship Yard and Slipway Ltd.). These shipbuilding industries have attained a capacity to manufacture ships of 10,000 DWT and are expanding their facilities to upgrade them up to 25,000 DWT. Shipbuilding earns foreign currency by exporting sea-going vessels. *Once reputed for ship demolition Bangladesh has recently emerged as a shipbuilding nation too.*

This industry has diversified our export market. There is a great demand in the world market in building new ships less than 20,000DWT as the traditional shipbuilding nations are now not interested to build such small vessels which is not cost effective to them. The prominent private ship yards of the country, Ananda Shipyard and Slipways Ltd. and Western marine Ship Yard Ltd. have signed contracts over US$ 600 million worth to build more than 40 sea-going vessels with capacity below 10,000 DWT.[8]

5.7.3 Dry Dock Facility

Chittagong Dry Dock Ltd.(CDDL) is the only public enterprise which has a capacity of repairing ships up to 22,000DWT. On average 14 ships are repaired annually. There is a significant market opportunity for dry-docking as the number of vessels using ports has increased with growing international trade volume in Bangladesh. On average 2500 nos. of vessels are called at the ports. These ships can avail the dry docking facility of CDDL. The turnover of CDDL during 2009-10 was Taka 400 million & contributed corporate tax about Taka 60 million.

8 Refurbishment and Expansion of Chittagong Dry Dock

Shipbuilding, Dry Docking and Marine Workshop are labour (skilled & unskilled) intensive organization. Statistics shows that about 40% of Bangladesh's population is of young group i.e. between 20-35 years which is a very good source for such labour intensive industry. To survive in this technology based competitive market modern equipment & technology facility are also very much required to provide international standard quality.

5.8 Marine Fisheries

The Bay of Bengal is a good source of sea fish. In offshore islands and chars, fishing is the main source of livelihood for the majority of the people. Almost 43000 of artisanal mechanized and non- mechanized boats and 154 industrial fishing trawlers are engaged to fish in the Exclusive Economic Zone (EEZ) of the Bay of Bengal (DoF, 2010). Fisheries sector contributes 2.87% of total export earning and 5.25% to the GDP (FY2010-11). About 2.0 million manpower are directly and indirectly involved with off shore and deep sea fishing.

5.9 Tourism Industry

Tourism is one of the flourishing sectors complementary to the ocean economy. Turism accounts about 2% to GDP. Cox's bazaar the longest beach attracts huge local and foreign tourists every year. Besides there are Patenga Beach, Fouzderhat Beach, Parki Beach, Kuakata Beach also attracts increasing number of tourists. The coral island – Saint Martin Island and Shahpori Deep etc are attractive tourist spots during winter. With the launching of a good nos. local built passenger vessels cruising at off- shore islands is gaining popularity.

5.10 Others

Offshore drilling, consultancy, maritime education & training and marine environment, dispute resolution/ Arbitration are the other prospective sub sectors. Currently 01 public and 17 nos. Marine Academy sponsored by private are producing yearly about 800 cadets to serve the national & international maritime trade. The private sponsors have gained considerable knowledge over the years working overseas and returned back to the country and established those academies and producing knowledge based professionals for maritime needs.

6. Women participation

The demographic statistics shows the ratio of man and woman is almost equal in Bangladesh. Since independence every successive government have encouraged

gender equality. As a result almost in every field of maritime sector women participation is increasing. Women are working as engineer, academician, administrator, terminal manager and navy officer. From top to bottom level at least one women can be found working in every shore based organizations.

Despite the conservative outlook and religious bindings women are finding opportunities for a job like mariners & seafarers. Since the year 2000, female cadets have been enrolled in Bangladesh Navy. For the 1st time 16 nos. female cadets (Nautical -8, Engeering-8) graduated from Bangladesh Marine Academy in 2013.

Woman are not legging behind in venturing entrepreneurship in Maritime sector also. They have established shipbuilding industry, running/ managing shipping agent, C&F and Freight Forwarding organizations. Mrs Afroza Bari is the founder Managing Director of Ananda Ship Yard and Slipways Ltd., which is the pioneer organization in ship export. For her contribution in diversified export in building & exporting ships she was awarded Export Trophy (Gold) on 30/11/2011 by the Govt. of Bangladesh.

7. SWOT Analysis

The SOWT analysis in general for the over all maritime organizations is shown in the following Table-

Table 7: SOWT of the Maritime Sector of Bangladesh

The SWOT analysis	Positive	Negative
Internal Conditions	Strength: -Long Maritime Tradition -Low Labour cost -Available skilled & unskilled Manpower - Hard working & risk taking labour force - Flexible minded - Entrepreneurship	Weaknesses: -Absence of comprehensive maritime policy -Weak tradition of Cooperation among the organizations - of professionalism esp. in govt sector -Lack of specialized training facilities -Bureaucracy & paper based documentation procedure
External Conditions	Opportunities -Demand for maritime expertise in Europe and other developing countries in the back drop of negative population growth.	Threats -Neighboring disturbance -Technological lagging -Natural calamities -Maintain international standard

SWOT analysis for the major sub-sectors are given below:

10. Recommendations

10.1 National Maritime Policy

Bangladesh is a maritime nation from the historical perspective. The maritime resources like ports, seafarers, ship building, ship demolition etc. are related business activities. However there is a lack of awareness in the community about development prospects of Bangladesh maritime sector. Again the cluster mindset

Table 8 : SWOT of seaports Ports

The SWOT analysis	Positive	Negative
Internal Conditions	**Strength:** Expansion of ports (Government has taken initiative to construct deep sea port at Sonadia Island where deep draft vessels can be handled. 3rd sea port – Paira Port has been inaugurated on 19.10.13 to facilitate trade to the south middle part of the country)	**Weaknesses:** -Reclusive & antiquated work procedure esp. in govt organizations -Lack of human resource development policy - Age old and obsolete rules & regulations (e.g. Port Act 1908)
External Conditions	**Opportunities** -Favorable geographical location to serve the land lock countries (Nepal & Bhutan), eastern part of India, a part of Myanmar & China. -Local & international organizations are interested to construct port / operate terminal.	**Threats** - Competition from neighboring countries (Myanmar has already/ being constructed deep sea port, India has taken a project to accommodate deep draft vessel at Sand Island)

Table 9: SWOT of Ship Agent/ Ship Owning organization

The SWOT analysis	Positive	Negative
Internal Conditions	**Strength:** -Reliable and reputed shipping service providers -Skilled & experienced manpower (A good nos. of experienced mariners are working & those who are working abroad are showing interest to come home)	**Weaknesses:** - Salary/ compensation package is not attractive to retain highly qualified manpower to retain in the organization -Market penetration barriers Intricate/ cumbersome vessel registration procedure.
External Conditions	**Opportunities** -Sea borne trade is increasing at a fast rate	**Threats** - Uneven competition - New laws/ conventions compliance

Table 10: SWOT of Ship recycling

The SWOT analysis	Positive	Negative
Internal Conditions	**Strength:** -Available of semiskilled & unskilled labour force -A good nos. of yards and vast coastline -Backward linkage industry -Liberal govt. policy	**Weaknesses:** -Salary/ compensation package is not attractive to retain skilled workforce -Lack of training facility =Lack of safety equipment & procedure
External Conditions	**Opportunities** -Good nos. of scrap vessels in the market -Demand of scrap materials at home & abroad -Reputation	**Threats** -Introduction of new national / international rules & regulations/ conventions -Pressure group (NGO, environment/ safety concern group etc.) -Competition from neighboring countries

Table 11: SWOT of Ship Building Industries

The SWOT analysis	Positive	Negative
Internal Conditions	**Strength:** -Availability of manpower both skilled & unskilled -Availability of coastal belt for setting up docks	**Weaknesses:** -Depend on import materials -Lack of International standard financing system -High turn out of skilled manpower Difficult to penetrate in the international market
External Conditions	**Opportunities** -Good demand of small ships in the national and international market	**Threats** -Govt. patronage in neighboring countries (provides subsidy/ incentive) -International competition (Vietnam/ Thailand/ India etc. are more advantageous position considering cost, time and marketing)

is not developed in maritime community and therefore it is important to understand what is cluster and which factors can contribute for successful cluster development.

In line with Porters cluster theory; government may set a policy aiming to create an environment where companies can create inner dynamics for the maritime cluster development. This would increase the economical value of cluster and increase the backflow for the government. The other aim for strengthening

Table 12: SWOT of Seafarer

The SWOT analysis	Positive	Negative
Internal Conditions	**Strength:** Availability of a good nos. of young, skilled & hardworking people	**Weaknesses:** Lack of Govt. initiative for exploring job markets for seafarers Ratification/enforcement of conventions
External Conditions	**Opportunities** Demand of seafarers -Qualified and flexible mariner to serve all around the globe.	**Threats** -East European seafarers inception into the industry

maritime cluster is to establish policy measures, which would help to interlink the organizations in a better way in using resources and sharing knowledge & expertise.

10.2 Update the related Acts/ Ordinance & rules

Related Acts/ Ordinance & rules need to be updated and the related conventions must be ratified inline with the changing global maritime business.

10.3 Strengthen Department of Shipping

The department of shipping should be strengthened with sufficient number of qualified marine professionals and for that purpose compensation package should be made attractive for attracting highly qualified professionals.

10.4 Further research

Further research is very much required to gather more information about the economical importance of the different maritime sectors through introducing value chain analysis and the impact. The research result will help the policy maker to understand the linkages between the maritime sectors which will help to work out policy instruments in line with and in close cooperation with business strategies of companies acting in the cluster. The effects of these policy instruments should be subject to a longitudinal monitoring survey, measuring the economic value supply & demand on maritime employment and education and innovation in the forth-coming years. Only then the maritime policy will be a sustainable one.

11. Conclusion

The economic contribution of the sea related sectors and the clusters in Bangladesh are the followings:

- The average Maritime dependency factor of Bangladesh is about 35%.
- The maritime sector provides direct employment of about 0.3 million people out of which 20% White color and 80 % blue color workers
- This sector earns on average about US$ 1.5 billion foreign currency p.a.
- The largest maritime sectors in terms of added value are inland transportation, seaports, ship building and ship breaking,
- Seafarers, marine technicians, naval architect/ engineers, surveyors, academicians earns a good amount of foreign currency.
- Agriculture, Energy, Industry etc sectors are directly dependent on seaport.
- Private initiatives have shown the major key force in the development of shipping, ship demolition and shipbuilding sectors.
- There is huge employment opportunity for women in shore based maritime jobs. Besides women entrepreneur are also coming up (slowly) in establishing various business in the maritime sector of Bangladesh.

Maritime sector is globalized, capital-intensive, tech-savvy, very specialized, highly competitive and volatile where entrepreneurs' capacity and skilled workforce plays the major role. So human resource is considered crucial factor for the sustainable development of the maritime sector, vis-a-vis government policy support is also equally important.

Therefore, considering the value added maritime sector for the compounding economic growth of Bangladesh, the government needs to implement a comprehensive maritime policy interfacing all the maritime clusters as identified.

References

1. Iqbal K Sahriar, Zakaria N.M. Golam, Hossain Kh. Akhter, (2010), Identifying and Analysing Underlying Problems of ShipBuilding Industries in Bangladesh, Journal of Mechanicam Engineering, Bangladsh, Voi. ME 41, No.2

2. Munsell Consultants Asia(2003): Study to Strengthen Hong Kong as an International Maritime Centre. Report for the Hong Kong Port and Maritime Board.Web-http://www.mic.gov.hk/eng/bulletin/docs/final 1_ Report-10_Mar_03.pdf

3. Porter, Michae1E(1998): Clusters and the new economics of competition, Harvard Business Review, November-December:77-90.

4. Porter, Michae1E(1990): The Competitive Advantage of Nations, London and Basing stoke.

5. UNCAD (2011). Review of Maritime Transport, New York and Geneva, United Nations, pp144-169.

6. UNCAD(2012). Review of Maritime Transport, New York and Geneva, United Nations, pp80-94.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Sustainable Development

Monju Ara Begum*
Mir Yousuf Ali**

Sustainable development concept and concerns

The world commission on environment and development (WCED) was set-up with Gro Harlem Brundtland as its head. The commission latter known as the 'Brundtland commission' published a report in 1989 entitled 'our common future' which gave definition in many of the issues of environment and sustainable development.

'Sustainable Development as a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations'.

Sustainability is a long term result of environment degradation is the inability of sustain human life. Such degradation on a global scale could imply extinction for humanity .It allows individuals, organization and society to flourish as members of their ecological communities. Lacking of sustainability is a great problem for the world today. Consequently environment pollution has became great threat

'Unsustainable situation' occurs when natural capital (the sum total of natures resources) is used up faster that it can be replenished, Sustainability requires that human activity only uses natures resources at a rate at which they can be replenished naturally. The concept of sustainable development is intertwined with the concept of carrying capacity. Sustainability development contains within it two key concepts.

---

* Monju Ara Begum, General Manager, BSCIC
** Mir Yousuf Ali, Deputy General Manager, BSCIC

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

1. The concept of needs in particular the essential needs of the world's poor to which overriding priority should be given and.
2. The idea limitations imposed by the state of technology and social organization on the environment's ability to meet present and future needs.
   The elements in the diagram below shows three pillars of sustainability that is social, environmental and economic. They are very interdepends and mutually reinforcing. Hence, the goal of sustainability development is to bring into balance the elements of these components:

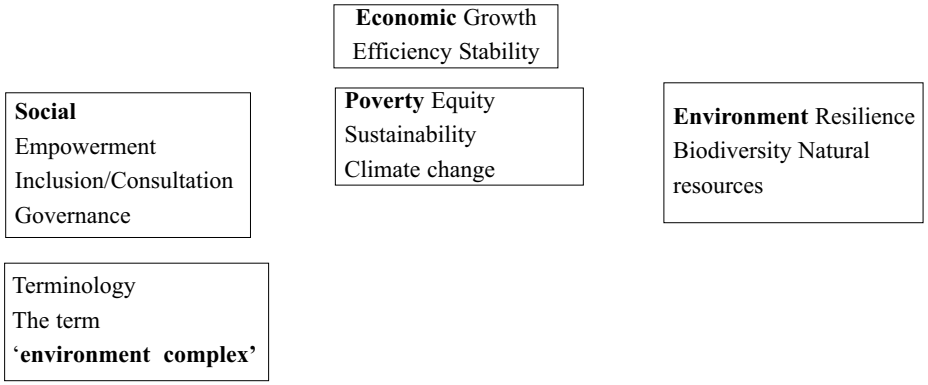

The environment of an organism has two components abiotic and biotic. The first includes the atmosphere (air) hydrosphere (water) and lithosphere (soil). The abiotic components are characterized by physical and chemical factors such as temperature, rainfall, pressure, PH, the content of oxygen and other gases, and so on. These factors exhibit diurnal, nocturnal, seasonal and annual changes.

The biotic component includes all living organism which interact with each other and with a biotic components.

The term '**ecology'.**

Ecology is a study of the households of the planet earth, these households consist of non living matter such as soil and water, and living organisms such as micro-organisms, plants, animal and man. Organisms depend upon each other for their survival, existence and continuance .Besides, living organisms depend upon the non living matter found their surroundings for their functioning the living body is made up of non living matter. Thus ecology is the study of the relationships of living organisms among themselves and with their environment.

The term **'weather, 'climate.' 'climate change'**. Weather is the day to day condition of the atmosphere.

Climate is the overall pattern of weather usually based on an average over 30 years.

Elements of climates

Temperature, wind speed, humidity, wind, direction, air pressure, cloud cover, precipitation sunshine and, solar radiation.

Climate change is a long term shift in weather conditions identified by changes in temperature.

The term '**Hazard' 'Disaster' 'Vulnerability'**

Hazard

A dangerous phenomenon, Substance, human activity or condition that may cause loss of life, injury of other health impacts, property damage loss or livelihoods, and services social and economic disruption or environment damage.

Disaster

A serious disruption of the functioning of a community or a society involving widespread human, material, economic or environmental losses and impacts which exceeds the ability of the affected community or society to cope using own resources

Vulnerability

The characteristics and circumstances of a community, system or asset that make it susceptible to the damaging effects of a hazard.

Environmental Degradation, Disaster and Sustainable Development

Every single element of our daily lives is part of the environment ,including the air we breathe, the condition of our bodies ,every single item in our homes and every bit of food and water we consume, Environment includes two basic parts of the earth, first the interactions among the living systems and second all the planets living and non-living resources. Human being is the central player because human welfare and activities are foremost in our attention. The earth systems have different component which encompass interaction and interference with each others. The lands is also called lithosphere, it is the solid rocky layer covering the entire surface of the planet. The atmosphere is a layer of gases which surrounds

the entire earth. It consists many gases, these layers around the earth are to prevent excessive amounts of radiation from reaching the earth, thereby allowing animals/planets to survive. A hydrosphere can be liquid vapor or ice. The biosphere is composed of livings organisms plants, animals and one-celled organisms are all part of the biosphere and ecosystem comprising the entire earth and the living organisms that inhabit it.

Environment Degradation

The components of the earths systems are intricately intertwined. If one part of the earth changes, other parts will be affected often in ways that are not immediately obvious. For example, removing vegetation from an area of land decreases that lands absorption of ground water, resulting in possible drinking water shortage for the inhabitants.

Environmental degradation is significant factor that reduces the capacity of societies to deal with disaster risk in many countries around the world. Environmental degradation generally includes the following areas:

Degradation of atmosphere,
Degradation of lithosphere,
Degradation of hydrosphere
Degradation of biosphere.

How sustainable development be hampered

Bangladesh is very seriously facing the problems like lost of soils original fertility, deforestation, pollution etc due to lack of sustainable development.

Pollution are the hindrance for sustainable development

The large scale use of fossil fuels (coal, gas, petrol etc.) made transportation cheaper and helped spread industrialization using electricity which is generated and burned by the coal. Man developed new technologies and utilized the resources of the earth for creating better living conditions. As populations are increasing there was a need for increase in food production. Man cleared forest and introduced chemicals in to the environment to step up agricultural productivity. These chemicals called pollutants, have created problems which man did not face before. These pollutants have altered the carbon dioxide content of the atmosphere on a global scale and have destroyed fish and other aquatic organisms on a massive scale. These pollutants have now appeared in migratory birds and human beings and pose a health hazard. What does Pollution mean?

Pollution of the environment is an undesirable change in the physical, chemical and biological characteristics of air, water and soil due to the addition to the environment of material or energy (heat, sound, radioactivity,etc.) in quantities and at a rate which are harmful to living organism, including man. Materials introduced in two the environment cause two types of pollution (i) some materials remain unchanged for a very long time in the environment these are not easily degradable and are called persistent pollutions(e,g plastic, pesticides and nuclear wastes). Many of these persistent pollutants are toxic and get incorporated in to the food chain. (ii) Some pollutants breakdown in to simpler substances in a short time and ultimately get mixed with or incorporated in to the soil. These substances do not persist in the environment and are therefore termed non persistent (e.g., agricultural waste and garbage). Some of these are biodegradable, since some living organisms utilize as food substrate.

Pollutants can be (a) Gases (b) Metals and their salts (c) Pesticides and agrochemicals (d) Drugs and pharmaceutical products (e) Organic matter (f) Radioactive substances (g) Heat and (h) Noise. On the basis of the environmental component, they can also be classified as air pollution, water pollution, soil pollution and so on.

How pollution affect biotic and abiotic organism

Degradation of the Atmosphere

Air pollution

Air is precious natural resources and life can't be sustained on this planet without it. Without oxygen aerobic life is not possible. Human activities can be interfered by the pollution of this vital resource. It is only in recent time that mankind has become aware of the extent to which this interference is sustainable.

Sources of Air pollution

Air gets polluted largely due to smoke produced by automobiles, power plants kitchens and due to the large-scale burning of fossil fuels. Such as coal, diesel, petrol, kerosene and so on.

1. The burning of fossil fuels produces carbon dioxide, carbon mono oxide, sulpher dioxide, oxide of nitrogen, hydro carbons, particulate matter and metallic traces.
2. Most power plants are coal based. The pollutants are fly ash, soot, and sulpher dioxide

3. Fertilizer plants produce oxide of sulpher, particulate matter and fluorine. These pollutants come from sulphuric and phosphoric acid units. Ammonia Nitrogen Oxide and hydrocarbon come to the atmosphere from Nitrogen based plants.
4. The major pollutants from the textile industry are cotton dust, nitrogen oxide chlorine, naphtha, vapors, smoke and sulpher dioxide.
5. There are thousand of chemical plants and pesticides plants which prepare costic soda and produce Chlorine gas.
6. Steel plants produces carbon monoxide, Carbon dioxide, Sulpher dioxide and dust.
7. Cements factory produces huge dust. Tanneries industries emit heavy foul odor from purifying new hides and solid waste. Foul odar also come from open drainage channels, Sedimentation pits and wastes dumped inside the tannery premises
8. Automobiles contribute 60% of the air pollution by releasing compounds. Incomplete combustion produces 3-4 benzopyrene. One an average, every 1000 gallons of petrol after combustion produce 3200 pound of Carbon mono oxide 300 of hydrocarbons, 45 of nitrogen oxide, 17 of Sulpher dioxide and 2 of organic acid and o.3 pound of Carbone particles, 18 of aldehyde. Among the world how many automobile vehicles'are discharging the above pollutants. Astronist and strange.

Effects of air pollution

Air pollution badly affects the respiratory tract. Causes irritation, headache, fatigue, asthma, high blood pressure, heart diseases and even cancer. The development of mental faculty of children would be impaired by lead pollution that could also affect central nervous system, cause renal damage and hypertension. Excessive lead in the blood of children could damage their brain and kidney, Public exposure to air pollution in Dhaka City is estimated to cause 15000 premature deaths and several million cases of sickness every year, said a recent World Bank report. Carbon mono oxide is also destroyed at the surface of the earth Soil fungi and higher plant absorb Carbon mono oxide. Depending upon the availability of solar energy, the mechanism of carbon mono oxide absorption and destruction by plant varies. Toxic effect of carbon mono oxide combines with haemoglobin and reduces its oxygen- carrying capacity, thus affecting respiratory activity and metabolism. It causes blurred vision, headaches and in acute toxicity, may cause unconsciousness and even death.

The worst air pollution affected area in Dhaka city includes: Hatkola, Manic Main Avenue, Tejgaon, Framgate, Motijheel, Lalmatia and the interdistrict-bus terminals, surveys conducted between December 1996 and January 1997 showed that the concentration of suspended particles goes up to as high as 2465 micrograms per cubic meter as against the allowable limit of 400 micrograms per cubic meter at Farm Gate.

Air pollution inflicts damage on land and water systems: on agricultural crops, forests, rivers and lakes, buildings and human health. Such airborne pollutions damages crops vegetation by injuring the plant tissue, which increases susceptibility to disease and drought.

As primary pollutants react to secondary pollutants, acidic compounds and other multiple pollutants damage the foliage and the soil, forests decline and die. Pollutants in the air are also dissolved in water droplets and held clouds. sometimes moving long distances before falling back to earth in acid rain, snow, dew or fog.

Ozone depletion

Ozone is a rare form of oxygen. It is concentrated in the upper atmosphere located 11 to 24km above the earth. This ozone layer, which protects life from the damaging rays of the sun is being thinned by the release of chloro fluoro carbone (CFCs), chemicals used refrigeration, foam products and Aerosol propellants.

Global Warming (greenhouse effect)

Carbon dioxide is a very useful gas for plants because of its role in photosynthesis in producing glucose. Carbon dioxide constitutes only about 0.03% of the gases in air and absorbs solar radiation. But now there is evidence that the concentration of this gas has been increasing slowly in the atmosphere since the year 1900. Data Collected from many places indicate that there is a constant increase of approximately 1.0 mg/kg/ year at the atmospheric Carbon dioxide concentration. This increase is largely due to the burning of coal and petrol and its products. Presently world 60% power generated and burned by the coal. In future 59 countries will establish 1 thousand and 2 hundred coal burned unit. Around 1900, the concentration of carbon dioxide in air was 290 ppm. In 1960, it was 315 ppm, at present (2014) it is about 400 ppm. The increasing reasons for this situation are:

i. Forests with a huge living plant biomass, remove a lot of carbon dioxide in photosynthesis. Since the forest cover has been depleted significant by the carbon dioxide content has increased.

ii. Since now there are more living organisms, their metabolic output is enormous. The burning of fossil fuels produce a lot of Carbon dioxide and this additional carbon dioxide is neither utilized in photosynthesis, due to lack of adequate vegetation, nor absorbed in the ocean.

Although oceans are the main reservoirs of carbon dioxide, they are essentially a carbonate and bicarbonate buffer system and thus a large increase in the partial pressure of carbon dioxide in air is necessary to cause a relatively small increase in the carbon dioxide concentration in oceans. Carbon dioxide was not formerly a pollutant but in recent times it has become one because of its increasing concentration. It is affecting the hit balance of the earth,. When solar radiation falls on the atmosphere containing carbon dioxide much of the heat passes down to the earth and some is reflected back to the sky. Heat from the earth enters the atmosphere, some of which is reflected back to the earth. This process continues and the surface of land water gets heated up. Since the amount of Carbon dioxide has increased the net gain of heat has become higher than in used to be. In this process, the earth is being warmed up. This is called the greenhouse effect. It has been estimated that with the current rate of increase in Carbon dioxide concentration in atmosphere, it will double within 100 years, which will cause an average temperature increase of 3 to 8 degree centigrade. This increase in temperature will affect plant and animal life and their distribution. It will severely affect agriculture and cause of food problem.

The snow caps in the polar regions will melt and increase the sea level. Thus may submerge many coastal areas and cities like NewYork and much of Calcutta, London, Glasgow, Tokyo, Osaka, Stockholm and Florida and southern part of Bangladesh could be under water. Naturally if the temperature is lowered, it will affect agriculture and animal and plant life.On the other hand suspended particles will prevent enough sun rays from reaching the earth, cooling it down. It is believed that there are 50,000 nuclear bombs in the hands of the super power and if these were to be used in an unfortunate war, the amount of smoke and soot generated would cover the atmosphere for a considerable period (may be a few hundred years) and prevent solar radiation from reaching the earth's surface. The earth would remain in a cold winter condition, called nuclear winter, of course all intelligent life on this planet would be wiped out in such a situation, temperature rise and fall cause change in weather. Ultimately these manmade air pollution changing climates resulting several types of hazard in the form of heavy rainfall drought, cyclone, catrina, Tsunami, aila, cold wave, heat wave, fog, dew, snow, flood, water logging, river erosion, salinity that creates disaster which impact loses of life and damage property. Effect of these vulnerability creates and

Table: Present below the major past disaster happened in Bangladesh

Year	Disaster	Death	Economic loss(USD)
1970	Cyclone	300000	- -
1988	Flood	2773	1.2 billion
1989	Drought	800	- -
1991	Cyclone	138868	- -
1996	Tornado	545	- -
1997	Cyclone	550	- -
1998	Flood	1050	2.3 billion
2004	Flood	747	2.3 billion
2007	Flood	1071	1.1 billion
2007	Sidor	3406	2.1 billion
2009	Aila	191	- -

Source: CDMP-11

increased poverty. Some instances of recent disaster and damaging picture are in the following.

Degradation of hydrosphere

Marine pollution

Due to their enormous volume, oceans are frequently used as disposal areas for human societies garbage. Raw sewage, consisting of human excreta and domestic waters, is the major source of ocean. pollution, sewage, livestock waste and fertilizer run off also make bodies of water over-rich in dissolved nutrients, a process called eutrophication, this Phenomenon depletes the water of oxygen, killing fish and other marine life. Other causes of degradation; litter dumped from ships, petroleum spills, and the dumping of radioactive substances.

Water pollution

The sources of water on this planet are (a) rain water (b) surface water (c) ground water and (d) the sea. The sources of fresh water are ponds, wells, lakes and rivers. Pollution on fresh/natural water, implies that it contains a lot of inorganic and organic substances introduced by human activities, which change its quality and are harmful for many living organism, including man. Water pollution is now one of the most serious problems in the world, Particularly in developing countries, Many of the thickly populated urban areas dump their sewage and garbage into water bodies. These wastes deplete the oxygen, making the aquatic

ecosystems unsuitable for fish. The polluted waters carry germs of typhoid, cholera diarrhoea jaundice, and hepatitis thus besides oxygen depletion, the consumption of this water creates health hazards.

Eutrophication

Fertilizers are rich in nitrates and phosphates are washed into water bodies from agricultural lands. In this way the mineral and salt contents of water bodies increase. These nutrients load greatly increases the productivity of water and algal bloom occurs in such water bodies. The entire water body becomes green. The growth of algae and other organic promotes that of a large & decomposers population, which breaks down dead algae and other organic matter using oxygen from the water, living organism and the algal bloom also consume oxygen at night for respiration. In this way the oxygen is greatly depleted from water bodies and this causes problems for fish and aquatic. This problem of excessive nutrient load in water bodies is called eutrophication.

Industrial wastes as water pollution

Many industries, such as steel and paper industries, are situated on the Bank of rivers because they require huge amounts of water in their manufacturing process. These industries dump their wastes, containing acids, alkalies, dyes and other chemicals into rivers. Many of these materials are poisonous for living organisms and cause serious water pollution problem which affect aquatic biota. When people consume vast amounts of water for drinking, domestic use irrigation and industry the possibility increases that water shortages will occur in the future. Pollution of water by sewage industrial waters pesticides, discharge textile chemicals and fertilizers increases the odads that supplies of clean water will not be adequate. Example Madunaghat water treatment plant become obsolete due to the above pollution and supply for capital drinking water project is being shiftined to Mawagath and Singair.

In Bangladesh, the economic growth and development has been highly influenced by water due to regional and seasonal availability as well as the quality of surface and groundwater. Spatial and seasonal availability of surface and ground water is highly responsible to the monsoon climate and physiography of the country. Availability also depends on upstream flow and withdrawl for consumptive and non-consumptive uses.

The largest use of water is made for irrigation. Besides agriculture, some other uses are for domestic and municipal water supply, industry, fishery, forestry and

navigation. In addition, water is of fundamental importance for ecology and the wider environment, Bangladesh has two problems with water i.e scarcity of water for agriculture, industrial and domestic uses in the dry season and some time, abundance of water in monsoon causes flood and natural hazards. But people treat normal flood as boon rather than bane. It is viewed that the country would face serious scarcity of fresh water for agriculture, industry, fisheries and other livelihood activities in near future. The increasing urbanization and industrialization of Bangladesh have negative implications for water quality. The pollution from industrial and urban waste effluents and from agrochemicals in some water bodies and rivers, like Buriganga, Turag, Balu, Shitallakha, Bangsi, Rupsha has reached alarming levels. The long term effects of this water contamination by organic and inorganic substances, many of them toxic are incalculable. The marine and aquatic ecosystems are affected and the chemicals that enter the food chain have public health implications. Water quality in the coastal area of Bangladesh is degraded by the intrusion of saline water that has occurred due to lean flow in the dry season. This affects agriculture significantly as well as other consumptive uses of the water.

Thermal pollution

Nuclear reactors, electric power plants, petroleum refineries and steel melting factories require huge amounts water for their cooling processes. The heated water is discharged into water bodies, usually a lake, river or sea. This causes thermal (high heat) pollution and results in an increase in temperature of the water. The high temperature depletes oxygen and is very injurious to fish and other aquatic organism.

Pollution by spilled oil

Big tankers carry petrol, diesel and their derivatives on the high seas. If there is an accidents or likage, the sea water gets polluted. In the above degradation of hydrosphere how sustainable development is possible. The Ganga has become very polluted because numerous industries are located on its banks. Many important and thickly populated cities such as Haridwar, Kanpur, Allahabad, Banaras, Patna, Calcutta etc, are also located on its banks. The industries dump their wastes into the Ganga. Apart from this sewage and municipality garbage of these cities are dumped into the river. Considering its importance the government of India has taken up a Ganga action plan to clean the river

Degradation of lithosphere

Degradation of the Land

Human settlement, particularly in urban areas, cover the land with concrete, and other building materials, building and roads in urban areas reflect light and generate heat. Since such ground covers prevent the land from absorbing water, drains and other means must be employed for collection of Water Run off sewage and of other toxic materials. In developing countries according to the world resource Institute 57% of the population will inhabit in urban areas by the year 2025, a sharp surge from 34% in 1990 Bangladesh is a country of about 143999 sq.km including inland and estuarine water surfaces and has a population estimated at about 132 million in 2000. Although the country is predominantly a plain surface, it is crisscrossed by a very high density of river systems. This has given the country a reverine nature. Being a densely populated country, there has been serious competition for access to and control over land. Over 53-57% people are functionally landless in Bangladesh. About 17.8 million acres are cultivated land and average household farm size is 1.5 acre. Thus, land is the most important resource in Bangladesh and it is under intense use threatening its carrying capacity. The pressure of population on land is a crucial factor in the management of land resources in the country. Availability of land is a major constraints in Bangladesh as virtually all available land is utilized for crop production, homestead commercial establishment, road network, urban development, forestry, fishing etc. There have been many driving forces compelling people of Bangladesh to over exploit land. These are high population poverty, improper land use, absence of land policy and ineffective implementation of laws and guidelines. Unplanned agricultural practices (use of agro chemical) and encroachment of forest areas for agriculture and settlement also put pressure on scarce land resources. Further unplanned and unscientific rural

infrastructure development and the growing demand for increasing urbanization are devouring productive land. Natural process such as river bank erosion, siltation also causes to degrade land. On the other hand pollutants make the soil acidic and toxic.

Deforestation

The forest of the world trees and other vegetation are being destroyed to make land available for agriculture and to meet demands for lumber and fuel. The state of the environment report of Bangladesh (2001) listed the following factors of degradation of forest resources.

- Shifting cultivation (jhum) and inappropriate utilization of forest resources.
- Overgrazing, illegal felling and fuel wood collection.
- uncontrolled and wasteful commercial exploitation of forest resources.
- Monoculture and commercial plantation.
- High population pressure of forest land.
- conversion of forests and wetlands for agriculture use.
- Poverty and unemployment in the rural areas and encroachment into forest land.

The following table gives some basic statistics of Bangladesh agriculture.

Issues	**Value**
Total cultivated land	17.8 million acre
Irrigated area	8.6 million acre
Small farmers	9.42 million (80%)
Medium farmers	2.08 million (18%)
Large farmers	0.3 million (2%)
No. of farm households	11.80 million
No. of agri-labour household	6.40 million
Cropping intensity	(1996-97) (174%)
Agricultural growth rate	(1998-99) (5.0%)
Contribution to GDP	(1998-99) (31.6%)

Source: *Webpage (2002) of sustainable development networking program (SDNP) of the Government of Bangladesh under SEMP.*

It is to be mentioned here that all the post independence government were committed to increase food production through encouraging modern agro-input such as seeds, irrigation, fertilizer and pesticide. Farmers also were very productive to take the immediate benefits. All those efforts increased food production in the country's sustainability and the country achieved some sorts of autarchy in rice production in the recent years. But on the other hand the sustainability of agriculture is questioned, because of many farmers have already experienced the bad effect of the law of diminishing return. Though the total productivity of the sector has increased but the real productivity of land has decreased. The health of soil is greatly affected by the increasing uses of chemical fertilizer. The biodiversity in major agro-ecological zones is under serious threat due to unplanned and excessive use of chemical and pesticides. In recent times the pollution of soil in rural, urban and industrial areas has become a serious problem.

Many herbicides are used to get rid of weeds. Some of these dinitro compounds hormones (DNOC) Simazine, Monuron, a long lasting synthetic, organic herbicide remain for a long time in the soil, affecting the activities of soil organisms and creating problems for wild life and man.

Toilet facilities should be provided in village area and people should be educated about the harmful effects of open latrine. According to the statistics given by the World Health Organization and United Nations Fund, Some 15 million children in developing countries die every year before they reach the age of five, partly due to the absence of sanitation facilities. The threat mainly comes from human waste and animal excreta that are infected with the germs of cholera and typhoid fever. Since Soil is extremely precious and vital to the survival of mankind, all care should be taken to protect it from pollution and degradation. There is a great instances occurs in India which polluted soil in the following (Sources Prothom Alo 9-10-10).

1. 50% population in India discharged human waste in open space.
2. 10% female pupil has no toilet facilities in India.
3 In every year 68 million ton municipal waste are stored in different cities of India.
4. 38 billion ton effluent are discharged in different cities. These scnerio affected soil normal condition. Even the (horizon) people of Moydhaprodesh, Guzrat, Utterprodesh and Maharashtra are carrying human waste on head. It is an indignity of mankind.

Degradation of Biosphere

The part of earth where ecosystems operate is called biosphere. The biosphere include many distinct biomes such as tropical evergreen forests, and other forests, grassland, large freshwater bodies etc, the biosphere is a narrow sphere of earth where the atmosphere (air) hydrosphere (water) and lithosphere (soil) meet, interact and make the existance of life possible.

The degradation of the atmosphere, the hydrospere and the lithosphere often led to the degradation of the biosphere. Urban development end deforestation seriously affect the ecosystems of plant, birds, animals. Tropical forest are in the greatest danger, but other fragile ecosystems exist including wetland coral reefs, islands temperature lost mangrove Swamps. Some estimates claim losses of 100 species per day. Loss of species unquantifiable in monetary value.

Toxic chemical contamination

The multitudes of toxic chemicals all over the world have led to degradation of ecosystems where those chemicals have been dumped or sprayed. Pesticides herbicides and fertilizer, in particular, each flow into soil and water and affect the entire food chain. Industrial effluents pumped into lake, rivers and ocean, affecting the growth and reproducing cycle of aquatic organisms.

Fisheries

The people of Bangladesh largely depend on fish to meet their protein needs, especially the poor in rural areas, several decades ago there was an abundance of fish in this country. But recently, capture fish production has declined to about 50% with a negative trend of 1.4 percent per year. Despite the constant depletion of the river, canal and flood plain areas. physical construction have also changed or damaged to the locai ecosystems and hydrological features, resulting in irreparable damages to the fisheries resources. Studies done under the FAP declared that FCD and FCDI project contributed to the decline of fish stokes and fisheries by creating obstacles in the fish migration routes. As a consequence, fish production have declined, discharge of pollutants into water bodies from industries, and over fishing are highly responsible for the destruction of fish species throughout the country.

Bio-diversity

Bangladesh possesses good terrestrial and aquatic environment that provides habitat for large number of plants, animals and birds, the country has been very rich in biodiversity. The rivers and other inland water bodies provide habitats for 266 indigenous fish species and 150 birds 22 species of Amphibians have been recorded by the IUCN-B 2000. Some of these are economically important and thus are being exploited commercially. Until the early eighties many traders in the country were exporting frog legs in large quantities. Most of the frogs were collected from the wild and exported as a frozen food item. This practice also causes insect and predator populations to be affected.

The Sundarbans is the largest mangrove forest in the world which is combination of terrestrial and aquatic ecosystems. The mangrove forest serves as a natural fence against cyclone storms and tidal surges, stabilize coastlines, enhance land accretion and enrich soil near the aquatic environment. The mangrove forest is very rich in biodiversity. It is also famous for Royal Bengal tiger, now threatened wild life species including python, king cobra, white bellied sea eagle. The

Sundarbans is also home to thousands of spotted deer. Both flora and fauna are threatened by the loss of habitants resulting from unwise human interventions and resources uses. The unplanned and rapid urbanization and industrialization degrade the ecosystems and thus affect the bio diversity.

Human dimension of environmental change

Population growth

Population is an important source of development, yet it is a major source of environment degradation when it exceeds the threshold limit of the support systems. Poverty is said to be both cause and effect of environment degradation, the circular link between poverty and environment is an extremely complex phenomenon. A growing population poses some serious environmental threats. More people less forest, water, soil and other natural resources.

Economic growth

Environmental degradation is a necessary cost of economic growth. Growing economic activity requires larger inputs of energy and material and generates larger quantities' of waste by products. Increased extraction of natural resources, accumulation of waste and concentration of pollutants will therefore overwhelm the carrying capacity of the biosphere and result in the degradation of environmental quality and a decline in human welfare, despite rising incomes. Degradation of the resources base will eventually put economic activity itself at risk.

Urbanization

Rapid urbanization has led to a dramatic change in vulnerability. While the global population has doubled over the past 40 years, the number of people living in urban areas has increased five-fold. And this trend is continuing, Most of the new citizens in urban environments end up in various slums more often than not areas most prone to the devastation caused by natural hazards such as earthquakes, flooding and tropical storms.

Noise/Sound pollution

Sound is caused by the vibration of matter. These vibrations are transmitted in a continuous material medium as waves. These waves are received by the human ear and interpreted by the brain as sound signals. The unit of measurement of sound is decibel, (DB) Sounds of intensity ranging from zero to 100 DB are

considered pleasant. Higher causes physical dies and discomfort. Thus 130 DB is the upper limit of the threshold of hearing, Beyond this, physical damage to the ear may occur, The sound is being polluted by the hydraulic horns of vehicles, microphone and cassettes. In Bangladesh see a reverse scenario. Instead of combating the sound pollution we are exposing millions of people to a number of fatal diseases from deafness to heart attack. It causes high blood pressure, heart beat, headache, indigestion, peptic ulcer and also affects sound sleep. Registered sound DB from different sources are telephone sound 70 DB, motorcycle 110-120 DB, Siren,130-150 and a jet plane take-off may produce about 160 DB. The sound of the noise of any busy street in Dhaka has been estimated 60 to 80 DB with the sound of vehicle 95DB, microphone 90 to 100 DB, mills and factories 80 to 90 DB, festivals 85 to 90DB, motor bike 87-92DB. Truck bus 92-94DB.But our desired sound measure is 25DB in bed room. 40DB in dining or drawing room 35-40 in office, 30-40DB in class room,35-40DB in library, 20-35DB in hospital, 40-60DB in restaurant and 45DB in city in during night. When the sound exceeds this limit it becomes polluted and sound pollution beyond this limit destroys our audible power, that might even lead to the losing of ones mental balance. affect lungs, hampers the intellect of the children and make them apathetic towards their studies.

Control of pollution or measures to mitigate pollution for sustainable development

Noise pollution

1. Industrial areas, aerodromes and highways should be located outside city limits.
2. Plants are efficient absorbers of noise, especially noise of high frequency.

   A dense evergreen hedge can reduce the noise of microphones by up to 20DB, Hence, plantations on both sides of streets or highways are effective in curbing noise. In urban areas, a green vegetation belt and open space in general may work as a safety device for bringing down the noise level. It mans also decline green house gasses and reduce disaster due to climate change.
3. Adequate laws should be enacted to restrict excessive noise from transportation and microphones particularly during sleeping hours in the vicinity of hospital, educational institutions, and residential areas. Public awareness needs to be created through newspapers, radio and television.

Control of water pollution

Water pollution treatment is carried out in three stages primary, secondary and tertiary:

1.a In primary treatment, the solid objects are separated by corage screens or sieves. The liquid material passes into the settling tanks. The suspended materials settle down in the tanks and from sludge.

1.b. In secondary treatment, the effluent are filtered through a bed of rocks, after which the bacterial decomposition of organic materials begin, To hasten this process air is bubbled to increase the oxygen content. This process removes about 90% of the biodegradable materials present in the water.

1.c.Tertiary treatment is applied to remove detergents, metal ions, nitrates and pesticides, as these are not removed in the earlier treatment. In this process the effluents from the secondary treatment are passed through activated charcoal to absorb the pollutants.

An alternative and less expensive method is to use this water for irrigation to raise crops or to grow algae and aquatic plants for use in biogas plants.

Controlling Air pollution

Industrial pollution can be minimized by using improved equipment design and smokeless fuels.

Particular matter produced by industries can be controlled by precipitators, scrubbers and filters.

1. The amount of smoke produced by industries, households, etc can be minimized by the use of some recent devices like smokeless chulhas and solar cookers and of biogas.
2. Sulpher dioxide may be controlled by several methods, it is largely produced by coal based industries. One possibility is to shift from high sulpher containing coal fuel to a low sulpher fuel like natural gas, and other energy sources. The second is to remove sulpher from the fuel before use
3. Plants remove pollutants, people should be educated. by the mass media to motivate people about the importance of trees and plantations.
4. Photo chemical smog and pollution from exhaust pipes of automobiles need to be minimized or stopped. Vehicles should be fitted with anti-pollution devices so that pollutants are filtered.

Natural Resource Management

Conservation of natural resources means the wise use of the earths resources by humanity.

Conservation is the optimum rational use of natural resources and the environment, having regard to the various demands made upon them and the need to safeguard and maintain them for the future. It is the protection, improvement and use of natural resources according to principles that will assure their highest economic or social benefits**.**

Local knowledge to conserving natural resources

The importance of local indigenous knowledge and its potential in facilitating the sustainable use of conservation of natural resources have been repeatedly emphasized in international discourse on sustainable development in the past two decades 21 in 1992. Agenda 21 of the Rio earth summit highlighted the importance of historic traditional knowledge of land, natural resources and the environment developed over many generations by local indigenous people.

The communities in the areas of Bangladesh have used variety of innovative, effective and in some cases unique indigenous knowledge approaches to environmental conservation. The Government of Bangladesh also initiated to address and consider the mechanism of local knowledge to conserving natural resources, The main objectives of this initiatives are to:

- Facilitate sustainable conservation and management of natural resources and habitats through strengthening of community based management of the resources.
- Introduce various economic and community welfare activities which are operated and managed by their community organizations.
- Assist the communities to empower themselves in order to collectively address their problems and needs.
- Some major initiatives to consider the mechanism of local knowledge for conserving natural resources are described below:
- Integrated protected area co-management
- Community based natural resources management
- Village common forest management
- Environment flow assessment protocol for Bangladesh
- Protected area management.

Pollution create hazard and hazards create disaster like storm, surge, cyclone tornado, drought cold wave, erosion arsenic contamination and salinity etc.

The impact of disaster on development can be categorized in four ways. Loss of resources. Interruption of programs and switching of crucial resources, the negative impact of invest climate, disruptions on of non-formal sector.

Mitigation and adaptation programs

Disasters risk reduction (DRR) and climate change adaptations programs may be undertaken.

Unsustainable development measures have destroyed many of our potential resources. Some instances are given below.

These changes scenario and data are collected from the villages kha khadda, Pukhuria, Barman kanda, Nazirpur, under the District. Faridpur of Bhanga upazilla, consisting of four villages. Population contain 2509 and 6745 in 1965 and 2009 respectively.

(source: local union porishod)

From the analysis it is very clear that Bangladesh at present is facing severe challenge of environment pollution. This is creation of unsustainable process of the nation.

Every development efforts needs both natural and man made inputs. When both the inputs are mixed together and undergo a process it produces output which we call development.

Sustainable development is a process of positive change of physical and mental satisfaction which takes place with equitable distribution of factors and output among all members without disturbing nature friendly environment and ecological balance of the earth. It attempts to maximize social benefit and minimize social cost.

Table 1: Fresh water fish production

Item	1965	2009
Variety fishes	100	20
Fish production	1000 level	1 level

Table 2: Sources of water

Item	1965(nos)	2009(nos)
Rivers	02	01
Cannels	07	03
Tanks	400	100
Long pools	6	Nil
Deep tube well	Nil	16
Shallow Tube well	200	300
Flood water	The whole area	No area

Table 3: Changes in agriculture

Item	1965	2009
Crops	Jute, rice, spring harvest vegetables	rice ,jute, wheat
Jute	Major	Non major
Rice	Second in position	First in position
Wheat	No wheat cultivation	Third in position
Lost of items	No item lost	Many item lost
Spring harvest	About 15 types of spring harvest	Almost absent in spring harvest

Table 4: Changes in fruit products

Item	1965	2009
Mango	1000 times	one time
Date tree	Lot of Date trees and their juice	Almost abolished
Palm tree	Lot of	very few
Boroi	Lot of	very few
Black Berry	Lot of	very few
Gab	Lot of	Almost nil
Bilati gab	Lot of	Almost nil
Amloki	Available	Nil
Amgum	Lot of	Nil
Harretoki	Available	Nil
Water chestnut	Lot of	Nil
Kludi jam	Lot of	Nil
Kaw	Lot of	Nil
Dalim	Lot of	Nil
Ata	Lot of	Nil

Reference

1. Denoting changes comprehensive Disasters Management programs (CDMP-11) Ministry of Disaster Management and Relief.
2. Fundamental of ecology, Mc Dash, 1993 Tata Mc-Grew-Hill publishing company, Delhi.
3. Bangladesh state of Environment Report 1998.
4. Sustainable Development Networking program of the government of Bangladesh, web page(2002)
5. Sustainable Development- A case study of four villages in Bangladesh,M.Azizur Rahman, Bangladesh Economic Association periodic,1st volume. 2012
6. Porartho Vabna, Mir Yousuf Ali, Kashbon publication, Dhaka.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Value Chain Inclusiveness : Unleashing the Potential for Increasing Agricultural Financing

M. Hassanullah*

Introduction

This paper is the outcome of a study of value chain financing in Bangladesh sponsored by the Asian Development Bank during July 2013 to December 2014.

The Organizations Reviewed

During this period the author as a Consultant reviewed value chain development initiatives of 18 organizations/projects or supported by national and international organizations. The list is as follows:

1.	Price	10.	USAID (AVC Project)
2.	Hortex Foundation	11.	USAID Ag Extension Project
3.	Katalyst	12.	Heifer International
4.	Care Bangladesh	13.	PRAN (Crop & Dairy Hubs)
5.	Practical Action Bangladesh	14.	DOEL Group of Industries
6.	Inspired: a EU Project	15.	SCDP
7.	IDE	16.	City Bank
8.	Helvetus	17.	Trade Craft
9.	Swiss Contact	18.	Action For Enterprises

* M. Hassanullah. Ph.D., House 23, Road: Rana Bhola Avenue, Sector 10, Uttara Model Town, Dhaka 1230

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

Value Chins Studied in Detail

Based on the initial reviews 5 AFVCs models were selected for detail study such as:

1. Production Inputs and Financing of Paddy Supply Chain of Jamuna Auto Rice Mills financed by The City Bank in Dinajpur district
2. Financing of Production Inputs - Input Suppliers of Maize Value Chain promoted by Katalyst and financed by Prime Bank in Rangpur
3. Beef Fattening Finance and Functions of Sales and Service Center of Practical Action, Bangladesh financed by BASA in Raigonj upazila of Sirajganj district
4. Financing of Fresh Vegetable Production in Noakhali sponsored by IDE and financed by ULC Limited
5. Comparison of Farm Association and Lead Farmer of SCDP and PRAN's Hub Systems in Natore

These selected AFVCs were studied in detail leading to identification of the key issues value chain financing in Bangladesh. The study of each of these value chains had different focuses as laid down in **aAppendix A.**

Extent of Value Chain Inclusiveness

Concept of value chain is very much popular in the arena of agriculture development of Bangladesh. Almost all public and private sector agencies are somehow engaged in promotion or development of Value Chains in their own

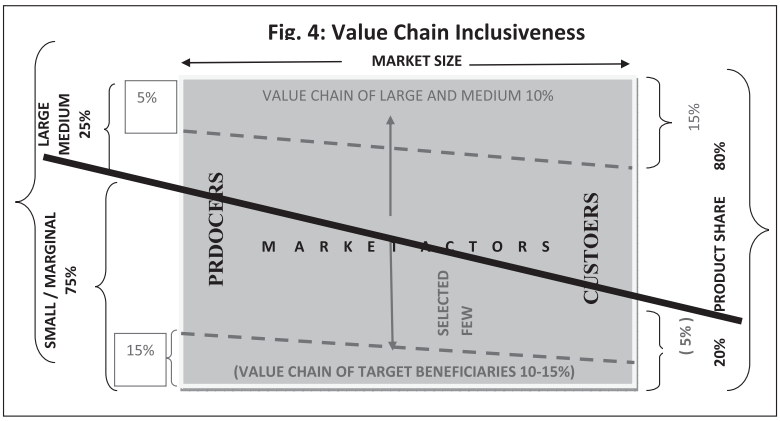

INCLUSIVE to peoples, products and business of the stakeholders **(Fig. 1)**.

perspective and models either to ameliorate poverty by the NGOs or to streamline the supply chain of raw material by the private companies . In a geographical area none of the pursuits are **INCLUSIVE** to peoples, products and business of the stakeholders **(Fig. 1)**.

Peoples Inclusiveness: All of those value chains were working with selected few of the stakeholders involved in production, trading, processing and consumption. Analysis shows that in a market place 75% are small operators who command only 20% of the market share, while 25% large and medium operators have 80% market share. In recent years all donor supported public and private initiatives are pro-poor with selected stakeholders who covers about 15% of producers and around 5% of market share. As a result their impact is not visible. Contrary, private initiative like PRAN and Katalyst covers large and medium operators of hardly 5% in the market place covering about 15% product share mostly streamlining their supply chains. Vast majority of all categories of stakeholders remain outside the purview of value chains.

At certain stage the sponsors felt the necessity of finance particularly of producers and endeavored to link them with some banks, public or private, NGOs or financial institutions. Their coverage is still smaller than the value chain as many of the operators could be able to satisfy their terms and condition. As for example total coverage of ULC is financing of vegetable value chain was found to be 13.87% (2,774 faarmers) of the total number of farmers (20,000) organized by IDE as groups to facilitate marketing. IDE beneficiary were less than 10% of the agricultural community of the district. Very little is covered by the financiers as well as value chain promoters.

Area or Product Inclusiveness: All value chains are not only beneficiary exclusive but also area and product exclusive. Value chain promoters select targeted categories of beneficiaries few selected villages of few selected Unions of few selected upazilas of a districts so scattered that impacts on product and market is hardly visible in a national perspective.

Even the largest supply chain development component of World Bank supported NATP, now being expanded to 80 Upazila are exclusive to 400 families of a Upazila, 20 selected farmers in a group and 20 groups in a Upazila which is approximately 1% of the farming community of selected few villages of selected Unions of the Upazila .

Business inclusiveness: As most of the value chains are area, product and desired people exclusive finance also follow the same path. It has limited the scope of increasing finance as well as visible impact. AFVC Finance initiative should give

priority to inclusive value chain or promote adoption of business inclusiveness of all stakeholders so that they can develop their business as whole, not just supporting transactions of a commodity

Conclusions

Value chain approach is a must for product and economic development as well as finance as it focuses on increasing productivity of all stockholders of the market and provides a risk free environment for finance due to its institutional base. Presently, approximately 10-20% people and products in a few selected unions, upazilas and districts are included under value chain development initiatives. On geographical area basis value chain inclusiveness in terms of people, product and business is essential both for product development and financing. As the inclusiveness will increase, the scope of increasing finance will increase. A completely inclusive value chain will absorb about 5 times more finance in a geographical area.

Subsector	Lead Agencies	Areas of Study
A. Bangladesh:		
1. Rice (Dinajpur)	▪ City Bank ▪ Jamuna Ricemill	▪ FSCs between ricemill and farmers and use of FSC by PCB as collateral for lending to farmers ▪ Role and cost of NGOs in farmer group mobilization and improved access to finance
2. Corn/Rice (Rangpur)	▪ NCC Bank ▪ Katalyst NGO ▪ Input Supplier	▪ PCB lending to farmers based on guarantee from input supplier ▪ FSCs and their contractual format for corn ▪ Role and cost of NGOs in farmer group mobilization and improved access to finance
3. Cattle fattening (Siraganj)	▪ Practical Action NGO ▪ BASA MFI ▪ Jonjalipara Sales & Service Center	▪ Effectiveness of farmer associations in improving access of farmers to services and related role and costs of NGO ▪ Contract cattle fattening/profit sharing
4. Fresh vegetables (Noakhali or Barisal)	▪ ULCL ▪ IDE	▪ Use of farmer current accounts for disbursements & repayments based on financial model for each type of vegetable ▪ Role and costs of NGO in group formation and technical support and loan recovery
5. Farmer mobilization for improved access to services	▪ PRAN Company ▪ Practical Action	▪ Analysis and comparison of inclusiveness and costs of farmer association model versus the lead farmer/hub model.

FBA = Farm business advisor; FSC = Forward sales contract; IDE = International Development Er
National Credit and Commerce Bank; PCB = Private commercial bank; ULCL = United Leasing Co
Warehouse receipt financing

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প ঃ সম্ভাবনা ও সমস্যা

মো: নূরে হেলাল*

পানি সীমিত সম্পদ। বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর দেশ। কৃষি পানি নির্ভর। সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, নদী ভাঙ্গন ও পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে, জন্মলগ্ন থেকে পানি সম্পদ কৃষিখাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রথম থেকে যে কয়টি প্রকল্প চিহ্নিত করে তার মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে"গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প"। এ প্রকল্পটি দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি, পরিবেশ উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়। ১৯৭৫ সালে ভারত গঙ্গা নদীতে ব্যারেজ নির্মাণ করে পানি প্রত্যাহার করায় ভাটিতে গঙ্গার প্রবাহ হ্রাস পায়। ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি, মৎস্য চাষ, বন, নৌ-চলাচল ও পরিবেশের উপর ঋণাত্মক প্রভাব পরে। এ প্রভাব কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের তীব্রতা অনুভূত হতে থাকে। এটি বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘ তিন যুগের বেশী সময় ধরে সমীক্ষা সম্পাদিত হয়। সর্বশেষে ২০১২ সালে গঙ্গা ব্যারেজ সমীক্ষা রিপোর্ট চূড়ান্ত হয়। সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে, গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পটি অর্থনৈতিক, কারিগরী, সামাজিক, পরিবেশ ও বহুমাত্রিক বিশ্লেষণে লাভজনক ও বাস্তবায়নযোগ্য। প্রকল্প খরচ প্রায় ৩২ হাজার কোটি টাকা। প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সরকারের আর্থিক সংকটই বড় মনে হচ্ছে। তবে এটি বাস্তবায়নে দেরী হলে প্রকল্প খরচ বাড়তে থাকবে এবং ঋণাত্মক প্রভাবগুলো আরও প্রকট হতে থাকবে।

১। ভুমিকা

বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে জীবন ও উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে পানি অপরিহার্য। পানি তৃতীয় বিশ্বের কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে এবং দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে পানি ব্যবস্থাপনা একটি উচ্চ অগ্রধিকার প্রাপ্ত খাত। পৃথিবীর চার ভাগের তিনভাগ জল একভাগ স্থল। পানির এক বিশাল ভান্ডার এ

---

* উপ-প্রধান, গঙ্গা ব্যারেজ সমীক্ষা প্রকল্প, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

পৃথিবী কথাটা সত্য হলেও ব্যবহারযোগ্য সুপেয় পানি অফুরন্ত নয় বরং সীমিত সম্পদ। সারা বিশ্বে মোট প্রাক্কলিত পানির পরিমাণ ১৩৮৬.০০ মিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার (Mkm^3)। ১৩৩৮.০০ মিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার পানি (মোট পানির ৮৫.৫%) উৎস সমুদ্র যা লবণাক্ত। বিশ্বে সুপেয় পানির পরিমাণ ৩৫.০০ মিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার। তন্মধ্যে ২৪.৪ মিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার পানি বরফ ও তুষার যা দুষ্পাপ্য। অবশিষ্ট ১০.৬ মিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার পানি সুপেয় এবং সহজপাচ্য যা বিশ্বে মোট পানির ০.৭৬% মাত্র (সুব্রামানিয়া, ২০০৩)। এ থেকে সহজেই ব্যবহারযোগ্য পানির তীব্র দুষ্প্রাপ্যতা অনুমান করা যায়। জীবন ও উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে পানির প্রাপ্যতা, পরিমাণ ও গুনগত উভয় বিচারেই পানি আজ এটি মৌলিক মানবাধিকার। আর আফ্রিকায় পানি নিয়ে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের অশনি সংকেত ইতোমধ্যে বিশ্ববাসী অবহিত হয়েছেন।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের মূলত কৃষি নির্ভর উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের জীবনধারা পানিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পানি ও দেশের জনগনের কল্যাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ সম্পদ। এদেশ বন্যা,খরা, নদী- ভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা, নদী ভরাট সর্বোপরি পানির প্রাপ্যতা পানি সম্পদ সেক্টরে অন্যতম সমস্যা যা দেশের কৃষি উন্নয়নের অন্তরায়। পানি সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে উল্লেখিত সমস্যা লাঘব করে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন, দারিদ্র বিমোচন, জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি নিরপত্তা ও প্রকৃতি পরিবেশ সুরক্ষা, সর্বোপরি দেশের অর্থনেতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারী বিভিন্ন সংস্থা নানাবিধ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পানি সম্পদ সেক্টরে ছোট বড় ৮০০টি সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রন, নিষ্কাশন, শহর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান রক্ষা, নদী ভাঙ্গন ও পরিবেশ সংরক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

২। পূর্বকথা

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর সমন্বয়ে গঠিত বদ্বীপ এলাকায় বাংলাদেশ অবস্থিত। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, যা সমগ্র দেশের মোট এলাকায় ৩৭ শতাংশ, এই গঙ্গা নদীর উপর নির্ভরশীল। দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ এই অঞ্চলে বসবাস করে। বৃহত্তর কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পাবনা এবং রাজশাহী জেলার মোট এলাকা ৫১.৮৮ লক্ষ হেক্টর, কোষ্টাল এলাকা ৪.৫৫ লক্ষ হেক্টর মোট ভূমি ৪৬.৯ লক্ষ হেক্টর এবং চাষযোগ্য এলাকা ২৮.৭৭ লক্ষ হেক্টর ও ১৯ লক্ষ হেক্টর কৃষিজমির জন্য সেচের পানি সুনিশ্চিত করে কৃষি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। গঙ্গা নদীর মোট দৈর্ঘ্য ২৫৫০ কিমিঃ যার মধ্যে বাংলাদেশ অংশ ২৪০ কিঃমিঃ - যা হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার জংগীপুর দিয়ে প্রবেশ করে সর্বশেষে বঙ্গোপসাগের পতিত হয়েছে। বাংলাদেশের গঙ্গার পানি নির্ভর এলাকা ৪৬,০০০ বর্গ কিঃমিঃ। কলকাতা বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধিকল্পে এবং সিল্ট ফ্ল্যাসিং এর উদ্দেশ্য ভারতের পশ্চিম বঙ্গের হুগলি - ভগীরথি নদীতে ৪০ হাজার কিউসেক পানি করা জন্য ১৯৭৫ সালে ভারত গঙ্গার উজানে ফারক্কা নামক স্থানে ব্যারেজ চুল করে। ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহারে ফলে ভাটিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গঙ্গার প্রবাহ উল্লেখ্যযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি, মৎস্য চাষ, বন, নৌ-চলাচল, গৃহস্থলির কাজে ব্যবহৃত পানির ব্যভাহর এবং বিভিন্ন শিল্পের প্রসার দারুণভাবে ব্যহতহয় গঙ্গার পানির প্রবাহ হ্রাস পাওয়াতে শুষ্ক মৌসুমে লবণাক্তা বৃদ্ধি পাওয়া পৃথিবীবর সর্ববৃহৎ mangrove fores সুন্দরবন মারাত্মক হুমকির হয়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত বৃহত্তর জেলাসমূহ যথাঃ রাজশাহী,পাবনা,

কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চলে সমন্বিত গঙ্গার পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে গঙ্গা নদীর উপর একটি ব্যারেজ নির্মাণ করার প্রয়োজনীয়তা তীব্র হয়ে উঠে।

সমীক্ষাগুলোতে প্রাক-সভ্যতার স্তরে এ উজানে হার্ডিঞ্জ সেতু হতে ভাটিতে যমুনা - গঙ্গা সংযোগস্থল পর্যন্ত ব্যারেজের কয়েকটির সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ করা হয়।

২০০২ সালে কতিপয় ব্যারেজ বিকল্প নির্ধারণের জন্য ওয়ারপো প্রাক- সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে। ঐ সমীক্ষায় রিভার মরফোলোজী এর উপর বিশ্লেষণ পূর্বক কুষ্টিয়া জেলার ঠাকুরবাড়ী ও রাজবাড়ী জেলার পাংশাতে ব্যারেজ নির্মাণের জন্য সম্ভাব্য দুটি স্থান নির্ধারন করা হয়। বর্তমান সম্ভাব্যতা সমীক্ষা অনুযায়ী রাজবাড়ী জেলার পাংশাতে ব্যারেজের আসৃতন চূড়ান্ত করা হয়।

৩। বর্তমান অবস্থা

"ফিজিবিলটি ষ্ট্যাডি এন্ড ডিটেইলড ডিজাইন অব গ্যানঞ্জেস ব্যারেজ" শিরোনামে ৪৫৬৩.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত (মূল) একটি পিসি-২ (স্ট্যাডি প্রকল্প) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৮-০৪-২০০৫ অনুমোদিত হয়। সেই সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় ০৬-০৫-২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ডিডিসি লি: সাথে ব্যারেজ প্রকল্পের সমীক্ষা ও বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়নের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুসারে উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান মূলত ২টি কাজ করবে। এক, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। দুই, বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন। পরবর্তীতে Land Acquisition Plan Resettlement Action Plan সম্পাদনের কাজও তাদের উপর বর্তায়। কনসালটেন্ট সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে চূড়ান্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা দাখিল করে। বর্তমানে বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন ও LAP, RAP Report অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।" গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প" শিরোনাম একটি প্রকল্প প্রস্তাব জুন ২০১৩ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করে। এপ্রিল ২০১৩ সলে সংস্থা অনুসন্ধানের জন্য Primary development Proposal (PDPP) ERD, অর্থমন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়।

৪। প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য

- দেশের বৃহত্তর জেলা কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পাবনা, রাজশাহীর ২৬টি জেলার মোট এলাকার ৪.৬৯ মিলিয়ন হেক্টর ও নিট ২.৮৮ হেক্টর এলাকায় সেচ প্রদান।
- ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তিতে বাংলাদেশের প্রাপ্ত পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহন।
- গঙ্গা- নির্ভর এলাকায় বসবাসরাত দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মানুষের জন্য জীবিকার প্রসার এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন তথা বাংলাদেশের আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন সাধন।
- গঙ্গা- নির্ভর নদ-নদীগুলোর প্রবাহ ও নাব্যতা বৃদ্ধি ও পরিবেশের ভারসাম্য সৃষ্টি।
- গঙ্গা ব্যারেজের উপর দিয়ে বিদ্যুৎ ও গ্যাস লাইন স্থাপন।
- গঙ্গা- নির্ভর এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রকল্প সমূহের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাস।

- সুন্দরবনের বনজ সম্পদ ও জীব - বৈচিত্র্য রক্ষা।
- এলাকার বিশেষত : মিঠা পানির মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও প্রসার
- উপকূলীয় অঞ্চলে পোল্ডারসমূহে ব্যাপক জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসন।
- ভূ- গর্ভস্থ পানির আর্সেনিক দূষণ হ্রাস ও লবনাক্ততা হ্রাস ।
- সড়ক সংযোগ মাধ্যমে দেশের পশ্চিম অংশে উত্তরাঞ্চলের সাথে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সরাসরি ও দ্রুত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৫। প্রকল্প এলাকা

প্রকল্পটি দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ৪টি বিভাগের ২৬টি জেলার ১৬৪টি উপজেলায় এবং কার্যক্রম বিস্তার করবে। প্রকল্পের গ্রস এলাকা ৪.৬৯ হেক্টর এবং নীট এলাকা ২.৮৭ হেক্টর।

১। বাগেরহাট ২। চুয়াডাংগা ৩। যশোহর ৪। ঝিনাইদহ ৫। খুলনা ৬। কুষ্টিয়া ৭। মাগুরা ৮। মেহেরপুর ৯। নড়াইল ১০। সাতক্ষীরা,১১। ফরিদপুর,১২। গোপালগঞ্জ, ১৩। মাদারীপুর ,১৪। রাজবাড়ী,১৫। শরীয়তপুর ১৬। নওগাঁ,১৭। নাটোর ১৮। নওয়াবগঞ্জ, ১৯। পাবনা ২০। রাজবাড়ী,২১। বরগুনা, ২৩। ভোলা, ২৪। ঝালকাঠি, ২৫। পটুয়াখালী, ২৬। পিরোজপুর

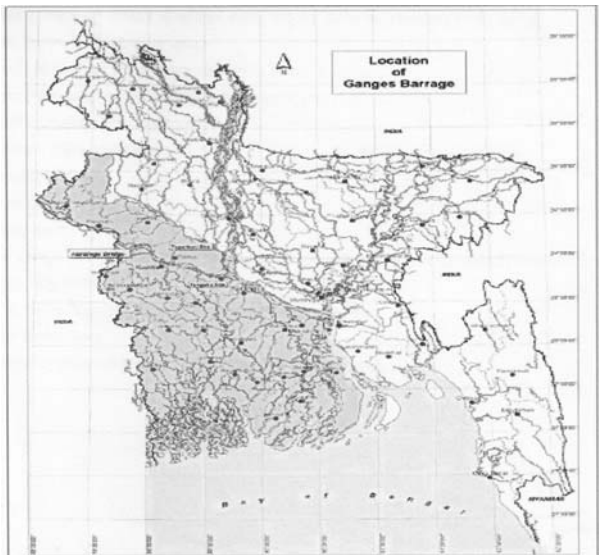

৬। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ব্যয়

৭ বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির খরচ ৩১৪১৪ কোটি টাকা হিসাব করা হয়েছে, যার অঙ্গভিত্তিক ব্যয় নিম্নরূপ

প্রকল্পের অঙ্গসমূহ	মোট মিলিয়ন টাকা
ক. প্রাক- নির্মাণ কাজসমূহ (জমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরন ইত্যাদি	৩,১৯১
খ. সিভিল ওয়ার্কস	১১,৮৪১
গ. অবকাঠামো	৩,৯৫৮
ঘ. নদী নিয়ন্ত্রনের জন্য গ্রোয়েন এবং নদীর তীর সংরক্ষণ	২,৭৫৬
ঙ. সংযোগ সড়ক	৭৬২
চ. জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র	৭৭৪
ছ. গেইট ও হোয়ষ্ট	১,৪৫৪
জ. সেতু নির্মাণ	৫১
ঝ. যানবাহন ও সরঞ্জামাদি	৯০
ঞ. প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU)	২০২
ট. পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩৫৯
ঠ. ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রশাসন	৭৯২
মোট ব্যায়	২৭,২০৮
ভৌত কাজের আনুসাংগিক ব্যয়	১,৩৬০
মূল্য বৃদ্ধিজনিত আনুসাংগিক ব্যয়	২,৮৪৫
মোট প্রকল্প ব্যয় =	৩১,৪১৪

৭। প্রকল্পের সম্ভাবনা

Development Design Consultant Ltd. Bangladesh ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে ০৬-০৫-২০০৯ তারিখে গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়নের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গত ০৬-১০-২০১২ ইং তারিখে গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের চূড়ান্ত সীমাক্ষা রিপোর্ট দাখিল করে এবং তা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ইত্যবসরে দাখিলকৃত নকশা ও অনুমোদন লাভ করে। উপরন্ত LAP RAP রিপোর্ট অনুমোদনের অপেক্ষায়। অনুমোদিত সীমাক্ষায় গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পটি অর্থনৈতিক, কারিগরী সামাজিক ও পরিবেশগত দিক থেকে সম্ভাবনাময় বলে বিবেচিত হয়। সম্ভাবনার ক্ষেত্রসমূহ সংক্ষেপে নিচে আলোচনা করা হলো।

৭.১। আর্থিক ও অর্থনেতিক বিশ্লেষণ

সমীক্ষালব্ধ ফলাফল দেখা য়ায় যে, আর্থিক ও অর্থনৈতিক ব্যয় লাভ অনুপাত ধনাত্মক যা প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাবনার উজ্জল দিক নির্দেশ করে। নিচের ছকে তা বর্ণনা করা হল :

অর্থনৈতিক সূচক	অর্থনৈতিক(Economic At 12% Discount Rate)	আর্থিক (Financial At 12% Discount Rate)
মুনাফার বর্তমান মূল্য (PWB) (মিলিয়ন টাকা)	২৪০২৬৭.২৬	১৫৭৮৪.৯৭
খরচের বর্তমান মূল্য(PWC) (মিলিয়ন টাকা)	১৫৪৬৬৮৭.৩৯	২০৬৬১৩.৯০
নিট প্রেসেন্ট ভ্যালু (NPV) (মিলিয়ন টাকা)	৮০৪২৩.৩৩	৫১২০৮.০৭
লাভ-খরচ অনুপাত (B/C Ratio)	১.৫৩:১	১.২৬:১

৭.২। প্রকল্প এলাকায় শষ্য নিবিড়তার প্রভাব:

অঞ্চল	প্রকল্প ব্যতিরকে (FWOP)%	প্রকল্পসহ (FWIP)%	প্রভাব(IMPACT FWIP-FWOP)%
দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল (অংশত)	২১০	২২০	১০
রিভার এন্ড (আংশিক)	২০৪	২১৫	১১
দক্ষিণ মধ্যাঞ্চল	১৮০	১৮৭	৭
দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল	১৯৫	২০৭	১২
সমীক্ষা এলাকা (গড়)	১৯৪	২০৪	১০

উপরের থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রকল্প ব্যতিরেকে এলাকার ১৯৪% যা প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ১০% বেড়ে ২০৪% এ দাঁড়াবে যা প্রকল্পের আরেকটি সম্ভাবনাময় দিক।

কারিগরী

ব্যারেজ সাইট নির্বাচন

গঙ্গা নদীতে (বাংলাদেশ অংশ) একটি ব্যারেজ নির্মাণের মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চলের নদী গুলোর সারা বৎসর পানি প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য অনেক দিন আগে থেকে কয়েকটি সমীক্ষা পরিচালনা করে আসছে।

প্রথমতঃ নিউইয়র্ক আমেরিকার Tibbett Abbott Mccharthy Stratton (TAMS) উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান ১৯৬৩ সালে গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের জন্য গড়াই নদীর উৎস মূল থেকে ৩ কিঃমিঃ ভাটিতে নির্মাণের সুপারিশ করে। কিন্তু তৎকালীন ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারনে উহা বাস্তবায়িত হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতার পর ১৯৮১ সালে প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারেজ সাইট পাকশি রেলব্রিজের (হার্ডিঞ্জ ব্রিজ) ৪কিঃমিঃ ভাটিতে পুনঃনির্ধারণ করা হয়। কিন্তু ব্যারেজ মূল হতে উজানে ভারতের ভূখন্ড পর্যন্ত Back Water Effect এর কারনে ব্যারেজ নির্মাণ স্থল আরও অনেক ভাটিতে রাজবাড়ীর হাবাসপুরের কাছে পরিবর্তিত হয়।

২০০১ সালে গঙ্গা নির্ভর এলাকায় একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়। এই সমীক্ষা ব্যারেজ সাইট কুষ্টিয়ার তালবাড়িয়ায় নির্ধারিত হয়। এটা ৫ম সাইট নির্বাচন এবং গড়াই নদীর উৎস মুখের খুবই কাছে।

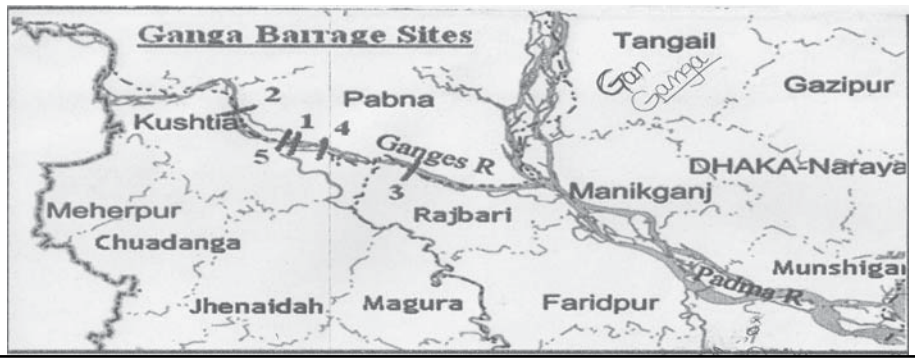

২০১২ সালের সমীক্ষায় রাজবাড়ী জেলার হাবাসপুর ও অপরপ্রান্ত পাবনার সুজানগরের লালখান ব্যারেজ সাইট নির্ধারণ হয়।

IECs and Major Impacts of Ganges Barrage Project of IECs

Sl No	IECs	FWOP	FWIP	Impact	Score
WATER RESOURCES					
1	River Morphology	Negative Impact	Positive Impact	Slight Positive	+2
2	Sedimentation	may increase	will increase in u/s of the barrage	Slight adverse impact	-2
3	Bank Erosion	may increase	may take place in d/s for a period of time	Slight adverse impact	-2
4	Navigation	nay be disrupted complete n non tidal reach	scope of adequate waterway navigation	moderate beneficial impact	+3
5	River flow and water level	may decrease water level	u/s of barrage will increase d/s flow in dry season will increase	Significant beneficial impact	+4
6	Flooding	may increase in both NW & SW	Reduced folding in the upper reaches of gorai and the Ganges main stream	moderate beneficial impact	+3
7	Drainage congestion	will increase in both NW & SW	Will be reduced in tidal plain of SW zone	Significant bene ficial impact	+4
8	Drought	substantial increase in NW Zone moderate increase in SW zone	reduced drought risk in NW & SW zone	moderate beneficial impact	+3
9	Ground Water hydrology	gradual lowering of GW table	raising GW levels adjacent to resevoir and distribution system	moderate beneficial impact	+3
SOIL AND AGRICUL TURE					
10	Crop Production(Metric To)	24,647,731	28,093,907	+3,446,176 positive	+4
11	Crop Damage (Metric To)	965,947	489,277	-476,670 positive	+4
12	Irrigated Area (ha)	1,601,399	1,790,363	188,964 positive	+4
FISHERIES					
13	Reverie Fish Habit & Productivity	will decrease	will increase slightly	Slight bene ficial impact	+2
14	Beel Fish Habitat & Productivity	will decrease	moderate increase	Moderate bene ficial impact	+3
15	Culture Fish Habitat (Shirmp)	will decrease	will decrease	moderate bene ficial impact	+2
16	Pond Fish Culture	will decrease	productivity will increase	moderate bene ficial impact	+3
17	Terrestrial Ecosystem	will deteriorate	will improve	positive	+2
18	Aquatic Eco System	will deteriorate	will improve	positive	+2
19	Wild life Habitat	will deteriorate	will improve	positive	+2
20	wet land fauna	will deteriorate	will improve	positive	+1
21	Ecosystem of Sundarbans	will deteriorate	will improve	moderate beneficial impact	+3
22	Hydro- power Generation	0	0	no impact	0

Legends :

+1= Insignificant beneficial impacts	-1= Insignificant adverse impacts
+2= Slight beneficial impacts	-2= Slight adverse impacts
+3= moderate beneficial impacts	-3= moderate adverse impacts
+4= Significant beneficial impacts	-4= Significant adverse impacts
+5=very significant beneficial impacts	-5= very significant adverse impacts
0- No impacts	0- No impacts

পরিবেশের উপর প্রকল্পের প্রভাবসমূহ

বর্তমানে প্রকল্প এলাকার পরিবেশগত ভারসাম্য বিপর্যস্ত। বিশেষত, সুন্দরবনের পরিবেশগত ভারসাম্য এবং জীববৈচিত্র্য হুমকীর সম্মুখীন। সমীক্ষাকালে প্রকল্প এলাকায় Important Environment Component সমূহ সর্তকতার সাথে বাছাই করা হয়েছে। গঙ্গা ব্যারেজ ছাড়া ভবিষ্যতে IECs এর অবস্থা কেমন দাঁড়াবে এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হলে IECs উপর কি ধরনের পরিবর্তন ঘটবে এ দুটির পার্থক্যসমূহকে প্রকল্পের প্রভাব হিসাবে গন্য করা হয়েছে। বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে IEC গুলোর মধ্যে দুটি ছড়া সব কটি বিষয়ে উপর প্রকল্প উল্লেখযোগ্য ধনাত্মক প্রভাব সৃষ্টি করবে। এর উপর প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ Matrix আকারে নিচের ছকে দেয়া হলোঃ

Environmental Management Plan

গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের জন্য একটি ব্যাপক Environmental Management Plan প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের স্বল্পসংখ্যক সীমিত ঋনাত্মক প্রভাবসমূহ কমিয়ে গ্রহনযোগ্য মাত্রার জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা, ধনাত্মক প্রভাবসমূহ যথাসম্ভব বৃদ্ধি করার জন্য সুপারিশ এবং যেসব বিরূপ প্রভাব কোনক্রমে পরিহার করা যাবে না, সেগুলোর জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ EMP এর প্রধান বিষয়সমূহ। Diversion Systems এর মাধ্যমে গঙ্গা জলাধরে পলিমুক্ত পানি প্রবাহিত করা একটি প্রক্রিয়া। সুতরাং, এর প্রভাবসমূহ যথাযথভাবে বিচার করার জন্য Monitoring Plan প্রণণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রস্তাবিত উপকারিত সমূহ বাস্তবে পাওয়া যাচ্ছে কিনা এবং না পাওয়া গেলে কোন ধরনের প্রতিকারমুলক ব্যবস্থা গ্রহন করার দরকার হবে,বিষয়গুলো বোঝার জন্য Monitoring Plan সহায়ক হবে।

Monitoring Plan এর আওতায় সংগৃহীত তথ্যবলী পরিবেশ ভারসাম্য বিষয়ে গবেষনামূলক কার্যক্রমের উপাত্ত হিসাবে কাজ করবে।

প্রকল্পের সামাজিক প্রভাবসমূহ যাচাই করার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো সরকার, প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠি এবং জনকল্যাণমুখী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে প্রকল্পের সামাজিক উপকারিতা এবং অপকারিতা সর্ম্পকে সম্যক ধারনা লাভ করতে পারে। প্রকল্প এলাকার অন্তর্ভূক্ত ১৬৫টি উপজেলায় ৯০,১৬,২৫৭ পরিবারে বিভক্ত মোট ৪৩,২৭০,৫৬৯ জন মানুষ বসবাস করে। জীবিকার ও জীবনধারনের জন্য এই জনগোষ্ঠি পানি, কৃষি, মৎস, নৌপরিবহনও বনজ সম্পদের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এলাকার প্রধান খাত- যথা - কৃষি, মৎস, নৌপরিবহন ও বনজ সম্পদের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এলাকার প্রধান উন্নয়ন খাত - কৃষি, মৎস্য, নৌপরিবহন, ও বনজ সম্পদের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এলাকার প্রধান

ISCs and Major Impacts of GBP on ISCs

Sl . No	ISCs	FWOP	FWIP	Impacts	Score
1.	Food Security as rice production (kg per capita per year)	251	301	increases =50 Kg	+5
2	Fish as nution sourrce (Kg per capita per year)	13	16	Increase =3kg	+4
3	Number of labor employment in agriculture and non-agriculture sector	Will reduce	Will increase	positive	+3
4	Migration (out)	will increase	will decrease	positive	+3
5	Migration (in)	will decrease	will increase	positive	+3
6	Self assessed poverty	will increase	Will reduce	positive	+3
7	Surface water scarcity for domestic purpose	Will deteriorate	Will improve	very positive	+5
8	Health and sanitation	Will deteriorate	Will improve	positive	+4
9	Drinking water	Will deteriorate	Will improve	positive	+3
10	Electricity	No change or insignificant change	Will improve	positive	+2
11	Enrollment of illiterate	will increase	Will reduce	positive	+3
12	communication	No change or insignificant change	Will be needed	positive	+3
13	land acquisition	Not needed	will be needed	Negative	-2
14	industry	No change or insignificant change	will Develop	positive	+4
15	Economic Development	No change or insignificant change	will Develop	positive	+5

Legends :

+1= Insignificant beneficial impacts
+2= Slight beneficial impacts
+3= moderate beneficial impacts
+4= Significant beneficial impacts
+5=very significant beneficial impacts
0- No impacts

-1= Insignificant adverse impacts
-2= Slight adverse impacts
-3= moderate adverse impacts
-4= Significant adverse impacts
-5= very significant adverse impacts
0- No impacts

উন্নয়ন খাত যথা- কৃষি, মৎস ও বনজ সম্পদ প্রত্যক্ষভাবে পানি সম্পদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প পানিসম্পদ সংরক্ষণ ও যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার প্রধান উন্নয়ন খাতগুলির জড়িত। গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প পানিসম্পদ সংরক্ষন ও যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার প্রধন উন্নয়ন খাতগুলির উন্নয়নের গতি ত্বরন্বিত করবে। উৎপাদনমুখী খাতগুলিতে উল্লেখ্যযোগ্য পরিমান নতুন কার্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। খাদ্য শস্যের ও মৎস্যে উৎপদান বৃদ্ধি জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অবদান রাখবে। বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি বিশাল জনগোষ্ঠির প্রতি সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। খাবার পানিতে আর্সেনিক দূষণ জনস্বাস্থ্যের প্রতি বিরাট হুমকী ।গঙ্গা -নির্ভর নদ- নদীগুলোর শুস্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ বৃদ্ধির ফলে ভূ- গর্ভস্থ পানি বিরাট হুমকি। গঙ্গা - নির্ভর নদ নদীগুলোকে শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ বৃদ্ধির ফলে ভূ- গর্ভস্থ পানি তলের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে এবং আর্সেনিক দূষণের মাত্রা হ্রাস পাবে। সুপেয় লভ্যতা সহজ হবে।

ব্যারেজের সাথে সড়ক ব্রীজ ও নৌ- পথের নব্যতা বৃদ্ধি এলাকায় যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের সময় ও ব্যয় হ্রাস করবে। প্রকল্পে সামাজিক প্রভাবসমূহ নিচের ছকে দেখানো হলো ঃ

৭.৩। বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ

গঙ্গা ব্যারেজের মতো বৃহদায়তন বহুমূখী প্রকল্পের সব উপকারিতা আর্থিক মূল্যের মানদন্ডে প্রকাশ করা সম্ভব নয় বা কঠিন কাজ। প্রকল্পের যে সব উপকারিতার কেবলমাত্র বস্তুগত পরিমান নির্দেশ বা গুনগত বিবরণ দেয়া সম্ভব, সেগুলি প্রকল্প সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহনের প্রক্রিয়ার বিবেচানা করা দরকার। Multi-Criteria Analysis প্রকল্পের অর্থনেতিক, পরিমানগত ও গুনগত সব প্রভাব একসাথে বিবেচানার সুযোগ দেয়।

প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হলে কৃষি, মৎস্য ও সুন্দরবনের বনজ সম্পদ - প্রধান তিনটি খাতে বিপুল উৎপদান বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পের গুণগত প্রভাবগুলো বুঝা যাবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে প্রভাবগুলো Highly Negative পর্যায়ে চলো যাবে।

- গঙ্গা ব্যারেজ জি-কে প্রকল্প (১,৩৫,০০ হে:) পাবনা সেচ প্রকল্প (১,৮৪,৫০০) এবং পাউবো এর নিয়ন্ত্রনাধীন অন্যান্য ১১৮টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি FCD/ FCDI প্রকল্পে (গ্রস এলাকা ১.৭৯ মিলিয়ন হেঃ) সেচের পানির ঘাটতি চাহিদা পূরণ করবে।
- মূল ব্যারেজ এবং গড়াই অফটেক ষ্ট্রাকচারে ১১৩ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে।
- নদীর উজান থেকে প্রবাহিত উচ্চ মাত্রার পানি প্রবাহ এলাকায় লবণাক্ততা সমীরেখা (salinity front) ভাটির দিকে ঠেলে দেবে।
- সুন্দরবনের প্রায় ৩৩% high Salinity এলাকা থেকে Low to moderate salinity এলাকায় রূপান্তরিত হবে। এর মধ্যে ১১,০০০ হেক্টর হবে very low salinity area.
- এলাকায় নৌ-পরিবহণ ও সড়ক পরিবহনের ব্যাপক প্রসার ঘটবে।
- প্রকল্প এলাকায় বাৎসারিক ২৫ লক্ষ টন বাড়তি ধান ও ১০ লক্ষ টন বাড়তি Non Rice উৎপাদিত হবে।

- প্রকল্প এলাকায় বাৎসারিক বাড়তি মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে ২.৪ মেট্রিক টন।
- গঙ্গা -নির্ভর এলাকায় প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ভারসাম্য পুনরুদ্ধার ও অব্যাহত রাখা।

৮। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সমস্যা

১। প্রস্তাবিত PDPP DPP অনুমোদন সংক্রান্ত ঃ গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের দাখিলকৃত Primary Development project Proposal (২০১৩) (দাতা সংস্থা/দেশ সংগ্রহ সংক্রান্ত) এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।

২। বার্ষিক কার্যক্রমে অর্ন্তভুক্তি সংক্রান্ত : প্রস্তাবিত প্রকল্পের ব্যয় ৩১৪১৪ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ ৭ বছর ধরা হয়েছে। প্রকল্পটি বার্ষিক কার্যক্রমের অর্ন্তভুক্ত হয়নি।

৩। সামাজিক সমস্যা ঃ কর্তৃক দাখিলকৃত এবং এর রিপোর্ট অনুসারে প্রকল্প এলাকায় ২০১২.১৫ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করতে হবে ২৩৫৩৯০ লক্ষ টাকা। জমি অধিগ্রহণ কালীন সময়ে এ নিয়ে সামাজিক সমস্যা হতে পারে।

৪। আন্ত:নদী পানি প্রাপ্যতা সমস্যা ঃ সম্প্রতি বাংলাদেশের পত্র পত্রিকায় প্রাক্কলিত ভারত কর্তৃক গঙ্গা নদীতে ১৬টি ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনায় উদ্বিগ্ন বাংলাদেশ। কারন গঙ্গা চুক্তি ৯৬ অনুযায়ী বাংলাদেশকে না জানিয়ে ভারত গঙ্গায় কোন অবকাঠামো নির্মাণ করতে পাবে না। গঙ্গায় এত বেশী পরিমান ব্যারেজ নির্মাণ করে পানি প্রত্যাহার করা হলে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলো শুকিয়ে যাবে ৩০টি জেলা ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং দক্ষিণের লবনাক্ততা ভয়বহভাবে বেড়ে যাবে।

৫। ভূমিকম্প প্রতিরোধ ব্যবস্থায় অনুপস্থিতি : সমীক্ষায় ভূমিকম্প প্রতিরোধ করার মত কোন ব্যবস্থা সুপারিশ করা হয় নাই। ব্যারেজ এলাকায় ভুমিকম্প হলে ব্যারেজ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে।

সুপারিশ

১। প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের দাখিলকৃত যথাযথ যাচাই বাছাই পরে অনুমোদন চূড়ান্ত হলে প্রকল্পটি একদিকে যেমন বার্ষিক কার্যক্রমভূক্ত হতে পারে অন্যদিকে প্রয়োজন দাতা সংস্থা / দেশের অনুদান/ ঋন গ্রহনের সুযোগ গ্রহন করতে পারে।

২। প্রকল্প বাস্তবয়ানের সময় অধিগ্রহণকৃত জমি নিয়ে সামাজিক বিরোধ সৃষ্ট হলে পর্যাপ্ত কার্যক্রমের গ্রহণ করে বিরোধ মীমাংসা করতে হবে।

৩। ১৯৯৬ সালের গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে সতর্ক কুটনৈতিক আলাপ আলোচনা জোরদার করতে হবে। গঙ্গার ভারত কর্তৃক নতুন ব্যারেজ নির্মাণে বাংলাদেশের সতর্ক দৃষ্টি থাকা দরকার। প্রয়োজনে আর্ন্তজাতিক নদী কনভেশন অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা বিবেচনায় রাখতে হবে।

৪। গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা দরকার। কারন যত বিলম্ব হবে নদীর তত বাড়বে নির্মান সামগ্রীর দাম বেড়ে যাবে। প্রকারান্তরে প্রকল্পের খরচ ও দ্বিগুন হবে।

৫। উপসংহারঃ বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের লবনাক্ততা হ্রাস ও সুন্দরবনের বনজ সম্পদ ও জীববৈচিত্র তথা এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী। গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের সমীক্ষা রির্পোট এ বিষয়টি প্রতিভাত হয়েছে। সমীক্ষালব্ধ ফলাফলে দেখা গেছে, গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পটি আর্থিক, কারিগরি, সামাজিক ও পরিবেশগত দিক থেকে অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। ১৯৬১,১৯৬৩,১৯৬৯.১৯৮৩ সালের পর একটি চূড়ান্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। ১৯৭৫ সালের পর প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন আর্থিক, সামাজিক ও অদৃশ্য কিছু সমস্যা দেখা দিলেও আমাদের অভিজ্ঞ পেশাদারী কারিগরী দক্ষতা দিয়ে তিস্তা ব্যারেজর অভিজ্ঞতালব্ধ দক্ষতা দিয়ে একটি ব্যারেজ নির্মাণ সম্ভব। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ভারতের সাথে গঙ্গা পানি বন্টন নিশ্চিত করা ও অনুমোদন প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সরকারের আন্তরিক হওয়ার দরকার।

Reference

1. Development project Proposal of Ganges Barrage Project-2013
2. Feasibility Study Report Ganges Barrage Study Project, Volume -1-2014
3. Feasibility Study Report Ganges Barrage Study Project, Volume -I1-2012
4. Feasibility Study Report Ganges Barrage Study Project, Volume -III-2014
5. Feasibility Study Report Ganges Barrage Study Project, Volume -IV-2014
6. Feasibility Study Report Ganges Barrage Study Project, Volume -VIII-2012
7. Feasibility Study Report Ganges Barrage Study Project, Volume -IX-2012
8. Feasibility Study Report Ganges Barrage Study Project, Volume -X-2012
9. Study (PC II) of Ganges Barrage Study project -2013
10. Ganges Treaty -1996
11. Resettlement Action Plan (RAP) and Land Acquisition Plan (LAP), January - 2014

১২। "পানি সম্পদ হেক্টর প্রকল্পে জনগনের অংশগ্রহন" ২০১০ (বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিতে পঠিত প্রবন্ধ) মো: নুরে হেলাল।

১৩। প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারেজ সমীক্ষা প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার - বাপাউবো. ঢাকা-২০১৩

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Impact of Macroeconomic Variables on the Stock Market Returns in Bangladesh: Does a Meaningful Impact Exist?

Mahedi Masuduzzaman*

Abstract

This paper strives to investigate the long-run relationship and the short-run dynamics between Bangladesh stock market index (DGEN-Key market-tracking index of Dhaka Stock Exchange) and key macroeconomic variables such as Consumer Price Index (CPI), Exchange rate of BDT against USD (Exrate), Broad money supply (M2), Industrial Production (IP) and Interest rate (Intrate). This study analyse has monthly data for the above variables between the periods spanning from July 2006 to October 2012 and employ different econometric tools. The Engle-Granger and bivariate Johansen co-integration tests produces nonexistence of long term relationship. However, Johansen multivariate co-integration tests indicate that the Bangladesh stock market index and chosen five macroeconomic variables are co-integrated, this is indicative of a long-run relationship. Although, there is a long term relationship, it is only IP, CPI and M2 that adjust any disequilibrium once the system is shocked. But, the total adjustment power is very low in the system. This study finds no short-run causal relationship, which further strengthened by the Impulse Response Function(IRF) and Variance Decomposition(VDC) tests. IRF indicates, shock to macroeconomic variables does not generate a significant response to Bangladesh stock market. The VDC established that, a leading proportion of

* Senior Assistant Secretary, Ministry of Finance Division, Macroeconomic Wing

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

the variability in the stock index was explained by its own innovations while only a marginal was explained by the selected variables. These results recognized, stock prices in Bangladesh cannot be predicted using macroeconomic variables. The findings of no short-run dynamic and very weak long run relationship in this study help astute investors and policy makers in efficient and appropriate decision making regarding Bangladesh stock markets.

Key words: *Macroeconomic variables, Investor, Bangladesh, Returns, Stock market, causality, impulse response, variance decomposition.*

JEL Classification*: C22, E44, G15*

1. Introduction

The impact of macroeconomic variables on stock market returns has generated a lot of interest in the financial market literature. The relationship between stock market returns and macroeconomic variables has been widely investigated, especially in developed markets. The early studies on the US stock markets by Lintner (1973), Bodie (1976), Jaffe and Mandelker (1977) and Fama and Schwert (1977) mainly examined whether the financial assets were hedges against inflation. These studies have reported a negative relation between stock returns and changes in the general price level. However, Fama (1981) found a direct positive relationship between stock market returns and real economic activities such as industrial production. Chen *et. al*. (1986), tested whether a set of macro-economic variables explained unexpected changes in stock market returns.

It is recognized that stock markets play a pivotal role in growing industries and commerce of a country that eventually affect the economy. The importance of the stock markets has been well acknowledged in policy makers, portfolio managers, industries and investors perspectives. The stock market avail long-term capital to the listed firms by collecting funds from various potential investors, which allow them to expand in business and also offers investors alternative investment avenues to put their surplus funds in (Naik and Padhi, 2012). It is very interesting to invest in stock market but also a very risky trench of investment. So, potential investors always try to guess the movement of stock market prices to achieve maximum benefits and minimize the future risks. By concerning with the relationship between stock market returns and macroeconomic variables, investors might guess how stock market behaved if macroeconomic indicators such as exchange rate, industrial productions, interest rate, consumer price index and money supply fluctuate (Hussainey and Ngoc, 2009). Macroeconomic indicators such a compositions of data which frequently used by the policy

makers and investors to gathering knowledge for current and upcoming investment priority (Masuduzzaman, 2012).

The issue whether the stock market performance leads or follows economic activity is now becoming very controversial in Bangladesh as the stock market has gained much attraction in the last few years. Almost all the indicators such as market capitalization, trading volume, turnover and the market index have shown tremendous growth, although it has volatility. In this end, how does and at what extent the stock market returns of Bangladesh respond to the changes in macroeconomic determinants remains an open empirical question. Understanding the main macroeconomic variables, which may impact the Bangladesh stock market index, with the recent data could be helpful for policy makers, investors and all other stakeholders.

The present study therefore, attempts to explore whether there are long-run and short-run dynamic interactions between Bangladesh stock market index (DGEN-Key market-tracking index of Dhaka Stock Exchange -DSE) and key macroeconomic variables namely, Consumer Price Index (CPI), Exchange rate of BDT against USD (Exrate), Broad money supply (M2), Industrial Production (IP) and Interest rate (Intrate) for Bangladesh, by using unit root, Engle-Granger, Johansen co-integration, error correction model (ECM), Granger causality, Variance Decomposition (VDC) and Impulse Response Function (IRF). The author finds no study that particularly investigated the association between stock price of Bangladesh and the leading macroeconomic determinants by employing Impulse Response Function (IRF) and Variance Decomposition (VDC). So this will creates extra importance in the case of Bangladesh stock markets.

The section one of this study is the introductory part. The rest of the study is structured in five sections. The second section of the study will present an overview of related literatures that will give us a sound conception of the facts and section three gives an overview on development of Bangladesh stock markets. The section four provides an avenue regarding the research methodological approach and the relevant information on the time series data sets that are used for this study, while section five discussed the empirical results. Finally, section six will provide the conclusion that will point out the possible recommendations of the study as well.

2. Review of Previous Empirical Studies

The theoretical construct linking the impact of macroeconomic volatility on stock returns is based on the transmission mechanism of leading macroeconomic

variables, namely; inflation, exchange rate, interest rate, money supply and industrial production (Smith and Sims, 1993; Flannery and Protopapadakis, 2002). Using US monthly stock returns and inflation time spanning from 1953 to 1974, Nelson (1976) found a negative relationship between stock returns, in both expected and unexpected inflation. Furthermore, empirical tests on the response of stock returns to inflation in the 1980s by Fama (1981), and Solnik (1983), amongst others, also yielded similar results of a negative relationship.

Mukherjee and Naka (1995) investigated the relationship between stock market returns and the main macroeconomic variables (exchange rate, inflation, money supply, industrial production index, the long-term government bond rate and call money rate) in Japan. Their result confirms that, the return of Japanese stock market was closely co-integrated with the leading macroeconomic variables. This indicates a long-run equilibrium relationship between the stock market return and the macroeconomic variables.

Nasseh and Strauss (2000) did their analysis on macroeconomic determinants for Germany, UK and other industrialized countries in Europe. They used quarterly data during the period of 1962.1 to 1995.4 and their findings suggested that consumer price index (CPI) and industrial production exist with large positive coefficients in the said countries' stock markets. They also found negative coefficients on long term interest rates. This study also argue that German industrial production and stock prices also positively influence on the return of other European stock markets like Holland, France, Italy, Switzerland and the UK. Ibrahim and Aziz (2003) estimated vector auto-regression model to explore the dynamic linkages between stock prices and four macroeconomic variables for the case of Malaysia. Empirical results of the analysis suggested the presence of a long-run relationship between these variables and the stock prices and substantial short-run interactions among them. They also stated that, the stock market is playing somewhat predictive role for the macroeconomic variables. Gunasekarage et al. (2004) examined the causal nexus between stock prices and five macroeconomic variables in Sri Lanka, by employing a vector error correction model. The results showed lagged values of consumer price index, M1 and Treasury bill rate have powerful influences on the stock market returns. Both VDC and IRF analyses revealed that shocks to macroeconomic factors explained only a minority of the forecast variance error of the market index.

Abugri (2008) finds that Chile, Argentina, Brazil and Mexico stock markets returns are changed by individual macroeconomic factor such as industrial production, exchange rate, money supply etc as well as the US three month T-bill yield. Kizys and Pierdzioch (2009) trace out that international co movement of

monthly equity returns in industrialized economies is not systematically related to macroeconomic shock. Macroeconomic variables influence not only domestic stock market but also international stock market. Mittal and Pal (2011) finds that exchange rate shows significance influence in Bombay Stock Exchange (India). The study conclusively argues that stock market indices are dependent on macroeconomic variables.

In the Bangladesh context there has been very few study in our area of interest. The author finds no study that particularly examined the relationship between stock price of Bangladesh and the macroeconomic determinants by employing Variance Decomposition (VDC) and Impulse Response Function (IRF). However, Rahman and Uddin (2009) have investigated the interactions between stock prices and exchange rates in three emerging countries of South Asia namely, Bangladesh, India and Pakistan for the period between January 2003 and June 2008. This study claimed that there is no co-integrating relationship between stock prices and exchange rates. Applying Granger causality test, they find out no causal relationship between stock prices and exchange rates. Afzal and Hossain (2011) examined the relationship between stock prices and selective macroeconomic variables using co-integration test and Granger causality test for the time spanning from July 2003 to October 2011. The results of this study state that co-integration exists between stock prices with M1, M2 and inflation rate that implies the long-run relationship. This study also established unidirectional causality running from stock market index to exchange rate and M1 in the short-run. Using data set for the period from January 1987 to December 2010, Ali (2011) have examined the direction of the causal relationship between stock prices and certain macroeconomic variables in Dhaka stock Exchange(DSE) by applying co-integration and Granger causality test. Empirical results of the analysis suggested the stock prices do not granger cause CPI, deposit interest rate, export receipt, GDP, investment, industrial production index, lending interest rate and national income deflator. But unidirectional causality is found from DSI to broad money supply and total domestic credit. In addition, bi-directional causality is also identified from DSI to exchange rate, import payment and foreign remittances.

3. Brief Overview on Bangladesh Stock Exchange

The recent changing and growing Bangladesh stock markets are consisted of Dhaka Stock Exchange (DSE) and Chittagong Stock Exchange (CSE). The DSE formal trade began in 1956 with paid up capital of approximately 04 billion of Bangladesh Taka (BDT). DSE is a public limited company which is officially

regulated by Securities and Exchanges Commission (SEC) Act 1993. There is another stock market operating right now namely, Chittagong stock exchange that began formally trade in 1995. Dhaka Stock Exchange is largest and most active stock market in Bangladesh accounting for around 90 per cent of the value of the country's total stock transaction (Turnover US $48 million) as on October 23,2012 with market capitalization US$ 23.85 billion (DSE,2012). Actually, DSE is the representation of Bangladesh stock market scenario. After the financial liberalization in Bangladesh since 1990 has open up the market for the international investors and the market expanded rapidly that reflects significant economic growth. DSE General Index (DGEN) is a key market-tracking index that reflects the real scenario of Dhaka Stock Exchange (DSE) performance and Bangladesh stock market performance as well. The figure-1 provides an idea about the share price performance of DGEN during the period considered. The abnormal behaviour observed in share price in between late 2010 and the early 2011, made the returns volatile.

Figure 1: Monthly Share Price Index and Returns of Dhaka Stock Exchange

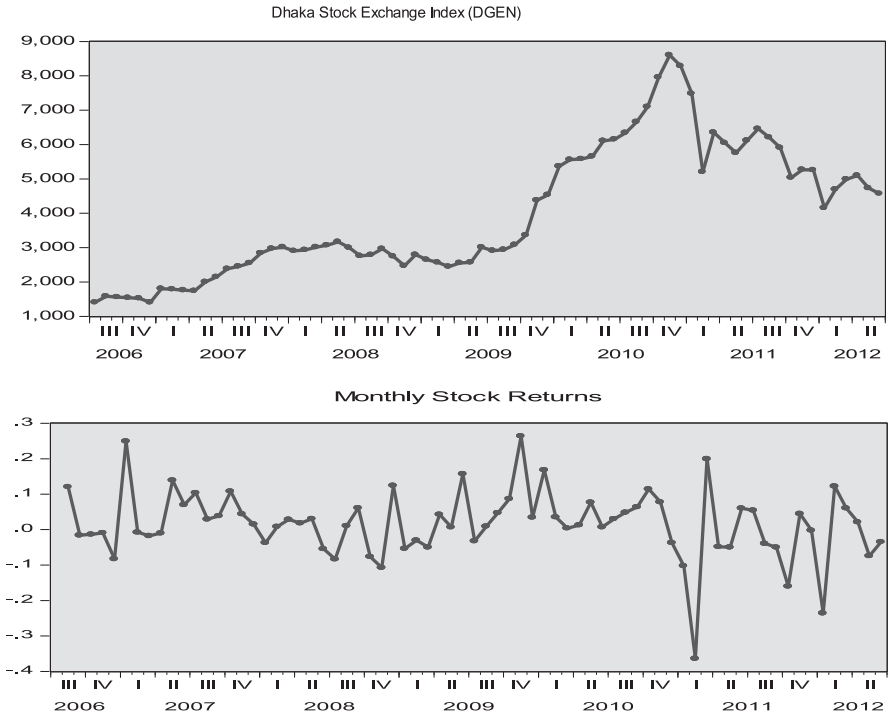

Source: Author's calculation based on DSE data

The Dhaka Stock Exchange (DSE) has experienced rapid growth in terms of market capitalization, turnover and share of market capitalization to Gross Domestic Product (GDP) in the recent past. According to the (Agarwal, 2001), market capitalization is positively correlated with the ability to mobilize capital and diversify risk on an economy wide basis. The figure-2 reveals that the market capitalization of DSE is relatively low compared to the GDP of the country, although it's increased rapidly since June 2007. Increasing trend of market capitalization indicates that restructuring and efforts of the privatization are well under way (Arayssi et al.-2008). Figure- 2 also depicts the turnover of the stock market of Bangladesh. From June 2000 to June 2012, it increased form 23.8 crore BDT to 299.9 crore BDT. The daily turnover peaked at 1887.37 BDT in June 2010, but showing a declining trend afterwards. Graph-2 also exhibits, market capitalization (% of GDP) has been significantly increased over time but the growth of the listed companies is not increased significantly rather it has remained stagnant during the period between June, 2000 and June, 2012.

Figure 2: Performance of the DSE

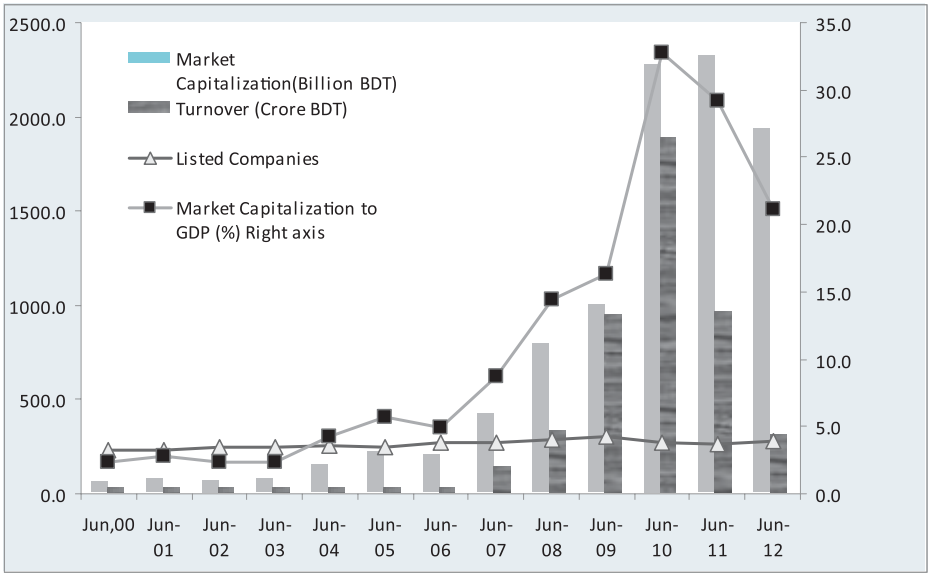

Source: Author's calculation based on Bangladesh Bank data.

4. Data Description and Methodology

a) Data Description

In the empirical analysis we use data from July 2006 to October 2012. We choose monthly frequency to maximize the number of observations for a robust

estimation of the model. The data on Bangladesh stock market index (DGEN-Key market-tracking index of DSE), Money supply (M2), Exchange rate of BDT against USD (Exrate) and Interest rate (Intrate) has been obtained from Bangladesh Bank (Central Bank of Bangladesh). The data on Industrial production (IP) index and Consumer Price Index (CPI) has been sourced from Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). All the variables, with only exception of Interest rate are expressed in natural logarithm form.

To provide an overall understanding of the chosen stock market index and the macroeconomic variables, we include summary statistics of the data set in table-1. The standard deviation that measures volatility is very high for interest rate and stock market index compared to other four variables. Skewness of the stock market index is negative implies that the distribution has a long right tail. The Kurtosis value of stock index, industrial production, CPI and M2 relatively small implying that the distributions are low relative to normal. The value of skewness and kurtosis indicate the lack of symmetric in the distribution. The significant coefficient of Jarque-Bera statistics of exchange rate, interest rate and M2 also indicates that the frequency distributions of considered series are not normal.

Table 1: Summary Statistics of the chosen variables

	GENINDEX	IP	CPI	EXRATE	INTRATE	M2
Mean	8.19	6.10	5.39	4.27	7.69	12.65
Median	8.05	6.07	5.39	4.24	7.38	12.64
Maximum	9.06	6.47	5.65	4.44	10.56	13.22
Minimum	7.25	5.78	5.13	4.21	5.77	12.11
Std. Dev.	0.48	0.18	0.15	0.06	0.99	0.33
Skewness	-0.15	0.28	0.09	1.48	0.94	0.07
Kurtosis	2.03	1.94	1.92	3.66	4.17	1.71
Jarque-Bera	3.31	4.58	3.77	29.11	15.51	5.30
Probability	0.19	0.10	0.15	0.00	0.00	0.07
bservations	76	76	76	76	76	76

Source: Author's calculation based on BB and BBS data

The following table-2 shows that, Bangladesh stock market have positive average returns. The highest average rate of returns was 1.54 per cent. The highest monthly returns around 27 per cent and the minimum return negative 36 per cent during the sample period. The standard deviation that measures the volatility of the stock market returns is very high during the sample periods.

Table 2: Stock returns of different sample periods

	Mean	Maximum	Minimum	Std. Dev.
Stock Returns	1.54	26.40	-36.35	9.49

Notes: Returns have been calculated as follows, $r_t = \ln(p_t / p_{t-1}) \times 100$

b) *Methodology*

The Unit Root Test

The time series data are non-stationary that always leads to spurious results. Therefore, it is the prerequisite to perform the unit root test before econometric analysis of any time series. Apart from that, according to Engle and Granger (1987), a long-run relationship could only exist when the variables of interest are integrated to the same order. There are several tests in the literature to examine the unit root in time series variables and each test has its own advantages and disadvantages. The Augmented Dickey-Fuller (ADF) test is widely used for test stationarity of the variables (Dickey, Fuller, 1979, 1981). Phillips and Perron (1988) proposed a modification of the Dickey-Fuller (DF) test and have developed a comprehensive theory of unit roots. In this consideration, we adopt the Phillips Perron methodology to test unit roots in the chosen six variables. The test is conducted at individual variables in level log form and the first differenced log form. If the log forms or first differenced log forms reject the null hypothesis (H_0: series has a unit root), the time series is stationary.

The PP test is based on the following model

$$\Delta Y_t = \alpha + bY_{t-1} + \varepsilon_t \qquad \text{.....} \qquad (1)$$

Where Δ = first difference operator, α = constant, ε_t = error term.

Co-*integration Test and Error Correction Mechanism (ECM)*

After confirming whether the six variables used in this study are integrated of the same order, we have to conduct co-integration test. For robustness of the co-integration test, this study employed both the Engle and Granger (1987) and the Johansen and Juselius (1990) approaches. According to Lutkepohl (1982), it is important to note that, the bivariate co-integration test or regression may be counterfeit due to the omission of the important variables. In this consideration, this study employed both bivariate and multivariate procedure.

The primary step for Engle-Granger test is to run the Ordinary Least Square (OLS) regression and then the second step is to predict it's residual. If the residual

is stationary then we can say that the stock market index and the macroeconomic variables are integrated. To move into the first step we consider the following model,

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + e_t \qquad \text{..... .....} \quad (2)$$

Where y_t= Stock market index of Bangladesh and x_t represents the chosen macroeconomic variables. We address the residual e_t by using the following Augmented Dickey Fuller (ADF) unit root test.

$$\Delta\hat{e}_t = \alpha_1 \hat{e}_{t-1} + \sum_{i=2} \alpha_i \Delta\hat{e}_{t-i} + \varepsilon_t \qquad \text{.....} \quad (3)$$

In equation (3) α represents the estimated parameters, while ε_t is the error terms. To determination of long run relationship, we conducted hypothesis test on the coefficients of α. If the test statistic of the coefficients exceeds the critical value, then we could reject the null hypothesis and conclude that the residual is stationary. The rejection of null hypothesis implies the linkages of long run relationship among the variables.

Johansen method indicates the maximum likelihood procedure to the identification of existence of co-integrating vectors for chosen non-stationary time series. This model directly investigates the integration in Vector Auto-regression (VAR). The primary step in the Johansen co-integration test is to determine the optimal lag length for each VAR model. This study identified the optimal number of Lags by using Schwarz Criterion (SC) and considered the minimized criterion value. The Johansen's multivariate co-integration test is based on the following vector auto regression equation:

$$z_t = c + A_1 z_{t-1} + \text{.....} + A_p z_{t-p} + \mu_t \qquad \text{.....} \quad (4)$$

Where Z_t represents n×1 vector that integrated I (1) and μ_t is n×1-vector innovations. The VAR model (4) can be re-write following way

$$\Delta z_t = c + \Pi z_{t-1} + \sum^{p-1} \Gamma_i \Delta z_{t-i} + \mu_t \text{ ....} \qquad (5)$$

Where $\Pi = \sum_{i=1}^{p} A_i - I$ and $\Gamma_i = -\sum_{j=i+1}^{p} A_j$

If the rank r<n in the co-efficient matrix Π of above equation, there is a possibility of existing n×r matrices namely α and β each with rank r and it can be written in the following way

$$\Pi = \alpha \beta' \text{ ....} \qquad (6)$$

Where α=n×1 column vector that represents the speed of short-run adjustment to disequilibrium. On the other hand, β = 1×n co-integrating row vector, represents the long run coefficient matrix.

There are two different likelihood ratio test proposed by the Johansen namely,

Trace Test= λ_{trace} =-T $\sum_{j=r+1}^{k}$ ln (1-) $\hat{\lambda}_j$ .... (7)

Maximum Eigen Value Test= $\lambda_{\max}$ = -T ln(1- $\hat{\lambda}_{r+1}$ .... (8)

Where T= Sample size and $\hat{\lambda}_j$ = Estimated values of characteristic roots ranked from largest to smallest.

The equation (7) that is: trace test (λ_{trace}) tests the null hypothesis of co-integrating vector against the alternative hypothesis of n co-integrating vectors and equation (8) that is: maximum Eigen value test $\lambda_{\max}$ tests the null of r co-integrating vectors against the alternative hypothesis of r+1 co-integrating vectors.

After confirming whether the six variables used in this study are co-integrated; that is, there is a long term or equilibrium, relationship between stock prices and the macroeconomic variables, we can move in to examine ECM. Of course, in the short-run there may be disequilibrium. Therefore, one can treat the error term of any regression model as the "equilibrium error." This is a means of reconciling the short-run behaviour of economic variables with its long-run behaviour (Gujrati and Porter-2009). The Engle-Granger representation theorem Engle and Granger (1987) states that if two series are co-integrated, the Error Correction Mechanism (ECM) can interpret the dynamic changes in the short-run and can include variations in the partial adjustment mode. For the purpose of capturing the long-run behaviour an Error Correction Term (ECT) which is lag of residuals generated from the model estimated in level is included in short-run equation (Mittal and Pal -2011). The ECM specification is represented below:

$$\Delta LogDGEN = \beta_0 + \beta_1 \Delta LogCPI + \beta_2 \Delta LogIP + \beta_3 \Delta LogExrate + \beta_4 \Delta LogM2 + \beta_5 \Delta Log\,\text{int}\,rate + \beta_6 ECT_{t-1} + \mu_t \quad ....(9)$$

We also conducted the causality test based on Granger's (1969) approach in order to see any influence between stock market index and the macroeconomic variables considered in this study. If we consider (stock market index) and (macroeconomic variables) as two different time series then the model express as following way:

$$\Delta x_t = \beta_0 + \sum_{i=1}^{n} \beta_1 \Delta x_{t-1} + \sum_{i=1}^{m} \beta_2 \Delta y_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad ..... \quad ..... \quad ..... \quad .... \quad (10)$$

$$\Delta y_t = \delta_0 + \sum_{i=1}^{n} \delta_1 \Delta y_{t-1} + \sum_{i=1}^{m} \delta_2 \Delta x_{t-1} + \varepsilon_{2t} \quad ..... \quad ..... \quad ..... \quad ..... \quad (11)$$

Where is the difference operator, n and m are the lag lengths of the variables. and are the disturbance terms. In the first equation, it is assumed that the values of

variable X are a function of its lagged values and the lagged values of variable Y. In the second equation it is assumed that the present values of variable Y are a function of its lagged values and the lagged values of variable X. The null hypothesis is that X does not Granger-cause Y in the second model and that Y does not Granger-cause X in the first model.

Variance Decomposition (VDC) and Impulse Response Function (IRF)

The standard Granger causality analysis interpreted within the sample period only. In this regard, variance decomposition analysis could be an important tool to make proper inference regarding the causal relationships beyond the sample period. Actually, Variance Decomposition indicates the percentage of the forecast error variance in one variable that is due to errors in forecasting itself and each of the other variables (Tarik, 2001).

The impulse response function is designed to infer how each variable responds at different time horizon to an earlier shock in that particular variable and to shocks in other macroeconomic variables. Particularly, we investigate the response of the DGEN(Stock market index of Dhaka Stock Exchange) to one standard deviation shocks to the equation for DGEN and macroeconomic variables and also the the response of macroeconomic variables to one standard deviation to the equation for the DGEN. This study use Cholesky decomposition to make error term orthogonal. A two-standard-deviation confidence interval will be reported for each impulse response function. It is noted that, if a confidence interval containing zero, implies lack of significance and the said confidence interval for IRF will be computed from Monte Carlo simulations. As VAR results are very much sensitive to the choice of appropriate lag length, this study identified the optimal number of Lags by using Akaike Information Criteria (AIC) and considered the minimized criterion value to derive VDC and IRF from the vector error correction model.

5. Empirical Results

The unit-root test is performed on Bangladesh stock market time series and the chosen macroeconomic variables to determine whether the time series is stationary. We employed PP unit root tests. The results of the unit-root test are shown in Table-3. According to the results none of the variable is stationary at their natural log level at standard 05 per cent level of significance. But null hypothesis (: Non-stationary) are rejected in their log first differences at 01 per cent level of significance. This implies that all the variables are stationary in the log first difference that is I (1). Therefore, it is possible to proceed to the second

step of the analysis, testing for co-integration between stock market prices and macroeconomic variables.

Results of Engle-Granger co-integration test are reported in table-4. These results are obtained by employing ADF test for co-integration on the residuals generated from the estimated model (3) in natural log levels. The results indicate that the

Table 3: Phillips-Peron unit root tests with Bangladesh's Stock market indices and other macroeconomic variables

Variables ↓	Intercept				Intercept and Trend			
	Level		First Difference		Level		First difference	
	T-statistics	P-value	T-statistics	P-value	T-statistics	P-value	T-statistics	P-value
DGEN	-1.93	0.31	-8.76	0.00	-1.14	0.92	-8.92*	0.00
CPI	-0.15	0.94	-5.66	0.00	-2.87	0.16	-5.60*	0.00
IP	-1.13	0.70	-14.30	0.00	-2.92	0.20	-14.22*	0.00
Exrate	0.44	0.98	-7.17	0.00	-1.53	0.81	-7.42*	0.00
M2	0.76	0.99	-12.63	0.00	-3.06	0.11	-12.64*	0.00
intrest	-2.24	0.19	-8.25	0.00	-2.42	0.36	-8.21*	0.00

Notes: The critical values and details of the test are presented in Phillips and Perron (1988).
**indicates significant at 1%.*

null hypothesis of no co-integration is not rejected in the estimated models where DSE general index (DGEN) is dependent variable and CPI, IP, Exchange rates, M2 and interest rate are individually explanatory variables. This established the fact that when the market forces are reacting actively, this macroeconomic variable does not affect the Bangladesh stock market in the long run. Furthermore, when DSE general index (DGEN) is dependent variable and other macroeconomic variables acts collectively as dependent variables in the model (3), the null hypothesis of no co-integration is not rejected at standard 05 per cent level of significance that confirmed there is no long-run relationship between stock market indices and the chosen macroeconomic variable.

As we mentioned earlier that, for robustness of Engle-Granger test we also used both the bivariate and multivariate Johansen co-integration test and consider both the trace statistic and maximum Eigen value statistic test. The primary step in the Johansen co-integration test is to determine the optimal lag length for each VAR model. This study identified the optimal number of Lag by using Schwarz Information Criterion (SIC) and considered the minimized criterion value. The empirical result of the Bivariate Johansen co-integration test (Panel A of Table 5) do not support the presence of the co-integrating vector. The null hypothesis

Table 4: ADF tests results on Engle-Granger co-integration test residuals

Variables	ADF Test (trend and intercept)		ADF Test (without trend)	
	T-statistics	P-value	T-statistics	P-value
DGEN and M2	-0.95	0.95	-1.03	0.74
DGEN and CPI	-0.94	0.95	-1.08	0.72
DGEN and Exrate	-0.95	0.94	-1.76	0.40
DGEN and Intrate	-1.65	0.77	-1.72	0.41
DGEN and IP	-2.10	0.54	-2.33	0.16
DGEN and M2, CPI, Exrate, Intrate,IP	-2.18	0.49	-2.22	0.19

'Stock market index and the individual macroeconomic variables are not co-integrated (r=0) against the alternative of one co-integrating vector (r1)' is not rejected because the trace statistic () value is not exceed the corresponding 05% critical value. The maximum Eigen value statistic () also produce same result.

We do not find any evidence of co-integration on a bivariate basis between Stock market indices and the macroeconomic variables. However, we want to see whether the stock market index and the macroeconomic variables are co-integrated as group. In this regard, this study also carried out the multivariate Johansen co-integration test. The result of the multivariate test (Panel B of Table 5) implies that long-term relationship exist between stock market indices and chosen macroeconomic variables because trace statistic and maximum Eigen value statistic exceed the corresponding 05% critical value. Since the market index and the chosen macroeconomic variables have at least one co-integrating vector, it is reasonable to assume that they move together in the long run equilibrium path. This result is supported by Afzal and Hossain (2011), who established that long-run relationship existed between stocks prices and the macroeconomic variables in Bangladesh. The finding of this research is also on the line as Mittal and Pal (2011) have established the long-run relationship between stock price and the certain macroeconomic variables in India.

We have seen that both the trace and maximum eigenvalue of multivariate co-integration test recommend the presence of the long-term relationship exists in the system. Hence, estimating them in a Vector Error Correction Model (VEC) is required. The results obtained from ECM specification represented by model (9) are shown in table-6 with common diagnostic tests. The adjusted R^2 is very low, when stock index acts as a dependent variable, other fairly high compare to stock market index equation. The lagged error correction terms for the equations are

Table 5: Result of the Johansen Co-integration Test (Without Trend)

Panel A: Result of Bivariate Johansen Co-integration Test (Without Trend)					
		Trace Statistic (λ_{trace})	05% Critical Value	Max Eigen Value Statistic($\lambda_{\max}$)	5% Critical Value
	r=0	4.68	15.49	4.68	14.26
DGEN and M2	r≤1	0.0001	3.84	0.0001	3.84
DGEN and CPI	r=o	3.57	15.49	3.08	14.26
	r≤1	0.48	3.84	0.48	3.84
DGEN and	r=o	5.53	15.49	4.64	14.26
Exrate	r≤1	0.89	3.84	0.89	3.84
DGEN and	r=o	11.80	15.49	8.98	14.26
Intrate	r≤1	2.81	3.84	2.81	3.84
DGEN and IP	r=o	11.82	15.49	8.37	14.26
	r≤1	3.44	3.84	3.44	3.84
Panel B: Result of Multivariate Johansen Test (Without Trend)					
	r=o	102.52*	95.75	48.52*	40.07
	r≤1	53.94	69.81	24.79	33.87
DGEN and	r≤2	29.20	47.85	17.34	27.58
M2, CPI,	r≤3	11.85	29.79	5.93	21.13
Exrate,	r≤4	5.91	15.49	4.70	14.26
Intrate, IP	r≤5	1.21	3.84	1.21	3.84

Notes: The 5% critical values provided by MacKinnon et al. (1999) indicate no co-integration. *Note:* ** Indicate significant at 05% level.*

statistically not significant at standard 05 per cent level except IP, CPI and M2 but the coefficient is very low that is 0.027, 0.0036 and 0.0031 respectively. This implies that if the system is exposed to a shock, it will be converged to the long run equilibrium at 2.7, 0.36 and 0.31 per cent per month by IP, CPI and M2 respectively, that is total only 3.37 per cent. So the adjustment power is very low in the system. This is the indication of weak long run relationship between Bangladesh stock market indices and the chosen macroeconomic variables. This implies that Bangladesh stock market and the chosen macroeconomic variables do not have strong co-integrating relationship in the long run. The result (Table-6) also shows that none of the variable shows a significant relationship with Bangladesh stock market in the short-run. It is noted that, industrial production have shown an upward trend in the recent past (BBS, 2012), therefore it is expected that industrial production should positively related to stock market. But, the study reveals that these variables have insignificant relationship with stock market returns.

To investigate the possible endogenous relationship between Stock returns and chosen macroeconomic variables, this study perform the Granger causality test to examine whether macroeconomic development is encouraging the stock market

Table : 6 Vector Error Correction Estimations

The normallzed co lntegrating coefficients for Stock market index are

Genindex	IP	CPI	Exrate	Intrate	M2	Constant
1	17.08 [5.33]	-36.66[-4.17]	5.27[1.16]	0.84[3.36]	3.52[0.86]	11.36

LHS Variables → Regressors	D(GENINDEX)	D(IP)	D(CPI)	D(EXRATE)	D(INTRATE)	D(M2)
ECT	-0.012580	-0.027450	0.003659	-0.001681	-0.045439	-0.003159
	[-1.24174]	[-4.49809]	[4.06142]	[-1.45951]	[-1.24932]	[-2.69674]
D(GENINDEX(-1))	-0.055882	0.042067	0.014711	-0.015138	-0.439742	-0.002422
	[-0.46233]	[0.57778]	[1.36879]	[-1.10188]	[-1.01343]	[-0.17335]
D(IP(-1))	0.315167	0.000485	-0.025818	-0.014065	0.480474	0.055566
	[1.49018]	[0.00381]	[-1.37290]	[-0.58508]	[0.63282]	[2.27258]
D(CPI(-1))	0.163341	-1.615832	0.435479	-0.162298	0.489796	-0.014509
	[0.14427]	[-2.36927]	[4.32576]	[-1.26113]	[0.12050]	[-0.11085]
D(EXRATE(-1))	-1.975874	1.435009	-0.079858	0.162122	7.909809	-0.184583
	[-1.91367]	[2.30732]	[-0.86986]	[1.38141]	[2.13397]	[-1.54636]
D(INTRATE(-1))	-0.035808	0.029644	0.001587	0.008601	0.049349	0.001536
	[-1.09467]	[1.50448]	[0.54548]	[2.31339]	[0.42024]	[0.40608]
D(M2(-1))	-0.056918	-1.348287	0.114155	0.182834	-0.696405	-0.456444
	[-0.05333]	[-2.09744]	[1.20304]	[1.50727]	[-0.18178]	[-3.69962]
C	0.018357	0.031855	0.002235	0.000221	0.023963	0.021601
	[0.93655]	[2.69809]	[1.28258]	[0.09924]	[0.34056]	[9.53266]
Adj. R-squared	0.016117	0.347899	0.315061	0.076515	0.021609	0.179753

Note: All values in the parentheses against each coefficient are t-statistic. "D " stands for first-order difference operator. ECT stands for error correction term.

performances. The Granger-causality test was applied to first differences of the DSE general index pairwise with each of the five macroeconomic variables and the results are shown in Table-7. Since this test is highly sensitive to the lag orders of the right-hand-side variables, the Schwarz Information Criteria (AIC) was used to determine the optimal lag length. The results suggest that, there is no bidirectional Granger causality existing between stock returns and the chosen macroeconomic determinants. Again, there is no causality in either direction found between the stock price and the macroeconomic variables. The Bangladesh stock market price does not appear to be 'caused' by the macroeconomic variables, nor does it have a significant influence on them.

Impulse Response Function (IRF)

The pattern of the impulse response of Bangladesh stock market to a shock in the chosen macroeconomic variables is examined, in order to obtain additional insight into the structure of the stock market linkages. Figure-3 simulated for IRF, lateral

Table 7: Pairwise Granger Causality Test for Stock Market Returns and Macroeconomic Variables

Null Hypothesis:	F-Statistic	Prob.
IP does not Granger Cause GENINDEX	0.66970	0.4159
GENINDEX does not Granger Cause IP	0.01780	0.8942
CPI does not Granger Cause GENINDEX	0.01319	0.9089
GENINDEX does not Granger Cause CPI	1.85623	0.1774
EXRATE does not Granger Cause GENINDEX	3.30268	0.0734
GENINDEX does not Granger Cause EXRATE	0.32734	0.5690
INTRATE does not Granger Cause GENINDEX	2.21180	0.1414
GENINDEX does not Granger Cause INTRATE	2.04881	0.1567
Impulse	0.239	
M2 does not Granger Cause GENINDEX	67	0.6260
GENINDEX does not Granger Cause M2	0.00079	0.9776

axis denotes time horizon and longitudinal axis denotes response degree for innovation shock. Solid line (blue) denotes value of simulation, dashed line (red) denotes confidence interval of two times standard deviation. In figure-3 (First sample) it is possible to observe that the response of DGEN to its own shocks is always positive. The response of stock market index to M2 is positive but insignificant and vice versa. The response of stock market index to exchange rate and interest rate is negative but insignificant. The response of IP and CPI is first two months is negative then it's positive but insignificant. The response exchange rate and interest rate to of stock market index is negative, but again it insignificant. These results again indicate that stock prices and macroeconomic variables in Bangladesh do not have causal link. Only the responses of stock market index to stock index have significant positive impact up to six months.

Variance Decomposition Analysis

After discussing the findings for the impulse response functions in the previous sub-sections, we now turn to the results for the variance decomposition. The variance decomposition analysis was employed to supplement the Granger causality results to reinvestigate the out of sample impact. The result indicates how much of the DGEN own shock is explained by movements in its own variance and the chosen macroeconomic variables over the 12 months forecast horizon. According to the results, shown in figure 4, the amount of variance of the DGEN explained by own goes down when the time horizon increased up to 12

Figure-3: Impulse Response Function for Bangladesh stock market (Response to one S.D. Innovations)

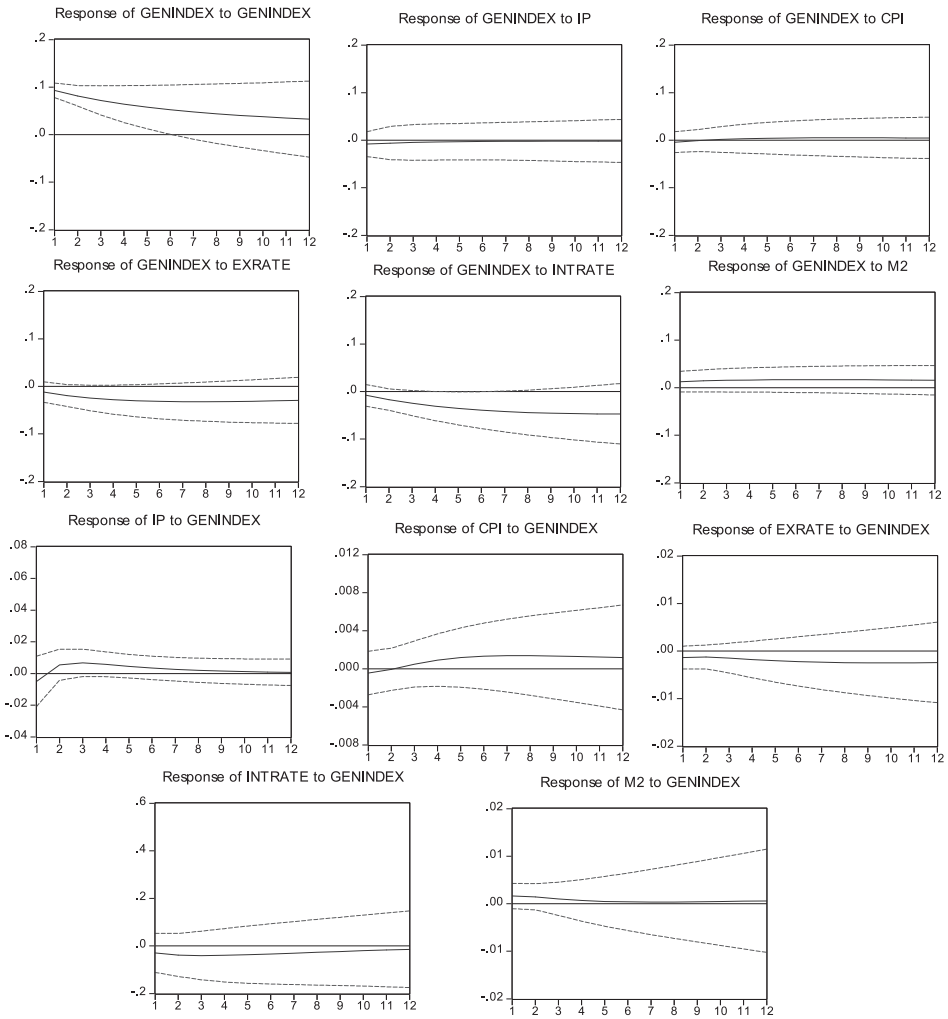

months. At horizon two, 96 per cent of DGEN variance is explained by own. At horizon 12, 87 per cent of DGEN variance is explained by itself. This indicates that at longer horizons, the variance of DGEN may be caused by variance of other macroeconomic factors. At horizon 6, the exchange rates explain 7 per cent of the variances of the DGEN. When the time horizon goes up, the actual amount of variance of the DGEN explained by the exchange rates also goes up. This discloses that at longer horizons, the variance of DGEN may be caused by variance of other macroeconomic factors as the chosen macroeconomic variables especially do not have significant explanatory power.

Figure: Variance Decomposition

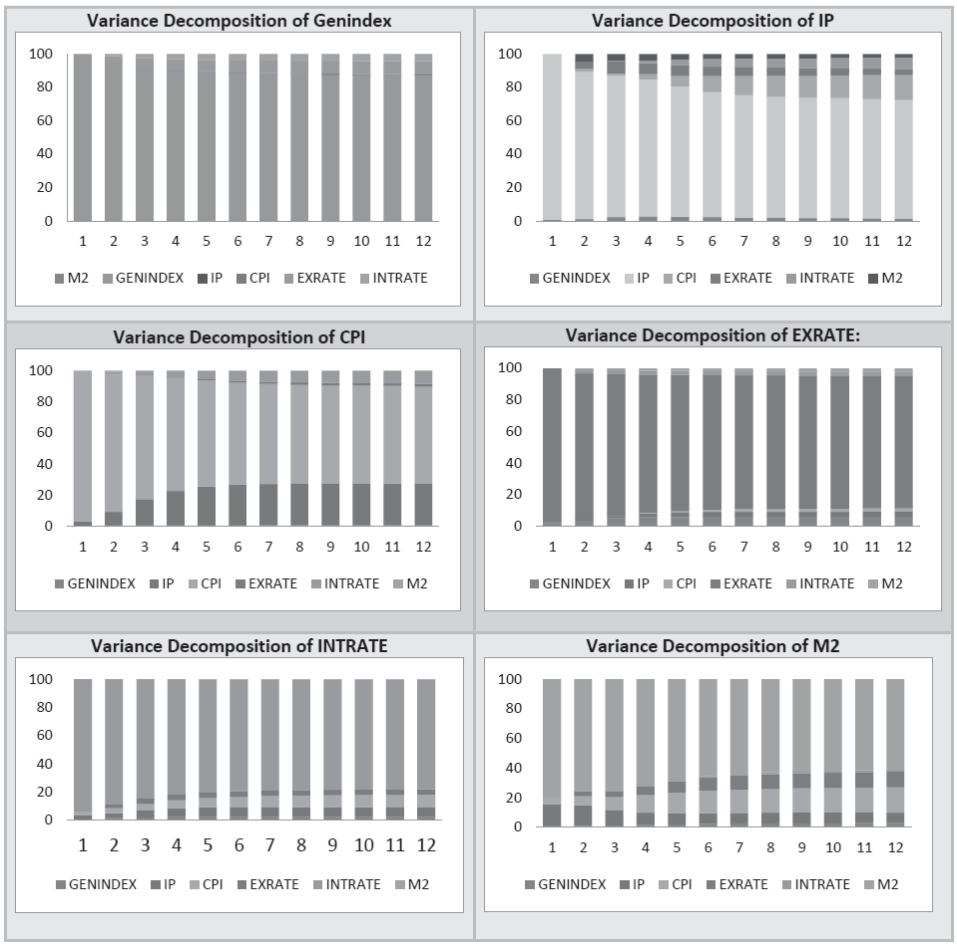

Therefore, it is established that there is no short run relationship exists between Bangladesh stock market and the chosen macroeconomic variables. However, there is very weak long run relationship exists. It is also established that, there is no causal relationship exists between Bangladesh stock market and the chosen macroeconomic variables in the short run. These results indicate that stock prices in Bangladesh cannot be predicted using macroeconomic variables.

6. Conclusion and Policy Implications

The paper has made an attempt towards examination of the impact of macroeconomic variables on Bangladesh stock market applying different time series techniques of Engle-Granger co-integration, Johansen co-integration, Granger-

Causality, Error Correction Model(ECM), Impulse Response Function (IRF) and Variance Decomposition (VDC), in a system incorporating the macroeconomic variables such as Consumer Price Index (CPI), Exchange rate of BDT against USD (Exrate), Broad money supply(M2), Industrial Production (IP) and Interest rate (Intrate) have been taken as explanatory variables and to represent stock index (DGEN) of Bangladesh stock market is dependent variable between the period from July 2006 to October 2012.

By applying ADF and PP test, we find all the six variables are non-stationary in the level and the first differences are stationary. By employing Engle-Granger co-integration test we do not find evidence of co-integration that established nonexistence of long-run relationship between Bangladesh stock price and the chosen macroeconomic variables. We also employed the most sophisticated Johansen co-integration test for robustness of Granger co-integration test results. The bivariate Johansen co-integration test produces same result like Engle-Granger tests. While, Johansen multivariate co-integration tests indicate that the Bangladesh stock market index and chosen five macroeconomic variables are co-integrated, this is indicative of a long-run relationship. Although there is a long term relationship among stock prices and the chosen variables, it is only IP, CPI and M2 that adjust any disequilibrium once the system is shocked. But, of course, the total adjustment power is very low in the system. Therefore, error correction term does not support the long run relationship strongly. The results from the ECM also indicate that none of the variable shows a significant relationship with Bangladesh stock market in the short-run. It is noted that, industrial production has shown an upward trend in the recent past in Bangladesh (BBS, 2012). Therefore, it is expected that industrial production supposed to be positively related to stock market. But, the study reveals that these variables have insignificant relationship with stock market returns. This implies that there are many other macroeconomic factors which affect the fluctuation in Bangladesh stock market returns. These results indicate that stock prices in Bangladesh cannot be predicted using only macroeconomic variables. The Granger Causality test implies that Bangladesh stock market price does not appear to be 'caused' by the macroeconomic variables, nor does it have a significant influence on them except uni-directional causality runs from exchange rate to stock returns.

The author finds no study that particularly examined the relationship between stock price of Bangladesh and the macroeconomic determinants by employing Impulse Response Function (IRF) and Variance Decomposition (VDC). The impulse response analysis shows that, shock to macroeconomic variables does not generate a significant response to Bangladesh stock markets. The VDC analyses

revealed that a major proportion of the variability in the stock market index was explained by its own innovations while only a minority (insignificant) was explained by macroeconomic variables.

Overall, it is established that there is no short run relationship exists between Bangladesh stock market and the chosen macroeconomic variables. However, there is very weak long run relationship exists. It is also established that, there is no causal relationship exists between Bangladesh stock market and the chosen macroeconomic variables in the short run. These results indicate that stock prices in Bangladesh cannot be predicted using macroeconomic variables. The findings of no short-run dynamic and the mixed long run relationship in this study help astute investors and policy makers in efficient and appropriate decision making regarding Bangladesh stock markets.

The findings of no causality and feedback relationships verify that Bangladesh stock markets do not follow the fundamental and theoretical linkages between stock prices and macroeconomic variables. Actually, Bangladesh market is not properly explained by the economic fundamentals. There are some reasons behind that. In Bangladesh, a big amount of investments are trend-driven and rumour-driven as well (Haque, R. 2011). Weak form of institutional infrastructure, lack of accountability and transparency, questionable transparency of market transactions and weak form of corporate governance are the common phenomena of Bangladesh stock market (Khoda and Uddin, 2009). Apart from the above, Dhaka stock market is familiar with irrational gains and losses. This market lost 25 per cent price just within a couple of months in early 2011, while prices advanced over 82 per cent in late 2010 (Ahmed, 2011). The steep rise and fall in indices cannot follow the macroeconomic determinants. This scenario in Bangladesh stock market happens frequently that increased the vulnerability and led the markets far away from economic fundamentals. So, for the betterment of Bangladesh stock markets, the above mentioned hindrances should be minimised.

References

1. Ahmed, G.T. (2011). Dhaka Bourse now Asia's Worst. *The Daily Star Newspaper*, *Available at* http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=202297 , Accessed on October 31, 2012
2. Ali, M.B. (2011). T-Y Granger Causality between Stock Prices and Macroeconomic Variables: Evidence from Dhaka Stock Exchange (DSE). *European Journal of Business and Management,* 3(8), 37-52.
3. Afzal, N. and Hossain, S.S. (2011). An empirical Analysis of the Relationship between Macroeconomic Variables and Stock Prices in Bangladesh. *Bangladesh Development Studies,* XXXIV(4), 95-105.
4. Agarwal, S. (2001). Stock Market Growth and Economic Growth: Preliminary Evidence from African Countries. *Journal of Sustainable Development in Africa*. 3(1), 48-56.
5. Arayssi, M.; Elfakhani,S. and Smahta, H.A. (2008). Globalization and Investment Opportunities: A Co-integration Study of Arab, US and Emerging Stock Markets. *The Financial Review*, 43, 591—611.
6. BBS (2012), Bangladesh Bureau of statistics, Available at www.bbs.gov.bd/ , Accessed on September 12, 2012.
7. BB (2012), Bangladesh Bank (Central Bank of Bangladesh), Available at www.bangladesh-bank.org/, *Accessed on September 10, 2012.*
8. Bodie, Z., (1976). Common stocks as a hedge against inflation. *Journal of Finance*, 31, 459-470.
9. Dhaka Stock Exchange (DSE-2012). Bangladesh, Available at http://www.dsebd.org/, Accessed on October 31, 2012.
10. Dickey, D., Fuller, W.A. (1979). Distribution of the Estimates for Autoregressive Time Series with a Unit Root. *Journal of the American Statistical Association*. 74, 427-431.
11. Dickey, D., Fuller, W.A. (1981). Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root. *Econometrica*, 49, 1057-1072.
12. Engle, R.F. and Granger, C.W.J. (1987). Co-integration and Error Correction Representation,

    Estimation and Testing. *Econometrica*, 55 (1,) 251-76.
13. Fama, E.F., (1981). Stock Returns, Real Activity, Inflation and Money. *American Economic Review*, 71, 545-565.

14. Flannery, W.J. and Protopapadakis, A.A. (2002). Macroeconomic factors do influence aggregate stock returns. *Review of Financial Studies,* 15, 751-82.

15. Fama, E.F. and Schwert, W., (1977). Asset returns and inflation. *Journal of Financial Economics,* 5, 115-46.

16. Granger, C.W.J., (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. *Econometrica*, 37, 424-38.

17. Gujarati, D. and Porter, D. (2009). Basic Econometrics. 5th revised edition, London, McGraw Hill higher education.

18. Gunasekarage, G., Pisedtasalasai, A. and Power, D.M. (2004). Macroeconomic influence on the stock market: evidence from an emerging market in South Asia. *Journal of Emerging Market Finance,* 3(3), 285-304.

19. Hussainey, K. and Ngoc, L. K. (2009). The Impact of Macroeconomic Indicators on Vietnamese Stock Prices. *The Journal of Risk Finance*, 10(4), 321-332.

20. Ibrahim, M. H., and Aziz, H. (2003). Macroeconomic Variables and the Malaysian Equity Market: A View through Rolling Subsamples. *Journal of Economic Studies,* 30, 6-27.

21. Iqbal, A., Khalid, N. and Rafiq, S. (2011). Dynamic Interrelationship among the Stock Markets of India, Pakistan and United States. *World Academy of Science, Engineering and Technology*, 73, 98-104.

22. Jaffe, J.F. and Mandelker, G., (1977). The 'Fisher Effect' for risky assets: An empirical investigation. *Journal of Finance,* 32, 447-58.

23. Khoda, N.A.K.M. and Uddin, M.G.S (2009). Testing Random Walk Hypothesis for Dhaka Stock Exchange: An Empirical Examination. *International Research Journal of Finance and Economics,* 33, 64-76.

24. Lintner, J., (1973). Inflation and common stock prices in a cyclical context. National Bureau of Economic Research Annual Report, USA.

25. Lutkepohl, H. (1982). Non-causality due to Omitted Variables. *Journal of Econometrics*, 19, 367–378.

26. Masuduzzaman, M; (2012). Impact of the Macroeconomic Variables on the Stock Market Returns: The case of United Kingdom and Germany. *Global Journal of Business and Management Research*, 12(16), 23-34.

27. Mittal, R. and Pal, K. (2011). Impact of Macroeconomic Indicators on Indian Capital Markets. *The Journal of Risk Finance*, 12(2) 84-97

28. Mukherjee, T.K. and Naka, A. (1995). Dynamic relations between Macroeconomic Variables and the Japanese Stock Market: An application of a Vector Error Correction Model. *The Journal of Financial Research,* 2, 223-237.

29. Naik, P.K., & Padhi, P. (2012). The Impact of Macroeconomic Fundamentals on Stock Prices Revisited: Evidence from Indian Data. *Eurasian Journal of Business and Economics,* 5 (10), 25-44.

30. Nasseh, A. and Strauss, J., (2000). Stock Prices and Domestic and International Macroeconomic Activity: A Co-integration Approach. *The Quarterly Review of Economics and Finance,* 40(2), 229-245.

31. Nelson, C. R. (1976). Inflation and rates of return on Common Stocks. *Journal of Finance*, 31(2), 471-483.

32. Pesaran, M., Shin, Y., (1998). Generalised impulse response analysis in linear multivariate models. *Economics Letters*, 58, 17–29.

33. Phillips, P.C., Perron, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression. Biometrika, 75(2), 335-346.

34. Rahman, L. and Uddin, J. (2009). Dynamic Relationship between Stock Prices and Exchange Rates: Evidence from Three South Asian Countries. *International Business Research*, 2(2),167-174.

35. Smith, K. and Sims, A. (1993). Stock market performance and macroeconomic variables. *Applied Financial Economics*, 3, 55-60.

36. Solnik, B. (1983). The relation between stock prices and inflationary expectations: the international evidence. *Journal of Finance*, 39(1), 35-48.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

রবীন্দ্রনাথের আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন ভাবনা ও কার্যক্রম পর্যালোচনা

মেহেরুননেছা*

সারসংক্ষেপ

সাহিত্যে নোবেলপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবিরূপে পরিচিতি লাভ করেন, কিন্তু অর্থনীতিবিদ-সমাজসংস্কারক হিসেবে তিনি কতটা স্বীকৃত ও সফল সেটাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। পল্লী সমাজের গণমানুষের জীবনধারার মান উন্নয়নে কৃষি ও সামগ্রিক সামাজিক অবকাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ কত গভীরভাবে চিন্তা করেছেন এবং কিভাবে তার বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব সে সম্পর্কে তাঁর ভাবনার বিশদ আলোচনা ও বিশ্লেষণধর্মী দিকনির্দেশনামূলক তত্ত্ব ও তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। বাংলাদেশের দরিদ্র কৃষক ও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, দারিদ্র্য বিমোচন, সবার জন্য শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য বিষয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে তিনি যে কৌশল অবলম্বনের কথা বলেছেন, সেগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। কৃষিঋণের প্রবর্তন, প্রয়োগ ও সুফল সম্পর্কে তাঁর নীতিনির্ধারণী তত্ত আজকের প্রেক্ষাপটে প্রায়োগিক বিশ্লেষণ অতিশয় গুরুত্ব পেয়েছে। অর্থনীতিবিদ না হয়েও পল্লী উন্নয়ন, সামাজিক বনায়ন, কৃষিঋণদানে কৃষি তথা গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে এবং তিনি কোন্ মানদণ্ডে মূল্যায়ন করেছেন সে বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা অবক্ষ্যমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পল্লীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ব্যতীত কোনো দেশের সার্বিক উন্নয়ন যে সম্ভব নয়, তাঁর তাত্ত্বিক আলোচনা ও প্রায়োগিক কৌশলগুলো পর্যালোচনার মাধ্যমে দিকনির্দেশনা তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে এই প্রবন্ধে।আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তিনি একটি সফল সমাজ-কাঠামো গড়ায় যা কিছু প্রয়োজন তার সব শাখায় আলোকপাত করেছেন। কৃষি ভাবনা, সমবায় ভাবনা, গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, মানবিক উন্নয়ন ভাবনা, সাম্যবাদী সমাজভাবনা, শিক্ষাভাবনা, পরিবেশভাবনা ইত্যাদি। একটি সমাজের উন্নয়নে এসব ভাবনাগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

---

* রিসার্চ ফেলো, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং কার্যনির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

ভুমিকা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একজন নিরেট কবি এবং মানবিক মূল্যবোধের ধারক ও বাহক কিন্তু, তৎকালীন ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাঁর ভাবনাগুলো ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কালোত্তীর্ণ। প্রচণ্ড দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্বৃত্ত মহাজন কর্তৃক কৃষক শোষণের মতো নৈমিত্তিক সমস্যাগুলো পল্লীর একটি শ্রেণিকে বৈষম্যের বেড়াজালে আবদ্ধ করে। জমিদারির দায়িত্বপ্রাপ্তির পর তিনি পল্লীর এই শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রা গভীরভাবে অবলোকন করার প্রয়াস পান এবং তাঁর কবিমন বেদনায় সিক্ত হয় তাদের মানবেতর জীবনযাপন পর্যবেক্ষণ করে।

কবি হিসেবে তাঁর স্বীকৃতি বিশ্বময়। গীতাঞ্জলী কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯১৩ সালে নোবেল বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথের খ্যাতিতে সারা বিশ্ব আলোড়িত হয়। পণ্ডিত রবিশঙ্কর বলেছিলেন- ''রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যদি পশ্চিমা দেশে জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে তিনি শেক্সপিয়ার কিংবা গ্যেটের মতোই শ্রদ্ধাশীল হতেন।" বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানের জন্য বাংলা ভাষাভাষি কোটি কোটি মানুষের কাছে কতটা গ্রহণীয় ও বিস্তৃত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু, বিশ্বপরিমণ্ডলে বিশেষত পশ্চিমা দেশে ততটা সাড়া জাগাতে না পারলেও ক্রমান্বয়ে তিনি তাঁর সৃষ্টির জন্য আলোচিত হচ্ছেন। নতুন করে রবীন্দ্রনাথকে চেনা ও জানার জন্য উচ্চতর গবেষণা হচ্ছে। সৃজনশীল সাহিত্য প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একদিক, অন্যদিকে তিনি ছিলেন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ভাবনার প্রবক্তা ও উদ্যেগ গ্রহণের বিপ্লবী কণ্ঠস্বর। অর্থনৈতিক সংস্কার ও সামাজিক পরিবর্তনের নতুন ধারণার প্রবর্তক। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুধা চিন্তিত আধুনিক মতবাদ ও ব্যবহারিক কৌশল আলোচনা ও বিশ্লেষণ গুরুত্বের দাবিদার।

উদ্দেশ্য

তৎকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এদেশের ভাগ্যবিড়ম্বিত কৃষকের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন এবং এ যাবৎকাল পর্যন্ত তাদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ এসব হতভাগ্য কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে সকল ভাবনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা বিধৃত ও বিশ্লেষণ করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। গ্রামীণ সমাজের মানুষের চির দারিদ্র্য ঘোচানো, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অন্ধকার দূর করা, সামন্তবাদী মহাজনের ঋণের চাকায় পিষ্ট কৃষককুলের দায়মুক্তির জন্য সর্বপ্রথম গ্রামীণ ব্যাংক স্থাপন, সমবায় আন্দোলন ও এসব ভাবনাগুলোর বাস্তবায়ন সার্বিকভাবে তৎকালীন প্রান্তিক মানুষের জীবনকে কতটা প্রভাবিত করেছে সেদিকটি আলোকপাত করা।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথের এসব ভাবনাগুলোর গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ ও তা নিরূপণের প্রয়াসও প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কৃষি ভাবনা

পল্লীনির্ভর এদেশের উন্নয়নের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত করেছিলেন গ্রামগুলোকে যেখানে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ বসবাস করত। পল্লীর প্রকৃতি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল বটে, কিন্তু, শহর ও গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার বৈষম্য তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। তাই তিনি সর্বপ্রথম পল্লী

উন্নয়ন ও পল্লীমঙ্গলের কথা ভেবেছেন। পল্লীর অধিকাংশ মানুষ যেহেতু কৃষিজীবী সেহেতু কৃষির উন্নয়ন ভাবনা ছিল অনিবার্য। তিনি কৃষির উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন ও পুনর্গঠনের কথা ভাবেন যা তৎকালীন প্রেক্ষাপটে এক যুগান্তকারী ভাবনা। গ্রামের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তিনি খুব কাছ থেকে অবলোকনের সুযোগ পেয়েছিলেন পতিসরে জমিদারি দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্তির পর, যা কবি-হৃদয়কে বিষন্ন করে তোলে। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যান্ত্রিক চাষপদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদন ও আয় বাড়ানো সম্ভব। বর্তমান অর্থনীতিবিদরা আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর যে কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন করে চলেছেন রবীন্দ্রনাথ সে ভাবনায় ছিলেন অগ্রণী। তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক মানুষ এবং এই উপমহাদেশে সর্বপ্রথম আধুনিক যান্ত্রিক চাষপদ্ধতির প্রবর্তক। তাঁর এই পদ্ধতি সাধারণ কৃষকদের মধ্যে আলোড়ন তুলেছিল কিন্তু জমি খণ্ডীকরণের ফলে এই পদ্ধতি কিছুটা বিঘ্নিত হলেও কৃষকরা উপলব্ধি করতে পেরেছিল কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যাবহারের ফলে অল্প পরিশ্রমে অধিক উৎপাদন ও আয় সম্ভব। খণ্ডিত জমি একত্রে চাষাবাদের জন্য তিনি সমবায়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। কৃষিক্ষেত্রে এসব সমস্যা সমাধানকল্পে এবং কৃষকদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য তিনি সর্বপ্রথম তাঁর নিজ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন কৃষিবিজ্ঞান পড়ার জন্য। পুত্র রথীন্দ্রনাথ, বন্ধুপুত্র সন্তোষ মজুমদারকে ১৯০৬ সালে ও জামাই নগেন গাঙ্গুলীকে ১৯০৭ সালে কৃষিবিষয়ক প্রযুক্তিগত শিক্ষাগ্রহণ এবং পশুপালনের ওপর প্রশিক্ষণ দিয়ে আনেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃষিশিক্ষার জন্য আমেরিকা যাত্রার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন-

> ''বাবা জানতে পেলেন যে বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে বাঙালি ছাত্র পাঠাবার একটি প্রতিষ্ঠান থেকে একটি শিক্ষার্থীর দল কিছুদিনের মধ্যে জাপান ও আমেরিকা পাড়ি দিচ্ছে। সন্তোষ ও আমাকে বলে দিলেন এই দলের সঙ্গে যোগ দিতে। আমাদের গন্তব্য হবে আমেরিকার কোনো বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে কৃষি ও পশুপালন বিদ্যা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে আমরা ষোলটি প্রাণী জাপানগামী একটি মালবাহী জাহাজে চড়ে কলকাতা থেকে পাড়ি দিলাম। উচ্চশিক্ষার জন্য সুদূর বিদেশ যাচ্ছি, সম্বলের মধ্যে সেই প্রতিষ্ঠান থেকে কিনে দেওয়া জাপানী মালবাহী জাহাজের অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের একখানা টিকিট এবং একগুচ্ছ পরিচয়পত্র।''[১]

কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তনের পাশাপাশি কৃষির বহুমুখীকরণের জন্য নানাবিধ অকৃষিজ পণ্যের উৎপাদনে তিনি নানা উদ্যোগ নেন যেমন তাঁতশিল্প, বয়নশিল্প, রেশমশিল্প ইত্যাদি। উদ্দেশ্য ছিল কৃষকের বিকল্প আয়ের সুযোগ তৈরি। এ উদ্দেশ্যে তিনি পল্লী পুনর্গঠণের কাজ শুরু করেন শ্রণীকেতনে এবং কৃষিউন্নয়ন ও কৃষককে মহাজনদের হাত থেকে রক্ষার জন্য তিনি তাঁর নোবেল পুরস্কারের টাকা দিয়ে গ্রামীণ ব্যাংক স্থাপন করেন। প্রতিবছর বন্যা ও ক্ষরার কবলে পড়ে কৃষকের জমি ক্রমাগত অনুর্বর হয়ে ফসলহানি ঘটায়। উপরন্তু তাদের কৃষিজমি বেহাত হওয়ার আশঙ্কা থাকা সত্বেও ঋণ পরিশোধ ও জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য মহাজনের দারস্থ হয়। অন্যদিকে, মাথার ওপর থাকে খাজনার বোঝা। এই ত্রিমুখী দুষ্টচক্রের চাকায় কৃষকের জীবন পিষ্ট হতে দেখে রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ ব্যাংক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। ব্যাংক স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল স্বল্প সুদে ঋণ দিয়ে মহাজনদের নিষ্ঠুরতার জাল থেকে কৃষককে রক্ষা করা।এবং ব্যয়সাপেক্ষ উন্নত ও যান্ত্রিক চাষপদ্ধতি কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। এ প্রসঙ্গে বলা যায়–

> ''এদিকে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ১৯০৯ সালের শেষের দিকে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিবিজ্ঞানে কৃষিস্নাতক (BSc. Ag) হয়ে ভারতে এসে পিতার ইচ্ছাপূরণের জন্য পূর্ববঙ্গে নিজেদের

জমিদারির আওতাভুক্ত গ্রামগুলিতে উন্নত প্রথায় কৃষিকার্য শুরু করেন। রথীন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতবর্ষে সম্ভবত তখন প্রথম কৃষিস্নাতক। তিনি বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের জন্য শিলাইদহ ও পতিসরে এদেশের উপযোগী নতুন কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি, উন্নত প্রজাতির শষ্যবীজ, কেমিক্যাল সার ইত্যাদি ব্যবহার করে চাষবাস শুরু করলেন। চাষীদের ডেকে তা দেখানো হলো যাতে তারা নিজেদের জমিতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস করে অধিক উৎপাদন করে নিজেদের দরিদ্রদশা ঘুচানোর পথে এগুতে পারে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে চাষবাস করতে হলে বেশি মূলধন দরকার এই চাষে যথাযথ উপকরণ ব্যবহারের জন্য। কিন্তু দরিদ্র চাষীদের কাছে অর্থ তো দূরের কথা, তারা সুদখোর মহাজনদের কবলে পড়ে ঋণগ্রস্ত। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৃষিবিজ্ঞানী পুত্রের প্রচেষ্টার কাছে এরকম ভীষণ অন্তরায় দেখে ১৯১৩ সালে তিনি যে নোবেল প্রাইজের এক লক্ষ আট হাজার টাকা পেয়েছিলেন পতিসরে গ্রামীন ব্যাংক খুলে সেখানে সম্পূর্ণ টাকা রেখে চাষীদের বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস জন্য যোগানের ব্যবস্থা করেন। (শুধুমাত্র সুদের টাকা শান্তিনিকেতনের স্কুলের জন্য নিধারিত করা হল।) বর্তমানে স্বাধীন ভারতে সর্বত্র গ্রামীণ ব্যাংক দেখা যায়। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত পতিসর গ্রামীণ ব্যাংক ঘটনাক্রমে ১৯১৫ সালের মতো সময়ে ভারতবর্ষের প্রথম গ্রামীণ ব্যাংক।"[২]

পল্লীর হতভাগ্য কৃষকের জীবনযাপন ব্যবস্থার মান উন্নয়নের জন্য তিনি গভীর ভাবনায় নিমগ্ন ছিলেন এবং বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এসব কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মশক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং তার প্রয়োগ ও প্রসার দেখতে চেয়েছিলেন।

সমবায় ভাবনা

সাধারণ অর্থে, সমবায় বলতে একটি সমাজের কিছু ব্যক্তি একত্রিত হয়ে কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা বুঝায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমবায় ভাবনা ব্যাপক ও বিশেষ কিছু ধারণা বহন করে। সুতরাং একারণে তাঁর সমবায় ভাবনা অন্যান্য ভাবনার তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, তাঁর সমবায় ভাবনাটি মূলত আয়ারল্যাণ্ড ও রুশ সমাজ কাঠামোর উন্নয়ন ভাবনা থেকে এসেছে। তিনি সমবায় ভাবনাটির এমন কিছু সুনির্দিষ্ট তত্ত্বগত দিকে আলোকপাত করেছেন যা প্রচলিত ধারণা থেকে কিছুটা ভিন্ন। বাহ্যিক কিছু অর্থনৈতিক বা সামাজিক কর্মপ্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কিছু সংঘববদ্ধ মানুষের সমন্বিত রূপ হলো সমবায়। কিন্তু তিনি সংঘবদ্ধতার তুলনায় অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন পারস্পারিক মানসিক একাত্মতার ওপর অর্থাৎ আদর্শগত ঐক্যবদ্ধতা। কেবলমাত্র শ্রম এবং অর্থ বিনিয়োগ করে নয় বরং কাউকে না ঠকিয়ে মানসিক ঐক্যবদ্ধতার সমন্বিত রূপের ভিতর নিহিত রয়েছে একটি আদর্শ সমবায় কাঠামো। এ প্রসঙ্গে বলা যায়–

''কর্মশ্রমকে মিলিত করে অর্থশক্তিকে সর্বসাধারণের জন্য লাভ করবার জন্য তিনি সমবায়নীতির পথ তার কর্মের পথ হিসেবে গ্রহণ করেন। একতার বদলে ঐক্যের ও সংঘবদ্ধ শক্তির পক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি বলতে চাইলেন সমবায়ের মাধ্যমে সে শক্তি অর্জন দুর্বলের পক্ষে সম্ভব। তার ভাষায়–'অনেক গরিব আপন সামর্থ্য এক জায়গায় মিলাইতে পারিলে সেই মিলনই মূলধন'। এভাবে তার সমবায় ভাবনা কর্মের পথ ধরতে চেয়েছে।"[৩]

কোনো ব্যক্তি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা চলতে গেলে তখনই সে হয়ে পড়ে একটি টুকরো মানুষ এবং সে একটি অপূর্ণাঙ্গ মানুষ। একটি অসম্পূর্ণ মানুষ একা কোনোকিছু করতে পারে না, দশজনে মিলে যা করতে পারে। তাই রবীন্দ্রনাথ সামাজিক পুঁজি গঠনের মাধ্যমে সমবায় খামার গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব

আরোপ করেছিলেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে সমবায়ের মাধ্যমেই দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। তাঁর মতে মানুষ যখন একত্রিত হতে পারে না তখনই তার দীনতা প্রকাশ পায়। মানুষের এই ক্ষুদ্রতাকে তিনি অনুর্বর বালু মাটির সঙ্গে তুলনা করেছেন। বালু মাটি একত্রে দানা বাঁধতে পারে না বলে সে মাটিতে ফসল হয় না। কর্মশ্রমকে একত্রিত করে জনসাধারণের জন্য অর্থশক্তি অর্জনে সমবায়নীতির পথকে তিনি সঠিক পথ হিসেবে মনে করতেন। সমবায়ের মাধ্যমে দুর্বলের পক্ষেও সেই শক্তি অর্জন সম্ভব যে শক্তি ঐক্য ও সংঘবদ্ধতার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে। তাঁর মতে, অসংখ্য দরিদ্র মানুষ যখন নিজস্ব সামর্থ্য একত্রিত করতে পারবে সেই মিলনই মূলধন। তাঁর সমবায় ভাবনায় তাঁর নিজস্ব মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে, তিনি চেয়েছিলেন সমবায় ব্যবস্থায় কোনো আমলাতান্ত্রিকতার উপস্থিতি থাকবে না, সমবায়নীতির মাধ্যমে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাতে জনগনের পুরোপুরি স্বায়ত্ত্বশাসন বহাল থাকবে এবং এতসঙ্গে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংযোগ ঘটাতে হবে। পারস্পারিক ঐক্যবদ্ধতা ও সংঘবদ্ধতা এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংযোগের সঙ্গে সমবায় ব্যবস্থায় জনগনের সার্বভৌমত্বের সমন্বয়–রবীন্দ্রনাথের সমবায় ব্যবস্থার এ ধারণা নি:সন্দেহে গতানুগতিক সমবায় ধারণা থেকে ভিন্ন মাত্রার সংযোজন বলা যায়। সমবায়কে তিনি এভাবে গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মনে করতেন ধন–সম্পদ কোনো একক ব্যাক্তি বা সম্প্রদায়ের হাতে গচ্ছিত থাকবে না, সর্বসাধারণের শক্তি সম্মিলিত হয়ে সে ধন হবে সমবায়ের মাধ্যমে জনগণের সম্পদ। পল্লীকে আধুনিকায়ন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য তিনি কেন্দ্রিয় সমবায় ব্যাংক, সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায়, সেচ সমবায়, মৎস্য চাষ সমবায়, তন্তুবায় সমবায়, সমবায় ভাণ্ডার, ধর্মগোলা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন। তাঁর সমবায় ভাবনাটি অর্থনীতিতে Cooperative society কেই বুঝায় না, ভাবনাটির দ্বারা Economics of large scale production concept কেও নির্দেশ করে। এক কথায়, কেবল ঐক্যবদ্ধতা দিয়ে নয় একটি আদর্শ সমবায় গড়ে তুলতে হলে সততা এবং মানসিক সংঘবদ্ধতা থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

''বালি জমিতে ফসল হয় না, কেননা তাহা আঁট বাঁধে না; তাই তাহাতে রস জমে না, ফাঁক দিয়া সব গলিয়া যায়। তাই সেই জমির দারিদ্র্য ঘোচাইতে হইলে তাহাতে পলিমাটি, পাতা-পচা প্রভৃতি এমন-কিছু যোগ করিতে হয় যাহাতে তার ফাঁক বোজে, তার আটা হয়। মানুষেরও ঠিক তাই; তাদের মধ্যে ফাঁক বেশি হইলেই তাদের শক্তি কাজে লাগে না, থাকিয়াও না থাকার মতো হয়।''[৪]

তাঁর যৌথ খামার ধারণাটির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তাঁর সমবায় ভাবনাটি। তিনি মনে করতেন আধুনিক যান্ত্রিক চাষপদ্ধতির প্রধান বাধা হচ্ছে খণ্ড খণ্ড জমি। সমবায়নীতির মাধ্যমে খণ্ড–বিখণ্ড জমিগুলোকে যান্ত্রিক চাষপদ্ধতির আওতায় এনে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। সমবায়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য ঘোচাতে হলে সর্বপ্রথম তিনি কৃষককে আত্মশক্তির বলে বলীয়ান হওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে আত্মশক্তির জন্য সর্বপ্রথম যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হলো আত্মবিশ্বাস। তিনি সবসময় মনে করতেন, প্রত্যেক মানুষ এক অফুরন্ত শক্তির আধার। মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত শক্তি বিরাজমান সেটিকে জাগিয়ে তুলতে পারলে তার দ্বারা সবকিছু সম্ভব। তিনি মানুষের ভেতরের এসব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লবের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করার কথা বলেছেন। প্রায় ১০০ বছর পুর্বে সমবায়ের মাধ্যমে আধুনিক যান্ত্রিক চাষপদ্ধতির মাধ্যমে জমিতে ট্রাক্টর ব্যবহারের মাধ্যমে টুকরো জমির আল উঠিয়ে একত্রে ফসল ফলানো, উৎপাদিত ফসল সমবায় গোলায় রাখা এবং পণ্য বিপণনের সুযোগ্য ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এর ফলে কৃষকের শ্রম সাশ্রয় হয়, পরিবহণ ও বিপণন খরচ কম হয়। কৃষকের পক্ষে তার শ্রম অন্য কোনো উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে আয় বাড়ানো সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ খুব গভীরভাবে অবলোকন করেছিলেন কৃষক তার আলবাধা সুনির্দিষ্ট জমিতে হালের লাঙ্গল ও জোয়াল ব্যবহার করে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে সামান্য ফসল

পায় যা দ্বারা তার জীবন নির্বাহ ও কৃষিঋণ পরিশোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে। কৃষকের এই নিস্পেষিত জীবন তাঁকে বিষণ্ন ভাবালুতায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। কিভাবে সমবায়ের মাধ্যমে জমি একত্রিকরণ করে যান্ত্রিক চাষপদ্ধতির আওতায় এনে উৎপাদন বাড়ানো যায় সে তথ্য কৃষকের দ্বারে গিয়ে তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে রাশিয়ার চিঠিতে তিনি বলেন–

> ''চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে–জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর; দ্বিতীয়ত, সমবায় নীতি–অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আলবাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসিতে জল আনা একই কথা। কিন্তু এ দুটো পন্থাই দুরূহ। প্রথমত চাষীকে জমির স্বত্ব দিলেই সে স্বত্ব পরমুহূর্তেই মহাজনের হাতে গিয়ে পড়বে, তার দুঃখভার বাড়বে বৈ কমবে না। কৃষিক্ষেত্র একত্রীকরণের কথা আমি নিজে একদিন চাষীদের ডেকে আলোচনা করেছিলুম। শিলাইদহে আমি যে বাড়িতে থাকতুম তার বারান্দা থেকে দেখা যায়, খেতের পর খেত নিরন্তর চলে গেছে দিগন্ত পেরিয়ে। ভোরবেলা থেকে হাল লাঙল এবং গোরু নিয়ে একটি-একটি করে চাষী আসে, আপন টুকরো খেতটুকু ঘুরে ঘুরে চাষ করে চলে যায়। এইরকম ভাগ-করা শক্তির যে কতটা অপচয় ঘটে প্রতিদিন সে আমি সচক্ষে দেখেছি। চাষীদের ডেকে যখন সমস্ত জমি একত্র করে কলের লাঙলে চাষ করার সুবিধের কথা বুঝিয়ে বললুম, তারা তখনই সমস্ত মেনে নিলে।''[৫]

আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতির মূল চিত্র হলো কৃষকরা সবসময় দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত। এবং তাদের এ অবস্থা অপরিবর্তনীয়। দরিদ্র ক্রমশ দরিদ্র হচ্ছে এবং ধনীরা ততোধিক ধনী হচ্ছে। এর কারণ বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের ভয়ঙ্কর আগ্রাসন। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন সমবায় পদ্ধতি গড়ে তোলা। তিনি মনে করতেন মানুষ তার কর্মদক্ষতা দিয়ে উৎপাদন ও উপার্জন করতে পারে এবং এর সুফল সম্মিলিতভাবে ভোগ করতে পারে। সমবায়ের পথ হলো সত্য ও ন্যয়ের পথ। একমাত্র সমবায় নীতির মাধ্যমে মানুষ অর্জন করতে পারে তার আত্মসম্মানবোধ ও আত্মবিশ্বাস এবং সমবায়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে অংশীদারিত্ব, পারস্পারিক নির্ভরশীলতা ও ভরসার অর্থনীতি।

মানবিক উন্নয়ন ভাবনা

ইংরেজি 'Development' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো 'উন্নয়ন'। উন্নয়ন শব্দের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে নানা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত উন্নয়ন বলতে একটি রাষ্ট্র বা সমাজের কোন্ অবস্থানকে বুঝায় অথবা এর কোনো পরিমাপক বা মানদণ্ড আছে কিনা তা নিয়ে মতপার্থক্য ঘোচেনি।'উন্নয়ন' শব্দের সজ্ঞা নিয়ে মতপার্থক্যের বিশ্লেষণ আজকের আলোচ্য বিষয় নয়, জমিদার কবি মানবিক উন্নয়ন নিয়ে কি ভাবতেন সে বিষয়ে একটু আলোকপাত করার প্রয়াস এখানে। মানবিক উন্নয়নকে তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, প্রথমে প্রয়োজন মনুষ্যত্বের উন্নয়ন আর মনুষ্যত্বের উন্নয়নের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো সামাজিক, মানবিক ও সামগ্রিক উন্নয়ন।

তৎকালীন ভারতবর্ষীয় সমাজ ছিল দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি ধনিক শ্রেণি, অপরটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। রবীন্দ্রনাথ একটি অংশকে পেছনে ফেলে অপরাংশের উন্নয়নের বিপক্ষে ছিলেন। তাঁর মানবিক উন্নয়ন ধারণাটি ছিল মূলত গ্রামোন্নয়নকেন্দ্রিক। তাঁর গ্রামোন্নয়ন ভাবনাটি ছিল সামগ্রিক উন্নয়ন ভাবনার অংশ। তিনি মনে করতেন, কৃষিভিত্তিক গ্রামের উন্নতি ছাড়া ভারতবর্ষীয় সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

যেহেতু আশি শতাংশ মানুষ ছিল কৃষিজীবি। একদিকে কৃষকসমাজের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে শহরের চাকচিক্যময় সমাজ অপরদিকে প্রান্তিক এই জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার নিম্নমান ও শিক্ষার আলোবঞ্চিত-চিকিৎসা সুবিধাবঞ্চিত-কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও দারিদ্র্যের চাকায় আষ্টেপৃষ্টে নিষ্পেষিত অমানবিক জীবনযন্ত্রণা জমিদার কবিকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এই ভাবনার পেছনে কাজ করেছে তাঁর মানবিক চেতনা। তিনি চির অধিকারবঞ্চিতএই মানুষগুলিকে আত্মশক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার অনুকুলে সেচ্চার ছিলেন। স্বদেশী সমাজ গড়ে তোলা, গ্রাম-গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য তিনি স্কুল নির্মাণ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, সুপেয় জলের জন্য পুকুর খনন, স্যানিটারির সুব্যবস্থা, স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। এসবই ছিল তাঁর সমাজনৈতিক ভাবনার অন্তর্গত মানবিক উন্নয়ন ভাবনা। এ প্রসঙ্গে বলা যায়–

> ''আজ চূড়ান্ত বিচারে মানব উন্নয়ন মানে মানুষের উন্নয়ন, মানুষের জন্য উন্নয়ন এবং মানুষের দ্বারা উন্নয়ন। 'মানুষের উন্নয়ন' বলতে বুঝায় মানব সম্পদ উন্নয়ন, মানব সক্ষমতার বৃদ্ধি ও প্রসার। উন্নয়নের সুফল প্রত্যেক মানুষের জীবনে পৌঁছে দেয়ার অন্য নাম মানুষের জন্য উন্নয়ন। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থেকে শুরু করে সব রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুফল সমাজের প্রতিটি মানুষ যেন ভোগ করতে পারে। মানুষের দ্বারা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণকে বোঝায়। এ অংশগ্রহণ শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যেসব দিক মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে, সে সব দিক নিয়ন্ত্রণ নয় বরং সে দিকগুলোকে প্রয়োজনবোধে প্রভাবিত করার সুযোগ প্রতিটি মানুষের থাকে। তাহলে সে মাত্রিকতাকেই মানুষের দ্বারা উন্নয়ন বলে অভিহিত করা হয়।''[৬]

তাঁর উন্নয়ন ভাবনাগুলো ছিল মানবিক মূল্যবোধভিত্তিক। তিনি মনে করতেন আত্মিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে মানুষের মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয়। কেবলমাত্র বাহ্যিক অবকাঠামোগত উন্নয়নই উন্নয়ন নয়, একটি সমাজের সকল মানুষ যখন তাঁর মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারবে তখনই সে সমাজ উন্নত বলে ধরে নেয়া যাবে।এবং কোনো বিশেষ শ্রেণি নয় উন্নয়নের সুফল প্রতিটি মানুষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়াকে তিনি সামগ্রিক উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রগবেষক অহমদ রফিক বলেন–

> ''মূলত মানবিক বোধে জারিত হওয়ার কারণে রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে এমন কথা ভাবতে ও বলতে পেরেছিলেন যে 'শ্রেষ্ঠত্বের উৎকর্ষে সকল মানুষের সমান অধিকার। গ্রামে গ্রামে আজ মানুষকে সেই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে'। বহুকাল পূর্বে মানবাধিকার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এ উচ্চারণ আজকের মানবাধিকার কর্মীর কথা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় যে আজকালকার মানবাধিকার আন্দোলন প্রধানত নগরকেন্দ্রিক, শিক্ষিত শ্রেণীভিত্তিক, সামান্যই গ্রামভিত্তিক। রবীন্দ্রচেতনা মানবিকতার গুণে ঋদ্ধ ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ স্বশ্রেণী থেকে বিত্তবান বা মধ্যশ্রেণীর চরিত্র উন্মোচন করতে দ্বিধা করেননি, বিশেষ করে অর্থনৈতিক–সামাজিক প্রেক্ষাপটে। শ্রমজীবী মানুষজন থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর শোষণ তার কাছে অমানবিক বলে মনে হয়েছে। গ্রামীণ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি শুধু কৃষকের অর্থনৈতিক সমস্যাই অনুধাবন করেননি, লক্ষ করেছেন গ্রামে গ্রামে জমিদার-মহাজন শ্রেণীর বাইরেও মধ্যস্বত্বভোগীদের অস্তিত্ব।''[৭]

মানবিক উন্নয়ন ও আত্মিক উন্নয়ন ওতপ্রোত। আত্মিক উন্নয়ন না ঘটলে মানুষ ক্রমশ হয়ে পড়ে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর। তখন তার নৈকিতার পথচ্যুতি ঘটে এবং হিতাহিত জ্ঞানশুন্য হয়ে যে কোনো ধরণের অন্ধকার পথ বেছে নিতে দ্বীধাবোধ করে না। সমাজে সৃস্টি হয় নানারকমের হানাহানি, মানুষে মানুষে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এককথায় সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং সুস্থ ও সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থায়

চরম বিপর্যয় ঘটে। বিশ্বজুড়ে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে এ অবস্থার একটি করুণ চিত্র পরিদৃষ্ট হয়।

ক্ষুদ্রঋণ ভাবনা

পল্লী উন্নয়ন ভাবনার একটি অংশ হলো জমিদার কবি রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্রঋণ ভাবনা। তিনি মনেপ্রাণে ধারণ করেছিলেন যে কৃষিপ্রধান এদেশে কৃষির উন্নয়ন ব্যতিত সামগ্রিক সমাজকাঠামোর উন্নয়ন সম্ভব নয়। পৈত্রিক জমিদারি ভাগাভাগির পর তাঁর ভাগে পড়ে পতিসরের কালিগ্রাম পরগনার জমিদারি দেখভালের দায়িত্ব যেখানকার আশি ভাগ প্রজা ছিল মুসলিম এবং তারা ছিল কৃষিজীবী। এক ফসলী জমি ছিল অনুর্বর। উপর্যুপরি যে বছর বন্যা বা খরা হত সে বছর কৃষকের দঃখের অন্ত ছিল না। পাশাপাশি জমির খাজনা মেটাতে তাদেরকে উচ্চসুদে মহাজনের দারস্থ হতে হতো। কৃষকের জীবনে নেমে আসত চরম বিপর্যয়। প্রজাদরদী জমিদার কবি কৃষকের এই দুঃখ-দুর্দশা অবলোকন করে পতিসরে একটি কৃষিব্যাংক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নলেন। প্রথাসিদ্ধ অন্যান্য জমিদারদের মতো তিনি কুঠিবাড়িতে বসে প্রজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে খুব কাছাকাছি গিয়ে তাদের দুরবস্থার কথা জেনে নিতেন। প্রজাদের ও গ্রামের হতশ্রী অবস্থা সরেজমিনে অবলোকন করে অনুভূতিপ্রবণ ও সংবেদনশীল কবি মর্মাহত হন এবং তাদের ঋণজর্জরিত জীবনের নাগপাশ থেকে মুক্তিদানের জন্য কৃষিব্যাংক স্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে আহমদ রফিক লিখেছেন–

> ''আর ঋণ জর্জরিত কৃষককুলকে মহাজনের হাতে থেকে রক্ষা করার জন্য ধারদেনা করে স্থাপন করেছিলেন সমবায়ভিত্তিক 'কালিগ্রাম কৃষি ব্যাংক' (১৯০৫)। এর সুফল দুস্থ গ্রামীণ কৃষকদের ঘরে ঘরে পৌঁছেছিল যে জন্য শোষক মহাজনদের শেষ পর্যন্ত এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হয়।''[৮]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নোবেল পুরস্কারের সম্পূর্ণ অর্থ দিয়ে কৃষি ব্যাংকটি স্থাপন করেছিলেন বটে কিন্তু পরবর্তীতে ব্যাংকটি বন্ধ হয়ে যায় নানা কারণে। বার্ষিক শতকরা মাত্র ১২ টাকা হারে ঋণ দেয়া হতো এই কৃষিব্যাংক থেকে। পতিসরে ব্যাংক স্থাপনের পূর্বে তিনি শিলাইদহে একটি সমবায়ভিত্তিক কৃষিব্যাংক স্থাপন করেছিলেন বলে অপর একটি তথ্যমতে জানা যায়।

শহর ও গ্রামকেন্দ্রিক দারিদ্র্য বৈষম্য অতীতে যেমন ছিল বর্তমানের চিত্র আরো ভয়াবহ যা থেকে আমাদের সমাজকাঠামোর মুক্তি ঘটেনি আজো অবধি। কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এলিট শ্রেণি কর্তৃক কৃষকসমাজকে স্বল্প মজুরির দ্বারা শ্রম শোষণ। বর্তমান আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ব্যাংকগুলোর উদ্দেশ্য ক্ষুদ্রঋণদানের মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষকদের দারিদ্র্য দূরীকরণে সহযোগিতা করা। আহমদ রফিকের ভাষায়–

> ''বাংলাদেশের মোটামুটি হিসাবে প্রায় ১৩,০০০ বেসরকারি সংস্থা তথা এনজিও গ্রামাঞ্চলে রয়েছে। . . . সন্দেহ নেই গ্রামীণ অর্থনীতিতে আয়ের ব্যবস্থা করতে, উপার্জন ক্ষমতা বাড়াতে দুঃস্থদের জন্য এ ধরণের প্রকল্পের গুরুত্ব যথেষ্ট–বিশেষ করে ভূমিহীন শ্রমজীবী মানুষ, সহায়হীন বিধবা গ্রামীণ মহিলা এবং অনুরূপ ক্ষেত্রের দুঃস্থ মানুষের জন্য। . . . কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার অর্থনৈতিক সফলতা নিশ্চিত করতে হলে একাধিক শর্তের বাস্তবায়ন অপরিহার্য। যেমন নিয়মিত ঋণদান পদ্ধতি, ঋণের প্রয়োজন–নির্ভর পরিমাণ, সময় মতো ঋণদান এবং ঋণ পরিশোধের সহায়ক শর্তাবলী ও সুদের পরিশোধযোগ্য হার। তা না হলে ঋণদান অর্থহীন হয়ে ওঠে এই অর্থে যে এতে ঋণগ্রহীতার আর্থিক উন্নতি সম্ভব হয় না। ফলে এর প্রতিক্রিয়া হয়ে ওঠে বিপরীত। এমন কি ঋণ বিনিয়োগের পরিবর্তে জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক খরচ মেটাতে ব্যবহৃত হয়ে

যায়। তখন ঋণ অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের বদলে গ্রহীতার জন্য গলার ফাঁস হয়ে ওঠে। ক্ষেত্র বিশেষে এর পরিণাম হতে পারে মর্মান্তিক।"[৯]

বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কৃষকের দারিদ্র্য বিমোচনে যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে তা এত বেশি কঠিন শর্তযুক্ত থাকে যে তাতে কৃষকের কল্যাণ বেশি নাকি ব্যাংকের কল্যাণ বেশি হয় তা ভেবে দেখার বিষয়।

সাম্য ভাবনা

সময়ের দাবির সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি বাড়ছে একইসঙ্গে দারিদ্র্যেরও হার ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এবং বাড়ছে শ্রেণিবৈষম্য। ধনীরা ক্রমশ ধনী হচ্ছে আর দরিদ্ররা হচ্ছে দরিদ্রতর। পল্লীর মানুষের জীবনযাত্রা খুব নিকট থেকে দেখার কারণে তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল শ্রেনিবৈষম্যের প্রকৃত চিত্রটি। ধন-সম্পদ যখন একটি শ্রেণির হাতে পুঞ্জিভুত হতে শুরু করে তখন তাদের মাঝে একধরনের লিপ্সা তৈরি হয়। তিনি ধনীর সম্পদ কেড়ে দরিদ্রদের মাঝে বন্টনের যে সাম্যবাদ, তার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি মনে করতেন উন্নয়ন ও সুবিধা সকলে যেন ভোগ করতে পারে অর্থাৎ ভাগাভাগির আর্থ-সমাজ ব্যবস্থা। তিনি স্বর্থপরের মতো কোনোকিছু একা ভোগের বিপক্ষে ছিলেন। সামন্তবাদী এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর ভেতরে বাস করত এক মূর্তিমান মনবিক মানুষ যা তাঁকে ভাবতে শিখিয়েছিল শ্রেণীবৈষম্য একটি সমাজকাঠামোতে অসন্তোষের আগুনের উৎপত্তি ঘটায়। তিনি সুখ–দুঃখের ভাগাভাগির অর্থনীতিতে বিশ্বাস করতেন, অন্যকে পেছনে ফেলে একা ভোগ করার বিরোধী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য–

> ''আমাদের দেশে কলার পাতায় খাওয়া তো কোনো দিন লজ্জাকর ছিল না, একলা খাওয়াই লজ্জাকর; সেই লজ্জা কি আমরা ফিরিয়া পাইব না? আমরা কি আজ সমস্ত দেশকে পরিবেশন করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য নিজের কোনো আরাম কোনো আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে পারিব না? একদিন যাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই সহজ ছিল তাহা কি আমাদের পক্ষে আজ একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে?''[১০]

সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে মার্কসের মতবাদ থেকে রবীন্দ্রনাথ একটু ভিন্নমত পোষণ করতেন। মার্কস সর্বশ্রেণির সকল পেশার সমন্বয়ে গঠিত স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজকাঠামোর কথা বলেছেন তিনি সামাজিক বৈষম্যকে ভেঙ্গে ফেলে তিনি নতুন সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলেছেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সমাজের মূল কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটানোর কথা। সাম্যবাদী সমাজগঠনে রবীন্দ্রনাথ মার্কীয় মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নি। আহমদ রফিক বলেন–

> ''. . . কিন্তু মার্কসবাদীদের সঙ্গে রবীন্দ্রচিন্তার পার্থক্য বিষয়টির চরিত্র অনুধাবন সত্ত্বেও এর ব্যবহারিক কার্যক্রমে ভিন্নতা। শ্রমের শক্তি ও শ্রমিককে শোষণ সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা স্বচ্ছ, সেখানে রাখঢাক কিছু ছিল না। শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণীসংগ্রামের পথ না-ধরা সত্ত্বেও নীতিগত দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক ভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রভাবনার মৌলিক পার্থক্য বড় একটা লক্ষ্য করা যায় না। শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ধনী কর্তৃক শ্রমশক্তি শোষণের দিকটাও রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি সামন্ততান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলার সংগ্রামী পথ না ধরে গ্রামের জনশক্তিকে সংহত ও সংগঠিত করে তাদের অর্তনৈতিক উন্নয়নের সংস্কারমূলক চেষ্টা চালিয়েছেন। আর এ প্রচেষ্টায় তাঁর প্রধান নীতিগত অবলম্বন ছিল সমবায় ব্যবস্থা।''[১১]

তাঁর গ্রামোন্নয়ন ভাববনা ছিল একটি সাম্যবাদী অর্থনৈতিক মডেল। জনদরদী এই কবি অপরিসীম মমতা দিয়ে তিনি পল্লীর মানুষের দুঃখ–কষ্টের চাকায় নিস্পেষিত জীবন অবলোকন করে তাদের প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন এবং একটি সুশৃঙ্খল সমাজকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছিলেন।

দারিদ্র্য ভাবনা

দারিদ্র্য প্রতিটি সমাজের অবয়বে অংকিত এক দুষ্ট ক্ষত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ দারিদ্র্য থেকে মুক্তির নানা দাওয়াই দিয়েছেন কিন্তু কোনো সমাজই দারিদ্র্যমুক্ত হয় নি। এ পর্যন্ত কোনো সমাজ থেকে চিরস্থায়ীরূপে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হয়নি। প্রত্যেক সমাজে ধনী এবং দরিদ্র দুটি শ্রেণির পাশাপাশি অবস্থান বিরাজমান। ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে কারণ দরিদ্রের উপার্জনের পথ থাকে রুদ্ধ। তারা এই দারিদ্র্যকে নিয়তি মেনে নিয়ে দারিদ্র্যের দাসত্ব করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন ভারতবর্ষীয় সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির দারিদ্র্যমুক্তির পথ খুঁজে ফিরেছেন। তাঁর মননে, কর্মে, কথায়,উদ্যোগে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে পল্লীর দরিদ্র্য মানুষের হতাশা দুর্ভোগ ও তাদের দারিদ্র্যমুক্তির কথা। এসব হতদরিদ্র মানুষদেরকে তিনি বোঝাতে পেরেছিলেন মানুষ নিজেই তার ভাগ্যবিধাতা। সুতরাং তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন আনতে হলে প্রথমে মানসিকতার পরিবর্তন এনে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। অর্থাৎ আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে হবে। তিনি মনে করতেন প্রত্যেক মানুষ এক অফুরন্ত শক্তির আধার যে শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সে আপন ভাগ্য বদদলাতে পারে। এই উপমহাদেশের দরিদ্র্য পল্লীর এসব মানুষের দারিদ্র্যমুক্তি জন্য তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। এ ব্যাপারে তাঁর ভাবনা ছিল সুদূরপ্রসারী, প্রযুক্তিনির্ভর ও যুগান্তকারী। সামগ্রীক আর্থ-সামাজিক কাঠামো নিয়ে তৎকালীন মানুষ যা ভাবতে পারেনি তিনি তখনই তার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন। গতানুগতিক কৃষিব্যবস্থার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে উন্নত যান্ত্রিক চাষপদ্ধতি ব্যবহার করে উৎপাদন ও আয় বাড়িয়ে দারিদ্র্য থেকে মুক্তির যে পথ তা তিনি কৃষককে বাতলে দেন। উন্নত কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের পাশাপাশি তিনি শ্রীনিকেতনে বাটিক, সিরামিক ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকদের আর্থিকভাবে সহায়তা করেন। এছাড়া ধানভানা কল, আখচাষ, তাঁতশিল্প, রেশমশিল্প, আখমাড়াই কল, হাঁস-মুরগির খামার, বেত ও বাঁশশিল্প, মৃৎশিল্প, ছাতা তৈরি, ভুট্টাচাষ, আলুচাষের মাধ্যমে ইত্যাদি বিকল্প উপার্জনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এভাবে পল্লীর হতদরিদ্র্য মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে। আহমদ রফিকের মতে–

> ''দরিদ্র গ্রামবাসীদের জন্য নতুন নতুন অর্থকরী দিক খুলে দেয়ার চেষ্টা ছিল রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কখনো কৃষিক্ষেত্রে গতানুগতিক চাষাবাদের বাইরে নতুন কোনো ফসল ফলানোর চিন্তা নিয়ে মেতে উঠেছেন। শুধু চিন্তাই নয় হাতেকলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সেসবের সম্ভাবনা মূল্যায়ন করেছেন। যেমন রেশম চাষ তেমনি পতিসরের শুকনো মাটিতে গোলআলু চাষের কথাও ভেবেছেন। এদেশে তখনো আলু চাষের রেওয়াজ হয়নি।''[১২]

দারিদ্র্য মানুষের জীবনে বহুমূখী সমস্যার সৃস্টি করে এবং সহজ-সরল-স্বভাবিক জীবনের পথ রুদ্ধ করে দেয়। নিশ্চল করে তোলে উন্নয়নের স্বভাবিক গতিকে। দারিদ্র্য, হতাশা, অশিক্ষা, কুসংস্কার পরস্পর সমান্তরালে গতিময় হয়ে ওঠে। সুতরাং দারিদ্র্য পরিবেষ্টিত সংস্কৃতিবিহীন এরূপ সমাজকাঠমোর উন্নয়ন আশাতীত। তিনি মনে করতেন, মানুষের জন্য মানুষ এই কথাটি যতদিন মানুষ উপলব্ধি করতে না

পারবে ততদিন সমাজের উন্নয়ন সুদূরপরাহত। দুর্নীতি, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার অভাব একটি সমাজকাঠামোকে বিকল সমাজে রূপান্তরিত করে এবং সেখানে দারিদ্র্য চিরস্থায়ী রূপ লাভ করে। এপ্রসঙ্গে আতিউর রহমান বলেন–

> ''দারিদ্র্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে মানুষের মনের দৈন্যকে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে অন্যায় ও পার্থিব দারিদ্র্যের চেয়েও বহুগুণ নিকৃষ্ট হল জনগণের ভেতরের নিরাশা। আর সেকারণেই যথোচিত মানসিক প্রবণতা তৈরির বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাই অনুভব করেছেন যে গরিবদের সমবেত হতে হবে, জোট বাঁধতে হবে। একা একা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে জেতা যাবেনা। বাইরে থেকে এসেও কেউ গরিবের দুঃখ বঞ্চনা দূর করতে পারবে না। ভেতর থেকেই তা দূর করতে হবে।''[১৩]

দারিদ্র্য আমাদের জীবনের এক দুষ্ট ক্ষত। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ভাবনা ভেবেছেন। শুধু ভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি তিনি, বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন বাস্তবায়ণ করেছেন। দারিদ্র্য দুরীকরণে রবীন্দ্রন্দ্রনাথের এসব ভাবনা কালোত্তীর্ণ যার গ্রহনযোগ্যতা আজো আমাদের সমাজে স্বীকৃত এবং অনুকরণীয়। দারিদ্র্য দূরীকরণে তিনি সমবায়নীতির ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। একমাত্র দৃঢ়চেতা, সৎ, মানুষই পারে মানুষের ভেতরের আত্মবিশ্বাসী মানুষকে জাগিয়ে তুলতে, যিনি হবেন সমাজ প্রবর্তক ও পরিবর্তক এবং তাঁর দ্বারাই সমাজ ও রাষ্ট্র হবে চিরদারিদ্র্যমুক্ত যুগে যুগে সমাজে এমন প্রতিনিধি ছিল তাঁর প্রত্যাশা।

শিক্ষা ভাবনা

প্রাচীন ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকে শুরু করে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল একটি নাগরিক সমাজ গড়ে তোলা, যারা দাসত্ব করবে ঔপনিবেশিক প্রভুদের। পরবর্তীকালে একই ধারাবাহিকতায় কেরানী বাহিনী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। এমতাবস্থায় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা ছিল এক নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী প্রক্রিয়া। তাঁর মতে কেরাণী সৃষ্টি নয়, মানুষ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আত্মচেতনার বিকাশ শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। স্বশিক্ষিত রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন কিভাবে বাঙালী সমাজকে শিক্ষার মাধ্যমে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং শোষণ করা হচ্ছে। তাই তিনি বাংলভাষার আলোকে এই জাতিকে একটি স্বাধীন জাতি হিসাবে গড়ে তোলার জন্য নতুন করে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজাবার কথা ভাবেন। এবং সমাজের তরুণদের প্রতি নিজেদের শেকড় ও ঐতিহ্যের সন্ধানের জন্য আহবান জানান।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের মধ্যে তিনটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ভাববাদী, প্রকৃতিবাদী এবং প্রয়োগবাদী। তাঁর শিক্ষাভাবনার একটি চিত্র পাওয়া যায় তাঁর 'লক্ষ্য ও শিক্ষা' প্রবন্ধে–

> ''তুমি কেরানীর চেয়ে বড়ো, ডেপুটি-মুন্সেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ণষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনোক্রমে ইস্কুল-মাস্টারি পর্যন্ত ইড়িয়া তাহার পর পেন্সনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে, এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা–এই কথাটি আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মূঢ়তা। আমাদের সমাজে এ কথা আমাদিগকে বোঝায় না, আমাদের ইস্কুলেও এ শিক্ষা নাই।''[১৪]

তাঁর মতে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা হলো প্রকৃতি থেকে মানুষের বিচ্ছিন্নতা। তিনি বিশ্বাস

করতেন, প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে রয়েছে নিবিড় বন্ধনের একাত্মতা। তাই তিনি প্রকৃতি সমৃদ্ধ শান্তিনিকেতনকে বেছে নিয়েছিলেন শিক্ষালয়ের উপযুক্ত স্থান হিসেবে। তাঁর শিক্ষাচিন্তায় বিদেশী কোনো ভাবনা অনুকরণ করার প্রয়াস ছিল না। কেবলমাত্র বাঙালী সংস্কৃতিতে তিনি গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে তাঁর শিক্ষাভাবনায় সম্পূর্ণভাবে বাঙালী চেতনার প্রতিফলন ঘটলেও প্রাচ্য থেকে আগত বিজ্ঞান শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বয় ঘটান। একইসঙ্গে মানবচেতনা তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় সংযোজিত করেছে ঐক্য, সংহতি ও সাম্যের সংমিশ্রণ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৌন্দর্যের উপাসক। তাঁর মতে, শিক্ষাব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থীর মাঝে সৌন্দর্যচেতনার উন্মেষ ঘটে। তিনি নারীশিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর শিক্ষাদর্শনের অন্যতম অনুসঙ্গ ছিল নারীশিক্ষা ও শিশুশিক্ষা। শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে কোনো প্রশ্নকে তিনি আপত্তিকর বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষাব্যবস্থা এমন হতে হতে হবে যা মানুষের জীবনঘনিষ্ট। এ প্রসঙ্গে আতিউর রহমান বলেন–

> ''শিক্ষাপ্রণালী কেমন হওয়া উচিত–এ প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছে। কেননা জীবন আর শিক্ষা ভিন্ন ভিন্ন জিনিস নয়। মূলত: জীবনচলার জন্যে, সুন্দর ক'রে বাঁচার জন্যে মানুষের শিক্ষার প্রয়োজন হয়। শিক্ষা তাই জীবনবিচ্ছিন্ন কোনো প্রস্তাবনা হতে পারে না।''[১৫]

শেষ কথা

রবীন্দ্রনাথ একজন শুদ্ধ কবি হয়েও মানবসমাজের এমন কোনো দিক নেই যেদিকটাতে তাঁর ভাবনার স্পর্শ পায়নি। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন দার্শণিক ভাববাদী অপরদিকে ছিলেন জীবনবাদী। আধ্যাত্মবাদের সঙ্গে জীবনবাদের সমন্বিত রূপের মাঝে নিহিত রয়েছে তাঁর ভাবনাগুলোর প্রকাশ অর্থাৎ সমাজের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক পদক্ষেপ। মানবকল্যাণচেতনা সমৃদ্ধ এই কবির লেখায়-মননে-কর্মে লাঞ্ছিত-বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের কথা উঠে এসেছে পুনঃপুনঃ। তাঁর সাহিত্য ও কর্মসাধণায় মানুষের প্রতি যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাসের হাত থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা ছিল। তিনি মনে করতেন, মোহমুক্তবুদ্ধি, সংকীর্ণ নিষেধের শাসন থেকে মুক্তি এবং অনৈক্যবোধ থেকে মুক্তির মাধ্যমে মানুষের জাগরণ ঘটে। দীর্ঘজীবনব্যাপী তিনি প্রতিটি সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনায় আলোড়িত হয়েছেন এবং কোনো কোনো ঘটনার সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্টতা ছিল প্রত্যক্ষ। মানুষের প্রতি, জীবের প্রতি গভীর মমত্ববোধ, সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ তাঁর জীবনাদর্শের মূল বক্তব্য। বাঙালী সংস্কৃতির রূপকার রবীন্দ্রনাথ আমাদের চিরকালের অহংঙ্কার। উপমহাদেশে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাঁর জীবনাদর্শ আমাদের এক পরম নির্ভরতা। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে আমাদের সমাজে রবীন্দ্রনাথের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা ইতিবাচক। কোনো কোনো মহলের বিতর্ক, বিরোধিতা সত্বেও রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন, তাঁর আর্থ-সামাজিক ভাবনার প্রতিফলন হয়ে উঠেছে চিরন্তন।

তথ্যসূত্র

১. মুখোপধ্যায়, প্রভাতকুমার (২০০৭)। রবিজীবনী। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। ৫ম খণ্ড: পৃঃ ২৯১-২।

২. মুখোপধ্যায়, শিশির (২০১০)। *শ্রীনিকেতন: রবীন্দ্রনাথের পল্লিসংগঠন ও কৃষিচিন্তার জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান*। তপনকুমার সোম সম্পাঃ *রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন*। কলকাতা: দীপ প্রকাশন। পৃঃ ৪৬২।

৩. আহমদ রফিক (২০১১)। নানা আলোয় রবীন্দ্রনাথ। ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ। ১ম খণ্ড: পৃঃ ৪৬৭।

৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সমবায়নীতি-১*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*। কলকাতা: বিশ্বভারতী। ১৪শ খণ্ড: পৃঃ ৩১৩।

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রাশিয়ার চিঠি*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, কলকাতা: বিশ্বভারতী। ১০ম খণ্ড: পৃঃ ৫৬২-৩।

৬. বাদল কুমার ঘোষ (১৪০৬ বাং)। *বিকল্প উন্নয়ন দর্শন; রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তার আলোকে। বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা।* ঢাকা: বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বার্ষিক সংখ্যা: পৃঃ ১৬৮

৭. আহমদ রফিক (১৯৯৮)। *রবীন্দ্রভূবনে পতিসর*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ। পৃঃ ১৮৫-৬।

৮. আহমদ রফিক (২০১১)। নানা আলোয় রবীন্দ্রনাথ। ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ। ১ম খণ্ড: পৃঃ ৪৬৯।

৯. আহমদ রফিক (২০১১)। নানা আলোয় রবীন্দ্রনাথ। ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ। ১ম খণ্ড: পৃঃ ২০৩।

১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৯৩ বাং)। রবীন্দ্র রচনাবলী। কলকাতা: বিশ্বভারতী। ২য় খণ্ড: পৃঃ ৬২৪।

১১. আহমদ রফিক। প্রাগুক্ত। পৃঃ ১৬৪।

১২. উপর্যুক্ত। পৃঃ ৭৫।

১৩. আতিউর রহমান (২০০৪)। *রবীন্দ্র চিন্তায় দারিদ্র্য ও প্রগতি*। ঢাকা: উৎস প্রকাশন। পৃঃ ৬৯।

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *লক্ষ্য ও শিক্ষা*; রবীন্দ্র রচনাবলী। কলকাতা: বিশ্বভারতী। ত্রয়োদশ খণ্ড: পৃ:৭০০।

১৫. আতিউর রহমান (২০০৮)। রবীন্দ্রভাবনায় সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি। ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন। পৃ:১০৯।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Birth-Philosophy of Bangladesh and Future of Bangladesh: A Study Towards Building a Welfare State

Kalyankar Mistry*

Abstract

This paper believes that the birth of Bangladesh was possible due to Bangali nationalism, secularism, and a strong aspiration for establishing a welfare state free from poverty, misrule, injustice, social deprivation, and discrimination. But the independent Bangladesh denied to establish the "Birth-Philosophy of Bangladesh (BPB)" as such the post-independence crises were risen and thus Bangladesh could not proceed towards her final destination of building a welfare state. This paper argues that growth of GDP and GNI will have little impact in attaining the sustainable development and establishing democracy for ensuring peace in society until the "Birth-Philosophy of Bangladesh (BPB)" is materialized and practiced dully in every stage of our social and national life. In this perspective, in the eyes of a young Bangladeshi, the future of Bangladesh has been drawn and the Kalyan's State Vision (KSV) based on the "Birth-Philosophy of Bangladesh (BPB)" is presented to the nation.

Key Words: *Birth-Philosophy of Bangladesh (BPB), poverty, deprivation, discrimination, sustainable development, Bangali Cultural-Civilization, Bangali nationalism, Secularism, Democracy, Welfare State.*

---

* Ph. D. Researcher, DU & Deputy Manager (Administration), Bangladesh Chemical Industries Corporation (BCIC), Ministry of Industries, Dhaka. Mail: kalyan2025@yahoo.com

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

1. Keeping Eyes on the Future

The 21st century Bangladesh has made its people disappointed and insecure as unrest and uncertainty prevailing in the fields of politics, economy, development, education, governance, and other social and national sectors that are always keeping the people very anxious and unhappy leading them to be afraid in thinking about the future of Bangladesh. No one knows where our country goes. But we have to know where Bangladesh is going, because we love Bangladesh; we live in Bangladesh; we have only one Bangladesh and we got this Bangladesh at the cost of a sea of blood. Our life and future of Bangladesh are inseparable. The 'Birth-Philosophy of Bangladesh' was to build a democratic, developed and secular state free from poverty, social injustice, discrimination and deprivation, and any kind of injustice based on ethnic background. Bangladesh could be a middle-income country 20 years ago if the "Birth-Philosophy of Bangladesh (BPB)" was dully established in our social and national life. The 'Birth-Philosophy of Bangladesh' should have been the foundation of the philosophy of development. The authority of Bangladesh failed to perceive this truth. Even after 43 years of independence, this truth needs to be perceived in order to restart the journey of establishing the 'Birth-Philosophy of Bangladesh'. Because, Bangladesh cannot deny to establish her 'Birth-Philosophy'. The starting of this millennium should have been the celebration year for Bangladesh as a poverty and illiteracy free country, but even after one and half decade of that, Bangladesh is still planning for becoming a middle-income country in 2021. After crossing the 43rd anniversary of independence, Bangladesh has to face the most crucial question of what is the future of Bangladesh. What will be the answer to this question? No one knows! These feelings have led a young Bangladeshi to draw the future of Bangladesh based on the study of time.

1.1 Key Components of Birth-Philosophy of Bangladesh (BPB)

1. Bangali Cultural-Civilization, Nationalism and Secularism
2. Discrimination and Deprivation Free Governance
3. Economic Freedom and Poverty Free Country
4. Ensuring Basic Rights of People
5. Cravings for a Welfare State

1.1.1. BPB: A Brief Explanation

The tyranny of the Pakistani ruler made the people of this region adamant to making an independent state where there would be no misrule, no discrimination, no social deprivation, and no social injustice. This nation strongly hoped to

establish a welfare state for themselves and their future generation. '1947' was the biggest mistake of Indian political history that created scope of destroying the Bangali cultural-civilization, nationalism, secularism and peaceful social life. '1971' was the best time for the Bangali nation to correct that mistake and to establish an independent state based on Bangali cultural-civilization, Bangali nationalism, and secularism. In 1971, the Bangali nation unanimously decided their final destination of building a welfare state where there will be no misrule, no discrimination and deprivation, no poverty, no fanatics, and no violation of human rights. The common people who carried unfortunate luck ages after ages, at least, hoped this. In 1971 this nation also settled the key principles of governing the country— Bangali nationalism, democracy, secularism and socialism which were the four foundations of the constitution of the People's Republic of Bangladesh. This philosophy is called the "Birth-Philosophy of Bangladesh (BPB)". But the reality is that the dream of the Bangali nation was not fulfilled. Before completion of one decade as an independent state, Bangladesh went away from her "birth-philosophy" and stood against it. From then, Bangladesh lost the way. It might be true that by going away from her birth-philosophy, Bangladesh killed her own dream and promise that once Bangladesh had. It might also be true that by doing these, Bangladesh killed her bright future. It was just a suicidal act for Bangladesh.

1.2 The Constitution Admits BPB

The constitution of the People's Republic of Bangladesh proclaimed in 1972 in the light of the values and principles of great liberation war offers all the necessary directions for building a democratic, egalitarian, and secular welfare-state. The constitution of 1972 could be the guideline for us in building a just society. One thing should be clear to all that the liberation war'1971 gave birth to our independent Bangladesh. So liberation war and its values should never be a matter of negligence. Some articles are quoted here from the constitution of Bangladesh. Seventh Schedule [Article 150 (2)]-The proclamation of Independence. It reads: "—— In order to ensure for the people of Bangladesh, equality, human dignity and social justice."[1] In the preamble of the constitution, it is said, "Further pledging that, it shall be a fundamental aim of the state to realize through the democratic process a socialist society, free from exploitation, a society in which the rule of law, fundamental human rights and freedom, equality and justice, political, economic and social, will be secured for all citizens."[2] Regarding fundamental rights, Article 27 states, "All citizens are equal before law and are entitled to equal protection of law."[3] Article 28.(1) states, "The

State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth."[4] Article 29.(1) states,"There shall be equality of opportunity for all citizens in respect of employment or office in the service of the Republic."[5] Article 29.(2) states," No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth, be ineligible for, or discriminated against in respect of, any employment or office in the service of the Republic."[6] However, the constitution of Bangladesh declares that the people are the source of all power. In reality, it is just a mockery.

2. People's TTQ and TTCP

People of today's Bangladesh who are supposed to be the owner of the country as enshrined in the Article 7 of the constitution of the People's Republic of Bangladesh, have some questions but answers are not found. People are much more anxious about those questions. What are these questions and concerned issues? These are presented here under the headline of "Top Ten Questions (TTQ)" and "Top Ten Concern of People (TTCP)" respectively.

2.1.1 TTQ

Q1. When will the political violence be stopped?

Q2. Is there any possibility of eradicating corruption from this country?

Q3. When will patriotism and nationalism lead our political leadership?

Q4. When will stop all sort of *mastani*, *Todbir*, extortion in the name of politics?

Q5. When will law and order be maintained impartially?

Q6. When will the law enforcing agencies not be used in favor of influential leaders and high officials?

Q7. When will the highway and city's road be free of traffic jam and accident?

Q8. When will the common people be treated as honorable citizens of the country by the authority?

Q9. When will all efforts of the government be invested in protecting the people's interest and right instead of violating?

Q10. When will the common people think of the government as their friend?

2.2 Top Ten Concerns of People (TTCP)

There are some identified issues that are randomly interrupting the smooth process of civic life as well as standing as obstacles to sustainable development

of the country. Moreover, crisis of development is mainly circled with these issues which are called 'TTCP'.

2.2.1 TTCP

1. Political conflicts
2. Corruption
3. Political *mastani*, extortion
4. Traffic jam
5. Road accident
6. Prices of essentials
7. Power and electricity
8. Law and order
9. Black money and *Todbir* (Illegal persuasion)
10. Social injustice

Probably TTCP covers all issues that have already made this nation very helpless and unable to dream for a good day in near future. Ashraf Chowdhury gave evidence, "——- Social instability caused by corruption, cheating, extortion of money, robbery, abduction, eviction, violence at meeting, processions, etc and other organized crimes are important components of daily news of the local dailies in recent years."[7] It is observed that the electronic and print media are very much busy to cover the news related the 'TTCP'. The large portion of the newspaper pages are occupied by the TTQ and TTCP issues. People want the answers to the questions raised in TTQ but they are not getting any. They feel helpless, sometime they feel as betrayed when any elected government forgets the promises pledged to their voters before election.

3. Experts Remarks on Bangladesh's Future

Some renowned experts and institutions of the country made attempts to draw the picture of future Bangladesh in 1995, 2000 and 2010. A revisit to that is as follows:

a. Eminent writer Abul Monsur Ahmad told us his own thoughts about this country, its independence and people. He wrote, "In my childhood, I saw the downtrodden's poverty and their illiteracy. A handful rich people tortured them and now I see, no change has occurred. —— The soil of the country has become independent, but the owner of the soil could not be."[8]

b. 1974: The Bangla version of Plato's Republic translated by National Professor Sardar Fazlul Karim (1925-2014) was published in 1974. He wrote in 'dedication

note' of the book: "By observing the whole society, the situation of social, political and especially prevailing situation in the field of study of knowledge inspired me to dedicate:

"In Bangladesh of 1974
Even then those who study the knowledge
And believe in rationale
For them."[9]

In 1982, he wrote his preface for 2nd edition of the same book, after 8 years of its first publication, "At present in all spheres of our life, instead of decreasing, crisis is increased. For this reason the essence of the dedication note remains the same."[10] Prof. Sardar Fazlul Karim found the situation of the country unchanged both in 1974 and 1982 that could not encouraged him to think himself happy.

c. 1995: In 1995 Musharraf Hossain (Professor, Department of Economics, DU) and Selina Jahan (Associate Professor Department of Economics, DU) jointly wrote an article in Bangla entitled "Bangladesh of 2000" (*Duihazar saler* Bangladesh) which was published in Bangladesh Journal of Political Economy. The writers analyzed the key issues related to development of the country including political, social and international and economical condition etc. In conclusion, they wrote, "The picture of 2000 was horrible, in next 15 years, we will have an unfriendly international environment, state machinery will not be people-oriented, there will be broader disparity in social issues, socio-economic ...that is directly related to development that we will have in 2000, might not be development-oriented."[11] In 1995, those were their predictions regarding "Bangladesh of 2000". We crossed 2000 13 years ago. We are the finest witnesses to the changes in the last 13 years.

d. 2000: On the eve of the new millennium, the University of Dhaka, the highest learning institute of the land, published a book named 'Bangladesh in the New Millennium'[12] edited by Prof. Abul Kalam (Department of International Relations). In this book, there are some articles written by some professors, experts of respective areas, emphasizing those issues that might happen to Bangladesh in the new millennium. What those professors of the highest educational institution wrote about the future of the country is very important. They predicted about some issues related to development, democracy, society, international relations etc ahead of new millennium. Those were 13 years ago. The areas that were needed to be addressed for the improvement, but after 13 years, substantive changes are not visible.

e. At the threshold of the millennium Prof. Rehman Sobhan expressed his observations regarding the overall situation of Bangladesh. His view "As Bangladeshi nears into the new millennium it may be categorized as a land of unfulfilled promise. It was not always seen as a land of promises, even though promises were made, but quite often they remained unfulfilled. ——The country's adverse demography, hostile natural environment, un-diversified economic structure, extraordinary degree of external dependence and unstable political history contained the necessary ingredients of a failed state. ....At the dawn of the new millennium Bangladesh has established that there are areas where adversity can be, and has been, transformed into opportunity which could point to a promising future."[13]

f. A letter entitled 'Vision of the Young' written by this writer which was published in the Daily Star in January 1997.

It reads, "I enjoyed The Daily Star seminar 'Vision of the Young' on 13 January'97. I want to thank The Daily Star family, especially the editor Mr. Mahfuz Anam for this arrangement where the young men got opportunity to express their opinions about the nation. And I would like to thank all the participants for their opinions. There is a great significance of such seminar. The young society is the heart of a nation. I think, we should try to know what the young people are thinking about the nation's present and future. We have crossed a quarter-century as an independent nation. But, what have we got, what was our expectation and what is the present condition of the country? At the end of 20th century, we are the most helpless as a nation in the world. We are going to welcome the 21st century. But what is our preparation in this regard? We really do not have any preparation. This is our limitation and that is the present reality. But our leaders do not seem to realize this reality. Here lies our misery, but there is still time. If we fail to utilize this time, our future will sink in darkness."

I believe what I wrote 17 year ago is also the reality of today's Bangladesh. Needless to explain more. This is the view of the most conscious citizens of the country. In fact it should be.

2.1 2014: Today's reality: Before 12 years, we crossed 2000 and we could easily say how Bangladesh was in 2000. It is true that Bangladesh made some remarkable progress in many sectors but in respect of necessity, it was not satisfactory. Internal political conflict of Bangladesh has been active destroying force for social and economic development. Then in last 15 years, was there not any development in Bangladesh? What are the implications of the growth of GDP, GNI, Remittance, Foreign reserve, and Export in development? There is some

development, but it could not make expected changes in the life status of common people. Dr. Nurul Islam currently is serving World Bank as an economist who wrote a book entitled 'Agami Diner Bangladesh'. His views: "The future of Bangladesh depends on which direction the economy goes."[14] Dr. Islam emphasized on the economic policy for predicting the future of Bangladesh. But in this work, it is again and again declared that the future of Bangladesh depends on the philosophy of state policy and development based on Bangali cultural-civilization, nationalism, and secularism. Prof. Abul Barkat expressed concerns over the situation prevailing in the country. He wrote, "We all are little or much anxious about the overall situation of politics, economy, development and development philosophy of the country and this anxiousness is increasing."[15] He also wrote, "For sustainable development, secular, and patriotic policy is needed."[16] Prof. Mainul Islam made a remark, "State-characteristics of Bangladesh are the main barriers to the development process of Bangladesh."[17]

Prof. Rehman Sobahan, Prof. Mozaffar ahmed, Prof. Mainul Islam, Prof. Abul Barkat, none of them expressed satisfaction in observing and analyzing the government policies and actions that were taken and practiced by the previous governments of last 40 years. They all directly or indirectly suggested a secular, more transparent and credible governance policy for ensuring good governance and materializing the key principles and dreams of the great liberation war of 1971. In their views, the principles of liberation war should be the development philosophy of Bangladesh. All the renowned experts have come to a single point is they all are optimistic about the bright future of Bangladesh that depends on the secular state-policy and its practice and appropriate use of resources and opportunities.

4. Post-Independence Crisis

The present reality of Bangladesh gives evidence that Bangladesh failed to face the post-independence crises due to some factors for which all crises that Bangladesh is facing at present are created. Bangladesh is such a state that was born with heavy expectations of its citizens and debt for its own creation. After independence, this state failed to fulfill the hope of the people. Golam Murshed wrote about this expectation of Bangalis as they fought for an independent land. He wrote, "The Bangalis won independent Bangladesh through a nine month war. In an independent country, practice of human rights, economic freedom, secularism and democracy were expected to such a level that the Bangalis did not get, even though, the colonial regime ended."[18] Many scholars and eminent citizens bear the same views. Why Bangladesh could not proceed towards her

destination of building a developed country based on the 'Birth-Philosophy of Bangladesh'. Bangladesh won the liberation war but failed to face the post-independent crises. The fate of Bangladesh was unfortunate. It can be said, denial to establish the 'Birth-Philosophy of Bangladesh' and values of our great liberation war in national and social life might be the reason for creating post-independence crisis.

There are five basic factors including all the sub-factors and reasons identified under the title 'Factors for Post-Independence Crisis (FPIC)'.

4.1 Factors for Post-Independence Crisis (FPIC)

1. Repudiation of Bangali Cultural-Civilization and Nationalism
2. Discrimination and Social Deprivation
3. Political and Social Instability and Conspiracy
4. Exploitation of State-Power and Wealth
5. International Relations and Conspiracy

4.1.1 FPIC: A Brief

A group of people, who did not accept the independence of Bangladesh, were extremely adamant to introduce a new culture based on religion. They never accepted Bangali-culture. A Bangali poet of middle age Abdul Hakim (1620-1690) explained this issue in his famous poem *"Bangobani"* clearly which we all read in our early stage of student life. He severely criticized those people who tried to divide our history, culture, language, heritage and own civilization on the basis of a particular religion. Abdul Hakim became very serious to identify those culprits who did not show respect to Bangla language. We never forget his words, "*Je Sob Bangete janme Hingse Bangobani/ Sesob Kahar Janma Nrinaye No Jani*"[19] [Those who were born in Bangla but disrespect Bangla language, No identity of those people's birth]. He also advised those people to leave Bangla if they did not love Bangla language." This philosophy of patriotism and nationalism is the teaching of Banglai cultural-civilization. The principles, against which the Bangali nation fought in 1971, unfortunately in independent Bangladesh, have been implemented by the state-mechanism. It might be enough for making conclusion that the vision of liberation war is not implemented. Immediate after the independence, Bangladesh mistook the biggest one by not keeping trust on Bangali cultural-civilization, and nationalism truly that's why hundred of problems and crisis threw the future of Bangladesh to the dark.

The birth of independent Bangladesh was possible because of Bangali nationalism, secularism, and Bangla language. How could it be possible for a people that once united for a common belief and promising future, forget the commitment for which they fought a blood-shedding war and conquered the independence? Immediately after the achievement of the long-coveted independence, the most leading people dramatically changed themselves and became intolerant for becoming rich over night. They did so, as a result, the nation lost the right way. It was possible because of denying Bangali nationalism and patriotism. Prof. Muntasir Mamun became very upset to explain the matter. He has written a book entitled *'Bijayee Hayeeo Ja Parini*' in Bangla which is self-explanatory. He shared his bitter experience "No government took any institutional initiative for research on liberation war.—we appealed to many for establishing an institution for research on liberation war, but no one gave ears."[20] Justice Habibur Rahaman said, "We fought war of liberation for establishing human rights, but after independence, we could not establish human rights. We violated it."[21] How state-power and wealth were misused was described in a book written by Sheikh Fazlul Karim Monir. He wrote, "One day I talked with a foreigner. He said, all are good except one think that all you lost your patience. All of you are involved in unexpected competitions for capturing something valuable at once. We are fighting for repairing the war ravaged country. Suddenly some people became rich in Bangladesh."[22] Probably it does not need to explain more.

The Bangali nation knows how cruel and inhuman the discrimination and social deprivation are. This nation had experience of it during the British and Pakistan period. For this reason, becoming free from discrimination and deprivation this nation fought in 1971. The constitution also prohibits it. Even though it happened in past, it is happening at present and probably it will be continuing to happen in future. Bangladesh was not created for any discrimination and social deprivation based on religion and social status. One of the founding principles of Bangladesh was not to allow any discrimination and social deprivation in any stage of the nation. After the independence, the key positions of the government including civil and military bureaucracy were blocked for some competent and patriotic people who could serve the best for the nation. It was done following the religious doctrine that was followed by the Pakistani ruler. It would be clear if social arrangement viewed by Prof. Sen is studied with due importance. Social arrangements can block the individual's development as well as nation's development. Prof. Sen wrote, "The freedom to lead different types of life is reflected in the persons capability set. The capability of a person depends on a

variety of factors, including personal characteristics and social arrangements. A full accounting of individual freedom must, of course, go beyond the capabilities of personal living and pay attention to the person's other objectives, but human capabilities constitute an important part of individual freedom."[23] Social arrangement is an environment developed by the state for its citizens to flourish all human qualities in order to build a successful personality. Think for once, what would have happened to Prof. Amartya Sen himself, if his family had not shifted to India? Within this social arrangement existing in the then Pakistan and presently in Bangladesh, how far could it be possible for him to go? The same question can be raised to the case of former Chief Minister of West Bengal Jotyi Basu, Dr. Ashok Mitra, Late Satyajit Roy, immortal actress Suchitra Sen and some other prominent personalities who were born in the then East Bengal but unfortunately [Prof. Sen calls it social arrangement] grew up in India and contributed a lot in building India as a modern state. However they were the sons of today's Bangladesh.

5. The Present Status of Bangladesh

The today's world applauded Bangladesh's journey towards development. They highly astonished to see the progress that Bangladesh has made in the social sectors. The Human Development Index (HDI) of UNDP has put Bangladesh at 142th place out of 187 countries.[24] Bangladesh has invested all efforts for becoming the 'Middle-income country'.

5.1 Poverty, Economic and Social Development and MDGs[25]

The achievements that Bangladesh has made so far in social sectors like primary education, extreme poverty alleviation, access to pure drinking water, public healthcare, and sanitary facilities are remarkable. The MDGs were set by United Nations (UN) in 2000 for achieving the 8 development goals including poverty alleviation, primary education, maternal death, child death, HIV, etc within 2015. In this regard, Bangladesh has made remarkable progress and most of the goals are going to be hopefully achieved. Maternal death rate was 574 in thousand in 1990 and the rate is decreased and stood 194 in 2011. The rate of child mortality was 146 in thousand in 1990 and in 2011, it was 53. In 1990, poverty rate was 47.50 per cent and in 2011 it stood 31.50 per cent. The users of mobile phone are over 100 million and 30 million people are using internet. These rates are rapidly increasing. Child mortality rate is 35 (per thousand life birth, below 1 year age). Life expectancy rate is 69 years while men for 67.9 and women for 70.3 years. It is higher than that of India by 4 years. In 1980 the life expectancy was 55. Key

indicators of economy such as GDP growth are 6.03%, per head GDP is 1115 USD, and GNI is 1044 USD.[26] The problem of access to drinking water has been solved. The number of landless people is 35.4 per cent and 45.1 per cent people have less than 0.05 acre land. In very recent it is revealed that poverty rate now stands 24.5%.[27] However, poverty poses the biggest challenge to the sustainable human resource development.

5.2 National Budget, Export-Income and GDP growth[28]

Bangladesh has witnessed higher GDP (gross domestic product) growth rates. Despite a fall in world output during the immediate aftermath of the financial crisis in 2009, Bangladesh has consistently exceeded growth rates of five per cent since 2009. In the FY 2008-09, the GDP growth rate was below 5 per cent, it was 6.71 in FY 2010-11 which marked the highest one. In the FY 2014-15, the GDP growth is 6.03%. However the GDP growth does not matter until the individual income is increased. Bangladesh stands very near to plan her own budget without taking any financial help from the foreign donors. The total national budget for 2014-15 stands Tk.2, 50,506 Crore.[29] Presently Bangladesh needs foreign aid which is 5 per cent of total budget. Bangladesh exports more or less 168 different products and services to almost 186 countries. Export growth has been making progressed. Income from export in 2000-01 was 6767 million USD while it increased up to 8,654.52 million USD in 2004-05 and in 2013-14, it stood at 24,658 million USD.

5.3 Remarks

Are the above statistics able to make people happy? Does the real picture of the country make the people happy? We must want development and GDP growth, but it must have to uphold the life status of the common people until we can't call it development. Whatever the GDP growth is does not matter, matter is how much benefit our common people are getting. It needs to remember that in 2013-14, the budget for social safety net is Tk. 25,371 crore (5.6 per cent of total budget) and total allocation for subsidy on agriculture sector is Tk. 9000 crore. The total amount of these two sectors is Tk. 34,371 crore[30] which will go for unproductive use. It means when this allocation stops, poverty rate will increase again, because social safety is directly related to poverty alleviation and subsidy is also directly and indirectly related to it. In the national budget of 2013-14, Annual Development Plan (ADP) is Tk. 65,870 crore and total shortage of the budget is Tk. 55,032 crore which indicates that this country has effort of operating ADP of Tk. 10,838 crore only. In the perspective of sustainable development, this scenario

is not hopeful. It means there is a wrong system that allows hiding the real picture of poverty. So, such system is needed which can cut the poverty rate as well as enhance the development process. Ensuring good governance, stopping *todbir,* discrimination and corruption in governance, and believing in 'Birth-Philosophy of Bangladesh' and establishing them in social and national life will show the way.

6. Neoclassical Challenges to Sustainable Development

6.1 Advancing the Knowledge based Economy

The Daily Star and the Protom Alo published a report on 21st August 2014 that Asian Development Bank (ADB) launched "Innovative Asia: Advancing the Knowledge-based Economy". Bangladesh ranked 27th out of 28 emerging economies in Asia and the Pacific. It speaks that Bangladesh ranked 26th in terms of innovation, 25th in education and skill, and ICT, and 24th in economic and institutional regime. Bangladesh's performance is very poor in those fields that need to be excellent for facing the challenges of 21st century. This is the prime concern of this work that Bangladesh is not only failing to make advance in the field of education, ICT, science, innovation, and knowledge building but also making new crises by perusing an ill-education policy and governance.

6.2 The Development Process: An Observation

The observations regarding the ongoing development process of Bangladesh made by Prof. Jean Dreze and Prof. Sen in the book 'An Uncertain Glory: India and its Contradiction' can be presented here. They wrote,

> "In fact, the famine of 1974 appeared to vindicate the prophets of doom, some of whom had even dismissed Bangladesh as a 'basket case' country that should not even be assisted because it was sure to lose in the race between population and food. Today, Bangladesh is still one of the poorest countries in the world, and large sections of its population continue to lack many of the bare essentials of good living. And yet Bangladesh has made rapid progress in some crucial aspects of living standards, particularly in the last twenty years—overtaking India in respect of many social indicators in spite of its slower economic growth. Some particular features of the Bangladeshi experience are of special relevance to India. Bangladesh is not a model of development by any means. In spite of much recent progress, it remains one of the most deprivation-ridden countries in the world, and many of the policy biases discussed in this book with reference to India apply to Bangladesh as well. With per capita GDP half as high in Bangladesh as in India, and public expenditure a mere 10 per

> cent or so of GDP in Bangladesh (again about half as much as in India), public services in Bangladesh are inevitably restrained, and whatever is already in place suffers from serious accountability problems, much as in India. Democratic institutions in Bangladesh are also in some trouble, maintaining a tradition by which opposition parties do not seem to attend Parliament. And yet there are also features of astonishing achievement in Bangladesh that cannot but excite interest, curiosity and engagement. —— The roots of Bangladesh's social achievements are not entirely transparent, and deserve much greater scrutiny."[31]

At the launch of his new book,' An uncertain glory' Nobel laureate economist Amartya Sen said, "India needs a fundamental changes in politics and the political economy of the country. The government has to play a much larger role in healthcare that brings economic growth and for that we need a fundamental change."[32] Dr. Sen might say it for the betterment of Indian future. But we believe, it is also much relevant to Bangladesh situation. As we do not have one Prof. Amartya Sen who will spontaneously come to identify the successes and failures of the country without thinking of any return, so Bangladesh should treat this book as 'An Uncertain Glory: Bangladesh and it's Contradictions' and go ahead accordingly. By analyzing the above remarks, five key features are found which are related to the ongoing development process of Bangladesh and needed to be addressed. These are:

1. Bangladesh is not a role model of development by any means.
2. Bangladesh is a deprivation-ridden country.
3. Public service is restrained and accountability problems.
4. Democratic institutions are in some troubles.
5. The root of Bangladesh's social achievement is not entirely transparent.

6.3 P1 & P2: Philosophical and Phenomenal Challenges

Phenomenal crises occur due to philosophical crises. Philosophical issues are the principal agents that play the important role in forming a nation's character which is responsible for paving the way to development and civilization.

6.3.1 Philosophical Challenges

1. Education
2. Bangali Cultural-Civilization
3. Bangali Nationalism and Building of Secular State
4. Patriotism

5. Social Justice and Discrimination

Today's reality of Bangladesh is the consequence of denying the importance of philosophical issues. Philosophical foundation based on Bangali cultural-civilization and nationalism is the first thing that needs to be developed for making sustainable development, if it is denied, sustainable development would not be possible to achieve. Why were philosophical crises created? In a word it can be said that the denial to establish the 'birth-philosophy of Bangladesh' was the principal reason for this. Without resolving philosophical crisis, phenomenal crisis cannot be solved. That's why despite engaging all efforts for alleviation of poverty, complete success was not achieved in the last 40 years. Moreover corruption and political unrest are jointly destroying the future of Bangladesh. Corruption and political unrest also occur due to philosophical crisis. Resource might be limited but advanced philosophy is needed to utilize those limited resource for the greater interest of the nation. It also helps in gaining sustainable human resources development. And sustainable human resource development leads to building a peaceful society. The present education system failed to produce patriotic and resourceful generation. Earlier it is said that a large portion of the people do not have faith in 'birth-philosophy of Bangladesh' and Bangali cultural-civilization, nationalism, and secularism. They never accepted the independence of Bangladesh. Reality is that some of them were in power. The values of liberation war are treated as a gone-case. Even some people hate those things. These issues are neglected and dishonored while money and power are honored everywhere. But the 21st century development denies this policy. Thus crises arose.

6.3.2 Phenomenal Challenges

1. Politics and Poverty
2. Environmental Degradation
3. Corruption and Financial Control
4. Good governance and Todbir Culture
5. Globalization and IT Revolution

Phenomenal issues are visible and worldly. These issues are needed for meeting the basic needs of human life. These are as such: soil, water, air, fire, metal, appetite, household needs, medical treatment, politics, poverty, environmental degradation, corruption and governance, and more specifically day-to-day needs and problems such as traffic jam, road accident, arsenic contamination in water, food safety, security of wealth, infrastructure and accommodation problems, utility crisis, and etc. There are the examples of phenomenal crises which are created due to philosophical crises.

7. Future of Bangladesh : The Ksv Solution

It needs to be clear that the KSV gives much more importance on philosophical issues like Bangali cultural-civilization, nationalism, secularism, social justice, human rights which are very much essential to establish a progressive, peaceful, egalitarian society leading towards building a welfare state. For this, a secular, progressive, and time-demand oriented education policy based on Bangali nationalism and cultural-civilization is urgently needed. A comment made by Prof. Rehman Sobahan, on the occasion of 40th anniversary of independence of Bangladesh, reflected the same. His remark: "Bangladesh, viewed from a global perspective, is a country which in its emergence as an independent state was possessed of a variety of positive assets which could have transformed it into a dynamic, democratic society. ——- I will structure the paper around three pivotal themes associated with such an agenda for sustaining hope in Bangladesh – democracy, nationalism and social justice. —- Our goals of democracy, secularism and nationalism will remain unsustainable if we cannot establish a more equitable society permitted by a spirit of social justice."[33] The KSV solution has been formulated based on Bangali cultural-civilization, Bangali nationalism, secularism, and patriotism in order to reach the destination of a democratic, developed, and welfare state. In this work, "Welfare State", "Development", "Poverty", and "Bangali cultural-civilization" have been redefined in the light of the 'Birth-Philosophy of Bangladesh'.

7.1. Welfare State

The conventional concept of welfare state is a system whereby the state undertakes to protect the health and well-being of its citizens, especially those in financial or social need, by means of grants, pensions, and other benefits. The Beveridge Report of 1942 introduced the concept of welfare state. The "welfare state" usually refers to an ideal model of provision, where the state accepts responsibility for the provision of comprehensive and universal welfare for its citizens. Political system of the state (rather than the individual or the private sector) will have the responsibility for the welfare of its citizens, providing a guaranteed minimum standard of life, and insurance against the hazards of poverty, illness, and social deprivation.

7.1.1 Characteristics of Welfare State in the Perspective of Bangladesh

The traditional concept of welfare state is not used in this work. In this work, the state can be a welfare state by ensuring good governance and proper use of state

resource and power with transparency and accountability, protecting the social and constitutional rights and stopping social deprivation and discrimination. There might be poverty, scarcity of resources, lot of problems (unemployment and thousands of social problems), but there will be no scope for stealing the money of poor people by the authority or any other influential section. There will not be any scope in the state-machinery that allows using money and power against the mass people. The state-machinery, under any circumstances, must stand in favor of the greater interest of the people and people's rights and security. The government cannot do anything so that the basic rights of the people and greater interest of the nation will be substantially hindered and destroyed. The state must have projects for serving the destitute and distressed people. The state that distributes food and cloth among the people and side by side also violates human rights and allows discrimination, social deprivation and corruption will not be a welfare state by any means.

7.1.2 Six Principles for Building Welfare Sate

Bangladesh will be a welfare sate if the following 6 principles can be established in social and national life.

1. Here 'Welfare state' does not mean that the government operates Vulnerable Group Feeding (VGF), *KABIKHA* card in one hand and in another hand human rights are violated by the agency of the state. By giving free food and health care and arranging education, a state cannot be a welfare state until it ensures human rights as well as civil and political rights and social opportunities for all people irrespective of caste, color, creed, sex, and religion. The state will not be the cause of violating human rights of any citizen. The state mechanism (such as law enforcing agencies, etc) will not be used against any section of the people for fulfilling illegal or evil design of some influential sections. The state will ensure good governance, proper utilization of state power and resource, and disallow social deprivation and discrimination at every stage.
2. The 'Birth-Philosophy of Bangladesh' refers to Bangali cultural-civilization, Bangali nationalism, secularism, and principles of liberation war will be the foundation for building welfare state. It needs to mention that without upholding the honor of Bangali cultural-civilization, Bangali nationalism, secularism, and founding principles, no action will be allowed.
3. The state must have to ensure the practice the principle enshrined in the article no. 7 of the constitution of Bangladesh: 'All citizens are equal before law'.

This obligation of the constitution of the people's republic of Bangladesh must have to be reflected in every level of the governance. The government has to ensure this practice properly and sincerely.

4. The state will have the responsibility of earning people's trust that the state will always try to protect their rights and uphold the status of the nation. Every citizen should also be careful in leading life. They will have to obey every rule and regulation of the state and maintain a decent code of life without violating social values, norms, and culture. The people of the country also should be responsible and honest to have the opportunities of a welfare state.
5. The state shall try its level best for arranging sufficient arrangement of food, cloth, education, shelter, health care, and employment opportunity for its extreme poor people.
6. Every citizen should have access to social arrangement and state based arrangement equally. The final essence of the state mechanism is to uphold the dignity of every citizen by providing necessary assistance and guidance.

7.1.3 Development

In this work, "development" means an equal opportunity for all human being for flourishing all human qualities in order to build one's own fortune in a healthy and secured environment supported by the state in the light of the 'Birth-Philosophy of Bangladesh'. Development is an internal initiative for expanding life and work. Development denotes such kind of development that includes all the issues of human life and natural environment. The essence of welfare development lies in the message of Rabindranath Tagore. Tagore said, "If we cannot protect ourselves from poverty, all kinds of disasters will attack us. Resource lies in each of us, when we could realize this easy thing and work accordingly, we could save ourselves from poverty."[33] The duty of the state is to arrange the environment that Prof. Amartya Sen named 'social arrangement'.

7.1.4 Components of the 21st century development

1. Social and economic arrangements for flourishing human quality
2. Political and civil rights
3. Democracy, freedom, and civilization
4. Healthy Living Environment
5. Government Expenditure on Public Healthcare and Primary Education

6. Ensure of Good Governance and Equal Access to Public Employment and Opportunity
7. No Social Deprivation and Discrimination
8. Equal Access to the State Mechanism
9. Natural Environment
10. State Initiative for Protection against Injustice

One has to meet some criteria for recognition to be poverty free person.

7.1.5 Criteria for Poverty Free Person

1. Have a specific income source.
2. Have capability to have quality food (clean, fresh and artificial/medicine free food)
3. Healthy living environment (Out of unhealthy elements—air and water pollution, dustbin, garbage, wastage).
4. Have ability to meet the primary cost of healthcare, clothing and children's education.
5. per cent of income is to be saved monthly.
6. If any person takes micro credit, he/she has to repay it without taking micro credit for second time from different organizations.
7. Have access to entertainment.

7.1.6 What is Bangali Cultural-Civilization?

In a word the continuous and various expressions of life related to living is culture. Bangali cultural-civilization denotes Bangla literature (prose, novel, essays, songs, etc), arts, music, and drama, which are written based on the root of Bangla language and region, Bangali culture, history, heritage, and above all people's life. Literature, arts, and music etc are the elements of civilization. That's why in this work, it is called 'Bangali cultural-civilization'. Bangali cultural-civilization produced Bangali nationalism that led to independent Bangladesh. The Bangla literature and culture have been playing the most important role in building the Bangali nation-state and forming the mind-set of Bangali-nation.

8. The Kalyan's State Vision (KSV)

The Kalyan's State Vision (KSV) have been formulated in order to start the journey of building a democratic, and developed welfare state based on Bangali cultural-civilization, Bangali nationalism, and secularism.

8.0.1 Assumption of the KSV

1. Building a truly democratic and developed welfare state is not an easy and short-term process. It is a matter of changing and rebuilding the mind-set of the nation. So it takes time to reform the mind-set of the nation. True education based on Bangali cultural-civilization and nationalism can be the base for reforming the mind-set of this nation. In this regard, education is the best policy of rebuilding the mind-set of the nation. The KSV is for 25 years plan. (If it is started in 2015 the final goal will hopefully be achieved in 2040 or if it will start in 2020, then the year of 2045 will be the celebration year. But if any undesired radical change may occur by this time, time and process will need to be reformulated in that new context.)
2. The 'Birth-Philosophy of Bangladesh' has to be established at every stage of social and national life in order to build a welfare state.

8.0.2 Foundation of the KSV

The KSV stands on the five principal foundations. Each of the foundation is explained below in the perspective of Bangladesh's reality. Here it needs to be mentioned that key issues of those foundations are explained briefly because it is not possible to explain every pros and cons here. At the time of implementation (if!) detailed action plan and management system can be prepared.

Foundation of the KSV:

1. New Education Commission (NEC)
2. Authority of New Bangladesh (ANB)
3. Commission for Welfare State (CWS)
4. National Human Rights Commission (NHRC)
5. Bangali-Savyata

8.1.0 New Education Commission (NEC)

In this KSV, education is considered the mother foundation of all enlightenment and transformation to development. Education must be based on Bangali cultural civilization, nationalism, secularism, and patriotism and it must have the capacity of facing challenges of 21st century. The present education system failed to generate human recourse and build knowledge based society which is a precondition to a developed and democratic welfare state. So this education system needs to be radically reformed. New Education Commission (NEC) is to be established for doing it.

8.1.1 Vision of NEC

1. To ensure education based on Bangali cultural-civilization and nationalism for producing patriotic citizens who will also be human resource in respect of economy and development of globalization perspective, in order to build a democratic and developed welfare state—Bangladesh. This education will produce such a generation who will be able to pay the price of the sacrifice made by thousands of martyrs during the liberation war in 1971.
2. New education policy must have such ability that produces a new generation who will not know how to tell a lie or how to make harm to the nation's interest.
3. New education system will produce both skilled workforce and truly higher educated society.
4. In all activities, the "Birth-Philosophy of Bangladesh" will be the supreme-path.

8.1.2 Higher Education

New education system will be divided into two parts—1. Information Technology and Technical (ITT) line 2. General Education (GE) line. Though, the existing education system has both of these parts. It allows all to go for general education without judging their merit and capacity. One group will be the technically skilled workforce who will meet the blue color job and other group will get the higher education. The total process will be entirely based on merit, competency and capacity, not on the capacity of providing educational cost and family's status.

8.1.3 ITT line

The current curriculum for primary to class VIII will remain unchanged. After completion of class VIII, the pupil will have to sit for an examination called 'Selection for Professional Life (SPL)'. The top 50 per cent pupil will be allowed to study for general higher education and the rest 50 per cent will mandatory go for Technological Diploma School (TDS) where they will get education and practical training for 3 years. Every subject that is needed for our day-to-day life such as health, electricity, IT communication, Ready Made Garment (RMG), Designing, Ceramic, Print and Electronic media, Publications, Mobile technology, etc will be the courses of TDS. The degree may be called "Technical graduate" degree. After completion the diploma, they will go for working life. By forming a commission encompassing respective experts, the detailed curriculum, management body, financial issue, and other related issues might be finalized. The

objective of TDS is to produce skilled manpower that can be self-employed or recruited home and abroad.

8.1.4 General Education line

The top 50 per cent of SPL will be allowed to study the bachelor and master degree in different disciplines as currently it is going on. But in every step, quality of education must be ensured. It needs to be reassured that 100% quality of education must be ensured. Otherwise all efforts will be in vain.

8.1.4.1 Text Book

The text books and curriculum system should be such that the seed of patriotism based on Bangali nationalism is planted in the minds of the pupils at their early stage. They will not be allowed to know how corruption is done. Their only doing is to study and they will be given assurance of getting decent jobs according to their respective quality. They will be given selected books where they find lessons of how to build a good life for the family, society and the nation above all. The general text books like Bangla, English, and History will be based on Bangali cultural-civilization, history, art, culture, language, and environment. The principal objective is to produce patriotic young generation who will be such kind of people who can sell their blood for buying book or food, but not sell the interest of their homeland at any circumstance. This young generation will know that the way to become financially solvent is to work without which not a single paisa can be earned. The detailed design of curriculum and other issues should be finalized by the commission.

8.1.5 Education Management

The recruitment process of teachers in every educational institution from primary to university should be sharply fair and fine based on merit, academic background and teaching capability. Only educational certificates cannot be the total qualification for being a teacher. The existing system of recruiting teachers in universities including Dhaka University needs to be reformed. The Daily Star published a report on 11th December 2007 where the former University Grant Commission (UGC) chairman Prof. Nazrul Islam said that some teachers are really unqualified for being a teacher of a university. He said, "Last 10 years some teachers recruited in public universities were not qualified, even that some of them are unable to teach in a university."[34] It was possible due to political influence (*Todbir*), nepotism and impartial judgment of merit. University teacher can be recruited through PSC. It may be mentioned that the system of registration

for being a teacher in non-government high school and college is praiseworthy. It is really a good system in such a country where no good system remains good due to abuse of political power and corruption. Teachers are the nation-builders, they are also the builders of civilization. Rabindranath Tagore said, "With the power of muscle, many can be whatever they wish, but with that power none can be a teacher."[35] The Bangladesh reality has made Rabindranath's statement false because many have become teachers using power and money.

The existing management system of govt. primary, non govt. high school and college needs to be changed. There is a system of managing committee to mange this educational institution. But in reality, this system of managing committee makes hindrance to conduct the smooth process of education in learning places. In most cases, this managing committee creates problems and crisis for the learning places.

8.1.5.1 **What to do**

1. There will be no 'managing committee' for primary school.
2. No elected representative (local govt. or parliament) can be either member or chairman of the managing committee.
3. The candidate for member must have some qualifications such as (a) not less than graduate; (b) Have definite income source and financial solvency.
4. The candidate for member will not have any link with political parties.

8.1.6 Fund and Refunding Policy

The government will initially provide funds for ensuring education for all and all arrangements as it is doing now. After completion of higher studies, when a person gets jobs, he/she will have to refund one-fourth of total cost expended for his/her educational purpose. Those who are engaged in blue-color job and technically skilled will have to refund a fixed amount of money. An example can clear the matter. Suppose: a student of Dhaka University has completed Bachelor degree and got job. The counting of expenditure for that student is to be started from H.S.C. to Bachelor degree. For that student a total expenditure might be Tk. 5 lac. Then he/she will have to refund one-fourth of the total expenditure i.e. Tk. 1.25 lac only on installment (Tk.20, 000 /year i.e. 6 installments). For a student of TDS, the amount might be fixed at Tk. 20,000 only. The amount of money earned from this refund project will be spent for the development of primary and secondary educational sectors and children's healthcare.

8.1.7 Professional Life

After completion of education, these newly educated people will start their working life. In this regard, government will do as much as possible, side by side NGOs and corporate business firms' door will be open for them. When a young man gets job that allows him to earn money, by this way he can contribute for himself and his family.

8.1.8 Education: Only One Guarantee (EOOG)

Education will be only the guarantee for a prosperous life. Some steps need to be taken for making it realized.

8.1.8.1 Iron Step First (ISF)

There is a only one step called 'Iron Step First (ISF) that will be able to change the entire face of Bangladesh. How is it possible and what is the step? Why is it called ISF? Step is very easy and clear. Introducing the step only needs firm commitment and patriotism for making a developed Bangladesh. If the government comes forward to inaugurate a new history that will once present a beautiful Bangladesh, the government will have to declare an open policy that "Recruitment" will be made based on written test and academic results and no viva will be taken in any public recruitment including BCS, public university, school, college and all ministries of the government. It must be ensured that written test will be 100 per cent fair. If it is possible to introduce and practice fairly, it will surely set a milestone in the development history not only in Bangladesh, but also in the third world countries.

8.1.8.2 Result of EOOG

1. Improving the quality of education (Teacher may not come to class, but students will surely study, students will not find the cause of teacher's absence, rather they will be busy to complete their lessons. In such a situation teachers will also be active.) Campus violence will be zero. Social crime and degradation of social values will be minimized. Real brilliant student leadership will flourish. The future leaders of the nation will come up.
2. Corruption, bribery and *todbir* culture will find the way to hide. Discrimination and social deprivation will be decreased drastically.
3. Accountability and transparency can be ensured. Poverty alleviation and economic development process will be strengthened.

4. The common people especially the down-trodden, poor farmers and villagers will have less concern about their children's future. When they know that education will give guarantee of employment for their children, they will invest their whole efforts in the education of their children. Thus society will be enlightened and enlightened society will play the unparalleled role in building a knowledge based society. Knowledge based society is the symbol of civilization and peaceful living environment. Finally Bangladesh will become a developed welfare state. It is the duty of the government to establish such good policy in governance. The young generation should come forward. The student society, media and civil society can take the responsibility of materializing this policy "Education: Only One guarantee". The media can play the pioneering role. For the sake of the future of the country's brilliant young generation, the both electronic and print media can play this role in establishing "EOOG" policy.

8.1.9 Institute of Young Generation (IYG)

8.1.9.1 Objectives

1. To arrange necessary social arrangement (education, employment opportunity, etc.) for young generation so that they can be patriotic citizens and lead their lives in the light of Bangali cultural-civilization, Bangali nationalism and secularism.
2. To formulate suggestions and providing guidance to the young generation to be grown up based on Bangali cultural-civilization and nationalism.

8.1.9.2 Activities

IYG will basically observe the current trend of young generation and act as a helping instrument for guiding the young generation towards building life based on true education and patriotism under the umbrella of Bangali cultural-civilization and nationalism. It will be good to mention here that development should be based on Bangali cultural-civilization and nationalism without which the real interest of this nation will not be served. We should not forget that Bangali cultural-civilization and nationalism gave us an independent country for realizing and promoting the Bangali cultural-civilization and nationalism in our social and national life. The young generation is the key instrument of doing this. So every young person should be such a personality that reflects Bangali cultural-civilization and nationalism as well as true global values and intellectuality. Thus

one can be a leading citizen of global village. IYG will have to work with this purpose.

8.2 Authority for New Bangladesh (ANB)

8.2.1 Vision

To stop the current trend of corruption, discrimination, irregularities, malpractice in governance which has already become threat to the greater interest of the nation and to ensure good governance in order to build a developed welfare state.

8.2.2 Monitoring Market and EVAT

Bangladesh has been practicing open market policy. But a state must have the right to protect and promote its own interest. In this perspective, World Bank (WB), World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF) and such kind of world bodies will have very few scopes to warn the state. We know, a gulf of income disparity exists in our society. Those who expend with a free hand without counting will have to pay extra tax to the authority. This trend instigates the other young people who are having very limited money to live. When it happens to any society, some young people will go for making money at any cost without thinking about consequences. By this way, young people get emotionally involved with illegal ways that automatically take them to dark life. How lavish life can be controlled needs to be found out. One way might be such: Introducing 'Extra Value Added Tax (EVAT)'. EVAT system will be introduced for buying luxurious commodity. Those who buy such items will have to pay extra 25 per cent of the price as EVAT. As for an example: A lady customer buys a dress of value Tk. 15,000, she will have to pay Tk. 3,725 as EVAT. For the citizens of a least developed country, there should not be such arrangement in the market where without giving account to the authority, people can expend as much as they wish for such a commodity which may raise question and make broader disparity in the society.

8.2.3 Controlling the Financial Activities and Corruption

Financial activities (Income, expenditure, deposit etc. of individual or group or enterprise) must be monitored and controlled by the government of Bangladesh. If Bangladesh wants to establish good governance and drive out corruption, she has to do it, otherwise, corruption will kill the future of Bangladesh. A report entitled 'New strategy drawn up to fight graft' was published in the Daily Star on 13th August 2012. It reads, "In a move to fight corruption, the government has

drafted 'National Integrity Strategy' that calls for mandatory publication of wealth statements of lawmakers, judges and government officials. Development partners especially Japan International Cooperation Agency (JICA) and Asian Development Bank (ADB) have been putting pressure on the government to prepare the strategy in the wake of corruption allegations over the Padma Bridge Project (PBJ). All kinds of financial activities whether it is done by individual or group must be transparent, legal and known to the authority. ANB can be such kind of controlling body for looking after those issues. However, there is a system for which people irrespective of identity will have to maintain all kinds of financial transaction legally, otherwise they will face charges. If corruption level were tolerable, then Bangladesh could be middle-income country 20 years ago. Corruption is the biggest barrier to development and democracy of Bangladesh. There is no alternative to stop corruption. In this regard, ANB will work with Bangladesh Bank (BB), National Bureau of Revenue (NBR) and Anti Corruption Commission (ACC).

8.2.4 IER card

Those who spend more than Tk. 1 lack per month for maintaining family will have to submit an Income and Expenditure Report (IER) card explaining the income and expenditure in details with supporting papers, voucher, and cash memo to the ANB. This will be mandatory for all. All concerned people will have to do it at their respective initiative and responsibility.

Example 01: A person (government official or businessman) submits an IER card. He claims in the card that he expends Tk. 1, 10,000 in a month. His monthly income is Tk. 45,000. How he managed the rest of the amount he spent will have to be explained. If he takes the loan from the office or he borrows the amount from other people (may be his relatives), he will have to explain it. If he takes loan, how and when he will refund the loan, will have to inform in the IER card. Then the authority will investigate whether information given in IER card is true or false. Definitely false information will follow the next step.

Example 02: If a person (government official or businessman) constructs a building, he will have to take permission from the authority before starting of construction works. In this case, he must submit application with providing necessary information of his income and construction cost in details. After getting application the ANB will investigate and issue permission letter. If any false information is found in the investigation, the stern action must be taken. The same process is equally applicable to all people of the country. Here one thing must be

ensured that those who will investigate under the new authority must be out of any short of irregularities. Their IER card must be checked and cross-checked by the officials of different departments. If any irregularity is found in their IER card, then they (Officials who investigate others' IER Card) will be punished immediately.

Example 03: For checking corruption and irregularities occurred in past and for future warning, there can be done one thing. A commission will have to be formed for investigating the records of buying and selling the flats, land and construction of new buildings in the city (8 divisional cities) areas for last 20 years. All the information including buyers name, occupation, yearly income etc will be included in the report. The commission will report to the Authority for New Bangladesh (ANB) with their suggestions and remarks. According to the report next steps will be taken by the authority. If it is possible to do, next 20 years will be finest time for the development of Bangladesh. The commission can take other initiatives for conducting a survey among the billionaires of the country for making a 'Database' about their identity, occupation, education, social status, and so on. [Any Non government organization like TIB can take the initiative with the permission of the govt.]

8.2.5 Bank Account for Young People

It is said many times that the young people are the future of the nation. With these young people, we have to build our future Bangladesh. For this reason, the young generation needs to be cared. Financial dealings of a young person need to be monitored. Opening a bank account and transaction should be monitored so that any abnormal transaction cannot be made. The objective of this is to make them to be honest in financial matter as result they will be habituated in dealing financial transaction fairly. When they deposit more than 20 thousand taka at a time, they will have to explain how this amount of money is earned.

8.2.6 Declaration of Working Life

A person, when he or she starts his or her working life in any means such as joining a job or doing business, will have to declare his/her working life in detail such as monthly income and possible expenditure and savings etc.

Example: Someone declares that his monthly salary is Tk.30, 000. After two years if this person will have more than Tk. 5 lack in his account, how this amount could be possible to deposit, this person will have to explain. If the amount will be over 50 lac or one crore taka, the official concerned of the bank will have to

face charges because a person who earns Tk.30,000 per month cannot be a billionaire over five years. This abnormal case should have been identified earlier. In today's Bangladesh, the way of becoming a billionaire is so easy that it attracts everyone to be as such and this easy way throws the whole Bangladesh into the deep sea of dark. Bangladesh must have to be saved from this easy game of becoming billionaire. If it could not be possible, the future of Bangladesh will not be saved.

8.2.7 Land Reform and Utilization (LRU)

There will be a unit named 'Land Reform and Utilization (LRU)' under the management of ANB. It will work for achieving the objectives stated below.

8.2.7.1 Objectives

1. To act so that an egalitarian society could be possible to build.
2. To ensure proper use of the government land.

To reduce the number of landless people by distribution of khas land among the real landless people and to ensure that those people can use the land in order to improve their economic condition.

Land is the primary source of resource. Proper use and distribution of land is essential for both development and minimizing the gap between the poor and the rich. Prof. Abul Barakat expressed concern about the land reform program as he thought that for sustainable development of the country the khash land should be distributed among the real landless people and farmers. Regarding the matter his views, "Many commissions have been formed except land commission. Reforms in agriculture land, water body and khash land do not get any momentum. You cannot expect to achieve goals of development without properly addressing the land reform issue."[36] Ceiling systems in ownership of land may be introduced for minimizing the gap between the rich and the poor. Prof. Rehman Sobahan found in his study, "If ceiling is 3 ha, 1.1 million acres land will be available for redistribution."[37] The landless people are 35.4 per cent in the country. There are 45.1 per cent people have less than 0.05 acre land. In fact, over 50 per cent people are landless. Land reform can end this crisis.

8.2.9 Institute of Good Governance (IGG)

8.2.9.1 Objectives

1. To ensure good governance.
2. To formulate suggestions for promoting good governance.

3. To identify the violation of good governance in the government action.

In the perspective of Bangladesh reality, what the meaning of good governance is in this work is described below.

8.2.9.2 Seven Principles of Good Governance

1. To ensure the proper utilization of public fund, resources and opportunity without making any irregularities, discrimination and deprivation. Every activity of the government will be people-oriented and transparent.
2. To ensure providing utilities without harassment of the people.
3. To ensure providing due-service to the people without harassment and difficulty.
4. To try to mitigate the people's anxiety and sufferings.
5. To ensure that any government policy and action will not harm the people's interest.
6. Whether the government's action can end the sufferings of the people or not will be the second issue, the first issue is the government's action will not increase the sufferings of the people. When the government of any state of the world (especially in the third world) can ensure it, the citizens will spontaneously call it people-oriented government.
7. The government will have to earn trust of the citizens through its actions.

Public recruitment must be fair and transparent, because it is the beginning point of governance. Earlier "Education: Only One Guarantee (EOOG)" policy is discussed. If it is not implemented, at least, BCS examination system should be reformed.

8.2.9.3 New System of BCS Examination[38]

1. There will no preliminary/MCQ test, because, preliminary/MCQ test for an hour cannot judge the merit of a candidate. There will be written test and successful candidates will face viva.
2. Total viva marks will be 50 where a candidate who will be present before the viva board will be given minimum 50 per cent marks and no candidate will fail.
3. Total marks for written test will be 700 and viva for 50 marks.
4. Cadre choice system will remain the same.

Much has been talked about BCS viva. Probably no single country is found in the world where in the recruitment examination of civil service/govt. officers, 200 marks is reserved for viva. Question may be raised whether it is possible for a five minute viva to judge a candidate's merit and ability for 200 marks. Justice Habibur Rahman viewed that 20 per cent of administrative personnel are efficient officers in civil bureaucracy. —-For helping the partisan people, 200 marks viva system is introduced in BCS examination.[39] However, for establishing transparency and accountability, viva mark should not be above 50. Distribution of viva marks in BCS Exam may be as follows: presentation style- 10; psychological strength-10; correct answer-20; personality, pronunciation and smartness-10. It will definitely reduce corruption and illegal deals.

8.2.10 Civil and Military Bureaucracy

In any undeveloped country, the role of civil and military bureaucracy is important in respect of achieving sustainable development and functioning democracy. If the steps stated above can be implemented and monitored properly and the government runs the state with policy based on patriotism and nationalism, the existing laws and regulations will be good enough to manage the civil and military bureaucracy efficiently and effectively.

8.2.11 NGO

The role of NGO in Bangladesh has already got recognition and become the essential part of the development process. Their activities of development are needed for the nation. But in the name of development works, no one should be above laws. Their financial activities and programs must be monitored and controlled by the government. Every NGO has to submit financial statement in every three month and annually. No financial irregularities should be allowed. In this regard, ANB will take necessary steps.

8.2.12 Management of Industrial Development (MID)

Management of public and private industries must be maintained with a view to developing industrial sector without making hindrance to the environment. The authority must do whatever needed for private industry growth including Ready Made Garment (RMG) sector. ANB will also guide this MID so that the industrial development can flourish in a sustainable nature.

8.3 Commission for Welfare State (CWS)

8.3.1 Vision

a. To ensure the realization of the 'Birth-Philosophy of Bangladesh' for building a democratic, developed, and secular welfare state based on Bangali cultural-civilization and Bangali nationalism.

8.3.2 Activities and Management

CWS will be a commission under the control of Bangladesh Jatiya Sangsad. The governing body will be constituted with the representatives of all political parties that have representative in the parliament. The leader of the house will be the Chancellor (the head of CWS will be called 'Chancellor') and the opposition leader will be a distinguished member. There will be executive and research body for conducting the activities of CWS. The executive body will run the CWS and Research body will formulate new policies that are needed for making this 'unfortunate country' as a 'welfare state'. These two bodies will act according to the necessity of building a welfare state. All efforts of government, NGOs, private organizations, corporate houses need to be engaged towards building a welfare state. In order to build a welfare state, whatever is needed to do will be suggested by the CWS. Besides, IPL and IMML will also work under the management of CWS.

8.3.3 Institute of Political Leadership (IPL)

Political leadership is the supreme commander in a democracy for governing the country. The success or failure of any country depends on this quality of political leadership. So leadership should be based on Bangali cultural-civilization, Bangali nationalism, secularism, and patriotism. Keeping eyes to the future of Bangladesh, from now we have to start of reforming and establishing what we need for building a beautiful Bangladesh. Time is yet to be finished. Now we need to start the journey. In this perspective, the Institute of Political Leadership (IPL) will have to be established. If necessary, laws and regulations will be formulated for establishing IPL. It needs to remember that it is more important to save the nation than building a bridge over the Padma. Because if we can have real patriotic and nationalist political leadership and they lead the country, the dozens of Padma Bridge can be built at our own cost.

8.3.3.1 Vision of IPL

To build the political leadership based on Bangali cultural-civilization, Bangali nationalism, secularism, and patriotism that will be able to lead Bangladesh for

making the 'Birth-Philosophy of Bangladesh' true in order to build a democratic and developed welfare-state.

8.3.3.2 Activities of IPL

1. Those who want to contest in any general election or any other elections that arrange for electing people's representatives will have to achieve a certificate from IPL. Without having the certificate of IPL, no one can be allowed to contest in any election. There may be a provision for the persons who are already elected representatives for two terms. As for an example: A person has already been elected the Member of Parliament (MP) for two elections, he/she may be exempted for having IPL certificate. For them, only interview is to be arranged for issuing certificate. In this regard, the governing body of CWS will take the final decision.
2. How to achieve IPL certificate: The interested persons who want to contest in any election will have to register their name with the selected branch of IPL before one year of the election date. They will participate in a three month course for achieving the IPL certificate. This IPL certificate and registration will be mandatory and without this the person will not be allowed to submit nomination paper for contesting in any public election.
3. In registration form, all information will have to be provided, and the IPL authority will investigate them. If any information is found false, the application will be cancelled and the applicant will be declared disqualified to contest in any election for next 10 years. The IPL will declare itself 100 per cent free from corruption.
4. IPL will arrange short and long courses for building leadership. Every person who wants to contest in any election will have to attend minimum three month course certificate of IPL.
5. The activities, management, process of concluding the programs and necessary steps will be elaborately formulated by the government.

8.3.3.3 Additional activities of IPL

The existing government system needs to be reformed. In order to establish political stability and development of political culture, and foster the economic growth, some radical changes should be made in governance system and state policy. IPL will place formal proposal to the governing body of CWS. Then the governing body of CWS may send them to the Jatiya Sangasad for necessary actions.

A1: The tenure of the parliament might four years. An MP can be absent from joining the parliament session for consecutive 30 sitting days of parliament. If he/she is absent from more than 30 sitting days consecutively, the seat will be vacant automatically and for that seat by-election will be arranged (Illness or other issues related to health should be considered and in that case, the concerned MP will have to take leave permission from the speaker). For the greater interest of the future of democracy, boycotting parliament, political violence and such activities need to be stopped. The parliament will amend necessary laws and regulations regarding this.

A2: There will be a 'Senate Committee' system. The parliament will amend necessary laws and regulations to introduce 'Senate Committee' system.

a. Total members will be 25 (10 MPs from ruling party; 10 MPs from all opposition parties in the parliament and 5 eminent personalities.)

b. No minister will be senate member. 25 senate members will elect one chairman and one co-chairman.

8.3.3.4 Activities of Senate

a. National budget, any kind of new law, amendments, any bill, the development projects, appointments of constitutional posts (except President, Prime Minister, Speaker, Chief Justice) such as CEC of election commission, High commissioner/ambassador, Vice-Chancellor of university, UGC chairman, chairman and members of PSC will have to be passed in the senate committee before enactment. Before appointment to those posts, the person will appear before the hearing and present a paper describing his/her vision and mission to the senate.

b. The senate will conduct hearing on any issue related to public interest and security.

c. Any proposal will need to have majority vote of a session for passing. No senate member can exercise veto to any proposal without specific reasons and documents. If it happens the senate member concerned might be impeached through majority vote of the senate committee. In this case, the member will not be allowed to contest in the next two term general election.

d. The Senate may conduct hearing on any activity of the government agencies if it thinks necessary for ensuring good governance and protecting the rights and interest of citizens. The Minister or secretary or CEO may be called to the hearing. All activities of the Senate will be purely fair, unbiased, and non-discriminatory.

The violation of these principles may lead to losing the seat in the parliament and the person who violated the rules will not be allowed to contest for two term election.

8.3.4 Institute of Mass Media and Literature (IMML)

In the KSV there are five principal foundations selected for rebuilding the process of building a truly democratic and developed welfare state. Mass media is the most powerful instrument in this regard. Media both electronic and print can play very important role in establishing each and every objective of these five foundations towards the final destination, because in the era of IT and open air culture, both print and electronic media have immense power to command the mass people within a moment.

8.3.4.1 Activities

1. To ensure that no program does harm or make any attempt to disgrace Bangali cultural-civilization, Bangali nationalism, secularism, and the principles and history of liberation war.
2. No efforts should be taken so that Bangali cultural-civilization, Bangali nationalism, history, and heritage will be dishonored and history is distorted.
3. It will promote Bangali cultural-civilization, Bangali nationalism, sense of secularism, patriotism, history, and heritage.
4. Media can raise awareness and inspire the people to be patriotic.
5. The media must have a role to play for nurturing, cultivating and upholding the culture, heritage, civilization, national interest, and social harmony.
6. Social communication instruments like face book, Twitter etc. are not used properly and lawfully. The Ramu and Pabna incidents and some other communal attacks occurred in the different places of the country during the year of 2013 due to the unethical use of IT based social communications. It destroyed the political and social stability and damaged the image of the country outside. In this regard, necessary policies, rules and regulations should be formulated immediately. It must be ensured that freedom of press cannot be misused in any way. IMML will also work so that such communal incidents never occur. IMML will look into mass media and literary works. In the light of the vision of CWS and Bangali Savyata, necessary plans, rules and management policy might be formulated for conducting IMML.

8.4 National Human Rights Commission (NHRC)

A commission named 'National Human Rights Commission (NHRC)' has already been established. The role of NHRC needs to be such level that can enhance the process of building an egalitarian society. In order to protect the human and social rights as well as to stop the discrimination and social deprivation in governance, NHRC can work. For establishment of 'Education: Only One Guarantee' policy that stated earlier, the commission can play a historic role which will pave the way towards building a democratic, developed, and welfare state in long run.

8.5 *Bangali-Savyata*

The commission named '*Bangali-Savyata'* (Bangali civilization) will have to be established in order to uphold Bangali cultural-civilization and Bangali nationalism which will lead this nation to gain a prestigious position in the world civilization.

8.5.1 Vision

To establish *Bangali-Savyata* across the world by building a welfare state based on Bangali cultural-civilization, Bangali nationalism, secularism, and 'Birth-Philosophy of Bangladesh'.

8.5.2 Activities

i. To establish and introduce *Bangali-Savyata* in the world stage.

ii. To uphold the Bangali cultural-civilization and nationalism.

iii. To show the seed of philosophy of Bangali cultural-civilization, Bangali nationalism, secularism, and liberation war in the mind of children and young generation so that *Bangali-Savyata* will be respected by all.

iv To promote and circulate the true history of Bangali cultural-civilization and Bangali nationalism.

v. To ensure all activities of GO, NGOs, or any organization based on truly Bangali cultural-civilization and nationalism so that the Birth-Philosophy of Bangladesh' can reflect on those activities.

vi. To certify the texts books of school, college, university and other literature books by examining and analyzing them in the light of Bangali cultural-civilization and nationalism.

vii. To instruct the print and electronic media in the light of the *Bangali-Savyata*.

9. The Ksv Result/Consequence

If the implementation of the KSV is started from the year of 2015, it will take 25 years to transform this 'present state' to a 'welfare state' where there will be no poverty, no malnutrition, no corruption, no political unrest, no campus violence, social deprivation and discrimination and where there will be social and economic development, social justice and finally peace in the society. If the KSV is duly implemented, three types of results can be achieved, side by side if it is not implemented, there will be a consequence. The result/consequence is given below:

9.1 Short-Term Result (1-5 years)

1. The rate of poverty and corruption will be decreased.
2. Good governance will be visible.
3. The people's rights and interest will be considered in all activities of the government sincerely and carefully.
4. GDP and GNI growth will be enhanced.
5. The state of environment will be improved.
6. Social life will gradually get stability. Social deprivation and discrimination, and social injustice will be decreased.
7. The young generation will get a message that without quality education and knowledge, there will be no chance to get good job especially BCS and govt. job.
8. The deprived corner of the society will start to rethink about the state-activities and regain their lost faith in the state.
9. The total process of governance will be on the right track.
10. The political unrest and campus violence will be reduced significantly.

9.2 Mid-Term Result (06-15 years)

1. Bangladesh will become a middle-income country.
2. The quality of the common people will be improved. Poverty rate will be below 10 per cent and extreme poverty could be removed in true sense.
3. GDP growth will be between 7.5 and 8.5 per cent.
4. The nation will have a sustainable development process.
5. The quality of education will be standard and campus violence will be nil.

6. Good governance will be ensured. People will to avoid involve in corruption and illegal activities. Social deprivation and discrimination, and social injustice will be disappeared.
7. Democracy will be functioning smoothly and development process will be operated according to the new time's order.
8. The whole society will act with a vision based on patriotism and nationalism.
9. The political culture will be developed.
10. The "Birth-Philosophy of Bangladesh" and the principles of the constitution will be implemented.

9.3 Final Goal

1. Bangladesh will be transformed into a democratic and developed welfare state based on Bangali cultural-civilization, Bangali nationalism, and secularism i.e. "Birth-Philosophy of Bangladesh".
2. Social and economic development and social justice will be ensured.
3. People's rights and human rights will be ensured by the state.
4. The life status of common people will be enriched.
5. The citizens of the country will get all opportunities to flourish human qualities and will be able to contribute in the process of building peace and development across the world.
6. Social peace will prevail in the society.
7. Education, science, arts, culture and research will be enriched.
8. People will hate social deprivation and discrimination, social injustice, and violation of human rights.
9. Bangladesh will have a leadership position in the world-stage.
10. *Bangali Savyata* will be established in the human civilization.

9.4 Consequence if KSV is not implemented

If changes are not made, the future of Bangladesh will be what a patriotic Bangladeshi cannot expect. The mistake done during the first decade of 21st century will take next five decades to correct and compensate, but if the ongoing activities based on that mistake continue, at the end of 21st century, Bangladesh will be a losing country.

1. The 'Birth-Philosophy-Bangladesh' will not be materialized and the Bangali nation will fail to attain the objectives of liberation war.
2. Social peace and stability may not exist in the country.
3. Corruption and injustice will prevail everywhere. And the common and less fortunate people will be victim.
4. In spite of being rich and powerful, people will not be happy because of radical degradation of natural and human environment. Leading life in a decent way will not be possible.
5. Whatever the GDP growth, the economy of the state will not satisfy the citizens. Crisis of poverty and environmental degradation will be more serious.
6. Democracy may exist, but the practice of democracy in true sense will not be possible and it will not work at all for the greater interest of the nation and people. The issue of good governance will be neglected.
7. Like past, the 21st century will also be uncertain for Bangladesh and the first half of the century will be in vain. As a result throughout the whole century, Bangladesh will have to suffer.
8. Bangladesh will have to suffer in the areas of education, poverty alleviation, sustainable social and economic development, justice, good governance, environmental and social peace and values.
9. Influential international organizations and powerful sates will use Bangladesh in favor of their interest where the interest of Bangladesh may be hindered.
10. Bangali cultural-civilization, nationalism, and secularism will die as well as the dream of beautiful Bangladesh will be killed. The Bangali nation will be dishonored in everywhere of the world.

References

1. The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, Seventh Schedule [Article 150(2)], The Proclamation of Independence.
2. Preamble of The Constitution of the People's Republic of Bangladesh.
3. Article: 27. The Constitution of the People's Republic of Bangladesh.
4. Article: 28 (1). The Constitution of the People's Republic of Bangladesh.
5. Article: 29 (1). The Constitution of the People's Republic of Bangladesh.
6. Article: 29 (2). The Constitution of the People's Republic of Bangladesh.
7. Chowdhury, Ashraf. 2002. "Economic growth in Bangladesh", Dhaka: Bangladesh Journal of Political Economy, Vol: 17 No: 2, pp. 169-179.
8. Ahmed, Abul Mansur. 1999. "*Atmakatha"*, Dhaka: Ahmed Publishing House.
9. Karim, Sarder Fazlul. 1974. "Plato's Republic", Dhaka: Moula Brothers.
10. Karim, Sarder, Fazlul. 1974. "Plato's Republic", Dhaka: Moula Brothers.
11. Hossain, Musharraf and Jahan, Selima. 1995. "*2000 Saler Bangladesh",* Dhaka: Bangladesh Journal of Political Economy, pp. 1-35.
12. Kalam, Abul (eds.). 2000. "Bangladesh in the New Millennium", University of Dhaka, Dhaka.
13. Sobhan, Rahman. 2000. "Between Promise and Fulfillment: A Political Economy Perspective", Kalam , Abul (Eds.). Bangladesh in the New Millennium, Dhaka: A university of Dhaka study.
14. Islam, Nazrul. 2012. "*Agami Diner Bangladesh*", Dhaka: Prothoma, p. 25.
15. Barkat, Abul. 2005. "Bangladesh in the 21th Century: the Political Economy Perspective", Dhaka: Bangladesh Journal of Political Economy, Vol: 22 No: 1 & 2, pp. 629-633.
16. Barkat, Abul. 2010. "Development as Conscientization: The Case Study of Nijera Karo in Bangladesh, Dhaka: Pathak Samabesh, pp. 30-40.
17. Islam, Mainul. 2012. "Changes of Society and Political System in Bangladesh" ,Bhangabandhu Memorial Lecture, Dhaka: Bangladesh Foundation for Development Research (BFDR).
18. Murshid, Golam. 2000. "*Muktijudha o Tarpar—- Acti Nirdaliya Bisletion*", Dhaka: Prothoma, p. 248.
19. Hakim, Abdul, Bangali Poet of Middle Age, "*Bangobani*".
20. Mamun, Muntasir. 2012. "*Bijayee Hayeo Ja Parini",* Dhaka: Samay Prokash, pp. 90-121.

21. Rahaman, Muhammad Habibur. 2008. "*Desher Valo Mondo*", Dhaka: Samay, p. 109.

21. Huq,Sheikh Fazlul. 2011. "*Durbine Durdarshi*", Razzak, Fakir Abdur. and Kar, Bimal. (Eds.), Dhaka: Agamani Prokashani, pp. 19-50.

22. Sen, Amartya. 1993. "Capability and Well-Being, Nussbaum", Martha, C. and Sen, Amartya (Eds.). "Quality of Life", New York: Oxford University Press, p. 33.

23. Human Development Index Report-2014, UNDP.

24. Country Report of UN and UNDP.

25. Bangaldesh Economic Review-2014, Ministry of Finance, Government of Bangladesh.

26. The report published in the Prothom Alo, 29th October 2014.

27. National Budget-2014-2015 and BER-2014.

28. National budget-2014-15.

29. National budget-2014-15.

30. Dreze, Jean & Sen, Amartya. 2013. "An Uncertain Glory – India and Its Contradictions", New Delhi: Penguin Books, pp. 58-59.

31. Sen, Amartya. 2013. Speech at the Launching Ceremony of "An Uncertain Glory: India and Its Contradictions", peport published in The Daily Star, Dhaka, 17 July 2013.

32. Sobhan, Rehaman. 2005. "Challenging Bangladesh's Crisis of Governance: An Agenda for a Just Society", Dhaka: Bangladesh Journal of Political Economy, Vol:22, Number: 1 & 2, pp. 597-618.

33. Islam, Nazrul. 2007. Former University Grant Commission (UGC) Chairman, Report published in The Daily Star on 11 December 2007.

34. Tagore, Rabindranath. "Samabayniti", Culcatta: Rar, Fourteenth part, p. 318.

35. Barakat, Abul. Aaman, Shafique uz. And Raihan, Selim. 2001. "Political Economy of Khas Land in Bangladesh", Dhaka: ALRD.

36. Sobahan, Rehaman. 2010. "Challenging the Injustice of Poverty", Dhaka: Saga, p. 74-80.

37. Kalyankar. 2011. "New Executive", Dhaka: Hawladar Publishers, Dhaka, pp. 23-26.

38. Rahaman, Habibur. 2013. Article published in the especial supplementary of The Prothom Alo, Dhaka, 6 November 2013.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Skills Development, Employment Opportunities & Gender Analysis through a Project Intervention

Md Abdul Mojid*
Morsaline Mojid**

Abstract

The development objective of the Project (Skills and Training Enhancement Project (STEP) is to strengthen selected Public and private Training institutions to improve training quality, and employability of trainees, including those from disadvantaged socio economic backgrounds. To support above objectives the GOB has mobilized the key development partners to assist in improving the sector to meet the needs of Bangladesh economy. For this, the project has been implementing with the following components

Component 1: Improve the Quality and Relevance of training

Sub-component 1.1: Window-I: Support to Public and Private Institutions Offering Diploma: Stipend Program:

Sub-component 1.2: Window-II: Support to Public and Private Institutions Offering Short-Term

* Resource Management Specialist, Urban Primary Health Care Services Delivery Project (UPHCSDP), Local Government Division, Ministry of Local Government, Rural Development & Cooperatives

** Lecturer, Sociology, Dept. of Arts & Sciences, Ahshanullah University of Science & Technology

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

Sub Component 2.2: Strengthening Secondary School Certificate (Vocational) Improving Equitable. Great achievement made by the project to develop the capacity of BMET, 34 TTC principals & 05 mid level official trained on 21 days long procurement financial & project management training.

Component-3: Institutional Capacity Building: There is a provision under the component to strengthen the capacity of DTE, BTEB, and BMET

Component 4: Project Management, Communications, and Monitoring and Evaluation Program:

The study reviews the following component for skill development, employment generation and gender analysis

Sub-component 1.1: Window-I: Support to Public and Private Institutions Offering Diploma: Stipend Program:

Sub-component 1.2: Window-II: Support to Public and Private Institutions Offering Short-Term Sub

Component 1 is being Implemented through Windows (1&I1)1t focuses on improving quality and relevance of diploma level technical education in 25 public & 5 Private offering Diploma Program

1. Introduction

Skills and Training Enhancement Project (STEP is implementing its four components. will result in with improving the quality, relevance and efficiency of the TVET education and training in Bangladesh with increased employability of the graduates coming out of the system which will help skill development, ultimately reduce poverty and improve the quality of life of the general mass in particular.

Sub-component 1.1: Window-I: Support to Public and Private Institutions Offering Diploma: Stipend Program:

The project is expected to generate positive social impacts through its efforts to improve access of TVET programs to marginalized communities through better targeting and more inclusive processes. The issues of women admission into polytechnic institutes and short course training providers may be analysed through simple projection.

The Report was prepared on the basis of ME Data,. M& E data format was sent to 93 Polytechnic institutesand collected data and STEP operational activities. It has analysed semester wise students.Some data are collected from field levels and from existing sources such as administrative records Analyses are done and involves meaningful links among the facts and where the activities are going on.

Table 3: Year-wise Student Enrollment in Selected 93 institutes

	AY 2009-10			AY 2010-11			AY 2011-12			AY 2012-13		
Institute	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Govt. Institutions	15696	2334	18030	19048	3164	22212	18046	3138	21184	18187	3268	21455
Non Govt Institutions	7525	325	7850	10967	466	11433	11675	576	12251	12507	596	13103
Grand Total	23221	2659	25880	30015	3630	33645	29721	3714	33435	30694	3864	34558

Source: Technical Education Board

Graphical Representative of Year-Wise Student Enrollment in Selected 93 Institute

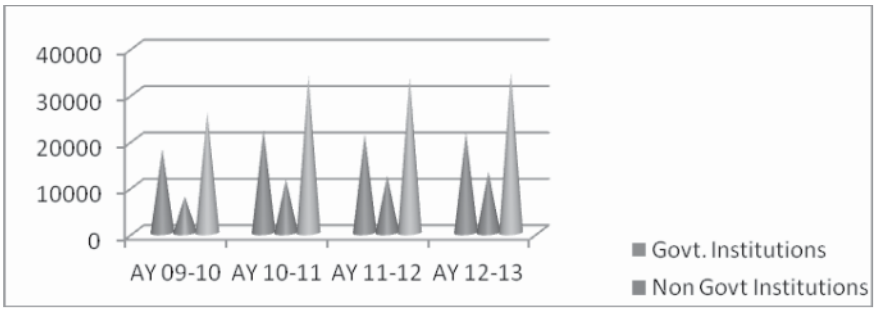

Source: Technical Education Board

From July-December 2013, all female students in the eligible institutions were supported by stipend.

The Graph and the table 3 show that access to polytechnic education has increased significantly from academic year 2009-10 to 2012-13. About 34% increase of

Table 3: Stipend beneficiaries

Year	2011 Existing	2012 - Intake	2013- Intake	2014 - Intake	2015 - Intake	Total
2011	35670					35670
2012	30828	15380				46208
2013	25649	13484	17776			56909
2014						0
2015						0
Total Student	35670	51050	68826			
Total Student Year	92147	28864	17776	0	0	138787

Source: PIU of STEP

enrollment take place after the stipend was provided. And female student considerably increased.

it has selected 93 (Public-43, Private-50) diploma level polytechnic institute for stipend, 30 (Public-25, Private-05) diploma level polytechnic institute for implementation grant and singed performance contract with all of them.

1.a. Employment support offered to students

The data on employment support offered to students by the institutes reveal that the majority (92%) of institutes have offered counseling & internship, while 38%

Type	No. of Institute	% of Institute
Counseling	86	92
Job Seminar	35	38
Job Fair	17	18
Internship	86	92
Partnership with Industry	33	35
Follow-up support after graduation	63	68
Others	16	17

and 35% has been reported to offer job seminars & partnership with several industries, respectively, and 68% institutes gave Follow-up support after graduation. see Table -3. below:

1b. Priorities and Problems

The institutes are facing numerous problems, which have been outlined in the chart below. A list of priorities is also given. These priorities depend upon the severity of the problems. It is shown in the table that, most severe problem is lack of teachers, second most prioritized problem lack of equipment, others are weak student, lack of operating cost & employment rate.

Student information

It is shown in the following table that there are 32 technologies have been studying in the 93 institutes. Among them most choice able technology is civil, after that computer and electrical. It is reveal that in the 2nd semester 81% sanctioned seat have been filled-up. Details are shown in the Annex 9 & 10

Result of the Student: From the Semi-annual Institutions Monitoring Questionnaire of STEP (Jan-Jun, 2013) depicts that, 60% of the appeared student passed the final examination (8th Semester). It is one of the Outcome Indicator of the Project, originally it was targeted 56% in this year but in the MTR it was redesigned and target re-fixed is 68%. Pass rate will increase after the outing of the result of the student who got referred. It is also observed that female pass rate (74.14%) is higher than that of the male pass rate (57.99%). Detai.

2. Sub-component 1.2: Window-II: Support to Public and Private Institutions Offering Short-Term Program:

Project achieved a robust success in achieving the target of short courses as more than 23300 trainees completed training up to June, 2013 in 03 (three) cycles through 50 (public-42, private-08) short course (06 month/360 hours) training

Table 4

	Problems→									
	Lack of Teacher	Weak Student	Dropout of students	Lack of equipment	Low employment rate	Low motivation of teachers	Lack of operating cost	Student absenteeism	Others	Total
Priority↓	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	30	17	7	20	4	1	2	7	0	88
2	6	19	10	11	9	8	13	11	3	90
3	2	17	10	12	8	6	13	18	3	89
4	8	8	10	12	11	10	18	10	0	87
5	2	15	9	5	18	14	5	13	6	87
6	10	4	11	10	10	13	10	18	4	90
7	12	5	22	11	10	9	8	9	0	86
8	14	3	8	5	10	19	18	2	3	82
9	4	0	0	1	6	5	0	1	34	51
No response	5	5	6	6	7	8	6	4	40	87
Total	93	93	93	93	93	93	93	93	93	

Source: Monitoring questionnaire, Octobe , 2013

providing institutes. Each cycle contains 06 (six) month. In 4th cycle 8410 trainees enrolled, their training going on. Rate of participation of female trainees are very encouraging (25% of total trainees). An amount of BDT-354.61 has been disbursed against grant up to June, 2013 and all backlog cleared. Web based interactive data base established and all particulars of trainees are in the web site. More or less 32% of 1st cycle & 33% of 2nd cycle trainees got jobs within 06 (six) months after completion of the training. Great success shows by arranging. Job fair for the short course trainee in collaboration with CAMPE at Bangabandhu Memorial Hall and more than 500 trainees got employment in the fair. Success history of employed trainees collected and published in the web site of the project. It is exciting that employed trainees especially female trainees are very happy to get the trainees & employment. There empowerment possibilities developed, gender discrimination eliminated helping the family members financially as they become the key earning member of the.

2a. Key Issues

- Shortage of reference books in libraries
- Student absenteeism in class
- Shortage of teachers
- the employment of the graduates by the training providers
- efficiency level of utilization of fund
- industry relation and linkage

I besides this is as follows

- Verification of stated record of student in the prescribed stipend application format
- Student absenteeism in classes
- Timely collect the information from the field institutes
- Identify and manage the referred and failed students
- the employment of the graduates

b. ***Support to Public and Private Institutions Offering Short-Term Program***

- Selecting of 50 (Public-42, Priveate-08) short course training providing institutes on competitive basis and signed performance contract with the entire institute in 3 phases.
- Exemplary success shown in trained 23,300 trainees in three cycles among them 17,555 (75%) male and 5745 (25%) female. 31% trainees of

Table 5: Summary of Short Course Training

Cycle	No. of Institutes	Students Enrolled			Appeared			Examination			Employed			Remarks
		Male (%)	Female (%)	Total	Male (%)	Female (%)	Total (%)	Male (%)	Female (%)	Pass (%)	Male (%)	Female (%)	Total	
Cycle-1(Jan-Jun 2012)	44	5372 (77.26)	1581 (22.74)	6953	5295 (80.39)	1292 (19.61)	6587 (94.74)	5208 (83.58)	1023 (16.42 %)	6231 (94.60)	1512 (80.17)	374 (19.83)	1886 (31)	
Cycle-2(Jul-Dec 2012)	50	5954 (74.57)	2030 (25.43)	7984	5590 (74.35)	1928 (25.65)	7518 (94.16)	5337 (74.85)	1793 (25.15)	7130 (94.83)	1694 (73.11)	641 (27.67)	2317 (33)	
Cycle-3(Jan-Jun 2013)	50	6229 (74.48)	2134 (25.52)	8363	5679 (74.11)	1984 (25.89)	7663 (91.63)							Data collection of passed &employed stu. ongoin
Cycle-4(Jul-Dec 2013)	50	6232 (74.10)	2178 (25.90)	8410										* verification of enrolled student going on
Total		23,787 (75.01)	7,923 (24.99)	31,710	16564	5204	21768	10545	2816	13361	3215	1,015	4,203	

Source: PIU of STEP

1st cycle and 33% trainee of 2nd cycle got job within 6 months after passing. Data in the following table shows that enrollments of trainee in 4th cycles have been completed (6232 male and 2178 female); ratio of the male female is 74:26. In the 3rd cycle it is shown that 92% of the trainee completed their course. The following table shows summary of short course training; details are shown in table 5.

Student of the short course received stipend @ 700.00 per month. 3 cycles of training have

c. The following observation were made by Analyzing the Monitoring Questionnaire Key Issues

- Student absenteeism in classes
- Employment of the graduates especially in non industrial/rural area by the training providers
- Industry relation and linkage
- Proper monitoring
- Skilled Teacher
- Performance of IMC
- Follow-up support after graduation for employability
- Quality and standard of the machineries in the related trades
- Boarding facilities
- Organizing placement seminar and job fair
- Social awareness and community mobilization activities

Recommendations

- Increased field level monitoring
- Strengthening industry linkage
- Providing follow-up support after graduation for employability
- Student teacher ratio (1:10) to be ensured
- Institute should provide boarding facilities
- The quality of the equipment in the related trades should be ensured
- Strength the initiative for job placement of the graduates and keeping liaison with the labor market
- Increase social awareness and community mobilization activitiel

Component 2: Pilots in TVET

Sub Component 2.2: **Strengthening Secondary School Certificate (Vocational) Improving Equitable**

Component-3: Institutional Capacity Building: There is a provision under the component to strengthen the capacity of DTE, BTEB, and BMET

Component 4: Project Management, Communications, and Monitoring and Evaluation

These component are not discussed.

The Polytechnic institutes provide diploma in various technology and engineering sector. The short course training Institutes offer training program on increasing employment opportunities and raising income of the people. In the project there is a provision for Social Management Framework (SMF) will support the development of a pro-poor financing strategy that targets support directly to poor and disadvantaged groups. In establishing systematic monitoring mechanisms the results framework under STEP has been designed being. In view of this, there is indicator in the DPP "Share of girl trainees in supported courses "which was monitored. Verification of stated record of student in the prescribed stipend application format

3. Gender Analysis in the Project

It is used data for 2012 to show the gender **perspective**

There are 93 polytechnic Institutes under the project all of which provide diploma course. In 2011,39049 students were enrolled in semester-1, out of which 3808are female means 10.17 %is female students . In case of semester 2, total student is 32416, out of which 3409is female (9.50 % of total student), in 3rd semester male students is 32337where female student is 3267 (10% of the total student). In fifth semester, male students are 22630 and female are 2721, in7th semester, male students is19809 female is 2885

It is observed that male and female students into polytechnic Institutes are shown details in annex-A.In 2011, 37 % female students (1032) had taken in computer technology in first semester as their first preference. Female students entered into computer technology, paying to particular attention to the context of easy task as compared to other technology.13%female students (526) enrolled in architecture and interior design which occupies second position. They got preference Architecture technology as their second choice . A Total of 386 female students enrolled in first semester (2011) for civil technology which occupies 3rdposition.

Sector wise female students (1032) in 1st semester is composed of computer (37%), architecture (526-14%), civil (386,10.14%), electrical (206,5.41%) Garment (107, 3%), Mechanical (118, 3.10%) and others include construction, power, food, automobile etc.) Table 6

sem1_male	sem1_female	sem3_male	sem3_female	sem5_male	sem5_female	sem7_male	Sem is 7_female	**sem2_male**	**sem2_female**
35213	3836	29099	3267	22630	2721	19809	2885	29007	3409

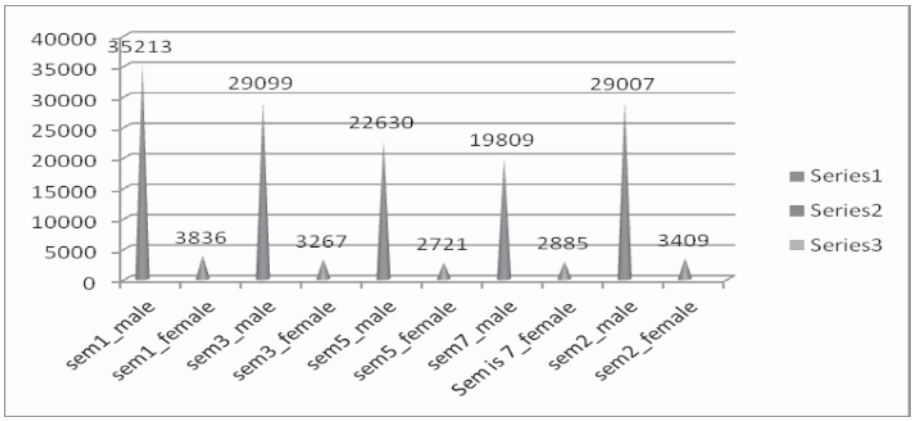

b) Short course Training providers : The Government selected 50 short term training institutes to participate in Window II which are supporting training programs of a minimum 360 hours within a duration of six months.The magnitude of female students who took garment industry as subject, found that the potential sector can generate income and employment . For this, Short Term Training in garment sector is found to be a good sign for women which are the prominent sector for employment opportunity. 26% of the female students preferred trade as garment sector mainly because the candidates try to find employment within the short time after course completion. They emphasized the sector due to extreme poverty which drives women into labour market.

Table 7: Students on short course (Jan- June 2012)

Male	Female	Total
5372	**1581**	**6953**

Table 2 The data shows that out of 6953 students, 5372 students were male, 1581 students were female (22% of the total students. Details are shown in annex B. A total number of female students 413(26.12%) enrolled in garment trade in 2013(January –June cycle) occupies first position and a total number of 187female students (12%)enrolled in fruit, food processing and preservation trade ranks second position where 164 female students enrolled in architectural drafting stood at 10.37% and occupies 3rd position among the trades. Female students are interested to enroll in garment sector for more employment which can benefit at firm level. Female employment is large in garment sectors as result, gender segregation in the process may be dismantled.Female students entered into computer trade, paying to particular attention to the context of easy task as compared to other trades. It depicts that female student also has given preference for dying, printing and block Batik as trade, this occupies fourth position and Refrigerator and Air condition and dress making and tailoring ranks 5th and 6th position respectively.

Table 8: Students on short course (January- June 2012)

Figure 2 Pie-chart showing the percentage male and female and total students of the short term Courses (July –December2012)

b) Student on short course (July- Dec 2012

Male	Female	Total
5954	**2030**	**7984**

Pie chart 1 Student on short course (July- Dec 2012)

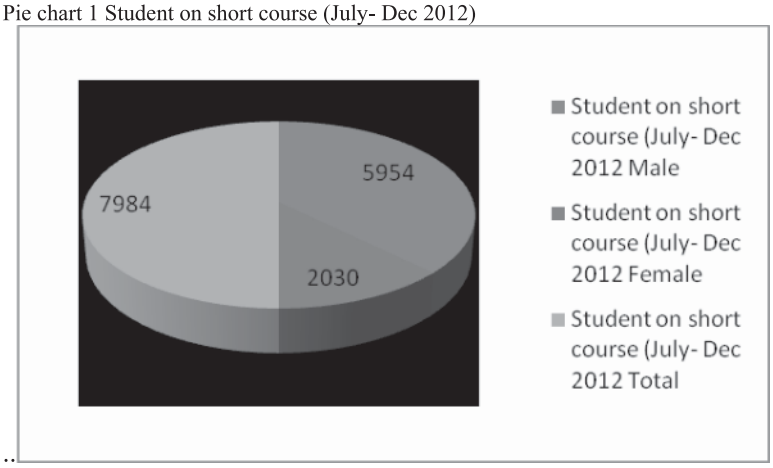

..

The total number of students enrolment was7984 in different trades in 2012(July –December cycle) under the program .Out of total 7984 students, the female

enrolment was 2030 (25.42 % of the total students in the institutes**),** an increase of 3.42% as compared to previous cycle (January –June2012). It shows that the share of the female students under short course increased (from 22 % to 25.42%) during Jan-June 2012 – July –December 2012) which reveals positive response of female students. . Sector wise composition of female students are shown who enrolled as per trade as follows 1. Female students (523), in Garment sector 25.91% 2. Female students (210).fruit and food processing10.34%),3. Female students (185): Dying, printing and block Batic (, 9.11%), 4. Female student (170) architectural drafting with auto cad 8.37%, 5. Female students(117) Refrigeration and air Condition 5.76% , 6. Female students (89) Dress making and Tailoring(4.33%,7. Female students (87) consumer electronic, 4.28%),8. Female students ((84): General electronic 4.13%), 9. Female students (64): Sewing machine operation 3.15% 10. Female students (47): Electrical House wiring 2.31%, 11.Femalestudents (35): Radio and TV mechanics1.72%, 12. Female students (33): Driving with auto mechanic 1.62% 13. Female students (29) welding and fabrication 1.42% 14. Female student (22) :Auto motive (22,1%.) 15. Female students (22) Plumbing and Pipe fittings 1%, 16. Female students (12)Civil construction 0.59%, the rest trade includes industrial sewing machine and Plastic trade,Aminship etc , Machine tools factory practice etc.The majority of the female students entered into Garment sector, Dress making and Tailoring, Dying , printing and block Batic for future opportunity.

Key Issues

3,c. The Monitoring report was analyzed and observed the following issues

- Enhancing efficiency level of utilization of fund
- Selection trades
- Performance of IMC
- Interest to be accountable and adopt new system
- Motivation, willingness& accountability
- Supporting staff

Recommendations

- Ensure Proper Training to principal, procurement and finance personals
- Selection trade for employment generation
- IMC should meet at least once a month with maximum attendance by members.

- Introduction of incentive package for good performing principal/officials
- Contractual supporting staff to the institutions.

Conclusion

The Government considers in developing a strategy to expand and modernize Vocational training to meet the market demand and extends greater benefits to poor and women for skill development**.** There is a need to build the capacity of polytechnic institutes and short term training providers with a view to improve gender equality, gender differences are observed. women's participation in technical education has traditionally been insignificant .So gender parity has to be achieved which needs to give more attention to attract increased number of female students to polytechnic and short courses. However, a good transition for female students in short courses from 1st cycle to second cycle is observed that the enrolment of female students in short courses have risen than first cycle to second cycle. women constitutes an important segment of the computer and garment sector if they are engaged in the sectors which will be way to enhance personnel and households economic resources and may gain a measure of economic and social independence.

Reference

1. *PIU of* Skills and Training Enhancement Project (*STEP)* Directorate of Technical Education
2. Semi Annual report STEP, Directorate of Technical Education
3. Technical Education Board, October 2013

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Socioeconomic Policy Considerations for Sustainable Agricultural Development & Food Security in Bangladesh: An Assessment

Md. Abdul Mojid*

1. Introduction

Agriculture is a main sector of supplies food and employment. Most of the people in Bangladesh is involved in Agriculture. They depend on it directly or indirectly. For increasing population, the country has to produce more production. It needs appropriate and sustainable technologies and better practice. Bangladesh needs new dimension and technology for increasing food production. To deyise Sustainable solution to increase agricultural production cropping system and technology development is necessary. It is a need of behavior of agro-eco system which together describes productivity, stability, sustainability and equitability. Due to rise in food prices, food security is becoming a number of challenges. This is a one of the major concern of Bangladesh. Lack of sustainability may be indicated by declining productivity but equitability of productivity of the agro system is distributed among the human beneficiaries (Conway10831985a). The study reviews the Socio economic and policy consideration for Sustainable Agricultural Development and Food security in Bangladesh.

"Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising to meet their own needs" (World commission on Environment Development (1987). It means to increase productivity to

* Resource Management Specialist, Urban Primary Health Care Services Delivery Project, M/O LGRD & Cooperatives

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

compensate for the loss of natural resources to meet the future needs, it will achieve sustainable productive capacity through research and technology.

For sustainability of Agricultural Development, it needs an agricultural development strategy that will enhance productivity and food security.

2. Policy Consideration

For critical socio economic consideration i.e. poverty, externalities, input use, market and policy failures are considered.

a. Poverty: Poverty is most common factor of environmental degradation in low income countries. some poverty reduction strategy recognizes the importance of satisfying the immediate need for food addressing long term development goals.

   Regulation & Land planning in this regard that conflicts the poor's survival strategies, it is difficult to enforce.

b. Externalities: Externalities resulting from inadequate property rights are of particular importance, property rights to land, water forest in this case regulation may reduce exploitation but enforcement is difficult and expensive. With common property, Goernments effort will be how best to achieve sustainability goals.

c. Population growth : Excessive population pressure create degradation of land and deterrent factor to alleviate poverty and efforts will be made to achieve sustainable agriculture and food security.

d. Productivty & Input use: Low inputs- Agriculture creates low productivity. Growth in agricultural productivity and higher income profits, the rural poor can generate additional income to purchase more food including diverse kind of food.

e. Market & policy failures: Removal of Govt. Monopolies in input output market and others right policy will enhance sustainability in agriculture and food security while reducing poverty. Presently state intervention in input output market is being replaced by private sector.

3. Agricultural Planning &Techniques in Bangladesh (Agronomic Measure)

Farmers cultivate different types of land and grow several crops within their village and so have detailed knowledge. The following area needs to be discussed

a. **Draught tolerance crops and varieties:** It should be kept in mind that opportunities for growing dry land crops are Maize, Soyabean, Sorghum,

Kharif Pulses and oilseeds are less adopted to the water parts of the country**.**

b. **Alternative crops and rotation:** when rains start late are intrupted by draught

c. **Cultivation techniques:** What practiced are used for conserving soil moisture these are the consideration :
   - Deeper plowing, needs assessment or periodic hand cultivation
   - Rotation –deep rooting crops
   - Weeding and harrowing
   - Mulching increased use of organic chemical
   - Proper maintenance of field bunds in aman fields

d**.** **Planning Techniques**

Planning techniques: what practices are used in 'normal and in sub-optimum or emergency situations e.g.

- soaking and pre-germination of seed so as to ensure rapid crop establishment.
- dibble-sowing or line sowing of seed (followed by planking to press seeds firmly into contact with moist soil) ;
- minimum-tillage or no-tillage techniques, such as dibble-sowing rabi crops directly in to the stubble of a previous paddy crop ;
- transplanting instead of direct-seeding aus and deepwater aman.
- 'dry transplanting' aus or aman (including transplanted aman) seedings into the moist but not puddle topsoil of permeable soils that are not normally considered suitable for transplanting, thus reducing the time that aus is in the field; for transplanted aman, this practice increases weeding costs, but it would leave the topsoil in better condition for sowing a dryland rabi crop after the aman is harvested;

e. **Drought –recovery techniques**: e.g. gap-filling, crop substation, 'boster' fertilizer applications, after drought ends.

f. **Irrigation**: it is anti- dote for drought. According to local circumstances irrigation might be provided by low lift shallow, hand pumps, deep tube wells, treadble pumps, rower pumps or indigenous devices.

g. **Fertilizer application**: Research studies space are particularly needed to find out the most efficient and economical methods of applying fertizerson drought-prone soils. It should be kept in mind that such soils may also suffer rapid leaching and waterloging during periods of excessive rainfall.

Amongst the techniques deserving to be tested are the following:

- fertilizer placement techniques : e.g. application in the furrow during last ploughing ; dibbling; mud-balls;
- use of urea super-granules, sulphur-coated urea, granular TSP ; and
- use of fertilizer in combination with additional amounts of manure ; the latter should be properly composted and ploughed into the soild immediately after it is carried to the field, preferably not more than two weeks before a crop is sown.

h. **Tree crops** : Also deserving study is the cultivation of suitable quick-growing trees and bamboo for use as fuel wood. Fodder or polewood. Species which can also tolerate temporary wet soil conditions should be selected because even the highest floodplain ridge soils can become waterlogged or have a high water-table during periods of excessive monsoon rainfall.

The above and following area can be developed to ensure sustainability of agriculture development.

4 Development of Agriculture

i. Diversification Crops
ii. Integrated crop production technology
iii. Quality Seed
iv. Provision of green manure
v. Balanced Fertilizer
vi. Development of agriculture in Chittagong hill tracts
vii. Development new cropping system Integrated Pest Management
viii. Infrastructure development
ix. Maintain ecology Increase forest not destroy
x. Protect fertile land
xi. Development of irrigation
Xii. Replacement of old variety by new variety

Agriculture in Technological development changed changes in output and we need food security .

5. Food Security

This is defined Food security the as availability of sufficient food and choice of all people at all times with necessary purchasing power.

Main aspects for increasing food security

This will ensure food security

Price Stability.

i. Adequate nutrition from food intake increase of output, increase purchasing power
ii. Ensured accessibility of the poor to feed
iii. Adequate buffer stock
iv. Adequate food supply
v. Efficient food distribution through a policy production of inputs
vi. 17- 18 % food stock from total stock
viii. Meet up food demand
viii. Increase production from limited resources
ix. Hybrid and Genetic engineering through research
x. Grow own capacity build up and reduce international assistance
xi. Produce more Mango Litchi, Vegetables
xii. Incentive offer for low income group to ensure poor beneficiaries
xiii. Minimize risk
xiv. Engagement of women
xv. Preventive measures for climate

Conclusion: These policies should focus on compensating the poor farmers, high discount rate, reducing for the risk and uncertainty with which they are faced, compensate for poorly functioning land markets and provide information to assist farmers in avoiding large errors in their expectations regarding future land and output prices (Andersum-2001)

A concerted effort to improve policies and increase investment in agriculture could reduce poverty and able to the MDG target of 50 %).

The main policy message is that Sustainable Agriculture, based on Biodiversity and including Agro Ecology, organic Farming is beneficial to the poor farmers needs to be supported by Policy and in case of food Security, Price Stability Hybrid and Genetic engineering through research, adequate nutrition from food intake, grow own capacity build up, Preventive measures for climate, increasing purchasing power, engagement of women, market are the issues for achieving food security in Bangladesh .

References

1. Conway G.r, 1985 Agro ecosystem Agricultural administration 20 31055, Thailand
2. The economist 30 august 2001, singapore
3. New Age 20 June 3004 Dhaka
4. Anderson, Per pinstrup, Director general of the International Food policy research Institute Washinton DC 2003
5. Shpen Anderson The political economy of Technological change in Bangladesh 2001 Bangladesh
6. Atkin (1974) An American review (Journal)Newyork
7. Brmmer, Hugh (1007) agriculture development in bangladesh UPLB50-51Dhaka

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Prospects and Challenges of Industrialization in Bangladesh

M. A. Rashid Sarkar*

Abstract

Industrialization is an essential pre-requisite for rapid and sustained economic development and social progress. Industrialization is the process in which a society or country transforms itself from a primarily agricultural society into an industrial one based on the manufacturing of goods and services. Characteristics of industrialization include the use of technological innovation to solve problems as opposed to superstition or dependency upon conditions outside human control such as the weather, as well as more efficient division of labor and economic growth. The growth of economy, the internal development of a nation depends upon the development of industrial sector. Bangladesh is predominantly agriculture base and has limited industrial output and exports. The industrial sector in Bangladesh is a huge contributor for the country's economic growth. The country faces severe competition in the world market to maintain and develop its trade and balance of payment in its favor. The economy is not strong as the industrial infrastructure and output are not diversified enough. The problems of ensuring primary energy services are of prime importance to industrial consumers. The Government of Bangladesh has taken steps to facilitate the industrialization in Bangladesh. The paper addresses the prevailing problems, prospects and challenges of industrialization in Bangladesh and some policy recommendations are highlighted.

* Professor, Department of Mechanical Engineering, Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET), Dhaka

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

Introduction

Industrialization is a process that happens in countries when they start to use machines to do work that was once done by people. Industrialization changes the society as it happens. During the industrialization of a country people leave farming work to take higher paid jobs in factories in towns. Industrialization is part of a process where people adopt easier and cheaper ways to make things. Using better technology, it becomes possible to produce more goods in a shorter amount of time. Modernization and structural transformation of the economy and diversification of the economic base, increasing returns and economies of scale, technological progress and productivity increase, accelerated economic growth and employment creation, increase in incomes and standard of living of the people are the universally recognized dynamic benefits arising from industrial development. Industrialization is thus pursued as an overriding development objective in its own right. Industries are the most important aspect of the economy. Industries refer to the production of an economic good or service with an economy. The processing of raw materials to finished goods and provision for services is done by the industries. Industries can be classified as public and private. Industrial revolution led to the development of factories for large scale production with consequent changes in society. It is the extensive organization of an economy for the purpose of manufacturing. Industrialization introduces a form of philosophical change where people obtain a different attitude towards their perception of nature, and a sociological process of ubiquitous rationalization. There is considerable literature on the factors facilitating industrial modernization and enterprise development. Key positive factors identified by researchers have ranged from favorable political-legal environments for industry and commerce, through abundant natural resources of various kinds, to plentiful supplies of relatively low-cost, skilled and adaptable labor's industrial workers incomes rise, markets for consumer goods and services of all kinds tend to expand and provide a further stimulus to industrial investment and growth.

Objectives of Industrialization

- Macro objectives of industrialization are-
- To provide employment to working labour force
- To increase GDP
- To supply consumer, capital and intermediary goods
- To support agriculture and service sectors
- To improve balance of payment positive by promoting export industry and import substitute industries

History of Industrialization in Bangladesh

In 1947, the Indian subcontinent was divided into two parts. One was India and the other one was Pakistan. Pakistan had two parts. One was West Pakistan and the other one was East Pakistan, which is now known as Bangladesh. The government of then West Pakistan dominated the people of this country in different sectors. In the economic sector, the discrimination was the most. Most of the industries of Pakistan were in this country. However, the profit from them was taken to West Pakistan. The progress in jute manufacturing started in that period.

Jute manufacturing sector is one of the oldest traditional manufacturing sectors of Bangladesh, which emerged in erstwhile East Pakistan in the early 1950s. During the1960s and 1970s major share of the manufacturing sector in national income and manufacturing employment was accounted for by this sector. Exports of jute and jute goods were the two most important sources of foreign exchange of Pakistan during the 1960s. The East was subjugated, as all the revenue went to West Pakistan.

In 1971, with the liberation war of 9 months, Bangladesh became independent. As after the war, the country was left in dire states, the industrial development was very slow. However, Ready Made Garments (RMG) started during this period. And in this sector, Bangladesh could lay claim to considerable success. Today garment export is the main source of foreign exchange earnings. Its success was not necessarily influenced by government policy but essentially by outside forces. It originated in the 1970s when the investors of other South East Asian nations ventured to set up garment factories in Bangladesh and to work around the export quotas imposed on their native countries by the United States.

In the 1980s, the Pharmaceutical Sector made advancement in Bangladesh. It is one of the most developed hi tech sector which is contributing in the country's economy. After the circulation of Drug Control Ordinance - 1982, its development accelerated. During the 80s, other sectors like tea manufacturing, leather factories etc also gained importance. In 1990s, sectors like ship breaking, steel, cement and cold storage goods etc developed and gained momentum. From 2000 to 2012, many industries started their journey successfully, and contributed to the economic growth of Bangladesh. Among them are- electronics, glass, aluminum, plastic, cycle, and ceramic etc. industries. To sum up the whole thing, we can say that after 1971, Bangladesh is slowly and steadily turning its attention to develop its economy, through industrial development, moving away from the agricultural sector.

Why Industrialization is Important in Bangladesh

The industrial sector has historically been the sector that has driven growth as countries have moved from low to middle income status. This is because industry can provide high-wage employment for large numbers of workers and can raise social productivity by producing high-value goods on a mass scale. Poor countries can earn valuable foreign exchange by exporting manufactured products and the foreign exchange can be used to invest in newer machines and technologies so that a rapid move up the technology ladder becomes possible.

The average productivity of industry is higher than in agriculture or most service-sector activities, so as people move out of agriculture into industry, Gross Domestic Production (GDP) increases. Bangladesh as a country with a poor land-person ration is unlikely to prosper through agricultural growth alone. Agriculture is unlikely to deliver rapid growth in Bangladesh because of the difficulty of setting up large-scale farms that can compete with countries that specialize in agriculture such as Australia or Argentina.

Bangladesh has natural resources but that can be exploited, with the exception of natural gas. Thus, industrialization and specialization in manufacturing is the obvious way in which Bangladesh can raise its per capita income and social productivity. The industrial sector consists of manufacturing, together with utilities (gas, electricity and water) and construction main industries, textiles and apparel, jute, sugar, tea, leather, telecommunications, pharmaceuticals, cement, ceramics, shipbuilding, fertilizer, food processing, paper newsprint, light engineering, etc.

Impact of industrialization in Bangladesh

- Play a major role in economic development
- Provide a secure basis for a rapid of growth of income
- Help in raising the standard of living
- Provide employment, meeting high income demands
- Brings in technological progress and change in the outlook of the people
- Has decreased the dependency on foreign resources

Role of Ministry of Industries in Industrialization

Ministry of Industries is primarily responsible for developing new policies & strategies for promotion, expansion and sustainable development of Industrial

sector of the country. Given the present environment and increasing trend in globalization, the private sector is playing an important role in the industrialization of the country. Therefore, the Ministry of Industries has taken the role of a facilitator with a view to creating increased industrial activities in the country. The vision of the Ministry of industries is to promote the contribution of the industrial sector in the indigenous production from 25 to 40 percent and to provide all sorts or assistance in uplifting the labor force in the industrial sector increasing from 16 to 25 percent by 2021.

The major contributions of the Ministry of Industries in Industrialization are listed below:

- Rapid formulation of industrial policy giving priority to private entrepreneurship
- Attaining self sufficiency in production and distribution for the sake of safety in agriculture
- Elevating the standard of products to the world standard in an attempt to preserve the consumer's interest
- Establishment of industrial park (API) for production of raw materials of pharmaceutical industry
- Playing the role of facilitator for the development of cottage, small and medium enterprises
- Keeping market stability by increasing the production of sugar & salt
- Manufacturing environment friendly motor vehicle within the purchasing capacity of the people
- Enhancement of production in the industrial sector through training emphasizing the productively
- Protecting the national interest & expanding the trade and industry by preserving and encouraging intellectual property in relation to industry
- Expansion of industrialization by providing the entrepreneurship with training and incidental assistance by BSCIC & SME Foundation

Industrial Policy in Bangladesh

Bangladesh Government believes that rapid industrialization is a key to the country's economic development. Given the present environment of global competition, the private sector is playing an important role in the industrialization of the country. Therefore, the Government in the Ministry of Industries has taken

the role of a facilitator. Faced with the challenges of the free market economy and globalization, the government has accepted private ownership and management of industrial enterprises as one of the major guiding forces in achieving economic growth. Besides this, the government has also brought about many constructive and timely reforms in the running of businesses, and liberalized trade so that private entrepreneurs can seize opportunities of establishing and running industrial enterprises profitably and freely.

To reduce poverty and generate employment opportunities, more efforts are needed to establish agro-based industries as well as to raise agricultural production. This will ensure the protection and fair price of agricultural products and employment of a huge number of unemployed people. In order to create further employment opportunities beyond the agricultural sector, initiatives should be taken to set up small, medium and large industries across the country. If these types of industries are set up in a planned way, then unemployment rates will decline and poverty alleviation will be accelerated. With these objectives in mind, the Industrial Policy has been radically reshaped.

In order to provide administrative, institutional and infrastructure facilities in the country's industrialization, there are organizations such as the Bangladesh Stranded and Testing Institution (BSTI), Bangladesh Industrial Technical Assistance Center (BITAC), Bangladesh Institute of Management (BIM), Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC), National Productivity Organization (NPO) and Small and Cottage Industries Training Institute (SCITI) under the Ministry of Industries, and the National Institute of Textile Training, Research and Design (NITTRED), Textile Vocational Institutes, Textile Diploma Institute and Bangladesh Silk Research and Training Institutes under the Ministry of Textiles and Jute. For the leather industry, the Bangladesh college of Leather Technology and different district level polytechnic institutes provide technical education. These institutes also provide assistance for industrialization by providing training on management and quality control of goods, safeguarding consumers' interests, producing and repairing import-substitute spare-parts used in industries, manufacturing new tools necessary for the production of industrial goods that are in demand, and by improving efficiency and overall productivity.

In order to further strengthen the country's industrialization process, the present government has identified the Small and Medium Enterprises (SMEs) as a priority sector and as the driving force for industrialization. A national taskforce led by the Principal Secretary of the Prime Minister's Office has been formed so that proper

policies and planning are followed in establishing SMEs. At the same time, with a view to providing entrepreneurs with assistance in the establishment of SMEs, a cell has been created under the supervision of the Ministry of Industries comprising officials experienced in SMEs from the Ministry of Industries, Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC), National Productivity Organization (NPO), Asian Development Bank (ADB), FBCCI, National Association of Small and Cottage Industries, Bangladesh (NASCIB) and women entrepreneurs.

The provisions of all facilities for attracting foreign investments have been envisaged in the Industrial Policy. The government has taken an initiative to formulate a separate SME policy to provide entrepreneurs with necessary guidance and strategic support in respect of the establishment of SME industries all over the country. These strategic guidelines will be followed in establishing SMEs across the country.

The present industrial policy presents an integrated strategy for achieving high economic growth in the country through rapid industrialization. The key features of the Government industrial policy 2010 are indicated as follows:

- To expand the production base of the economy by accelerating the level of industrial investment
- To promote the private sector to lead the growth of industrial production and investment
- To focus the role of the government as the facilitator in creating an enabling environment for expanding private investment and sustained economic growth
- To attract foreign direct investment in both export and domestic market oriented industries to make up for the deficient domestic investment resources, and to acquire evolving technology and gain access to export markets
- To ensure rapid growth of industrial employment by encouraging investment in labor incentive manufacturing industries including investment in efficient small and cottage industries
- To generate female employment in higher skill categories through special emphasis on skill development
- To raise industrial productivity and to move progressively to higher value added products through skill and technology upgrading
- To ensure a process of industrialization which is environmentally sound and consistent with the resource endowment of the economy

- To effectively utilize the existing production capacity
- To coordinate all macroeconomic policies
- To develop indigenous technology and to expand production based on domestic raw materials and inputs
- To rehabilitate and support deserving sick industries

If all structural and policy obstacles to industrial development could be overcome, Bangladesh could expect to achieve a double-digit industrial growth in the coming years and move closer to achieving the target of raising the industry sector's share in GDP to 35-45% in the next decade as set by the 2010 industrial policy.

Classification of Industries in Bangladesh

Different size categories of industries are defined according to Industrial Policy in the following manner:

Large Industry

In the case of manufacturing activity, large industry will include enterprises with either the value (replacement cost) of fixed assets excluding land and building in excess of Tk. 200 million or enterprises having more than 150 workers.

In the case of non-manufacturing industrial activities, large industry will include enterprises with either the value (replacement cost) of fixed assets excluding land and building in excess of Tk. 100 million or enterprises having more than 50 workers.

Medium Industry

In the case of manufacturing activity, medium industry will include enterprises with either the value (replacement cost) of fixed assets excluding land and building in the range of Tk 15 million to Tk. 200 million or enterprises having between 50 and150 workers.

In the case of non-manufacturing industrial activity, medium industry will include enterprises with either the value (replacement cost) of fixed assets excluding land and building in the range of Tk 5 million to Tk. 100 million or enterprises having between 25 and 50 workers.

Small Industry

In the case of manufacturing activity, small industry will include enterprises with either the value (replacement cost) of fixed assets excluding land and building in the range of Tk 0.5 million to Tk. 15 million or enterprises having between 10 and 50 workers.

In the case of non-manufacturing industrial activity, small industry will include enterprises with either the value (replacement cost) of fixed assets excluding land and building in the range of Tk 0.5 million to Tk. 5 million or enterprises having between 10 and 25 workers.

Micro Industry

Micro industry will include industrial enterprises with either the value (replacement cost) of fixed assets excluding land and building of up to Tk 0.5 million or enterprises having 10 or fewer workers.

Cottage Industry

Micro industries with predominance of family labor will be defined as cottage industries.

Reserved Industry

Industries that are kept reserved for public investment due to national security or other reasons have been termed as reserved industries. Current list of reserved industry is given as follows:

- Arms and ammunitions and other military equipments and machineries
- Nuclear power
- Security printing and minting
- Afforestation and Mechanized Extraction within the boundary of reserved forest

Thrust Sector Industries

Thrust sectors will include industries that require preferential policy support to harness their high growth potentials. This may include industries that currently occupy a dominant position in the economy or industries which have high growth potentials but are currently non-existent or are in a nascent stage in the economy. The government will prepare the list and update them from time to time in

consultation with all stakeholders and on the basis of information collected on various industries, their growth potentials and likely positive impact on the economy. The government will also determine specific policy support to be provided to these industries on the basis of the identification of constraints faced and past performances of the industries. Current list of thrust sectors is given as follows:

- Agro-based and agro-processing industry
- Artificial flower production
- Basic chemicals/raw materials used in industries
- Ceramics
- Commercial plantation
- Computer software and ICT goods
- Cosmetics and toiletries
- CR coil
- Dye and chemicals used in textiles industry
- Electronics
- Flower cultivation
- Frozen food
- Furniture
- Handicrafts
- Herbal medicines
- High fashion value added RMG
- Horticulture
- Infrastructure
- Integrated shrimp cultivation
- Jewellery and diamond cutting and polishing
- Jute goods and jute-mixed goods
- Leather and leather products
- Light engineering including automobiles
- Luggage fashion-based goods
- Oil and gas
- Optical frame
- Pharmaceutical goods

- Pharmaceuticals
- Plastics
- Readymade garment industry
- Ship Building
- Silkworm and silk industry
- Stationery goods
- Stuffed toys
- Textiles industry
- Tourism industry

Service Sector Industries

Over the years, the boundaries of the industrial manufacturing sector have been stretched to cover transport sector, nationally important activities that include many service sectors. Some service sector industries are listed below:

- Hospitals and clinics
- IT-based activities
- Agro-based activities such as fishing, fish preservation and marketing
- Telecommunication
- Transport and communication
- Forestry and furniture
- Construction industry and housing
- Construction business
- Entertainment
- Photography
- Hotel and tourism
- Warehouse and container service
- Printing and packaging
- Ginning and baling
- Laboratory
- Cold storage
- Horticulture, flower cultivation and flower marketing
- Food crop and oilseed processing
- Knowledge society with high quality merit and efficiency

Role of SMEs in Industrialization

SME is an important sub-sector of manufacturing industries. SMEs are recognized as engine of economic growth and employment generation for sustainable industrialization in both developed and developing countries of the world. In context of Bangladesh, there is no alternative of small and medium enterprises for rapid industrialization and national economic growth through lower capital investment and employment generation. The SMEs are so important for Bangladesh in industrialization because of the following points:

- Unique nature of providing large scale employment
- Higher labor-capital ratio & higher capital-output ratio
- Needs relatively lower investment
- Need a shorter gestation period and relatively smaller markets to be economic
- Ensure balance regional development
- Ensure a more equitable distribution of income
- Quick respond to opportunities
- Stimulate growth of entrepreneurship
- Promote dispersal of pattern of ownership
- Help facilitate effective mobilization of capital and skill
- Innovate SMEs are the strength of a country

In Bangladesh, SME provide critical support to industrial, agricultural and other sectors of the economy by manufacturing a wide range of spare parts, casting, molds and dies, oil & gas, pipeline fittings, light machinery, etc and by providing repair services. With regard to the spare parts, the SME is known to manufacture spare parts for cement factories, paper mills, jute mills, textile mills, sugar mills, food processing industries, plastic industries, printing industry, fertilizer factories, railway, shipping, marine transport, automobiles, construction related machinery, and pharmaceuticals industry, just to name a few. Undoubtedly, SME supports the very fundamental requirements of industrialization and plays a key role in keeping other industries running.

Problems of the SMEs

- Absence of effective and transparent legal system
- Financial constraints: rigid collateral requirements
- High interest rate for bank loans

- Export and import delays in ports and customs
- Below capacity utilization
- Lack of appropriate production facilities
- Lack of modern technology and information
- Lack of adequate investment in SME entrepreneurs development
- Non availability of raw materials and trade information
- Lack of skilled technicians and workers
- Lack of knowledge about marketing technique
- Lack of research and development facilities
- Inadequate human resource development program
- Absence/insufficient of capital support
- Inadequate policy reforms
- Illegal imports & non-tariff barriers
- Lack of appropriate infrastructure facilities such as water, electricity, gas etc.

Steps Needed to Boost SME Development

- Development of innovative lending system and to provide sufficient financial support to SMEs
- Seeking International Financing Access to technology for SMEs
- Develop mechanism for technology transfer and adapting research cell
- Access to technology for SMEs
- Periodical profession training for SMEs
- Expansion and diversification of SMEs & new product development
- Promoting information technology in both public and private sectors
- Advance marketing system : Expansion of local market & global market
- Formulate a basic SME promotion law

Challenges of Industrialization in Bangladesh

Bangladesh is mainly an agricultural country. Agriculture has always been given priority and as a result industries have been ignored. Recently some agro-based industries have been set up. There are some reasons for which the country has lagged behind in heavy and medium-level industries. Industrialization in Bangladesh faces some challenges due to some structural constraints that

hindered industrial growth. Let us now consider the challenges faced by the industry sector in general.

a) **Lack of adequate capital:** Bangladesh being a poor country, people's saving is insufficient. As saving is poor, investment is also low. Again people's per capita income is not adequate. So their consumption is also low. Consequently local market oriented industries are also very thin here.

b) **Weak investment base:** Due to long colonial rule, economic discrimination and post-liberation nationalization of industrialization, the growth of entrepreneurship has been slow in Bangladesh. Besides, due to bureaucratic red-tapes and lack of investment climate, capital investment has not been developed here.

c) **Insufficient Infrastructure:** Infrastructural facilities in our country are insufficient. Power supply, telecommunication, transport, gas, water supply etc.–all facilities are not adequate which have hindered process of industrialization in Bangladesh.

d) **Technological know-how:** Lack of proper technological know-how is also another reason of our industrial backwardness.

e) **Lack of adequate resources:** Lack of adequate raw materials and natural resources are also unfavorable for our industrialization.

f) **Shortage of Energy:** acute shortage of energy and unreliable supply of power and other utilities such as gas and water.

g) **Unskilled human resources :** Though Bangladesh has a huge population, most of them are unskilled. Country lacks skilled labor, specialists, professionals and technologists which also hamper our industrialization.

h) **Political instability:** A good govt. policy and political stability are precondition for industrialization. Unfortunately political instability has always been a common phenomenon here. This is a major hindrance towards the advancement of the industry sector of Bangladesh. Frequent strikes result in disruption of daily business. This hampers the smooth running of industries, they are unable to procure raw materials in time hence their production and even transportation is delayed. The politicians only think about themselves. As such, our industry cannot progress and compete with the outside world.

i) **Labor Unrest:** There is a lack of trained workers in this country. Thus, there is a decline in the efficiency of the company. The companies also need to

provide training (apprenticeship) to these laborers and hence quite an amount of money and time is spent on them. This challenge is faced by every company or firm in Bangladesh.

j) Limited access to credit, its high cost, legal or illegal, and procedural complexities in obtaining credit from banks

k) Competition from dumped and smuggled imports

j) Lack of adequate law and order conditions

m) Growing incidences of crime and extortion at every stage starting from production to distribution and marketing of the products.

Success of present Government

Recommendations

- Industry sector is one of the major sectors for income source in Bangladesh. There were many flaws in this sector but Bangladesh could come up with phenomenal results for the enrolment of people and to come out Bangladesh from poverty though this Industry sector. Some recommendations to improve the condition of industrialization in Bangladesh are as follows:
- Develop and implement a good investment friendly environment so that foreign direct investment increases here
- Proper industrial environment should be maintained that will increase the productivity
- Set up new export processing zones to improve infrastructural facilities
- Political stability must be ensured
- Political issues should not affect the industrial activity
- The human resources should be made skilled and more trained
- Technical institute should be set up for training human resources
- Scientific method of management should be introduced
- Industries should look for more technologically advanced equipment
- Government should take lots of steps for building up the Industry sector; they even should thought to build up a city only for the industries, so that the people can easily get into the job site easily
- There is a need to attract more investment and production in our industrial sector

- Necessary arrangements should be taken to make small and medium enterprises (SMEs) profitable
- Government should make rule to put a barrier for import of foreign low quality product
- The Industrial Policy should be implemented properly and effectively
- Special economic zones should be established in the underdeveloped region or less industrialized districts with some subsidies
- Bangladesh govt. should encourage foreign investment to accumulate capital and for technology transfer
- Backward linkage and forward linkage industries should be set up in garments sector with state support
- Wages of worker should be increased to contribute to higher value added activities
- The emphasis on Public Private Partnership (PPP) in the proposed industrial policy is laudable but the concept is still in a rudimentary stage. Government will need to act expeditiously to devise a transport mechanism and frame well-defined rules for participating in and mobilizing funds for the PPP projects.

References

1. Ministry of Industries, Bangladesh. Website: www.moind.gov.bd
2. Board of Investment Bangladesh (BOI). Website: www.boibd.org
3. http:// www.inforbd.com/Bangladesh/industry
4. http://boi.gov.bd/about-bangladesh
5. http://simple.wikipedia.org/wiki/Industrialization
6. Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI). Website: www.dhaka chamber.com
7. Anwar, Tanvir B ; Alam, A. S. M and Hossain, M. Parvez (2006). "Industrial Sector of Bangladesh". Business Environment Final Term Paper. Institute of Business Administration, University of Dhaka.
8. National Policy Forum, Dhaka: 20-22 August, 2001
9. Industrial Policy 2009, Government of the People's Republic of Bangladesh
10. Industrial Policy 2010, Government of the People's Republic of Bangladesh
11. Export Promotion Bureau, Bangladesh. Website: www.epb.gov.bd/ details.php?page=24
12. Sarkar, M. A. R.; Islam, S. M. Nazrul; Chowdhury, S. "A review of Bangladesh Industrial Policy 2010". Mechanical Engineering Department, Bangladesh University of Engineering & Technology.
13. Bangladesh Journal of Political Economy, Vol. XII, No.1, Bangladesh Economic Association.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Prospects of Non Bank Financial Institutions & Money Market: Indication from Bangladesh

Bidduth Kanti Nath*
Sujan Kanti Biswas**
Rajib Datta***

Abstract

The non-bank financial institutions (NBFIs) comprise a rapidly growing segment of the financial system in Bangladesh. The NBFIs have been contributing toward increasing both the quality and quantity of financial services and thus mitigating the lapses of existing financial intermediation to meet the growing needs of different types of investment in the country. At present, 29 NBFIs are operating their business across the country of which one is government owned, 15 are privately owned local companies, and the remaining 13 are established under joint venture with foreign participation. Non-banking financial companies/institutions, or NBFIs, are financial institutions that provide financial services including banking but do not hold a banking license. These institutions are not allowed to take deposits from the public. The development of non-bank financial institution as financial intermediaries balancing to commercial banks is noticeable in Bangladesh. This paper aims at addressing the market structure of the sector and its change over time by adopting growth measures based on

* Lecturer, Department of Economics, Premier University, Chittagong, Bangladesh. E-mail: biddutheco@yahoo.com

** Assistant Professor, Department of Management Studies, Premier University, Chittagong, Bangladesh. E-mail:sujan_kbt@yahoo.com

*** Assistant Professor, Department of Finance, Premier University, Chittagong, Bangladesh. E-mail: datraj@ymail.com

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

asset, loan, income and expenditure. The study reveals a positive growth of NBFIs over the years in advances, income, assets and others financial aspect and a good contribution in the GDP growth of Bangladesh.

Keywords: *Securities & Exchange Commission (SEC), Development, Growth, Gross Domestic Product (GDP). Non-Bank financial Institutions (NBFI).*

Objectives of the Study

- To recognize the concept of Non Bank Financial Institutions,
- To evaluate the financial condition of NBFIs'
- To develop a research cell for analyzing status of the market and economy,
- To discover the key relationship between NBFIs and the financial market,
- To identify the basic terminology of NBFIs,

Methodology

All the information integrated in this paper has been collected both from the primary sources and as well as from the secondary sources. In order to compute the development and growth, asset and loan, income and expenditure figures are used in this study to ascertain the growth over time in different financial aspect NBFIs .The data are collected from various issues of 'Bank and Financial Institutions' Activities', a yearly publication of the Ministry of Finance of the government of Bangladesh. All NBFIs reported in this publication in a particular year are considered for that year by the present study. This paper adopts collective procedures of economic records for addressing the growth and development of financial situation of NBFIs using time succession data whereas collective procedures consider the market share of all non-banks operating in an industry.

Literature Review

From the very commencement of bank financial institutions plays very significant role in economic and infrastructure development of Bangladesh. The history of NBFIs is not as old as BIFs but with the passage of time NBFIs become an integral part of the financial system of Bangladesh. Goldsmith (1969) stresses opine that NBFIs alongside the banking sector contributing prominently in influencing and mobilizing saving for investment. Sufian (2007) opine that with the development of health of NBFIs health of capital market is also increase. He also added that as the key player in the development of capital market efficient and productive NBFIs lead the market based economy move forward.

With regard to the literature concerning the non-banking sector, limited number of studies has been conducted so far in Bangladesh. Hossain and Shahiduzzaman (2002) focuse on the importance of non-banking sector as a vehicle for the economic development of the country and identify the underlying problems existed within the sector. Ahmed and Chowdhury (2007) deal with different features, contribution, and challenges faced by NBFIs in Bangladesh. At the same time they also focus on performance analysis of NBFIs by adopting traditional financial indicators like current ratio, debt-equity ratio, productivity ratio, return on equity, etc. and report that in spite of the presence of several constraints existed in the sector NBFIs have been performing considerably well. Nasreen and Jahan (2007) conduct a research on leasing companies only regarding the accounting practice. However, none of the above mentioned studies analyze the growth of the non-banking sector of Bangladesh over a long period of time and their contribution of economic growth, which creates an opportunity to deal with through an investigation.

Introduction

The core of a market based financial system is the well-organized and efficient capital market. The stock market is the first and foremost forum in which individuals can trade risk and return, firms can raise capital and stockholders can maximize the value of their shares. At present, the worldwide capital market provides an excellent mechanism for mobilizing savings for industrialization. Through the efficient pricing of the shares in the market, the wealth of the company is maximized and individuals get prize for their sacrifice of present consumption. On the other hand, primary market gives the opportunity to the firms to generate capital from the public and also provides individuals participation in the firms' ownership. The development of the secondary market for equity does not contradict with the development of the banking sector. In many countries of the world especially the countries of the continental Europe and Japan have started their reforms based on bank-dominated system first. So a full pledged reform program of financial sector includes the development of both bank and non-bank finical institutions in the financial system so that the overall savings and investment activities improve significantly. Non-bank financial institutions are permitted to work as merchant banker. In this situation, they have to take a separate license from the Securities and Exchange Commission (SEC). Merchant banking activities involve activities like a manager of the issue, underwriter, bridge financer and portfolio manager etc. NBFIs can venture in such types of risky businesses because of their particular types of sources of fund,

which facilitate them to provide institutional support to the capital market. On the other hand, bank's money is the depositors money and so that they go for less risky short-term financing. For this reason banks are subject to high regulations and NBFIs are little or no regulations around the world and thereby can go easily for risky investment such as merchant banking, venture capital etc. NBFIs are not permitted to use 'bank' in their names and use companies. Their funding is not covered by the government protection. These distinct natures make the NBFIs separate from the BFIs and place a separate arena in the financial market place. However, one may argue for the commercial banks involvement in the capital market as it follows, the universal banking system, such as that of many continental European countries, Germany in particular. In the universal banking system, banks provide both commercial and investment banking services. The principal arguments are to lend from the equity and to provide economics of scale to the banking companies. The weaknesses identified by them are first, it gives significant equity stake to the commercial bank and reach a certain proportion without approval from the central bank. Secondly, commercial banks feel lack of expertise and experience to assess the potential risk and return of the investment in the market. Commercial banking activities are less risky than the security operation and risky security business may affect the commercial banking activities. Again there is no evidence of economies of scale in the universal banking. So, capital market development needs the simultaneous development of associate institutions like NBFIs. NBFIs capture the second position in the world capital market in volume in the early 1990s. NBFIs activities in this market involves investment and merchant banking, including the portfolio management, issue managing, underwriting and bridge financing, consultancy or advisory services, selling of financial data, corporate agents in merger and acquisition, investment counseling etc. NBFIs are required to take a separate licensee from the SEC to do the activities related to the capital market.

The advance of a country depends on the development and growth of all economic entity. The financial system is the ultimate engine for achieving economic prosperity of a country, and is involved in the mobilization of financial resources from the surplus to the deficit sector. Though in the initial stage bank financial institutions plays a vital role in mobilization of funds in most of the countries, particularly in developing countries. However, the development of both banks and non-bank financial institutions are necessary for assuring a strong and stable financial system for the country as a whole (Pirtea, iovu, & Milos, 2008; raina & Bakker, 2003). In addition, NBFIs add power to the economy in such a way that enhances the resilience of the financial system to economic crisis (Carmichael &

Pomcerleano, 2002). These NBFIs offer wide range of products and services to mitigate the financial intermediation gap and thereby, play an important complementary role of commercial banks in the society (Shrestha, 2007; Sufian, 2008; Vittas, 1997). According to Ahmed and Chowdhury (2007), the fundamental limitations existed in the banking sector are, in fact, laid down the foundation of the accelerated development process of NBFIs. Firstly, the regulations adopted by the central bank of a country do not allow banks to embrace financial services for all areas of business; secondly, banks always face a mismatch in maturity intermediation since they have to fulfill the long-term financing needs with short-term resources; and finally extending the operational horizon through product innovations is not always possible for banks. These areas create new opportunities for the NBFIs to grab with utmost success. As a result, the NBFIs are nowadays treated as an important sub-sector of the financial system, which has been expanding rapidly and attaining importance on a continuous basis due to their ability to meet the diverse financial requirements of business enterprises (Islam & Osman, 2011).

The development, growth and their changes over time as well as impact on the economy have been analyzed by many researchers to evaluate the structure of the banking industry. Various changes in the banking industry initiated by the financial reform policy make the analysis even more important to the policy makers. However, the research on various issues of NBFIs remains substantially scarce (sufian, 2008), in spite of the fact that recent emergence of NBFIs as financial intermediaries is noticeable not only in developed countries but also in developing countries. Empirical evidence to evaluate the development and growth of the non-banking sector stays even more insignificant, particularly in the context of developing countries.

Although both direct and indirect forms (In case of direct finance, deficit budget units collect funds from surplus budget units through stock market, whereas in case of indirect finance, banks and NBFIs play the role of financial intermediaries between deficit budget units and surplus budget units.) of financial intermediation are available in Bangladesh, similar to many developing countries the indirect form dominates the other form in the financial market to a great extent (Beck & Rahman, 2006; Uddin & Suzuki, 2011). The journey of NBFIs was started in 1981, ten years after the independence of the country. A private sector NBFI, namely, Industrial Promotion and Development Company (IPDC) was the pioneer in the sector in Bangladesh. Over the years, the non-banking sector has grown in numbers as many state-owned, private, and joint-venture firms started to

join the sector, and by the end of 2010 a total of 35 firms were reported by the Ministry of Finance as NBFIs. The size of the non-banking sector in respect of both absolute and relative terms has also expanded. For instance, the absolute size of the non-banking sector, measured in terms of assets, was BDT (BDT stands for Bangladesh Taka, and Taka is the local currency of the country) 78.84 billion in 2000 and by the end of 2010 it became BDT414.11 billion. On the other hand, the relative size of the non-banking sector, measured in terms of assets relative to gross domestic product (GDP), increased to 5.96 per cent in 2010 from 3.85 per cent in 2000. Moreover, the importance of non-banking sector has been accelerated rapidly due to the development of new areas of business operations like leasing, term lending, housing and real estate financing, merchant banking, factoring, and so on by NBFIs (Ahmed & Chowdhury, 2007; Debnath, 2004; Hossain & Shahiduzzaman, 2002; Nasreen & Jahan, 2007). But the research on concentration and competition of the non-banking sector remains entirely unexplored. At this backdrop, this study is undertaken to assess the degree of concentration and competition and their changes over time and thereby, looked at fulfilling the demanding gap with regard to the issue.

The contribution of this paper can be expressed in three ways. Firstly, it addresses to analyze the growth of the non-banking sector of Bangladesh through analyzing the changes of different financial aspects over last 11 years of time, and by doing this it shows the scenario of Bangladesh with the growth of NBFIs. Secondly, the findings of this study will generate some guidelines for the policy makers to formulate policies and strategies with regard to the structure of the non-banking sector since the growth of NBFIs also influences the GDP growth. Finally, it also raises some issues to deal with through further research.

Overview of the Non-banking Sector of Bangladesh

The Bangladesh Bank (BB), as the regulator of NBFI operations in the country, has been pursuing policies and taking measures to ensure healthy and efficient expansion of NBFI activities in the country. In order to bring the NBFIs under an effective risk management system, BB identified four core risk areas in September 2005 covering credit risk management (CRM), asset and liability management (ALM), internal control and compliance (ICC), and information and communication technology (ICT). The BB also provided guidelines for the NBFIs to develop structures and undertake measures to improve their institutional risk management system in core risk areas. In line with core risks management

guidelines, BB also introduced risk based audit system generally known as 'system audit' for the NBFIs. For the purpose, the Department of Financial Institutions and Market (DFIM) conducted a special inspection on the basis of these core risk areas in IDLC and Union Leasing Company Limited in July 2007. After modifications of the audit process based on the findings of this first phase inspection, the second phase inspection has started in January 2009 in IPDC and Prime Finance Limited. The remaining NBFIs would be brought under the audit system in phases. BB also plans to rank the NBFIs on the basis of their compliance status of core risk management guidelines. Against the backdrop of the global financial crisis, NBFIs have been asked to be cautious in their financial management. As a part of better management, BB has instructed the NBFIs whose classified loan to total outstanding loan ratios has risen sharply to take adequate steps to realize the default loans. The BB has asked the NBFIs to take measures to rationalize investment portfolios and overcome other adverse trends such as provision shortfalls. The NBFIs have been instructed to comply with the Anti-Money Laundering Ordinance 2008 and inform the Anti- Money Laundering Department of BB of any suspicious transactions. The BB has also taken initiatives for ensuring better corporate governance of the NBFIs through streamlining the managing boards for enhancing efficiency and accountability. The NBFIs on their part need to diversify in financial instruments and commercial papers to raise adequate funds from the market so that they can minimize their dependence on borrowing from the inter-bank money market at higher interest rates in times of need. In this respect, assistance needs to be provided to the NBFIs for securitizing and selling quality financial assets. Since the NBFIs serve as important complements to the banking sector in meeting the financing needs that are not well suited to the banks, the development of the NBFIs is crucial to ensuring a sound financial system in the country. It is important to view the NBFIs as a catalyst to economic growth and provide necessary support and guidance for their development within a longer term framework which would improve financial intermediation and enable the NBFIs to play their due role in overall development of the country

Bangladesh Bank is the central bank of the country and therefore, is responsible for regulating and supervising the bank-based system. At the same time, as a supreme authority of the indirect form of financial intermediation, Bangladesh Bank is also responsible for controlling the activities of all NBFIs. On the other hand, the stock exchanges are operated under the guidance and monitoring of Securities and Exchange Commission (SEC), Bangladesh.

During the initial stage of development, the NBFIs were governed by Bangladesh Bank as per the provision stated in Chapter V of the 'Bangladesh Bank Order 1972'. Later on, a new order was promulgated by Bangladesh Bank in the name of 'Non Banking Financial Institutions Order' in 1989 with a view to assuring better regulation and supervision of the sector. However, regulatory deficiencies of this order with regard to the activities of NBFIs and statutory liquidity requirement urged the central bank to announce a new act in 1993 in the name of 'Financial Institutions Act' (Ahmed & Chowdhury, 2007; Barai, Saha & Mamun, 1999). From then on, all NBFIs in Bangladesh have been licensed and controlled under this act.

Although the major business of most of the NBFIs is lease financing, still a handful number of NBFIs involves in different financing activities, namely, term lending, house financing, merchant banking, equity financing, venture capital financing, project financing, financing to pilgrimage, etc. NBFIs also extend services to various sectors like textile, agriculture, small and cottage, chemicals, trading, pharmaceuticals, transport, food and beverage, leather products, and construction and engineering.

Structure of Financial Activities

The flow chart of the structure of financial activities is as follows:

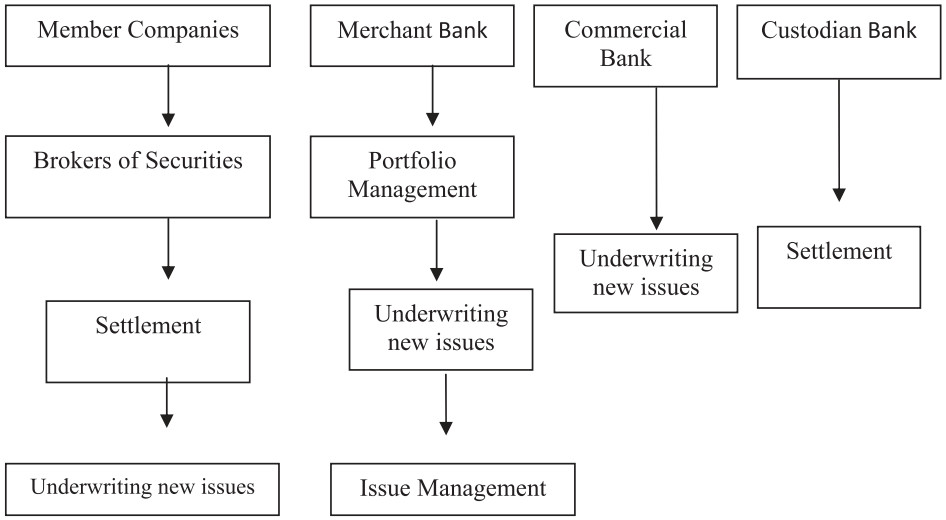

Table 1: Position of Non-banks in for the period of 2000-2010 (Amount in million BDT)

Type of Ownership	Deposits		Loans and Advances		Assets	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
Joint Venture	24,216	11.32	61,222	22.13	76,986	18.59
Privately Owned	159,903	74.74	158,880	57.43	249,561	60.27
State Owned	29,835	13.94	56,548	20.44	87,561	21.14
Total	213,954	100.00	276,650	100.00	414,108	100.00
Type of Ownership	Income	Expenditure	No. of Non-Banks		No. of Employees	
Joint Venture	7,371	4,699	10		876	
Privately Owned	21,270	16,050	20		27,255	
State Owned	9,287	4,785	5		2,740	
Total	37,928	25,534	35		30,871	

Source: Collected from Ministry of Finance publication Bangladesh, few missing data are composed from the annual reports of respective NBFIs.

Table 1 represents the position of different types of NBFIs in Bangladesh in the year 2010. At present, 29 NBFIs are operating their business across the country of which one is government owned, 15 are privately owned local companies, and the remaining 13 are established under joint venture with foreign participation. Among all NBFIs, privately owned NBFIs hold the majority of the market share by capturing 74.74 per cent, 57.43 per cent, and 60.27 per cent of deposits, loans and advances, and assets respectively. State owned NBFIs collectively retain higher market share than joint venture NBFIs in terms of deposits and assets, but lower market share in terms of loans and advances.

Table 2: Comparative position of different financial aspect of NBFIs over the years (From year 2000 to year 2010, (Amount in million BDT except no. of non-banks)

Year	Deposits	Loans &Advances	Assets	Investment	Total Income	Total Expenditure	No. of Employees
2010	213954	276650	414108	83751	37928	25534	30871
2009	190111	233523	361160	72158	46155	34928	30076
2008	148118.77	194821	281997.51	48825.31	39890.36	30951.88	30496
2007	126990.79	169761	246359.46	40185.03	32606	26676.35	31062
2006	100210	146688	198251	33821	27064	21485	24261
2005	82935	131687	156936	23570	22529	17684	17257
2004	67592	109506	131623	18706	17330	13212	14651
2003	32848	94523	105495	17764	15193	11886	13750
2002	22367.85	78745.02	84618.81	14812.43	13915.56	12144.08	14541
2001	17309.15	71151.9	91269.91	13715.19	11536.75	10016.78	14509
2000	12909.2	60368.99	78839.27	13153.63	9330.24	7986.11	13307

Source: Collected from Ministry of Finance publication Bangladesh, few missing data are composed from the annual reports of respective NBFIs.

Table 2 provides a comparative financial position of different years as indicators of growth over mentioned period of time. From the table it is quite clear that financial base of the non bank financial institution become well off with the channel of time.

(a) Growth overtime in Deposit and Advance:

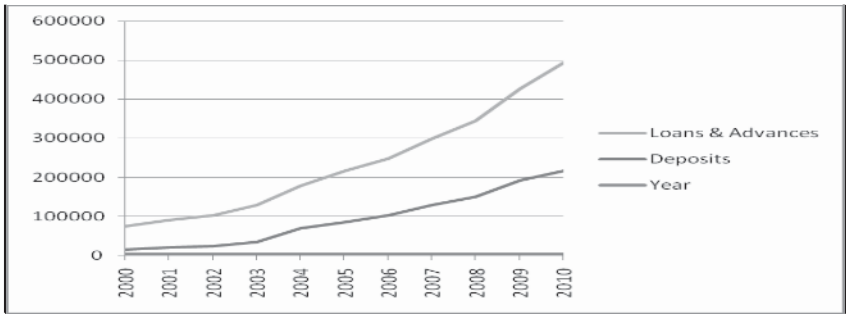

(b) Growth overtime in Total Income and Expenditure:

Source: Collected from Ministry of Finance publication Bangladesh,

(c) Growth of Asset over time:

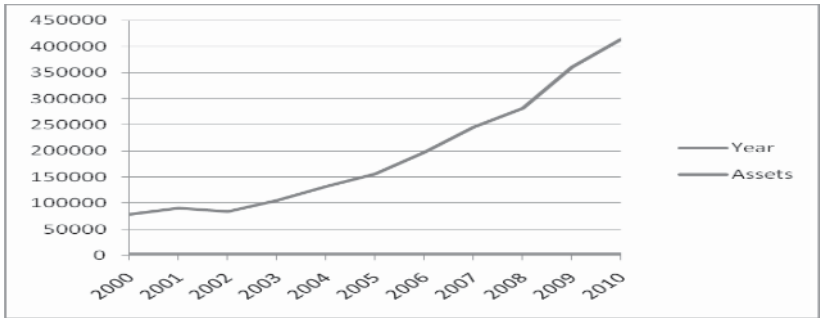

(d) TA to GDP ration:

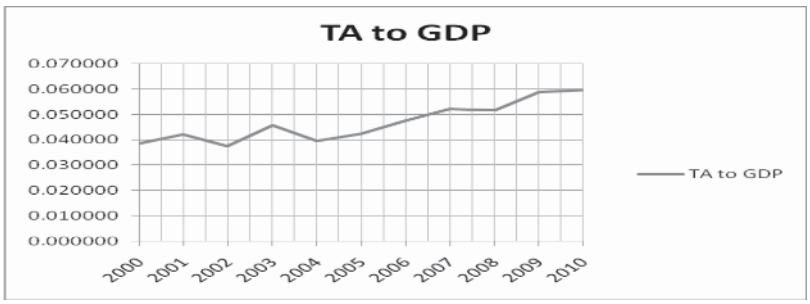

Source: Collected from Ministry of Finance publication Bangladesh,

Table 3: Total Assets, GDP & Total Asset to GDP ratio

(All figures in million Tk. Except ratios)

Year	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Total Asset	78839.27	91269.91	84618.81	105495	131623	156936
GDP	2049276	2157353	2252610	2300580	3329730	3707070
TA to GDP Ratio	0.038472	0.042306	0.037565	0.045856	0.03953	0.042334242
Year		2006	2007	2008	2009	2010
Total Asset		198251	246359.5	281997.5	361160	414108
GDP		4157280	4724770	5458220	6147950	6943240
TA to GDP Ratio		0.047688	0.052142	0.051665	0.058745	0.059642

Source: Collected from Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) and Bangladesh Ministry of Finance (MOF).

With regard to the measure of competition, two types of approaches are commonly available: structural approaches and non-structural approaches. This paper relies on the structural approaches for assessing the competition. According to the structural approaches, a market with a high level of concentration is associated with a lower level competition and vice versa (Deltuvaite, Vaskelaitis, & Pranckeviciute, 2007; Wanniarachchige & Suzuki, 2010).Thus, these structural approaches usually link competition to concentration (Bikker & Haaf, 2002).

Practical Results

The NBFIs are increasingly coming forward to provide credit facilities for meeting the diversified demand for investment fund in the country's expanding economy. According to the available data (provisional), private sector credit by NBFIs grew at the rate of 38.7 percent and stood at Tk.108.6 billion at the end of December 2008 which was Tk.78.3 billion in December 2007 The outstanding position of industrial lending by NBFIs also increased by 10.4 percent to Tk.61.4 billion at the end of December 2008 compared with Tk.55.6 billion in December

2007. However, overdue as a share of outstanding industrial loans increased to 8.0 percent in December 2008 from 6.8 percent in December 2007. This shows that the NBFIs need to streamline their loan disbursement methods with focus on low risk industrial segments and instill better monitoring mechanisms in order to reduce risks associated with their assets. Nevertheless, the contribution of NBFIs to industrial financing still remains very small. During July-December 2008, the share of the NBFIs in total disbursed industrial loans was only 4.2 percent. More than 80 percent of the loans disbursed by NBFIs were term lending as their capital structure provides better support for term financing rather than working capital financing. Total classified loan of all NBFIs stood at Tk.7.1 billion in December 2008 against their total outstanding loan of Tk.106.1 billion showing a classified loan to total outstanding ratio of 6.7 percent which was 7.1 percent at the end of December 2007. The return on equity (ROE), which shows the earning capacity of shareholder's book value investment, shows significant variation across NBFIs. In June 2008, the highest ROE is observed for IDCOL (24.1 percent) followed by Prime Finance (22.9 percent) and DBH (20.9 percent).

On the other hand, ROEs of several NBFIs were lower than the industry average and the interest rate on deposits indicating requirements on the part of these NBFIs to access both low cost funding and ensure better portfolio management to improve performance.

Total assets of NBFIs showed a growth of 28.2 percent and stood at Tk.90.2 billion in June 2008 compared with Tk.70.4 billion in June 2007. Leased assets constituted about 36.5 percent of total 72 assets of the NBFIs while term financing and working capital generated 27.3 percent and 16.1 percent respectively. It shows that among different types of assets of NBFIs, working capital has increased significantly which indicates better capacity of the NBFIs to mitigate any financial mismatch by balancing current assets with current liabilities. However, three out of the existing 29 NBFIs showed negative position of working capital during the period which indicates that they need to be more efficient in their current liabilities and liquidity management. Up to June 2008, Delta Brac Housing (DBH), which holds about 83 percent of total housing finance of NBFIs, ranked the top in terms of share in total assets (11.2 percent) of the sector followed by the IDLC Finance Limited (9.4 percent). There exists considerable variation in terms of asset holding by NBFIs as 57.3 percent of the assets of the entire sector is accounted for by top nine of them while the bottom nine holds only 9.4 percent of total assets.

Conclusion

Mounting number of NBFIs over period indicates the esteem and acceptability of NBFIs in the financial market of Bangladesh. NBFIs functions not only provides demand side of fund a substitute sector of financing besides bank financial institution but also facilitate an sound competitive environment in the financial market. Time-honored and highly standardized product design strategy creates a vacuity for NBFIs to widen their activities with custom design-quick adapt product strategy; more customers oriented non conventional financing activities. Role of NBFIs is also become very vital especially in the moments of economic misery that seems to be a cushion in the economy. Diversified investment sectors, long term investment plan, more customer customized products etc. contributes to the overall economic steadiness and growth of NBFIs in the economy as well mitigate systematic risk in a large extent.

The purpose of this paper is to have a close look of the structure of the financial market of Bangladesh and close surveillance of the changes of the market over time through deliberation and competition measures of NBFIs.

In this paper we have analyze the structural insights and proportionate positions and competition of NBFIs in Bangladesh firstly and then find some policy options and guidelines for the policy makers though observation of the result of empirical study. This paper observes the competition of NBFIs through structural approach in the industry as well as challenges in competition over Bank Financial institutions. Finally, mentioning the area of further study. Scarcity of fund, high cost and low-cost deposit mobilization of Bank Financial Institution lead the NBFIs in more competitive situation and influence negatively the growth of NBFIs. Government patronization, Investment friendly policy of Bangladesh Bank for NBFIs, more coordination with Bank financial institution, easy and simplified procedures of reporting to Bangladesh Bank etc. will help in NBFIs in business development and growth of the industry.

This study can be completed in two ways. Firstly, a consequent investigation can be done to make out the impact of competition on the presentation of NBFIs. Secondly, in its place of focusing only on time-honored financial indicators, the performance of NBFIs can be addresses by adopting both financial indicators and leading edge measures of performance to take hold of a clear representation.

References

1. Datta, R, Mohajan, H.K. and. (2013), *Financial Intermediaries in Development of Capital market in Bangladesh.* LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121, Saarbrücken, Germany, ISBN-13: 978-3-659-34788-7, ISBN-10: 3659347884.
2. Mohajan, H.K. and Datta, R. (2012), *Importance of Equity Market for Economic Development in Bangladesh.* LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121, Saarbrücken, Germany, ISBN-13: 978-3-659-29357-3, ISBN-10: 3659293571.
3. Deb, B.C, Biswas, S.K, Datta, R.D. (2011), European Journal of Business and Management.ISSN 2222-1905, (Paper), ISSN 2222-2839, (Online), Vol.3 No. 4. (278-291)
4. R.W. Goldsmith (1969), *Financial Structure and Development*, Yale University Press, London.
5. S.M. Sohrab. U& A. D. Gupta Global Journal of Management and Business Research Volume 12 Issue 8 Version 1.0 May 2012.
6. Wanniarachchige, M. K., & Suzuki, Y. (2010). Bank competition and efficiency: The case of Sri Lanka. *Asia Pacific World, 1*(1), 117-131.
7. Vittas, D. (1997). The role of non-bank financial intermediaries in Egypt and other MENA countries. *World Bank Policy Research Working Paper 1892*, 1-41.
8. Uddin, S. M. S., & Suzuki, Y. (2011). Financial reform, ownership and performance in banking industry: The case of Bangladesh. *International Journal of Business and Management, 6*(7), 28-39.
9. Sufian, F. (2008). The efficiency of non-bank financial intermediaries: Empirical evidence from Malaysia. *The International Journal of Banking and Finance, 5*(2), 149-167.
10. Casu, B., Ferrari, A., & Zhao, T. (2010). Financial reforms, competition and risk in banking markets. In F. Fiordelisi, P. Molyneux & D. Previati (Eds.), *New issues in financial and credits market* (pp. 111-120). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
11. M'Chirgui, Z. (2006). Oligopolistic competition and concentration in the smart card industry. *Telematics and Informatics, 23*(4), 227-252.
12. Carmichael, J., & Pomcerleano, M. (2002). *The development and regulation of non-bank financial institutions*. Washington, D.C., USA: The World Bank.
13. Dunning, J. H. (1974). Multinational enterprises, market structure, economic power and industrial policy. *Journal of World Trade Law, 8*, 575–613.

14. Shrestha, M. B. (2007). *Role of non-bank financial intermediation: Challenges for central banks in the SEACEN countries*. Malaysia: The South East Asian Central Banks (SEACEN).

15. Mitton, T. (2008). Institutions and concentration. *Journal of Development Economics, 86*(2), 367-394.

16. Hossain, M., & Shahiduzzaman, M. (2002). Development of non bank financial institutions to strengthen the financial system of Bangladesh. *Journal of Bangladesh Institute of Bank Management (BANK PARIKRAMA), 28*(1).

17. Raina, L., & Bakker, M.-R. (2003). *Non-bank financial institutions and capital markets in Turkey: A World Bank country study*. Washington, D.C., USA: The World Bank.

18. Barth, J. R., Caprio, G., & Levine, R. (2004). Bank regulation and supervision: What works best? *Journal of Financial Intermediation, 13*, 205-248.

19. Ahmed, M. N., & Chowdhury, M. I. (2007). Non-bank financial institutions in Bangladesh: An analytical review. *Working Paper Series: WP 0709*, Bangladesh Bank, Bangladesh.

20. Ratnayake, R. (1999). Industry concentration and competition: New Zealand experience. *International Journal of Industrial Organization, 17*, 1041–1057.

21. Acs, Z., & Audretsch, D. (1988). Innovation in large and small firms: An empirical analysis. *American Economic Review, 78*, 678–690.

22. Fazlan Sufian (2007), Total Factor Productivity Change In Non-Bank Financial Institutions: Evidence From Malaysia Applying A Malmquist Productivity Index (MPI), *Applied Econometrics and International Development* Vol.7-1 (2007).

23. Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Levine, R. (2006). Bank Concentration, competition and crises: First results. *Journal of Banking and Finance, 30*, 1581-1603.

24. Deltuvaite, V., Vaskelaitis, V., & Pranckeviciute, A. (2007). The impact of concentration on competition and efficiency in the Lithuanian banking sector. *Economics of Engineering Decisions, 4*(54), 7-19.

25. Calem, P. S., & Carlino, G. A. (1991). The concentration/conduct relationship in bank deposit markets. *The Review of Economics and Statistics, 73*(2), 268-276.

26. Park, K. H. (2009). Has bank consolidation in Korea lessened competition? *The Quarterly Review of Economics and Finance, 49*(2), 651-667.

27. Beck, T., & Rahman, M. H. (2006). Creating a more efficient financial system: Challenges for Bangladesh *World Bank Policy Research Working Paper 3938*.

28. Abbasoglu, O. F., Aysan, A. F., & Gunes, A. (2007). Concentration, competition, efficiency and profitability of the Turkish banking sector in the post-crises period. *In MPRA Paper No. 5494*, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/5494/5491/MPRA_paper_5494.pdf**.**

29. Debnath, R. M. (2004). *Banks and legal environment*. Dhaka, Bangladesh: Nabajuga Prokashani.

30. Bikker, J. A., & Haaf, K. (2002). Measures of competition and concentration in the banking industry: A review of the literature. *Economic & Financial Modelling, 9*, 53-98.

31. Pirtea, M., Iovu, L. R., & Milos, M. C. (2008). Importance of non-banking financial institutions and of the capital markets in the economy: The case of Romania. *Theoretical and Applied Economics, 5*(5), 3-10.

32. Berger, A. N., Demirguc-Kunt, A., Levine, R., & Haubrich, J. G. (2004). Bank concentration and competition: An evolution in the making. *Journal of Money, Credit and Banking, 36* (3), 433–451.

33. Barai, M. K., Saha, S., & Mamun, A. A. (1999). Progress and prospects of non-bank financial institutions in Bangladesh. *Journal of Bangladesh Institute of Bank Management (BANK PARIKRAMA), 24*(1).

34. Hellmann, T., Murdock, K., & Stiglitz, J. (1997). Financial restraint: Toward a new paradigm. In M. Aoki, H.-K. Kim & M. Okuno-Fujiwara (Eds.), *The role of government in East Asian economic development: Comparative institutional analysis* (pp. 163-207). Oxford: Clarendon Press.

35. Islam, M. A., & Osman, J. B. (2011). Development impact of non-bank financial intermediaries on economic growth in Malaysia: An empirical investigation. *International Journal of Business and Social Science, 2*(14), 187-198.

36. Marfels, C. (1971). Absolute and relative measures of concentration reconsidered. *Kyklos, 24*(4), 753-766.

37. Nasreen, T., & Jahan, M. A. (2007). Lease accounting practice of leasing companies in Bangladesh: A lessor's disclosure perspective. *The Cost and Management, 35*(6), 5-15.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Social Protection and Economic Development Through Co-operative

Md. Mahbubur Rahman*

Social protections as defined by the United Nations research institute for social development, is concerned with preventing, managing & overcoming situations that adversely affect people's wellbeing. Economic development means progress in an economy, or the qualitative measure of this. Economic development usually refers to the adoption of new technologies, transition from agriculture- based to industry –based economy, and general improvement of living standards. Economic development can also be referred to as the quantitative and qualitative changes in the economy. These two issues are interdependent. Economic development can supplement for the improvement of social protection. On the other hand achieving social securities economic development become sustained.

A cooperative is a group-based and member-owned business and can be formed for economic and social development in any sector. The International Cooperative Alliance defines a cooperative as: *"an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise."* Ownership and control by members, who usually have one vote per person, is a key aspect of cooperatives. This paper makes the case that cooperatives can play the same catalytic role, and make the same contributions to economic growth and social advancement, in the developing world like Bangladesh. Cooperatives can

* Deputy-Project Director, Comprehensive Village Development Programme (CVDP-2ndPhase) & Joint-Registrar, Department of Co-operatives, Life Member No-1266, Bangladesh Economic Association.

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

help push forward the conditions that create a positive environment for that investment. The central position of this paper is that cooperatives make an instrumental contribution to transformational international development via three primary pathways:

1) Economic Pathway – alleviating poverty; stimulating economic growth;
2) Democratic Pathway – providing a framework for democratic participation; and
3) Social Pathway – building social capital and trust (including prior to and after conflict); bridging ethnic, religious and political divides; and providing social services.

Throughout the developed world, cooperatives have been, and continue to be, a significant economic force. In many countries co-ops are among the largest major enterprises in diverse fields of agricultural marketing, savings and credit, insurance, information/communications technologies (ICTs) and housing. In developing countries results have been mixed, particularly where cooperatives have operated in extremely challenging environments, been instruments of the state, or unable to rapidly gain scale through interlocking co-op networks.

1. The Contemporary Context

A. Resurgence of Cooperatives in a Changing Global Economy

Cooperatives in developing countries are in resurgence due to several factors: abandonment of socialist planned economies in favor of economic liberalization; globalization of markets; the emergence of the Fair Trade movement; a rising call for democratization and social inclusion; the failure of the socialist co-op model; and the demise of marketing boards. They are also growing in number because government decentralization and privatization have made space for non-state sectors and group businesses that can serve public and private interests; or, conversely, when privatization fails less profitable areas, communities organize to meet their own needs through cooperative action. Many developing countries have abandoned planned economies with administered pricing and protective import policies in favor of "liberalization," or adoption of market-oriented policies. Market economies presume a "level playing field" – relative equality among participants with respect to assets, information, skill and opportunity. Where that does not exist, however, exploitation by powerful players who control a disproportionate amount of assets can occur. Only by aggregating their resources can the less prosperous producers and consumers achieve some degree of competitiveness in the market. Cooperatives have arisen for this purpose since

the 1800s. Operating in a global economy has pushed smallholder farmers to meet quality standards, compete on price, and/or achieve sufficient volumes for export. Cooperatives are an organizing tool that can enable these producers (often of highly perishable and labor-intensive products) to be competitive and reach new and distant markets. The Fair Trade movement is rapidly becoming mainstream around the world. Over 65 producer co-ops in some 25 countries are certified Fair Trade – producers are provided with guaranteed prices, middlemen are eliminated and consumers assured that their money reaches poor farmers. The demise of the socialist, "top-down" collectives in the former Soviet Bloc has resulted in a revival of free-market cooperatives. Socialist cooperatives in Eastern Europe and Russia were either dissolved as repressive organizations, or reformed such as in Poland. The growth of supermarkets in many developing countries is fueling demand. For example, market-oriented, member-owned co-ops are rapidly growing to provide vegetables to fast-growing supermarkets in Ukraine. Electric cooperatives are being re-examined by developing countries and major donors as a model of community self help and decentralization of former publicly owned services. The ideological bloom of utility privatization is wearing off as governments and residents of rural communities realize that commercial firms are unwilling to serve rural areas for little or no profit. The same is true in the information and communications technology (ICT) sector. Even with recent trends of sector privatization, and the explosion of new services and markets, many less profitable and rural communities around the world remain underserved. While ICT cooperatives are playing a crucial role in U.S. rural development, as well as in countries like Canada, Finland and the Netherlands, they are also active in transitioning and developing countries in Eastern Europe, Latin America, Africa and Asia. Marketing boards and government controlled companies across the globe are being privatized, especially in the dairy sectors. Small dairy co-ops are rapidly growing in India, Bangladesh, Eastern Europe, Latin America and Africa to provide raw milk to privately owned dairies. A major resurgence of private co-ops is occurring in countries such as Ethiopia and Honduras, where agricultural co-ops participate in direct marketing and in formerly closed auctions for exporting. In the housing sector, as government-owned housing has increasingly privatized over the past decade, cooperatives have proven to be a sustainable way for residents to own and maintain their own homes. In Bangladesh more than 100 housing co-operatives provided housing facility for 31,000 members of their society. Governments in South Africa and Philippines, for instance, have partnered with private housing cooperatives and commercial banks to finance the construction of new affordable housing. Meanwhile, in

countries such as Slovakia, residents are pooling their capital in private cooperative lending arrangements to finance housing purchases and upgrades.

2. The Cooperative Advantage

In any discussion of the advantages of the cooperative business model, particularly in an international development context, it is important at the outset to clarify what a cooperative *is* and what a cooperative *is not*. Much of the negative legacy carried by cooperative development is a result of labeling a parasitical, or even a nonprofit charitable organization, as a cooperative. A cooperative is a group-based and member-owned business and can be formed for economic and social development in any sector.

• *User-controlled* – an elected Board of Directors serves as the link between the membership and the manager; and • *User-benefited* – members profit when patronage refunds are returned to members based on the amount of business conducted with the cooperative. *A cooperative is not a typical investor-owned corporation.* Although cooperatives are private sector corporations, they differ from typical investor-owned corporations by being user-owned, user-centered and user-controlled. Owner value arises from patronage, not appreciation of equity. In an investor-owned corporation, shareholders own the corporation. The corporation's purpose is to earn financial returns for shareholders and shareholder control is proportionate to equity holdings. Investor-owned corporations return revenues to investors proportionate to their "investment" or ownership share and typically raise money through capital markets. In the case of a cooperative, the user-owned principle signifies that the users finance the cooperative to benefit through their patronage. User-controlled means that boards are elected by the members – usually on the basis of one person, one vote – linking membership and management. User-centered means members profit from the cooperative, as surpluses are returned to members as patronage refunds based on the proportion of business each member conducts with the cooperative. User-ownership reflects the fundamental identity between owner and user, a key element in sustaining loyalty to the cooperative. *A cooperative is not a typical nonprofit organization.* A nonprofit organization serves others outside of the organization, either directly or often through advocacy work on their behalf. Nonprofits usually raise money through public donations, grants and contracts and may earn some money from services. A cooperative is, however, not-for-profit – unlike the situation in a for-profit corporation, surplus revenue is either divided among the members or invested in the growth of the cooperative.

B. Cooperative Principles and Values

Seven cooperative principles were adopted the 1966 to guide cooperative organizations into the 21st Century.

Cooperative Principles:

1. **Voluntary, Open Membership:** Open to all without gender, social, racial, political or religious discrimination.
2. **Democratic Member Control:** One member, one vote.
3. **Member Economic Participation:** Members contribute equitably to, and democratically control, the capital of the cooperative. Economic benefits are returned to members, reinvested in the co-op or used to provide member services.
4. **Autonomy and Independence:** Cooperatives are autonomous, self-help organizations controlled by their members.
5. **Education, Training and Information:** Cooperatives provide education and training so members can contribute to the development of their cooperatives and inform others about the benefits of cooperation.
6. **Cooperation Among Cooperatives:** Cooperatives

   serve their members most effectively and strengthen the cooperative movement by working together through local, regional, national and international structures.
7. **Concern for the Community:** Working together for sustainable community development through policies accepted by members.

Cooperative Values

Cooperatives are based on the values of self-help, self-responsibility, democracy, equality, equity and solidarity. In the tradition of their founders, co-operative members believe in the ethical values of honesty, openness, social responsibility and caring for others.

C. The Global Face of Cooperatives: Transforming Economies Worldwide

Estimates of the number of cooperatives and their impacts on the world economy vary widely, but their impact is extensive. It is estimated that approximately 800 million people worldwide are members of cooperatives, and another 100 million are employed by cooperatives. In Bangladesh about 02 Lac co-operative societies including more than 01 core members are working for their better livelihood.

Nearly all farmers in Japan and South Korea are members of agricultural cooperatives, and some of the largest insurance companies and banks there are cooperatively owned. Rabobank is the only privately-owned bank in the world with the highest possible credit ratings from both Standard & Poor's (AAA) and Moody's Investor Service (Aaa), and is ranked the world's third safest bank by Global Finance magazine. It is the largest agricultural bank in the world. Owned by Dutch farmer co-operators, Rabobank specializes in agricultural lending. Cooperatives in nearly every developed country have been major contributors to economic growth and poverty alleviation. Cooperatives are sustainable institutions with impressive survival and growth statistics. For example, in Quebec, cooperatives have a 65 percent survival rate compared to less than 5 percent for traditional businesses within the first five years, and a 46 percent rate of success compared to 20 percent of traditional businesses after ten years. Since World War II, cooperative-based organizations in Europe, the U.S. and Canada have been champions of cooperative development, promoting overseas cooperatives in many countries. Through United Nations resolutions and the work of the International Labor Organization (ILO), there are now worldwide standards and principles for cooperatives that emphasize their autonomy, self-help nature and member ownership and control. These efforts have led to cooperative reforms in many developing countries, including many spurred by World Bank sector loans requiring divestiture of state enterprises and marketing boards. The International Cooperative Alliance, formed in 1895, represents some 230 member organizations in 100 countries

D. Pathways Out of Poverty in the Developing World

The route out of poverty via transformational development has three pathways and cooperatives are unique in addressing all three simultaneously:

• ***The Economic Pathway*** – Economically, the cooperative business model has helped millions of low-income developing country individuals improve their incomes. Co-ops are institutions of choice to bring economic opportunity to underserved areas. Remote, rural regions, where most poor people live, tend to be less profitable for other forms of enterprises and unattractive to investors because of scattered and low levels of production, high transaction costs and long distances to market. Cooperatives allow entrepreneurs to overcome many of the market barriers that exist in developing countries. Over time, areas can be transformed when members invest in: agricultural cooperatives to lower the costs of farming inputs and improve marketing; credit and saving cooperatives to reach lower-income groups than commercial banks; insurance cooperatives to protect

assets of low-income people; and rural electric, health, telecommunications and housing cooperatives to provide community services to the underserved;

• ***The Democratic Pathway*** – Democratically, co-op members learn firsthand the principles of democratic governance, transparency and member participation. Cooperative membership gives subsistence producers and other impoverished people a voice and a chance to take charge of their destinies. This experience provides a sense of ownership of the local political process; it sets an example of organizational efficiency, transparency and accountability; and it creates a practical vehicle for conflict management through jointly vested interests. Skills and analytical abilities that accrue at the level of the local cooperative subsequently spill over to all areas of the body politic – they are applicable at the second tier co-op level, in the law courts, in national organizations and at the election hasting and

• ***The Social Pathway*** – Socially, co-ops increase trust and solidarity, leading to social well being and stability, in some cases in the face of adverse conditions and conflict. Through development programs, cooperative members learn the relationship between serving their own needs and the viability of organizations. They develop as people by receiving training in leadership, organizational and financial management, member services and advocacy. They develop social capital and trust in their communities and learn how to bring critical social services to their communities. The following provides an updated view of the accomplishments and long-term potential of cooperatives in the contemporary development environment where economic democratic and social transformation is the goal.

3. The Economic Pathway: Alleviating Poverty; Stimulating Economic Growth

"Founded on the principles of private initiative, entrepreneurship and self-employment, underpinned by the values of democracy, equality and solidarity, the cooperative movement can help pave the way to a more just and inclusive economic order."

A. Creating Economic Opportunity

Poverty impedes overall economic growth and, unless the constraints affecting the poor are addressed in developing countries like Bangladesh broad-based economic growth will not occur. In a global economy, these countries need to fight poverty more aggressively than ever, especially if they expect to grow and

compete with China or India. In developing and transitional economies, cooperatives help adjust for the market imperfections that normally would impede the vast majority of private sector actors (particularly those from traditionally marginalized areas) from fully competing in the domestic or global economies. Such market failures include: imperfect competition (particularly that caused by the presence of monopolies or oligopolies such as state-owned enterprises), asymmetric information, and high barriers to entry (e.g. establishing utilities or telephone services). In countries experiencing political and economic transformation, government reform efforts have not yet had sufficient time or resources to adjust for these failures. Meanwhile, cooperative enterprises can: stimulate competition by generating economies of scale; open up access to information through better market networks; help reduce barriers to market entry through the pooling of resources; and improve individual bargaining power through collective action. Worldwide, people create economic opportunity and exert control over their destinies through membership in various types of cooperatives. Co-ops allow individuals to achieve mutual economic goals, from the local to the global level, that cannot be met in isolation. Opening up the developing world to this type of economic opportunity is not only the key to alleviating poverty, but to broader global security.

B. Economic Impact of Cooperatives: Examples by Sector

To invest in cooperative development is to invest in creating or strengthening sustainable businesses that have the potential for large scale impact when it comes to lifting households out of poverty, providing services to the underserved and protecting the economic assets of the poor. The following section illustrates how co-ops have had very significant economic impact in developing countries in various sectors. It discusses how they provide:

1) Legitimate livelihoods in agricultural economies;
2) Communication services for businesses and communities in hard-to-reach areas;
3) Rural electrification that brings large-scale economic growth to the underserved;
4) Financial services that mobilize savings encourage asset accumulation and make loans to Poor and low-income households;
5) Access to affordable housing and community services;
6) Insurance protection for the assets of low income households; and
7) Economic opportunities for youth.

1. Agricultural Cooperatives

According to the World Bank, food demand will double by 2030 as the world population increases by an additional two billion people. The increase in food demand will come mostly from developing countries. As Kevin Cleaver, former Director of Agriculture and Rural Development at the World Bank, and currently serving as IFAD's Assistant President of Programme Management, has noted: "About 60 percent of the extra food to meet the increasing demand will come from irrigated agriculture. At the same time, we face the challenges of increasing farmer incomes, reducing rural poverty and protecting the environment, all from an increasingly constrained natural resource base." Because three-quarters of the poor in developing nations live in rural areas and derive their livelihoods from agriculture or related activities, lifting people out of poverty is highly dependent on what happens in the agriculture sector. Mellor emphasizes that, when rapid overall growth is accompanied by rapid growth of the agricultural sector, there is a tendency to generalize that economic growth reduces poverty. In fact, it is the direct and indirect effects of agricultural growth that account for virtually all of the poverty decline. Rapid agricultural growth requires substantial public investment specific to the agriculture sector. In Developing country agricultural co-ops: 1) help smallholder farmers achieve better access to inputs, equipment and markets; 2) improve food security in both rural and urban settings; 3) raise incomes; and 4) power overall economic growth. This then enables farmers to improve housing, pay school fees, maintain their health and enhance their overall welfare. This progress, in turn, broadens the options for the next generation of co-op members. Prosperity, knowledge gains and resource expansion associated with cooperative-based agricultural development reinforce the principle of collective action and encourage those who benefit from it to intensify their commitment and accept further challenges and changes. At the most fundamental level, when people move from subsistence to sufficiency they have the security, resources and motivation to contribute to the development of civil society. There are several classes of agricultural co-ops, including production cooperatives, marketing cooperatives and purchasing cooperatives, that provide input, processing and marketing services to members. Production co-ops help smallholder farmers band together to achieve greater profits and add value to their products. Marketing co-ops help producers market their production. They may act as bargaining associations without taking actual control of products, or they may provide a full spectrum of services including input supplies, grading, processing, packaging and marketing. Purchasing co-ops provide members with dependable supplies at competitive prices through bulk purchasing. Service co-ops provide a wide range

of services such as artificial insemination, milk testing, cotton ginning, trucking, crop drying and livestock shipping (e.g., farm machinery equipment co-ops in Jordan).28 Cooperatives may also be classified as single purpose or multi-purpose, specializing in a single activity (e.g., input supply) or providing many services such as credit, supplies, consumer goods, insurance and other services.29 It is not possible to summarize the full impact of agricultural coops, given their diversity. However, they exist in nearly every country, and in many countries co-ops serve the largest number of producers in crops such as rice, maize and sorghum; fruits and vegetables, and livestock. **Bangladesh Milk Producers Co-operative Union known as Milk Vita** offers an example of the potential scale of the impact of cooperatives in bringing grassroots farmers out of poverty and connecting them with markets. Milk Vita was established in 1973 to help grassroots Bangladeshi milk producers reach markets and obtain inputs and services. Its creation was rooted in Bangladesh‘s recognition that its progress lies largely in the development of rural area. Dairy industry of Bangladesh by placing dairy development in the hands of milk producers and the professionals they employ to manage their cooperatives. In addition, the board promotes other commodity-based cooperatives, allied industries and veterinary biological on a nationwide basis. Today, Bangladesh‘s 1900 dairy cooperatives procure an average of 02 lack liters of milk from more than 01 Lack farmer cooperators every day. The milk is processed and marketed by 33 milk producers’ plant.

2. Information and Communications Technology (ICT) Cooperatives

ICT co-ops support business development, attract investment, and contribute to community development in hard to-reach areas. In the United States, telephone cooperatives expanded rapidly after World War II, due to the availability of low-interest capital through the Rural Electrification Administration (now Rural Utility Service) and other universal service support policies that precipitated a sharp growth in small, independent telephone systems in rural areas.

3. Electric Services Cooperatives

“Current forecasts are that, 30 years from now, there will still be 1.4 billion people without electricity and there will still be many businesses which lack sufficient and reliable energy services that could be providing jobs for the poor. A lack of energy also affects basic human needs like education and disease prevention”. In **Bangladesh** by using co-operative approach there are approximately 70 “Palli Biddut Samity” now serve 28 million people. A recent study of the economic impacts in Bangladesh credited the electric cooperatives

with creating 3 million new jobs, representing 17 percent of household income. Electric pump irrigation alone increased crop yields by 24 percent. Child mortality rates are 35 percent lower in electrified homes and women are able to engage in a wide range of income earning activities.

4. Financial Services Cooperatives

a) Credit Unions

Credit unions (savings and credit co-ops) are formal, user owned financial institutions that offer savings, credit, insurance and transaction services (including shared branching, ATM services, and remittance transfers) to members. Credit unions are legally authorized to mobilize deposits. Echoing earlier informal savings and credit associations – often formed for a limited period to help members through a difficult time – credit unions offer a mechanism for mobilizing savings from within a defined community in order to encourage asset accumulation and make available loan funds. As financial intermediaries, credit unions must be internally stable and solvent, able to protect member deposits, independent of external credit. Credit unions must balance the needs of net-savers (safe and secure savings, liquidity, return) and net-borrowers (access to loans, non-usurious rates). Credit unions meet both personal and business needs of members, so they do not provide targeted lending that is often diverted to meet family needs (upwards to 40 percent of most credit union loans are for productive enterprise purposes, compared to personal needs).

In **Bangladesh**, credit unions provide financial services to poor and low-income households on a mass scale focusing on increasing outreach and improving financial performance. Co-operative credit union league of Bangladesh (CULB), is functioning as a central society including 753 primary societies and 4,45,000 individual members. These credit unions increased & mobilized savings up to taka 15 billion.

b) Comprehensive Village Development Cooperatives

Another model that brings loans, financial services & other village development work including human resource development are conducting by the Comprehensive Village Development Cooperatives. Where 4275 Village development co-operatives are based on a model that builds assets and equity through the savings of its members. More than 100 core working capital formation by these cooperatives as a financial institutions that build assets and equity through member contributions.

5. Housing and Community Cooperatives

Cooperative institutions comprise a notable part of the housing sector, particularly in countries where poor regulatory systems and/or underdeveloped financial markets inhibit the majority of residents from accessing affordable housing and housing-related services through conventional means. Housing cooperatives are frequently used as an instrument to increase the affordability of housing for low- and moderate- income families. In Bangladesh more than 100 housing cooperatives has ensured 30,889 members of their housing facilities. Also in village area 1354 **"Asrayon"** co-operatives provide almost two lack homeless people.

6. Insurance Services Cooperatives

Low-income households with limited or no financial safety nets are especially vulnerable to falling below the poverty line as a result of death, disability or sickness of a primary breadwinner. Costs associated with health problems are frequently the single largest reason for people falling back into poverty.55 Insurance co-ops are an effective way to protect the assets of the poor. Yet, those with the greatest need are least able to afford insurance protection and have the least access to insurance services. Of the four billion people in the world today who live on less than two dollars a day, fewer than 10 million (one-quarter of one percent) have access to insurance. In developing countries, the largest potential markets for insurance products are the low-to middle-income markets, but they are underserved by commercial insurers who perceive them to be unprofitable. Conventional insurance products are neither designed to meet their needs nor priced within their means. Even a small amount of insurance coverage can go a long way for low-income families. Insurance co-ops were created to fill this important need by cooperatives, unions and other large groups who had no access to affordable insurance. Many insurance co-ops (including most in Latin America) originated from credit union federations, where members' savings and loans were insured against death of the policy holder. They subsequently expanded to offer other types of insurance (property, funeral, health, etc.) and serve greater numbers of low-income individuals and small businesses. Today, cooperative insurers are among the largest life insurers in developing countries. In **Guatemala**, for example, **Columna Compañía de Seguros** insures over 800,000 people, representing more than 90 percent of the total Guatemalan insurance market. In Bangladesh there are 674 primary general insurance cooperative society & 480 life insurance cooperative society including about 1 core share capital.

7. Youth Cooperatives

Youth cooperatives can play an integral role in developing countries' overall economic development plans, especially as developing countries look to provide sustainable economic livelihoods for the unprecedented number of youth about to enter the labor force. According to the World Bank, the 1.1 billion people that are today between the ages of 15 and 24 represent the largest cohort ever to enter the transition to adulthood. What is more, these numbers have not reached their highest level. By 2015, there will be 3 billion young people in the world, with 2.5 billion living in developing countries. In Africa and South Asia, for example, children and youth make up more than 60 percent of the total population. One of every four young people under the age of 25 lives in poverty. Many developing countries with the highest youth unemployment rates are also those with the most crime, violence and political instability. In transitional economies, the absence of a comprehensive youth employment plan is often the missing link in creating a growing economy for the future. Cooperatives present an opportunity for young people to gain legitimate employment. Youth are also drawn to the values and principles of the co-op movement. Within the co-op structure, young people can start their own businesses by working together, even if they only have access to small amounts of capital. In **South Africa**, a country with youth unemployment at over 60 percent, young people of Bangladesh already formed 3,569 numbers of cooperative society including 1,30,431 members get training & working for self employment.

IV. The Democratic Pathway: Providing a Framework for Democratic Participation

In an increasingly globalizes world, cooperative organizations are needed more than ever, as a balance to corporate power and as an anchor to the grassroots level of society. Cooperatives hold the potential of being a driving force in our partner countries in the developing world, provided they can operate in a democratic environment. For the poor around the world, cooperatives can provide a much needed opportunity for self-determination and empowerment.

Democratically, cooperatives are vehicles for broad democratization and empowerment in developing countries: they instill basic democratic values and methods; foster self-reliance through collective action; and shape relationships between institutions and civil society that encourage participation and conflict management. The resulting framework is the foundation for a more secure society and for economic growth. Successful cooperatives promote democratic values by instilling:

- Democratic member control (one member, one vote);
- Participatory management practices;
- Transparency in decision-making and financial accountability;
- Devolution of power; and
- Collective action and bargaining power.

C. Women's Democratic Participation

Women play a primary economic role in developing countries but usually do not have the opportunity for democratic participation in institutions which impact their economic potential. In Africa, for example, women account for up to 80 per cent of food production, but have not historically had access to the training, technology, credit and institutional involvement adequate to increase their productivity. The world over, women's participation in institutions (including cooperatives) has traditionally been low and has only recently begun to expand. This is particularly true in agricultural cooperatives. Cultural constraints, household obligations, land ownership requirements and lack of financial resources are commonly cited as reasons. The contribution of women to the economic transformation of poor, remote villages in developing countries is instrumental. If they are left out of co-ops, or excluded from meaningful democratic participation, they cannot influence decisions that may ultimately impact them greatly. Democratic development calls for the informed participation of all economic actors, including women. The International Cooperative Alliance has recognized that, in order for women's rights to be guaranteed, it is essential that: 1) women's needs, skills and resources be acknowledged; 2) constitutions, laws and civic and labor codes be revised to eliminate the legal basis for discrimination; 3) legal protection be provided for women's access to land ownership, credit, basic education, training, health, childcare facilities and other social services necessary for the full integration of women into the development process; and 4) loan programs be provided.67 When countries make a concerted effort to acknowledge the contribution of women, and support their inclusion and democratic participation in cooperatives, the impact can be significant. In the case of **Bangladesh** there are 27,873 women's cooperative facilitated 1 million women's member for their better livelihood.

V. The Social Pathway: Building Social Capital and Trust

"There are other, more general benefits of co-ops to which it is impossible to attach a monetary value. One is, no doubt, the establishment and strengthening of

ties of friendship and partnerships among members. At an even more general level, the formation of a cooperative is one of those human activities that bring their own reward. For many groups, the fact of joining forces, be it even for a modest purpose, such as setting up a cooperative consumer store, has a great deal of symbolic value. It is an act of self-affirmation that fills people with pride and may even be felt as a beginning of liberation, particularly by long-suffering and long-oppressed groups"

a) Building Social Capital

Social capital is a popular topic in contemporary development parlance, particularly in discussions of civil society and the impacts of globalization on local communities. According to the World Bank, the social capital of a society includes "the institutions, relationships, attitudes and values that govern interactions among people and contribute to economic and social development. It includes the shared values and rules for social conduct expressed in personal relationships, trust and a common sense of civic responsibility that makes a society more than a collection of individuals." The term social capital puts the commonly used term "social fabric" on a par with other forms of capital such as financial capital, physical capital and human capital. Social capital shapes the quality and quantity of a society's social interactions. It is the "glue" that holds institutions together. Social capital is a stock of social trust, norms and networks to draw upon for problem solving.While the value of building social capital may be difficult to quantify, increasing evidence shows that social cohesion is critical for societies to prosper economically and for development to be sustainable.71 Studies have shown that societies with strong social capital tend to do well economically and can reduce their poverty levels. When cooperatives are involved, achieving social goals is highly compatible with achieving economic goals. In **Bangladesh**, rural electric cooperatives are a significant part of the rural civil society. Cooperatives have become "best actors" of human governance, strengthened local governance, and ensured transparency and accountability in management and operations – a social development described by Dr. Abul Barkat and his colleagues in a study that noted: *"Because the poor have weak social networks and they are excluded from mechanisms that allow their voices to be heard….cooperatives can play an important role in building trust and norms for coordinated actions to extend people's freedom and to exercise choice by creating institutional structures that in turn create capabilities."*74 The study observed that a typical community at the village level in Bangladesh has two temples and two mosques, but that the cooperatives bridged ethnic groups through common membership and multi-faith elected boards of directors. A survey of members

found that 70 percent of respondents said that the cooperative board plays a useful role for its members, facilitates participation, empowers women by appointing them as bill assistants, helps consensus building among members with diverse opinions, accelerates accountability, fosters group spirit and helps achieve transparency.

b) Recovering from Conflict

Cooperatives help build "stakes in stability"81 by providing economic opportunities during and after conflict and by rebuilding the social capital and trust needed to provide a sense of collective identity and shared destiny. Throughout the world, in post-conflict settings such as Guatemala, Lebanon, Azerbaijan, and Serbia and Montenegro, cooperative organizations have brought citizens from different regions and backgrounds together to cooperate in pursuit of a common vision. They have successfully created jobs for returning minorities and ex-combatants to conflict

regions, and have been particularly effective in creating new links to distant and high-value markets.

c) Bridging Ethnic, Religious and Political Divides

Ethnic, religious and political divides can lead to fragility and conflict in developing countries. Cooperatives have served as institutions that can successfully bridge these divides and achieve reconciliation along the fault lines of various social groups.

d) Providing Social Services

Developing countries characterized as "fragile" or "vulnerable" typically cannot assure the provision of basic services to significant portions of their populations. Cooperatives are institutions that can achieve greater outreach and equity in delivery of social services, especially compared to centralized, top-down models of service provision.

1. Public Services through Cooperatives

Community and consumer co-ops take myriad shapes and forms, including artisans, daycare centers, healthcare, water and wastewater treatment, groceries, retail, bookstores, and many other permutations. In most cases, community members band together to foster services for the group that would be otherwise unavailable to the individual, or better tailor services for the few by combining resources of the many. In the **Philippines, the Cooperative Daycare Center** in Toy has served preschool children whose parents would have been unable to

afford caregivers on their own. The Riverside Cooperative in Bacolod has successfully stopped city residents from dumping trash in a river through a solid waste management project, resulting in improved household and community cleanliness, the elimination of odors, and the reduction of littering and improper waste dumping. In **South Africa**, the **Security Association** in Amalinda, Buffalo City, has trained members in prevention of theft and in safeguarding construction sites.

2. Healthcare Cooperatives

Health is a key determinant of economic growth in developing countries, and cooperatives can bring health care to those who would not otherwise be served. This has been recognized by the United Nations, which published a global survey of health and social care cooperatives in 1997. The survey showed the scope of the movement and noted the opportunities for expanded engagement of the cooperative movement to providing high quality health services at reasonable cost. Health cooperatives can take a variety of forms. User- or client-owned health cooperatives are established, owned and controlled by their members in order to secure effective and affordable health insurance and services. Provider-owned health cooperatives are controlled by groups of health professionals, in both developed and developing countries, for shared administrative and technical services, bulk purchasing, and creating a network of specialists who strengthen the range of services offered in a community.

VI. Overcoming Obstacles to Success

Developing country cooperatives operate in difficult environments and, despite stunning achievements and large-scale successes; they have faced problems which are a consequence of operating in extremely challenging contexts. This section discusses several typical obstacles to success: a) creating an enabling legal and regulatory environment; b) accessing markets (local, regional, global); c) moving from government to member control; and d) reaching scale and emerging from dependency. Examples are provided of where and how these obstacles have been overcome.

Success Factors for Cooperatives

- Laws and policies that is favorable
- An economy that permits all types of competitive businesses
- Membership that is open to users
- Equity from the first day of operations and principally from members

- High equity/debt ratio
- Member-centered services
- Board of directors elected by and from members only (no government representatives)
- Organization around a resource base and service sufficient to sustain the cooperative as a Viable business
- Professional management
- Access to markets
- Accountability of all employees to the cooperative (no seconded personnel)
- Management training
- Membership education
- Willingness to use modern technology

* Cooperatives often have limitations on membership such as farming as the principal occupation, or in the case of credit unions, living in the same region (community credit union) or working for a common employer or group of employers (employee credit unions).

a) Creating an Enabling Legal and Regulatory Environment

One of the greatest challenges to successful cooperative development is creating an enabling legal and regulatory environment – adequate laws, regulations and supportive institutions that promote cooperatives as private sector businesses. While many countries have reformed (or are in the process of reforming) their cooperative laws, often they do not treat cooperatives with the same conditions or controls as other forms of enterprise. Likewise, cooperatives treated as nonprofit organizations can become instruments to advance social rather than business purposes, which ultimately threaten their long-term financial viability, increases their dependence on external government or donor funds and, in so doing, jeopardizes their autonomy and independence from governmental or other third party interests. The first colonial law in Bangladesh was in 1904. Prior to that there were cooperatives, but they were registered under the Societies Act. As early as 1908 cooperative law advanced in British colonies. From the 1950s onward, in emerging post-colonial nations, cooperatives were seen as organizations that could build up national economies.

- **Protect democratic member control:** Law must protect the democratic character of cooperatives, vesting control of the organization in its members;

- **Protect autonomy and independence**

  Cooperatives are private sector businesses. Law must protect the autonomy and independence of cooperatives from government, persons, or entities other than members of the cooperative;
- **Respect voluntary membership:** Law must protect the voluntary nature of membership in cooperatives; membership in cooperatives should be determined by the cooperative, not mandated by law or government order;
- **Require member economic participation:** Law must protect and promote the responsibilities of membership, including the duties to contribute equitably to and democratically control the capital of the cooperative;
- **Promote equitable treatment:** Law and regulation should be no less advantageous to cooperatives than to other businesses in the same sector, while protecting and being sensitive to the mutuality of cooperatives. Incorporation, law enforcement, dispute resolution, and licensing of cooperatives should be handled in the same manner as they are for other businesses;
- **Promote access to markets:** Sector-specific regulations should provide reasonable accommodations and incentives where appropriate, that enable cooperative forms of business to operate;
- **Provide coherent and efficient regulatory framework:** Regulatory framework should be simple, predictable and efficient; should minimize bureaucratic delay and obstructions to business operation; and should avoid conflict and duplication with other laws. Regulation with respect to the business of cooperatives should be handled by institutions with the most relevant specialized expertise;
- **Protect due process:** Cooperative organizations and their members should be accorded due process of law, including applicable rights to hearings, representation, and impartial appeals - for decisions of the state that impact cooperatives or their members; and
- **Avoid conflicts of interest:** The roles of the state in law enforcement, dispute resolution, licensing and promotion should be administered in a manner that avoids duplication, undue influence, and minimizes conflicts of interest.

b) Accessing Markets (Local, Regional and Global)

Cooperatives exist to better their members' circumstances either directly or indirectly. Co-ops have failed without a market-driven approach that allows small

business owners and farmers to compete effectively in local, regional and global markets, with the motivation of increased profits. Globalization involves integration of economies around the world from the national to the most local levels, involving trade in goods and services and movement of information, technology, people and investments.110 In a global economy, overcoming marketing and competitiveness obstacles is a challenge that must be urgently addressed by developing country cooperatives. As the advantages offered by protective policies have disappeared, it has been essential for cooperatives to attain competitive advantage through professional management, operational and financial efficiency, high quality products, and competitive pricing. In today's contemporary setting, these efforts have been supported and enhanced by the Fair Trade movement, which represents a new vision and paradigm of international trade that can help developing country cooperatives compete – trade that brings economic and social benefits to poor people and to the economies of developing countries.

Cooperatives and the Fair Trade Movement. In 1988, world coffee prices began a sharp decline that resulted in the initiation of the Fair Trade movement. The movement began in the Netherlands and was branded Max Haavelar after a fictional Dutch character.111 The Max Haavelar Foundation joined with Trans Fair International in Germany in 1998 as the Fair-trade Labeling Organizations International (FLO). Fair Trade cooperatives provide an opportunity for small producers to participate in the global economy, especially in coffee, tea, cocoa and increasingly in organic produce. In 1986, Equal Exchange, a workers Fair Trade coffee cooperative was formed in Boston.

c) Moving From Government to Member Control

True cooperatives effectively serve and are directly accountable to their members. Members finance the cooperative through equity and other mechanisms and control the cooperative by participating in its governance. Emerging from domination by a repressive government and converting to member control has been a major challenge for developing country cooperatives. In developing country situations where the legacy of government control carries a powerful negative stigma, group based businesses are sometimes formed using cooperative principles, but labeled "associations" to counter this stigma. The word "cooperative" has been badly misused, denoting Government-controlled institutions that failed to mobilize their members, who perceived them as being run by government-appointed managers. Such so-called "cooperatives" were not member-owned businesses.

d) Reaching Scale and Emerging From Dependency

Cooperatives have the potential for transformational change, particularly when they can reach the scale necessary for broad-based economic, social, and political impact. The search for scale is the driving force behind the formation of virtually all cooperatives and the *raison d'etre* for their continuing existence. Whether they be farmers, households, small businesses, or entire communities without access to modern services; whether their needs are access to commodity markets, insurance, housing, electricity or financing - abandoning solitary status and joining cooperative enterprises is the first step to overcoming the disadvantage of subsisting on the social and economic fringes of national life. In developing country settings, cooperatives have suffered from small economic scale, a characteristic that has also inhibited their capacity to address other obstacles to their evolutionary growth as independent businesses. Small scale can limit access to markets and resources and that, in turn, contributes to continued dependency on government control and/or donor support. Today, in the age of globalization, consolidation and increasingly competitive markets, cooperatives must take steps to achieve scale. Cooperatives may take alternative paths to achieving scale. The most frequently adopted path is the creation of new secondary cooperative ventures, either as associations of cooperatives with equal responsibilities and benefits, or entirely separate cooperative businesses in which participating cooperatives share an individual, but not necessarily equal, stake. Cooperatives are, by nature, loathe to the idea of conglomeration and merger and the empirical experience with scale-driven consolidation in the cooperative world is littered with failures. There can be various reasons why cooperation between cooperatives is easier said than done, the most common reason being that moving toward scale mandates that cooperatives relinquish, to one degree or another, the very essence of their basic nature – member homogeneity and local control.

VII. Conclusions

Since the early 1800s, cooperatives have made pivotal contributions to the development of economies at strategically important times. In the English-speaking world, the Rochdale Society of Weavers, inspired by ideas of Robert Owen and William King, is considered the first cooperative. 142 For more than 160 years, the Rochdale principles have included open and voluntary membership, democratic management, modest expectations concerning return on capital and dividends paid to members. Inevitably, these pioneers experienced familiar growing pains including friction when members had to sell back their shares because of financial difficulties, suppliers who were wary of the small-

scale initiative (a cooperative retail store),competition from established businesses that opposed the cooperative as a competitor, as well as on occasion when ill-conceived investments were not profitable. These cooperative networks were economic operations and grew rapidly as part of social movements that deal with rural poverty and economic depression as part of the industrial revolution. The growth of Western cooperatives was also based on visionary leadership and competent management. Today we stand at another strategically important time in history as the world struggles to find the most effective ways to alleviate extreme poverty and suffering in developing countries across the globe. Cooperative development assistance can help people fulfill their dreams of freedom, economic viability and crisis recovery. Co-ops offer broad grassroots involvement, local control and ownership, and the potential to nurture the capacities of individuals and groups to drive the development of their own economies. Cooperatives can help build the framework for solidarity and just civil societies. In post-crisis situations where the entrepreneurial spirit of rural people is allowed to flourish for the first time in years, cooperatives cultivate good business practices and emphasize markets, financial systems controlled by members, and broader participation in economic activities. Cooperatives help people design programs from the ground up, centered on group businesses that are profitable. Members define their own needs and have a personal stake in the group business.Over time, cooperatives build economic cooperation in fractured societies, with participation open to all including women, ethnic minorities and those practicing different religions. Cooperatives mainstream poor and discriminated groups into conventional economies. The cooperative idea is still dynamic – the fundamentals of aggregating people for marketing power, and placing control in the hands of users, are very powerful ideas if cooperative practitioners are entrepreneurial. Creative leadership is key and research is needed to uncover new ideas,improve the measurement of impacts, and interest the next generation in cooperatives. Major problems confronting cooperative development today are the legacies, misconceptions and mixed history of cooperatives in developing countries. The challenge is to recognize this phenomenon, analyze and understand it more thoroughly, find more effective ways to help fledgling cooperative movements reach scale, and reorient development professionals' thinking to recognize the universality of cooperatives as one means to achieve poverty alleviation and economic opportunity in the developing world.

Endnotes

1. World Bank. (2000). *Strategic Framework*. World Bank. (2003).
2. *Reaching the Rural Poor: A Renewed Strategy for Rural Development.*
3. World Bank Producer Organization.
4. The International Cooperative Alliance (ICA) website: www.ica.coop
5. Rabobank website: www.rabobank.com
6. overseas cooperative development council (OCDC) of United States, website: www.ocdc.coop
7. *Cooperatives and the Millennium Development Goals.* ILO.
8. *Cooperating Out of Poverty: The Global Cooperative Campaign Against Poverty.*
9. United Nations home page: www.un.org
10. A recent study undertaken by CHF International in partnership with USAID is examining the economic contributions of cooperative businesses in transformational countries,
11. NCBA Website: www.ncba.coop (search "Zambia").
12. World Bank website: www.worldbank.org
13. On the other hand, municipal electric systems in Bangladesh have losses of about 35 percent.
14. NRECA. (August, 2003). *Co-operativa Rural de Electrificación.* Cooperative Development Case Study prepared for USAID Cooperative Development Program.
15. World Council of Credit Unions, Inc. June, 2005.
16. Barkat, A., et al. (2002). *Economic and Social Impact Evaluation Study of the Rural Electric Program in Bangladesh.*

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Financing Small and Medium Enterprises: Results from a Branch Level Study

Mihir Kumar Roy*
Md. Abdur Rouf*
Md. Abdus Salam Sarker*
Shafiul Azam*

Abstract

This study aims at providing an overall analysis of financing SME: A Study of FSIBL, City University Branch. The data for the study were collected both from secondary as well as primary sources. The important documents of FSIBL were consulted to collect secondary data. The primary data were collected by using non probability sampling method Forty respondents who are the regular customers of the branch were surveyed to know their performance as SME loan recipients.. The significant variables like age, experience and income of the loan recipients were tested by using Chi-Square to find out the impact on repayment of the loan. Finally, the study concluded with the summary of findings, recommendations and conclusion

1.1 Background of the Study

Development of small and medium enterprises (SMEs) in developing country is generally believed to be a desirable end in view of their perceived contribution to decentralized job creation and generation of output. SMEs constitute the dominate

* Department of Business Administration, City University, Dhaka-1215

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

source of industrial employment in Bangladesh (80%), and about 90%of the industrial units fall into this category. The actual performance of SMEs, however, varies depending on the relative economics efficiency, the macro-economic environment and the specific promotion policies pursuit for their benefit. In Bangladesh SMEs are playing a significant role for the development of our economy by creating employment opportunity and producing important alternative machines and machinery parts for saving huge foreign currency for our country. SMEs are the starting point of development in the economic towards industrialization. However, SMEs have their significant effect on the economic distribution, tax, and revenue employment, efficient utilization of resources and stability of family income. The proposed study on “”Financing Small and Medium Enterprises: Results from a Branch Level Study” is modest attempt by the researchers. It is hoped that the study will help bank management to handle SMEs financing more efficiently. The future researchers will find new way specially the financial aspects and added to new knowledge.

1.2. Objective of the Study

1.3. Specific Objectives

- To give an overview of SME Loan Procedure of FSIBL
- To know the internal strength of SME related services of FSIBL
- To analyze SME loan repayment Behavior of Loanees
- To suggest policy implications arising out of the study

1.4 Limitations

While nothing comes along without problem, the researchers also faced some problems, which were picked up below:

- Respondents were busy as well as reluctant to go through the process of questionnaire.
- The respondents sometimes did not agreeable in providing accurate statistics and information.
- The communication gap between the different personnel due to workload and unavailability of data, which were confidential and lack of sufficient co-operation from employees.
- Lack of knowledge to the client about the SME loan.
- No available information about the SME banking system to the website specially Branch wise.

1.5 Review of Literature

With respect to the SME sector of Bangladesh, foreign and national experts undertook some studies. Some of the notable ones are:

Mahmud, W. Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS) (2006), Dhaka: The SMEs have very limited bank finance, which is only around 10 percent, while self-finance remains the major source of their finance contributing 76.5 percent of fixed capital and 51.8 percent of working capital.

Berger, A. N. and G Udell. Policy Research Working Paper

4481. (2005): Bangladesh's SMEs identified lack of finance as the major issue, with 55% SMEs reporting it. Bribes (21%), orders/marketing of product (28%), lack of knowledge (12%), and license for work (8%), along with new technology (8%) were also considered as major issues. Without the much vital capital, they have little chance of growth or even sustenance in this mobile world. This study has tried to pinpoint, through empirical research, the major, problems faced by SMEs and banks in Bangladesh in relation to financing and has provided recommendations based on the findings to improve the situation

Hallberg (2002), a stable macro-economy, an open trade and investment regime, and a competitive financial sector are argued to be most essential ingredients for a vibrant private sector. But with a law and order situation below the optimum level, corruption will above the level of acceptance and unstable political situation, the domestic environment of Bangladesh does not come to any help, rather hinders the prosperity of SME in this country.

S. M. Nasrulquadir and Dr. Mohamad Saleh Jahur (2011):

They are argued that SMEs of Bangladesh have been vulnerable to frequent policy changes of Government from time to time. Besides, they are facing severe competition in and outside the country. As a result, the profitability of SMEs has got squeezed and many of them have got financially distressed. Besides Entrepreneurs of SMEs.

Iftikhar Akhtar Hussain, Zeeshan Farooq and Waheed (2012): They are opined that Across the South Asia, the contribution of SMEs to the overall economic growth and the GDP is high. It is estimated that SMEs contribute 50% of Bangladesh's industrial GDP and provide employment to 82% of the total industrial sector employment. In Nepal, SMEs constitute more than 98% of all

establishments and contribute 63% of the value-added segment. In India, SMEs' contribution to GDP is 30 %.

3. Methodology of the study

3.1 Sources and collection of Data

Both primary and secondary source of data are used to complete this study. These two sources are explained below:

3.1.1 Primary Data Sources

- Face to face conversation with the bank officers and staffs.
- Conversation with the clients.

3.1.2 Secondary Data Sources

- Producer manual published by the First Security Islami Bank Ltd.
- Files and documents of the Branch.
- Different Annul report of First Security Islami Bank Ltd.
- Different paper of First Security Islami Bank Ltd.
- Unpublished data.
- Different text books.
- Questionnaire.
- Web site of the Bank.
- Different manuals of First Security Islami Bank Ltd.
- Different circulars of First Security Islami Bank Ltd.

3.2 Sample Frame

The sample frame of this study has been consisted of the bank employees, clients, account holders, and debtors of FSIBL. The sample frame was derived from FSIBL, City University branch, Ashulia. To obtain a probability sample, effort was concentrated for Stratified Random Sampling procedure for conducting questionnaire survey to general clients and account holders of FSIBL. Also Non-Probability Sampling procedure was applied to conduct the interview and survey of bank officials.

3.3 Sampling Plan

After preparing the sample frame, requests were made to the Manager In-charge FSIBL, City University branch, Ashulia for seeking interviews to all bank personnel and clients of FSIBL.

Population: A total of 60 respondents have been conducted. Where,

- Element:Existing Individual customers and officials of First Security Islami Bank Ltd.
- Unit: 20 bank loan officials and 20 female SME clients, 20 male SME Clients, which has been

  elected using the justification method under non-probability sampling technique.
- Extent: City University Branch in Ashulia.

3.4 Analysis of Data

Relevant data for this report has been collected primarily by direct investigation of different records, papers, documents, operational process and different personnel. Questionnaire has been used. Information regarding office activities of the bank has been collected through consulting and discussion with bank personnel.

For analysis of data SPSS software has been used. This operation performed by the (chi-square test) and here also develop a *Ho* (null hypothesis) based on the without significant difference between the opinions of the respondents. Hypotheses were tested to derive a meaningful conclusion from the empirical data. Based on the analysis the researchers made some findings, recommendation and conclusion.

2.1 Back ground of the company

The First security Islami Bank Limited is the third generation private sector Bank in Bangladesh. FSIBL is fully owned by Bangladeshi entrepreneurs. The bank

Table : Braches of FSIBL

Years	Numbers of Branches
2008	29
2009	52
2010	66
2011	84
2012	100
2013-2014	125

was opened on August 29, 1999 but the first branch at 23, Dilkusha Commercial Area, Dhaka started commercial operation on August 29, 1999. The 2nd Branch was opened on 11 November 1999 at Khatungonj, Chittagong.

At present, FSIBL has been carrying on business through its 125 branches. FSIBL was the first domestic bank to establish agency arrangement with the world famous Western Union in order to facilitate quick and safe remittance of the valuable foreign exchanges earned by the expatriate Bangladeshi nationals. FSIBL was also the first among domestic banks to introduce international Master Card in Bangladesh. In the meantime, FSIBL has also introduced the Visa Card and Power Card. The Bank has in its use the latest information technology services of SWIFT and REUTERS. FSIBL has been continuing its small credit program for disbursement of collateral free agricultural loans among the poor farmers of Agrabad area in Chittagong district for improving their lot. Alongside banking activities, FSIBL is actively involved in sports and games as well as in various Socio-Cultural activities.

Where the city university branch was established 19th December 2011.which is gotten highly profit by investment as if these are staying rural area.

2.2 Organizational Analysis

2.2.1 Strategic Posture

2.2.1.1 Mission

- To contribute the socio-economical development of the country.
- To attain highest level of satisfaction through extension of services by dedicated and motivated professional.
- To maintains continuous growth of market share ensuring quality.
- To ensure ethics and transparency in all levels.
- To ensure sustainable growth and establish full value of the honorable shareholders and
- Above all, to add effective contribution to national economy.

2.2.1.2 Strategies

- To strive our customers best satisfaction & win their confidence.
- To manage & operate the bank in the most effective manner.
- To identify customers' needs & monitor their perception towards meeting those requirements.

2.2.1.3 Corporate Profile of FSIBL

Name of the Company	**First Security Islami Bank Ltd.**
Chairman	Mohammad Saiful Alam
Vice Chairman	Alhaj Mohammad Abdul Maleque
Managing Director	A.A.M. Zakaria
Company Secretary	Abdul Hannan Khan
Legal Status	Public Limited Company
Date of Incorporation	August 29, 1999
Date of Commencement of Business	August 29, 1999
Date of Permission from Bangladesh Bank	September 22, 1999
Date of Opening of First Branch	October 25, 1999
Corporate Head Office	House-SW(I) 1/A, Road-8, Gulshan-1, Dhaka
Registered Office	23, Dilkusha, Dhaka-1000, Bangladesh
Line of Business	Banking
Authorized Capital	Tk. 4,600 Million
Paid up Capital	Tk. 3,740 Million
Date of Consent of IPO	04 June, 2008
Branches in the Country	92 Branches
Phone	88-02-9560229 (Hunting), 9550334,7171029-30
Fax	88-02-9561637
E-mail	bcs@fsiblbd.com, info@fsiblbd.com
Website	www.fsiblbd.com

- To review & updated policies, procedures & practices to enhance the ability to extend better customer services.
- To train & develop all employees & provide them adequate resources so that
- The customers' needs reasonably addressed.

2.2.1.4 Products & Services:

First Security Islami Bank has two type of product.

- Deposit Schemes
- Investment Schemes

FSIBL also provide some services.

- Online Banking
- SMS Banking
- Locker Services etc.

Product under Deposit Schemes:

- Al-Wadiah Current Deposit
- Mudarabah Savings Deposit
- Mudarabah Short Term Deposit
- Mudarabah Term Deposit.
- One Month
- Three Months
- Six Months
- Twelve Months
- Twenty Four Months
- Thirty Six Month
- Foreign Currency Deposit
- Mudarabah Savings Scheme
- Monthly Savings Scheme
- Monthly Profit Scheme
- More than Double the deposit in 6 year

3.0 Definition of SME & Financial Procedure at FSIBL

SME: An SME is defined as, "A firm managed in a personalized way by its owners or partners, which has only a small share of its market and is not sufficiently large to have access to the stock exchange for raising capital". SMEs ordinarily have few accesses to formal channels of finance and depend primarily upon savings of their owners, their families & friends. Consequently, most SMEs are sole proprietorships & partnerships. As with all definitions, this one is not perfect. Depending on context therefore definition of an SME will vary.

Despite the common features globally, countries do not use the same definition for classifying their SME sector. Also, a universal definition does not appear feasible or desirable. SMEs have been defined against various criteria. The three parameters that are generally applied by the Governments to define SMEs are:

Capital investment in plant and machinery

Number of workers employed

Volume of production or turnover of business

Other definitions are based on whether the owner of the enterprise works alongside the workers, the degree of sophistication in management, and whether or not an enterprise lies in the "formal" sector. The definitions in use depend on the purposes these are required to serve according to the policies of the respective countries/Governments.

3.1 Securities

Consequent to the regulation stated in Regulation -5, facilities provided to SMEs shall be secured by banks as follows:

For investment amounting Tk. 1.5 lace to Tk. 5 lace

As a minimum banks must take charge over assets being financed.

For investment amounting Tk. 5 lace to Tk. 50 lace

a) Hypothecation on the inventory, receivables, advance payments, plant & machineries.

b) Equitable mortgage over immovable properties with registered Power of Attorney.

c) Personal Guarantees of Spouse/Parents/other family members.

d) One third party personal guarantee,

e) Post dated cheques for each installment and one undated cheque for full investment value including full mark-up/rein.

% of Classified Se Advances to Total Portfolio of Sme Advances	Maximum Limit
a. Below 5%	10 times of equity
b. Below 10%	6 times of the equity
c. Below 15%	4 times of the equity
d. Up to and above 15%	Up to the equity

3.2 Aggregate Exposure of A Bank on Small Enterprise Sector

The aggregate exposure of a bank on SME sector shall not exceed the limits as specified below:

3.3 The process of SME loan

Financial and development assistance designed especially for small and medium enterprises in Bangladesh is a new and upcoming trend. After the surge of micro-finance in the last two decades, small and medium enterprises have come to the limelight in the financial sector on account of their contribution to economy and yet limited access to finance. Both micro-finance institutions and banks are beginning to realize the potential of this market and designing new financial products for it. The city university branch of FSIBL Bank started providing credit

to small and medium enterprises in 2011 in recognition of their special needs. With this end in view this branch Bank was opened to serve these small but hard working entrepreneurs with double bottom line vision. As a socially responsible bank, FSIB Bank wants to see the discharge of grass-roots level to their economic height and also to make profit by serving the interest of missing middle groups. This Bank is the market leader in giving loans to Small and Medium

3.4. Process Flow Chart of Small Enterprise Investment processing (sample)

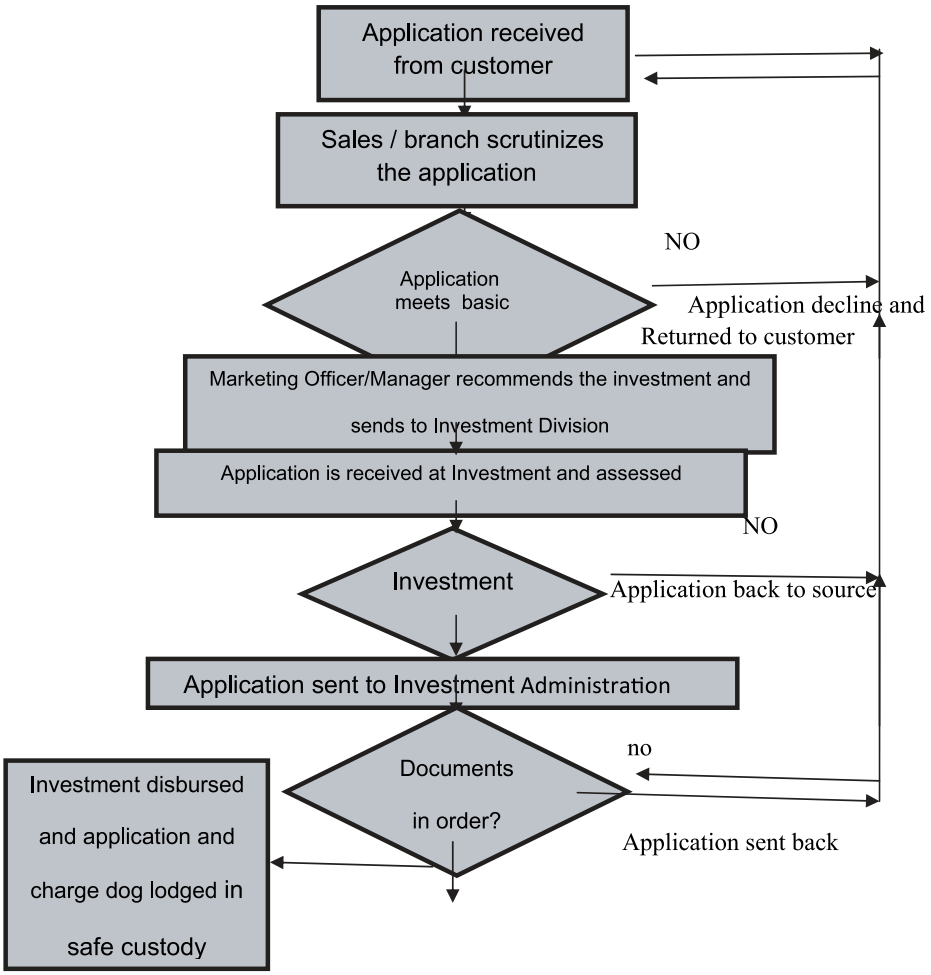

Entrepreneurs and they have been doing it for the last four years since 2011. The City University branch of FSI Bank's SME Unit is the first of its kind to provide financial services on a national scale to small and medium sized entrepreneurs

3.5.2 Preferred Organizational Structure

An appropriate structure for Investment must be in place to ensure that the segregation of the marketing / sales function from Approval / Risk Management where administration functions will be under Operations umbrella.

Investment approval should be centralized within the Investment Unit or regional investment centers where reporting should be Central / Head office Investment Unit. All applications must be approved by the Head of Investment or delegated Head Office investment executive.

The following chart represents the preferred management structure:

Loan amount	Loan processing fee
1.5 lacs-2.99 lacs	Tk 5000
3 lacs-5 lacs	Tk 7500
5.01lacs-15 lacs	Tk 10000
15.01 lacs- 30 lacs	Tk 15000

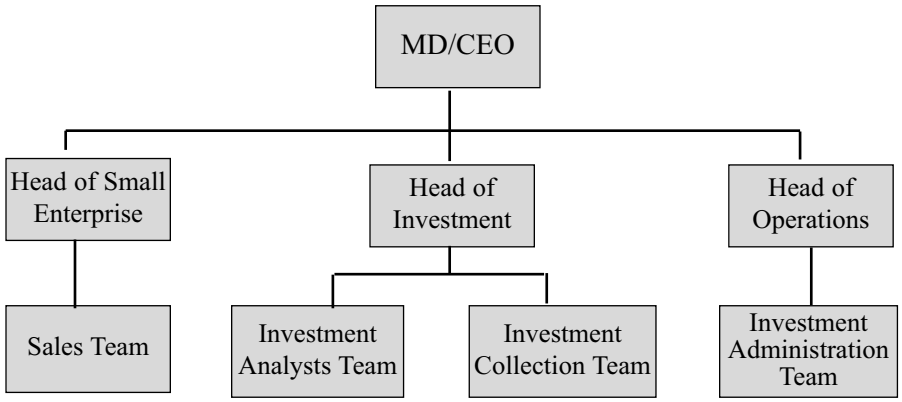

Figure: Preferred Organizational Structure

3.6 Terms and condition of SME loan

The SME department of FSIBL will provide small loans to potential borrower under the following terms and condition:

The potential borrowers and enterprises have to fulfill the selection criteria

- The loan amount is between Tk. 1.5 lacks to 10 lacks.
- Loan can be repaid in two ways:
- In equal monthly loan installment with monthly interest payment, or

- By one single payment at maturity, with interest repayable a quarter ends
- Residual and majority.
- Loan may have various validates, such as, 3 months, 3 months, 6 months, 9 months, 12 months, 15 months, 18 months, 23 months, 30 months and 36 months.
- SME will impose loan processing fee for evaluation as loan proposal as following
- The borrower must open a bank account with the same bank and branch where the SME has its account.
- Loan that approved will be disbursed to the client through that account by account payee cheque in the following manner: Borrower name, Account name, Banks name and Branch's name.
- The loan will be realized by 1st every month, starting from the very next month's whatever the date of disbursement, through account payee cheque in favor of FSI Bank Limited A/C. With Bank's named and branches name
- The borrower has to issue an account payable blank cheque in favor of FSI Bank Limited before any loan disbursement along with all other security.
- The borrower will install a signboard in a visible place of business of manufacturing unit mentioned that financed by "FSIBL".
- The borrower has to give necessary and adequate collateral and other securities as per bank's requirement and procedures.
- SME, FSI Bank may provide 100% of the Net Required Working Capital but not exceeding 75% of the aggregate value of the Inventory and Account Receivables. Such loan may be given for periods not exceeding 18 months. Loan could also be considered for shorter periods including one time principal repayment facility, as stated in loan product sheet.

3.7 Procedure of FSI Bank SME Loan Sanction activities

- Select potential enterprise: For SME loan, in this step the CRO conduct a survey and identify potential enterprise. Then they communicate with entrepreneurs and discuss the SME program.

- Loan Presentation: The function of CRO is to prepare loan presentation based on the information collected and provided by the entrepreneur about their Business, land property (Where mortgage is necessary)
- Collect confidential information: Another important function of a CRO is to collect confidential information about the client from various sources. The sources of information are suppliers regarding the client's payment, customers regarding the delivery of goods of services according to order, various banks where the client has account, which shows the banks transactions nature of the client.
- Open clients accounts in the respective bank: When the CRO decided to provide loan to the client then he/she help the client to open an bank account where FSIBL bank has a STD a/c. FSIBL bank will disburse the loan through this account. On the other hand the client will repay by this account. Although there is some exception occur by the special permission of the authority to repay by a different bank account.
- Fill up CIB form: CRO give a CIB (Credit Information Bureau) form to the client and the client fill and sign in it. In some case if the client is illiterate then the CRO fill the form on behalf of the client. Then CRO send the filled and signed form to the SME, head office.
- Sending CIB to Bangladesh Bank: The SME, head office collects all information and sends the CIB form to Bangladesh Bank for clearance. Bangladesh Bank return this CIB form within 10-12 days with reference no.
- CIB report from Bangladesh Bank: In the CIB report Bangladesh Bank use any of the following reference no:
- NIL: if the client has no loan facility in any bank or any financial institution then BB (Bangladesh Bank) use 'NIL' in the report
- UC (Unclassified): if the client has any loan facility in any bank or financial institution and if the installment due 0 to 5.99 then BB use UC in the report 24
- SS (Substandard): if the client has any loan facility in any bank or financial institution and if the installment due 6 to 11.99 then BB use SS in the report
- DF (Doubtful): if the client has any loan facility in any bank or financial institution and if the installment due 12 to 17.99 then BB use DF in the report

- BL (Bad lose): if the client has any loan facility in any bank or financial institution and if the installment due 18 or above then BB uses BL in the report. This report indicates that the client is defaulter and the bank should not provide loan the client.
- Loan decision considering CIB report: Considering CIB report, FSIBL bank decide whether it will provide loan the client or not. If the bank decides to provide loan then the SME of head office keep all information and send all papers to the respective unit office to apply with all necessary charge documents.

3.8 Loan Sanction

The respective unit office sanctions loan to the client if it is 1.5 to 3 lacks, and then sends the sanction letter including all necessary charge documents to the loan administration division for disbursing the loan. If the amount is higher than 3 lacks then the respective unit office sends the proposal to SME, head office for sanction. The head of SME sanctions the loan and sends the sanction letter including all documents to the loan administration division for disbursement and inform the respective unit office regarding sanction of the loan

3.9 Initial requirement of SME loan

- Doing a application for take the loan
- Need a personal Account into the branch who taken loan
- Three witness account into the same branch
- Five passport size photograph where borrower-2 & witness-3 copy
- Need National id card of borrower & witness also
- Signature
- Charges
- Deed of asset
- The photo graph of the firm or asset
- Evaluate why taken the loan

3.10 The disbursement of SME loan

- One copy deed (original)
- Sanction advise insurance policy
- One DP note (single)

- Three DP note (double)
- Three letter of guarantee
- 24,7,9 undated cheque (basses of loan amount)
- Letter of installment
- Letter of disbursement
- Letter of arrangement
- Letter of hypothecation
- Schedule of the hypothecated goods
- Sanction letter

3.11 The Charges amount of SME loan

- Demand promising note (With stamp of Tk 30/-)
- Letter of arrangement (With stamp of Tk 150/-)
- General loan agreement (With stamp of Tk 150/-)
- Letter of undertaken (With stamp of Tk 150/-)
- Letter of stocks and goods (With stamp of Tk 150/-)

3.12 Total account of SME loan Borrowers

Table: Total account of SME loan holder

Application type	Accounts
Bai-Murabaha-SME loan	02
HPSM-SME loan	38
Total	**40**

Sources: the internal bank document of FSIBL in city university branch (2014)

3.13 Total account of SME loan Borrowers

Table: Total account of SME loan holder

Application type	Accounts
Bai-Murabaha-SME loan	02
HPSM-SME loan	38
Total	**40**

Sources: the internal bank document of FSIBL in city university branch (2014)

3.14 Total SME loan amount of branch

Loan type	Amount (taka)
Bai-Murabaha-SME loan	152,387.23
HPSM-SME loan	2,229,913.25
Total	**2,382,300.48**

Sources: the internal bank document of FSIBL in city university branch (2014)

15. The segmentation of SME borrower of City university branch

Table: The segmentation of SME loan of city branch

Borrowers loan investing sector	Number of borrowers
Institution	02
Cosmetic shop	05
Firm sector	07
Flower cultivation firm	03
Employee	14
Retailer & Whole seller	09

Sources: The internal bank document of FSIBL in city university branch (2014)

4.0 Survey Findings

This section analyzes the results of the questionnaire survey among a sample of bank loan officer, male SME loan customer and female SME loan customer. The main trust is to focus the perception of the various groups of importance of various source of information in making their decision, response for using personal information, their perceived importance regarding various parts of a SME loan sector of the bank to build the annual report and their opinions regarding the adequacy and reliability of information of annual report.

This study mainly highlight that the SME banking system of FSIBL and finally this survey helped to find out the leakage situation of the SME service of this bank and also help to evaluate the finding and recommendations

4.1 Opinion of the respondents regarding the terms of SME banking system
The respondents were asked to respond regarding the terms of SME banking system. The responses are summarized in table 1.1

Table 1.1 : Opinion of the respondents regarding the terms of SME banking system

χ^2	df	Significant	Remark
21.564	8	0.006	null hypothesis is rejected

In order to test whether there is significant difference between the opinions of the respondents, we conducted χ^2 test using SPSS software. accordingly we develop a null hypothesis as follows:

Ho: there is no significant difference between the opinions of the respondents regarding the terms of SME banking service

Theχ^2 value obtained from using SPSS software is 21.564 at .006 significance level. Thus we observe that our null hypothesis is rejected which means that there is no significant difference among the opinion of respondents regarding the terms of SME banking system.

4.2 Opinion of the respondents regarding the government rules & regulation in SME banking system The respondents were asked to respond regarding the government rules & regulation to operate the SME banking system. The responses are summarized in table 1.2

Table 1.2: Opinion of the respondents regarding the government rules & regulation in SME banking system

χ^2	df	Significant	Remark
12.564	6	0.061	null hypothesis is accepted

In order to test whether there is significant difference between the opinions of the respondents, we conducted χ^2 test using SPSS software .accordingly we develop a null hypothesis as follows:

Ho: there is no significant difference between the opinions of the respondents regarding the government rules & regulation

The χ^2 value obtained from using SPSS software is 12.564 at .061 significance level. Thus we observe that our null hypothesis is accepted which means that there is no significant difference among the opinion of the respondents regarding the government rules & regulation in SME banking system.

4.3 Opinion of the respondents regarding the interest charged for SME banking system The respondents were asked to respond regarding the interest rate for SME banking system. The responses are summarized in table 1.3

Table 1.3: Opinion of the respondents regarding the interest charged for SME banking system

χ^2	Df	Significant	Remark
34.357	6	.006	null hypothesis is rejected

In order to test whether there is significant difference between the opinions of the respondents, we conducted χ^2 test using SPSS software .accordingly we develop a null hypothesis as follows:

Ho: *there is no significant difference between the opinions of the respondents regarding the interest charged for SME*

The χ^2 value obtained from using SPSS software is 34.357 at .000significance level. Thus we observe that our null hypothesis is rejected which means that there is significant difference among the opinion of the respondents regarding the interest charged for SME banking system.

4.4 Opinion of the respondents regarding the visiting for loan approval in SME banking system The respondents were asked to respond regarding the visiting for loan approval in SME banking systems. The responses are summarized in table 1.3

Table 1.4: Opinion of the respondents regarding the visiting for loan approval in SME banking system

χ^2	df	Significant	Remark
13.056	6	.042	null hypothesis is rejected

In order to test whether there is significant difference between the opinions of the respondents, we conducted χ^2 test using SPSS software .accordingly we develop a null hypothesis as follows:

Ho: there is no significant difference between the opinions of the respondents regarding the visiting for loan approval

The χ^2 value obtained from using SPSS software is 13.056 at .042 significance

level. Thus we observe that our null hypothesis is rejected which means that there is no significant difference among the opinion of the respondents regarding the visiting for loan approval in SME banking system.

4.5 Opinion of the respondents regarding duration of SME processing in SME banking system The respondents were asked to respond regarding the duration of SME banking systems. The responses are summarized in table 1.3

Table 1.5: Opinion of the respondents regarding duration of SME processing in SME banking system

χ^2	df	Significant	Remark
31.223	8	.000	null hypothesis is rejected

In order to test whether there is significant difference between the opinions of the respondents, we conducted χ^2 test using SPSS software .accordingly we develop a null hypothesis as follows:

Ho: there is no significant difference between the opinions of the respondents regarding the visiting for loan approval.

The χ^2 value obtained from using SPSS software is 31.223 at .000significance level. Thus we observe that our null hypothesis is rejected which means that there is significant difference among the opinion of the respondents regarding the visiting for loan approval in SME banking system.

4.6 Opinion of the respondents regarding the claim of SME banking system

The respondents were asked to respond regarding the claim of SME banking system. The responses are summarized in table 1.6

Table 1.6: Opinion of the respondents regarding the claim of SME banking system

χ^2	Df	Significant	Remark
34.634	6	.000	null hypothesis is rejected

In order to test whether there is significant difference between the opinions of the respondents, we conducted χ^2 test using SPSS software .accordingly we develop a null hypothesis as follows:

Ho: *there is no significant difference between the opinions of the respondents regarding the SME claim*

The χ^2 value obtained from using SPSS software is 34.634 at .000significance level. Thus we observe that our null hypothesis is rejected which means that there is significant difference among the opinion of the respondents regarding the claim of SME banking system.

4.7 Opinion of the respondents regarding the disbursement charged for SME banking system The respondents were asked to respond regarding the disbursement charged for SME banking service in annual reports. The responses are summarized in table 1.7

Table 1.7: Opinion of the respondents regarding the disbursement charged for SME banking system

χ^2	Df	Significant	Remark
32.5148	8	.000	null hypothesis is rejected

In order to test whether there is significant difference between the opinions of the respondents, we conducted χ^2 test using SPSS software .accordingly we develop a null hypothesis as follows:

Ho: *there is no significant difference between the opinions of the respondents regarding the disbursement charged for SME.*

The χ^2 value obtained from using SPSS software is 31.5148 at .000significance level. Thus we observe that our null hypothesis is rejected which means that there is significant difference among the opinion of the respondents regarding the disbursement charged for SME banking system

4.8 Opinion of the respondents regarding the beneficial by SME banking system

The respondents were asked to respond regarding the beneficial by SME banking system. The responses are summarized in table1.8

Table 1.8: Opinion of the respondents regarding the beneficial by SME banking system

χ^2	df	Significant	Remark
13.071	4	.011	null hypothesis is rejected

In order to test whether there is significant difference between the opinions of the respondents, we conducted χ^2 test using SPSS software .accordingly we develop a null hypothesis as follows:

Ho: *there is no significant difference between the opinions of the respondents regarding the beneficial by SME*

The χ^2 value obtained from using SPSS software is 13.071 at .011significance level. Thus we observe that our null hypothesis is rejected which means that there is no significant difference among the opinion of the respondents regarding the beneficial by SME banking system.

4.9 Opinion of the respondents regarding the recovery of the loan in SME banking system

The respondents were asked to respond regarding the recovery of the loan in SME banking system. The responses are summarized in table 1.9

Table 1.9 : Opinion of the respondents regarding the recovery of the loan in SME banking system

χ^2	df	Significant	Remark
5.906	8	.65	null hypothesis is accepted

In order to test whether there is significant difference between the opinions of the respondents, we conducted χ^2 test using SPSS software .accordingly we develop a null hypothesis as follows:

Ho: *there is no significant difference between the opinions of the respondents regarding the recovery of the loan*

The χ^2 value obtained from using SPSS software is 5.906 at .658significance level. Thus we observe that our null hypothesis is accepted which means that there is no significant difference among the opinion of the respondents regarding the recovery of the loan in SME banking system.

Opinion of the respondents regarding the official reminder are needed in SME banking system The respondents were asked to respond regarding the official reminder is needed in SME banking system. The responses are summarized in table 1.10

Table 1.10: Opinion of the respondents regarding the official reminder are needed in SME banking system

χ^2	df	Significant	Remark
4.393	8	.825	null hypothesis is accepted

In order to test whether there is significant difference between the opinions of the respondents, we conducted χ^2 test using SPSS software .accordingly we develop a null hypothesis as follows:

Ho: *there is no significant differences between the opinions of the respondents regarding the official reminder are needed.*

The χ^2 value obtained from using SPSS software is 4.343 at .825significance level. Thus we observe that our null hypothesis is accepted which means that there is no significant difference among the opinion of the respondents regarding the official reminder are needed in SME banking system.

4.11 Opinion of the respondents regarding the personal record of the borrower in SME banking system The respondents were asked to respond regarding the personal record of the borrower in SME banking system. The responses are summarized in table 1.11

Table 1.11: Opinion of the respondents regarding the personal record of the borrower in SME banking system

χ^2	df	Significant	Remark
4.414	4	.387	null hypothesis is accepted

In order to test whether there is significant difference between the opinions of the respondents, we conducted χ^2 test using SPSS software .accordingly we develop a null hypothesis as follows:

Ho: *there is no significant difference between the opinions of the respondents regarding the personal record of the borrower*

The χ^2 value obtained from using SPSS software is 4.143 at .387significance level. Thus we observe that our null hypothesis is accepted which means that there is no significant difference among the opinion of the respondents regarding the personal record of the borrower in SME banking system.

This analysis performed by the chi-square test by using SPSS software based on respondents opinion. After analyzing we can found that In table-1.1 the χ^2 value

obtained from using SPSS software is 21.564 at .006significance level. Thus we observe that our null hypothesis is rejected which means that there is no significant difference among the opinion of respondents regarding the terms of SME banking service of this report. Table 1.2 where the χ^2 value obtained from using SPSS software is 12.564 at .061significance level. Thus we observe that our null hypothesis is rejected which means that there is no significant difference among the opinion of the respondents regarding the government rules & regulation in annual report. Table 1.3 where the χ^2 value obtained from using SPSS software is 34.357 at .000 significance level. Thus we observe that our null hypothesis is rejected which means that there is significant difference among the opinion of the respondents regarding the interest charged for SME in annual report. Table 1.4 where the χ^2 value obtained from using SPSS software is 13.056 at .042 significance level. Thus we observe that our null hypothesis is rejected ted which means that there is no significant difference among the opinion of the respondents regarding the visiting for loan approval in annual report. Table 1.5 where the χ^2 value obtained from using SPSS software is 31.223 at .000 significance level. Thus we observe that our null hypothesis is rejected which means that there is significant difference among the opinion of the respondents regarding the visiting for loan approval in annual report. In Table 1.6 Where The χ^2 value obtained from using SPSS software is 34.634 at .000 significance level. Thus we observe that our null hypothesis is rejected which means that there is significant difference among the opinion of the respondents regarding the SME claim in annual report. In Table 1.7 Where the χ^2 value obtained from using SPSS software is 31.5148 at.000significance levels. Thus we observe that our null hypothesis is rejected which means that there is significant difference among the opinion of the respondents regarding the disbursement charged for SME in annual report. In Table 1.8 Where the χ^2 value obtained from using SPSS software is 13.071 at .011significance level. Thus we observe that our null hypothesis is arejected which means that there is no significant difference among the opinion of the respondents regarding the beneficial by SME in annual report. In Table 1.9 Where the χ^2 value obtained from using SPSS software is 5.906 at .658 significance level. Thus we observe that our null hypothesis is accepted which means that there is no significant difference among the opinion of the respondents regarding the recovery of the loan in annual report. In table 1.10 where the χ^2 value obtained from using SPSS software is 4.343 at .825significance level. Thus we observe that our null hypothesis is accepted which means that there is no significant difference among the opinion of the respondents regarding the official reminder are needed in annual report. In table.

At the finally I justify that the four chi-square test are rejected because here significant value is .000.on the other hand I also justify that another seven chi-square test are accepted as here significant level is above the .000 or which is belongs to lower value .006-.8

5. Analysis of SME Loan Repayment Behavior

SME loan in fact, a small loan ranging from 1.5 lacks to 30 lacks given to small or mediumenterprises not for initiating the business but for the purpose of working capital management or for purchasing any long term asset. Any sound organization after one year of their starting of business can apply for this loan. It almost a rare case for FSIBL Bank that an SME borrower will default to repay the loan he/she has taken even the loan is given without taking any collateral. There are several reasons for which the SME loan borrowers hardly default. These reasons may like:

- The loan amount is not as large as it would be difficult to repay it.
- Mediocre entrepreneurs hardly default to repay loans. They are very conscious about their reputation in the market.
- As the loan is taken for meeting up of working capital, it can be easy to repay after the sales revenue is collected from respective customers.

However, from the observation of 30 SME loan borrowers' personal and repayment information we find the following results:

- Average age of SME borrowers is 39
- Average education of most of the SME borrowers is Class IX or X.
- Average Experience (As a promoter of the business) is 11 years (along with some extreme values.
- Average Experience(As an employee of the same business) is 8 years
- Monthly income and expenditure of the Entrepreneur is around TK. 30000 and TK. 23000 respectively.
- Average personal and family assets are around TK. 150000 and TK. 240000 respectively
- Almost all of the borrowers are 55% retailer and 45% whole seller
- Average number of employees they have is 3
- Average Amount of loan taken by them is around TK. 379729.7 9Average time period of loan they take to repay is 26 months

- Average amount of loan suppose to be paid is 275314.47
- Average amount of loan currently repaid is TK. 286847.62 per person.
- Average amount of loan due for recovery is TK. 6679.62 per person. We have gathered 8 variables to analyze the relationship of each variable with recovery rate. These variables are:
- Experience of the borrowers related to their business.
- Amount of loan taken by the borrowers

5.1 Relationship of recovery rate with Amount of loan taken:

Table: Relationship of recovery rate with Amount of loan taken

Amount of loan	Frequency	Recovery rate%
1,50,000	15	85%
2,00000	7	90%
2,50,000	4	97%
3,00000	3	100%
6,00000	1	92%

Sources: http://www.fsbl.bd.com

From the above chart we see that it's tough to make a relationship with both the recovery rate amount of loan taken by the borrowers. But still it can be said that loan amount ranging from 200000 to 300000 have a good recovery rate on an average. That's why maximum amount or size of SME loan the authority like to disburse is 300000

5.2 Relationship of Recovery Rate with the Personal Asset of the Borrower

Table: Relationship of Recovery Rate with the Personal Asset of the Borrower

Personal Asset	Frequency	Recovery Rate (%)
100,000-500,000	8	94%
500,001-10,00000	12	98%
10,00001-15,00000	5	99%
15,00001-20,0000	3	100%
20,0001-above	2	97%

Sources: http://www.fsbl.bd.com

Entrepreneurs who have sufficient personal assets and mortgage them for taking the loan have the record of higher recovery rate. They don't have the tendency to make a default in paying the installments. FSIBL Bank likes to pay SME loans after collecting title deeds of those personal or family assets. People who don't have much personal asset must show that they have sufficient family asset. Here from the above chart we see that entrepreneurs having lowest personal asset have the lowest recovery rate of 94%.

5.3.4 Relationship of recovery rate with age of the borrowers:

We can analyze the relationship sequentially:

The relationship of recovery rate with the age of the customers can be described from the following charts:

Table: Relationship of recovery rate with age of the borrowers

Age Group	Frequency	Recovery Rate (%)
21-25	1	76%
26-30	4	90%
31-35	6	100%
36-40	7	95%
41-45	5	98%
46-50	4	93%
51+	3	100%

Sources: http://www.fsbl.bd.com

From the above chart we can see that recovery rate increases as the age of the borrowers increases. Here the recovery rate is lowest at the age group of 21-25 for the lacking of experience and knowledge in the related business. They can't make the proper use of funds. And that's why their business fails. At the age of 31-35 recovery rate is 100%. At that age group people like to behave professionally and control everything with strict discipline. They are highly concerned about their career which brings success to their business. So at that time recovery rate is the highest. Again at the age of 50 and above recovery rate is also 100% because of their huge experience and success in business.

5.4 Relationship of recovery rate with experience of the borrower:

Table: Relationship of recovery rate with experience of the borrower

Experience (year)	Frequency	Recovery rate (%)
1-5	10	94%
6-10	7	100%
11-15	5	100%
16-20	4	98%
20 above	3	99%

Sources: http://www.fsbl.bd.com

From the above table we see that recovery rate is highly affected with the experience of the borrowers in the business he is engaged with. In fact, it is all out true that a business and its success are greatly affected by the experience the entrepreneur have on the same line of business. At the initial periods of the business lack of experience can cause the business to fail which ultimately results in the default of loan repayments. So FSIBL Bank is always concerned about the related experience of the entrepreneur. They don't give SME loan to anybody having no experience or for initiating any business. And here also we see that recovery rate is lowest at the experience of 1 to 5 years.

5.5. The interest rate of SME loan

Table: The interest rate of SME loan

Amount of loan	Interest rate (%)
150000	17%
300000	17%
400000	17%
600000	17%
700000-above	17%

Sources: The internal bank document of FSIBL in city university branch (2014)

6.0 Summaries of the Findings

FSIBL is one of the fastest growing banks in Bangladesh. SME banking which has made the performance of this bank so enlightened is its core product to offer to the small and mediocre business entrepreneurs.

However from the analysis of SME loan processing, providing system and loan repayment behavior the researchers can make the following findings by the relationship between the mean value and standard deviation value.

Q1: Do you think that the FSIBL is not caring for their customers in terms of SME Banking Service?

Mean	Standard Deviation
3.85	1.66

Above this mean result indicates that the respondents opinion is "Agreeable" and standard deviation also mentioned that here respondents opinion is no more strong of their respondents.

Q2: Do you think that FSIBL does not maintain Government rules and Regulations to operate their SME banking System?

Mean	Standard Deviation
1.51	0.72

Above this mean result indicates that the respondents opinion is "Disagree" That means the FSIBL maintain government rules and regulations by properly and where standard deviation also mentioned that here respondents opinion is medium strong of their respondents.

Q3: Do you think that the Interest rate charged for SME loan facilities by FSIBL is reasonable compare to other loan?

Mean	Standard Deviation
3.55	0.85

Above this mean result indicates that the respondents opinion is "Agreeable" and standard deviation also mentioned that here respondents opinion is so closely relationship of their respondents.

Q4: Do you think the field visiting is important for loan approval?

Mean	Standard Deviation
0.70	

Above this mean result indicates that the respondents opinion is "agreeable" and standard deviation also mentioned that here respondents opinion is medium relationship of their respondents.

Q5: Do you think that the duration of SMEs processing of FSIBL is reasonable?

Mean	Standard Deviation
0.96	

Above this mean result indicates that the respondents opinion is "Agreeable" and standard deviation also mentioned that here respondents opinion is so closely relationship of their respondents

Q6: Do you think that the authority ensured your claim when you chose the amount?

Mean	Standard Deviation
1.09	

Above this mean result indicates that the respondents opinion is "Agreeable" and standard deviation also mentioned that here respondents opinion is no more relationship of their respondents

Q7: Do you think Disbursement charges for the SMEs loan is reasonable?

Mean	Standard Deviation
0.95	

Above this mean result indicates that the respondents opinion is "Neutral" and standard deviation also mentioned that here respondents opinion is so closely relationship of their respondents

Q8: Do you think that the SME loan is actually beneficial for you?

Mean	Standard Deviation
3.98	0.74

Above this mean result indicates that the respondents opinion is "Agreeable" and standard deviation also mentioned that here respondents opinion is medium relationship of their respondents

Q9: Do you think that age & business experience has any impact on recovery of the loan?

Mean	Standard Deviation
0.85	

Above this mean result indicates that the respondents opinion is "Agreeable" and standard deviation also mentioned that here respondents opinion is so closely relationship of their respondents

Q10: Do you think that the official reminder is need before the each monthly installment?

Mean	Standard Deviation
3.23	0.69

Above this mean result indicates that the respondents opinion is "Neutral" and standard deviation also mentioned that here respondents opinion is medium relationship of their respondents

Q11: Do you think that verifying the previous record or personal record of the borrower is important before approving the loan?

Mean	Standard Deviation
4.51	0.59

Above this mean result indicates that the respondents opinion is "Strongly Agreeable" and standard deviation also mentioned that here respondents opinion is medium relationship of their respondents

7. Recommendations

- Redefine mission/vision towards achievement of "Double Bottom-line"
- Commit resources specifically for growth of SME business.
- Implement strict and continuous monitoring system of the whole recovery process.
- Train the Customer Relationship officers more comprehensively and realistically so that customers may not face any trouble while getting and repaying the SME loan.
- Analyze customers' behavior that what type of customer makes default and stop giving them SME loan.
- Risk Management department's audit report should be more strict and reliable so that possible defaulter may not get the loan.
- Whether the borrowers are utilizing the loan on the right purpose should be ensured.
- Interest rate should be sweet able by the depend on business condition and amount.
- Term and condition should be easy
- Loan provide after justify the business policy and business condition.
- Loan provides to this person whose have 6- 10 years experience.
- Provide loan to those person whose age is 30 to 39 because they have enough business experience.

- Should be creating pressure when installment not paid.
- Inform daily, weekly basses for paid the loan.
- Develop field visiting facility and collect correct information.
- Should be increase satisfaction to the entrepreneur for take the loan.
- Loan amount should be limited when provide firstly its can be (1,50000-3,00000)

8. Conclusions

SME banking side is the most important side for a bank that which is increase profit easily. When SME loan increase and recovery also good then a branch could be fulfills their profit target. This bank first introduced the SME loan in commercial banking sector which help the people of poor society both in rural and urban area. SME loan is one of such quality product through which they offer the small and mediocre entrepreneurs a quality banking services and earn the maximum profit as well. The recovery rate of this loan is 97% which is extremely good in comparison to any other bank's recovery rate. FSIB Bank has made it possible as the loan is given to experienced, small and mediocre entrepreneurs most of whom are middle aged, slightly educated and having moderate income and this class of people is very loyal. a Finally the researchers commented that the city university branch of FSIB those are success to spread the SME loan service but they should be strong for their loan recovery for overall success.

References

1. Kotler, Philip. "Marketing Management". 11th ed. New Delhi: Prentice-Hall, 1999.
2. Kinnear, Thomas C., and James R. Taylor. "Marketing Research: An Applied Approach". 5th Ed. New Delhi: McGraw Hill, 2003.
3. Ivancevich, John M., and Steven J. Skinner. "Business for the 21st Century". Boston: Irwin, 2003.
4. Zikmund, G. William. Business Research Methods of SME loan**.** 7th ed. Singapore: Thomson Learning – South Western, 2003.
5. Chiwhury, L R. A Textbook in Banker's Advances**.** 2nd ed. Dhaka: Fair Corporation, 2003

Work Cited

- http:// www.fsibl.bd.com.
- http:// www.google.com.
- http://www.bb.org.bd/econdata.
- http://www.bankinfobd.com/banks/19/First_Security_Bank.
- http://www.bb.org.bd/econdata/wageremitance.php.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Potential and Problems of Remittance Use: A Case of Some Villages in Comilla

Mihir Kumar Roy*
Salah Uddin Ibne Syed**

Abstract

Foreign remittance has become a vital economic force in the rural society of Bangladesh. A significant portion of labor force has been staying out side country and sending remittance. This micro-study focuses some key areas of remittance use as well as process and flow of remittance sent by the migrant workers. Process of sending remittance is another important issue of discussion of this study. It is observed in the study that the institution cannot play dominant role in the process of remittance transfer. Consumption is the major portion of the remittance use but repaying debt the major parts of remittance are being used. The use of remittance in investment though is low in frequency and quantity but the households have intention of doing that in future after repaying debt.

1. Introduction

Human migration is the movement of people from one place to another for purposes of permanent or temporary residence and/or employment. (Refugee and Migratory Movement Research Unit, 2008). Bangladesh has a long history of migration and it is one of the major labour-exporting countries in the world. Each year a large number of people of this country voluntarily migrate overseas for both long- and short-term employment (Siddiqui, 2005).

---

* Professor & Dean, Faculty of Business Administration, City University

** Deputy Director, BARD, Kotbari, Comilla

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

In Bangladesh, 'remittances' is used for covering both financial transfers within the country, and transfers to the country from abroad. (Encyclopedia of Social Science, 2007).Remittances have already been emerged as a leading driving force to the economic growth and poverty reduction in Bangladesh. It has obtained second position among the foreign currency earnings sector of Bangladesh. (Bangladesh Bank, 2012). Remittance contributes our national economy in a large measure by increasing reserve of foreign exchange, per capita income and employment opportunities. A remarkable remittance (about 11.00 Billion US$) sent to Bangladesh in Financial Year 2009-10, by the overseas workers which was accounted 11 percent in national income and 67.90 percent of export earnings. In FY 2011 -12, the GDP was BDT 914780 million and remittance as percentage of GDP was 11.14 percent which was 0.72 percent higher than that of FY 2010-11.

The position of Bangladesh is seventh in the world remittance income and obtains the position in the world remittance income to the next of India, China, Philippine, Mexico, Nigeria and Egypt. The contribution of migrant workers has been playing a very vital and significant role to the development of socio-economic condition in Bangladesh (Director General, BMET, 2012).

Beside this, these much of remittances are 7 times higher than foreign aid which the government of Bangladesh has received and 13 times higher than foreign investment. There are about 90 lakh Bangladeshi workers working in 155 countries throughout the world (Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment, 2012). Most of the workers are inhabitant of rural areas in Bangladesh. They don't receive any cooperation and subsidy from the government. Even they have no higher education, proper training, and asset. In spite of all limitation these people are pulling-up their family as well as the economy of the country by hard working in abroad.

The remittance earning of the migrant workers is not only increasing foreign currency reserve of Bangladesh Bank but also increasing standard of living of their family life. The capacity of investment of these migrant workers is increasing day-by-day. According to Bangladesh Bank research report (2012), among the migrant workers, 47 percent have gone abroad by lending money from others and 41 percent have gone by selling land or leasing land to others. Among them majority of these migrant workers is unskilled or semi-skilled.

However, those skilled and unskilled migrant workers every year send huge amount of foreign currency to the country. Those foreign remittances is not only increasing foreign currency reserve but also playing a significant role to reduce poverty and to enhance the economic development of Bangladesh (World Bank, 2012). Thus, the

foundation of Bangladesh economy becomes stronger with the help of remittance of migrant workers. It can be assumed if this increasing trend of foreign employment and remittance is continued then Bangladesh would be middle income country within 2021. However, at the meso-level government statistics shows the positive impact of foreign remittance, but very few studies were available on use of remittance at the household level, its impact and potential sections.

1.1 Objective of the Study

The general objective of the study is to explore the use of remittance in the rural areas by the households.

The specific objectives are:

1. to know the process of remittance sent by the wage earners;
2. to find out the nature and extent of remittance use; and
3. to identify the potential sectors and problems associated with utilization of remittance.

1.2 Scope of the Study

The scope of the study relating indicators, measurement techniques, and important variables are as following:

Study Objectives	Indicators	Measurement Technique	Important Variables
1. To know the process of remittance send by the wage earners;	-Frequency of Remittance sending -Institutional facilities. -Process: -Obstacles:	Number, amount and percentage	-Remittance flow -Process of remittance flow -Hinders of remittance flow
2. To find out the nature and extent of remittance use;	-HH consumption -Investment -Savings -Repayment of loan	Number, amount and percentage	-Consumption of Food & Nonfood -Investment pattern -Savings Pattern
3. to identify the potential sectors and problems associated with utilization of remittance.	-SME sector -Agriculture diversification -Collective investment -Investment in Financial institution -Sectors -Social -Cultural	Amount and percentage Perception	-Diversified use of remittance -Investment process

1.3 Methodology of the Study

Based on the literature review and discussions with the key informants (Bank Employees, those giving remittance services), the study team selected sites where the prevalence of remittances seemed to be high. Four villages under Comilla district were selected. The villages are: *Dighalgoan, Anandapur* and *Dhonuakhola* under *Adarsha Sadar Upazila* and *Tolagram* under *Borura* upazila of Comilla district. 105 remittance-receiving households were selected randomly.

Data were collected from household heads by using a structured questionnaire. The structured questionnaire contained information on the identification of migrant households, household structure, land ownership pattern, income source and range of income, pattern and volume of remittances and its channel of flow, cost of food and nonfood consumption, other utilization of remittances. In addition to the above mentioned sections, there were a few questions regarding the hindering factors of sending remittance and remittance is included in the questionnaire. Along with structured questionnaire some methods like informal interview, taking information from the key respondents and some case studies were done during the field work. After completion of data collection, tabulation process was done manually. The report was prepared on the basis of tabulation and analysis on other qualitative data.

1.4 Literature Review

Generally remittance is considered one of the important source of foreign income for the developing countries like Bangladesh. Remittance constitutes an important source of foreign exchange for the poor countries, which have substantial development impact as can be understood from micro and macro point of view. From macro frontier, remittances are used to make import payments and are used for productive investment by the government (Salim, 1992).

Studies done before on remittance have shown that, in Bangladesh, a significant portion of overseas earnings is spent for consumption purposes, acquisition of assets, investment in trade and business and to finance import of capital goods. It positively affects the socio economic condition of migrant families. Some of the early studies (Salim, 1992 and Matin, 1994) focused on the macroeconomic impact of overseas remittances in Bangladesh. However, remittances are not devoid of adverse effects. Manpower exports are alleged to deprive the country of their services and upsetting the normal functioning of the economy (Mahmood, 1985).

Other studies show the process and remittance flow, how it works and what are the existing obstacles on this issue. Officially, transfer of remittance takes place through demand draft issued by a bank or an exchange house, telegraphic transfer; postal order; account to account transfer. When remittances are transferred directly from the foreign account of migrant worker to his own account at home it is known as direct transfer. This can be through telegraphic means or otherwise. Remittances are frequently sent through Demand Draft in Taka issued by a bank or an exchange house in favor of a nominee of migrant. Usually the draft is sent by post or in emergency by courier service. One can send remittance through the postal authorities. In such case the remitted money is handed over to the receiver by the local post-office (Siddiqui,2009)

Most of the remittances sent to our country are for various livelihood purposes, such as disbursement of small loans, living expenses, business start up costs, medical treatment and funds for asset purchases. This highlights the importance of fast disbursement of money that e-Remittance System promises to deliver. The system will help attract new un-banked customers who have previously depended upon informal channels. At present, only a fraction of remitters send their money through banking channels. The e-Remittance system will also provide the right platform for handling the substantial market for within country remittances.

From 1979 to 2008, remittance inflows to Bangladesh have increased at an average annual rate of 19 percent (Hussain and Naeem, 2009). Between 1976 and 2010, a total of 7.1 million people emigrated temporarily from Bangladesh. Since 2009, emigrants sent home more than US$10 billion a year, amounting to slightly more than ten percent of GDP (Ratha, Mohapatra and Xu, 2008). It is important to note that a large part of remittances remains unrecorded. Unrecorded remittances have been estimated to be about 50 to 200 percent of the officially recorded remittances (Aggarwal, Demirgüc-Kunt and Peria, 2006). At least two factors are responsible for fast growth in remittances in developing countries. First, in the past 20 years, immigration has increased dramatically between developing and developed countries. Second, due to technological improvements, the transaction costs for the international transfer of payments between individuals have declined (Giuliano and Ruiz-Arranz, 2005).

About 90% families used their foreign earning to fulfill their basic needs. A study has been conducted and data were collected from 3,010 household. Among them about 42.4 percent household repaid their loan by remittance. Apart from this, many of the migrant workers went abroad by leasing his own or family land or sold out the land. For that reason most of the remittance they spend for getting back the land and these are almost 41.6 percent and others were used for their

daily and unproductive sources by the beneficiary family members (Akhtaruzzaman, 2011).

There are also a few studies examining the impact of remittances in Bangladesh. Stahl and Habib (1989) argue that there is a multiplier effect of remittances. They explain that remittances increase savings, which then increase growth. They calculated the multiplier for Bangladesh for the period of 1976-1988 to be 1.24. Ahmed (2010) finds that flow of remittances to Bangladesh have been statistically significant but have a negative impact on growth. Siddique, Selvanathan and Selvanathan (2010) also find that growth in remittances does not lead to economic growth in Bangladesh.

On the basis of literature review it shows that remittance has become a significant economic force in macro economics as well as at micro level. The present study intend to identify the use of remittance at household level which will in further help to understand the potentialities of remittance use as well as the problems of remittance use in investment.

1. Findings and Discussions

2.1 Socio-Economic Characteristics of the Studied Population

The study area covers in four villages under Comilla district where the presence of remittance earning households are more rather than other part of the area. Hundred and five households were selected randomly for getting information on the studied topic. The socio economic profile of the studied population presented in following part.

2.2 Age Distribution of the Respondents Household Members

A significant number of family members of the respondents belongs to children category (from age 0-17 years).The number represents one third of the total

Table 01: Age Distribution of the Respondents Household Members

Age Group(Years)	Number of Members	Percentage (%)
0-17	195	34.21
18-28	199	30.80
29-42	122	15.33
43-56	95	14.71
57+	32	04.95
Total	646/105= 6.15 (Average Household Size)	100.00

Source: Field Survey, 2014

population of the studied households. But along with that the portion of working group is also dominant in number (from 18-42 years). The age group from 18- 56 years represents three fourth of the total population ,where one quarter (33.65%) of the workforce of these classes stays outside as overseas worker and the number is 140.

A very small portion of the studied population is above 57+ years of age (4.95%). The Table also reveal that average household size is 6.15, where as national level HH size is 4.50 (HIES, 2010: 9) which seems to be very high.

2.3 Sex Ratio of the Respondents Family Members

In the context of sex distribution of the studied household it shows that 53% of the respondent's family members are male and 47% of the respondent's family members are female. The gap between male and female is about 6 percent which seems to be very high in respect of national figure. In Comilla sex ratio is 92. This implies that there were about 92 male for 100 female people (BBS, 2012:92). Out of the total population 140 male has been staying outside the country as where not a single female stays outside.

Figure- 01: Sex Ratio of the Respondents Family Members

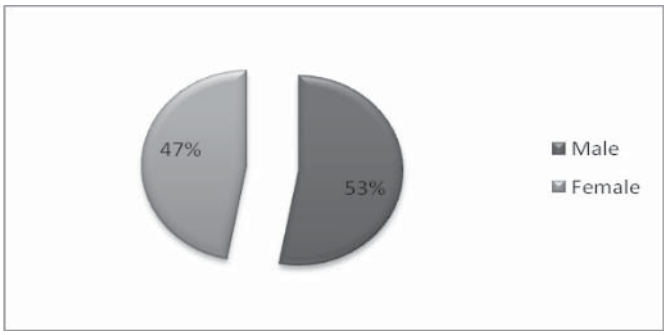

Source: Field Survey, 2014

2.4 Education

From the BBS (2011) literacy rate in Comilla district is 53.3 percent and the study area union literacy rate is almost 61.52 and 62.83 percent (BBS,201). The following table shows that educational level from the 646 respondents maximum 41 percent were in high school level (VI to SSC) and 31 percent were in primary level. Only 07 (1 percent) and 01 respondent educational level is graduate and post graduate respectively.

Table 02: Education Level of the Respondents Family Member

Education Level	No. (%)
Can sign	62 (9.6)
Primary	202 (31.3)
High School (V1-SSC)	263 (40.8)
HSC	37 (5.8)
Graduate	07(01)
Post Graduate (Masters)	01(0.16)
Children (0 - 5)	74 (11.5)
Total	**646**

Source: Field Survey, 2014

The literacy rate (literate at initial level and literate at advanced level) for 15-45 years age in national level is 51.3 percent (Literacy Assessment Survey, 2011). The Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2009 reveals that 81.3 percent of children of primary school age in Bangladesh are attending primary & secondary school and secondary schools are attended by 49.0 percent (LAS, 2011). The study finding shows that most of the family members are interested to go abroad for earning and the family members have no interest in higher education like graduation. For that reason only 5.8 percent arefound H.S.C pass whereas primary pass is 31.3 percent and high school pass is 40.8 percent.

2.5 Occupational Pattern of the Respondents Family Member

In the studied respondents households a significant portion (21.9 percent) of the family members are involved in principal profession like service in abroad

Table 03: Occupational Pattern of the Respondents Family Member

Occupational Pattern	Occupation (%)	
	Primary/Principal (%)	Secondary (%)
Agriculture (Self)	37 (5.8)	11(1.8)
Agriculture (Labor)	05 (0.8)	01(0.16)
Service	05 (0.8)	-
Business	13 (2)	04 (0.62)
Off-farm Labor	06 (0.9)	-
Service in Abroad	142 (21.9)	-
House wives	119 (18.42)	-
Children (0-9 year)	147 (22.29)	-
Student	134 (20.74)	-
Unemployed	38 (5.88)	-
Others	03 (0.49)	-
Total	**646**	**17**

Source: Field Survey, 2014, Multiple Answer Recorded.

followed by service at home country (0.8 percent) and business (2 percent) of which 0.62 percent are involved in business as secondary profession. It also reveals from the table that only 5.8 percent of the respondents are involved in self agriculture as principal profession and among them 1.8 percent respondents are involved as secondary profession.

Beside this 0.8 percent respondents are involved in agriculture as labor as principal profession and among them 0.16 percent of the respondents is involved as secondary profession. A very small proportion of the respondents are involved in off-farm labor. The other groups in the respondents the households are housewife, unemployed, student, adolescences, carpenter, commissioner, children etc, though they are 67 percent in total but they are not directly involved in any economic activities.

2.6 Land Ownership

The Following table expresses the land ownership pattern of the households. It shows that all of the households own homestead land and their average size of

Table 04: Land Ownership Pattern

Pattern of Land	Ownership Pattern			Average Land in Decimal
	Self	**Tenant**	**Lease**	
Homestead	105	-	-	14
Agricultural Land	78	01	05	43
Non Agricultural Land	11	--		20
Pond	64	-	-	6
Fellow Land	02	-	-	10

Source: Field Survey, 2014

Three fourth of the total households own agriculture land and average size of their land is 43 decimal. Land are used as agricultural land and 20 decimal land are used as non agricultural land by the respondents. Moreover 64 respondents opined that they have pond and their average pond in decimal is 6. Study reveals that 10 decimal lands are used as fellow land by the small portion of the households.

2.7 Sources of Income by the Respondents Household Members

One of the most important indicators of the socio-economic status of the studied households is income. It is very difficult to collect actual data on income because people do not keep records of income and do not want to disclose such information to others (Ahmed, 2009:72). As the families one or more members staying abroad, the number of members are more than the households numbers.

The table shows that the highest average annual income (Tk. 294206) is 61 percent is foreign remittance. Whereas, 22 percent respondents household account Tk. 25328 from agriculture. And only 5 percent respondents household accounted Tk. 100778 from others income source category

Table 05: Sources of Income

Source of Income	No. of Earning Members (%)	Average Annual Income (Taka)
Agriculture	49 (22)	25328.00
Agricultural/off-Farm labor	09 (4)	54000.00
Foreign Remittance	139 (61)	294206.00
Service (in country)	04 (2)	180,000.00
Business	14 (6)	125000.00
Others (rent from shop, interest, driving, tailor, pension etc.)	11 (5)	100778.00
Total	226 (100)	
Per Household Average Annual Income		341615.00

Source: Field Survey, 2014 Note: Multiple Answers Recorded

This table also indicates that the average income of the respondents and household members is Tk. 34,1,615. According to HIES-2010, income per HHs in rural areas was found monthly Tk. 9648 i.e. yearly Tk. 1,15,776 (HIES, 28:2010). It means that the average income of the study areas was found very high than that of HIES figure.

2.8 Duration of Staying Abroad

In the studied households 73.33 Percent single members stay abroad where rest of the families about 2 to 4 members stay abroad. It was observed that during field survey that the households have common livelihood strategies of sending more than one member outside the country.

Table 06: Family Members Staying Abroad

No. of Staying Abroad per Family	No. of Families (%)	Total No. of Staying Abroad
1	77 (73.33)	77
2	22 (20.95)	44
3	5 (4.76)	15
4	1 (0.95)	4
	105	140

Source: Field Survey, 2014

But still three fourth of the total households only single members stay outside. But those members who have small business outside can bring more members which

are locally known as free visa. Free visa is the most expensive way of going to middle-east countries especially in Saudi-Arabia. When a person go middle-east having a free-visa can involve himself in any job even in small business. That's why free visa is very attractive package for the people.

Figure 02: Duration of Staying in Abroad

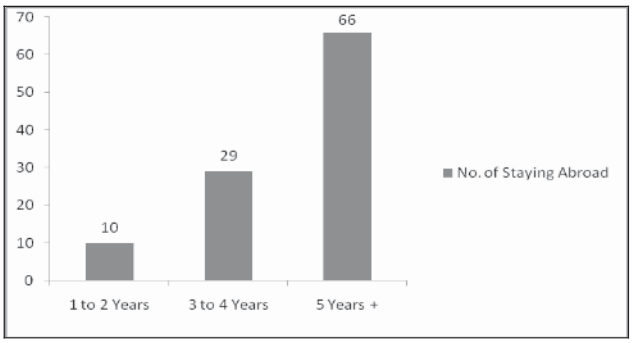

Source: Field Survey, 2014

Staying duration is an important issue related to remittance earning and it's use economic strength. As many years a member of a household can stays outside, the more the household can secure their livelihood as well as can invest the earning in different sectors. In the studied households more than half of the respondent's family members have been living outside for more than five years of time. Less than one third of the members have been staying outside from three to four years of time and rest of the members of the households have been staying less than two years.

2.9 Remittance Flow

Remittances sent by overseas workers have been contributing a lot to the economic development of the country as well as their households.

Figure 03. Pattern of Remittance Flow

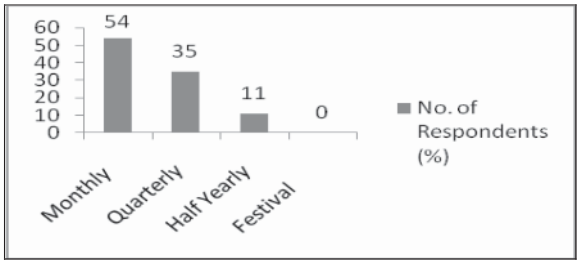

Source: Field Survey, 2014

The above figure shows that 54 percent respondents sent their remittance by monthly basis, while 35 percent by quarterly and 11 percent sent remittance by half yearly. The migrant workers who work as contract basis can send money monthly basis as they get their salary regularly, while others who works irregularly or having own business send money irregularly or in quarterly or in half yearly.

2.10 Channel of Remittance Flow

Bangladeshi overseas workers have been using both the formal and informal channels to send their remittances. Among the formal channels, two channels are common, such as draft issued by a bank or exchange house and electronic funds transfers into accounts. Some government banks such as Sonali Bank Limited, Janata Bank Limited, Agrani Bank Limited and Some private commercial banks such as Bank Asia Limited, Prime Bank Limited, AB Bank Limited, United Commercial Bank Limited, Mercantile Bank Limited, Citibank N.A. and Social Islami Bank Limited are very much active in the remittance market. Among the informal channels, they mostly used *Hundi* system.

Figure 04. Channel of Remittance Flow

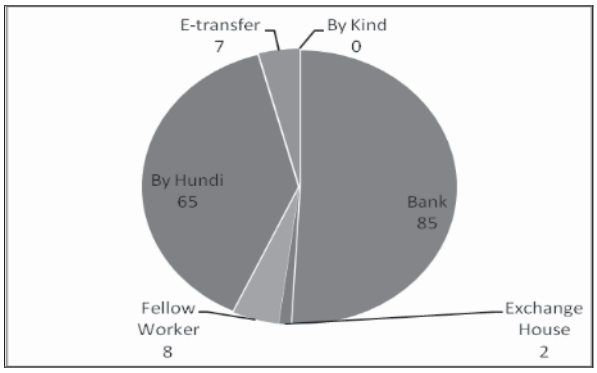

Source: Field Survey, 2014
Note : Multiple answer recorded

The sender and remitter are avoiding tax and violating foreign exchange rules & regulations that may facilitate money laundering (The Journal of Asian Business Review, 2013:26). During data collection respondents said that they get remittance by several channels. It depends on availability of channels or benefit they want to get soon without any disturbance. The above figure reveals that 85 percent respondents use bank as formal channel and 65 percent respondents use *Hundi* as illegal channel to send remittance to their family. Only 7, 8 and 2 percent

respondents used formal e-transfer, fellow worker and exchange channel respectively for sending remittance. Multiple channels are being used by them. From the key informants interview the comparison scenario have beendrawn in the following table.

Table 07: A comparison of the main Remittance Flow Channel

Mode of transfer	Advantages	Disadvantages
Via formal institutions (Bank, Exchange House)	Reliable, safe	High transaction costs, time-consuming, formal process, generally available only in towns
Via *Hundi*	Speedy, lower transaction costs	Less reliable
By Hand	Speedy, no transaction costs	Risky

***Hundi* : Illegal but most Effective Channel of Money Transfer**

The *Hundi* system is the most widely used method of sending remittances. *Hundi* is preferred because it is quick, efficient, and accessible, requires less documentation and incurs minimum transaction costs. It is most commonly used when remittances are urgently required, and hand-carrying them to Bangladesh is not possible. In the field observation it was found that the migrant labours earn remittance from different sources. But whenever they want to send money through formal banking channel they face different visible and invisible obstacles. Then the workers prefer *Hundi* for transferring their remittance.

2.1 Obstacles of Remittance Flow

Overseas workers of Bangladesh are regularly encountering various problems in sending remittances, especially to the remote areas of the country, through normal channels because the process of sending remittance through bank is sometime slow and complicated. In that case illegal channel like *Hundi* is more favorable to the migrant workers.

Table 08: Obstacles of Remittance Flow

Obstacles	No. of Respondents (%)
Time Constraint	35 (33)
Costly	04 (3.8)
Less Facility	02(1.9)
Inconvenience of Bank	05(4.8)
Staying far away from Bank	15(14.6)
No Obstacles	44 (41.9)
Total	105 (100)

Source: Field Survey, 2014

It reveals that about 42 percent members of respondents families get their remittance without facing any obstacles while rest 58 percent mentioned different obstacles they have facing receiving remittance. The obstacles are time constrain (33 percent), more costly (3.8 percent), less facilities of bank, inconvenicnce of bank, and long distance from the bank.

2.12 Annual Consumption Expenditure

The following figure shows that the average expenditure of households is Tk. 99,000 where highest Tk. 3,00,000 and lowest is Tk. 24,000. It is observed that difference between highest and lowest household expenditure is about Tk. 2,01,000. It depends upon the family status and nature of expenditure items.

Figure 05. Highest, Lowest and Average Consumption Expenditure

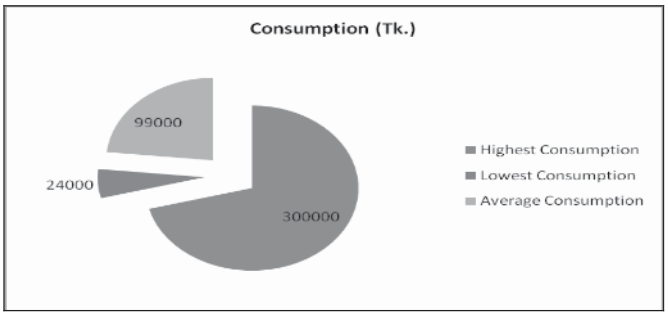

Source: Field Survey, 2014

According to Household Income & Expenditure Survey (HIES) report average monthly consumption expenditure per household was Tk. 11,003 i.e. annually Tk. 1,32,036 in 2010. In rural area, the average consumption expenditure was Tk. 9,436 per month i.e. annually Tk. 1,13,232 (HIES, 2010:33). Therefore, it can be said that both national and rural consumption expenditure is higher than the study village's consumption expenditure. Though it was estimated by HIES in 2010. The above figure represents the remittance earner's household consumption expenditure but there is no significant reflection of the same.

2.15 Annual Non Food Expenditure

A significant portion of remittance has been used for fulfilling household nonfood expenditure. According to the respondents, expenditures those happen out of food expenditure are non food expenditure. It shows that all the studied households have the expenditure of clothes, medication, transport, cell phone bill cost.

Significant portions (80 percent) of households have expenditure in education, and the average annual cost about Tk. 20,000. Along with that a major portion of households have the expense of on buying cosmetics, transport and furniture. But the average cost is not very significant, vary from Tk. 3,000 to7,000.

A small portion of households (20 percent) show their expenditure in buying jewellerry and electronic goods. But average cost were found Tk. 64,000 and 8,000 accordingly, that indicates a large portion of remittance has been using in these type of non food expenditure. The studied households show expenditure in agriculture activities and average cost is about Tk. 13,500, which indicate that still a portion of households are still involved in agriculture activities. One third of the respondents (30 percent) show a large portion of expenditure on loan repayment (Tk. 1,73,000) which indicates that still that portion of households are on loan.

One third of the households have taken loan in last two years. The average amount of money is about Tk. 3,86,000. It was found that along with remittance they lend money for reinvestment. The types of investments: buying land, constructions cost of house, buying motor vehicles, processing fee of going abroad as migrant worker, investment in micro industry (rice mill), investment in small business, fishery etc.

2.16. Type of Investment by Remittance

In the study it shows that still one third of the households of the respondents are still on debt. They took loan with in last two years and the average amount of loan taken by them is close to four hundred thousand taka, which is big amount compare to their family income. The families who took loan in last two years only a single family has used that money for family expenditure. Other three families have used that loan for marriage cost of their daughter. But out of those other families use that loan in different kind of investment. The highest use of the loan is for going abroad as migrant worker. Processing expanse of going outside in is very high in Bangladesh. The average cost of going middle east country from Bangladesh is very high. Bangladeshi migrants pay some of the highest recruiting fees in the region – the average cost per person wishing to work abroad is 4.5 times higher than the GDP per capita of Bangladesh (Tom de Bruyn, 2008).

Saving money for emergences was reportedly the responsibility of the remittance-sender, rather than the recipient, and most recipients spent everything they were sent. What savings they were mostly in valuables (jewellery, household items), rather than cash. Just under half of recipients (43%) told us that remittances were used for daily household expenditures (food, clothing, healthcare, school fees). A

third (32%) said that, in addition, they used remittance money to pay off debts, refurbish the home, pay wedding expenses and arrange dowries for their children. Some 20% of the respondents stated that they used the remittances for housing construction and investment in real estate.

How remittances were spent tended to depend on how long a household had been receiving them. The repayment of loans that were taken to cover the costs of migration is typically the first priority for the first one to two years. Households that had been getting remittances for the previous two years typically spent the money on household expenses and food. Households with four or more years' remittance flows were usually those with extra money to spend on homes and weddings.

Table 12: How remittances have been used

1. House construction, 2. Food/education/health, 3. Buying Land, 4. Giving Loan, 5. Investment in Bussiness, 6. Buying Auto-vehicle, 7. Investment in Agriculture & 8. Buying Flat

It shows in the study that, a large portion of remittance is being used in household consumption, noon food expenditure and repaying loan. Along with that it was also observed that, a significant portion of remittance has been used for construction, rebuild of house and buying land. In objective of the study is to identify the promising sector where remittance can be properly or positively used. This information was collected through questionnaire and informal interview.

In last three years some families have used remittance in financial institutes, specially in multipurpose co-operatives and in had business. The builies house used their scarings in multipurpose cooperatives like IDLC. The came was high return in interest. But most of the multipurpose cooperative have baced beyal and institutional set back. Some builies can not bring back their investment. But still the more then half of the respondents (65) pointed that financial institution can be a potential sector for investment of remittance.

About one fourth of the total respondents pointed that investment in small and medium industry can be another potential sector where remittance can be probably made. Along with that-they identify some obstacles of using remittance. The builies are lack of manpower, lack of market facility, institutional support of govt. Some builes do not have enough land to use it as investment, as most of the remittance is being used in household consumption.

2.17 Use of Remittance and Role of Women

In studied household it indicates that 47% of total population is women. But not a single woman from any households has been found living outside as overseers workers. The household where male members stay outside women have to play the role of temporary household head. Women members have to play important role like marketing household need, Schooling for the children, Drawing remittance from Bank and maintaining household assets. Above she has to bear the responsibility of proper utilization of remittance. For doing this the mobility of women have increased significantly in the studied area.

Observation also prevail during field work that, use of *hijab* has increased a lot. Though the women mobility has increased but they are still being controlled by male members of the households. Use of mobile phone has increased where the male members staying outside dictate the woman member how to use the remittance.

2. Conclusions

Remittance has been playing vital role in socio economic development in Bangladesh. The study identifies some areas of remittance use as well as some potential sector and problem of using remittance in investment sector in rural area. The study identifies the following finding.

1. A significant number of male members are working abroad as migrant workers. Though three fourth of the total households own agricultural land but service in abroad has become the principal livelihood of the studied households.
2. The average income range of the studied families is higher than the national average income.
3. *Hundi* still is the most popular way of sending remittance, though it is illegal and risky. But the migrant worker likes it for no processing fees and for no official procedure among the studied households most of them are receiving remittance regularly.
4. Remittance still largely has been used for household consumption. But it was observed during fieldwork that the quality of consumption both in food and nonfood items have improved due to the influence of remittance.
5. There is a high trend of sending more family members to abroad as worker. This helps the families to keep themselves more dependent on remittance. But this process does not encourage the youth for higher

study. Higher study situation is not satisfactory in the studied household.

6. A significant portion of the studied households is still under debt. This is because of high cost of processing fees for going abroad, reconstruction of houses where only remittance cannot support, and poor management or misuse of remittance.

7. Investment of remittance in productive sector is not very impressive, but the households identify some sectors like small industry, financial insitutions and in agriculture. In last four years some households are facing problems of getting profit as well as investment from multipurpose cooperatives. Investment in land business still is the dominant sector of investment of remittance in the studied area.

References

1. Aggarwal, Reena; Asli Demirgüc-Kunt; and Maria Soledad Martínez Peria (2006). Do Worker's Remittances Promote Financial Development? Washington, DC: World Bank, *World Bank Policy Research Working Paper* No. 3957 (July); available at: http://www wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/06/28/000016406 _20060628102507/Rendered/PDF/wps3957.pdf.
2. Ahmed, Md. Shoaib (2010). Migrant Workers Remittance and Economic Growth: Evidence from Bangladesh. ASA University Review, Vol. 4 No. 1 (January-June), pp. 1-13; available at: http://www.asaub.edu.bd/ data/asaubreview/v4n1sl1.pdf.
3. Bangladesh Bank Research Report 2012. (From http://www.bangladesh-bank.org)
4. Bangladesh Bureau of Statistics, 2011
5. Bureau of Manpower, Employment and Training Report, 2012. (From http://www.bmet.org.bd)
৬. ড. মোঃ আখতারুজ্জামান *et al* (June 2011) "বাংলাদেশে রেমিট্যান্সের ব্যবহার ঃ ভবিষ্যৎ দিক- নির্দেশনা," বাংলাদেশ ব্যাংক, Dhaka
7. Encyclopedia of Social Science,2007
8. FOREIGN REMITTANCE OF BANGLADESH, MAY 2009 http:// mamunseraji.wordpress.com/2010/05/12/ foreign-remittance-of-bangladesh/
9. Hussain, Zahid with Farria Naeem (2009). Remittances in Bangladesh: Determinants and 2010 Outlook. Washington, DC: World Bank, blog of 07/01/2009; available at: http://blogs.worldbank.org/ endpovertyinsouthasia/print/514.
10. Literacy Assessment Survey(LAS) Report, 2011
11. Mahmood, R.A. (1985). Bangladesh: Selected Issues in Employment and Development. The Asian Employment Programme (ILO-ARTEP), Bangkok. http:// mamunseraji.wordpress.com/ 2010/05/12/ foreign-remittance-of-bangladesh/
12. Matin, K.A. (1994). The Overseas Migrant Workers, Remittances and The Economy of Bangladesh:1976/77 to 1992/93.Dhaka University Journal of Business Studies, Vol. 15, No.2, pp. 87-109.
13. Ratha, Dilip; Sanket Mohapatra; and Zhimei Xu (2008). Outlook for Remittances Flows 2008-2010. Washington, DC: World Bank, Development Prospect Group, Migration and Development Brief, No. 8(November); available at: http://siteresources.worldbank.org/ INTPROSPECTS/Resources/334934-1110315015165/MD_Brief 8.pdf.
14. Refugee and Migratory Movement Research Unit. 2008. Migration, Remittances and Development, Policy Brief 4, RMMRU, Dhaka.
15. Report of the Household Income & Expenditure Survey (2010), Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Government of Bangladesh

16. Salim, R.A. (1992). Overseas Remittances in Bangladesh: Importance, Potentialities and Policy Options, The Jahangirnagar Review, Part II, Social Science: Vols. XIII & XIV, The Jahangirnagar University, Dhaka.

17. Shoronica on International Migrant's Day (2011), Ministry of Expertise' Welfare and Overseas Employment, Dhaka

18. Siddique, Abu; E. A. Selvanathan; and Saroja Selvanathan (2010). Remittances and Economic Growth: Empirical Evidence from Bangladesh, India and Sri Lanka. Crawley, Australia: The University of Western Australia, Economics Department, Discussion Paper 10/27 (August).

19. Siddiqui, T. 2005. International Labour Migration from Bangladesh: A descent work perspective. Working Paper No.66, Policy Integration Department, National Policy Group, International Labour Office, Geneva.

20. Siddiqui, T. 2009.Efficiency of Migrant Workers' Remittance: The Bangladesh Case, May 2009, RMMRU, University of Dhaka http://www.asiaone.com/Business/ News/ SME+Central/Story/ A1Story20080325-56157.html

21. Asian Development Bank,Manila, August http://www.samren.org/Research_Papers/ doc/ADB Remittance Study.pdf, May 2009

22. Stahl, Charles W. and Ahsanul Habib (1989). The Impact of Overseas Workers' Remittances on Indigenous Industries: Evidence from Bangladesh. *The Developing Economies*, Vol. 27, pp. 269-285.

23. The Bangladesh Journal http://www.bangladeshjournal.com/article/Business/67/ , Jan 09

24. Tom de Bruyn and Umbareen Kuddus, "Dynamics of Remittance Utilization in Bangladesh", International Organization for Migration, Migration and Development programme, January 2005; b) Building a future back home Leveraging migrant worker remittances for development in Asia, The Economist Intelligence Unit, 2008; P-9aaa

25. World Bank Report 2012.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

ভূমি অধিকার এবং আমাদের সমাজ বাস্তবতা : কতিপয় সুপারিশ

মুহাম্মদ জসীম উদ্‌দীন*

সার-সংক্ষেপ

আলোচ্য প্রবন্ধে সামগ্রিক উন্নয়ন গতিশীল ও টেকসই করার মানসে দেশের অগণিত ছিন্নমূল দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এসব খেটে খাওয়া মানুষের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধের শুরুতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তথ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের ছিন্নমূল মানুষের উৎপত্তি ও ইতিহাস, ছিন্নমূল মানুষ পূনর্বাসনে গৃহীত কার্যক্রম ও মূল্যায়নের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়নকে প্রকৃত অর্থে টেকসই, সময়োপযোগী এবং বাস্তবসম্মত করতে ছিন্নমূল মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। আর তা নিশ্চিত করতে সবার আগে সকলের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করার উপর জোর দেয়া হয়েছে। প্রবন্ধের শেষাংশে দেশের অগণিত ছিন্নমূল মানুষের সে অধিকার নিশ্চিত করে তাদের জীবন মান উন্নয়নে কতিপয় সুপারিশ উত্থাপন করা হয়েছে।

১. ভূমিকা

ভূমি মানুষের সবচেয়ে প্রাচীন মৌলিক জন্মগত অধিকার। প্রতিটি মানুষের ন্যূনতম একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি থাকা বাঞ্ছনীয়। আবুল বারকাত ও প্রশান্ত কে রায় তাদের গবেষণা গ্রন্থ "Political Economy of Land Litigation in Bangladesh A Case of Colossal National Wastage" এ ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন, ভূমি হচ্ছে একমাত্র স্থাবর সম্পত্তি, যা কিনা সমগ্র কৃষি, স্থাপনাসমূহ, গাছপালা, প্রতিষ্ঠানাদি এবং শিল্পের সাথে জড়িত সবকিছুকে অন্তর্ভূক্ত করে। একটি কুঁড়েঘর নির্মাণের জন্যও প্রয়োজন একখন্ড জমি এবং এটা অনুরূপ সত্য বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের মতো বিশাল বহুতল ভবন নির্মাণের জন্যও। একটি সুন্দর সমাজ, সমৃদ্ধশালী জাতি তথা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার কথা বলতে চাইলে সবার আগে প্রতিটি নাগরিকের ভূমির অধিকার যে কোন মূল্যে নিশ্চিত করতে হবে। একজন

* প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, সিলেট ক্যাডেট কলেজ, সিলেট

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

নাগরিক হিসেবে প্রতিটি মানুষের উচিৎ প্রতিটি মানুষের সে অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরিক হওয়া। সেই সাথে রাষ্ট্রের উচিৎ সে অধিকার নিশ্চিত করাকে প্রথম ও প্রধান কাজ হিসেবে গণ্য করা।

আমাদের দেশে ভূমিহীন বাস্তুহারা মানুষের সংখ্যার কথা ভাবলে আৎকে উঠতে হয়। এদের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলছে। বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ভূমির মূল্য অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলেছে। সেই সাথে ইরি ফসল চাষের প্রচলন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কালো টাকার প্রসার, রাস্তা-ঘাট উন্নয়নসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, অসম অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতি কারণে জমির দাম ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলছে। এমন বাস্তবতায় বাস্তুহারা মানুষের অবস্থা কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। একজন মানুষ চাষ যোগ্য জমি জমা বিক্রি করতে পারে কিন্তু বসত বাড়ী কোন অবস্থাতেই না। আমাদের সমাজে এমন উপলদ্ধি থাকলে এবং সে উপলদ্ধি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে প্রতিফলিত হলে একটি পরিবার কোন অবস্থাতেই বাস্তুাহারা হবার কথা নয়। অন্য কথায় বসত বাড়ী বিক্রি করা যাবে না এমন একটি আইন বলবৎ এবং কার্যকর থাকলে এদেশের বাস্তুহারা মানুষ তৈরী হতো না। কিন্তু বাস্তুহারা মানুষের অনুকূলে এমন সংস্কৃতি আমরা কখনই তৈরী করতে চাইনি। কেন চাইনি এবং এখনো কেন হচ্ছে না? এটা বিরাট প্রশ্ন। যে কোন বিবেকবান সচেতন মানুষের মনে এমন প্রশ্ন থাকতেই পারে।

একজন বিত্তহীন মানুষ সমাজের সবচেয়ে নিগৃহীত ব্যক্তি। সবার কাছে সে অবহেলার পাত্র। তাকে নিয়ে সকলেই উপহাস বিদ্রুপ করে। কারো কাছে মানুষ হিসেবে বিবেচিত হয় না । তার জরাজীর্ণ শরীর ,রুগ্ন চেহারা কাউকে আকৃষ্ট করে না। তার মতামত, ভাবনা, ধ্যান-ধারনা এমনকি সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে তার কঠোর পরিশ্রমও আমাদের সমাজ বাস্তবতায় কোন প্রকারের মূল্যায়ন হয়না।

ভূমিহীন এবং বিত্তহীন ধারনা দুটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। .৪৯ শতক বা তার চেয়ে কম পরিমাণ জমির অধিকারি সবাইকে ভূমিহীন বলা চলে। তার মানে যার বসত বাড়িছাড়া চাষ বাসের সামান্য জায়গা আছে কিংবা নেই এমন মানুষ ভূমিহীন। অপর পক্ষে যার বসবাসের জায়গা জমি নেই তাকে বিত্তহীন বলা যায়। অর্থাৎ যারা অন্যের বাড়িতে বাস করে বিভিন্ন সরকারি স্থাপনা, খেলার মাঠ, রাস্তাঘাট, রেলস্টেশন, বড় গাছ, পরিত্যক্ত ভবন, ইত্যাদিতে বসবাস করে এদের সবাই বিত্তহীন। অর্থাৎ সামান্য হলেও ভূমিহীন মানুষের বসবাসের জায়গা থাকে। কারো কারো বসবাসের জায়গার পাশাপাশি চাষযোগ্য জমিও থাকে। তবে তা নিতান্তই সামান্য। কিন্তু, বিত্তহীনদের বসবাস বা চাষযোগ্য কোন প্রকারের জায়গা জমি থাকে না। এদেরকে ছিন্নমূল, বাস্তুহারাও বলা যায়। যার মানে দাঁড়ায় সকল বিত্তহীনই ভূমিহীন কিন্তু সকল ভূমিহীন বিত্তহীন নয়।

বিত্তহীনদের মধ্যে খাসজমি বিতরণ করা হলে দেশে একটি পরিবারও ভূমিহীন থাকবেনা। দীর্ঘদিন ধরে এই কথা শুনে আসছি। স্বাধীনতা পরবর্তী প্রতিটি সরকারই দারিদ্র্য বিমোচনে সোচ্চার হলেও কোন সরকারই আন্তরিকতার সাথে এই কাজটি করা হয়। খাস জমি বিতরণে কয়েকবার উদ্যোগ নেয়া হলেও বারবার তা অত্যন্ত সীমিত, বন্ধ অথবা অসমাপ্ত রাখা হয়। কিছু কিছু খাস জমি বন্টন করা হলেও প্রকৃত দরিদ্ররা তা পায়নি, অথবা পেলেও পরবর্তীতে প্রভাবশালীরা তা দখল করে নিয়েছে। অধিকন্তু প্রয়াজন নেই এমন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংস্থা, সংগঠন প্রতিষ্ঠান খাস জমিগুলো দখল করে রেখেছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ প্রথম আলো পত্রিকায় 'বন্দোবস্ত দিনমজুরের নামে ভোগ দখলে প্রভাবশালীরা' শিরোনামে এক প্রতিবেদনে কিভাবে একজন দিনমজুরের নামে বরাদ্দকৃত জমি প্রভাবশালীরা দখল করে নিয়ে যায় তা বর্ণনা করা হয়েছে। সঙ্গত কারণে খাস জমি বিতরণ তথা দারিদ্র্য বিমোচনে আমাদের আন্তরিকতা ও অঙ্গীকার নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। আমরা যে ভাবেই বিচার করিনা কেন খাস জমি

মূলতঃ ভূমিহীনদের হক। কিন্তু বিদ্যমান বাস্তবতায় দেশের মোট খাস জমির সামান্য পরিমাণই প্রকৃত ভূমিহীনদের দখলে আছে। আর পুরোটাই আছে প্রভাবশালী জোতদারদের দখলে। হতবাক হতে হয় যে, সচেতন মহলের বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিভিন্ন কৌশলে, বিভিন্ন উপায়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সহায়তায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাস জমি গুলো দখল করে রেখেছে। যে সব অজুহাতে খাস জমি দখল করে রাখা হয় বা হচ্ছে তার কিছু নমুনা নিম্নে উত্থাপন করা হলো -

১। প্রতিষ্ঠিত এনজিও সহ অনেক এনজিও দারিদ্র্য বিমোচনের নামে খাস জমি দখল করে নিচ্ছে।

২। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নামে অনেক প্রভাবশালী, আমলা রাজনীতিবিদ ব্যবসয়ী।

৩। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নামে।

৪। রাজনৈতিক দল গুলোর দলীয় কার্যালয় স্থাপনের নামে।

৫। বিভিন্ন সমিতি, ক্লাব স্থাপনের নামে।

৬। মসজিদ, মন্দির স্থাপনের নামে।

৭। প্রেস ক্লাব, খেলার মাঠ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নামে।

৮। পাঠাগার, শিশু কিশোর সংগঠনের নামে।

বিভিন্ন কৌশলে এভাবে খাস জমি দখল করে রাখা কোন অবস্থাতেই কাম্য হতে পারে না। খাস জমির প্রকৃত পাওনাদার কেবল ভূমিহীন মানুষ। ভূমিহীন মানুষের বাসস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। বাংলাদেশের মত দেশ যেখানে প্রায় চার কোটি মানুষের বাসস্থানের জন্য সামান্য ভূমি নেই, যেখানে খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ অতি জরুরী সেখানে খাস জমি বেদখল হওয় যৌক্তিকতা কতটুকু? আমরা প্রতিনিয়তই দেখছি ভূমিহীনদের জমি দেয়ার কথা বলা হলেও বাস্তবে অনেক ভূমিহীন বাস্তুভিটা বিক্রি করে বিত্তহীনে পরিণত হচ্ছে। নিম্নোক্ত কারণে মানুষ বসত বাড়ী বিক্রি করে থাকে যেমন :

১। পরিবারের কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার জন্য;

২। অধিক ঋণগ্রস্থ হলে;

৩। মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে;

৪। গ্রাম্য রাজনীতির প্যাঁচে পড়ে বিভিন্ন সালিশে জরিমানা দিয়ে;

৫। যৌতুক, বিয়ে বা অন্য কোন কারণে অর্থের প্রয়োজন হলে;

৬। জুয়া খেলে, অপচয় এবং অর্থের অপব্যবহার করে;

৭। মদ, গাঁজা বা অন্য কোন নেশার আসক্ত হয়ে;

৮। এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণের খপ্পরে পড়ে।

এছাড়া নদী ভাঙ্গন, জলোচ্ছাস ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে উপকূলীয় চর এবং হাওড় এলাকার প্রতি বছর এক উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মানুষ বাস্তুহারা হয়ে থাকে। সত্যিকার দারিদ্র্য বিমোচন করতে চাইলে এবং বিত্তহীন মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন চাইলে এক একর বা .৯৯ শতকের নীচে যাদের জমি আছে তাদের জমি বিক্রির সুযোগ সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ ও নিরুৎসাহিত করতে হবে। প্রতি

উপজেলায় .৯৯ শতক বা একরের নীচে জমি আছে এমন মানুষের একটি তালিকা থাকা বাঞ্ছনীয়। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে এমন তালিকা তৈরী মোটেও কঠিন কাজ নয়। ৯৯ শতকের নীচে যাদের ভূমি আছে তাদের জমি যৌক্তিক বা অযৌক্তিক কারণে বিক্রির সুযোগ বন্ধ করতে হবে। সেই সাথে উপকূলীয় চর ও হাওড় এলাকায় নদী ভাঙ্গন জলোচ্ছাস, ঘুর্ণিঝড় বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রতি বছর যারা বাস্তুহারা হবে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলাদেশের মত জন বহুল দেশে ভূমির গুরুত্ব সর্বাধিক। এ বিষয়টি সচেতন মহল বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করে থাকে। কিন্তু দারিদ্র্যে বিমোচনে এই উপলব্ধি কেন কাজে লাগানো হয়না? বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট, ব্রীজ কালভার্ট, শিল্প কারখানা, অফিস আদালত, হাসপাতাল, কারাগার, প্রভৃতি স্থাপনে প্রতি বছরই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূমি অধিগ্রহণ করতে হয়। বেসরকারি পর্যায়েও বিভিন্ন শিল্প কারখানা, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ফিলিং স্টেশন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনজিও প্রভৃতি স্থাপনে প্রচুর জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। জমি অধিগ্রহণে বাস্তব সম্মত সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা আছে বলে মনে হয়না। ফলে জমি অধিগ্রহণের কারণে অনেক পরিবারকে বাস্তুহারা হতে হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট জমির পরিমাণ ১৭৫৪ একর। দেশের পরিস্থিতি বিবেচনায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এত জমি থাকার প্রয়োজন নেই, যৌক্তিকতাও নেই। একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সর্বোচ্চ ২০ একর জমি হলেই চলে। এক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণের নীতিমালা সংস্কার করে একটি যৌক্তিক, সুন্দর, স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করে দ্রুত বাস্তবায়ন করা জরুরী। সত্যিকার দারিদ্র্য বিমোচন চাইলে তা করতেই হবে।

১৯৫১ সালে প্রজাস্বত্ত্ব আইনে সাধারন প্রজাগণ তাদের চাষ যোগ্য জমিতে স্বত্ব লাভ করে। কিন্তু বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ভূমিহীন এবং বাস্তুহারা থেকে যায়। এদের জীবন মান তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে তখন থেকে ভূমি সংস্কারের বিষয়টি আলোচিত হয়ে আসছে। আর এই সংস্কারের অংশ হিসেবে খাস জমি বাস্তুহারা ও ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ করে তাদের পূনর্বাসনের কাছ জোরে সোরে উচ্চারিত হয়ে আসছে। ফলশ্রুতিতে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে ভূমি সংস্কার এবং খাস জমি বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হলেও অদৃশ্য কারণে সে কর্মসূচী কখনোই আলোর মুখ দেখেনি।

নিরঙ্কুশ বিচারে গত তিন দশকে এদেশে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ। এ ভূমিহীন মানুষের একটি বড় অংশ স্থানান্তরিত হয়ে বড় বড় শহরের বস্তিগুলোতে ঠাঁই নিয়েছেন, মানবেতর জীবন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র এবং প্রান্তিক মানুষের সক্ষমতা কমে গেছে। আর এজন্য দায়ী গ্রাম থেকে শহড়ে এ বাধ্যতামূলক অভিবাসন। বাংলাদেশের মত এই ছোট্ট দেশে যেখানে ১৫ কোটিরও অধিক মানুষ বাস করে সঙ্গত কারণেই ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা দ্রুততার সাথে বেড়ে চলছে। এই বৃদ্ধির হার অনিয়ন্ত্রিত। ছিন্নমূল মানুষ মানেই তারা অধিকার সচেতন নয়। এরা পরিবার, সন্তান, সমাজ, দেশ এমন কি নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে পারেনা। ছিন্নমূল পরিবারগুলো অধিক সন্তান জন্মদান করে থাকে। বাস্তব পরিস্থিতি বিচেনায় বর্তমানে দেশে ছিন্নমূল মানুষ একটি বোঝায় পরিণত হয়েছে। মোট কথা ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা যে হারে বেড়ে চলছে অদূর ভবিষ্যতে এই ভয়াবহতার স্বরূপ কি হবে তা বলা মুশকিল।

ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। বিদ্যমান সমাজ বাস্তবতায় একজন ছিন্নমূল মানুষ তার দারিদ্র্য দশা থেকে বেরিয়ে এসে স্বচ্ছল জীবন যাপনের সুযোগ নেই বললেই চলে। আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র সে সুযোগ নিশ্চিত করে না। ফলে একটি ছিন্নমূল পরিবার থেকে আরও একাধিক ছিন্নমূল পরিবারের সৃষ্টি হয়। ধরা যাক, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় 'ক' নামের ২০ বছরের সহায় সম্বলহীন একজন যুবক বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হলো। বর্তমানে তার বয়স ৬০ বছর যার মধ্যে দাম্পত্য জীবন হলো

৪০ বছরের। এই ৪০ বছর দাম্পত্য জীবনে কয়টি সন্তান নিতে পারে ? ৫টি, ৭টি অথবা ১০টি। ধরে নিই সে ৬টি সন্তান নিয়েছে। বিয়ের প্রথম বছরেই কন্যা সন্তান জন্ম দেয় যার বয়স বর্তমানে ৩৯ বছর। ১৫ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়। তার এই ২৪ বছর দাম্পত্য জীবনে ৫টি সন্তান জন্মদান করে যাদের প্রথম ২টি মেয়ে এবং পরের ৩টি ছেলে সন্তান। বড় ২টি মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে। ১ম মেয়ের ২টি এবং পরের মেয়ের ১টি সন্তান রয়েছে। ক এর ২য় ও ৩য় সন্তানও মেয়ে যাদের বয়স যথাক্রমে ৩৫ এবং ৩২ বছর। ৩৫ বছরের মেয়ের ৪টি এবং ৩২ বয়সের মেয়ের ৩টি সন্তান রয়েছে। ক এর পরের তিনটি সন্তানই ছেলে যাদের বয়স যথাক্রমে ২৮, ২৫ এবং ২০ বছর। ২৮ বছরের ছেলে বিবাহিত এবং তার দু'টি সন্তান রয়েছে। দুই বছর আগে ২৫ বছরের ছেলে বিয়ে করে, তারও একটি সন্তান রয়েছে। বিশ বছরের ছেলেটি এ বছর বিয়ে করবে।

তাহলে একজন থেকে কত জনের সৃষ্টি হলো। অনাকাঙ্খিত হলেও সত্যিই এটাই আমাদের সমাজ বাস্তবতা। ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলছে দ্রুত। সহায় সম্বলহীন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির আরেকটি কারণ হলো ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন কৃষক মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে, পুলিশি ঝামেলায় পড়ে, অসুখ বিসুখ, ঋণের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ হয়ে, ছেলে মেয়েদের লালন পালন ইত্যাদি অনেক কারণে বাড়ী জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এভাবে প্রতিনিয়তই আমাদের দেশে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ভূমিহীন এবং ছিন্নমূল মানুষে পরিণত হচ্ছে। অনেক মাঝারি কৃষকও ভূমিহীন এবং ভূমিহীন থেকে ছিন্নমূলে পরিণত হচ্ছে। ফলে ছিন্নমূলে মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলছে অনিয়ন্ত্রিত ও অপ্রতিরোধ্য হারে।

প্রশ্ন হলো এই ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হার ঠেকানোর জন্য কোন বাস্তব সম্মত উদ্যোগ আছে কি না ? ছিন্নমূল মানুষের বৃদ্ধির হার রোধে কোন আইন কার্যকর আছে কিনা ? ছিন্নমূল মানুষ পূনর্বাসনে তার ভূমি অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে কিনা? কিংবা আর একজন মানুষও যেন ছিন্নমূল না হয় সে বিষয়ে আমাদের তৎপরতা কতটুকু ? আলোচ্য প্রবন্ধে এই প্রশ্নগুলোর ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্ঠা করা হবে। সেই সাথে ছিন্নমূল মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে খানিক আলোচনার চেষ্ঠা করা হবে।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হিসেবে দেশের ছিন্নমূল অসহায় মানুষের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার মানসে একটি সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা উপর জোড় দেয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে উদ্দেশ্য সমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে -

১। বাস্তুহারা মানুষের বর্তমান অবস্থা এবং এদেশের বাস্তুহারা মানুষের ইতিহাস তুলে ধরা;

২। বাস্তুহারা মানুষের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে পূনর্বাসনের জন্য গৃহিত কার্যক্রমের উপর আলোকপাত করা;

৩। সত্যিকার পূনর্বাসনে কতিপয় সুপারিশ তুলে ধরা।

৩. পদ্ধতি ও তথ্য

আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্য সমূহ মাধ্যমিক উৎস হতে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ অর্থনীতির সমিতি সহ বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন জার্নাল, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বিভিন্ন গ্রন্থ,

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাপিডিয়া, ইন্টারনেট, বিভিন্ন সাময়িকী ও দৈনিকে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন ও প্রবন্ধের সহায়তা নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর লেখকের অভিজ্ঞতার আলোকে লব্ধ কতিপয় পর্যবেণের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৪. বাংলাদেশের বাস্তুহারা মানুষের ইতিহাস

বাংলাদেশে বাস্তুহারা বা বিত্তহীন মানুষের সংখ্যা উদ্বেগ জনক হারে বেড়ে চলছে। গ্রামের ছোট ও ক্ষুদ্র কৃষকেরা দ্রুত হারে বিত্তহীন ও ভূমিহীন মানুষে পরিণত হয়ে শহরে ভিড় জমাচ্ছে। কর্মসংস্থানের অভাব, পরনির্ভরতা নিম্ন মানের জীবন যাত্রা, উচ্চ জন্মহার, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির অভাব, বিশুদ্ধ পানি ও পয়:নিষ্কাশনের অভাব, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা প্রভৃতি এসকল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অনুষঙ্গ। এসকল অভাবী মানুষের স্ত্রী ও স্কুল গামী ছেলে মেয়েরা পেটের দায়ে শারিরীক শ্রম প্রদান করলেও এরা কোন মজুরি পায়না অথবা যে মজুরি পায় তা নিতান্তই কম। ফলে প্রায় সব পরিবারই জীবন ব্যাপি দারিদ্র্যের কষাঘাতে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হয়। এসকল অভাবী মানুষের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেড়ে চলছে বস্তি সমস্যা। বস্তি সমস্যাকে পরিবেশ দুষণ, ভাসমান পতিতা বৃত্তি, যানজট, আবাসন সংকট সহ অসংখ্য সমস্যা সৃষ্টির জন্য দায়ী করা হচ্ছে। অনাকাঙ্খিত হলেও সত্য যে, শহরের বিত্তশালীদের জাঁকজমকপূর্ণ বিলাসবহুল জীবনযাপনের পাশাপাশি এসকল রুগ্ন, জীর্ণশীর্ণ মানুষের দুর্দশাগ্রস্থ জীবনচিত্র দেখলে সত্যিই বেমানান মনে হয়। বর্তমান বাংলাদেশে যে বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী বাস্তুহারা ভাসমান জীবন যাপন করে চলছে তাদের অধিকাংশই জন্মসূত্রে বিত্তহীন। অথচ এদেশের বিত্তহীন মানুষের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। ১৭৫৭ সালে এদেশে বৃটিশ শাসনের ভিত রচনায় প্রক্কালে বাংলাদেশে ছিল পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধশালী দেশ। প্রাচুর্যে ভরা এদেশের সকল মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করত।

১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধ থেকে শুরু করে ১৭৯৩ সালের লর্ড কর্ণওয়ালিশের প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তৎকালীন বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ চাষী ও কুটির শিল্পের কারিগর জীবিকা হারিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করে। ছিয়াত্তরের সর্বগ্রাসী মন্বন্তরে বাংলাদেশের এই মানুষ ব্যাপক হারে প্রাণ হারায় এবং সমগ্র বাংলাদেশ এক মহাশ্মশানে পরিণত হয়।

সেন্সাস কমিশনার স্যার টমাস মনরোর মতে, ১৮৪২ সালে ভারতে কোন ভূমিহীন কৃষক ছিল না। ১৮৭২ সালে অর্থ্যাৎ এর মাত্র তিরিশ বছর পর ভারতে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৫ লক্ষ। ১৮৭৭ সালে ঐতিহাসিক হান্টার সাহেব তার "A Statistical Account" নামক গ্রন্থে ঢাকা জেলা বর্তমান বৃহত্তর ঢাকা জেলা এর বিত্তহীনদের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন "ঢাকা জেলায় দিন মজুরদের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি গড়ে উঠার প্রবণতা লক্ষণীয়। এদের জমি নেই এবং জমি পত্তনও নেয়না। জমি যতই মহার্ঘ্য হয়ে উঠছে ততই স্বাভাবিক ভাবেই ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।" সে সময়ে বর্তমান রংপুর জেলায়ও জনাব হান্টার ভূমিহীন দিন মজুর শ্রেণির অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন।

সুতরাং এদেশে ভূমিহীন বিত্তহীন শ্রেণির সৃষ্টি চতুর বৃটিশের নির্দয় শোষণের অনিবার্য ফল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক/অপ্রাতিষ্ঠানিক ভাবে বিত্তহীন বা বাস্তুহারা শ্রেণি সৃষ্টির ভিত রচনা করা হয়। সাধারণ বিবেচনায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৭৯৩ সালে কর্ণওয়ালিশ প্রশাসন কর্তৃক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার ও বাংলার জমি মালিকদের (সকল শ্রেণীর জমিদার ও স্বতন্ত্র তালুকদারদের) মধ্যে সম্পাদিত এক যুগান্তকারি চুক্তি। এই চুক্তির আওতায় জমিদার ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ভূ-

সম্পত্তির নিরঙ্কুশ স্বত্ত্বাধিকারি হন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রনয়ণের কারণ হিসেবে অনেক ঐতিহাসিক অনেক মতামত ব্যক্ত করেছেন। এগুলোর মধ্যে সামরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ইত্যাদি কারণের কথা ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করে থাকেন। বস্তুত: চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল সাংস্কৃতিক। এই সাংস্কৃতিক কারণের মূল ভিত্তি ছিল তৎকালিন ভূমি কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গড়ে উঠা কৃষি ভিত্তিক সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে একটি নতুন সমাজ কাঠামো তৈরী করা। যে কাঠামোতে অনেক গুলো স্তর থাকবে এবং প্রতিটি স্তরে সাংস্কৃতিক বিভাজন থাকবে প্রকট। এই সামাজিক স্তর বিন্যাসের সবার উপরে থাকবে একটি এলিট শ্রেণি যারা বৃটিশদের কাছাকাছি থেকে তাদের স্তুতি গাইবে, তাবেদারী করবে, বিভিন্ন বিদ্রোহ-আন্দোলন থেকে তাদের রক্ষা করবে আর বৃটিশরা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিবে। আর সবচেয়ে নীচের স্তরে থাকবে ভূমিহীন বিত্তহীন মানুষ। এরা অন্যের জমিতে শ্রমিক হিসেবে পেটের দায়ে পেটে ভাতে বা নাম মাত্র মজুরির বিনিময়ে কাজ করবে, এরা হবে সমাজের সবচেয়ে নিগৃহিত নির্যাতিত ও অবহেলিত শ্রেণি। প্রতিনিয়ত প্রতি মুহুর্তে বিত্তশালীদের দ্বারা নিষ্পেষিত হবে। এভাবে উচ্চ বিত্ত ও বিত্তহীনদের সাথে সাংস্কৃতিক বিভাজন সৃষ্টি করে বৃটিশরা এদেশের হাজার বছরে গড়ে ওঠা একটি সুষম সমাজ কাঠামোকে ভেঙ্গে একটি ভঙ্গুর সমাজ কাঠামো গড়ে তোলতে সক্ষমহয়। মূলত: চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল এদেশের সমাজকাঠামো, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি ধ্বংশের একটি সুপরিকল্পিত ও সুদূরপ্রসারি কাল নকশা (Black Design). ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য করা। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা যায় যে, বঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পরেই কোম্পানি যুদ্ধের খেসারত বাবদ মীরজাফরের নিকট ২ কোটি পাউন্ড দাবি করেন, যা সমগ্র কলিকাতাবাসীদের সব অস্থাবর সম্পত্তির মূল্যের চেয়েও বেশি ছিল। এই একটি বিষয় থেকেই বুঝা যায়, তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ আদায়ের দাবি কতটুকু অযৌক্তিক ও জঘন্য ছিল ? সুতরাং তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ সর্বোচ্চ করার ব্রত নিয়ে এদেশের মানুষদের শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শোষন, নির্যাতন করার হীন মানসেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রণয়ন করা হয়। তাদের উদ্দেশ্য যে অশুভ ছিল তাতে সন্দেহ পোষন করার কোন অবকাশ নেই। আর তাই আমরা দেখতে পাই, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের স্বত্বাধিকারই পাকাপাকিভাবে নির্ধারিত হয়, কিন্তু প্রজার অধিকার সম্বন্ধে তাতে কোন শর্তই থাকলনা। বস্তুত: The tenant was practically put at the mercy of rack-renting land-lords. এ বিষয়ে এম. আজিজুল হক তার *'বাংলার কৃষক'* গ্রন্থে বলেছেন, দেশে যখন শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কোন সুষ্ঠ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি, ঠিক তখনই জমিদারগণ তাঁদের ব্যাপক ও অবাধ ক্ষমতা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠেন। তাদের বৈধ ক্ষমতা প্রত্যাহার করা হলে অতি সহজেই তারা অবৈধ ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। জমিদারদের সাহায্য করার জন্য সরকার একটির পর একটি বিধি জারি করত; এবং শেষ পর্যন্ত এমন বিধিও জারি হয় যে, কোন রায়ত জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা করলে বা ভিত্তিহীন অভিযোগ করলে তার জরিমানা ও জেল হবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারগণ হন প্রজাদের প্রভু, কিন্তু কোম্পানির গোলাম। কিছু কিছু জমিদার যে প্রজা হিতৈষী ছিলনা তা নয়। কিন্তু সংখ্যায় তারা ছিল নিতান্তই কম এবং প্রজা হিতৈষী জমিদারদের অধিকাংশই জমিদারী হতে বিতাড়িত হয়েছিল। বস্তুত: অধিকাংশ জমিদারদের হাতে কৃষক প্রজা শ্রেণি নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। আমাদের সমাজে বিত্তহীন ভূমিহীন মানুষের শুরু এভাবেই। কয়েকটি বিষয় অবতারণা করে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করা যায় :

- বৃটিশরা তাদের স্বার্থ উদ্ধারে এদেশে পরিবার কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা চালু করেন। এই পরিবার কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ কেমন ছিল ? ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়,

প্রতিটি গ্রাম বা এলাকায় একটি দু'টি পরিবার প্রবল প্রতাপশালী হিসেবে আভিভূত হয়। এই পরিবারগুলো অর্থনৈতিক প্রভাবের সাথে সাথে সামাজিক প্রভাবের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে ওঠে। গ্রামে এখনও একটি প্রবাদ বহুল প্রচলিত। আর তা হল বটগাছের নীচে আর কোন গাছ হয়না। এই প্রতাপশালী পরিবারগুলো তার এলাকার জন্য এক একটি বটগাছ হিসেবে অভিভূত হয়। এই পরিবারগুলোর বাইরে অন্য কোন পরিবার এগিয়ে আসুক কোন অবস্থাতেই তা হতে পারবেনা। তার মানে এলাকায় কেউ যদি শিক্ষিত হয় তাহলে ঐ পরিবার থেকে হতে হবে। কেউ যদি চাকরিজীবি হয় তাও ওই পরিবার থেকে হতে হবে। মোদ্দা কথা তাদের বাইরে অন্য কোন পরিবারের ছেলেমেয়েরা উঠে আসুক কিছুতেই তা হতে দিতনা।

- বৃটিশরা এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা চালু করে। প্রশ্ন হলো আধুনিক শিক্ষার নামে চালুকৃত এ শিক্ষা কি সাধারণ মানুষের কল্যাণে নাকি বৃটিশ শাসন ও শোষনের ভিত পাকাপোক্ত করার জন্য চালু করা হয়েছিল? একথা সত্য যে, একটি জাতির কেবল আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নয়, সকল উন্নয়নের মূল ভিত হল শিক্ষার প্রসার। জাতি শিক্ষিত হলে নিজেদের সমস্যা অসুবিধা উপলব্ধি করে তা যথাযথ সমাধান করে উন্নয়নের পথ প্রসস্থ করে। বৃটিশরা সে ধরনের গণমূখী শিক্ষা চালু করেনি বরং সে শিক্ষা ছিল প্রায় শতভাগ গণবিচ্ছিন্ন।

- সাধারণ মানুষ তথা শ্রমজীবি মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে জসপ্রশাসনের ভূমিকা সর্বাধিক। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি থেকে তাদের দু:খ-দুর্দশা অনুভব করে সর্বোত্তম সেবা প্রদান করবে। বৃটিশরা এদেশে গণবিচ্ছিন্ন জনপ্রশাসন চালু করে। প্রশাসকেরা এদেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণে নয় বরং তাদের দুর্দশাকে বাড়িয়ে গেছে বহুগুণ।

- রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা লাভ করতে গিয়ে অনেকে সর্বশান্ত হয়েছে এমন অনেক নজির পাওয়া যাবে। মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে, পুলিশি জামেলায় পড়ে অনেক মানুষ ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছে।

- বৃটিশরা এদেশে অনেক আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করে থাকে। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এসকল করা হয়েছে তাদের শোষনের পথ সুগম করার লক্ষ্যে জমিদার, মধ্যস্বত্ব শ্রেণী, বিভিন্ন পেশাজীবি তথা কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের স্বার্থে। প্রকৃত জনকল্যাণে বা জনস্বার্থে বিশেষ করে বিত্তহীন দরিদ্র অসহায় মানুষের স্বার্থে কি কোন একটি আইন পাশ হয়ে কার্যকর হয়েছে ? - সম্ভবত না।

- কর্ণওয়ালিশ আবওয়াব নিষিদ্ধ করে খাজনা বাড়ান। এরপরেও লাঠিয়াল বাহিনী দ্বারা জমিদার অতিরিক্ত কর, নিষিদ্ধ কর, তাহরিজ, আবওয়াব, নজরানা কোম্পানির জ্ঞাতসারেই রায়ত থেকে ওসুল করতেন। জমিদারদের প্রতিনিধিগণ বিবাহ, তীর্থযাত্রা, শ্রাদ্ধ, উৎসব, পুণ্যাহ, চাঁদা ইত্যাদি অজুহাতে সব সময়ই আবওয়াব আদায় করত। খরা, প্লাবন, নদীসিকস্তি, মড়ক, লোকক্ষয় বা যে কোন বিপর্যয়ে প্রজাগণ খাজনা বা চাঁদা হতে রেহাই পেতনা।

- বৃটিশ আমলে একাধিকবার জরিপ করে ভূমিহীন মানুষের অস্তিত্ব পাওয়া যায় বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ভূমিহীন মানুষের কল্যাণে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এমন নজির পাওয়া যায় কি ?

সুতরাং এদশের বাস্তুহারা মানুষের সৃষ্টি সুচতুর বৃটিশ শাসনের সুদুরপ্রসারি পরিকল্পনার অনিবার্য ফল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হলো তার আইনি দলিল। রাষ্ট্র যেখানে একজন নাগরিকের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে কাজ করার কথা, সেখানে রাষ্ট্রই ভূমিহীন মানুষ সৃষ্টির মূল হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাক্কালে এদেশে অর্থনীতি ছিল সম্পূর্ণরূপে ভূমিকেন্দ্রিক বা কৃষিনির্ভর। ফলে কৃষক সমাজই ছিল অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন হলে এই কৃষক সমাজেরই চরম ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। সাধারণ কৃষকেরা প্রতিনিয়তই নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, নিগৃহিত ও অবহেলিত হতে থাকে। এভাবে বাঙ্গালী কৃষক সমাজের দুর্দশার কথা যতই বর্ণনা করিনা কেন প্রকৃত পক্ষে সাধারণ কৃষকদের অবস্থা হয়ে ওঠে আরো অনেক শোচনীয়। নির্মম সত্য এই, নীতি নির্ধারকদের মধ্য হতে এই সাধারণ কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে - এমন তথ্য পাওয়া যাবেনা। বিপরীত ক্রমে কৃষকদের এই দুর্দশার অবলোকন করে কেই কিছু বললে তার ওপর চালানো হয়েছে অমানবিক নির্যাতন - এমন অসংখ্য নজির পাওয়া যাবে। চিরস্থায়ী বন্দেবস্ত প্রবর্তনের পর কতিপয় বিষয় বিবেচনা করলেই এর সত্যতা পাওয়া যাবে। যেমন -

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারকে করা হয় জমির একচ্ছত্র মালিক। কৃষক তার অধীনস্ত প্রজায় পরিণত হয়। মোগল আমলে ভূমিতে রায়তের সুস্পষ্ট ভোগদখলের অধিকার ছিল। জমিদার তখন রায়তকে ভূমি থেকে উৎখাত করতে পারতনা, বরং রায়তকে তার কৃষিকর্মে সর্বোতভাবে সাহায্য করা ছিল জমিদারের কর্তব্য। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের কাছে সরকারের রাজস্ব-দাবি বৃদ্ধির পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু জমিদারদের তরফ থেকে প্রজাদের ওপর রাজস্বের দাবি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোন বিধি নিষেধ আরোপিত হয়নি। জমিদারদের জমি বিক্রয়, বন্ধক, দান ইত্যাদি উপায়ে অবাধে হস্তান্তরের অধিকার থাকলেও তাদের প্রজা বা রায়তদের সে অধিকার দেওয়া হয়নি। এতে স্পষ্টতই প্রজাদের ওপর নিপীড়ণের মাত্রা বেড়ে যায়।

- দেখা যায়, জমিদারদের স্বার্থে একাধিকবার মূল আইনে পরিবর্তন আনা হয়। যেমন - ১৭৯৫ সনে ৩৫ নং সংশোধনী রেগুলেশনের নামে বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য জমিদার প্রজার সম্পত্তি ক্রোক করতে পারার স্বৈরাচারী ক্ষমতা দান করা হয়। ১৭৯৯ সনের ৭ নং রেগুলেশনের(সপ্তম আইন) মাধ্যমে সে ক্ষমতাকে আরো সুসংহত করা হয়। এতে জমিদার সরকারি অনুমতি ছাড়াই প্রজাকে বন্দি করা এবং বাকী খাজনা উদ্ধার কল্পে প্রয়োজন হলে প্রজাকে তার বাস্তুভিটা হতে উৎখাত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৮১২ সনের কুখ্যাত ৫ নং রেগুলেশনের (পঞ্চম আইন) আওতায় জমিদারগণ যে কোন মেয়াদের জন্য তাদের জমি ইজারা দেওয়ার নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ করে। ১৯১৯ সনের ৮ নং রেগুলেশনের(পত্তনী আইন) মাধ্যমে জমিদার ও প্রজার মধ্যবর্তী একটি বহুস্তর বিশিষ্ট মধ্যস্বত্ব শ্রেণী সৃষ্টি করার অধিকার লাভ করে। প্রজা নিপিড়নে এভাবেই ধাপে ধাপে আইনি কাঠামো গড়ে তোলা হয়।

- জমিদার ও প্রজার মধ্যে যে মধ্যস্বত্ব শ্রেণী গড়ে উঠে এদের নির্দয় অত্যাচার ও শোষনের ফলে সাধারণ কৃষকের অবস্থা শোচনীয় হতে থাকে। ভূমিকেন্দ্রিক এ মধ্যস্বত্ব শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে তালুকদার, কানুনগো, পাটোয়ারী ইত্যাদি। পরবর্তীকালে শিক্ষার প্রসারের ফলে কতিপয় পেশাজীবি গড়ে উঠলে এদের কেউ কেউ কৃষকদের কথা ভাবলেও অধিকাংশই জমিদার ও মধ্যস্বত্ব শ্রেণীর ন্যায় সাধারণ কৃষকদের ওপর নির্যাতন, নিপীড়ণ চালিয়ে নিজেদের বিবেক,

বিবেচনাবোধ বিসর্জন দিয়ে নিজের বিলাসী জীবন যাপনে মনোযোগী হয়। জমিদারদের অধিকাংশই ছিল অনুপস্থিত জমিদার। জমিদারগণ যখন গ্রাম ত্যাগ করে শহরে বসবাস করতে লাগলেন এবং তাদের অনুপস্থিতিতে নায়েব-গোমস্তার সাহায্যে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করলেন তখন রায়তদের দুর্দশা চরমে পৌঁছল।

- মধ্যস্বত্বশ্রেণী ও নীলকরদের অত্যাচার এবং সীমাহীন জুলুমের ফলে বহু কৃষক পরিবার ঘরবাড়ী ছেড়ে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। অনেক ধনী ব্যক্তি পর্যন্ত অভাবের তাড়নায় নিজেদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বিক্রয় করে দেয়। কোম্পানির সরকারের প্রত্যক্ষ মদদেই এসব হয়।

- মহাজনদের দৌরাত্ম সম্ভবত বৃটিশ আমলেই শুরু হয়। মহাজনদের কাছ সুদে টাকা ধার নিয়ে কত পরিবার যে ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছে তার হিসাব কি পাওয়া যাবে? সরকারের পক্ষ থেকে এই শোষক সুদখোরদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা তো নেওয়া হয়নি বরং তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয়েছে।

- কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্য দামে বিক্রি করার ন্যায় সঙ্গত দাবী থেকে বঞ্চিত হওয়ার রেওয়াজ কোম্পানি সরকারের শাসন আমলেই হয়েছিল বলা যায়। কৃষকরা শরীরের ঘাম পায়ে ফেলে, রাত দিন নিরলস পরিশ্রম করে, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে যে ফসল উৎপাদন করতে তাও ন্যায্য মূল্যের চেয়ে কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হত এক শ্রেণী পরগাছা ব্যবসায়ী মধ্যস্বত্ব শ্রেণীর কাছে। ফলে কোন কারণে কোন এক বছর ফসল হানি হলে কৃষকরা ঋণ গ্রস্থ হয়ে যেত এবং কোন একটি পরিবার একবার ঋণগ্রস্থ হলে সে ঋণের চক্র হতে বের হয়ে আসতে পারতনা যে চিত্র এখনও আমাদের সমাজে বিদ্যমান। ছিন্নমূল দরিদ্র মানুষের শারীরিক শ্রম বিক্রয় করে উপার্জন করাই হয়ে ওঠে জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন। নিজের কোন উৎপাদন ছিলনা বলে সারা বছর খাদ্য পণ্য কিনে খেতে হত। এসকল পরগাছা মধ্যস্বত্ব শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা এসুযোগ লুপে নিতে কৃত্রিম সংকট তৈরী করে খাদ্য পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিত। তাদের কবল কৃষকদের রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি অধিকন্তু এরা সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তা পেয়েছিল।

- এদেশের সাধারণ কৃষকের পাশে থাকা তো দূরের কথা, তাদের পক্ষে কথা বলার মত সরকারের পক্ষে কেউ ছিল বলে মনে হয় না। অধিকন্তু কোম্পানি সরকারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদার ও পত্তনীদারদের পরস্পর সহযোগিতায় প্রজাদের উপর শোষণ-নিপীড়ন বৃদ্ধি পেতে থাকে। কৃষকেরা অসন্তুষ্ট ও বাধ্য হয়ে জোড়দার আন্দোলন গড়ে তোলে। বাংলায় প্রায় সর্বত্র, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে ১৮৫০ এর দশকের শেষ ভাগ থেকে কয়েক দফা কৃষক কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। বলা হয়ে থাকে, এসব বিদ্রোহ আন্দোলনে বাধ্য হয়েই বৃটিশ সরকার ১৮৫৯ এবং ১৮৮৫ সালে প্রজা স্বত্ব আইন প্রণয়ন করে। এতে প্রজাদের অধিকারের কথা সামান্য উল্লেখ করা হলেও প্রকৃত অর্থে এদেশের বিত্তহীন অভাবী মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কোন নির্দেশনা এবং তা বাস্তবায়নে কোন উদ্যোগ ছিল কী ?

- আবুল বারকাত তাঁর লোক বক্তৃতা ২০১৪ তে যে Rent Seekers এর কথা বলেছেন তার মূল ভিত গড়ে উঠেছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে। এদের মূল বৈশিষ্ট হলো এরা সম্পদ তৈরী করেনা, কিন্তু অন্যের সম্পদ হরণ করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। ১৭৫৭ সালের

পলাশি যুদ্ধে জয়ের মাধ্যমে বৃটিশরা Rent Seeker সেজে এদেশের মানুষের ঘারে চেপে বসে।চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং এরপর ১৮১৯ সালের পত্তনী আইনের মাধ্যমে বৃটিশদের পাশাপাশি দেশীয় Rent Seeker শ্রেণী গড়ে উঠে। এরা কৃষকদের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে নিজেদের জীবন স্বচ্ছন্দ্যময় করেছিল। কিন্তু ক্ষতি করেছিল কৃষক সমাজের, গোটা দেশের, নষ্ট করেছিল সামষ্টিক অর্থনীতির। কোম্পানি সরকার সচেতন ভাবেই এই সমাজের সৃষ্টি করেছিল।

পর্যালোচনা করে এভাবে বিভিন্ন উপায়ে কৃষক সমাজের নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হওয়ার অনেক নজির পাব। যে কৃষক সমাজ অর্থনীতির মেরুদন্ড হিসেবে কাজ করে তাদের পবিত্র দুর্দশাগ্রস্থ ও দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চলে বিত্তহীন মানুষের ভীড়। এই বিত্তহীনে পরিণত হওয়ার কাতারে শামীল হয় কারা? একথা অনুমান করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সাধারণ কৃষক, সহজ-সরল, ভীরু, নিরিহ, ঝামেলামুক্ত জীবন যাপনে আগ্রহী, নি:স্বার্থ, রুগ্ন, অনাথ, অসহায়, প্রতিবন্ধি, অতিথি পরায়ন, অকৃপণ, অপচয়কারি, অলস, আরামপ্রিয়, পরোপকারি, অপ্রকৃতস্ত, পাগল, নারী, নাবালগ শিশু, মানসিক ভাবে দুর্বল চিত্তের অধিকারি, শারীরিক ভাবে অক্ষম-দুর্বল, নিজের বুদ ভবিষ্যৎ চিন্তা করেনা এমন মানুষ। অনেক অসহায় যেমন - পরিবারের উপার্জন ক্রম ব্যক্তি মারা যাওয়ার ফলে ছোট্ট ছেলে মেয়ে, স্ত্রী, মা-বাবা, ভাই-বোন। মোদ্দা কথা অর্থনীতির কারিগর তখনকার কৃষক সমাজ থেকেই এই বিত্তহীন মানুষের ভীড় বড় হতে থাকে। বিপরিতক্রমে বিভিন্ন মধ্যস্বত্বশ্রেণী যারা ছিল নির্দয়, নির্যাতনকারি, চরম স্বার্থপর এবং কৃষক পরিবারগুলোর মধ্য থেকে কেবল যারা কঠোর পরিশ্রমী এবং কৃপণ ছিল তারাই কোন মতে ঠিকে ছিল। যেভাবেই হোক কোন একটি পরিবার একবার ছিন্নমূল হয়ে গেলে সে পরিবার আর সে অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি। অধিকন্তু সে দুর্দশা বংশানুক্রমিক চলতে থাকে। আর সাধারণত: নির্দয়, নিষ্ঠুর, চরম স্বার্থপর শ্রেণীর মানুষেরা স্বচ্ছল জীবন যাপন করার সুযোগ লুপে নেয়।

এভাবেই রায়তের ভাগ্য ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়। ভারত সরকারের ভাষায়, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিশ বছর পর পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বাংলার রায়ত ধ্বংশের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।" ১৮১৯ সালে কোর্ট অব ডিরেক্টর্স দু:খের সঙ্গে স্বীকার করে, "রায়তগণ সম্পূর্ণরূপে জমিদারদের স্বেচ্ছাচারের শিকার।" ১৮২৭ সালে সদর দেওয়ানি আদালতের প্রবীণতম বিচারপতি লিখিতভাবে বলেন, "দেশের বহু স্থানে রায়ত হচ্ছে জমিদারের প্রকৃত কৃতদাস। জমিদার নিজের খুশিমতো তার গোরু-ছাগলের মতোই তাকে রেহেন বা ভাড়া দিতে পারে।" কাউন্সিলের অধিবেশনে ১৮৫৯ সালের বিল উত্থাপন করতে গিয়ে বাংলাদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্ণর বলেন যে, ১৭৯৯ থেকে ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত "একদিকে সামন্তবাদ এবং অপরদিকে ভূমিদাস প্রথাই বাংলার ভূমি ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট ছিল।"

চিরস্থায়ী বন্দেবস্তের অনিবার্য ফল হিসেবে অনেক আন্দোলন সংগ্রামে বাধ্য হয়ে কোম্পানি সরকারে অবসান হয়ে বৃটিশ সরকার এসে লোক দেখানো কিছু আইন ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে দেখালেও প্রকৃত পক্ষে ভূমিহীন, বিত্তহীন মানুষের পূনর্বাসনে বা ভাগ্য উন্নয়নে কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। এভাবেই ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

১৯৩৯/৪০ সালে ক্লাইভ কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার শত করা ৩০.৬ ভাগ ভূমিহীন। ১৯৪৪/৪৬ সালে ইসহাক রিপোর্টে পূর্ব বাংলার (বর্তমানে বাংলাদেশ) বিত্তহীন অর্থাৎ ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা নিরূপন করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, গ্রামের মোট জনসংখ্যার ২৯.৯ ভাগ ভূমিহীন।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান আমলে ১৯৫১ সালে গৃহিত হলো পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহন ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন।সেখানে আইনের দৃষ্টিতে কৃষককে তার ন্যায্য অধিকার পুরোপুরি ভাবে দেওয়া হয়েছিল। আইনে স্পষ্ট বলা ছিল রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে কোন অন্তর্বর্ত্তী সত্ত্বা থাকবেনা। কিন্তু বাস্তবে পাকিস্তানের নব্য ঔপনিবেশিক সামন্ত সেনা প্রভুরা এ আইনকে কৃষক স্বার্থে অনুকূলে ব্যাবহৃত হতে দেয়নি। স্বৈসাচারী আইয়ূব খানের অগণতান্ত্রিক শাসন কালে ১৯৫৮-১৯৬৯ ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। স্বৈরাচারী আইয়ূব খানের তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার অধীনে গ্রামের ধনী বিত্তবান কৃষক, টাউট শ্রেণির লোকেরা চেয়ারম্যান মেম্বার হয়ে গ্রাম প্রশাসনের হর্তা-কর্তা বিধাতা হয়ে বসেন। এই টাউট শ্রেণির স্বার্থ রক্ষায় আইয়ূব সরকার অধিকতর সচেষ্ট ছিলেন। ''ওয়ার্কস প্রোগ্রাম" এর মাধ্যমে এ শ্রেণির হাতে বিপুল পরিমাণ কালো টাকা পুঞ্জিভূত হয়। অন্যদিকে অর্থনৈতিক সংকট, বেকারত্ব ও অভাবের তাড়নায় ক্ষুদ্র কৃষকরা জমি বিক্রি বা বন্ধক দেয় এই পরগাছা শ্রেণির নিকট। ফলে পাকিস্তান শাসনের পুরো সময় কালে খাস জমির বন্টন কর্মসূচী প্রকৃত গরীব কৃষক শ্রেণির ভাগ্য উন্নয়নে ভূমিকা রাখেনি।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে প্রবর্তিত আইন "শত্রু সম্পত্তি" পরবর্তীতে "অর্পিত সম্পত্তি" আইনে হিন্দু পরিবার গুলোর জমি বাজেয়াপ্ত ও বিক্রির উপর যে নিষেধাজ্ঞা চালু করা হয় এর ফলে বহু প্রান্তিক ও গরীব হিন্দু চাষী জমি হারিয়ে ভূমিহীনে পরিণত হয়। ফলে আইয়ূব শাসন কালের এক দশকে দ্রুত বেগে বেড়ে চলে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা।

মোট কথা ঔপনিবেশিক শাসনামলে শাসক শ্রেণি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই ভূমিহীন ও বিত্তহীন মানুষ সৃষ্টি করেছিল। প্রশ্ন হলো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে বিত্তহীন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ঠেকানের জন্য আমরা কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিয়েছি কিনা ? কিংবা বিরাজমান বিত্তহীনদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়ে সত্যিকার পূনর্বাসন করতে সক্ষম হয়েছি কিনা ? পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, স্বাধীনা পরবর্তী সময়ে একাধিকবার বিত্তহীনদের পূর্নবাসনের কথা বলে খাস জমি বন্টন ও বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলা হলেও বাস্তবে ভূমি অফিসের দুনীর্তি, স্থানীয় প্রতিনিধি, প্রভাবশালীদের অধিপত্য, রাজনৈতিক হস্থক্ষেপ, ক্ষমতাশীন দলের কর্মীদের প্রভাব, আমলা নির্ভরতা প্রভৃতি কারণে বারে বারে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বারে বারে প্রকৃত পাওনাদাররা বঞ্চিত হয়েছে, এখনো হচ্ছে। বস্তুত: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভূত আমাদের কাঁধে অষ্টপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশে সমাজ কাঠামো, সমাজ ব্যবস্থা, রাজনীতি, প্রশাসন, ধ্যান-ধারনা, দৃষ্টিভঙ্গি সর্বত্রই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব দৃশ্যমান। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে সরকার সচেতনভাবে ছিন্নমূল মানুষের সৃষ্টি করেছিল। সরকার ও প্রজার মাঝে জমিদার সহ অনেক মধ্যস্বত্ব শ্রেণী করে সাধারণ কৃষকদের উপর নির্যাতনের পথ সুগম করেছিল। বর্তমান বাস্তবতায়ও মধ্যস্বত্ব শ্রেণী দরিদ্র ছিন্নমূল মানুষের নামে গৃহিত অসংখ্য কর্মসূচীর অর্থ লুটেপুটে নিচ্ছে। পার্থক্য শুধু এই কোম্পানি সরকার ছিন্নমূল মানুষের জীবনমান উন্নয়নে জন্য কিছু করেনি। এখন ছিন্নমূল মানুষের জন্য কথা ভাবা হয়, তাদের ভাগ্য উন্নয়নে অসংখ্য কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়। এসকল কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়। কিন্তু এই অর্থ ব্যয় কেবল কাগজে কলমেই দেখানো হয়। ব্যয়িত অর্থের পুরোটাই যায় মধ্যস্বত্ব শ্রেণীর পকেটে। ফলে প্রকৃত ছিন্নমূল মানুষের কোন উপকার হয়না।তার মানে স্বাধীন বাংলাদেশেও ঔপনিবেশিক আমলের ন্যায় ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের সংখ্যা বেড়েই চলছে। বিত্তহীনদের পূনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। বাস্তবে তার বাস্তবায়ন চোখে পড়েছে কেউ তা বলতে পারবে বলে মনে হয় না। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে বিত্তহীন গরীব মানুষের

সংখ্যা শূন্যের কোটায় নেমে যাবে এমনটা আশা করা হলেও বাস্তবতা হলো স্বাধীনতা লাভের চার দশক পরেও মানুষ অধিক হারে ভূমিহীন ও বিত্তহীনে পরিণত হচ্ছে।

৫. ছিন্নমূল পূনর্বাসনে গৃহিত উদ্যোগ এবং মূল্যায়ন

ছিন্নমূল মানুষ সম্পর্কে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হয় যতদূর সম্ভব বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ ভাগে। এই সময়ে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি, কৃষক প্রজা পার্টি নামে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠে। তেভাগা আন্দোলনেও সাধারণ কৃষক ও ছিন্নমূল মানুষের মুক্তির নির্দেশনা ছিল। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হলে পাকিস্তান আমলে সাধারন কৃষক এবং ছিন্নমূল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনায় রেখে ১৯৫১ সালে "পূর্ব বঙ্গ প্রজাস্বত্ত্ব আইন" পাশ হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত বকেয়া এবং সুদ সহ সমস্ত কৃষি জমির খাজনা মওকুপ করা হয়। ২৫ বিঘার কম জমির মালিক কৃষিজীবি পরিবারের জন্য কৃষি জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত করা হয় ১০০ বিঘা। খাস জমি পূনর্বন্টনের সময় সালামী গ্রহণ করা হবে না বলে স্থির করা হয়। এর ফলে সরকারের বাৎসরিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। খাস জমি শুধু মাত্র ভূমিহীন এবং প্রায় ভূমিহীন (যাদের জমির পরিমান ১.৫ একরের কম) কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে স্থির করা হয়।

সরকার এই ব্যবস্থার আওতায় জমি পাবার উপযুক্ত পরিবার নিয়ে গঠিত কৃষি সমবায় সমিতির কাছে খাস জমির বড় খন্ডগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রদান করছে বলে স্থির করা হয়। সমস্ত চর জমি সরকারি দখলে এনে তা সরকারি নীতি এবং আইন মোতাবেক দরিদ্রতর কৃষিজীবিদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সুদখোর মহাজন এবং জমি লোলূপদের হাত থেকে গরীব রক্ষা করার লক্ষ্যে খাইখালাসী- হাট ও বাজারের ইজারাদারী প্রথা বিলোপ সাধন করা হয়।

১৯৮২ সালের মার্চ মাসে সামরিক আইন জারির পর কৃষি মন্ত্রির নেতৃত্বে একটি ভূমি সংস্কার কমিটি গঠিত হয়। ১৯৮৩ সালের প্রথম দিকে কমিটি সরকারের কাছে তার প্রতিবেদন পেশ করে। তাদের প্রদান সুপারিশ গুলি সীমাবদ্ধ ছিল ভাগচাষের শর্তাবলীর উন্নতি, ন্যূনতম কৃষি মজুরি নির্ধারণ, ভূমি সংস্কার বাস্তবায়নকারি সংগঠনের পূনর্বিন্যাস, কৃষির উপর সর্বোচ্চ কর ধার্য, ভূমিহীনদের সমূদয় সমিতির নিকট সরকারি জমি বিতরণ ইত্যাদির মধ্যে সরকার পরবর্তী কালে ভুমি সংস্কার ঠিকভাবে বাস্তবায়িত করা যায় তা নির্ধারণের জন্য একটি কমিটির কথা ঘোষণা করেছেন।

প্রকৃত অর্থে সংক্ষেপে এ পর্যন্ত ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, সরকারি পর্যায়ে ছিন্নমূল মানুষ পূনর্বাসন কেবল রাজনৈতিক বুলিতে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয় কথার ফুলঝুড়ি, প্রতিশ্রুতির সাথে সাথে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা এই দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যয়িত হচ্ছে বিভিন্ন বেসরকারি পর্যায়েও।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ছিন্নমূল মানুষের পূনর্বাসনে বেশ কটি কার্যক্রম চলমান। যেমন আশ্রয়ন প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার, গৃহহীনদের ঋণ ও অনুদান প্রদানের জন্য গৃহায়ন তহবিল, ঘরে ফেরা, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী, চর জীবিকায়ন কর্মসূচী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রতি বছর এসকল কর্মসূচী বাস্তবায়ন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু দু'টি বিষয় উল্লেখ করলেই এ সকল কার্যক্রমের একটি মূল্যায়ণ হবে বলা যায়। প্রথমত: যদি বলা হয় বিগত ১৫ বছরে এই সব কর্মসূচীর আওতায় কত টাকা ব্যয়িত হয়েছে? প্রায় লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে হিসাব নিকাশ করে এমন তথ্যই পাওয়া যাবে। এই লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করে দেশের অগণিত ছিন্নমূল পরিবারের মধ্যে কয়টি

পরিবার স্বচ্ছল হতে পেরেছে ? এর উত্তর খুঁজলেই এসকল কার্যক্রমের মূল্যায়ণের চিত্র পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়তঃ ছিন্নমূল মানুষের প্রথম প্রয়োজন ভূমি অধিকার। আর তা নিশ্চিত করলেই কেবল তার জীবনমান উন্নয়নে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে সত্যিকার সুফল পাওয়া যাবে। গোড়ায় গাছ কেটে পানি ঢালার মতই ভূমির অধিকার নিশ্চিত না করে ছিন্নমূল মানুষের জন্য বহুবিধ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করলেও এর সুফল কতটুকু আসবে তা বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেই বলা যায়। বস্তুত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী তথা ছিন্নমূল মানুষ পূনর্বাসনে দুর্নীতি, পেশীশক্তি, রাজনৈতিক প্রভাবের কাছে জিম্মি হয়ে আছে। ফলে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি ব্যয়িত হলেও বাস্তবে ছিন্নমূল মানুষ পূনবার্সন দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়।

৬. সুপারিশ মালা

এদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে তত্ত্বগত ক্রটি তেমন একটা খুঁজে পাওয়া যাবে না। সমস্যা দেখা যায় বাস্তবায়নে। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হলেও কাঙ্খিত উন্নয়ন হচ্ছে না। তদুপুরি বলা যায়, স্বাধীনতার ৪৩ বছরে দৃশ্যমান অনেক উন্নয়ন হয়েছে - এতে কোন সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হলো এই উন্নয়নের সুফল সকল স্তরের মানুষ বিশেষ করে ছিন্নমূল দরিদ্র মানুষেরা পেয়েছে কিনা ? বস্তুতঃ আমাদের দেশের অর্থনীতি স্ফীত হচ্ছে। আর স্ফীত অর্থনীতিকেই নীতি নির্ধারকেরা উন্নয়ন বলে বুলি আওরাচ্ছেন। প্রকৃত উন্নয়ন চাইলে অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে হবে। টেকসই উন্নয়ন ধারনা আজ বিশ্বব্যাপি আলোচিত। টেকসই উন্নয়ন, সুষম উন্নয়ন এসকল ধারনা আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে সমাজের ছিন্নমূল অসহায় মানুষের কথা চিন্তা করে তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের কথা ভাবতে হবে সবার আগে- এর কোন বিকল্প নেই। অন্যথায় আয় বৈষম্য, অসম উন্নয়ন বাড়তেই থাকবে। সত্যিকার বিবেচনায় অসম উন্নয়ন কোন উন্নয়ন নয়। এতে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সাথে সাথে দেশের কতিপয় মানুষের সাথে দেশের অবশিষ্ট সকল মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বৈষম্য গড়ে ওঠে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ও সাংস্কৃতিক বিভাজন গড়ে ওঠে। ফলে অসম উন্নয়ন থেকে আরো অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। আমাদের সমাজে বাস্তবে তাই দেখতে পাচ্ছি। উন্নয়নে প্রযুক্তির উন্নয়নে কোন বিকল্প নেই। প্রশ্ন হলো দেশে যে প্রযুক্তির উন্নয়ন হচ্ছে এর সুফল সবাই পাচ্ছে কি না ? সাম্প্রতিক সময়ে কৃষি সংস্কারের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু এ উন্নয়নের ছোঁয়া দেশের বিপুল পরিমাণ ছিন্নমূল, দরিদ্র মানুষদের নূন্যতম স্পর্শ করেনি। এর মূল কারণ ভূমি সংস্কার সম্পাদন না করে কৃষি সংস্কারে হাত দেওয়া। ভূমি সংস্কার কৃষি সংস্কারের একটি অনুষঙ্গ হলেও উন্নয়ন অর্থনীতি বিদগণ ভূমি সংস্কার সম্পন্ন করেই কৃষি সংস্কারের কথা বলে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে। আর তা না হলে কেবল ধনী ও স্বচ্ছল কৃষকেরাই লাভবান হবে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশে একটি সুষম অর্থনৈতিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে প্রথমেই ভূমি সংস্কারের উপর জোর দেওয়া হয়। অর্থনীতিবিদগন ভূমি সংস্কারের বিষয়টি জোড়ালো ভাবে উপস্থাপন করে। তারা বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমি সংস্কারের কথা উল্লেখ করে সকল হিসেব নিকেষ করে দেখিয়ে দেন যে, ভূমি সংস্কার ব্যতিরেখে কৃষি সংস্কার করলে প্রকৃত অর্থে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সেই লক্ষ্যে ভূমিহীন মানুষের মধ্যে খাস জমি বিতরণের প্রস্তাব প্রদান করেন। তাদের প্রস্তাব আলোর মুখ দেখেনি বলেই কৃষি ক্ষেত্রের এই ব্যাপক উন্নয়ন ভূমিহীন ছিন্নমূল মানুষের কোন কাজে আসেনি।

স্বাধীনতার পর শিক্ষা ক্ষেত্রে যে উন্নয়ন হয়েছে প্রকৃত অর্থে তার সুফল ছিন্নমূল দরিদ্র জনগোষ্ঠী পেয়েছে কী ? এখনো পাচ্ছে একথা কেউ বলতে পারবে কী ? অবশ্যই না। অনুরূপভাবে উন্নত স্বাস্থ্য সেবা,

প্রশাসনিক সেবা, আইনি সহায়তা লাভ যাই বলিনা কেন এসকল অধিকার বা রাষ্ট্রীয় সুযোগ লাভে ছিন্নমূল মানুষের সুযোগ নেই বললেই চলে। অধিকন্তু এসকল সুবিধা লাভের নামে তারা প্রতি নিয়তই বঞ্চিত হচ্ছে ও অবহেলিত হচ্ছে। বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতা তুমুল প্রতিযোগিতামূলক। আর প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে কাঙ্খিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চাইলে এসকল অবহেলিত মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করতেই হবে।

বাস্তুহারা বা ছিন্নমূল মানুষ প্রাথমিক শ্রমিক হিসেবে সবচেয়ে কঠিন ও জরুরী কাজে শ্রম প্রদান করে জীবিকা নির্বাহ করে। তথাপি আমাদের সমাজ বাস্তবতায় এসকল মেহনতি মানুষ অসহায়, অবহেলিত অবদমিত হয়ে জীবন যাপন করে। এসকল মানুষ সকলের কাছে নিচু স্তরের মানুষ হিসেবে পরিগণিত। ফলে নিতান্তই কম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এরা মানবেতন জীবন যাপন করে থাকে। বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতার সাথে তার মিলিয়ে চলতে দেশের সত্যিকার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এসকল অবহেলিত মানুষের জীবন মান উন্নয়ন সহ আধুনিক নাগরিক জীবনের সাথে মানানসই উপযোগী করে তাকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে হড়ে তোলতে হবে। আর এজন্য প্রথম যা করা প্রয়োজন তা হলো প্রতিটি মানুষের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা । ভূমি অধিকার বাস্তবায়নে প্রথমেই একটি বাস্তব সম্মত, স্পষ্ট, দরিদ্র্যমুখী ভূমি সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে। এ আইনে দু'টি বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকবে। প্রথমত: ছিন্নমূল মানুষের জন্য দ্রুততম সময়ে ভূমির বন্দোবস্ত প্রদান করে পূনর্বাসন করা। দ্বিতীয়ত: আর একটি মানুষও যেন ছিন্নমূল না হয় যে কোন মূল্যে তা নিশ্চিত করতে হবে। এলক্ষ্যে একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করা যেতে পারে। যার বিস্তৃতি মাঠ পর্যায় পর্যন্ত থাকবে। ছিন্নমূল মানুষের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করে তাদের জীবনমান উন্নয়নে কতিপয় সুপারিশমূলক প্রস্তাব নিম্নে উপস্থাপন করছি :

১। যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ে একটি সুন্দর, সময়োপযোগী, বাস্তবসম্মত, দরিদ্রমূখী, আধুনিক মানসম্মত, শতভাগ দুর্নীতিমুক্ত ও রাজনীতি প্রভাবমুক্ত ভূমি সংস্কার সম্পাদন করতে হবে। এদেশে অনেক অর্থনীতিবিদ দীর্ঘ দিন ধরে কৃষি উন্নয়নে ভূমি মালিকানার পরিবর্তন এবং কার্যকর ভূমি সংস্কারের দাবি করে আসছে। তা বাস্তবায়নে প্রকৃত ছিন্নমূল মানুষের মধ্যে খাস ও জলাভূমি বিতরণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে পতিত দখলিকৃত সকল খাস জমি এমন কি যে পরিমাণ খাস জমি স্বচ্ছল প্রভাবশালী মহলের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে দ্রততার সহিত তা সরকারি আয়ত্তে নিতে হবে এবং প্রকৃত ছিন্নমূল মানুষের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সংগঠনের নামে যে পরিমাণ খাস জমি দখল আছে তা দখলমুক্ত করতে হবে।

২। ছিন্নমূল মানুষ নির্বাচনে যাতে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক বিবেচনা প্রধান্য না পায় তার জন্য একটি দারিদ্র্য শুমারি সম্পাদন করে একটি তথ্য ভান্ডার তৈরী করা যেতে পারে যাতে করে ছিন্নমূল মানুষ নির্বাচন সহজতর, স্বচ্ছ এবং দুর্নীতি মুক্ত হয়।

৩। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে কৃষক সমাজকে ছিন্নমূল মানুষে পরিণত করার আইনি ভিত রচনা করা হয়। ১৭৯৩ সালের পর হতেই জমিদারগণ কৃষকদের খাজনা আদায়ের নামে বাস্তুভিটা হতে উচ্ছেদ করা শুরু করে। ১৯৫০ সালে প্রজাস্বত্ব আইনে জমিদারি প্রথা বাতির করা হলেও খাজনা আদায়ের নামে কৃষকদের ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ রোধ করার কোন বিধি আরোপ করা হয়নি। এমন কি স্বাধীন বাংলাদেশেও ১৯৭২ সালের ভূমি সংস্কার আইনেও তা করা হয়নি। ১৯৮৪ সালের অর্ডিন্যান্সের আওতায় একটি বিধান ছিল যে, যে কোন পরিস্থিতিতেই বর্গাচাষীকে তার

বসত ভিটা থেকে উৎখাত করা চলবে না, এমনকি খাজনা অনাদায়ের নালিশের জন্যও নয়। এই অর্ডিন্যান্সে বসত বাড়ি হতে উচ্ছেদ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু স্বেচ্ছায় বসত বাড়ি বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়নি। সুতরাং কেবল খাজনা আদায়ে নয়, সত্যিকার ভূমিহীন ছিন্নমূল মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে .৯৯ শতকের নীচে যাদের জমি আছে তাদের জমি বিক্রি করার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। অসুখ-বিসুখ, মামলা-মোকদ্দমা, ঋণ পরিশোধ যে কারণই থাকুক না কেন কোন পরিবারই ভিটেমাটি বিক্রি করতে পারবে না। এক্ষেত্রে .৯৯ শতকের নীচে জমি আছে তাদের প্রতি উপজেলা ভিত্তিক তালিকা করে তাদের জমি বিক্রি সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। সেই সাথে ১০ একরের জমির ওপর যাদের জমি আছে তারও একটি তালিকা করতে হবে। যাতে করে তারা নতুন করে আর জমি ক্রয় করতে না পারে।

৪। একটি পরিবারে জমির সর্বোচ্চ সিলিং ১০ একরের বেশী হতে পারবে না। একজন সদস্যের ক্ষেত্রে তা হতে হবে ৫ একর।

৫। ভূমি অধিকার নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় সরকারকে দায়িত্ব দিতে হবে। স্থানীয় সরকার অগ্রাধিকার খাত বিবেচনায় ছিন্নমূল মানুষের ভূমি বন্দোস্তসহ সকল ধরনের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করবে।

৬। স্বচ্ছল কৃষক জমি বিক্রি করতে চাইলে তার পার্শ্ববর্তী কেউ যদি ভূমিহীন জমি ক্রয় করছে ইচ্ছা পোষন করে তাহলে তার কাছে জমি বিক্রির বাধ্যবাধকতা রাখতে হবে।

৭। গ্রাম্য শালিশ এবং তার মাধমে জরিমানা করার বিধান সম্পূর্ণ রহিত করতে হবে।

৮। পুলিশি ঝামেলা, মামলা-মোকদ্দমা করে ভিটে বাড়ি বিক্রির অনেক নজির রয়েছে, তা রহিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। ইদানিং কালে ভিটেমাটি বিক্রি করে চাকুরী লাভ, বিদেশে যাওযার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, এ প্রবণতা স্বমূলে রোধ করতে হবে।

১০। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ছিন্নমূল মানুষের সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে এবং তাদের দুর্দশা গ্রস্থ জীবন কেমন করে উদ্ভব হয়েছে সে বিষয়ে এবং সর্বপুরি ছিন্নমূল মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ব্যর্থতার কারণ উৎঘাটনে একটি বস্তুনিষ্ট গবেষণা সম্পাদন হওয়া জরুরী। এলক্ষ্যে ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ, গবেষকদের সমন্বয়ে একটি বিশেষ গবেষণা সেল গঠন করা যেতে পারে। গবেষনার ফল এবং সেই সাথে ছিন্নমূল মানুষের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা আনয়নে প্রতি শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে ছিন্নমূল মানুষের প্রকৃত অবস্থা অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের কৃষি, কৃষক এবং কৃষি ব্যবস্থা নিয়ে একটি আলাদা বিভাগ চালু করা যেতে পারে। যাতে অন্তর্ভূক্ত থাকবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমি ব্যবস্থাপনায় সৃষ্ট নৈরাজ্য এবং সাধারণ কৃষক ও ছিন্নমূল মানুষের দুর্দশার বস্তুনিষ্ট তত্ত্ব।

১১। ছিন্নমূল মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ছিন্নমূল মানুষের মধ্যে ব্যাপক হারে কর্মসংস্থান, অগ্রাধিকার ভিত্তিক ব্যাংকিং সুবিধা যেখানে সঞ্চয় প্রবণতা সৃষ্টি সহ জামানত বিহিন স্বল্প সুদে (ব্যাংক রেটে) চাহিদামত ঋণ প্রদান, জনশক্তি রপ্তানিতে প্রধান্য দেওয়া, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীগুলো শতভাগ দুর্নীতি ও রাজনীতিমুক্ত করে এসকল কর্মসূচীতে তাদের শতভাগ অংশিদারিত্ব নিশ্চিত করে তার সুফল ছিন্নমূল মানুষের জন্য নিশ্চিত করা, মানসম্মত শিক্ষা, আধুনিক স্বাস্থ্য সুবিধা, আইনি সহযোগিতা, প্রশাসনিক সেবা সুলভ ও সহজলভ্য করতে হবে।

১২। বাংলাদেশের মত একটি ছোট এবং জনবহুল দেশে ভূমির গুরুত্ব অনুধাবন করে ভূমি অধিগ্রহণ নীতিমালা অধিক যৌক্তিক, বাস্তবসম্মত করা উচিৎ। একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য হাজার একর জমি ব্যবহার করা উচিৎ হবেনা। প্রয়োজন থাকলেও বর্তমান সমাজ বাস্তবতায় ছিন্নমূল দরিদ্র মানুষের কথা ভেবে সে পরিমাণ যৌক্তিক করা দরকার। এলক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সর্বনিম্ন জমি থাকার বিধান পরিবর্তন করে সর্বোচ্চ পরিমাণ জমি রাখার বিধান চালু করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২০ একর, কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ৫ একর, হাই স্কুলের জন্য ২ একর, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য .৫ একর জমির সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণ করার কথা ভাবা যেতে পারে। অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে যেমন অফিস আদালত, কল কারখানা, রাস্তাঘাট ইত্যাদি স্থাপনের ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণের সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণে একটি যুগপযোগি নীতিমালা করা যেতে পারে।

১৩। দরিদ্র ছিন্নমূল মানুষের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করা এবং তাদের জীবন মান উন্নয়নে গৃহিত কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কাজের সুনির্দিষ্ট, বস্তুনিষ্ট ও যথাযথ তথ্য সংগ্রহে একটি বিশেষায়িত স্বাধীন গবেষনা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যেতে পারে। বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত এ গবেষনা প্রতিষ্ঠান দরিদ্র ছিন্নমূল মানুষের সমস্যা অসুবিধা চিহ্নিত করে তাদের জীবন মান উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল পর্যায়ে গবেষনা সম্পাদন করে সুনির্দিষ্ট তথ্য দেশবাসীর সামনে তুলে ধরবে।

৭. শেষ কথা

একথা সত্য যে, প্রকৃত অর্থে ভূমিহীন, ছিন্নমূল, অসহায় মানুষের যথাযথ ভূমির অধিকার নিশ্চিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন বিরাট এক চ্যালেঞ্জ। আন্তরিকতা এবং সদিচ্ছা থাকলে এ চ্যালেঞ্জ আমরা সহজেই মোকাবেলা করতে পারি। কিন্তু আমাদের রাজনীতি, প্রশাসনিক কাঠামো ও প্রশাসন ব্যবস্থা, দুর্নীতি এবং সর্বোপরি আমাদের অগ্রসর সমাজের ধ্যান-ধারনা, গতানুগতিক ও সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গি সহজ কাজকে দুর্বোধ্য ও জটিল করে তুলছে। সরকার ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে এই সমাজ অবস্থান করে করে গরীব দু:খী মানুষের দুর্দশাকে প্রলম্বিত করছে। সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্থ ও বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু যথার্থ অর্থে আমাদের উন্নয়ন সাধন করতে হলে এই পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর যথাযথ উন্নয়ন নিশ্চিত করে আধুনিক নাগরিক জীবনের সাথে মানানসই করে তোলার কোন বিকল্প নেই। অন্যথায় টেকসই, সুষম, কাঙ্খিত বা প্রকৃত উন্নয়ন যাই বলিনা কেন কোন অবস্থাতেই তা অর্জন সম্ভব নয়।

References

1. Barkat, Abul and Roy P.K. : Political Economy of Land Litigation in Bangladesh A Case of Colossal National Wastage, Association for Land Reform and Development(ALRD) : Dhaka, 2004.
2. Barkat, Abul, Zaman, S. and Raihan, S. : Political Economy of Khas Land in Bangladesh, Association for Land Reform and Development(ALRD) : Dhaka, 2001.
3. Government of Bangladesh : The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Dhaka, 2008.
4. Internet.
5. Khan, Tanvina ; Jahan, Hasneen ; Miah, T. H. : "Impact of land Tenure System on Boro Paddy Productio : An Economic Analysis in a Selected Area of Mymensingh District", Bangladesh Journal of Political Economy, VOLUME 25. NUMBERS I & 2, Bangladesh Economic Association, Dhaka, 2009.
6. Sobhan, Rehman : Agrerian Reform and Social Transformation : Precondition for Development, University Press Limited, 1993.

৭. আবেদীন জয়নাল : "বাংরাদেশের বিত্তহীন ও পরনির্ভরশীলতার সংস্কৃতি", Bangladesh Journal of Political Economy, Vol. XIV, No. 2, Bangladesh Economic Association, Dhaka, May, 1998.

৮. আলী, ডাঃ টি : "বাংলাদেশের উন্নয়ন ও ভূমি সংস্কার", সার্বিক উন্নয়ন সমীক্ষা, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬।

৯. ইসলাম, সিরাজুল : বালার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, বাংলা একাডেমী : ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪।

১০. উমর, বদরুদ্দীন : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৩।

১১. উদ্‌দীন, মুহাম্মদ জসীম : বাংরাদেশের পাথর শ্রমিকদের আর্থ সামাজিক অবস্থা, রিসার্চ ইনিসিয়েটিভ্‌স বাংলাদেশ (রিইব), ঢাকা, ২০০৬।

১২. খান, মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন : "দারিদ্র্য হ্রাস কৌশল পত্র বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের আরও একটি ব্যর্থ প্রয়াস", Bangladesh Journal of Political Economy, Volume 23, Numbers I & 2, Bangladesh Economic Association, Dhaka, May, 2006.

১৩. খান, কে. এম. রাইছউদ্দিন : বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা, খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ১৯৯১।

১৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৩।

১৫. জলীল, এ, এফ. এম. আব্দুল : পূর্ব বাংলার কৃষক বিদ্রোহ, প্রকাশ ভবন, ঢাকা, ১৯৬৯।

১৬. নওয়াজ, ড. আলি : বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমি সংস্কার, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৪।

১৭. বারকাত, আবুল : "বাংলাদেশে দারিদ্র্য- বৈষম্য- অসমতা : একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির সন্ধানে", লোকবক্তৃতা ২০১৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট অডিটোরিয়াম, ঢাকা, ২২ মার্চ, ২০১৪।

১৮. বারকাত, আবুল : বাংলাদেশে কৃষি - ভূমি - জলা সংস্কার : উন্নয়নের দিগন্ত, জাতীয় সেমিনার, থিয়েটার ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম, ২০০৮।

১৯. বাংলাপিডিয়া, ১ম, ৩য় ও ৭ম খন্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, মার্চ, ২০০৩।

২০. শামসুদ্দীন, আবুল কালাম, পলাশী থেকে পাকিস্তান, পাকিস্তান পাবরিকেশন্‌স, ১৯৬৮।

২১. সমকাল, প্রথম আলোর বিভিন্ন সংখ্যা।

২২. হক, এম. আজিজুল : বাংলার কৃষক, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৪।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বনাম আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ জসীম উদ্‌দীন*

সার সংক্ষেপ

আলোচ্য প্রবন্ধে দেশের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার তথা শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়নে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর পার্থক্য নিরূপণ করে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা বিস্তারের সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধের শুরুতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তথ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ইতিহাস, ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য, ভালো এবং আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমাদের লালিত দৃষ্টিভঙ্গির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন তথা শিক্ষা বিস্তারের কোন বিকল্প নেই। আর তা নিশ্চিত করতে সবার আগে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধের শেষাংশে বাণিজ্যকীকরণ বন্ধ করে শিক্ষাকে সর্বজনীন, অসাম্প্রদায়িক, গণমুখী ও সবার জন্য উন্মুক্ত করতে কতিপয় সুপারিশ উত্থাপন করা হয়েছে।

১. পটভূমি

বিদ্যমান বাস্তবতায় বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে শিক্ষা বিস্তারের কোন বিকল্প নেই। নয়া প্রবৃদ্ধি তত্ত্বে শিক্ষা ও জাতীয় আয়ের মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক প্রতিফলিত হয়েছে যেখানে শিক্ষার ভূমিকা প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই যে কোন মূল্যে সব মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, যে ভাবেই হোক শিক্ষার হার শতভাগে উন্নীত করতে হবে। এই একটি বিষয় নিশ্চিত করতে পারলেই দেশের সামগ্রিক চিত্র দ্রুতই পাল্টে যেতে পারে। এতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হবে। উন্নয়নের সুফল প্রতিটি মানুষ যাতে পেতে পারে তার একটি পটভূমি

---

* প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, সিলেট ক্যাডেট কলেজ, সিলেট

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

রচিত হবে। জনসচেতনতা বাড়বে, পরিকল্পিত কর্মসূচীগুলোর যথাযথ ও প্রকৃত বাস্তবায়ন হবে, সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। এ ধরনের কথা সেই দীর্ঘদিন যাবৎ শুনে আসলেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৪৩ বছর পরও আমরা শিক্ষা বিস্তারে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন করতে পারিনি।

শিক্ষা বিস্তার, গুণগত মান বৃদ্ধি সহ শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নে প্রতি বছর যে ব্যয় হয় তা প্রত্যাশার তুলনায় কম হলেও সাধ্যের তুলনায় কম- একথা বলার সুযোগ নেই। শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নে প্রচুর কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়েছে, বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং হতে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পরপরই শিক্ষা খাতের ব্যয় দ্রুত বাড়তে থাকে। ১৯৭৩ সালে শিক্ষা খাতে মোট ব্যয় ছিল ৭৩ কোটি টাকা। ১৯৯০ সালে তা ১৩৩০ কোটি টাকায়, ২০০০ সালে ৪২৭৩ কোটি টাকায় এবং ২০০৮ সালে ২০৪৭০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। সুতরাং, এই খাতের উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে আমরা পিছিয়ে নেই। পিছিয়ে আছি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, আন্তরিকতা ও দায়িত্ব বোধ বিবেচনায়। ফলে, কাড়ি কাড়ি অর্থ ব্যয় করে এই খাত উন্নয়নে প্রতিনিয়তই কর্তাব্যক্তিদের মুখ থেকে অনেক আশার বাণী শুনতে পেলেও বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই খাতে উন্নয়নের কিছু সফলতা আছে হয়ত, কিন্তু সে উন্নয়নের সুফল সব স্তরের মানুষ সমভাবে পাচ্ছেনা। শিক্ষার অধিকার লাভে মানুষ বৈষম্যেরে শিকার হচ্ছে, সমাজে বৈষম্য ও অস্থিরতা দেখা দিচ্ছে। এই সমস্যা দ্রুত রোধ করতে না পারলে সমাজের রুগ্ন দশা দূর করা কঠিন হয়ে পড়বে।

আমাদের দেশে সামগ্রিক অবস্থার বিচারে শিক্ষার উন্নয়নে যা হবার কথা, হচ্ছে তার বিপরীত। শিক্ষার অধিকার লাভে একটি শিশুও যেন বঞ্চিত না হয় যে কোন মূল্যে তা নিশ্চিত করতে হবে। ফলে গণমুখী শিক্ষা বাস্তবায়নের যে কথা বলা হচ্ছে তা দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে। অনেক অর্থনীতিবিদ, সমাজ চিন্তাবিদ শিক্ষা ক্ষেত্রের ব্যয়কে মানব পুঁজি গঠনের বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করের থাকে। আমাদেরকে যে কোন মূল্যে শিক্ষাকে সহজলভ্য, সুলভ করতে হবে। ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘ কর্তৃক সর্বজনীন মানবাধিকার এবং ১৯৫৯ সালের শিশু অধিকারের ঘোষণায় প্রতিটি শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকারের কথা বর্ণিত হয়েছে। এ দু'টি ঘোষণাতেই প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূক করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং, শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে শিক্ষা বিপননকে এমন পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে যাতে তা প্রতিনিয়ত প্রতিটি মানুষের দৌড় গোড়ায় পৌছে যায় সহজেই। শিক্ষা খাতে ব্যয় বাড়ানের উচিৎ, কিন্তু শিক্ষা যেন কোন অবস্থাতেই ব্যয় বহুল কিংবা বিলাস বহুল না হয়- এ বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, ইদানিং আমাদের সমাজে শিক্ষা একটি বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলছে। সর্বত্র অসংখ্য কিন্ডার গার্টেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠন, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজসহ প্রশিক্ষণ প্রদানের নামে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যাদের মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। অলাভজনক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আড়ালে এধরনের উদ্যোক্তারা কার্যত প্রচুর মুনাফা লুফে নিচ্ছে। ফলে শিক্ষা একটি বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠছে। ০৩ জুন, ২০১৩ দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্যায়ন পদ্ধতির ধারাবাহিক একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে- যা শিক্ষার্থীদের ক্রমাগত মানসিক চাপের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বিশেষ কওে, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষা নামে এক বৈতরণী পার হবার যে ব্যবস্থা রয়েছে এবং এ বৈতরণী ক্ষমতা ও অর্থের প্রভাবে পার হবার ঘটনাগুলো বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অভিশাপ হয়ে রইবে।

আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে চলেছি– সে এসঙ্গে কিছু বলা প্রয়োজন। আমাদের লালিত দৃষ্টিভঙ্গির দু'টি ধারার কথা উল্লেখ করতে পারি। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে এই বেহাল দশার জন্য বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিই মূলতঃ দায়ী। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির দাপটে

মানবিকতা, বিবেক-বিবেচনা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি আজ যেন বিসর্জিত। শিক্ষা বিস্তারে একজন শিক্ষকের দায়িত্ব ও দায় বোধ, দেশ ও সমাজের প্রতি প্রতিশ্রুতি, হৃদ্যতা, আন্তরিকতা থাকা জরুরী। শিক্ষকের এই মানবিক গুণাবলি আজ আমাদের সমাজ হতে ক্রমান্বয়ে বিলীন হতে চলছে। বাণিজ্যি দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাণিজ্যিক সংস্কৃতিই নৈতিকভাবে আমাদের এমন পেছনে নিয়ে যাচ্ছে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বণিকরা বাণিজ্য করতে এসে দেশের পর দেশ দখল করে তাদের কলোনী বানিয়ে শোষণের জাল বিস্তার করে, এতে তাদের প্রভূত আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটে। তাদের এই বাণিজ্য কেন্দ্রিক এই দৃষ্টিভঙ্গি কলোনী দেশ গুলোতে বপন করে যায় যা আজ বিশ্বব্যাপি প্রতিষ্ঠিত। আর এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বাণিজ্য ভিত্তিক সংস্কৃতির উদ্ভব। বাণিজ্যের বাইরে আজ কোন কিছু যেন কেউ চিন্তা করতে পারেনা। আর এর প্রভাব শিক্ষার মত সেবা খাতে পড়েছে। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই শিক্ষা বিস্তারে বহুমুখী কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। ১৯৭৪ সালে সরকার সব প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করে। তখন কিন্তু শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণ করার কোন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়নি। এই প্রবণতা দেখা যায় ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর থেকে। বর্তমানে এটি প্রতিষ্ঠা পেতে চলছে। এর অশুভ ফল কোন ভাবেই দেশের জন্য মানুষের জন্য শুভ ও কল্যাণকর হতে পারেনা।

এদেশে আধুনিক শিক্ষার ভিত বৃটিশ আমলেই রচিত হয়েছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হলো, বৃটিশরা এদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহী হয়েছিল কেন ? সে কি এদেশের সব মানুষকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ? সে কি উন্নয়নের মূল হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষাকে মেনে নিয়ে সব শ্রেণীর ছেলে মেয়েদের শিক্ষার আলোকে আলোকিত করে প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সেবা তথা সব কাজের উপযোগী মানব সম্পদ তৈরী করা ? ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সহজেই এর উত্তর মিলবে। সবাইকে শিক্ষিত করা বৃটিশদের উদ্দেশ্য ছিল না। মূল উদ্দেশ্য ছিল এদেশের কিছু মানুষকে শিক্ষিত করে সর্বোচ্চ পরিমাণ বাণিজ্যিক স্বার্থ উদ্ধার করা। আর তা নিশ্চিত করতেই কিছু মানুষকে শিক্ষা লাভের সুযোগ দিয়ে একটি তাবেদার, লুটেরা শ্রেণী সৃষ্টি, মানুষে মানুষে বিভেদ বৈষম্য তৈরী, চতুর সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টি, সেই সাথে সাম্প্রদায়িক ও সাংস্কৃতিক বিভাজন তৈরী করা ছিল লক্ষ্য, বৃটিশরা সে লক্ষ্য অর্জনে প্রায় শতভাগ সফলও হয়েছিল বলা যায়।

আমাদের মত দেশে মানব সম্পদ উন্নয়ন এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা সব স্তরের মানুষের দক্ষতা, সামর্থ, জ্ঞান, মানুষের আচার আচরণের উন্নয়নে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষার ব্যাপক প্রসার। আমাদের মত সমাজে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে চাইলে শিক্ষা বাণিজ্যকরণের পথ সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করতে হবে। কিন্তু শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে শিক্ষা বাণিজ্যি কী করণ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অসংখ্য শিক্ষাবিদ গবেষক, রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজ সোচ্চার হলেও এই প্রবণতা বেড়েই চলছে। প্রশ্ন হলো জ্ঞান বিজ্ঞানের এই সুসময়ে আমরা পিছিয়ে আছি কেন? আলোচ্য প্রবন্ধে এর নেপথ্য কারণ চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সাথে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এ প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। শিক্ষার যথাযথ উন্নয়নে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব এবং একই সাথে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো বাণিজ্য করার পাশাপাশি আলোচিত হয়েছে আমাদের দেশে শিক্ষা প্রসারের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার মত মৌলিক অথচ অতি জরুরী বিষয়গুলো।

২. প্রবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এতে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাগুলো তুলে ধরা। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিচের উদ্দেশ্যগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে।

১. এদেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা।

২. আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সংজ্ঞায়িত করা।

৩. আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজ জীবনে এর প্রভাব তুলে ধরা এবং সেই সাথে দেশের শিক্ষার সামগ্রিক বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরা।

৪. বাণিজ্যিক প্রবণতা রোধ করে শিক্ষাকে সত্যিকার গণমুখী এবং সর্বজনীন করার প্রয়াসে কতিপয় সুপারিশ তুলে ধরা।

৩. পদ্ধতি ও তথ্য

আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যসমূহ মাধ্যমিক উৎস হতে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত 'বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা' গ্রন্থটিকে প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিসহ বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন জার্নাল, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষার বিভিন্ন সংখ্যা, বিভিন্ন গ্রন্থ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাপিডিয়া, ইন্টারনেট, বিভিন্ন সাময়িকী ও দৈনিকে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের সহায়তা নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া দেশের সামগ্রিক শিক্ষা পরিস্থিতির উপর লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৪. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ইতিহাস

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ইতিহাস দীর্ঘ দিনের নয়। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে বৃটিশ বেনিয়াদের শাসনের সূত্রপাত হওয়ার আরো অনেক পর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মূলতঃ এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ভিত রচিত হয়। প্রাচীন যুগের বাংলা শিক্ষার পদ্ধতি ও প্রকৃতি যথার্থভাবে নিরূপণ করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। সে যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায় সত্য তবে প্রাপ্ত সূত্রাদিতে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়না। মধ্যযুগে দু'টি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তাদের স্ব-স্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী পৃথক দুটি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে। মুসলমানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান মক্তব এবং হিন্দুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলো পাঠশালা নামে পরিচিত ছিল।

মধ্যযুগে প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষা ব্যবস্থার বদলে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয় বৃটিশ শাসনামলেই। ১৮১৩ সালে কোম্পানীর সনদ নবায়নকালে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হলে এ ধারার মধ্যে একটা পরিবর্তন সূচিত হয়। এর ফলে শিক্ষা সংক্রান্ত অনুদান বিতরণের জন্য একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনী দেখা দেয়।

পশ্চাত্য শিক্ষা লাভের জন্য ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপন করা হয়। বলা হয়ে থাকে এটাই পাশ্চাত্য ধারার প্রথম শিক্ষা কেন্দ্র। এর আগে কোম্পানি সরকারের আমলে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথাগত শিক্ষার প্রথম পৃষ্টপোষকতা করেন ১৭৮১ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে। তারও দশ বছর পর

১৮৯১ সালে জোনাথান ডানকান কাশীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। ১৮২৩ সালে কলকাতায় একটি 'জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' গঠিত হয়। এ কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবর্তে প্রাচ্য শিক্ষার পক্ষে মতামত দেয় এবং সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার জন্য এর তহবিল ব্যয় করে। ১৮৫৪ সালের চালর্স উড- এর "এডুকেশন ডেস প্যাচ' প্রত্যেক প্রদেশে শিক্ষা প্রশাসন পরিচালনার জন্য আলাদা ডিপার্টমেন্ট সৃষ্টি, ১৮৫৭ সালে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও গ্রান্টস ইন এইড প্রথা প্রবর্তনের প্রস্তাব দেয় এবং এ প্রতিবেদন সরকারের ভবিষ্যৎ শিক্ষা নীতির মূল খবরগুলো উপস্থাপন করে।

১৮৮২ সালের ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বাণিজ্য কৃষি ও প্রয়োগিক বিদ্যা সম্বলিত বিকল্প পাঠ্যক্রম বিবেচনার জন্য পেশ করে। কিন্তু, তা খুবই অল্প সংখ্যক ছাত্রদের আকর্ষণ করে।

১৯১৭ সালের ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কমিশন স্যার মাইকেল স্যালডায়ের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন একটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের সুপারিশ করে। কমিশন সুপারিশ করে ঢাকা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগ সৃষ্টি করতে হবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক, বি.এ এবং এম.এ পরীক্ষায় শিক্ষাকে আলাদা বিষয় হিসেবে প্রবর্তন করতে হবে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রাদেশিক শিক্ষা মন্ত্রীদের অবস্থান আরো জোরদার করে। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, বয়স্ক শিক্ষার প্রবর্তন, পেশাভিত্তিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ এবং স্ত্রী শিক্ষা ও অপরাপর অ-সুবিধাভোগী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ প্রভৃতি প্রাদেশিক সরকারগুলোর উন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত ছিল।

এক্ষেত্রে আরেকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল গান্ধীর মৌলিক শিক্ষা পরিকল্পনা প্রবর্তন। এটি ছিল জীবনের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সাথে শিক্ষার যোগসূত্র স্থাপনের একটি সচেতন পদক্ষেপ।

সুতরাং বলা যায়, বৃটিশ শাসনামলেই আধুনিক শিক্ষার ভিত রচিত হয়েছিল। কিন্তু, এ আধুনিক শিক্ষা কতটুকু বিস্তৃত ছিল? শিক্ষার মত মৌলিক অধিকার লাভের সুযোগ যাতে সমাজের সব শ্রেণির মানুষ সমভাবে লাভ করতে পারে অর্থাৎ বৃটিশ সরকার এদেশে গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিল কিনা? মেকলের একটি উক্তি মূল্যায়ন করলেই সহজে এর উত্তর খুঁজে পাব। মেকেল Filteration Theory প্রবর্তন করে যাতে সমাজের উচ্চ স্তরের লোকেরা ইংরেজি মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে সাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারে। সেদিন তিনি বলেছিলেন, "ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা এমন এক শ্রেণির লোক সৃষ্টি করতে হবে, যারা রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয়, কিন্তু রুচিতে, মতবাদে, নীতিতে এবং হাব-ভাবে হবে সম্পূর্ণ ইংরেজ" (A class of persons Indian in blood and colour but English in tastes-in opinions, in morales and intellect).

আমাদের সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষা বিস্তারে দু'টি বিষয় নিশ্চিত করা জরুরী। প্রথমত: শিক্ষাকে সব মানুষের জন্য সুলভ করে তোলা, দ্বিতীয়ত নারী শিক্ষার প্রসার। বৃটিশরা এবিষয়ে কতটুকু আন্তরিক ছিল তা একটি উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করা যায়। এদেশে নারী শিক্ষার অগ্রদূত হিসেবে নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরী (১৮৩৪-১৯০৩) খায়েরুন্নেছা (১৮৭৬-১৯১০) এবং বেগম রোকেয়ার (১৮৮০-১৯৩২) নাম আমরা সবাই জানি। নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরী ছিলেন জমিদার, নারীশিক্ষার প্রবর্তক, সমাজসেবক ও কবি। তিনি ১৮৭৩ সালে কুমিল্লা শহরে মুসলমান মেয়েদের জন্য একটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় তৈরি করলেন। খায়েরুন্নেছা মুনশি মেহেরুল্লার সঙ্গে একজোট হয়ে

সিরাজগঞ্জ জেলার হোসেনহর নামে একটি প্রত্যন্ত গ্রামে বালিকাদের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেন। ১৯১১ সালে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর স্বামীর নামে স্কুল তৈরি করলেন কলকাতায়। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ফয়জুন্নেছা চৌধুরী এবং বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এর উদ্যোগে শহরের মেয়েদের পড়াশুনার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ পায় এবং খায়েরুন্নেছা গ্রামের দরিদ্র মেয়েদের পড়াশুনার প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি গণমুখী নারী শিক্ষার অগ্রদূত হিসেবে এদেশের ইতিহাসে অনন্য নজির হয়ে থাকবেন। কিন্তু, তাঁর এই মহতি উদ্যোগ কতটুকু সাড়া পেয়েছিল? কিংবা সরকার কতটুকু পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল ? এর উত্তর পাওয়া যায় তার লেখা এক প্রবন্ধে। তিনি সৈয়দ এমদাদ আলির নবনূর- এ 'আমাদের শিক্ষার অন্তরায়' নামে প্রবন্ধটি লেখেন ১৯০৪ সালে। এতে উল্লেখ করেন, ... সৎকার্যে দান যে অধুনা বিরল তাহা সিরাজগঞ্জ হোসেনহর বালিকা বিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত দিলেই সকলেই বুঝিবেন।... এই স্কলের ছাত্রীদিগের নিকট হইতে কোনো বেতন লওয়া হয়না ; বরং মাঝে মধ্যে তাহাদিগকে পুস্তক, কাগজ কলমাদি দিতে হয়। এই গ্রামের অধিক লোক অতি দরিদ্র। তাহাদের নিকট হইতে কিছুমাত্র সাহায্য পাইবার আশা নাই। স্কুলের বেঞ্চ, টেবিল ইত্যাদি আসবাবের অভাব আছে। সেই অভাব মোচনার্থে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এতদ্দেশীয় রাজা, নবাব, জমিদার ও ধনী মহোদয়গণের নিকট বহু সংখ্যক আবেদন পত্র প্রেরণ করা সত্বেও অদ্যাবধি একটি মাত্র পয়সাও পাওয়া যায়নি।"

('আমাদের শিক্ষার অন্তরায়')

সুতরাং, এটি স্পষ্ট যে, বৃটিশ শাসনামলে আধুনিক শিক্ষার ভিত রচিত হয়েছে। কিন্তু, শিক্ষার উন্নয়ন এবং প্রসার হয়নি। যে কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে গণমানুষের স্বার্থে কিংবা শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়নে তা করা হয় নি। বৃটিশ সরকার ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারকে তাদের দায়িত্ব বা আইনি বাধ্যবাধকতার অংশ হিসেবে মনে করত না। ফলে যত শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল, তাদের সুপারিশগুলো পর্যালোচনা করলে কাগজে কলমে হয়তো গণমানুষের কিছু কথা পাওয়া যেতে পারে কিন্তু বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মোট কথা বৃটিশ আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্বচ্ছল ঘরের ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার জন্যই স্থাপিত হয়েছে। এদেশের সাধারণ মানুষের ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার বিষয়টি কখনোই তাদের ভাবনায় ছিলনা।

প্রশ্ন হলো, এই স্বাধীন বাংলাদেশে বৃটিশ ধ্যান ধারনা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পেরেছি কী না ? স্বাধীনতার ৪৩ বছর পর দেখা যায়, এখনো বিপুল জন গোষ্ঠী শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। এখনো হাতে গোনা কয়েটি নামী দামী প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা পায়, গ্রামে যেসব প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ঘরের ছেলে মেয়েরা পড়াশুনা করার সুযোগ পায় সেগুলোর উপর বিভিন্ন অজুহাতে নেমে আসে শাস্তির খড়গ। গ্রামের অবস্থান করে কিছু চাকুরীজীবি, ব্যবসায়ী, স্বচ্ছল কৃষক ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানোর লোভে পড়ে ছেলে-মেয়েদের উপজেলা শহরে নিয়ে আসে। এখনো শহরের কতিপয় প্রতিষ্ঠানকে ভালো প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করে সরকারিকরণ করা হয়। সুতরাং, একথা বলতেই পারি শিক্ষা বিস্তারে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলেও সত্যিকার শিক্ষা উন্নয়নে আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারিনি।

আজকের আধুনিত সভ্যতা এবং এর চরম বিকাশমান রূপটি বিশ্বব্যপী দৃশ্যমান তা, শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিককরণের জন্যই সম্ভব হয়েছে। এদেশে শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিকরনের ইতিহাস দীর্ঘ নয়। তথাপি শিক্ষা, চিকিৎসা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু এর সুফল সবাই পায়নি। আমরা এমন কোন প্রায়োগিক পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে পারিনি যাতে দ্রুততম

সময়ে সব মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে পারি। আর এটিও আজ স্পষ্ট যে, শিক্ষার উন্নয়নে প্রতিনিয়ত বহুমুখী প্রকল্প বাস্তবায়িত হলেও আপামর জনসাধারণ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

৫. ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধারনা দুটি এক নয়। আপাত: দৃষ্টিতে সমার্থক মনে হলেও এ দুটি ধারনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বিস্তর। সাধারনত: ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে শহরে প্রতিষ্ঠিত নামী দামী-স্বনাম ধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝে থাকি যেসব প্রতিষ্ঠান এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার মত পাবলিক পরীক্ষায় নজরকাড়া ফলাফল দেখিয়ে থাকে। শহরে অবস্থানরত হাতে গোণা এসব প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় প্রতিবছরই শতভাগ পাশের পাশাপাশি জিপিএ-৫ এর ছড়াছড়ি থাকে। এসব প্রাতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তি করা হয়। নামী-দামী প্রতিষ্ঠানের পড়াশুনার খরচ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে অনেক বেশি বলেই এ সব প্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়েদের পড়াতে চাইলে আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকা বাধ্যতামূলক। সাধারনত: এলিট শ্রেণির ছেলে মেয়েরাই এসব নামী দামী প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হয় বেশি। বলা যায়, আর্থিকভাবে স্বচছল, শিক্ষিত ও সচেতন পরিবারের সন্তানদের পড়াশুনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভালো ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়। সুতরাং, ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশের জন্য নয়, শ্রমজীবি সাধারণ মানুষের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য নয়, ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বিশেষ, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

অন্যদিকে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি হতে ভর্তিচ্ছুদের কোন ভর্তি পরিক্ষা দিতে হয় না। এসব প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করা ব্যয়বহুলও নয়। ফলে শিক্ষা বঞ্চিত নিরক্ষর শ্রমজীবি মানুষের সন্তানদের পড়াশুনার জন্য তথা শিক্ষা বিস্তারে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ধরা যাক, ঢাকা শহরে প্রতিষ্ঠিত একটি ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রতি বছর পাবলিক পরীক্ষায় গড় পড়তাভাবে প্রায় সবাই জিপিএ-৫ পায়। ফলে দেশব্যাপি এ প্রতিষ্ঠানের সুনাম স্বীকৃত। এ প্রতিষ্ঠানে এলিট সমাজ তাদের সন্তানদের ভর্তি করানোর জন্য উঠে পড়ে লাগে। কয়েকটি আসনের জন্য হাজার হাজার ভর্তিচ্ছু ভর্তি পরীক্ষা দেয়। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে কর্তৃপক্ষ ভর্তি পরিক্ষা ফি, মাসিক বেতন, অন্যান্য ফি অধিক হারে আদায় করে নেয়ার সুযোগ লুফে নেয়। আমাদের মত বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত একটি দেশে শিক্ষা বাণিজ্যিকরণের এমন প্রভাব কোন বিবেচনায়ই শুভ ফল বয়ে আনতে পারেনা। অথচ ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ভালো প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড ব্যবহার করে শিক্ষা সেবা প্রদানের নামে প্রতিনিয়তই ব্যবসা করে যাচ্ছে। ফলে মাধ্যমিক পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করাতে প্রতিজনের পেছনে কমপক্ষে মাসিক ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা খরচ হয়ে থাকে। স্বচ্ছল অভিভাবকরা এগুলোকে ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান হিসাবে মনে করে। এখানে ছেলে মেয়ে পড়াতে পেরে নিজেদের অভিজাত শ্রেণির মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। বেশি খরচ দিয়ে সন্তানদের পড়াশুনা করানো কৃতিত্ব মনে করে, যেখানে এমন একটি ঐতিহ্যবাহী ভালো প্রতিষ্ঠানে একজন সাধারণ পরিবারের মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীর পড়ানোর ন্যূনতম কোন সুযোগ নেই। অন্য দিকে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি হতে কোন ধরনের ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়না। কোন অতিরিক্ত ফি ধার্য করা হয় না। মোট কথা এধরণের প্রতিষ্ঠানে সহজ শর্তে যে কোন স্তরের অভিভাবক তার সন্তানকে ভর্তি করতে পারে। এভাবেই আমরা ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি। এছাড়া পর্যালোচনা করলে আমরা ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করতে পারি।

ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

১। ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মূল্যায়িত হয় ভালো ফলাফল অনুযায়ী।

২। ভালোশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কেবলমাত্র মেধাবী শিক্ষার্থীরা পড়াশুনার সুযোগ পায়।

৩। ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা সেবার নামে কার্যতঃ ব্যবসা করে থাকে।

৪। সব স্তরের ছেলে মেয়েদের ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়াশুনা করার কোন সুযোগ নেই।

৫। ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনার খরচ বেশ ব্যয় বহুল।

৬। কেবল শিক্ষিত, সচেতন এবং আর্থিকভাবে স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে মেয়েরা এসব প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করতে পারে।

৭। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনায় প্রতিষ্ঠানের চেয়ে পরিবারের গুরুত্ব বেশি পরিলক্ষিত হয়।

আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

১। আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশই গ্রামে অবস্থিত।

২। আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব স্তরের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ নিশ্চিত করে।

৩। স্বল্প খরচে পড়াশুনা সম্ভব হয় বলে এসব প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাণিজ্যিক প্রবণতা দেখা যায় না।

৪। আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গণমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশে শিশুদের শিক্ষার অধিকার লাভে দু'টি ধারা দৃশ্যমান। একদিকে দরিদ্র ঘরের ছেলে মেয়েরা অর্থের অভাবে স্কুলে যেতে পারেনা। পাঠ্যসূচীর বাইরের বই, খাতা, কলম ও অন্যান্য উপকরণ, স্কুল ড্রেস, কাপড় চোপর ক্রয় করার মত অর্থ থাকেনা বলে পড়াশুনা করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে ওঠে। বিনামূল্যে পাঠ্য বই প্রদান, উপবৃত্তি সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করেও তাদের স্কুলগামী করা যায়না। অন্যদিকে স্বচ্ছল ঘরের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করাতে লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে হয়। পড়াশুনা যেন বিলাসিতা তাদের আচরণ দেখে অন্ততঃ তাই মনে হয়। ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নামধারী প্রতিষ্ঠানগুলো সে বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সুতরাং, একটি প্রতিষ্ঠান ভালো প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও আদর্শ হিসেবে নয়। একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে হলে সব স্তরের ছেলেমেয়েদের ভর্তির জন্য উন্মুক্ত থাকতে হবে। আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভর্তির ক্ষেত্রে মেধাবী শিক্ষার্থি বা অভিভাবকের স্বচ্ছলতার কথা চিন্তা করতে পারেনা। সকল স্তরের সব পেশার শিক্ষার্থি ভর্তির জন্য উন্মুক্ত রাখাই আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৬. ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি

একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে ভর্তি হতে কোন ধরনের বাধা ধরা নিয়ম নেই। যে কোন পেশার, যে কোন স্তরের মানুষের ছেলেমেয়ে চাইলেই ভর্তি হতে পারে। মোট কথা, যাদের জন্য প্রয়োজন ঠিক তাদের পড়াশুনা নিশ্চিত করতে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠিত। অন্য দিকে কেবল অগ্রসর সমাজের সন্তানদের পড়াশুনা করার সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং, একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এদেশের শিক্ষার প্রসার, শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন তথা গণমুখী শিক্ষার পথিকৃৎ। প্রশ্ন হলো, ব্যক্তি সমাজ

বা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগ লাভ করছে কোন প্রতিষ্ঠান ? ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাকি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ? এক্ষেত্রে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বেশি সুবিধা লুফে নিচ্ছে। ভালো প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছেলেমেয়ে ভর্তি করাতে আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়ি। অগ্রসর পরিবারগুলোর মধ্যে এই প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা যায়। পণ্যের মত ভালো ভালো প্রতিষ্ঠানগুলোয় দেশ ব্যাপি সুনাম রয়েছে, সর্বোপরি রাষ্ট্র ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নয়নে বেশি তৎপরতা দেখায়। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর ভালো ফলাফল প্রদর্শন করে। ফলে সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা পেয়ে থাকে। বাণিজ্যিক পণ্যের মতোই প্রতিষ্ঠানের সুনাম বেড়ে যায়। এটিকে পুঁজি করে এই প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ লুফে নেয়। অপর পক্ষে বিভিন্ন অজুহাতে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি প্রায়ই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এতে এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুন্ন হওয়ার সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট এলাকার ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার দারুন বিঘ্ন ঘটে। সঙ্গত কারণেই আমাদের সমাজে বিদ্যমান এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত ক্ষতিকর। যে কোন মূল্যে এই সর্বনাশা প্রবণতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবেই মূল্যায়ন করা উচিৎ। কোন কোন প্রতিষ্ঠান চরম অবহেলার শিকার হবে। একই সাথে আবার কোন কোন প্রতিষ্ঠান সব সময় সব ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা পাবে তা কোন ভাবেই কাম্য হতে পারে না। আমাদের দেশে শহরের নামীদামী প্রতিষ্ঠানগুলো সব সময় সব ধরনের সহযোগিতা পেয়ে থাকে। অপর পক্ষে, গ্রামের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা নাজুক। ঘর, আসবাবপত্র ভাঙ্গাচুড়া থাকে। বিদ্যুৎ সুবিধা, রাস্তাঘাট, পানি, স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের অবহেলা ও অযাচিত হস্তক্ষেপে প্রতিষ্ঠানের অবস্থা দিনে দিনে নাজুক হয়ে উঠে। যেন দেখার কেউ নেই। অথচ এই প্রতিষ্ঠানগুলোই এদেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিক্ষা নিশ্চিত করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি এহেন দ্বিমুখী আচরণ দেশের সামগ্রিক শিক্ষার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আজকের এ যুগে বিশ্ব বাস্তবতায় এবিষয়ে আলোকপাত করা জরুরী। বাণিজ্যিক কার্যক্রমের মাধ্যমে নামী দামী প্রতিষ্ঠান গুলো বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। প্রতি বছর ভালো ফলাফল প্রদর্শন করে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা কর্তৃক সেরা প্রতিষ্ঠানের সনদ হাতিয়ে নিচ্ছে। এতে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশব্যাপি পরিচিতি পাচ্ছে। ফলে মানুষ তাদের সন্তানদের এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানোর জন্য উঠে পড়ে লাগে। নামী-দামী প্রতিষ্ঠানগুলো এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন অজুহাতে অর্থ আদায় করে থাকে। ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিশুদের কোমল মনে এক ধরনের নেতিবাচক মানসিকতার জন্ম দানে উৎসাহ যোগায়। একই প্রতিষ্ঠানে পড়তে আসা কেউ আসে প্রাইভেট কারে, কেউ রিক্সায় চড়ে। খাবার দাবারের ক্ষেত্রে কেউ দামী খাবার সঙ্গে নিয়ে আসে, আবার কেউ একেবারে সাদা মাটা খাবার। শিশু বয়সে এধরনের দৃশ্যপট শিশু মনে প্রভাব ফেলে। এতে তাদের কোমল মনে এক ধরনের মানসিক জটিলতা সৃষ্টি করে। পাশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গরীব মানুষ পড়াশুনা করে। এরা অভদ্র, পশ্চাৎপদ, অশিক্ষিত, নীচু জাতের মানুষ। তাদের কোমল মনে এধরনের একটি নেতিবাচক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। এদের সাথে মেলামেশা করা, খেলাধূলা করা যাবে না। ছোট বয়স থেকে এধরনের মানসিকতা অর্জন প্রত্যাশিত নয়। অথচ নামী দামী প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়াশুনা করে আমাদের ছেলে মেয়েরা এ ধরনের মানসিকতা লাভ করছে। ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি নিশ্চিত করে বিধায় অখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলো মেধাবী ছাত্র শূণ্য হয়ে পড়ছে। এতে প্রকৃত শিক্ষা বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে, একই সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা।

ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এধরনের নেতিবাচক কার্যক্রমে মিডিয়ার ভূমিকা কেমন ? এদিকে দৃষ্টি দিলে এক উদ্ভট চিত্র পাব। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল পরিক্ষার্থী ফেল করা যেমন কাম্য নয়, অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের সবাই পাশ করাও অস্বাভাবিক হিসেবে বিবেচনা করা উচিৎ। অধিকন্তু, শতভাগ জিপিএ - ৫ পাওয়া তো কোন অবস্থাতেই না। তাও আবার বছরের পর বছর। এটি অনাকাঙ্খিত ও অসম্ভব ব্যাপার। একটি প্রতিষ্ঠানের অল্প কিছু পরিক্ষার্থী জিপিএ - ৫ পাবে, কিছু এ গ্রেড, কিছু এ-, কিছু বি, কিছু ফেল করবে। কেবল এমন ফলাফলকেই মিডিয়ার স্বাভাবিক ফলাফল হিসেবে মেনে নেওয়া উচিৎ। এর ব্যত্যয় হলে বোঝতে হবে কোথাও না কোথাও কোন অসঙ্গতি আছে। মিডিয়া একটি সমাজের চোখ। সেক্ষেত্রে মিডিয়ার প্রধান কাজ হলো সমাজের সেসব অসঙ্গতি দেখা এবং সবাইকে দেখানো। ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এসব অসঙ্গতি না দেখে উল্টো অর্থহীন সুনাম প্রচার করে তাদের বাণিজ্য করার পথ প্রসস্ত করে দেয়। প্রতি বছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার মত পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর মিডিয়ার প্রচারণা পর্যবেক্ষণ করে এমন চিত্রই পাওয়া যাবে। ভালো প্রতিষ্ঠানগুলোর স্তুতি গাওয়াই যেন মিডিয়ার কাজ। ভালো প্রতিষ্ঠানগুলো এই স্তুতিকে তাদের বাণিজ্যিক প্রচারের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে থাকে যা কোন অবস্থাতেই কাম্য হতে পারেনা।

মাহ্‌মুদুল আলম, রুহি জাকারিয়া দেওয়ান এবং অনুপ কুমার তালুকদার 'মানব সম্পদ উন্নয়ন ও বাংলাদেশের শিক্ষা পরিকল্পনা' প্রবন্ধে প্রাথমিক শিক্ষার শহর ও গ্রামের দরিদ্রদের আরও সমতাভিত্তিক অভিগম্যতা নিশ্চিত করা, উন্নততর একাডেমিক তত্ত্বাবধান, শিক্ষা, বিজ্ঞান সংক্রান্ত চর্চা এবং সমাজের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান বৃদ্ধি করার কথা বলেছেন। ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বৈষম্য তৈরী করছে। এসব প্রতিষ্ঠানের দর্শন হলো কেবল শিক্ষায় অগ্রসর, স্বচ্ছল পরিবারগুলো পড়াশুনায়, পোশাকে-আশাকে, চলন-বলনে, কথা-বার্তায় এগিয়ে যাবে, ফুলে ফেঁপে উঠবে, অনগ্রসর পরিবারগুলো প্রতিনিয়তই বঞ্চিত হবে। দু' একটি ব্যতিক্রম বাদে কেবল স্বচ্ছল শিক্ষিত ও সচেতন পরিবারের ছেলেমেয়েরা এধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনার সুযোগ পায়। দরিদ্র ঘরের মেধাবী ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত হতে হয়। ফলে বৈষম্য তৈরী হয়, রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা অপেক্ষাকৃত ভালো প্রতিষ্ঠানগুলো লুফে নেয় বিধায় সামাজিক ন্যায় বিচার এতিষ্ঠায় তা প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে। আমাদের চারপাশে অহরহ যা দেখছি তাতে বলতেই পারি, তেল মাথায় তেল দেয়া আর বঞ্চিতদের বঞ্চিত করাই যেন আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রধান কাজ।

শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিরাট বাঁধা। কেননা এসব প্রতিষ্ঠান কেবল অগ্রসর শ্রেণির ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা করার সুযোগ নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করা নাগালের বাইরে থাকে বিধায় ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে এক বিরাট বাঁধা। মোদ্দা কথা ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন গণমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, শতভাগ গণবিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠান হলেও সমাজে স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

৭. সুপারিশমালা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে মুক্ত বুদ্ধি চর্চার প্রাণ কেন্দ্র। একটি অসাম্প্রদায়িক, বিজ্ঞান মনস্ক, উদার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন জাতি গঠন করতে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মূল অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করবে। আর সে সুযোগ যেন সব স্তরের সব পেশার মানুষ সমভাবে পায় রাষ্ট্র তার নিশ্চয়তা। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তথা কৃষক, শ্রমিক মেহনতি মানুষের ছেলে মেয়েরা যাতে সে অধিকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পেতে পারে সে পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরী সবার আগে।

একথা সত্য যে, শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিকরণে ফলে সমাজের অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিকরণকৃত এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি এমনভাবে ঢেলে সাজানো যায় যাতে দ্রুততম সময়ে সব মানুষকে শিক্ষিত করা তথা শিক্ষার হারকে শতভাগে উন্নীত করা সম্ভবপর হয়। তাহলে আমাদের দেশের দৃশ্যপট সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে। সুতরাং আজকের এ যুগে সময়ের তাগিদেই সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় এমন একটি একটি বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক, বিজ্ঞানমনস্ক, সর্বজনীন, সুলভ, দারিদ্র্যমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নিম্ন আয়, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, নারী, মেধা ও শারীরিকভাবে দুর্বল শিশু, অনগ্রসর নৃগোষ্ঠীর মানুষ শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রবণতা রোধ করতে হবে। আর এজন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে সবার আগে। ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মায়াজাল হতে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে। ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নামে আলাদা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকবেনা। মোট কথা এমন একটি সংস্কৃতি দাঁড় করাতে হবে যাতে সব কটি ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়। সব প্রতিষ্ঠানই হবে সবার, জন্য উন্মুক্ত, অবারিত, আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পথিকৃৎ। শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তব সম্মত, যুগোপযোগী তথা গণমুখী করার প্রয়াসে কতিপয় সুপারিশমূলক প্রস্তাব পেশ করছি।

১। ভর্তি পরিক্ষা নিয়ে যে সব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠাণ মেধাবী ও আর্থিকভাবে স্বচ্ছল পরিবারের সন্তানদের ভর্তির মাধ্যমে ভালো ফলাফল প্রদর্শন করে স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত সে সব প্রতিষ্ঠানগুলোকে তালিকাভূক্ত করতে হবে। সকল পেশার ছেলে মেয়েরা যাতে এসব প্রতিষ্ঠানে অবাধে পড়াশুনা করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

২। শহর এলাকার কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করতে হবে। একই সাথে কেবল ফলাফল বিবেচনায় কোন প্রতিষ্ঠান সরকরিকরণ করা যাবে না। প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়ে পশ্চাৎপদ, অনগ্রসর এবং যে সব গ্রাম্য এলাকা শিক্ষা ক্ষেত্রে এখনো পিছিয়ে আছে সে সব এলাকায় সরকারিকরণ করতে হবে।

৩। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফলাফল সন্তোষজনক না হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের যে বিধি চালু আছে তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। বরং ফলাফল সন্তোষজনক না হওয়ায় কারণ কি তা খুঁজে বের করতে হবে। বিশেষ করে, ঐ প্রতিষ্ঠানে সকল শিক্ষক আছে কি না? শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হয় কিনা, নিয়মিত ক্লাস হয় কিনা, কোন শিক্ষক রাজনৈতিক কর্ম-কান্ডে জড়িত থেকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে গাফলতি করে কিনা- ইত্যাদি বিষয়গুলো তদারকির আওতায় আনা যেতে পারে।

৪। কেবল শিক্ষার্থির সংখ্যা, পাশের হার এবং জিপিএ প্রাপ্তির হার বিবেচনায় সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। বরং, সেরা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভর্তি প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে ভর্তি করা, পড়াশুনার ব্যয়, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ব্যয় এ বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে। মোট কথা শতভাগ পাশ, শত ভাগ জিপিএ-৫ পেলেই ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে এ সংস্কৃতি হতে বেরিয়ে আসতে হবে। একটি প্রতিষ্ঠানের ১০০ জন পরিক্ষার্থীর মধ্যে ১০ থেকে ২০ জন জিপিএ-৫ পাবে, ২০ থেকে ৩০ জন এ গ্রেড পাবে, বাকীদের কেউ বি গ্রেড, কেউ ফেল করবে এধরনের ফলাফলকে স্বাভাবিক বিবেচনা করতে হবে। বরং বছরের পর বছর একটি প্রতিষ্ঠান শতভাগ পাশ, শত ভাগ জিপিএ-৫ কৃতিত্ব দেখালে তাকে অস্বাভাবিক

ফলাফল ধরে নিয়ে এর পেছনে কোন অনৈতিক সুবিধা নিয়ে তা প্রদর্শন করা হচ্ছে কিনা খতিয়ে দেখতে হবে। এবিষয়ে মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একটি প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর ভালো ফলাফল প্রদর্শণ করে যাবে, মিডিয়া তা গুরুত্ব সহকারে প্রচার করে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে- এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে বরং একটি প্রতিষ্ঠান কেন ধারাবাহিক ভালো ফলাফল করে তার কারণ অনুসন্ধান করে জনসমক্ষে তুলে ধরবে। ঢালাও স্তুতি না গেয়ে বিশেষ কোন সুবিধা নিয়ে ভালো ফলাফল করছে কিনা তা তুলে ধরবে। অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের ফলাফল খারাপ হলে তার দুর্নাম প্রচার না করে বরং ফলাফল খারাপ হওয়ার কারণগুলো তুলে এনে প্রতিষ্ঠানের সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের পথ বাতলে দিতে হবে। মোট কথা ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নয়, সুনাম বৃদ্ধি পাবে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমন সংস্তৃতি দাঁড় করাতে হবে।

৫. সারা দেশে একই শ্রেণিতে পড়া শিক্ষার্থীদের ভর্তি, বেতন অন্যান্য ফি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে এবং কোন প্রতিষ্ঠান যাতে নির্ধারিত ফি এর অধিক ফি আদায় করতে না পারে - তা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. নতুন ভাবে স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা পর্ষদকে গণমুখী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার নিশ্চয়তা দেওয়ার অঙ্গীকার করতে করতে হবে এবং সে অঙ্গীকার কোন অবস্থাতেই যেন ভঙ্গ করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন বাণিজ্যিক স্বার্থে নয়, কেবল শিক্ষা প্রসারের মহৎ উদ্দেশ্যে নিয়েই যেন প্রতিষ্ঠিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. ভর্তি পরিক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করার প্রবণতা সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করতে হবে। এইচএসসি পরীক্ষায় পাশ করার পূর্বে কোন শিক্ষার্থী যেন ভর্তি পরীক্ষার মূখোমুখি হতে না হয় যে কোন মূল্যে তা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত আসনের চেয়ে ভর্তিচ্ছুর সংখ্যা যদি অনেক বেশি হয় তাহলে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীর ন্যূনতম ৬০ শতাংশ শিশু কিশোর যেন নিম্ন আয়, ধর্মীয় সংখ্যা লঘু, নারী, মেধা ও শারীরিকভাবে দুর্বল শিশু, ক্ষুদ্র নৃজাতিগোষ্ঠী, অনগ্রসর এলাকার হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. বাণিজ্যিক পণ্যের ন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপণ প্রচার কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। সেই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাকচিক্যময় ডেকোরেশন, বিদ্যুৎ অপচয়, অধিক জমি অধিগ্রনের প্রবণতা বন্ধ করতে হবে।

৯. সরকারি সহায়তা সব প্রতিষ্ঠানের জন্য সমান বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষক, কর্মচারী নিয়োগে অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারিতা সহ সকল ধরনের দুর্নীতি সমূলে উৎপাটন করতে হবে। কোন প্রতিষ্ঠানে যাতে শিক্ষক ঘাটতি না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

১০. এ বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। নীতিমালায় একই পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম সংখ্যক, সমমানের শিক্ষক, সমমানের অবকাঠামো এবং অন্য যে কোন রাষ্ট্রীয় সুবিধা সমভাবে বন্ঠন করার সংস্কৃতি দাঁড় করাতে হবে।

১১. শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন কমিশন গঠন করা যেতে পারে। এ কমিশন শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়নে সার্বক্ষনিক কাজ করবে।

৮. শেষ কথা

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা সাংবিধানিক দায়িত্ব। আমাদের সংবিধানে উল্লেখ আছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্ম স্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবেনা'। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে বলা হয়েছে, এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞান মনস্ক এবং মান সম্মত শিক্ষা দানে সক্ষম শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণ কৌশল হিসেবে কাজ করবে। এক অর্থ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা দেশ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত সসার কর্তাব্যক্তিদের আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সময় এসেছে এ সত্যটি উপলব্ধি করার। আশা করছি আমাদের সে শুভ বুদ্ধির উদয় হবে, আমাদের সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবে। ভালো প্রতিষ্ঠানগুলো যদি সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার পথে প্রতিবন্ধক হয়- তাহলে আজই সে বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। সমাজে এমন সংস্কৃতি গড়ে উঠবে যাতে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠাণ নামে গণবিচ্ছিন্ন কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকবেনা। জ্ঞান ও ন্যায়ভিত্তিক সুন্দর, সুষম সমাজ প্রতিষ্ঠায় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই হয়ে উঠুক গণমুখী, অবারিত এবং আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠাণ।

References

1. Abedin, M. Zainul, "Human Development : Role of Government in Financing and Promoting Education in Bangladesh", Bangladesh Journal of Political Economy, Vol. XIV, No. 2, Bangladesh Economic Association, Dhaka, May, 1998.

2. Athar, S.M. : "Human Resource Development in Bangladesh : Scenurios, Problems and Remedies", Bangladesh Journal of Political Economy, Vol. XIV, No. 2, Bangladesh Economic Association, Dhaka, May, 1998.

3. Sider, Md. Zajirul Islam and Wadud Md. Abdul : "Causality between Education and Economic Growth in Bangladesh- An Error Correction Modeling Approach", Bangladesh Journal of Political Economy,= Vol. 26, No. 1, Bangladesh Economic Association, Dhaka, June, 2010.

4. Farashuddin, Mohammed : "Education Employment and Equity : The Bangladesh Context BEA: SAMS Kibria Memorial Lecture", Bangladesh Journal of Political Economy, Vol. 26, No. 1, Bangladesh Economic Association, Dhaka, June, 2010.

5. Government of Bangladesh : The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Dhaka, 2008.

6. Internet : www.bdresearch.org.bd

৭. আনিসুজ্জামান : "আমাদের উচ্চ শিক্ষা", বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা (হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত), সূচীপত্র প্রকাশনা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

৮. আলম, মাহ্‌মুদুল, রুহি জাকিয়া দেওয়ান এবং অনুপ কুমার তালুকদার: "মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের শিক্ষা পরিকল্পনা", বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ঊনবিংশ খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

৯. কামাল, ইরশাদ : "বাংলাদেশের শিক্ষা-পরিবেশের সংকট", বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা (হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত), সূচীপত্র প্রকাশনা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

১০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৩।

১১. চক্রবর্তী, উত্তরা : "যবনিকা সরে যায়", শিক্ষা এক নি:শব্দ বিপ্লব (স্বরাজ সেনগুপ্ত সম্পাদিত), রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৬।

১২. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ : শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১৩. জামিল, আহমেদুল আলম : "প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা ভাবনা", দৈনিক জনকণ্ঠ, ০৩ জুন, ২০১৩।

১৪. বেগম, রাশিদা : "আমাদের শিক্ষানীতিতে নারী শিক্ষার অবস্থান", বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা (হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত), সূচীপত্র প্রকাশনা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

১৫. বাংলা পিডিয়া (খন্ড ৬) : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ, ২০০৩।

১৬. বাংলা পিডিয়া (খন্ড ৯) : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ, ২০০৩।

১৭. মুতি, আবদুল্লা আল : "সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এত জরুরী কেন", শিক্ষা ও বিজ্ঞান ঃ নতুন দিগন্ত, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, অক্টোবর,১৯৯১।

১৮. রহমান, আতিউর এবং কবীর, মাহফুজ : "উন্নয়নের জন্য শিক্ষা", বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিংশ খন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর, ২০০২।

১৯. রায়, অজয় : " শিক্ষা-দর্শন ও শিক্ষানীতি এবং বিজ্ঞান শিক্ষা : কিছু অনিয়মিত ভাবনা ", বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা (হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত), সূচীপত্র প্রকাশনা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

২০. হান্নান, মোহাম্মদ : "শিক্ষা ব্যবস্থা", বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা (হোসনে আরা শাহেদ সম্পাদিত), সূচীপত্র প্রকাশনা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

An Overview on Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) Investment of Banks specially focused on EXIM Bank

Md. Main Uddin*

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) financing is now constructing the economy of country. MSMEs are major key role players in banking industry which will appear advanced in near future. Analyzing the performance of MSME financing by the banking industry this study identifies the major MSME investors among banking industry. In the process of economic development Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) play a pivotal role in poverty alleviation and rapid industrialization of the developing countries like Bangladesh. In this paper we have tried to appraise the Problems and Prospects of MSMEs in Bangladesh and some MSME overview of EXIM Bank. We observed from the research that non availability of adequate credit/investment, complex loan/investment granting procedure, inadequate infrastructure facilities, problems of collateral requirements, paucity of working capital, non availability of skilled work force, poor salary structure, lack of coordination among MSME related organizations, lack of appropriate marketing strategies etc. are the major hindrances to the development of the MSMEs in Bangladesh. In order to overcome the problems we have tried to provide some recommendations for the developments of MSMEs in Bangladesh based on sound reasoning.

* Senior Vice President, Export Import Bank of Bangladesh Limited, e-mail: main_55@yahoo.com (The opinion reflected in this paper is writer's own it does not reflects the opinion of EXIM Bank)

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

Key Words : *Micro, Small and Medium Enterprise (MSME), Finance, Working Capital, Workforce, Modern Technology, Physical Infrastructure.*

1. Introduction

MSME means Micro, Small and Medium Enterprises. Micro, Small & Medium Enterprise (MSME) plays a pivotal role in the economic growth and development of a country. Actually, MSME works as the platform for job creation, income generation, and development of forward and backward industrial linkages and fulfillment of local social needs. MSMEs occupy a unique position in the economy of Bangladesh. Mainly private sector development depends on them. In Bangladesh the MSMEs account for about 45% of manufacturing value addition. They account for about 80%of industrial employment, about 90% of total industrial units and about 25% of total labor force. Their total contribution to export earnings varies from 75-80%. The total number of MSMEs is estimated at 79754 establishments, of which 93.6% are small and 6.4% are medium which contributed around 20-25% of GDP.

Micro, Small and medium enterprises (MSMEs) make up the largest portion of the employment base in many developing countries and, indeed, are often the foundation of the local private sector. Now the MSMEs are not only concentrated to low-tech, traditional, and agro-based economic activities; these are spread over other non-traditional manufacturing and service sector as well. In fact, the MSMEs are recognized as locomotive of economic growth worldwide. To achieve high and sustainable economic growth, a triggering force is mandatory to exit from endemic poverty and socio-economic deprivation. The entrepreneurs behind could—and should—play a much larger role in development, but too often are held back by a lack of ready access to financing from local formal sector financial institutions. Here lies the scope of commercial banks to offer banking facilities to this 'missing middle' by offering different products that are specially featured for this segment. On a long term perspective these commercial banks expect to gradually develop the creation of an entrepreneurial class across Bangladesh through proper financing and training. Commercial banks are also developing their procedure and operational guideline supported by structured recruitment process and subsequent training with a view to mitigating credit risks and other risks for a smooth flow of MSME financing. Most businesses in Bangladesh are in need of small short-term loans to help finance their working capital needs or purchase of fixed assets. So when a bank brings about a momentous difference in these peoples' lives by meeting their demand, the bank is more than a bank. It's a promise - a promise to rise against all adversities; a promise to quality livelihood; a promise to endow ordinary people with extraordinary opportunities.

2. Objectives

2.1 Broad Objective

- The broad objective of the report is to have an overview on the MSME investment or financing in banking sector.

2.2 Specific Objectives

- To know MSME position of Islamic banks and their performance in this sector.
- To know MSME position of Conventional banks and their performance in this sector.
- To evaluate the contribution of MSME financing towards profitability of the banks.
- To identify the problems associated with MSME financing of the Banks.

3. Methodology

3.1 Sources of Data

As it is implied above, data has been collected from both primary as personal observation and secondary sources as evaluation on different research papers and policies etc. as given below:

3.1.1 Primary Source:

Interview of experienced bankers of the different banks will be taken to get the insight of the MSME financing.

3.1.2 Secondary Source

Almost all of the data required for this report will be from secondary source such as

- Companies website
- Annual reports
- Bangladesh Bank report
- ADB reports

4. MSME Financing by Banks in Bangladesh

Different Banks are disbursing significant amount of investment/loan under various programs of Micro, Small and Medium Enterprise Development. Different Self-help investment Program for Women MSME Entrepreneur, and Projects for Micro, Small & Medium Entrepreneurs, Special Investment Program

for MSME, etc. are taken for the promotion and development of MSMEs. The investment of private sector banks in financing MSMEs remains significant in Bangladesh. Of all the private sector banks BRAC Bank Ltd., Eastern Bank Ltd., Mutual Trust Bank Ltd., Islami Bank Bangladesh Ltd, EXIM Bank, Sonali Bank Ltd., Prime Bank Ltd., Dhaka Bank Ltd., Mercantile Bank Ltd., Dutch-Bangla Bank Ltd., IFIC Bank Ltd., One Bank Ltd., Agrani Bank Ltd., Trust Bank Ltd., Pubail Bank Ltd., etc have the leading role in MSME financing. Bank of Small Industries and Commerce Bangladesh Ltd. (BASIC Bank Ltd.) is entrusted with the responsibility of providing medium and long-term loans for promotion and development of small-scale industries. The memorandum and Articles of Association of the bank stipulates that 50% of loan able funds shall be used for financing small scale and cottage industries.

5. Global importance of MSME

Globally MSME plays a vital role in transition of economic development of any country by following:

- Creating scope of employment,
- Technological innovation,
- Greater resource use efficiency,
- Promoting inter-sectors linkage
- Raising export and
- Developing entrepreneurs skill

Globally MSMEs play very important role in all economies. In developed economies MSMEs are working as the feeder vessels or a support to the large corporate. In developing economies, it works as the engine to ultimately create large corporate. In MSME lending is at its highest level since 2008. Currently it is recognized that country economy can only be flourished by MSMEs are given the backing to succeed.

Contribution of the MSMEs of some selected countries shows that it has provided very significant portion of GDP and employment in their national economy:

Country	MSME as % of all enterprises	Contribution of MSMEs to GDP %	Contribution of MSMEs to Employment %
Bangladesh	80.00	20-25%	40%
India	97.60	80%	50%
Pakistan	60.00	15%	80%
China	99.00	60%	92%
Japan	99.70	69.50%	72%

Source: Asian business review vol.2, November 2/2013

6. Contribution of MSMEs in the Economy of Bangladesh

In view of present economic development effort in Bangladesh the MSME sector plays an important role. These are reflected in the following performance/ activities of this sector:

- During the Fifth Five year plan, a total of 0.35 million jobs were created against the target of 0.4 million.
- Contribution of MSME sector to GDP remained above 4.5% during the period from 2010 to 2013 despite decline in the amount of advances by the banking sector to this sector.
- MSME sector employs 25% of the total labor force. As a result, this sector is the present available sector for creation of jobs.
- MSME sector help alleviate poverty, increase income level of rural people and promote agro-industrial linkage in Bangladesh.
- MSME sector requires lower energy supply, lower infrastructure facilities and this sector imposes less environmental risk.
- They contribute towards better utilization of local resources and skills that might otherwise remain unutilized.
- Micro & Small industries are labor oriented and capable of generating more employment.
- They are necessary to maintain and retain traditional skills and handicrafts.
- They are the only medium for diversification of rural economy and for peaceful and concurrent socio-economic development of all classes of people.

7. MSME Banking in Bangladesh

Though Bangladesh is an agricultural based country (85% people are living at the village). The MSME has been termed as the 'engine' of economic growth. MSMEs are not only concentrating on low tech, low cost technologies rather they are focusing on non-traditional manufacturing and service sector as well. Due to Government policy and Bangladesh Bank support Banks are playing a significant role even there is a scope to contribute more for sustainable development of MSMEs and ultimately develop the country.

7.1 Contributions of MSME in development of Bangladesh economy are as under:

Aspects	Role of MSMEs
National Growth Domestic Product	25%
Gross manufacturing output	40%
Industrial jobs	85%
Total labor force	25%
Total export earning	89%
Percent of business	Over 95%

Source: http//bieca.org.bd

7.2 MSME investment of Banks and NBFIs (Fig in crore Taka)

Bank category	Total investment	MSME investment	% of MSME	% within MSME segment
NCB	84,039.99	15,445.43	18.38%	13.32%
Specialized Banks	31,213.60	9,269.00	29.70%	7.99%
Foreign Bank	23,853.26	2,264.08	9.50%	1.95%
PCB	315,328.57	85,333.22	27.06%	73.65%
NBFIs	31,449.30	3,571.94	11.36%	3.09%
Total	**485,884.62**	**115,884.87**	**23.85%**	**100%**

*Source: Bangladesh Bank Statistics as on 31st December 2013.

7.3 Reasons for increasing MSME Banking

- Employment generation.
- Diversification of revenue.
- Diversification of credit risk.
- Opportunity of cross sale a range of products.
- Good for the Economic growth of the community.
- High profit margin.
- Incentive from Central Bank.
- Moral satisfaction for helping towards reduction of social discrimination.

8. MSME in EXIM Bank

EXIM Bank connects with the unique undulating power of economic development by providing MSME service since 2008. At present EXIM Bank is trying whole heartedly for the expansion of this sector with its 86 branches throughout the country by the dedicated and efficient employees. Besides this,

EXIM Bank is strengthening rural economy of the country by investing to the micro and cottage industry and considering especially to the women entrepreneurs as well as trying to connect them to the economic development by investing comparatively easy and low profit bearing fund.

8.1 Strategy of MSME Financing

- Improvement of Bank Asset Quality through enhancement of MSME financing.
- Careful penetration in the MSME financing segment.
- Diversify MSME business to take advantage of wide network.
- Strengthen Risk Management for reducing risks of MSME financing.
- Extension of Banks operation activities towards CSR.

8.2 MSME policies, procedures and purposes

- Providing working capital both for Trading and Manufacturing concern.
- Purchasing Capital Machineries for Manufacturing Concern and Establishment of Small Industries and Different Service Oriented Concern.
- Purchasing Delivery Van/Transport for business purpose.
- Refurnishing Office/Business Premises.
- Other sectors under MSME measures business.

8.3 Target Segments for MSME Financing

- Hospitals & Clinics
- IT Related Business
- Agricultural and Agricultural Developments items
- Fishery Business Promotion
- Telecommunication
- Transportation and Communication
- Forestry and Furniture
- Construction Business and Housing Development
- Leather Marketing and Leather Goods
- Knitwear and Readymade Garments
- Plastic and Other synthetics
- Entertainment
- Photography
- Hotel & Tourism
- Warehouse and Container services

- Printing and Packaging
- Gunning and Bailing
- Pathological Laboratories
- Cold Storage
- Horticulture- Flower Growing and Marketing
- Food and Oil Processing
- Higher Education and Expertise Knowledge Society

8.5 Yearly Target and Achievement of MSME Investment

EXIM Bank has an excellent mission and vision to achieve the desired goal. On this view, Bank has been declared each year branch wise MSME target as per bank's policy for fulfillment the economic development of the country and achieved year wise more than 100% target accordingly.

Year	Target (Tk. Crore)	Achievement (Tk. Crore)	%
2011	1692.95	3856.81	228
2012	3655.55	5206.89	142
2013	4014.15	6471.97	161
2014	4258.81	7235.43 (September-2014)	169

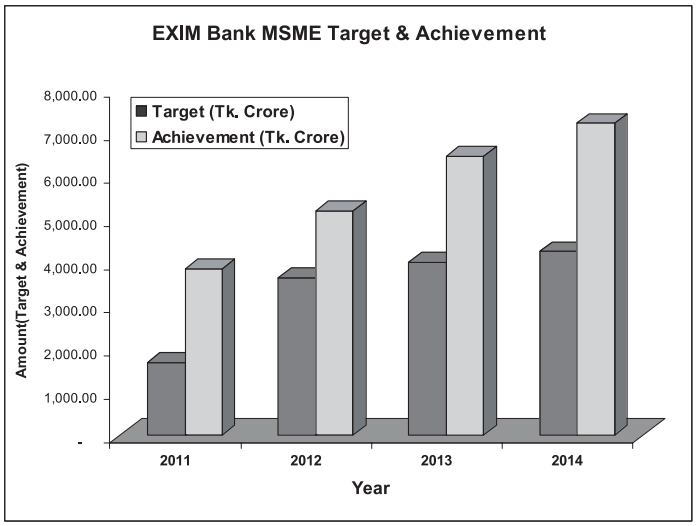

8.6 Customer Marketing

EXIM Bank adapts two processes to procure MSME customers:

- Bank's marketing officials search and invite the customers and verify their needs and eligibility.

- Normally the customers who come to the counters of the bank select them verifying their needs and fulfilling eligibility.

8.7 Approval Procedure

- Relationship Manager of the Bank initiates the following formalities:
- Interview with the customer
- Accept investment application.
- Collect their information (personal, management, history of business, credit information, security information etc.) with supporting papers/documents.
- Collect up to date CIB report and prepare Risk Grading score sheet.
- Visit customer's business site & collateral security.
- Verify the genuineness of information and papers/documents including valuation of offered securities by the branch as well as by the enlisted valuation surveyor.
- Analysis of customer's financials (manufacturing, trading, profit & loss accounts, and balance sheet with cash flow statement) both for present and forecasted form and prepare Investment Risk Grading (Credit Risk Grading as per format).
- Forward the proposal with specific recommendation to the Investment Approval Department through Corporate Banking Division (CBD) if everything appears satisfactory.
- Function of Head Office Corporate Banking Division(CBD):

  After thorough analysis forward the proposal to the Investment Risk Management Division with their comments for necessary approval.
- Investment Risk Management Division (IRMD) scrutinize the proposal and assess the feasibility of the proposal from different following aspects:
  - Technical Aspects
  - Financial Aspects
  - Managerial Capacity
  - Commercial/Marketing Aspect
  - Economic/Social Desirability

- Ensure compliance of following policy guidelines:
  - Shariah Guideline.
  - Investment Policy Guideline.
  - Other Regulatory Issues and Controlling Guidelines.

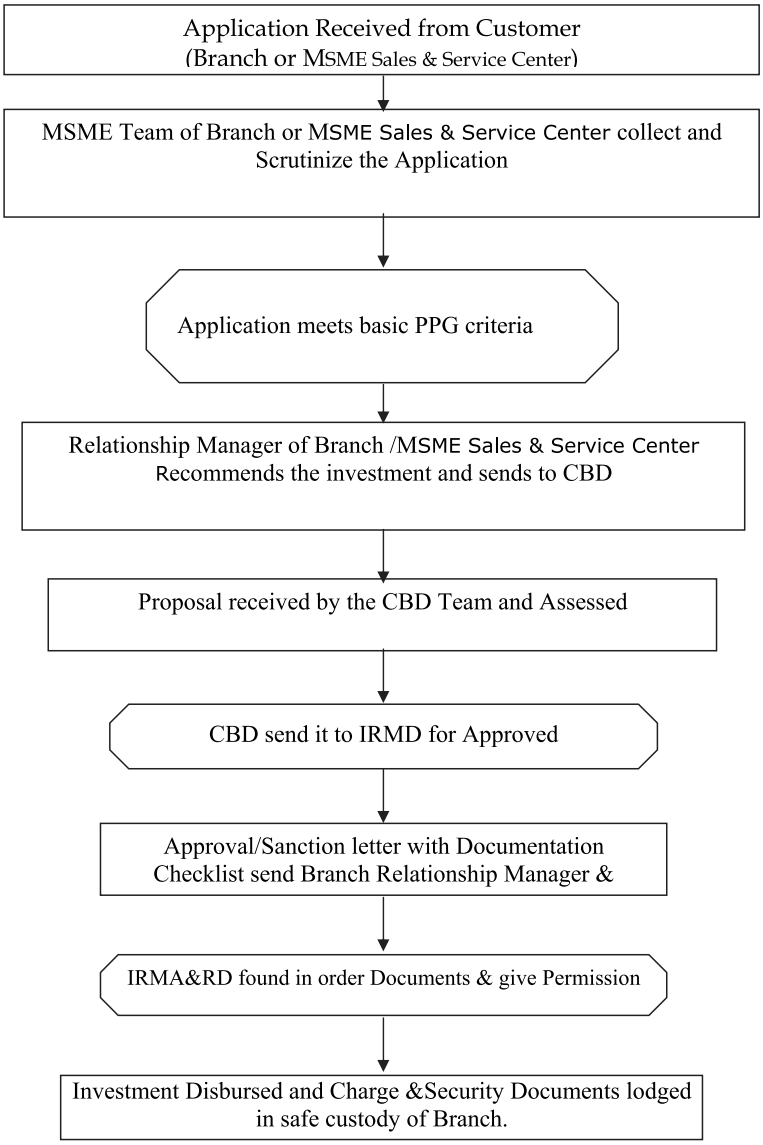

- Place the proposal for approval incorporating strength and weakness (mentioning the mitigating factors) of the proposal to the competent authority (as per business delegation).
- After approval communicate the message along with documentation check list to the relationship management giving C.C copy to the Investment Risk Management Administration & Recovery Division (IRMA&RD) for ensuring proper documentation.

- After compliance of documentation the Relationship Manager seek permission from IRMA&RD for disbursement.
- Having disbursement permission Relationship Manager disburse the investment complying the terms of sanction and ensuring end-use.

8.8 MSME investment proposal flow chart

8.9 Modes of MSME investment

As a full-fledged Islamic Bank, EXIM Bank follows the following modes in MSME investment:

Equity Participation Based

- Mudaraba
- Musharaka

Buying and Selling Based

- Bai-Mujjal
- Murabaha
- Murabaha Post Import(MPI)
- Murabaha Trust Receipt (MTR)
- Bai-Salam
- Istisna

Rental Based

- Izara
- Izara Bil Baiya/Hire Purchase under Sirkatul Melk

Other Service Oriented

- Wazirat Bil Wakala
- Quard- e- Hasna, etc

8.10 Recovery process

- Branch Management physically visits and collects stock report periodically to ensure business position.
- Check statement of accounts to ensure deposit of sales proceeds/revenues.
- Issue letter for deposit of installments and in case of default, issue remainder letter, contact over phone, call the customer to explain the reason of consequence.
- Transfer the file to the Investment Recovery Unit under IRMA&R Division for necessary action as per recovery policy.
- Recovery Unit collect overdue resume of the customer and take recovery

action by issuing final notice, legal notice, auction notice and finally filing of suit etc. one after another as per guideline of the Bank.

8.11 Position of EXIM Bank

MSME Investment as on 30.09.2014

MSME Investment as on 30.09.2014

Business Category	Customer Number	Customer %	Account Number	Account %	Amount in Tk.. Crore Total outstanding Amount	%
Micro & Small Service	135	5.55	673	3.33	310.72	11.23
Micro & Small Trade	1890	77.65	15403	76.33	1677.30	60.60
Micro & Small Manufacturing	409	16.80	4104	20.34	779.79	28.17
Sub Total	2434	100	20180	100	2767.81	100
Medium Service	54	12.89	546	10.18	494.41	11.07
Medium Trade	190	45.35	2674	49.88	2245.51	50.26
Medium Manufacturing	175	41.77	2141	39.94	1727.70	38.67
Sub Total	484	100	5361	100	4467.62	100
Grand Total	2853		25541		7235.43	

8.12. **Bank Investment Port-Folio as on 30/09/2014**

Category of investment	Amount in Tk…crore	Percentage
MSME	7,235.43	43%
Large, Corporate, Syndicate, Retail & Agricultural	94,66.04	57%
Total Investment	16,701.47	100%

9. Problems

Though there is lot of opportunities in MSME sector, yet at present MSME sector is facing a lot of problems also in Bangladesh. Some major problems are as follows:

Resource Scarcity: In Bangladesh scarcity of raw materials hinder the ability of MSME to be export oriented and limits its ability to reach more advanced stages of international business.

High Employee Turnover: Due to limited growth of MSME most of the skilled employees leave MSMEs. Levy (2003) observed that MSMEs are knowledge creators but poor at knowledge retention.

Absence Of Modern Technology: One of the main barriers for the development of MSME in Bangladesh is inadequate technologies. Many MSMEs have failed to adopt modern technology.

Poor Physical Infrastructure: Inadequate supply of necessary utilities like electricity, water, gas, roads and highways hinder the growth of MSME sector. Moreover unfavorable geographical conditions increase the transportation cost.

Financial Constraints: Availability of finance hinders the growth of MSMEs in Bangladesh. Bankers consider MSMEs as high risk borrowers in many cases because of their inability to comply with the bank's collateral requirements. Only about 15-20% of the owners of MSMEs own any immovable property. Bankers issue loan/investment on the basis of ownership of immovable property as collateral risk. As a result it automatically excludes rest 80% MSME's from the list of privileged clients of the banks. Whatever collateral MSME's can manage gets used up in talking the term loan/investment leaving them with no means to seek working capital loans/investment from banks. Because of low access to institutional financing MSME's rely on inefficient financing services from informal sources.

Lack of Uniform Definition: In Bangladesh the definition of MSME has changed overtime in different industrial policy announced by the government in different year. Absence of uniform definition makes the formulation and implementation of MSME policy difficult.

Lack of Information: Miah (2006) has observed that MSMEs have very limited use of information technology (IT). Accounting package is used by 1-2% of the MSMEs. The use of computers is revealed by say 15% of the MSMEs, while the use of the Internet for business purposes applies to say 8-10% of MSMEs.

Lack of Entrepreneurship Skills: Conservative attitude towards risk, lack of vision, ability to make plan and implementing those hinder the growth of MSME in Bangladesh.

Participation of Women Entrepreneurs: Equality of opportunity is a major problem for MSME. Some cases female entrepreneurs are treated discriminately. They are not well represented in business organization. Usually they are not getting adequate institutional assistance as women entrepreneurs.

Access to Market and Lack of Awareness Regarding the Importance of Marketing Tool: For MSME, owing a retail space is very expensive in the major cities in Bangladesh. As a result many customers are not interested to buy products and services from MSMEs. Because they can't judge the quality until they physically examined the product. Most of the cases MSMEs in Bangladesh are not able to use the Integrated Marketing Communication (IMC) tools. But these tools play the role of important stimulus to motivate the customers and retain them. The country does not have enough marketing capability and resources to invest in marketing.

Absence of Transparent Legal System: The absence of an effective and transparent legal system discourages MSMEs in exploring into risky ventures of business. There are a number of unnecessary formal requirements to start and run business that create high compliance costs and become barriers to MSME development, growth and market entry.

Lack of Commitment to Innovation and Customer Satisfaction: Ernesto (2005) stated that to keep in pace with international competition, firms of all size are challenged to improve and innovate their products processes constantly. But in Bangladesh MSMEs are still not relating the importance of satisfying and retaining customers by offering novel and desired benefits.

Lack of Quality Assurance: Govt. could not frame a national quality policy in accordance with international quality standard. Govt. is providing some support systems and has established a national quality certification authority. As a consequence MSME of Bangladesh could not ensure the quality of their products and services both in local and international market.

Lack of Research and Development Facilities: It is observed that investment in Research & Development (R&D) for products & service development in MSME is still in minimum level in Bangladesh.

*Fierce Competition with the Cheaper Foreign Goods: S*evere competition with the cheaper goods imported from China, Taiwan, Korea, India, Thailand & Malaysia also poses threat to MSME in Bangladesh.

10. Initiatives /Suggestions

In order to overcome the above mentioned problems the following suggestions are recommended;

- Government must have to take adequate measures to ensure the uninterrupted supply of raw materials for MSME.

- Government needs to take appropriate measures to fix the minimum salary/wages of the employees of MSMEs; that will help to minimize the employee turnover.
- Government and financial institution may provide adequate finance for modernization and technological advancement.
- Development of infrastructure is essential for the optimum growth of MSME. So government of Bangladesh needs to take appropriate policy strategy for the infrastructure development of Bangladesh.
- Government, financial institutions and Non Government Organizations (NGOs) may take necessary steps to ensure uninterrupted financial support to the prospective MSMEs in Bangladesh.
- Now we have a definition of MSME but it requires inclusion of capital structure of firm. Government as well as Bangladesh Bank should take initiative to modify the definition in accordance with international practice for development of MSME.
- Govt. of Bangladesh & Other MSME support organizations have developed Web Pages for MSMEs, Internet access, Data Services, Mobile SMS Service, National MSME Products & Service Promotion Fair, Policy Guideline for MSME investment, etc exclusively for MSMEs. It will reduce the barriers to MSMEs access to National & Global Market as well as formulation of Large Organization.
- Bangladesh Bank steps for MSME Cluster Development, Government and different organizations support for entrepreneurial career development reduce uncertainty and ensure the retention of skilled workforce in MSMEs.
- Besides Govt., Bangladesh Bank & SME Foundation different initiative like MSME focal Person, Women Dedicated Desk, Women Entrepreneur Development Program, MSME Fair, Women entrepreneurs focus in policy formulation, etc has encouraged women entrepreneurship in Bangladesh.
- Government, Bangladesh Bank & Different Organizations have arranged funds for MSME development (including women entrepreneurs) through providing necessary training & support in rural and urban area in Bangladesh.
- *SME* foundation takes appropriate marketing tools to popularize their MSME products.

- Appropriate legal framework is necessary to ensure the development of MSME of Bangladesh.
- In this era of intense competition continuous planning and quality improvement act as a prerequisite for the survival of MSMEs. In order to improve the quality MSMEs can follow the Just in Time (JIT) philosophy and use Total Quality Management (TQM) and can ensure the improvement of quality and productivity at a time.
- Government should establish a credible certification authority especially for MSMEs. So that this sector can obtain a technical evaluation of the quality of their products within a shortest possible time. The certification of the authority should be worldwide accepted. Govt. may also provide assistance to MSMEs during the certification process and promote the importance of product certification for international acceptance among the MSMEs.
- Research and Development (R&D) is must for the development and growth of MSME. So government must have to invest in R&D for ensuring the intensification of MSME of Bangladesh.
- Restriction may be imposed on import of MSMEs' products which are available in Bangladesh.

Conclusion and Recommendation

Micro, Small and Medium enterprises (MSMEs) act as a vital player for the economic growth, poverty alleviation and rapid industrialization of the developing countries like Bangladesh. MSMEs are significant in underlying country's economic growth, employment generation and accelerated industrialization. Government of Bangladesh has highlighted the importance of MSME in the Industrial Policy-2010. MSME has identified by the Ministry of Industries as a 'thrust sector'. As the MSME sector is labor intensive, it can create more employment opportunities. For this reason government of Bangladesh has recognized MSME as a poverty alleviation tool. MSME also foster the development of entrepreneurial skills and innovation. Along with poverty alleviation MSME can reduce the urban migration and increased cash flow in rural areas. As a result it will enhance the standard of living in rural areas. Performance of MSMEs in Bangladesh is significantly found below the level of international standard. Although government of Bangladesh has taken some initiative to ensure the growth of MSME but those steps are not enough at all. But government shows its positive attitude towards this sector. Bangladesh

government should continue to give more focuses on some areas, such as arrangement of finance, provide infrastructure facilities, frame appropriate legal framework, establish national quality policy etc. From the sequence of our analysis it seems that for the economic development of Bangladesh MSME can play a vital role. We are quite optimistic that if the above mentioned suggestions are implemented then the growth of MSME sector in Bangladesh will be accelerated.

References

1. Scheduled Banks Statistics Bangladesh bank Bulletin Volume XXXX No-1
2. Annual Reports of EXIM Bank.
3. Annual reports of selected banks from 2011-2014.
4. Ahmed, M.U., Mannan, M.A., Razzaque, A., and Sinha, A. (2004). Taking Stock and Charting a Path for SMEs in Bangladesh, Bangladesh Enterprise Institute, Dhaka.
5. Alam, M.S. and Ullah, M.A. (2006). SMEs in Bangladesh and Their Financing: An Analysis and Some Recommendations. The Cost and Management, Vol. 34, No.3.
6. Bangladesh Economic Review, 2003 & 2004, Ministry of Finance, Government of Bangladesh.
7. "A National Strategy for Economic Growth, Poverty Reduction and Social Development",Economic Relations Division, Government of Bangladesh.
8. "Industrial Policy of Bangladesh, Government of Bangladesh.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Recruitment and Selection Procedure of Pharmaceuticals Companies : A Case Study on Sanofi Aventis, Bangladesh

Alvy Riasat Malik*
Nusrat Jahan**
Israt Jahan Kumkum***

Abstract

The pharmaceutical industry taking into consideration its local and international market is one of the most promising and potential sectors of our economy. It's a matter of fact, as a manufacturer of life saving drugs this industry should put highest emphasis on dexterity, skill and technological orientation of its labor forces. And the recruitment and selection procedure, as the most important aspect of human resources management for picking off-pat right personnel for the industry also comes forward in line with this fact. In this study, the recruitment and selection procedure of Sanofi Aventis Bangladesh, country's leading multinational pharmaceutical company was brought under microscope for analysis. Both primary and secondary data were accumulated, studied and analyzed to reach the conclusion in this study. The findings of the study depicted that the organization mainly keeps its focus on educational back ground and result of the candidates in the

* Lecturer, Department of Human Resource Management, Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University

** Lecturer, Department of Management, Bangladesh University of Business and Technology, Dhaka

*** Lecturer, Department of Management Studies, University of Dhaka

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

recruitment process keeping aside competencies like communication skills, personal skills and other aptitudes. Methods like walk-in-interview, written exams, interview and employee referrals are exploited to hire the right employee. The study also found out long time period in the recruitment process instead of specific and perfect time.

Key words : *Pharmaceuticals Company, Hr Policy, Recruitment Process, Selection Process, Vacancy Confirmation.*

Prelude

The pharmaceutical industry in Bangladesh is one of the most developed hi-tech sectors within the country's economy. The industry contributes about 1% of the total GDP. There are about 250 licensed pharmaceutical manufacturers in the country; however, currently a little over 100 companies are in operation. It is highly concentrated as top 20 companies produce 85% of the revenue. According to IMS, a US-based market research firm, the retail market size is estimated to be around BDT 84 billion as on 2011. One of the reasons for this growing success of the pharmaceutical companies operating in our country is the skill, efficient and technologically sound labor force. Human Resources Management department plays a vital role for this success. Now-a-days, Manpower is considered as a valuable part for the efficient productivity of an organization. But it is very tough & challenging job for efficiently dealing with various manpower.

Objectives

The purpose of the study is to analyze and evaluate the overall recruitment process of Sanofi Aventis and figure out the best practice which can be beneficial for the company like Sanofi Aventis.

Our research specific objective of the study is to support the HRD of Sanofi Aventis in order to simplify the recruitment process in an effective way and bring improvement in the necessary areas so that the company can grow big and strong in a simplified and efficient manner. This will be resulting from the proper implementation of the recommended strategies which will eliminate the constraints from the process. The findings and analysis of this study will provide some new ideas and recommendations which might help the authority to make development in terms of the era of recruitment.

Review of Related Literature

The proper start to a recruitment effort is to perform a job analysis, to document the actual or intended requirement of the job to be performed. This information is

captured in a job description and provides the recruitment effort with the boundaries and objectives of the search. Oftentimes a company will have job descriptions that represent a historical collection of tasks performed in the past. These job descriptions need to be reviewed or updated prior to a recruitment effort to reflect present day requirements. Starting recruitment with an accurate job analysis and job description insures the recruitment effort starts off on a proper track for success**. (McBey, Kenneth J. and Belcourt, Monica.2008).**

Barron, Bishop, and Dunkelberg (1985) in their study distinguished between an intensive margin and an extensive margin of employer search.

While **Gorter and Ommeren (1994)** pushed the analysis one step further. The authors concluded that two main recruitment strategies can be identified: a sequential use of search channels, in which the first search channel chosen is usually the informal channel, and additional search channels are activated one after the other; and an "adding to the pool" strategy in which the first search channel chosen is basically advertisement and later one or more search channels are activated in order to enrich the pool of available applicants.

DeCenzo, **David** A. and **Robbins**, **Stephen P (2006)** in their book "Fundamentals of Human Resource Management" mentioned that "**Recruitment** is the process of attracting, screening, and selecting qualified people for a job at an organization or firm. It is undertaken by recruiters. It also may be undertaken by an employment agency or a member of staff at the business or organization looking for recruits"

Research Methodology

In the present study, methodology is taken to indicate the underlying principles and methods or organizing and the systems or inquiry procedure leading to completion of the study. This chapter deals with various methodological issues relating to the study like study of various books, web site of Sanofi-Aventis, HR policies of pharmaceutical industry (2010), Vacancy policy guideline of SAB then made a qualitative and little quantitative research applications.

For formulating the study the two main type's data are-

Sources of Data

Primary Data

This type of data is collect from Interview, Observation, and Work with them.

Secondary Data

This type of data are collect from Banks papers, Magazine, Booklets, Hand note, Annual Report, Prospectus, Other.

Evaluation of *Recruitment Process* of Sanofi- Aventis

The recruitment and selection is the major function of the human resource department and recruitment process is the first step towards creating the competitive strength and the strategic advantage for the organizations. Recruitment process involves a systematic procedure from sourcing the candidates to arranging and conducting the interviews and requires many resources and time. A general recruitment process is as follows:

Identifying the Vacancy

The recruitment process begins with the human resource department receiving requisitions for recruitment from any department of the company. These contain:

- Posts to be filled;
- Numbers of persons;
- Duties to be performed;
- Qualifications required.

Preparing the job description and person specification

Job description will be provided to the employees when he or she is appointed, transferred, promoted or newly assigned. The Line Manager will ensure that their employees have the appropriate and updated job description.

Vacancy Announcement

Vacancies may be filled either through exclusively internal recruitment or through both external and internal recruitment. However, management may decide direct promotion or placement based on performance instead of making any internal/external advertisement.

Recruitment Process of Entire Sales Force

Sales Force Area covers the recruitment criteria, process and procedure of selecting the right candidate to fill up the vacant positions in the sales force.

Objectives of Sales Force Recruitment Process

- Adding value to overall organizational effectiveness by attracting & selecting a pool of acceptable/exceptional people;
- Ensure the qualification of better & qualified candidates through a transparent selection method;
- Meet up of head count requirement in Sales Force;
- Identifying the gap between availability and requirement of personnel.

The sales force area of Sanofi-Aventis Bangladesh currently covers –

- Jr. /Medical Information Associate;
- Oncology Associate;
- Diabetes Educators;
- Area Sales Executive/Manager;
- Regional Sales Manager.

There should be a need of minimum 20 sales forces namely Jr. /MIA, before a fully fledged recruitment can be launched. Other than Jr. / MIA for minimum 3 vacancies a recruitment process can be initiated. A complete recruitment process includes the followings:

- Approved Recruitment Request/vacancy confirmation in line with approved headcount;
- Design of advertisement in compliance to company's branding guide;
- Placing advertisement in preferred daily newspapers;
- Selection process;
- Result announcement;
- Joining/ Induction training.

Source, Method & Communication Message:

- Recruitment methods mainly focused on advertisement in selected daily newspapers. Methods includes;
- Walk-in Interviews;
- Written Exams;
- An Interview;
- Employee Referrals.

Communication Message gives a clear picture of the vacant position and Sanofi Aventis itself. The message conveyed to the targeted pool of applicants.

Selection Process

- **Application Screening**

During the initial screening, the recruiter checks for completeness of the application, along with a comparison against the job requirements. Once the application is screened, and it is determined that the application meets the initial requirements, the recruiter can move the candidate forward to the next step of the hiring process. If an application is not deemed a proper fit to continue, the company will disqualify the candidate.

Written Assessment

- The written assessment process might contain the followings:
  - Analytical Ability;
  - English Language Understanding;
  - Mathematical Problems;
  - Questions Related to the Activities of Pharmaceuticals etc.

Interview

- Some of focal points of Interview board are given below:
  - Verbal ability of the candidates are tested;
  - Minimum one of the interview members must be a HR representative;
  - Candidate's knowledge about pharmaceutical operation as well as the knowledge of Sanofi-Aventis Bangladesh Limited is tested;
  - The interviewers need to fill up the interview sheet and the decision about the candidate.

Walk-in-Interviews

- Focal factors of walk-in-interviews are:
  - An interview board of at least two members, whose minimum qualification should be Area Sales Manager. Moreover, one of the members has to be from the sales department;
  - Written exams are taken for this interview;
  - Verbal ability of the candidates are tested with the help of word/ spelling

sheets, English and Bengali newspaper clippings;

- Candidate's product knowledge and also about the important brands of Sanofi-Aventis Bangladesh Limited is tested as well.

Joining (Jr. /Medical Information Associate)

After successful completion of induction training program, the list of the successful candidates is provided by the training department. In harmonization with HRD the business function selects the number and persons for their department as per approved head count. After receiving the posting from business units, HRD gives Appointment to the candidates and communicates their place of posting and other formalities.

Diabetes Educator / Oncology Associate

Short-listed candidates for the post of Oncology Associate/ Diabetes Educator must be processed with written and interview segment. After that selected candidates are offered employment in the organization. After accepting the offer the candidates are provided with the joining kit to join within a precised time period.

Compensation and benefits

Reward and benefit package of the candidate will be given as per the approved package for the candidate depending on the job grade and assigned responsibilities that is aligned with the pay structure of the current employees of same level and also as per company policy.

Authority to amend

The administration committee reserves the right to change or make omission of the laid down Rules & Regulations partly/fully from time to time as per the requirement. Dismissal of employment can happen by various reasons like – Misconduct, Convicted by Court etc.

6.2 Recruitment process of Marketing & Support Function

- Recruitment request by coordinate with concurrent managers;
- Vacancy advertisement posted by the HR Department through online or newspaper;
- Schedule panel interviews;

- The Human Resources Department will contact the candidates by letter/ phone for appearing in the test/interview;
- Make initial shortlist for entry level and send to responsible line managers/heads for further screening;
- Upon completion of the test and interview the selection committee will discuss about candidates among themselves and prepare the outcome of the process. In the write up the panel will put their recommendations about the selection with signature;
- Maintain database for potential CVs for future openings;
- Request candidates for selection test;
- After completion of the selection process (written & interview) the selected candidates are offered employment in the organization;
- After accepting the offer the candidates are provided with the joining letter to join within a specified time period;
- The candidates those who are got appointment letter go for medical test;
- Obtaining necessary approvals if needed.

Analysis and Interpretation of the Survey Data

Recruitment Process Analysis

For Sanofi-Aventis, it is very important to find out the best candidate who belongs to the group of potential pool of candidates. The best employees get the job done, are a pleasure to manage and help the company grow. Recruitment that focuses on simply hiring warm bodies can cause headaches and unanticipated problems. The quick hire can require hours of supervision and time spent in discipline, retraining and worst case, termination. In view of the fact that it is a pharmaceutical company which deals mainly about healthcare products; the best concerned candidates are supposed to be from medical, pharmacy or science background. Apart from that all other concerned areas, for example- IT, Business, law etc are also potential sectors from which Sanofi Aventis needs to recruit to fulfill the employee headcount demand.

In the study, a way to support the HRD of Sanofi Aventis was tried to be found in order to simplify the recruitment process in an effective way and bring improvement in the necessary areas. This will be resulting from the proper implementation of the recommended strategies which will eliminate the constraints from the process. The findings from the survey done on 50 employees of Sanofi Aventis provided some new ideas and recommendations to make

development in terms of the era of recruitment. They were provided with a questionnaire and the answers of the questions of the questionnaire found out the actual positioning of Sanofi-Aventis' recruitment process and its efficiency.

- In the feedback form, first asked question were the preference towards pharmaceutical sector in terms of career development.

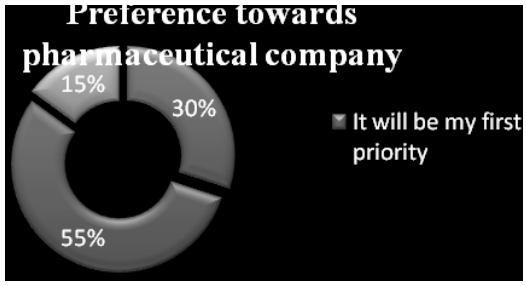

In the survey, 30% people were found agreed that for career development their first choice is pharmaceutical companies and then 55% people said pharmaceutical sector will be among the top 5 options to build their career. Other 15% people have less interest for this sector. So, it shows majority percent of people are now trying to involve more in pharmaceuticals.

- On response to the second question which was on the most effective recruitment process, 40% of 50 employees voted for written and interview methods.

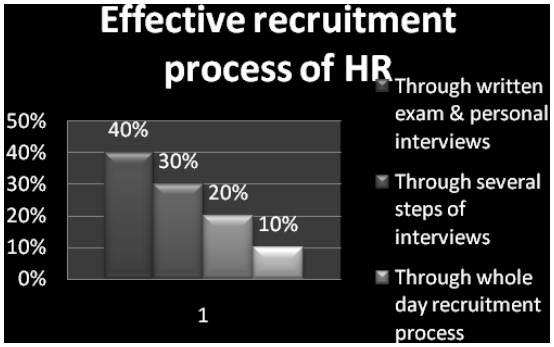

30% liked just the interview steps rather than written exam, then 20% are more into whole day recruitment process and rests are interested in other steps of recruitment. So, it can be inferred that more people like written and interview both as a recruitment process.

- Next question was to find out the parameter of selecting a qualified candidate according to the current employees' point of views. Sanofi-Aventis mainly

focused on educational background and results in terms of hiring people. But employees gave a bit different picture. 45% employees think communication & personal skills are more important for a person to get involved in his/her job and helps to give the best shot. Educational qualification is also a must. 30% people were agreed on that. Among rests 15 % believe in sincerity and 10 % believe on other skills.

- In the fourth question, the employees' reaction on the time manner and scheduling about the interview session were found out. Employee's point of view towards Sanofis' recruitment process's time line is a matter of importance to analysis the overall recruitment process. They gave me a range of reflections on this issue. 15% people said the process is very long, 30% said a bit long, 13% said its short and 7% said they have no idea about the time period of whole process. Rest 35% said the time period is average neither too long nor short. Judging the time period of recruitment process is always

depends on one's personal evaluation. But mostly think sanofi's process of hiring people is a bit long.

In the next question, whether Sanofi can implement its recruitment policy on them in a proper way majority (57%) said Sanofi Human Resource Department can easily implement the hiring policy on them. But 43% think Sanofi HRD cannot do that on them.

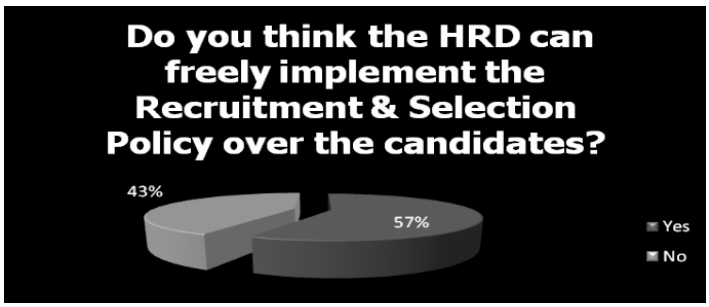

- Lastly the employees were asked about their satisfactory level towards overall recruitment process. The survey result showed 12% very satisfied, 8% more than satisfied, 20% normally satisfied, 35% average satisfied and only 25% not at all satisfied. So, Sanofi HRD should more concentrate on improving recruitment process in a good manner to get 100% satisfaction from employees.

Recommendations

On the basis of findings, a bunch of recommendations are put here for Sanofi Aventis's recruitment process.

Improving Sales Force Motivation Pack

Sanofi-Aventis' employees especially sales force related employees identified the needs to be reinforced and communicated clearly. Motivation factor of Sanofis' was found a bit lows. By increasing the motivational factors, company can make a boost among the employers.

- **Implement Diversify Recruitment Process**

  Sanofi Aventis always prefers educational qualification more rather than other skills in the recruitment process. It sometimes hampers the hiring process. Especially for sales force dynamism, creativity, good communication skills should be given more emphasis rather than educational qualification.
- **More Specific and Time-Effective Recruitment Process**

  Lots of employees think time period is a bit long in terms of recruitment. It should be processed in specific and perfect time. Time period shouldn't be so long because candidates get stuck in it.

Conclusion

Sanofi Aventis aim to be, beyond doubt leader in the field of global pharmaceutical companies. To achieve this goal, Sanofi Aaventis has to develop its employee panel as most promising and all rounder and also for ready to take any challenge. They have to be capable for each operating country office with local competencies. Recruitment process of Sanofi Aventis is already well-appreciated to all but still now HRD need to improve some policies and steps to make it compatible with challenges.

References

1. Armstrong, M. (2006), "A Handbook of Human Resource Management Practice", 10th Edition, Kogan Page, London.
2. De Cenzo, & Robbins (2005) "Fundamental of Human Resource Management", 8th Edition, USA.
3. Fisher, C. D., schoenfeldt, L. F., & Shaw, J. B. (2004). "Human Resource Mangement", 2nd Edition, New Delhi- Bizantra
4. Graham, H & Bennett, R (1998), "Human Resources Management (Frameworks Series)", 9th Edition., Pitman Publishing, U.S.A
5. Mello, J. A. (2009). "Strategic Human Resource Management", 6th Edition, Nelson Educaiton, United State
6. Robert L. Mathis, John H. Jackson(2010), "Human Resource Management" 13th Edition. South Western Cengage Learning, USA.
7. Rahman, M. A. (2012). "Human Resource Practice in Bangladesh", Neela Publicaitons, Dhaka
8. Rahman, M. A. (2011). "Human Resource Management" 3rd Edition, University publication, Dhaka
9. Annual Report of Sanofi Aventis, 2011, 2012, 2013
10. C. R. Kothari "Research Methodology: Methods and Techniques." 3rd edition.
11. W.G. Zikmund, "Business Research Methods"
12. Devis and Consenza. "Business Research for Decision Making."
13. http://en.sanofi.com/home.asp
14. http://en.sanofi.com/at-a-glance/edito.asp
15. http://en.sanofi.com/ethics_responsibilities/being_sanofi.asp
16. http://reportingrse.sanofi-aventis.com/web/
17. http://www.sanofi-aventis.com.bd/l/bd/en/index.jsp
18. http://www.sanofi-aventis.com.bd/l/bd/en/layout.jsp?scat=2B2B8263-1505-4358-B9E4-51C279398C98#p12
19. http://www.buzzle.com/articles/recruitment-process-steps.html
20. http://en.wikipedia.org/wiki/Recruitment
21. http://en.sanofi.com/binaries/Sanofi_RA_EN_tcm28-24842.pdf
22. http://www.careers.sanofi-aventis.co.uk/job-search-and-apply/the-recruitment-process
23. http://www.sanofi-aventis.us/l/us/en/layout.jsp?scat=F3CCA6EA-4A34-4556-B3A3-5928506111E5
24. http://www.sanofipasteur.us/sanofi-pasteur2/front/index.jsp?siteCode=SP_US
25. http://en.sanofi.com/research_innovation/rd_key_figures/rd_key_figures.asp

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Adoption and Satisfaction of Debit Card Users in Sylhet City: Selected Private Commercial Banks of Bangladesh

S. M. Saief Uddin Ahmed*

Abstract

The study explores a good number of educate people use debit card; hence, 36 per cent debit card users are graduate and 26.7 per cent have completed post-graduation. It also reveals 35.9 per cent of users have monthly income Tk. 20000 to Tk. 30000, 53.9 per cent of users using debit card for 1 to 3 years and 74 per cent of users using debit card for less than 10 times per month. From factor analysis, four factors such as e-commerce, network and bank management, social and time management and safety are the major influencers; these four factors have combined variance of 52.38 per cent of the decision regarding adoption of debit card by the users. ANOVA shows there is a significant difference between the debit card users of selected PCBs banks with overall satisfaction. Chi-Square suggests four PCBs have strongly related with overall satisfaction.

***Key words**: Debit cards, PCBs, Factor analysis, K-S test, One way ANOVA*

* Assistant Professor, Department of Business Administration, Sylhet International University, Email: ahmedsaief@gmail.com

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

Introduction

In the era of electronic banking, the importance of debit card has been increased tremendously. Card appears as a powerful economic engine, stipulating growth and generating new opportunities. A debit card (also known as a bank card or check card) is a plastic card that provides the cardholder electronic access to his or her bank accounts at a financial institution. Debit cards appear to serve primarily as a substitute for cash and checks. Debit card is a great financial tool

Figure 1: Bank wise distribution of debit card, ATM booth and POS in Bangladesh (as on August 31, 2013)

Category of banks	Debit card	Bank's name	ATM booth	Bank's name	POS
Private commercial banks	67,92,800	DBBL	2,403	The City Bank Ltd.	6,911
Foreign commercial banks	3,82,356	Brac Bank Ltd.	333	DBBL	6,559
State-run banks	57,398	IBBL	295	Brac Bank Ltd.	3,435
		AB Bank Ltd.	231	National Bank Ltd.	1,800
		Other banks	1,970	Prime Bank Ltd.	1,500
				Other (seven banks)	2,019
Total	72,32,554	Total	5,232	Total	22,224

Source: Newage, September 28, 2013

Figure 2: Number of bank debit cards, Booth and POS in Bangladesh (as on August 31, 2013)

Product name	Total number	Top bank/Number
Debit card	72,32,554	DBBL (30,98,047)
POS terminal	22,224	The City Bank (6,911)
ATM Booth	5,232	DBBL (2,403)

Source: Newage, September 26, 2013

used every day for making life easier by giving access to cash while transacting. Debit cards allow cash to be drawn from an ATM booth or shopping to be done; hence eliminate the need to have actual cash at hand during purchase.

Literature review

Saha S (2010) reported that especially the young generation considers the use of plastic money both smart and trendy. Bank employees, corporate executives, officials of multinationals companies and businessmen are the main users of debit or credit cards. The main reason for the popularity of plastic money in Bangladesh is the lack of security. It is risky to carry large amounts of cash all the time. So usage of plastic money makes people feel relaxed and less at risk. Statistics indicate that debit and credit cards are slowly overtaking cash as a popular method of payment and receiving short term loans [1].

The daily star (2012) reported that once Bangladesh join the National Payment Switch (NPS), a customer will be able to draw cash from any ATM and POS (point of sale) in the country by using credit or debit card. Transaction costs will significantly go down as the transactions will be routed through the NPS. Purchase and sale can be done with cards through the internet and web portals within the country. Banks can ultimately reduce fees paid by customers [2].

Hossain S (2006) wrote that consumers are migrating from writing cheques for recurring payment to using debit cards for on and offline bill payment. Growing number of consumers find debit card products as a convenient and secure alternative to cash and a compelling way to 'pay now'. Debit products now account for more than 50 percent of global sales volume. The debit solution help banks build stronger and more profitable customer relationships, often create relationship with the banking community [3].

Parvin A and Hossain S (2010) found that customer use debit card either for money withdrawal or for purchase of goods and services or for both. Their study showed 80 percent respondents use debit card for money withdrawal, while 20 percent use debit card for purchasing goods and services. They also showed 90 percent of respondents use debit card because it saves time [4].

Uddin Z AKM (2013) explained that the huge number of credit and debit cards indicated that the electronic and online-based transactions had attained much popularity in the country. Besides, awful traffic jams in the major cities of the country also encouraged the bank's clients to take the service through card based transactions. Financial transactions through POS machines have also increased in the recent years as a number of banks set up POS terminal in different supermarkets [5].

Uddin Z (2013) reported that nine foreign commercial banks (FCBs) and 39 local commercial banks are now operating banking operation in the country. All banks

issued 72,32,554 debit cards to their clients; the PCBs issued 67,92,800 and the FCBs 3,82,356 debit cards as on August 31, 2013; amongst Dutch-Bangla Bank issued the highest number of debit cards. The DBBL issued 30,98,047 debit cards or 42.83 percent of the total debit cards issued by the scheduled banks [6].

Rahman F (2014) explained that in Bangladesh, consumers spend Tk. 10,000 crore a year in cash to make their everyday purchases. Only 1 per cent of the amount happens electronically; whereas India and Sri Lanka spend 3 per cent of their total purchases electronically while the global average is 16 per cent. Consumers in countries such as South Korea, Canada and New Zealand make 50 per cent of their purchases electronically. Bangladesh has three million debit card holders. The sales volume stood at about $1 billion per year [7].

Kalam A et al. (2012) studied the present scenario and nature of user of debit cards of some selected banks in Rajshahi city of Bangladesh with respect to various aspects such as convenience of using, promptness of card delivery, hidden cost, risk free, number of booth, quality of service etc. [8].
Zani and Berzieri (2008) emphasized that Customer Satisfaction (CS) is a key performance indicator of the activity of a firm or a corporation. CS is an abstract term and can be considered as a latent variable. The usual measures of CS involve a survey with a set of questions. The overall satisfaction may be measured by a single direct question or by several manifest variables relating to the different domains of satisfaction. These variables are often on ordinal scale with different numbers of categories (binary, Likert scale with 5 or 7 modalities, scores from 1 to 10, and so on)[9].

Objectives of the study

- To identify the demographic profile of the debit card users of selected private commercial banks in Sylhet city
- To find out relationship between debit card users and their debit card usage pattern
- To highlight the factors affecting to adopt debit card by the users
- To measure the overall satisfaction of using debit card among selected private commercial banks' user

Analysis and Discussion

Table 1, shows the One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test as to find out whether the data form a normal distribution, as the Sig. column have 0.000 value in all row

Research design

Research type	Descriptive
Sources of information	Primary and secondary
Types of data	Primary
Sampling design process	Questionnaire with three parts: Part A, Demographic information of debit cards user such as name, age, gender, profession, income, education. Part B,Debit card adoption criteria Sixteenvariables, were designed in a Likert scale format which is given five point rating scale ranges from unimportant to very important. Part C,Satisfaction measurement of debit card users Sixteen variables were designed in a Likert scale format which is given five point rating scale ranges from very unhappy to extremely satisfied.
Target population	Debit card users in Sylhet city, Bangladesh.
Sampling technique	Convenient Sampling
Sample Size	722
Sampling frame	Five private commercial banks (Dutch-Bangla Bank Ltd., Brac Bank Ltd., Eastern Bank Ltd., Prime Bank Ltd., Islami Bank Bangladesh Ltd.) with twelve different branches in Sylhet city, Bangladesh
Method of administering questionnaire	Personal interview with debit card user; average interviewing time was 15-20 minutes
Execution	The survey was conducted over a period of 25 days in the month of May - June 2014.
Statistical tools employed	Kolmogorov-Smirnov Test, Kruskal-Wallis One-Way ANOVA, Frequency table, Crosstab, Correlation, Factor analysis, Chi-Square test.
Data analysis and interpretation	Statistical Packages for Social Sciences (SPSS)

it suggests to use non parametric analysis and the data are not form normal distribution.

Table 2, one-way non-parametric ANOVA (Kruskal Wallis test) shows there is a significant difference between the groups (debit card users of selected PCBs banks)) with age (p = .001), marital status (p = .003), profession (p = .018), income (p = .000) and frequency of using debit card (p = .000)

Table 3depicts 34.5 per cent debit card users from three branches of DBBL and 17.6 per cent from two branches of Brac Bank Ltd. and 25.9 per cent from four branches of IBBL and rest 22 per cent is from three branches of two different banks.

Table 4 shows that79.5 per cent is male and 20.5 per cent is female debit card users; whereas 49.8 per cent male belongs to the age group of 25 – 34 and 12.1 per cent female belongs to the same age group.

Table 5 shows from 39.3 per cent is businessperson 20.1 per cent is unmarried, out of 21.1 per cent of banker 11.2 per cent is married and 18. 1 percent is from private companies officials from whom 9.6 per cent is unmarried. As a whole, 50. 7 per cent of debit card users are unmarried.

Table 6 shows 36 per cent debit card users are graduate, 26.7 per cent have completed Master and 21.1 per cent have completed HSC. Percentage shows good number of educated people using debit cards.

Table 7 depicts 53.9 per cent of users using debit card for 1 to 3 years and 22.1 per cent of them using debit card for 4 to 6 years. Meanwhile 35.9 per cent of users have monthly income Tk. 20000 to Tk. 30000 and 32.2 per cent of users have monthly income of below Tk. 20000.

Table 8 shows 74 per cent of users using debit card for less than 10 times per month and 28.2 per cent of them have income between Tk. 20000 to Tk. 30000. Meanwhile 19.7 per cent of users using debit card for 11 to 20 times per month.

The correlation table 9, shows there is strong relationship with debit card users' income and frequency of using debit card per month and duration of using debit card as the p = .000.

The correlation table 10, shows there is significant relationship (p = .010) between debit card users' profession and duration of using debit card; but there is no significant relationship (p =.089) between debit card users' profession and frequency of using debit card per month.

Adoption of debit card: Factor analysis and discussion

By conducting factor analysis, we have tried to identify the factors behind users' adopting debit card, the first step in this analysis has been to measure the appropriateness of factor analysis and the following results here have been produced to make the decision.

Hypothesis testing

H_0:R^2_{pop}=0 the variables are uncorrelated in the population

H_1:R^2_{pop}≠0 the variables are correlated in the population

Hypothesis can be tested through Bartlett's Test of Sphericity. Table 11 suggests significant value (0.000) of Bartlett's Test of Sphericity rejects the null hypothesis. A high value of chi square leads a .000 significant value which ultimately rejects null hypothesis. As a result it can be said that factor analysis is an appropriate technique where all the variables are correlated in the population. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy is another important method to determine the appropriateness of factor analysis. A value greater than 0.5 indicates that correlation between pairs of variables can be explained. Here the result is .834 which is positive and is a sign of the appropriateness of factor analysis.

Descriptive statistics

From the table 12, looking at the mean, we can say that such variables feeling relax not to carry cash all the time (4.37), less risky (4.3), transaction speed is faster than check (4.3), cash from ATM @ 24 hours a day (4.28) etc. can play important impact on adopting debit card by the users. Debit card gives users a relax feeling not to carry cash all the time, is the most important variable that for adopting debit card. It has the highest mean of 4.37.

From the output of table 13 shows extraction sums of squared loadings show variables that are retained. Here 4 components are retained which have total 52.38 per cent of the total variance. We noticed that the first factor accounts for 25.69 percent of the variance, the second 12.06 per cent, the third 7.94 percent and the fourth 6.70 per cent.

Determination of the number of the factors

Here in this study, we are extracting 4 factors and our decision is based on the following grounds:

- We are extracting those factors whose eigen value is more than 1 and 4 factors have that score.
- The cumulative variance of 4 factors is 52.38 per cent which is satisfactory.
- Scree plot (appendix: chart 1) gives an idea about the number of factors to be extracted.

Rotated Component (Factor) Matrix

Looking at the table 13, we can see the factor loadings for each variable. We went across each row, and highlighted the factor that each variable loaded most strongly on (by suppress small coefficient below 0.60).

Based on table 14, factors loadings and the factors represent:

- Variables such as I choose it to purchase through the internet and web portals (.767), I choose because I am able to pay utility bills like telephone/mobile bills, electric bills, gas and water bills (.704) and I am able to shop through Point of Sale (POS) (.682) loaded very strongly on factor 1 named E-commerce factor.
- Variables such as I choose because network coverage is enough for this city (.682), I choose because Debit card can generate new opportunity (.637) and I choose because It is one of the ways to create relationship with banking community (.614)loaded strongly on factor 2 named network and Bank management factor.
- Two variables such as I choose because it is the popular electronic payment system (.641) and I am able to save valuable time, not having physically appeared at bank for drawing cash (.636) loaded strongly on factor 3 named Social and Time management factor.
- Factor 4 such as I choose debit card to feel relaxed not to carry cash all the time (.749) and I choose debit card because it is less risky (.690) loaded significantly, this factor is given the name of Safety factor.

Overall Satisfaction Measurement of debit card users

Table 15, one-way non-parametric ANOVA (Kruskal Wallis test) shows there is a significant difference between the debit card users of selected PCBs banks with overall satisfaction (p = .000)**.**

The Chi-Square test, Table 16, suggests debit card users' of four PCBs such as DBBL (p = .000), BBL (p = .000), EBL (p=.005) and IBBL (.003) have strong relationship with overall satisfaction.

Conclusion

The study successfully identified the reasons behind customers' of five top rank PCBs choose debit card and their overall satisfaction after adopting debit card. Debit card is undoubtedly strongly related with modern economy; ecommerce and

e-payment is not possible without the spread of plastic money. Although the card penetration is very slow in Bangladesh; sales volume stood at about $1 billion per year. In order to increase the penetration of card, all commercial banks should come forward with master plan and consumer education regarding debit card facilities and advantages arising from it need to be taught. Finally, all commercial banks in Bangladesh can carefully look into the adoption factors before they offer debit card to the user. Nevertheless, a comprehensive study can be done regarding debit card having involved much more socio-economic factors and most of the commercials banks in Bangladesh so that the debit card industry can penetrate quickly and contribute more in the country's emerging market and gross domestic product.

References

1. Saha S. "Plastic money syndrome." *Start Tech,* The Daily Star, July 30, 2010.
2. The Daily Star correspondence. "BB opens gateway to e-commerce." *The Daily Star*, October 28, 2012.
3. Hossain S. "Modern banking: prospect of card business." *Point – Counterpoint*, The Daily Star, Volume: 5, Num: 620, February25, 2006.
4. Parvin A and Hossain S MD. "Satisfaction of debit card users in Bangladesh: A study on some some selected private commercial banks." *Journal of Business and Technology*, Volume: V, issue: 02 pp. 88- 100, July-December, 2010.
5. Uddin Z AKM. "80.85 lakh debit, credit cards in market: BB report." *New Age,* September 26, 2013 available at http:// www.newagebd.com/detail.php?date=2013-09-26 & nid=66811#.U1cy HfmSw 8
6. Uddin Z AKM. "Issuance of debit, credit cards; So Bs way behind PCBs, FCBs." *New Age,* September 28, 2013 available at http:// www.newagebd.com/ detail.php?date= 2013-09-28&nid=67072#.U1ct DfmSw 8
7. Rahman F Md. "Mobile banking key to financial inclusion." *The Daily Star,* March 04, 2014.
8. Kalam A, Uddin J Md. and Oan N Md. "Present status and nature of user of debit card in Bangladesh." *Bangladesh research publications journal*, volume: 6, issue: 3, pp. 291-304, January – February, 2012.
9. Zani S and Berzieri L. "Measuring customer satisfaction using ordinal variables: an application in a survey on a contact center."*Statistica Applicata,* volume: 20, n. 3 -4, pp. 331, 2008.

Appendix:

Table 1 : One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	N	Normal Parameters[a,b]		Most Extreme Differences			Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Absolute	Positive	Negative		
Respondents' age	679	29.70	6.848	.153	.153	-.081	3.974	.000
Respondents' gender	722	1.20	.403	.490	.490	-.307	13.159	.000
Marital status	718	1.52	.511	.343	.329	-.343	9.179	.000
Profession	702	2.54	1.726	.225	.225	-.186	5.962	.000
Respondents' income	716	2.20	1.152	.246	.246	-.148	6.589	.000
Education	722	4.48	1.445	.280	.161	-.280	7.512	.000
Selected Banks	722	3.09	2.061	.223	.223	-.180	5.992	.000
Frequency of using Debit card per month	691	8.33	6.719	.199	.199	-.150	5.224	.000
Duration of using Debit card	713	2.16	.786	.300	.300	-.238	8.013	.000
Debit card adoption criteria related variables								
I choose debit card to feel relaxed not to carry cash all the time.	722	4.37	.799	.322	.216	-.322	8.644	.000
I choose debit card because it is less risky.	722	4.30	.888	.287	.214	-.287	7.720	.000
I am able to shop through Point of Sale (POS).	722	3.51	1.119	.248	.151	-.248	6.674	.000
I choose because I am able to draw cash from any ATM @ 24 hours a day.	722	4.28	.875	.292	.206	-.292	7.857	.000
I am able to save valuable time, not having physically appeared at bank for drawing cash.	722	4.08	.940	.244	.164	-.244	6.566	.000
I choose it to purchase through the internet and web portals.	722	3.22	1.280	.182	.115	-.182	4.881	.000
I choose because transactions' transparency is available via mini statements or receipt after transaction.	722	3.69	1.064	.224	.137	-.224	6.026	.000
I choose because bank charges or hidden cost is reasonable for debit card.	722	3.43	1.119	.218	.134	-.218	5.858	.000
It is very much flexible.	722	4.06	.966	.230	.166	-.230	6.194	.000
I choose because I am able to pay utility bills like telephone/cell bills, electric bills, gas and water bills.	722	3.31	1.396	.202	.124	-.202	5.425	.000

	N	Normal Parameters[a,b] Mean	Std. Deviation	Most Extreme Differences Absolute	Positive	Negative	Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
I choose because It is one of the ways to create relationship with banking community.	722	3.61	1.138	.217	.122	-.217	5.839	.000
I choose because Debit card can generate new opportunity.	722	3.61	1.117	.229	.126	-.229	6.166	.000
I choose because it is the popular electronic payment system.	722	3.91	1.061	.264	.153	-.264	7.096	.000
It creates good image in society.	722	3.63	1.194	.209	.125	-.209	5.623	.000
I choose because its transaction speed is faster than cheque.	722	4.30	.875	.300	.212	-.300	8.074	.000
I choose because network coverage is enough for this city.	722	3.88	.959	.263	.171	-.263	7.059	.000
Satisfaction measurement variables								
Convenience	722	4.13	.817	.245	.203	-.245	6.578	.000
Risk free (secure)	722	4.28	.830	.283	.192	-.283	7.595	.000
Transaction through Point of Sale (POS)	722	3.66	1.096	.223	.132	-.223	5.984	.000
Cash availability of ATM booth	722	4.05	.926	.236	.154	-.236	6.335	.000
Save time	722	4.30	.869	.306	.212	-.306	8.224	.000
Online purchase through the internet and web portals	722	3.32	1.232	.210	.121	-.210	5.636	.000
Availability of receipt paper in ATM	722	3.77	1.013	.235	.151	-.235	6.326	.000
Bank charges/hidden cost or transaction fee	722	3.36	1.157	.212	.130	-.212	5.697	.000
Flexibility	722	4.02	.953	.246	.152	-.246	6.608	.000
Utility bills payments	722	3.40	1.291	.217	.107	-.217	5.822	.000
Service quality	722	3.94	.866	.264	.204	-.264	7.098	.000
New opportunities by advertisement	722	3.59	1.107	.226	.134	-.226	6.078	.000
Popularity	722	3.99	.898	.256	.186	-.256	6.877	.000
Social image	722	3.78	1.069	.226	.127	-.226	6.076	.000
Speedy and faster transaction	722	4.27	.844	.285	.193	-.285	7.649	.000
Network coverage	722	3.89	.933	.252	.176	-.252	6.779	.000

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Table 2: One-way ANOVA Test Statistics [a,b]

	Respondents' age	Respondents' gender	Marital Status	Profession	Respondents' income	Education	Frequency of using Debit card per month	Duration of using Debit card
Chi-Square	15.934	6.593	13.940	10.107	41.978	3.771	52.410	6.512
df	3	3	3	3	3	3	3	3
Asymp. Sig.	.001	.086	.003	.018	.000	.287	.000	.089

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Respondents (debit card users) from selected PCBs banks

Table 3: Debit card users of selected PCBs banks

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Dutch Bangla Bank Ltd.	249	34.5	34.5	34.5
Brac Bank Ltd.	127	17.6	17.6	52.1
Eastern Bank Ltd.	93	12.9	12.9	65.0
Prime Bank Ltd.	66	9.1	9.1	74.1
Islami Bank Bangladesh Ltd.	187	25.9	25.9	100.0
Total	722	100.0	100.0	

Table 4 : Cross tabulation between Debit card users' age and gender

		Respondents' gender		Total
		Male	Female	
Debit card users' Age	15 - 24	15.0%	5.2%	20.2%
	25 - 34	49.8%	12.1%	61.9%
	35 - 44	10.8%	2.8%	13.5%
	45 - 54	2.7%	0.4%	3.1%
	55 - 64	1.2%		1.2%
	65 - 74	0.1%		0.1%
Total		79.5%	20.5%	100.0%

Table 5: Cross tabulation between debit card users Profession and Marital status

		Marital status			Total
		Married	Unmarried	Others	
Profession	Businessperson	19.1%	20.1%	0.1%	39.3%
	Banker	11.2%	9.9%		21.1%
	Officials of private companies	8.0%	9.6%	0.4%	18.1%
	Officials of multinational companies	1.1%	2.1%		3.3%
	Officials of public companies	2.7%	3.0%		5.7%
	Teacher	6.6%	6.0%		12.6%
Total		48.7%	50.7%	0.6%	100.0%

Table 6: Education

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Below SSC	23	3.2	3.2	3.2
SSC	52	7.2	7.2	10.4
HSC	152	21.1	21.1	31.4
Diploma	34	4.7	4.7	36.1
Graduate	260	36.0	36.0	72.2
Master	193	26.7	26.7	98.9
Others	8	1.1	1.1	100.0
Total	722	100.0	100.0	

Table 7: Cross tabulation between debit card users' income and duration of using Debit card

		Duration of using Debit card				Total
		Less than 1 year	1 - 3 year	4 - 6 year	6 year and above	
Debit card users' income	Below Tk. 20000	7.4%	18.0%	5.2%	1.7%	32.2%
	Tk. 20000 - Tk. 30000	7.6%	20.2%	6.5%	1.6%	35.9%
	Tk. 30001 - Tk. 40000	2.3%	10.0%	5.0%	0.8%	18.1%
	Tk. 40001 - Tk. 50000	0.3%	3.1%	3.5%	0.8%	7.8%
	Above Tk. 50000	0.4%	2.5%	1.8%	1.1%	5.9%
Total		18.0%	53.9%	22.1%	6.1%	100.0%

Table 8:Cross tabulation between debit card users' income and Frequency of using Debit card per month

		Frequency of using debit card per month				Total
		Lowest thru 10 times	11 to 20 times	21 to 30 times	31 to 40 times	
Debit card users' income	Below Tk. 20000	27.4%	4.2%	0.4%		32.1%
	Tk. 20000 - Tk. 30000	28.2%	6.1%	1.3%		35.6%
	Tk. 30001 - Tk. 40000	11.0%	5.7%	2.2%		18.9%
	Tk. 40001 - Tk. 50000	4.9%	1.7%	1.0%		7.7%
	Above Tk. 50000	2.5%	2.0%	1.2%	0.1%	5.8%
Total		74.0%	19.7%	6.1%	0.1%	100.0%

Table 9 : Correlations

			Respondents' income	Frequency of using debit card per month	Duration of using Debit card
Spearman's rho	Debit card users' income	Correlation Coefficient	1.000	.279**	.213**
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000
		N	716	689	707
	Frequency of using debit card per month	Correlation Coefficient	.279**	1.000	.092*
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.016
		N	689	691	682
	Duration of using Debit card	Correlation Coefficient	.213**	.092*	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.016	.
		N	707	682	713

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Table 10 : Correlations

			Profession	Duration of using Debit card	Frequency of using debit card per month
Spearman's rho	Profession	Correlation Coefficient	1.000	-.098**	-.066
		Sig. (2-tailed)	.	.010	.089
		N	702	694	673
	Duration of using Debit card	Correlation Coefficient	-.098**	1.000	.092*
		Sig. (2-tailed)	.010	.	.016
		N	694	713	682
	Frequency of using debit card per month	Correlation Coefficient	-.066	.092*	1.000
		Sig. (2-tailed)	.089	.016	.
		N	673	682	691

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Table 11: KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.834
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	2457.971
	df	120
	Sig.	.000

Table 12: Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	Analysis N
I choose debit card to feel relaxed not to carry cash all the time.	4.37	.799	722
I choose debit card because it is less risky.	4.30	.888	722
I am able to shop through Point of Sale (POS).	3.51	1.119	722
I choose because I am able to draw cash from any ATM @ 24 hours a day.	4.28	.875	722
I am able to save valuable time, not having physically appeared at bank for drawing cash.	4.08	.940	722
I choose it to purchase through the internet and web portals.	3.22	1.280	722
I choose because transactions' transparency is available via mini statements or receipt after transaction.	3.69	1.064	722
I choose because bank charges or hidden cost is reasonable for debit card.	3.43	1.119	722
It is very much flexible.	4.06	.966	722
I choose because I am able to pay utility bills like telephone/mobile bills, electric bills, gas and water bills.	3.31	1.396	722
I choose because It is one of the ways to create relationship with banking community.	3.61	1.138	722
I choose because Debit card can generate new opportunity.	3.61	1.117	722
I choose because it is the popular electronic payment system.	3.91	1.061	722
It creates good image in society.	3.63	1.194	722
I choose because its transaction speed is faster than cheque.	4.30	.875	722
I choose because network coverage is enough for this city.	3.88	.959	722

Table 13: Rotated Component Matrix [a]

	Component			
	1	2	3	4
I choose it to purchase through the internet and web portals.	.767			
I choose because I am able to pay utility bills like telephone/cell bills, electric bills, gas and water bills.	.709			
I am able to shop through Point of Sale (POS).	.682			
I choose because bank charges or hidden cost is reasonable for debit card.				
I choose because network coverage is enough for this city.		.682		
I choose because Debit card can generate new opportunity.		.637		
I choose because It is one of the ways to create relationship with banking community.		.614		
It creates good image in society.				
I choose because it is the popular electronic payment system.			.641	
I am able to save valuable time, not having physically appeared at bank for drawing cash.			.636	
It is very much flexible.				
I choose because transactions' transparency is available via mini statements or receipt after transaction.				
I choose debit card to feel relaxed not to carry cash all the time.				.749
I choose debit card because it is less risky.				.690
I choose because I am able to draw cash from any ATM @ 24 hours a day.				
I choose because its transaction speed is faster than cheque.				

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 9 iterations.

Table 14: Factor labeling

Factor	Factor importance (% variance explained)	Loading	Variables included in the factor
F1	E-commerce factor (25.69%)	.767	I choose it to purchase through the internet and web portals.
		.704	I choose because I am able to pay utility bills like telephone/mobile bills, electric bills, gas and water bills.
		.682	I am able to shop through Point of Sale (POS).
F2	Network and Bank Managemen t factor (12.06%)	.682	I choose because network coverage is enough for this city.
		.637	I choose because Debit card can generate new opportunity.
		.614	I choose because It is one of the ways to create relationship with banking community.
F3	Social and Time management factor (7.94%)	.641	I choose because it is the popular electronic payment system.
		.636	I am able to save valuable time, not having physically appeared at bank for drawing cash.
F4	Safety factor (6.70%)	.749	I choose debit card to feel relaxed not to carry cash all the time.
		.690	I choose debit card because it is less risky.

Table 15: One-way ANOVA Test Statistics [a,b]

	Overall Satisfaction
Chi-Square	18.931
df	3
Asymp. Sig.	.000
a. Kruskal Wallis Test	
b. Grouping Variable: Respondents from selected banks	

Table 16: Chi-Square Test Statistics

Respondents from selected banks		Satisfaction on four factors (ten variables)
Dutch Bangla Bank Ltd.	Chi-Square	158.317
	df	33
	Asymp. Sig.	.000
Brac Bank Ltd.	Chi-Square	102.283
	df	36
	Asymp. Sig.	.000
Eastern Bank Ltd.	Chi-Square	50.011
	df	27
	Asymp. Sig.	.005
Prime Bank Ltd.	Chi-Square	30.970
	df	24
	Asymp. Sig.	.155
Islami Bank Bangladesh Ltd.	Chi-Square	62.690
	df	35
	Asymp. Sig.	.003

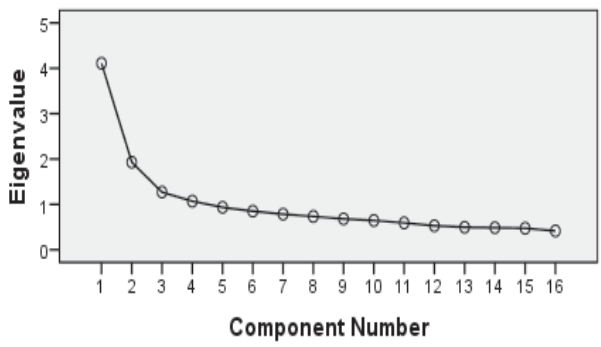

Chart 1: Scree plot

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Natural Resources and Development : Bangladesh perspective

Shishir Reza*

Abstract

Natural resources ensure economic development of any country by providing labor, capital and materials for the production of modern technology. Proper utilization of natural resource increases national income and improves the standard of living. Bangladesh is endowed with different natural resources such as coal, gas, minerals, ceramic soil, stone, forest, wind energy, coastal resources, ecological resources and water resources. But her institutional and technological ability is not yet advanced enough to properly explore and manage these resources indicates Research that there are four categories of countries around the world as far as natural resource exploration and management is concerned. In the first category, are America, England, Canada, Australia and France. They all utilize and control their own resources as well as the resources of other countries. China, Malaysia, and India are in the second category and they have developed their institutional capacities and utilize their natural resources themselves. Paraguay, Venezuela and Bolivia have established the ownership of natural resources in their countries with the help of a strong movement of the people to achieve it. They maintain and monitor their natural resources. These countries have agreements with multinational companies which are supposed to protect the interests of the people and the state. In Nigeria, Zimbabwe, and Columbia the people are often puppets of imperialistic countries and their multinational corporations. The general population in these countries even

* Post-graduate student of Japanese Studies, Japan study center, University of Dhaka, E-mail: Shishiresrm@gmail.com

cannot use their own resources. These comparisons can help to better understand the situation in Bangladesh. This paper attempts to discuss about the resources management, development by resources and rent-seeking in environmental sector in Bangladesh.

Keywords: *Natural resources, Economic development, Institutional capacity, Rent-seeking, corporate interest, Food security.*

Introduction

Environmental or natural resources are the sum total and outcome of the basic ecological variables such as energy (solar, geothermal and chemical energy), matter (both biotic and abiotic), space (in terms of earth's surface, both land and aquatic space), time (in terms of ecological changes through time) and diversity (biotic-biodiversity and abiotic variations in both space and time). Bangladesh has many natural resources, among the different regions, as compared to developed countries. The main natural resources are gas, oil, coal, ceramic soil, mineral sand, calcium carbonate, copper and precious stone, fertile land, forest and fisheries resources. But politics and rent-seeker international companies have introduced a neo-liberal system. Government of Bangladesh seems unable to balance the domestic price of gas and electricity with the international market. The people of Bangladesh are the actual owners of the natural resources but a neo-liberal pattern has created a elitist and class oriented platform. International interests have established some 'grabber' friendly institutions in Bangladesh. Packaged programmes aimed at development and economic reforms, imposed by international finance organizations, such as World Bank and International Monetary Fund control and influence our policies. As a result, our own government institutions are unable to explore and manage the natural resources themselves. This hinders long term sustainability in our country. The ecocentric approach to development, on the other hand, emphasizes environmental balance as well as material growth from a long term perspective. According to polish reform economist, Professor Grzegorz W. Kolodco, a better future depends on new pragmatism. It implies

1. Economically balanced development, which is one relating to the market of goods and capital, investment and finance as well as of labor.
2. Socially sustainable development, which is one relating to a fair, socially acceptable income distribution and appropriate participation of basic population groups in public services.

3. Environmentally sustainable development, keeping a proper balance between human economic activity and nature.

Environmental deterioration affects our long term sustainability and development. Fertile lands are being polluted by pesticides and fertilizers. Water pollution is increasing every day due to industrial waste, chemical waste, synthetic material and thermal water. Air is polluted by ash, particles, gas and other inimical emissions. Corporate 'grabbers' do not care about environmental pollution. They only think about profit from industrial production not the environment and human health.

Objectives of the study

1. To identify major natural resources in Bangladesh.
2. To determine the influence of international companies in Bangladesh
3. To explain 'Rent seeking' in Bangladesh.

Natural Resources in Bangladesh

- Total number of gas fields: 26
- Total number of gas field in production: 17
- Total reserve of extractable gas: 20.5 tcf
- Daily gas production about: 2000 mcf
- Production by petrobangla: 960 mcf
- Production by international companies: 1004 tcf

Bangladesh is the seventh-largest producer of natural gas in Asia. Natural gas plays a major role in the energy matrix of Bangladesh, since 90% electricity of Bangladesh is produced by natural gas. Presently, 2330 mmscfd gas is being consumed by power (41%), fertilizer (7%), industry and tea-state (17%), CNG (5%), Captive power (17%), Commercial (1%), domestic (12%) sectors respectively. Natural gas is the main natural resource in our country. There are total 26 gas zones in Bangladesh. According to the economic census of 2014, the total amount of gas reserve from 26 zones is 27.038 tcf. Coal is another natural resource in Bangladesh. The total amount of discovered coal is 2700 million ton which is equal to 37 tcf of natural gas. We have five main coal mines. Such as, Jamalganj and Joypurhat (reserve 1050 million tons), Brapukuria and Dinajpur (reserve 390 million tons), Klashipur (reserve 685 million tone), Dighipur (reserve 500 milliontons) and Phulbari and Dinajpur (researve 572 million tons). Basically, in terms of minerals, there are three major marine mineral deposits that include sulfides, nodules and crusts. Sulfides usually found in shallow water at anywhere from 800-2500 meters deep, are rich in gold,silver, lead and zinc.

Nodules are rich in copper, nickel, cobalt and manganese and are found in deep waters, crusts are rich in platinum, cobalt, nickel and manganese. We need effective and collective exploration system. Presently, Bangladesh have 308 million tons of calcium carbonate. There are about eight lacs ton of ceramic soil (also called white soil). Hard rock is available in our country. The amount of hard rock in our country is 1235 million tons. We have also sand such as zircon, rutail, zeolite, elmonait, monazite and magnetite, Copper, ammonia, salt and other minerals. The amount of mineral sand is 25 million tons. We have 9 million tons Silica sand. There are about 711 kilometers of coast line in the south region of Bangladesh. Besides fish, there is coral, stone, snail and oyster in this area.

Bangladesh has a 724 km long coast line and many small islands in the Bay of Bengal. The long term wind that flow, especially, in the islands and the southern coastal belt of Bangladesh indicate that the average wind speed remains between 3 to 4.5 m/s for the months of March to September and 1.7 to 2.3 for remaining period of the year. There is a good opportunity in island and coastal areas for the application of wind mills for pumping and electrification.

Bangladesh is a country filled with natural wonders and untouched reserves and home to a variety of unique and magnificent creatures with the congest unbroken sandy sea beach in Cox's Bazar, largest mangrove forest in estuary of Bay of Bengal, a number of coastal islands, hills, valleys, lakes and rivers across the country. Oceanic and coastal tourism should be considered in the context of other industries in areas such as contribution to Gross domestic product, quality of life and environmental sustainability. The coastal fauna of Bangladesh include 453 species of birds, 42 species of mammals, 35 reptiles and 8 amphibian species. A total of 301 species of mollusks and over 50 species of commercially important crustaceans and 76 species of fish from estuarine have been reduced so far in the coastal zone.

Blue Economy conceptualizes oceans as "Development Spaces" where spatial planning integrates conservation, sustainable use, oil and mineral wealth extraction, bio-prospecting, sustainable energy production and marine transport while maintaining the healthy functioning of the earth's ecosystem. The Blue Economy concept has ushered in a new horizon for Bangladesh after winning a positive verdict from a UN tribunal under the UN convention on the law of the sea after a three–decade old dispute over maritime boundaries with Myanmar and India. It has opened enormous potentials for Bangladesh.

Role of natural resources to economic development

Agricultural Resources: Agricultural resources are also called basic resources; because, these resources meet the basic needs of human beings (food, clothing and shelter) and also provide fodder and solid food (grains) to the domestic animals. Besides, agricultural resources provide raw material to agro-based industries. Agricultural resources and development of Bangladesh economy are interconnected. This sector provide/generate employment opportunities, gross domestic product, raw materials, and development. Agricultural resources include both agricultural lands as well as agricultural products.

Forest Resources: A total of 5% of the national income comes from forest resources. People harvest products such as bamboo, honey, fruit and wood from forests. Forest resources can contribute to industry, roads and communication systems. It increases government's income and creates employment opportunities and also helps to earn foreign currency.

Mineral Resources: Mineral resources fall in three broad categories such as metallic mineral ores, non-metallic minerals and fossil fuel minerals. Metallic mineral ores include iron ore, copper, lead, zinc, bauxite, silver, gold, nickel etc. Non-metallic minerals are mica, asbestos, graphite, sulphur, diamond, phosphate, potash, gypsum etc. Fossil fuel minerals include coal, mineral oil and natural gas. Natural gas and coal plays a vital role in the development of fertilizer and coal fired power plants in our country.

Ecological Resources: Ecological resources refer to all plant and animal resources in terms of individuals, species, communities, habitat's and ecosystems other than managed especially for financial gain. Ecological resources, in fact, are considered to be the real wealth of nations. Recently, more interests have been shown in the preservation and management of ecological resources because of their intrinsic value, aesthetic value, social benefits, scientific value, recreational value, educational significance and overall environmental value because the stability of natural ecosystems depends upon ecological balance.

Rivers: There are many rivers in Bangladesh. 76% of all fish consumed in this country comes from rivers. Rivers also increase the productivity and fertility of our land.

Rainfall: Agriculture, the backbone of Bangladesh economy depends on rain and appropriate climate. Rainfall increases agricultural production. It also creates new life in the forests and support the rivers. Besides, we have water resources, fisheries resources which are playing a vital role in the development of our economy.

Natural Gas: Bangladesh has been blessed with a heaven of natural resources. Its widespread use in power, fertilizer, industry and household has made it the energy choice in Bangladesh that accounts about 73% commercial energy of the country. The production of urea is one of the best ways of utilizing natural gas not only because the production technology is standard and mature but also due to Bangladesh's extensive experience in operating urea fertilizer plants. Around 30% of the country's natural gas is being used for fertilizer production. The demand of gas is increasing day by day. In our country, average daily gas production capacity is about 2000 million cubic feet where international companies produce 1040 million cubic feet and national companies produce 960 million cubic feet. At present the daily projected gas demand is 2500 million cubic feet. In order to balance the energy supply, govt. has taken different initiatives such as establishment of coal based power plant, hydroelectricity project, wind based power plant etc.

Coal: In our country, coal was first discovered by Geological Survey of Pakistan in 1959. Now Geological Survey of Bangladesh is doing well in terms of coal exploration and management. There are five coal zones discovered by BHP Mineral in 1997. Coal is an important source of electrical energy in Bangladesh. About 4.29% electricity produces by coal in our country. Coal produced from Barapukuria has good heating value, more than 6, 072 Kcal/kg (7th Five Year Plan, 2015). This level of quality coal can be used for coking coal, brick kilns, coal-fired power plant and steel production. Govt. has taken essential initiatives to explore and utilize more coal. At 2021, our target is produce 22,000MW electricity where 50% would come from coal. In order to meet the growing demand in Bangladesh, govt. is going to establish coal based power plant at different regions. Such as Rampal in Sundarban, Munshiganj power plant, Matharbari power plant etc.

We have to utilize all resources for the development of our country. Development depends on home grown development philosophy. Resource exploration and utilization capacity by own national agency is very essential. Because, natural resources ensure the electricity, quality food, better habitation and sustainable life settlement.

Influence of international companies on the exploration of natural resources in Bangladesh

Energy security is the key to the sustained development of any country's economy. Countries such as the US, Canada, Australia and Norway are rich in resources, and their energy is secured. However, availability of primary energy

resources does not automatically lead to prosperity of a country. For many countries, it may lead to a "corruption-underdevelopment-repression" trap. Even that traditional development indicators the gross domestic product (GDP) growth rate, does not always have a positive correlation with resource abundance. Many natural resource-abundant economies grow more slowly than economies that do not have substantial resources. Countries lagging behind in growth, such as Nigeria, Zambia, Sierra Leone, and Angola, are all resource-rich, while the countries known as the Asian tigers – Korea, Taiwan, Hong Kong and Singapore – are all resource-poor but are growth-smart. Basically, there are four kinds of countries around the world in terms of natural resources management.

America, England, Canada, Australia, France, and Germany are in the first category. They utilize their own resources as well as controlling the resources of other countries with multinational companies. For example, BHP Billiton is a UK company and Rio-Tinto is an Australian company with interests in other countries.

China, Malaysia, India, Brazil and Vietnam are in second category .They have developed their institutional capability and utilize their natural resources with their own agencies. They have developed these national agencies and are now expanding overseas. India has established a mineral exploration corporation, national remote survey agency, Indian bureau of mines, Coal India etc.

Paraguay, Venezuela, Bolivia, Ecuador and Argentina have established ownership of natural resources with a strong movement of the people. Now, they maintain and monitor their natural resources with a strong hand. These countries have treaties with multinational companies who now must work with the best interests of the public and state.

In **Sudan, Nigeria, Zimbabwe, Zambia, Angola, Sierra Leone and Columbia,** the people are victims of different imperialistic countries and multinational companies. Basically, they do not know what are their own resources. Common people are deprived of their own resources. They are also affected by local corporate 'grabbers' and rent seekers. This situation can help us understand the position of Bangladesh. Bangladesh Mineral and Gas Corporation was established on 26th March, 1972. In 1974, it was reconstituted as Petrobangla Incorporated Bangladesh petroleum exploration and production company (Bapex). In 1982, World Bank came into Bangladesh on an energy assessment mission. They talked about the participation of foreign oil and gas companies. Asian development bank also issued the same criteria for oil and gas exploration. In 1993-94, Product sharing contracts were signed in the first round. Cairn Energy- Holland sea search

were awarded blocks 15 and 16. Later, Halliburton took block 16 and Occidental was given 12, 13 and 14. Then their blocks were transferred to Chevron. Blocks 17 and 18 were awarded to Rex-wood. Bapex was tagged with those companies but with small shares. According to these contracts, the country started purchasing its own gas with earned foreign currency initially at a price that was at least 30 times higher than that offered by public-sector companies. (Mustafa, et al, 2010)

Prescription of World Bank and Asian Development Bank

1. To recover fiscal deficit, raise the price of gas
2. To solve the pressure on foreign currency, export gas.

In the past decade, foreign oil companies have received 160 billion taka by selling gas to Bangladesh which could have been purchased with 20 billion from public sector companies. While Bapex and petrobangla spends 1 billion to drill a well, other multinational companies do it by spending up to six times of that amount. While Multinational companies sell gas at $3 - 4$ per 1000 tcf, Bapex could sell it at 25% of the price. Bangladesh lost 500 billion cubic feet of gas due to the blow-outs in Magurchhara (1997) and Tengratila (2005). This equals the amount of gas used for power generation over 20 months for Bangladesh in 2011. The compensation due from US Company Chevron and Canadian company NICO is still unpaid. The price of the gas lost is more than $5 billion, which is nearly eight times the average yearly budget allocation for the energy sector. (Muhammad, 2011)

The lobbying culture and corporate interests

In July 2011, the U.S Ambassador persuaded the government to award two blocks in the Bay of Bengal to Conoco-Phillips. Independent researchers and public bodies expressed their concerns over this matter. Conoco-Phillips receives an 80% export opportunity. Bangladesh's share is given as not more than 20%. Bangladesh has five coal mines with approximately three billion tons of coal reserves. The Geological Survey of Bangladesh (GSB) discovered the Barapukuria coal mine, the first that was feasible for mining in 1985. It went into operation under Petrobangla, the national agency, along with a Chinese contractor in 2004. The Bangladesh government originally awarded a licence to explore the Phulbari coal mine in 1994 to the Australian company BHP Minerals. In 1997, Asia Energy was formed and in 1998 BHP transferred its licence to this newly-formed company. Asian Energy changed its name to Global Coal Management after the bloody uprising in Phulbari in August 2006. Its major shareholders are

Polo Resources US, RAB Capital, Fidelity Group, Barclays, and Credit Suisse. With only 6% royalty for Bangladesh, 75%-80% of the coal was planned for export through the Sundarban mangrove forests.

Institutional and technical capacity as well as rent seeking in Bangladesh

Nigeria has vast amount of gas, oil, coal and renewable energy. In Nigeria, there are about 187 trillion cubic feet natural gas. She is the ninth largest natural gas reserve holder in the world. Multinational oil companies have been working in Nigeria for decades to explore and export energy resources to the US and Europe. However, the country suffers from huge load-shedding, poverty, unemployment, and a weak infrastructure. In Congo, 75% of natural resources are currently owned by foreign companies. Despite its huge mineral resources, Congo now ranks 158 and 142, respectively, in the per capita GDP and human development indexes. It has neither created jobs nor encouraged building or technical development at the local level. So, institutional and technical capacity is essential for the exploration and extraction of natural resources. The government of Bangladesh does not emphasize the development of our institutional or technical abilities, rather handover the natural resources zone to multinational companies with agreements that do not favor the people of Bangladesh. Hence, it cannot be denied that people of Bangladesh are deprived of gas and oil at a lower price. Rent seekers have been created. They are very active in encroaching on others land and wetland. They destroy forest without considering the environment. They build industries without considering local people; establish mobile phone towers without considering public places such as hospitals, schools, colleges, universities or parks. Their main intention is to increase profits and in doing so they destroy the environment and people's live. They have a negative impact on the environment and general people. A very interesting point is that those rent seekers

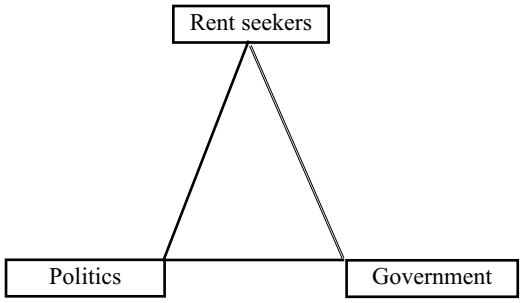

Fig: Rent seeking in Bangladesh (Barkat, 2014)

maintain a channel of communication with the political government. The activity of rent seekers damages all kinds of institutional and technical abilities at national level well as, environmental management initiatives.

Basically, some policy damages sustainable development strategies in our country. The government of Bangladesh is going to establish a coal power plant in Sundarban. The government has already formed a treaty with the Indian company, National Thermal Power Corporation of India. They have talked about the super-critical technology which is a sustainable technology. But, it would be very inimical for natural reserves in sundarban. Huge amount of ash, particles, gas will affect the photosynthesis process in the largest mangrove forest. Different rivers would be affected owing to the use of water and produced synthetic material from power plant. We know that Sundarban is the heart of Bangladesh. Thousands of people save their lives during natural disasters as it acts as a wall against the storm. Sundarban consists of three sanctuaries such as east, west and south sanctuary. A coal power plant would disrupt the ecological status, food chain of Sundarban. For that reason, we have to deal the initial impact assessment and with environmental impact assessment system effectively.

In our country, land use changes for various purposes mainly felling of trees for commercial purposes, building and construction activities such as construction of roads along forested hill slope causes soil erosion at an accelerated rate and reduce biological diversity. Use of river water by constructing large dams and impounding of immense volume of water in big reservoirs behind the dams for irrigation purpose causes submergence of extensive natural ecosystems having large number of plants and animal species, and hence, rich biodiversity but this human action causes decrease in biodiversity and ecological balance. Extraction of large quantity of groundwater for drinking and irrigation purposes causes on one hand, depletion of groundwater resource and results in the formation of large cavities below ground surface and resultant fissures in the ground surface collapsing thereof, on the other. Decrease in biodiversity mainly in tropical rainforests, increase the incidence of coral bleaching, and hence, phenomenal decrease in biodiversity of coral ecosystems.

Nowadays, we are all affected in some way by genetically modified food and hybrid seeds. International companies have talked to us about GM food and hybrid seeds. They say about the full of vitamin A as well as GM will reduce the impact of pests and increase the nutrition for poor people. Multinational companies such as MONOSANTO (US), DUPONT (US), SYNZENTA (Switzerland), LAND and LAKES (US) dominate the global seed market.

Pesticide and fertilizer companies such as BEYAR (Germany), Potash Corp (Canada), Sakata and Taki (Japan) and Kargil (US) dominate the global market. Already they have extended their hand in Bangladesh. Our farmers use pesticides and fertilizers on the land which damages the fertility of land. Hybrid foods may damage our local crop production and variety despite the propaganda. It needs further investigation. Fish production is hampered by the use of pesticides. Water is polluting by harmful chemicals. Salt levels in the land are increasing. Underground water is being polluted by arsenic and our biodiversity is being destroyed. Some fraudulent businessmen are selling harmful chemicals and colors which are used in food. In different market, eggs, chickens, vegetables and fish are examples in this regard. All these activities hampers our total food security.

Conclusion

The people of Bangladesh should have 100% ownership and authority over their own resources. The Neo-liberal development paradigm should be replaced by a people-centric development policy. Bangladesh is neither a resource-abundant country nor a resource-poor one. It has abundant sun and wind, sources of infinite renewable energy. However, it lacks the political will and institutional set-up to utilize its own resources in a way that best serves its people and the environment. We have some of the most fertile lands and rich water systems, creative and industrial work force. We have coal, gas, forests, water and valuable stones. Farmers, garment labourers and foreign workers have played à vital role in the development of our econome. We are now considered to be a lower-middle income country. So, we need a proper and effective collective approach that combines our economy and environment. We have to develop our institutional and technical abilities to explore and extract our natural resources. We hope, one day Bangladesh will have a high standard of education and environmentally sustainable industries that are also economically viable. She will be free from corruption, political instability, poverty, discrimination and inequality. We must ensure our food security for present and future generations. Global experiences teach us that energy sovereignty is the key to national sovereignty, security and development. Therefore, countries like Bangladesh have no other option but to make fundamental changes in their approach towards development to wipe out of the “resource-curse” and “rent seeking” model, and survive, develop and ensure energy security for sustainable development.

References

1. Barkat, A. (2014). Poverty, discrimination, and inequality in Bangladesh: Exploration of integrated political economy, lecture organized by Bangladesh Economic Association, Senate Bhaban, University of Dhaka, 22 march, 2014.
2. Barkat, A. (2003). Rights to development and Human Development: Concepts and status in Bangladesh. In Dr. Hameeda Hossain (Ed.) Dhaka: Human Rights in Bangladesh, Ain-o-shalish Kendro.
3. Barkat, A. (2015). Development trends of Bangladesh economy and society, and lessons from Japans development: A non-traditional view, Japan foundation lecture, Japan, 07 October, 2015
4. Barrow, C. J. (1999): Environmental Management: principles and practice, Routledge, London.
5. Edward, G., and Kathleen, A. (2004): Environmental Management Systems, Wiley, five winds international.
6. Muhammad, A. (2011), Development or destruction : Essays on global Hegemony, Corporate grabbing and Bangladesh(Srabon).
7. Mustafa, Kollol, Rubayut and Anupm Saikat (2010); Jatiyo sampad, Bohujatic puji o Malikanar Torko(Srabon)
8. Grzegorz W. kolodko, 2016. Whither the world: The political Economy of the future, lecture organized by Bangladesh Economic Association, Senate Bhaban, University of Dhaka, 02 February, 2016.
9. Ren, Y. (2000). Japanese approaches to environmental management: structural and institutional features; International Review for Environmental Strategies, Vol.1, No.1, pp. 79-96, 2000.
10. Singh, Savindra, 2008: Environmental Geography, Prayag Pustak Bhawan, Allahbad, India.
11. The Daily Samakal (Bengali newspaper), February, 2, 2016
12. The Daily Prothom Alo (Bengali newspaper), September, 13, 2014
13. The Daily Prothom Alo (Bengali newspaper), October, 14, 2014

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Structural transformation with self-reliant growth

Mohammad Ali Akbar*

1. Two types of growth process are found to exist in the developing economies of Asia, Africa and Latin America. One is aided, Development and the other is non-aided self-reliant growth especially in the communist countries. In the aided countries, to take an example like Pakistan, the zero aid is visualized at the end of perspective plan. Bangladesh planning is a continuation of Pakistan planning but no aid constraint is visualized by planners till to date. The question is therefore to think in terms of zero Aid and structural consequences. Although aid servicing will continue because of the liability, no principal aid will be assumed to continue. This means that domestic saving and export earnings will continue to be boosted up and constraints to export and domestic saving are needed to be removed. Investments in the export sector also are required to be promoted. Imports needed to be restricted except that which aids in promoting import of intermediate inputs. Import substitution and export industries simultaneously needed to be promoted.

2. There is difference between plan model and growth model. One is welfare oriented and constrained optimization model and the other is generally positive theoretical model, although may be empirically verifiable. The "will to develop" 2 is found to tag with a plan model. Aid or no aid may be associated with such model (Various types of economy-wide growth models have been developed by Economists with mathematical, Econometric and stochastic orientation with behavior, institutional and definitional assumptions.) The theoretical logic when applied to domestic savings and foreign aid appears

* Ret. Chief Planning Commision.

to suggest that the growth of income is related to a higher capital stock with aid, then a decrease in the aid component. The structural consequences are to be understood in terms of intermediate transaction total and values of gross production and also to final aggregate demand.

3. The development process with aid is generally said to transform the economy toward expansion of manufacturing because of the nature of transfer where self-reliant growth process would develop agriculture. Although nature of resources will determine the growth pattern, but it is likely that agriculture because of self- reliance will get priority. This implies that agrarianism will predominate the structure as against aid process which will cause the dualism as envisaged by professor Gustav Rains and John Feisal-reliance may also lead to stagnation if adequate foreign exchange cannot be generated by export because of the vicious growth trap or low equilibrium trap in the economy.

4. Historically there is a continuation of the Bangladesh economy form self sufficient village economy from the Mogul days through colonial agrarianism to planned development of dualistic nature where agricultural technology is trailing behind manufacturing with a measure of privatization in auguring the market economy. In this context the structure of the economy is required to be examined in detail.

Table 1
Structural change in the economy (percent output)

	1984/85	1980/90
Primary	43.32	139.15
Secondary	24.83	27.31
Tertiary	31.85	33.54

Sources: The fourth five year plan, June 1990

5. The structure of an economy can be viewed from various angles. Following Collin Clark we might divide the economy into three sectors such as primary, secondary and tertiary. In terms of output Bangladesh economy may be structured as follows:

In primary sector agriculture's contribution is considered and is found to be less than 50% as against its predominance in the earlier years. The trend toward maturity of an economy. The secondary includes manufacturing, Electricity, Gas, construction and transport and communication and it also shows an upward trend. Tertiary shows combination of various services and trade and its trend is also

upward. This structure is however the resultant effect of growth with aid. The world employment structure.

6. The structure of Bangladesh economy can also be viewed in terms of employment this is given in the following table and can be compared with the above table for world employment structure.

Table 2

	2008 Great	USA	France	Russia	china	2010 Bangladesh
Agriculture	1%	2%	2%	10%	49%	50%
Manufacturing	22%	21%	24%	30%	22%	18%
Services	77%	77%	74%	60%	29%	35%

Employment percentages among various sectors show increasing employment by the services sector. In this respect the trend in structural changes show similarity with Japan and other developed counters: Britain, the united stats and Germany.

Table 3
Employment by sector

Fig in million

	1973/74	1979/80	1984/85		1989/90	
Averages	%	%	%		%	
Agriculture	12.49	165.85	11.64	60.25	12.85	55.27
Manufacturing	3.04	16.01	1.90	9.83	2.52	10.84
Services	3.14	16.55	5.78	29.92	7.88	33.89
Total	18.97	100.00	19.32	100.00	23.25	100.-
Unemployment	11.10					

Forces: 30.07 Total lab our forces: 50 million Approx
Sources: Statistical pocket book of Bangladesh; 4th five year plan 1990

In this context the service income from abroad by Bangladesh have to be accounted for its large contribution to GDP.

7. Final demand (vide, Table) between 1976/77 and 1981/82 increased by 37.41 percent while intermediate transaction increased by 39.57 percent that is aggregate Intermediate flows higher then final demand. This means that the ratios between intermediate transaction and final demand declined because of lower increase in aggregate demand. The indicator of decrease in the ratio shows a decline from 48 percent to 45 percent which is equivalent to the country like Japan as quoted by Cheney and Clark. This structure is similar

to advanced country. This implies a measure of industrialization has taken place. But the contribution of servicers may indicate the real nature of the economy. It may be due to high remittance by the migrated skilled workers from abroad. The ratios are shown below. Ratio between intermediate transaction and gross production increased because of increase in the gross production and lower increase in intermediate transaction. The latter shows that indirect production structure has to be boosted through broadening the industrial structure

Table 4

	1976/77	1981/82
Consumption	9648.34	26410.13
Investment	1575.67	3890.8
Export	667.0	1254.5
Government	498.i7	1554.5
Total final demand	12387.23	33109.9
Total intermediate	5992.19	15144.2
Transaction demand	0.4337	0.4574
Intermediate Transaction/(It)	0.3553	0.3697

Gross production (Gp)
Gp= Gross production
It= Intermediate Transaction
Sources: Input-Output Tables. Planning Commission

8. Approach

An analysis of mean growth rates and their variability in terms of sectors indicates that the Government pursued an "Unbalanced type of growth" policy in the past, especially during 1985-1990; many other studies also imply that the Erstwhile Government of Pakistan had followed a policy of Bottle-neck breaking strategy or an unbalanced type of growth policy. The same policy, inter alia (a short period of nationalization etc.) Continued to be followed with emphasis on grass-root participation in terms of grameen credits and seed-tube-well-fertilizer technology and extension activated by formal plans through market mechanism-limited by intervention by the public sector corporations to fill in missing output· and inputs. Physically import-substitution industrial activity in consumer goods sector was emphasized in the initial years followed by a plan for heavy industry type. In the agriculture sector fertilizer manufacture, pump and tube wells for irrigation have been emphasized. The idea of "structural break" is on the margin.

Table 5

Input-output	co-efficient	Value-added-output coefficient
Rice	0.28	0.72
Wheat	0.25	0.75
Coarse grain	0.24	0.76
Jute	0.31	0.69
Sugarcane	0.30	0.70
Cotton	0.31	0.69
Tobacco	0.43	0.57
Potatoes	0.76	0.24
Other vegetables	0.32	0.68
Pulses	0.17	0.83
Oil seeds	0.21	0.79
Fruits	0.17	0.83
Tea	0.28	0.72
Other crops	0.27	0.73
Live-stock	0.31	0.69
Fish	0.30	0.70
Forestry	0.23	0.77
Other food	0.65	0.35
Edible oil	0.77	0.23
Sugar and Gur	0.66	0.34
Salt	0.29	0.71
Yarn	0.82	0.18
Cloth mill	0.86	0.14
Cloth hand loom	0.82	0.18
Ready-made Garment	0.75	0.25
Jute textile	0.68	0.32
Paper	0.83	0.17
Leather & Leather products	0.87	0.13
Chemical fertilizer	0.64	0.36
Pharmaceutical	0.75	0.25
Chemicals	0.76	0.24
Petro-products	0.98	0.02
Cement	0.82	0.18
Steel & Basic metal	0.64	0.36
Metal products	0.57	0.43
Machinery	0.61	0.39

Cont

Transport equipment	0.53	0.47
Input-output	co-efficient	Value-added-output coefficient
Wood & wood product	0.61	0.39
Tobacco-products	0.48	0.52
Other industries	0.70	0.30
Urban house-building	0.88	0.12
Rural house-building	0.90	0.10
Other construction	0.80	0.20
Electricity	0.82	0.18
Gas	0.10	0.90
Trade	0.04	0.96
Transport	0.36	0.64
Housing	0.17	0.83
Health	0.37	0.63
Education	0.03	0.96
Public administration	0.24	0.76
Banking & insurance	0.13	0.87

Note: The idea of growth in the economy has also been characterized via the internal terms of trade-movement against agriculture or agricultural surplus financing industrialization, 01 the flow of foreign aid financing etc.

Source: Planning commission, Input-output table, 1981-82

9. A 53/53 input-output table prepared for Bangladesh for the year 1981/82 by the Planning Commission shows that the value-added in each sector indicate disproportionate contribution to total out-put. In agriculture input-coefficient is low at 30% which shows high value- added contribution. The gestation period is also small, about a year. Edible oil, Sugar and gur, yearn, cloth and garment, jute, paper, leather, chemicals, pharmaceuticals, machinery, i.e., processed industries show high input coefficient around 60 to 70 percent and hence low contribution of values-added. Urban house-building, rural house-buildings, other construction and electricity show more than 86% percent input-coefficient and hence costly. Trade, transport, heath and other services show low co-efficient and high value-added. This is illustrated in the following table

10. Resources pattern; (Aggregative)

11. Generally, resources pattern have been systematized from planning point of view. The emphasis between public and private sector is 60:40. It is private transfer which predominates and is maintaining the precarious balance in the flow of resources (vide table 5) Planning is a policy oriented exercise and

Table-6

A. (Sources)	1984-85	1989-90
Gross domestic Product (at average of '85-90' prices)	38922.4	46915.1
Import	6876.9	12387.9
Total resources	45799.3	59303.0
B. (Uses)		
Gross investment	5273.0	9176.0
Consumption	38003.7	42047.5
Export	2522.6	5078.5
Total resources	45799.3	59303.0
Inflows (Net Transfer)	2856.4	5025.7
Private Transfer	1239.2	2673.0
Reserves (Foreign Exchange)	1106.8	1743.8
Public sector: Private sector 61:39		

hence the aim is to achieve stipulated growth rate which differs from forecast, or prediction or projection. When the attempt is to achieve a targeted growth rate either the export earning has to increase or foreign aid is to increase. But export is autonomously given and hence the emphasis is on aid flows. The relative emphasis between Public and Private sector has also to be changed. The capacity to import has to go up/which implies increase in the induced elements in the structural equation:

$$Dy/y = \frac{l/m(de+df+dr)}{Y}$$

Where, M=marginal propensity to import, E=Export, F=Foreign Aid, R=Reserve, Y=Gross domestic product, d=small change

An examination of resources gap between domestic saving and investment and trade between import and export showed that foreign exchange resources gap is larger than the domestic resources gap in Bangladesh. The critical balancing is through private transfer. The rate of growth of import must have been higher than the corresponding exports growth and GDP. Excluding private transfer, this implies that the Bangladesh economy needed foreign resources. The structural consequences with aid show much similarity with the developed countries. The necessity to bring about change in aid-mix toward zero-aid is a must. The growth-trade pessimism should not overtake us at a time when cyclical recovery of the advanced countries has

been set right by their appropriate fiscal and accommodating monetary policies.

12. The structural framework of the policies of the Bangladesh Government in the formulation of 3rd and 4th/plan is as follows:

It appears that the Fourth Five year Plan of Bangladesh envisages an increase of foreign aid. But Mahbubul Haq's stipulation shows zero aid in the terminal year of the perspective plan of Pakistan in 1984-85. In fact, the growth model's logic is different from the Plan model. The plan model in addition to {Will to develop' ignores the effect of aid in the terminal year's income.

Table-7

	1984/85	1989/90
GDP at current market prices	40541.0	74433.0
Gross Investment	5273.0	9176.0
Consumption	36.550.0	67688.0
Foreign aid (net)	3208.0	4414.0
Gross domestic savings	1704.0	2651.0

Table-8

	1989/90	1994/95
GDP at current market prices	69764	89034
Gross investment	9173.3	15705.5
Domestic savings	2651.0	6321.4
Consumption	60590.0	73328.5
Foreign aid	6522.9	9384.1

Sources: Planning Commission, Five year Plans, 1990

References

1. Chenery, H.B., and Clark, Paul: Inter industry economics, John Willey and Sons inc 1959
2. Chebery, H.B., and Macewan,: Optimal pattern of growth and Aid; the case of Pakistan, in "Theory and Design of Economic development, edited by Irma Adelman and Erich Thorbeoke, John Hopkins Press, Baltimore, 1961
3. John Ch.Fei and Gustay Ranis, Agrarianism, Dualism and economic development, op cit
4. Bangladesh Planning Commission, Input-output tables, 1980-1990
5. Dr. Mahbubal Haq, the Strategy of Economic Planning, A case study of Pakistan. Oxford University press 1969.
6. Prof. Waterston, Albert, Development Planning, Lessons of Experience.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

The March to Development: A Survey of the Developmental Efforts and Achievements of Bangladesh[1]

A.N.K.Noman*

Abstract

It is not long ago when most of the global communities were very skeptical about the progress towards a descent development of Bangladesh. The work of Faaland and Perkinson (1976) among many others has contributed significantly to this skepticism. It is only recently the global approach to Bangladesh has registered a marked change and started recognizing the efforts and achievements of development of Bangladesh. Since then, the development economists and practitioners have been trying to explain the efforts, capabilities, achievements and the inherent forces behind Bangladesh's progress towards socio-economic development. But explaining development of Bangladesh is a difficult task. Bangladesh is a country full of contrasting economic and social facts and forces which actually go against the theories of development. So many of the economists failed to properly explain the process of economic growth and term the

* Professor, Department of Economics, University of Rajshahi, Bangladesh. E-mail: noman_eco@ru.ac.bd

1 This essay is in honour of Professor Musharaff Hossain, one of the greatest motivators of his students and colleagues, the great economist with vision and energy, and one of the longest serving geniuses for the nation. He has successfully transferred his vision and willpower to many of his students and followers, who also have been serving this nation to the long and odious path of economic development. We honour this ever green and ever youth professor for all the good he has done for the nation.

যৌথ আঞ্চলিক সেমিনার ২০১৬ (রাজশাহী) (BEA-এবং অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) "বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০: স্বপ্ন ও বাস্তবতা"

efforts of development of Bangladesh as "puzzle of Development". But whatever be the naming, by recognizing the progress and achievements, the global community and many international organisations have started replicating the Bangladesh's efforts in many of the developing economies with a view to solve their socio-economic problems. The factors which contributed to the process of development are the principal focus of this article. The potentials and hindrances are also presented here briefly. Some policy issues are also finally addressed in this write up.

1. Introduction

Since the birth of a new nation in 1971, Bangladesh has made her journey on the scratch with millions of hungry faces coupled with extremely narrow resource base. With a per capita income of $70, 80 million hungry faces were thriving on a small piece of land, rice was the only staple food with virtually no food supplement and insufficient supply of proteins. The narrow industrial and export base coupled with high rate of population growth and poor social indicators were exhibiting a remote possibility of economic development, if any. From these grim possibilities, Bangladesh has emerged strongly as a developmental case by disproving all the doubts and dissents about the future of this nation. In this article, the efforts are made to address this issue.

2. The Forces behind Bangladesh's development

In economic growth literature land, labour, capital or investment, technology etc. are considered the contributing factors to economic growth. The economic growth theories try to explain the process of development mostly based on these factors. But the reality is economic development of any country never follows any predetermined frame. This is true for Bangladesh also. Bangladesh has made its progress following its own way by relying on own capacity and characteristic ability. Development of Bangladesh was based on the following three factors:

i) **Approach to life:** The principal driving force behind economic development is determination and aspiration for higher stand of living. Defeating hundreds of hostilities and limitations, the birth of a new nation, Bangladesh has successfully lifted the aspiration of its population for better way of life. This aspiration has played the key role behind the developmental achievement visible now. It has also opened many windows of opportunities which the people were successful in utilizing.

ii) **Human resources:** Development literatures were always highly skeptical and biased against the size, density, and high rate of growth of population of

Bangladesh. In most cases the population of Bangladesh was termed as the first and foremost barrier to development. But the reality is that the human resource is the only resource on which the development of Bangladesh relied on. This resource has made development possible so far and for certain will drag it to the end to meet the aspirations mentioned above.

iii) **Innovation:** Invention and innovation is the only way to development. The outstanding capability this people are to adapt the technology very fast. Technological adoption in agriculture and transport has significantly boosted the process of development of Bangladesh.

In addition to these factors, state decision and strategies also supported and accelerated the pace of development. Of them, some of the key policies and strategies are presented below.

2.1. The success in agricultural research and agricultural progress

Agricultural sector has made a breakthrough for Bangladesh economy. As a mother sector of an economy the success of agricultural sector has transformed this economy significantly. Green revolution has changed the fundamentals of this sector and the factor behind this revolution was the success of agricultural research in our economy.

2.2. The Micro-credit and intervention of non-governmental organisations

Introduction of microcredit through Grameen Bank and other non-governmental organizations is a breakthrough for Bangladeshi society. This has influenced economic development of Bangladesh in many different ways specially through instigating awareness building of the rural community specially women and internal demand creation.

This has significantly increased the intensity of economic activities which has significantly contributed to expand the volume of economic activities. This has helped capital formation and helped to increase large scale investments in the country.

This has also helped to increase domestic demand formation and employment generation though it has worsened income inequality and exploitation in the society. So as a whole the economy has progressed by increased GDP growth rate through intervention of microcredit operations at the government and non-government levels.

2.3. The Knowledge and Access to Technology

The knowledge base and access to technology are the key factors behind progress in economic development. Bangladesh is outstandingly rich in human resources. The population is young and energetic, talented, creative, and specially highly competent in learning and adopting new knowledge and technology. There are numerous examples of technology adoption in various sectors in the economy, especially in agriculture and rural transport. These technological adoptions have boosted the economy significantly. Technology is available around the globe and internationalization of Bangladeshi society and economy is opening the avenues of opportunities to access to new technologies. The opportunities need to be availed properly.

2.4 The Planning Approach to Development

Bangladesh has followed a systematic planning approach since independence. The planning approach helped steam lining the economic activities. The aims, objectives and targets set at the planning documents are seldom met fully but this approach has at least guided development in consistent fashion.

3. The Invisible Forces in Bangladesh's Development

Despite all the political ups and downs on a regular basis coupled with frequent visit of natural disasters as well as events like global economic meltdown, the steady, consistent and increasing rate of GDP growth, Bangladesh has drawn attention of the development economists and practitioners around the globe. Many of them also expressed growth effort as the blessing of **"invisible hand".** The people and the internal economy is the basic strength of Bangladesh economy leading economic growth. These factors are mostly unidentified and less discussed in Bangladesh development literature. Some of these issues are presented in this section.

Investment is in the heart of economic growth and development. It is widely discussed that the amount of investment in Bangladesh is low in comparison to many developing as well as developed countries' standard. Investment has been going on mostly in the informal sector, which remained mostly unnoticed in the official statistics. For example investment in rural transport sector, this sector has developed with the indigenous knowledge and money.

The stage of human development is much better than as is perceived for Bangladesh. The answer lies in historical facts. The women are historically trained in family environment and they are very efficient in domestic resource

management. Most of them are excellent decision makers for the welfare of the family. So the people are highly competent and can adapt to any environment and under any circumstances.

The age distribution of population shows that more than fifty percent of total population is children. The families are investing disproportionately for the development of their children. In many instances the nature of the family expenditure it seems that this is consumption expenditure but in macro sense this is absolutely private investment in human resource development. The families in Bangladesh may go hungry but they are keen to spend for the education and training of their children.

High density of population is also the blessing for the consistent growth of Bangladeshi economy. This fierce competition is making people more enterprising and both internal and external economies are in action which driving the process of economic growth. Bangladesh economy is now on an autonomous growth path and nothing can hinder the growth of this nation. Intensity of economic activity is very high and still there remains a huge potential of growth.

The percentage of girls in all the levels of educational institutions, i,e, primary, secondary, tertiary, in Bangladesh are higher than their counterpart (the boys) and these girls have started shouldering the future of this nation. Educating women is the process of regenerating, spreading and deepening education and human resource base. They fusion their knowledge in the society and transfer their ability and vision among their children. This process continues for generations so as development. Bangladesh as a young nation, the horizon of development is far reaching.

4. Protsting of Bangladesh Society and the Challenges Ahead

4.1 Social division and political unrest

The Bangladesh society is sharply divided on ideological line and this division is sharpening. Intolerance has been growing and the unfortunate part is that there is no sign of reconciliation is foreseen. This one the biggest challenges the society is facing.

4.2 Institutional weaknesses

Institutional weaknesses are the key hindrances threatening the process of economic development in Bangladesh. The anti corruption council is not functioning, the judiciary system is full of corrupt practices, and the local

government system is intentionally kept non-functioning by the successive governments. The election system is tempered frequently and has created an environment of total distrust on the activities of election commission by the mass people causing a complete discomfort in social system. This is hindering pro-developmental social attitudes.

4.3 The crisis of leadership and external interferences

Bangladesh has got many fantastic leaders to organize and fight against the colonial rule and during the struggle of independence. The war of independence was fought under the great leader, the Father of the nation who has genuinely organized the whole nation under single umbrella. Since then this country is struggling for a leader who can genuinely unite and rule the country and society. As economic development progresses, more resources and opportunities are created, external interferences are increasing. There is a constant effort to disunite the society and change the fundamentals of the society. This is posing a serious threat towards economic progress.

5. What needs to be done?

1. Agriculture: Agriculture still remains the leading sector of the economy. The growth performance as well as the progress towards sustainable development of the Bangladesh economy will largely depend on the performance of this sector in years to come.
2. Investment in inland **water management**, **irrigation infrastructure**, **marketing infrastructure** of agricultural commodities are need to be placed as highest priority areas. Government has to ensure irrigation water to every single unit of cultivable land. The rest will be automatically taken care of by the private entrepreneurs to guarantee agriculture i.e. overall economic growth. To get a fair price for agricultural produces is a big issue as always. It needs to be ensured through agricultural comprehensive support policies.
3. Human resources is the only the most important resource the performance of the economy totally depends on. But the concern is growing over the health status of the people. Girls are reaching at puberty faster than the normal age as reported by medical journals, obesity is rising among the younger generation, life threatening diseases like cancer, kidney failure, etc.

This has been making wastage of productive capacity as well resources for extra medical expenditures; resources are draining out to foreign countries for treatment

4. Huge investment is necessary to restructure and support the health sector to support the productive human resources, the only resource on which this country can rely on.

Bangladesh economy and society are in rapid transition. The economy is growing, per capita income is changing, aspiration of people for higher standard of living has been shooting up, new realities like Gulshan killing are developing every day, people from all section of society are keen to achieve and enjoy all the facilities the richest section of the society are enjoying. Targeting those life style and standard of living unprecedented events like looting of banks and financial institutions, appropriation of central bank reserves people are trying by any means, The state is not ready yet to face and challenges as well as to guide and support the new realities has already come to existence emerged from rapid transition of the economy and the society. Women participation to work has been rising very fast. State has to create space to support this process of transition.

6. Conclusion

Bangladesh has emerged and established it as a nation not only progressing at its own pace and style but also extending its hands to international arena. Moderate but sustained economic growth is lifting the standard of living of its large population coupled with remarkable progress in social indicators has been creating the foundations for sustained economic growth and development.

The process of economic transformation has got the momentum with the progress of economic development. This country is now on solid trade and industrial footing. Though a poor least developed country, almost ninety percent of exporting commodities are industrial products. Export base is sufficiently diversified and the process of diversification is going on. New initiatives and activities are getting momentum.

Also this nation has been contributing to international efforts and aspiration for peace for decades, contributing to the international efforts of economic development through new ideas and with her huge human resources. It is also leading the fight for climate change. It is saving the lives of millions around the world by making fundamental contribution to knowledge, for example a simple

but priceless innovation of Oral Saline by ICDDRB. Many of the successful experiments are now adopted from Bangladeshi experiences in many developing countries in their efforts to progress towards better economic achievements, for example experiences of microcredit operations.

Though significant Progress has so far been made, lot needs to be done to guide the process of development. Investment in water management and irrigation infrastructure is vital. Growing food safety and health problems are posing threat to productivity and sustainability of the achievements. These issues need to be taken care of seriously.

Transformation is also going on within agricultural sector. The scarcity of agricultural labour is already evident. The agricultural entrepreneurial class is already under tremendous pressure from falling output prices and rising input prices. Appropriate agricultural support policies are essential to withstand this pressure.

As development progresses, the families are disintegrating and the society is transforming creating a vacuum in traditional family and social security system. These vacuums should be filled with appropriately designed and well supported state policies.

There are many issues needs to analyzed critically. Finally it can be said, Bangladesh is now at cross-road of development. Without strong and well thought policy support the progress could go either way.

References

1. Faaland, J. and Perkinson, J.R. (1976): Bangladesh: The Test Case of Development. C. Hurst & Company and University Press Limited, Bangladesh.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

International Migration and Immigration from Bangladesh: A Cost-Benefit analysis

Kazi Al Mamun*

Abstract

Globally migration and immigration is a hot-button issue and it is an ever-challenging problem for an overpopulated developing country, like Bangladesh. In Bangladesh, managing migration and immigration have become a top priority policy. However, this paper examines migration and immigration have the positive and negative impact on both origin and destination countries and it shows international migration and immigration from Bangladesh have been created about 10 million job opportunity for skill, semi-skill and for unskilled labors. By sending remittances Bangladeshi migrants are helping to increase income, health and educational outcome. On the other hand, they are increasing the economic, social and cultural cost to the society as well. For a destination country, Bangladeshi migrants and immigrants are not only causing an increase of labor force, create new job opportunity, expanding business and boosting demands for local consumer goods but also host country faces with a variety of challenges including population surges, support services, employment and national security. This study uses data from books, organization's report, and journals and from the online newspaper. In conclusion, the paper highlights a few policy recommendations for Bangladesh. Using these policy recommendations Bangladesh can reduce the negative effects of migration and also can increase the positive effects.

Key Words: *Migration, immigration, remittances, cost and benefit*

* The author is an employee of The NewYork City Public School.

The objective of the study

The main objective of this study is to show and prove that migration and immigration have not only the positive impact on both host and origin countries, but also they have the negative impact as well. This paper will provide a brief description of international migration from Bangladesh and their situations. The final objective of this paper is to provide a clear concept about how Bangladeshi migrants and immigrants are affecting their families.

Materials and Methods

This paper is solely based on secondary data which are collected from many published reports of online newspapers, journals and also reports of various government and non-government organizations such as, Bangladesh Bank, International Labor Organization, United Nations Development Program and Bangladesh Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment. An extensive literature review is done in order to gain knowledge of the study. Tables and graphical analysis are used from collected data in order to achieve the objectives of the study.

Introduction

Generally migrants and immigrants are used for the same meaning. But they have the different meaning, reasons, purposes, and impacts. The difference between immigration and migration is that, while immigration refers especially to the movement of foreign nationals into a different country for permanent settlement, migration refers to the movement of whether internationally or domestically and whether for temporary or permanent settlement. Many Bangladeshi people move into developed countries including North America, Europe, Australia, Malaysia and Singapore for immigration purposes and migrants are living mainly Arab countries.

Globally Bangladesh is one of the major labors exporting countries and it is playing an important role to develop country's socio-economic infrastructures. Migration and immigration from Bangladesh into globally began just after independence in 1971 and now it has become the second pillar of Bangladesh's economy, behind only Ready Made garments industry. In the past 40 years, almost 10 million skill, semi-skill, and unskilled Bangladeshi people migrated to around 160 countries, and they remitted approximately $15 billion from 1976 to 2016. Around 80% migrants went to Arab countries, 15% to Southeast and East Asia and 5% to the other destinations, including Europe and North America. But most

of the Bangladeshi immigrants live in America, Canada, Australia, Malaysia and some other European countries.

International migration and immigration from Bangladesh have been an integral part of its economic and social developments since in 1976. Migrants are the main source of foreign reserve and it has solved some portion of unemployment problem by creating new job opportunities. According to the World, Bank Bangladesh is the top ten remittance-receiving countries in the world.

Although, migrants and immigrants are increasing income, foreign remittances, creating new jobs, expanding business and improving living standard, but their family still living under poverty line. According to the Bangladesh Bureau Statistics (BBS) around 13% migrant's family is still living under poverty line and they are facing many difficulties both in host and origin countries. The international Centre for 'Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (ICDDRB)' study finds Bangladeshi migrants are at high risk of workplace injury, they are mistreated and often coming back death. However, this paper shows positive and negative effects of international migration and immigration from Bangladesh.

Migration Dynamics

Factors of migration

Human migration has occurred throughout history and began with the first human groups in East Africa. From the very beginning to now people are moving one place to other places for various reasons. Generally, two factors cause human migration, push factors and pull factors. According to the 'eSchoolToday 'push factors are those that force the individual to move and pull factors are those factors in the destination country that attract the people to move. Push factors mainly include;

- Lack of services
- Lack of safety
- High crime
- Crops failure
- Political instability and
- Poverty

Pull factors include;

- Higher employment
- More wealth

- Good climate
- Safe environment and
- Political stability

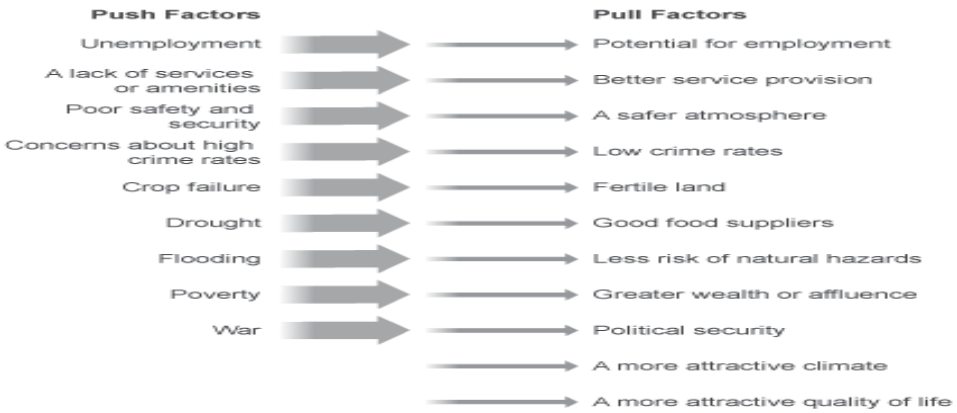

Source: BBC-GCSE Bitesize

Migration or immigration generally happens as a result of a combination this push and pull factors. Figure-1 shows push and pull factors of migration.

Causes of migrations

Migration is the complex issue and there is no single factor that causes people to migrate. There are many reasons why Bangladeshi people choose to migrate, such as poverty, political instability, unemployment, better living standard, social reunion, better education spend black money and religious issues. According to the 'Returning Workers Survey' 64.75%, people leave the country because they want better income opportunities for themselves and their families. 33.67% people migrate due to poverty and 15.17% people migrate due to unemployment. Reasons for migration of Bangladeshi people are listed table-1.

Beside these factors, many Bangladeshi people migrate to other countries for better education and to use their black money. In addition, most of the Hindu religious people leave the country because they think that Bangladesh is not their home country.

Destination Countries

Officially Bangladeshi people started to migrate just after independence in 1971. As of today 10,306073 migrants and immigrants are working around 157

countries (India is not included) in the world. Although, there is no specific data of Bangladeshi migrants in India, in 2016 the Indian government stated that more than 2 million Bangladeshi people are living in India.

Remittance Inflow

Bangladesh is one of the remittance-receiving countries in the world and remittance is the second biggest source of foreign income after Ready Made

Table 1: Reasons for migration

Reasons for migration	Male		Female		Total	
	N	%	N	%	N	%
Due to poverty	288	314.03	116	42.65	404	33.67
Due to unemployment	149	16.06	33	12.13	182	15.17
For more/better income	618	66.59	159	58.46	777	64.75
To become self dependent	91	9.81	23	8.46	114	9.50
Loan recovery	60	6.47	19	6.99	79	6.58
Loss in business	6	0.65	1	0.37	7	0.58

Source: Returning Worker Survey, ILO, and BILS, November 2013 to February 2014.

Garments industry. In 2015, Bangladesh received $15.31 billion which is the highest in the country's history. The following figure shows the year-wise remittance earned from 1976 to 2016.

Although Bangladeshi people are working around 157 countries, but few countries sending major parts of the total remittances. The figure shows top 10 remittances sending countries.

Time spent in destination country

Most of the migrants (contract labor) stay in the overseas in a specific period of time and immigrants generally stay their second country for a long period of time or even whole life. However, after the certain period of time, there is the positive correlation between migrants and remittance inflow but there is the negative correlation between immigrants and remittance inflow. The country's remittance inflow depends on how long migrants and immigrants are staying in the abroad.

Figure- 4 shows that migrant's (contract labor) remittance sending trend increase over the period of time and it reaches the highest level. After this level remittance sending trend is stagnant because in this point migrant's level of income does not change anymore. On the other hand, Figure-5 shows that immigrant's (permanent

Table-2: Overseas migrants from 1976 to 2016

Country	Total Employment
India	20,000,000
Saudi Arabia	2,786,330
UAE	2,358,253
Kuwait	528,740
USA	500,000
Oman	1,240,138
Qatar	580,917
Bahrain	376,871
Lebanon	145,473
Jordan	126,188
Libya	122,125
Sudan	9,088
Malaysia	779,298
Singapore	642,994
South Korea	35,302
UK	451,529
Italy	55,516
Japan	1,528
Egypt	23,004
Brunei	56,775
Mauritius	48,582
Iraq	42,750
Others	215,837

Source: Multiple sources

Figure 2 : Remittance earned from foreign countries

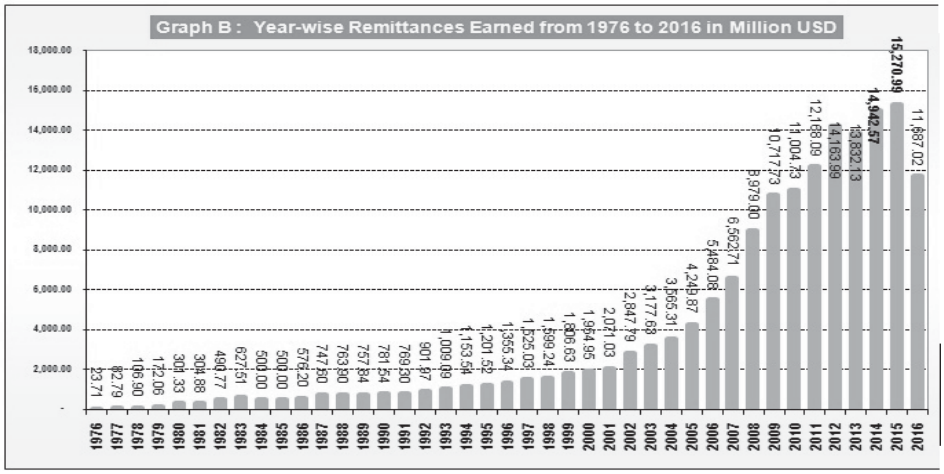

Source: BMET, 2016

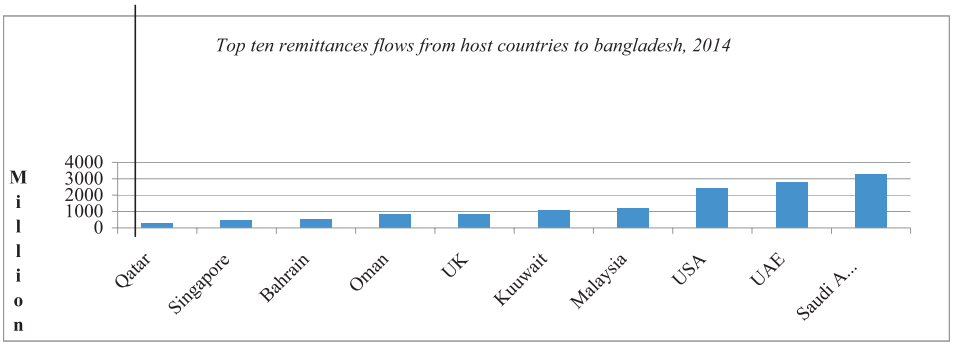

Source: BMET database, Wage Earners Remittance Inflows: Country-Wise (Monthly) in 2014.

settler) remittance sending trend is increasing, reaching maximum level and finally it goes down. Once immigrants settle in their new destination, they try to save more money for their upcoming families rather than sending to their family members. When immigrants settle permanently with their family, they have very less tendency to send money to their origin country. Even sometimes they sell their whole property and bring money from their origin country. It results the remittance curve downward sloping after a point.

Figure-4: Migrants spending time and remittance inflow

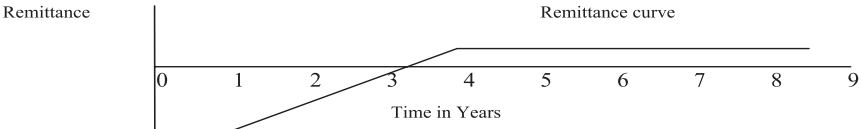

Figure-5: Immigrants spending time and remittance inflow

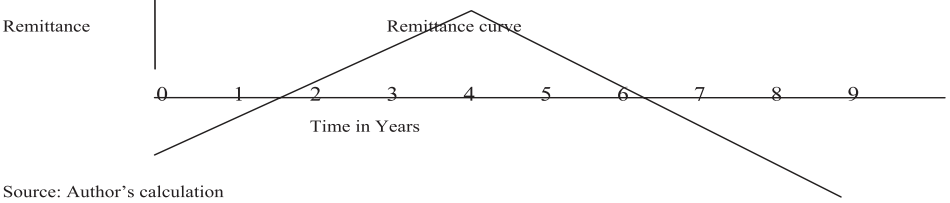

Source: Author's calculation

The cost of migration and source of money

Bangladeshi migrants pay highest migration cost compare to the other countries. In 2009 the average cost of male migrant was BDT 187, 174, 31 but female migrants pay comparatively less than male migrants (ILO, BILS). The migrants collect their cost to finance migration fee from loans and selling their properties. Table-3 shows migration cost of top ten destinations.

Migrants are returning

Due to various reasons, each and every day migrants are coming back to Bangladesh. Among these reasons visa and passport, wage problem, family issues, and illegal issues are the dominating factors for both male and female migrants. In 2006 Europeans

Table 3: Maximum and minimum migration and recruitment costs for the top ten destinations

Destinations	Maximum migration cost				Minimum migration cost			
	Male		Female		Male		Female	
	Amount	Year	Amount	Year	Amount	Year	Amount	Year
Saudi Arabia	282 182	2011	122 500	2004	135 700	2000	52 500	2009
UAE	263 333	2012	107 000	2010	120 000	2002	40 000	2006
Kuwait	300 000	2007	60 000	2004	100 000	2000	60 000	2004
Oman	256 333	2009	200 000	2008	166 667	1999	79 882	2011
Jordan	150 000	2004	80 000	2009	100 000	2004	46 500	2005
Lebanon	420 000	2010	90 000	2007	225 000	2009	59 167	2009
Bahrain	302 500	2009	120 000	2004	168 333	2006	40 000	1998
Malaysia	260 000	2012	-	-	180 000	2005	-	-
Singapore	370 000	2008	-	-	180 000	2005	-	-
Maldives	175 074	2011	90 000	2010	140 000	2004	80 000	2008

Source: Returning Worker Survey, ILO, and BILS, November 2013 to February 2014.

Table 4: reasons for returning to Bangladesh

Reasons for migration	Male		Female		Total	
	N	%	N	%	N	%
Unavailability of work (no work)	38	4.17	2	0.74	40	3.36
End of Akama/work contract	114	12.50	37	13.65	151	12.67
Wage related causes	150	16.45	26	9.59	176	14.77
Visa & passport related causes	393	43.09	88	32.47	481	40.35
Physical and mentalillnesses	55	6.03	33	12.18	88	7.38
Terminated from job	99	10.86	18	6.64	117	9.82
Too much work pressure and reduced leave	29	3.18	21	7.75	50	4.19
Personal and family issues	105	11.51	70	25.83	175	14.68
Personal and family issues	40	4.39	22	8.12	62	5.20
Countrys situation is not good	15	1.64	1	0.37	16	1.34
Companys situation is not good	46	5.04	2	0.74	48	4.03
Police harassment and law-related problem	25	2.74	3	1.11	28	2.35
Bad/poor work environment	6	0.66	1	0.37	7	0.59
Other	31	3.40	13	4.80	44	3.69

Source: Returning Worker Survey, ILO, and BILS, November 2013 to February 2014.

Union made the decision to send back 80,000 illegal Bangladeshi immigrants (Maze Husain, 2006). Reasons for returning migrants are listed in this table.

Cost- Benefit analysis of Bangladeshi migrants

International migration from Bangladesh is an important issue that has development implication for both for origin and host countries. For a developing country like Bangladesh, migration plays very important role to improve its economic and social development. In Bangladesh, migration increases rapid economic growth, income opportunity, creates new jobs opportunities, improves health and education conditions, and thus have significant impacts on social and cultural life. In a word, migration has become a fundamental source of development. However international migration and immigration from Bangladesh do not have the only positive impact, it has also a negative impact on both origin and destination countries. Positive and negative effects of international migration and immigration from Bangladesh for both origin and host countries are listed table-5&6. Table-5: positive and negative effects of international migration and immigration from Bangladesh for host countries.

Benefits of international migration and immigration

In Bangladesh after Ready Made Garments industry, migrants and immigrants are the main source of remittances and these remittances directly help to reduce poverty, unemployment, increase income, capital formation, consumption, saving habits, improve living standard, social values, develop women empowerment, political awareness, cultural structure, infrastructure and human attitude.

Remittance inflow

Remittances are directly contributing to developing country's economic infrastructures. After Ready Made Garments industry, remittance is the main source of foreign income (BMET, 2016). Remittance has also impact on migrants and immigrants family members. It boosts up family member's education and health. The remittance has significant microeconomic and macroeconomic impact at the household level. (Bryan 2005) pointed out that in Bangladesh remittances have some numbers of benefits.

Decrease unemployment

Bangladesh has now 33 billion foreign reserves (BMET, 2016). Most of it comes from remittances. Sufficient foreign reserves allow a government to take new projects in hand, where many unemployed people can get an opportunity to work.

Positive effects	Negative effects
• Job vacancies and skill gap can be filled • Economic growth can be sustained • Immigrants and migrants bring energy and innovation • Bring cultural diversity	• Depression may occur • Job competition increases for th native people • Pressure increase on public services • Unemployment increase • And security problem increase

Table-6: positive and negative effects of international migration and immigration from Bangladesh

Positive effects	Negative effects
• Increase remittance inflow	• Remittance outflow increase
• Decrease poverty	• Shortage of labor supply
• Increase employment	• Loss of young talent
• Improve living standard	• Loss of brain
• Increase saving	• Loss of professional people
• Bring education and culture	• Social and health problems increase
• Bring technology	• Income inequality increase

Poverty Reduction

Foreign reserve accelerates the growth of economic activities. Remittances directly influence the economic growth and poverty reduction of Bangladesh. Remittance-receiving families and returning migrants can create many productive sectors which can create many job opportunities for poor unemployed people.

Figure-6 shows average and chronic poverty reduction trend in Bangladesh is going down over the period.

Capital formation

Empirical evidence shows that remittance-receiving families are able to spend more money on health and education than non-remittance-receiving families. Due to financial solvency migrant's and immigrant's families can provide more money on health and education facilities for their members. In school, most of the children of remittance-receiving families finish their education on time.

Table 7: Remittance, its impact on GDP & % of export earning

Year	Remittance	GDP	as % of GDP	Export	as % of Export
2002-2003	3.06	51.91	5.89	6.55	46.72
2003-2004	3.37	56.53	5.96	7.6	44.34
2004-2005	3.35	60.53	6.36	8.65	44.51
2005-2006	4.8	61.98	7.74	10.53	45.58
2006-2007	5.98	68.55	8.72	12.18	49.10
2007-2008	7.92	79.55	9.96	14.11	56.13
2008-2009	9.69	89.36	10.84	15.57	62.24
2009-2010	10.97	98.75	11.11	16.2	67.72

Source: Bangldesh Bank and Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)

Saving increase

Evidence from available sources prove that remittances increase the accumulation of assets in the agricultural sector, promote self-employment and increase small business investment in migrant-sending areas. In migrant-sending areas, remittance creates more opportunities for investment in productive business sectors and many unemployed people get working opportunity.

Change in social and housing infrastructure

In Bangladesh remittance-receiving families and returning migrants invest their money in small business, such as private school, small roads, hospitals, and community centers in their local areas. They also make the brick-built houses. Within last few years, especially in rural areas most of the remittance-receiving families have developed their houses.

Figure-6: Poverty trend in Bangladesh

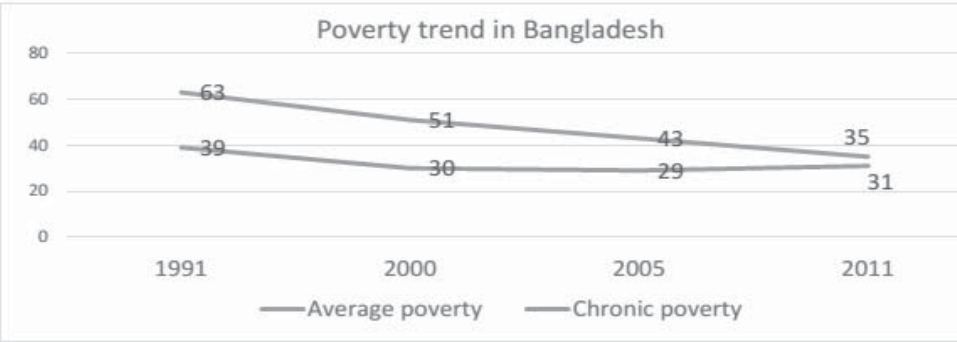

Source: Bangladesh Labor survey, 2010

Improvement in living standard

In rural areas, remittances have the direct and indirect effect on individual consumption. The consumptions of remittance-receiving families are higher than non- remittance-receiving families. The family members of migrants and immigrants can purchase better cloth, food, and home appliances. Many studies show that migrants and immigrants are helping to change their family member's lifestyle. Therefore, it indicates that living standard of remittance-receiving families is improving. According to the study of Dr.MD. Nurul Islam, immigrants spend 29.8 percent of their income on personal consumption; send 44.9 percent to their families and save 22.8 percent for future. The remittances send by the migrants are used for various purposes. Remittance-receiving family uses 36 percent remittances for their basic consumption which includes education, health care, and food. They use 20 percent for investment in land and another 14 percent are used to provide better housing arrangements.

Change in family structure

Bangladeshi migrants have the great impact on their family size. It is proven that most of the migrants take fewer children than nonmigrant people in rural areas. A major portion of Bangladeshi migrants come from less developed rural areas. Although they are less or uneducated, they pay more attention on education and health for their family members.

Development of human attitude and culture

From the study of Sirajul Islam, Shanaz Parvin, Abul kalam it is found that international migration has the great impact on the formation of norms, values, and beliefs. When migrants go to different countries, they come contact with different standard behavior and activities; as a result, they are influenced by these new beliefs. Through international migration, culture transmitted by language, knowledge, artifacts and many material objects.

The impact of remittance on balance of payment

One of the major benefits of Bangladeshi migrants and immigrants is country's balance of payment supported by the remittances inflow. Government use remittances to import capital goods and other necessary inputs. The availability of foreign reserves helps the government to control on luxury imports.

Table 8: Utilization patterns of remittances in Bangladesh

Purposes	Remittances used (%)
Food and Clothes	20.45
Medical Treatment	3.22
Child Education	2.75
Agricultural land purchase	11.24
Homestead land purchase	0.96
Home construction/repair	15.02
Release of mortgage land	2.24
Taking mortgage of land	1.99
Repayment of loan (for migration)	10.55
Repayment of loan (other purpose)	3.47
Investment in Business	4.76
Savings/Fixed deposit	3.07
Insurance	0.33
Social ceremonies	9.07
Gift/donation to relatives	0.94
Send relatives for pilgrimage	0.92
Community development activities	0.09
Sending family members abroad	7.19
Furniture	0.69
Others	1.05
Total	100

Costs of international migration and immigration from Bangladesh

Many authors and organizations have studied the impact of international migration in Bangladesh. Although migration and immigration have both positive and negative impact on origin country, they mainly highlighted only positive impacts. So it is really difficult to discuss the costs of international migration and immigration in Bangladesh without any pieces of evidence and sources of information. From the vast literature review of many articles, journals, internet site and personal experiences, I find out some costs of migration's and immigration such as Brain drain, remittance outflow, income inequality, shortage of skilled labor, losses of young worker, social problem, family problem, cultural problem, political problem, violence increase, self-unemployment increase, divorce rate increase and marriage rate fall.

Table 9: Remittance, its impact on balance of payment

Year	Remittance	Import	Export	Trades balance
2002-2003	3.06	9.66	6.55	3.11
2003-2004	3.37	10.85	7.6	3.25
2004-2005	3.85	13.18	8.65	4.52
2005-2006	4.8	14.75	10.53	4.22
2006-2007	5.98	17.16	12.18	4.98
2007-2008	7.92	21.63	14.11	7.52
2008-2009	9.69	22.51	15.57	6.94
2009-2010	10.97	23.74	16.2	7.53

Source: Bangldesh Bank and Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)

Brain drain

Brain drain can be described through the process in which a country loses its most educated and talented workers to other countries through migration. It can also be defined as the loss of the academic and technological labor force through the moving of human capital to more favorable geographic, economic, or professional environments (www.study.com). By Diehl & Dixon (20050), brain drain is the one-way flow of skilled and educated people for the expectation of better career and lifestyle.

In recent years, the problem of brain drain has been acute for the poorer countries that lose workers to the developed countries. Because of brain drain Bangladesh is suffering in health, education and technological sectors. In Bangladesh, there are four sectors experiencing brain drain extensively; doctors, teachers, engineers and agricultural researchers (Abu Md. Abdullah & Maksuda Hossain).

Effects of brain drain

There are many negative effects of brain drain in Bangladesh. These effects include but are not limited to;

- Loss of tax revenues
- Loss of talent worker
- Loss of future entrepreneurs
- Shortage of skilled workers
- Loss of health and education professionals

Figure-7: Percentages of professionals in Bangladesh experiencing the brain drain.

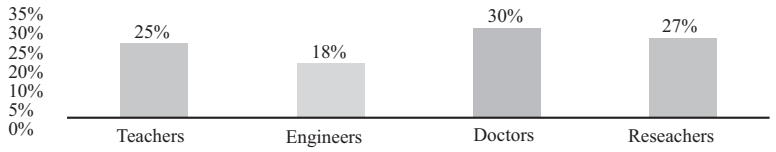

Sorce: Asian Journal of Humanity, Art, and Literature, Volume 1, No 1(2014)

Remittance outflow

Bangladesh is the top ten remittance-receiving countries in the world and these remittances are playing very important role to develop its economy. But unfortunately, remittances are going out through many legal and illegal channels. Some of these are migration cost, legal and illegal immigration cost, higher education, second home policy, black money, tourist visa and unnecessary official tours.

Migration cost

The migration cost for Bangladeshi workers is the highest in the world that eats up a bulk part of the remittance sent by its expatriates (Mustafizur Rahman, 2016). Bangladeshi migrants need to spend the huge amount of foreign currency to migrate other countries and these costs are increasing every year.

Immigration cost

Very beginning of my paper, I have used migration and immigration is two different words because they have different meaning and impact in the society. In Bangladesh, immigration is more costly than migration. Although there is no

Figure-8: The average cost of Bangladeshi migrants is increasing

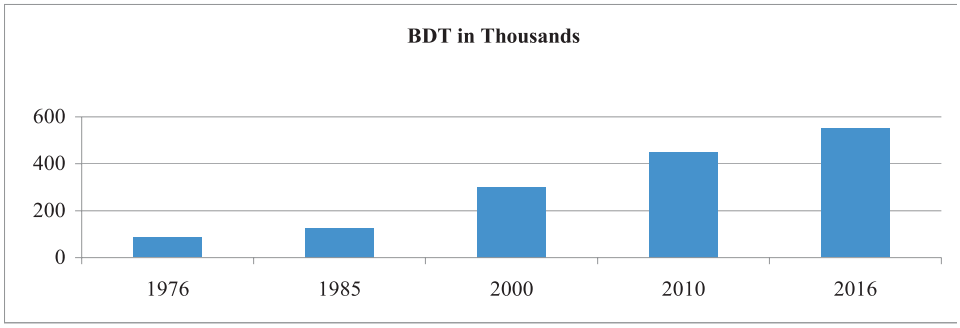

Source: Author's calculation

official evidence, but Bangladesh is losing the huge amount of foreign currency through the immigration process. Generally, Bangladeshi people immigrate to the develop countries through their family members and by other channels. Immigration costs of develop countries are very high. To finance this costs immigrants need to spend a lot of foreign currency.

Second home policy

It is another form of legal immigration and the main source of passing country's money. In Bangladesh, rich people prefer Malaysia as their second home. Under this program, about 4,000 people have migrated, including the high politician, businessman, and physicians. Over there they bought the home and invest the huge amount of black and white money. In order to take the second home policy, an individual has to show at least 5, 00,000 Malaysia currency cash liquidity and at least RM 1, 0000 income per month (Jamal Uddin, 2014). It means another RM 5, 00, 000 has to be invested. In this process, 4000 Bangladeshi immigrants transfer 4000 million Malaysian currencies legally and another 4000 million have been passed illegally.

Higher education

Every year large numbers of Bangladeshi students are going abroad for higher education. Major parts of these students do not go for education; they just go to foreign countries and try to settle down over there. When they don't complete their education, they need to invest the huge amount of money to get residency of that country. In 2013 around 24,112 Bangladeshi students went abroad for higher education. The UK was the leading choice among Bangladeshi students (4,204 or 17.44 %) followed by the US with 3,664 (15.20 %), Australia with 3,603 (14.94 %), Malaysia with 2,003 (8.31 %), Canada with 1,530 (6.35 %) and Japan hosted 1,364 Bangladeshi students (UNESCO, 2015). These students are spending a big part of country's foreign currency legally and illegally.

Official and unofficial tours

Every single day many government and nongovernment officials are leaving the country for the foreign tour. Some of these tours are necessary, but most of the tours are unnecessary and a wastage of the country's money. The general assembly of United Nations can be the best example regarding this issue. During general assembly, every year honorable prime minister of Bangladesh comes with more than 200 delegates while most develop country sends only 20 delegates. Most of the Bangladeshi delegates come just for a family visit and shopping

luxurious goods by spending country's valuable remittances. Beside these many rich people leave the country for better treatment and enjoying vacations. All of these expenditures are the sources of remittance outflow.

Black money

This is another big source of passing country's foreign currency. In 2013 Bangladeshi citizens' deposit in Swiss bank was BDT 3,236 crore (Rejaul Karim, Byron and Sajjadur Rahman). Malaysia, USA, and Canada are the main destinations where country's most black money spends.

Illegal immigration

Many Bangladeshi peoples leave the country through illegal process. Around 90 Percent illegal people immigrate to India and most of these immigrants are Hindus. Their earning family members live in Bangladesh. These family members are making money and sending to their families in India. More than 99 percent Hindu families have property in India because India is their first country while they use Bangladesh as their source of income place.

Zhimi Modal, a high school head teacher, and owner of a Non-Government Organization (NGO). Frequently she visits India with her income because her husband two children live over there. Dilip Shaha, a past ICDDRB official, born and raised up in Bangladesh. After immigration to the USA, he sends his family In India and India is getting remittances from him. In Bangladesh, there are many Zhimi Mondal and Dilip Shaha who are just using Bangladesh to make money and sending this money to another country.

Although some unofficial statements claim that India is the main source of Bangladesh's remittances ($6.6 billion, 2016), but Bangladesh is the 5th largest remittance source if India. In 2013 India received $7.432 billion from Bangladesh

Figure-9: Bangladesh's remittances outflow from 1976 to 2010

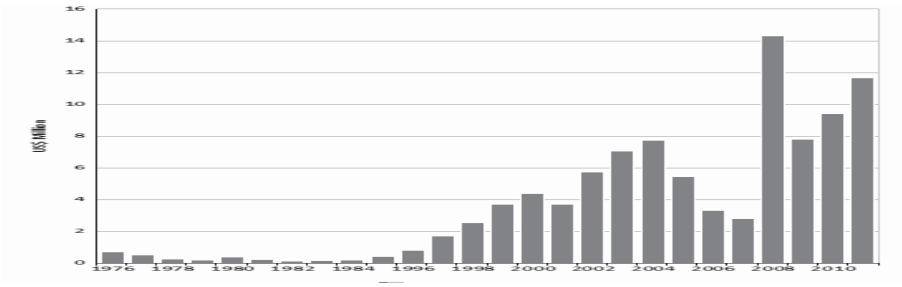

Sources: Migration and Remittances Factbook 2013

through a legal and hundi channel (Tayeb Hossain, 2013). This amount will be ten times more when another 2 million Bangladeshi migrants in India (Government of India, 2016) will be added with Zhimi Mondal and Dilip Shaha.

Fi-9 shows remittances outflow trends from 1976 to 2010 and these are only available official information. Unofficial remittances outflow are much more than these.

Income inequality

Migration and immigration have the positive link with income inequality in origin country. Evidence shows that remittance-receiving families have more financial solvency compare to non- remittance-receiving families, especially in rural areas. Due to this financial solvency migrants and immigrant family can purchase and spend more money than others. It helps to increase income inequality in the society.

Cultural problem

Bangladeshi migrants and immigrants are experiencing diverse culture in the overseas. This cultural diversity is affecting their families in many ways. In Bangladesh, because of these cultural diversity, family relation is going down and the divorce rate is increasing.

Family Problem

Migration has the impact on their children, spouse, brother, sister and parents who are left behind. Although remittance-receiving family members get more opportunity to spend money on education and health, but parental migration decrease child school attendance and health care facilities. Sometimes migrant's family members do not finish their education. Besides these, the long time absent of migrants may cause separation him from his spouse who is left behind in the origin country.

Figure-10: Death of Bangladeshi migrants, 2005 to 2015

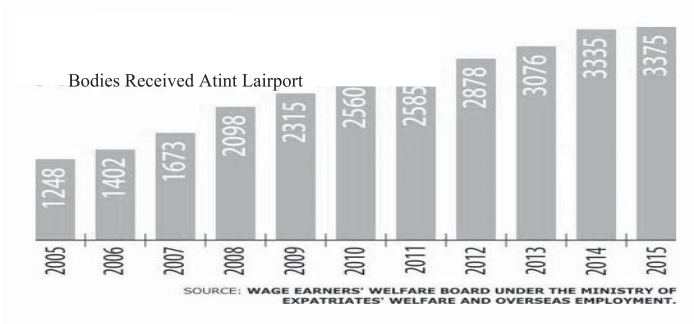

Political problem

In Bangladesh, especially in rural areas the family members of migrants and immigrants are politically vulnerable. All political party want to use them because they have money. In the absence of male migrants and immigrants, corrupted local political leaders try to exploit migrant's family in many different ways.

Death problem

Every year many Bangladeshi migrants are dying in the workplace. 3,375 bodies of migrant workers arrived in Bangladesh in 2015 (Belal Hossain Biplob, 2016). The death of migrants negatively impacts on their families left behind in the origin country. It creates huge anxieties among the family members.

Along with the above-discussed costs, additionally migration and immigration have more visible and invisible costs in Bangladesh, such as violence increased, marriage rate fall, divorce rate increase, shortage of skill and young workers and work tendency of migrants family members decrease.

Summarization of cost-benefit

The positive and negative impact of international migration and immigration from Bangladesh can be summarized by using simple cost-benefit formula;

$$NPV = B - C$$

Where NPV= Net Present Value, B= Benefits, and C= Costs. Benefits and costs also can be written as,

$$B = B^{R} + B^{PR} + B^{EI} + \cdots \ldots\ldots\ldots\ldots + B^{NB} \quad line \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots 1$$
$$and\ C = C^{BD} + C^{MI} + C^{DM} + \cdots \ldots\ldots\ldots + C^{NC} \quad line \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots 2$$

In line 1, small R= remittances, PR=Poverty reduction, EI= Employment increase, NB= Numbers of benefits and in line 2, small BD= Brain drain, MI= migration and immigration, DM=death of migration and NC=Numbers of costs.

For example, B= $ 100 billion and C=$ 99 billion. Now NPV= B-C= $ 100-$ 99=$ 1 billion. Based on hypothesis anything can be calculated, but in real life cost-benefit analysis is not always an easy thing, especially in human related issues where many visible and invisible factors work.

However, although Bangladeshi migration and immigration have both costs and benefits, but in any sense, still benefits are more than the costs.

Findings and Policy recommendation

Even though migrants and immigrants are the second largest source of country's remittances, but they face many problems in the host countries, such as poor work, low wage, physical and verbal abuse, physical and mental harassment and sexual harassment. Migrants and immigrants should have proper knowledge about their destinations, but unfortunately a majority of Bangladeshi migrants, around 60 % do not receive any information about their host countries (UNDP, 2009). However, Bangladesh government immediately needs both short and long term initiatives to minimize the costs and maximizing the benefits of international migration and immigration from Bangladesh. From the vast literature review, some important findings and recommendations are;

The major findings of this paper are;

- Migrants and immigrants have the different impact in Bangladesh.
- Migrants help more than immigrants
- More than half the immigrants (not migrants) especially Hindu people live in India and they don't send anything Bangladesh.
- Most of the migrants live Arab countries, 80 % of total migrants
- Most immigrants live the USA, Canada, Europe, and Malaysia.
- America is the second remittances contributing country after Arab countries.
- Immigrants, seasonal immigrants, tourist, students and second home takers are spending country's money
- Most illegal Bangladeshi immigrants live in India and most of them are Hindus
- In the case migrants, there is the positive relationship between time and remittance but in the case of immigrants, there is the negative relationship between time and remittance.
- The poorer migrant's family receives more benefits from remittances .

Recommendations are;

- The government should collect exact data of Hindu families who live Bangladesh and send money illegally to India.
- Cost-benefit of migration and immigration should be published by the government
- Illegal immigration should be controlled.
- Remittance outflow should be controlled
- Government support should be increased to help the migrants and immigrants and their families.
- Government and nongovernment institutions should provide loans to the migrants and immigrants without any interest.

- Find new countries where migration is more profitable.
- Statistics of migration, immigration and remittances should update periodically.
- A standard wage policy should be taken by the government
- The government should take initiatives about the accidental death of migrants.
- Government should ensure safe workplaces for the migrants
- Tax should not be imposed on migrant's and immigrant's sending money.

Conclusion

International immigration and migration is a global phenomenon and it has direct positive and negative impact on our planet especially for poor developing countries have more impact on their social and economic development. From my study, I found that for the origin countries migration has a positive relation between time and remittance inflow while immigration has the negative relation between time and remittance inflow. Although international immigration and migration from Bangladesh have many costs, by and large, it has a positive impact on its development. Suggested policy recommendations can reduce the costs of country's immigration and migration and also can bring more positive impact.

Reference

1. Abdullah, A. M. & Hossain, M. (2014). Brain Drain: Economic and social suffering for Bangladesh. *Asian Journal of Humanity, Art and Literature, Volume.1, No.1, (2014).* Retrieved from *h*ttp://www.journals.abc.us.org/ index.php/ ajhal/article/ view/hossain.
2. Alam, Z. (n. d.). *Migration Scenario in Bangladesh: Prospects, problems and policy issues.* Retrieved from http://www.academia.edu/ 7072149/ Migration_scenario_in_Bangladesh_Prospects_problems_ and_policy_ issuses.
3. BD 5th remittance source of India. (2014, February 28). *The New Nation.* Retrieved from http://www.thedailynewnation.com/news/4633/bd-5th-remittance-source-of-india.html.
4. BD's migration cost world's highest: CPD. (2016, July 16). *The Daily Observer.* Retrieved from http://www.observerbd.com/details.php?id=23948.
5. Biplob, B. H. (2016, February 01). Why so many return dead? *The Daily Star.* Retrieved from http://www.thedailystar.net/backpage/why-so-many-return-dead-210514.
6. Byron, R. K. & Rahman, S. (2015, March 08). Black money flying abroad. *The Daily Star.* Retrieved from http://www.thedailystar.net/black-money-flying-abroad-38711.
7. Etzold, B., & Mallick, B. (2015, November 30). *International Migration from Bangladesh.* Retrieved from http://www.bpb.de/ gesellschaft/migration/ laenderprofile/ 2016104/international-migration-from-bangladesh.
8. Haider, K. I., Nahar, B. S., Messerli, S., Ready, S. B., Khan, N. I. & Chowdhury, T. (2015, August 13). *The Homecoming: Profiling the returning migrant workers of Bangladesh.* Retrieved from http://www.ilo.org/dhaka/ whatwedo/ publications/ WCMS_407961/lang-en/index.htm.
9. Hassan, G. M., Shakur, S., & Bhuyan, M. (2012, April 1). *Nonlinear growth effect of remittances in recipient countries: an econometric analysis of remittances-growth nexus in Bangladesh.* Retrieved from https://www.ideas.repec.org/ p/pra/ mprapa/ 40086.html.
10. Hoque, J. (n.d.). *Assignment on causes of Migration in perspective of Bangladesh.* Retrieved from http://www.academia.edu/ 10725163/Assignment_on _causes_ of_Migration_in _perspective_of_Bangladesh.
11. Husain, T. (2015, January 08). Controlling remittance outflow to India. *The Daily Star.* Retrieved from http://www.thedailystar.net/controlling-remittance-outflow-to-india-58831.

12. Islam, M. N. Bureau of Manpower Employment and Training, Government of Bangladesh. (n.d.). *Bangladesh Expatriate Workers and their Contribution to National Development (Profile of migration, remittance and impact on economy).* Retrieved from https://www.bmet.gov.bd/BMET/resources/static %20 PDF % 20 and %20 Doc/Publication/Remittance % 20 and % 20 its % 20 impact.pdf.

13. Islam, S., Parvin, S. & Kalam, A. (2013). Socio-economic Impacts of International Migration in Bangladesh. *Journal of Economics and Sustainable Development, Volume. 4, No. 4, 2013.* Retrieved from http://www.iiste.org/ Journals/ index.php//JEDS/article/ViewFile/4829/4907.

14. Migration and the Global Financial Crisis: Bangladeshi context. (n. d.). Retrieved from https://www.ids.ac.uk/files/dmfile/GlobalEconomicCrisisfinal.Doc.

List of abbreviation

BBS	=	Bangladesh Bureau of Statistics
BDT	=	Bangladesh Taka
BILS	=	Bangladesh Institute of Labour Studies
BMET	=	Bureau of Manpower, Employment and Training
GDP	=	Gross Domestic Product
ICDDRB	=	The International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh
ILO	=	The International Labour Organization
NGO	=	Non-governmental organization
RM	=	Malaysian Ringgit
RMG	=	Ready Made Garments
UK	=	United Kingdom
UND	=	The United Nations Development Programme
UNESCO	=	The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
US	=	United States
USA	=	United States of America

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

পরিকল্পিত চট্টগ্রাম: সমস্যা-সম্ভাবনা ও করণীয়

শিমুল বড়ুয়া*

এশিয়া মহাদেশের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে প্রতিশ্রুতিশীল বাংলাদেশের একটি স্বর্ণ সম্ভাবনার জনপদ হচ্ছে বৃহত্তর চট্টগ্রাম। ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে শুধু বাংলাদেশে নয় এশিয়া মহাদেশের মধ্যেও চট্টগ্রাম কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে সবুজ শ্যামলিমাময় পাহাড়-পর্বত বেষ্টিত সাগর-নদী বিধৌত উর্বর সমতলভুমি সমন্বিত এই প্রান্তিক অঞ্চলটি আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে ঋদ্ধ। আদিবাসীদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির পাশাপাশি এখানে প্রবহমান পৃথিবীর চার প্রধান ধর্মাবলম্বী মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত জীবনাচরণ, জীবনধারা। এছাড়া, সুদূর অতীত থেকে এখানে ভাগ্যান্বেষণে, ধর্ম প্রচারে বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের জন্য অথবা জনশাসনের জন্য এসেছে মগ-আরাকানী, চৈনিক-এরাবিয়ান, পর্তুগীজ-ইংরেজসহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জনগণ, তারা এখানে রেখে গেছেন তাদের কৃষ্টি, সভ্যতার ছাপ। অযুত সম্ভাবনার এই চট্টগ্রামে যুগ যুগ ধরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সুর, সৌভ্রাতৃত্ব-সম্প্রীতির সুমহান বারতা। রাজনৈতিকভাবেও আছে তার গৌরবোজ্জ্বল অতীত। নিকট অতীতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনে, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে, হাল আমলের সকল স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, প্রগতিশীল সংগ্রামে চট্টগ্রামবাসী তার সাহসিকতার-কর্তব্যচেতনার-দায়বদ্ধতার অনন্য কৃতিত্ব স্থাপন করেছেন। অধিকার আদায়ের সকল আন্দোলন-সংগ্রামে চট্টগ্রামবাসীর ভূমিকা ছিল অগ্রগামী, তাই মহাত্মা গান্ধী চট্টগ্রাম সম্পর্কে অমর বাণী স্বরূপ উচ্চারণ করেছিলেন 'Chittagong to the fore–চট্টগ্রাম অগ্রগামী'।

অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকেও চট্টগ্রামের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের বাণিজ্যিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামে আছে বাংলাদেশের অর্থনীতির 'লাইফ লাইন', 'সোনার রাজহাঁস'–প্রধান সমুদ্র বন্দর, একমাত্র স্বাভাবিক প্রোতাশ্রয় (Natural harbour)। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর শুধু চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে না, বর্তমানে এই সমুদ্র বন্দরটি ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধার কারণে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্য এবং নেপাল, ভুটান, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, চীনের তিব্বতসহ আরো কয়েকটি প্রদেশের অর্থনৈতিক

---

* সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, মিরসরাই কলেজ। e-mail: shimulbaruactg@yahoo.com

০৩ জানুয়ারি ২০১৫, তৃতীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি– চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার

বাণিজ্যিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম প্রতীয়মান হচ্ছে। কেননা চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর এর মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠিত হলে সময় লাগে কম, আমদানি রপ্তানি ব্যয় হয় সাশ্রয়ী। তাই চট্টগ্রাম বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বর্ণদ্বার হতে পারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু। চট্টগ্রাম বন্দর তথা চট্টগ্রামের অবকাঠামোগত উন্নয়নের ওপর বাংলাদেশের এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উন্নয়নও জড়িত। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের উন্নয়ন ইস্যুর সাথে চট্টগ্রামের উন্নয়নকে এক করে দেখলে বা একই আঞ্চলিক ইস্যু হিসাবে চিহ্নিত করা হলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ব্যাঘাত ঘটবে, মারাত্মক ভুল হবে। তাই দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে বৃহত্তর চট্টগ্রামের উন্নয়নকে প্রাধান্য দিতে হবে। একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার যোগ্যতা অর্জনের জন্য, অনুকূল লেনদেন ভারসাম্য অর্জন ও প্রবহমান রাখার লক্ষ্যে চট্টগ্রামকে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য ১৯৯৫ সালে ইউএনডিপির অর্থ সহায়তায় দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে প্রণীত হয়েছিল। কিন্তু, বড় পরিতাপের বিষয় হচ্ছে কোটি কোটি টাকা খরচ করে প্রণীত মহা পরিকল্পনায় মেয়াদ প্রায় শেষের পথে এখনো পরিকল্পনাটি চট্টগ্রামের উন্নয়নের কাজে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়নি। ফলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৪৩ বছর পরও চট্টগ্রামের যথাযথ উন্নয়ন হয়নি, 'পরিকল্পিত চট্টগ্রাম' বিনির্মাণ সম্ভব হয়নি।

বন্দর নগরী চট্টগ্রামকে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী বলা হলেও সাংবিধানিকভাবে চট্টগ্রাম বাণিজ্যিক রাজধানীর স্বীকৃতি পায়নি, বা সংসদের চট্টগ্রামের বাণিজ্যিক রাজধানী ঘোষণার কোন বিল পাস হয়নি। এতে তিগ্রস্ত হচ্ছে সমগ্র দেশ। চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে গড়ে তুলতে হলে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বেশকিছু বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়সহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় চট্টগ্রামে স্থাপন করতে হবে। চট্টগ্রামে বসেই বিশেষ করে বাণিজ্যিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা চট্টগ্রামকে দিতে হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ঢাকাকেন্দ্রিক।

দেশের সামগ্রিক স্বার্থে বিমাতাসুলভ বৈষম্যের শিকারে পরিণত স্বর্ণ সম্ভাবনায় প্রোজ্জ্বল চট্টগ্রামকে উদ্ধার করতে হবে, এজন্য গ্রহণ করতে হবে সময়-অনুবর্তী পদক্ষেপ। পরিকল্পিত চট্টগ্রাম গড়ার প্রত্যয়ে নিয়ামক হিসেবে নিম্নের বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দিতে হবে এবং বিদ্যমান সমস্যাসমূহের সমাধানে প্রণয়ন করতে হবে যুগোপযোগী কর্মসূচী, বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করতে হবে বুদ্ধিদীপ্ত আন্তরিক কর্মোদ্যোগ।

১. চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর: চট্টগ্রামের মতো চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। তবে, কত প্রাচীন তা বলা কঠিন। ইতিহাসবিদরা অনুমান করেন দুই হাজারেরও অধিক বছর আগে চট্টগ্রাম বন্দরের গোড়াপত্তন হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জনাব মিসবাহউদ্দিন খান রচিত 'চট্টগ্রাম বন্দরের ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে জানা যায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সওদাগরেরা এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করতে আসতেন যা তাদের মতে, বাণিজ্যিক কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু ও ধনসম্পদের স্থান ছিল। কারণ, এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর লাভবান হতেন তারা। ১৫১৭ সালে ইউরোপিয়ানদের মধ্যে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীরাই প্রথমে বাংলাদেশে আসেন। পর্তুগীজ ঐতিহাসিক ডি ব্যারস ১৫৩২ সালে লেখেন যে, বাংলাদেশের রাজ্যে চট্টগ্রাম একটি বিখ্যাত সম্পদশালী শহর। কারণ চট্টগ্রাম একটি সামুদ্রিক বন্দর যা প্রাচ্যের সামুদ্রিক বাণিজ্য বহরের চাহিদা মেটাত। চট্টগ্রাম বন্দরের খ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। পর্তুগীজরা চট্টগ্রামকে 'পোর্ত্তে গ্রান্ডি' অর্থাৎ বড় বন্দর আখ্যায়িত করেছিল। খ্যাতনামা পর্তুগীজ ঐতিহাসিক ক্যাম্পোস বলেছেন সে সময় চট্টগ্রাম ছিল 'প্রাচ্যের রাণী'।

বন্দর প্রশাসন পরিচালনার জন্য ১৮৮৭-১৮৮৮ সালে প্রবর্তিত চট্টগ্রাম পোর্ট কমিশনার অ্যাক্ট (বেংগল) ধারা মোতাবেক বন্দরের কার্যক্রম শুরু হয় ১৮৮৮ সালের জুন মাসে। ৯জন পোর্ট কমিশনার্স নিয়ে পোর্ট ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়। প্রথম পোর্ট কমিশনারস বোর্ডে এদেশীয় তিনজন নির্বাচিত কমিশনার ছিলেন, তাঁরা হলেন নিত্যানন্দ রায়, দুর্গাদাস দাস, হাজী নসু আলুম। ১৯১০ সালে চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের সংযোগ সাধিত হয়। পাকিস্তান আমলে ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে চট্টগ্রাম পোর্ট কমিশনারকে চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টে পরিণত করা হয়। বাংলাদেশ আমলে ১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টকে চট্টগ্রাম পোর্ট অথরিটিতে পরিণত করা হয়।

উত্তম ভৌগোলিক অবস্থানগত সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিমাতাসুলভ আচরণ ও আন্তরিক উদ্যোগের অভাবে এযাবৎ চট্টগ্রাম বন্দরকে পৃথিবীর অন্যান্য বন্দরের মত আধুনিক বন্দরে পরিণত করার সর্বার্থক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অথচ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্রমপ্রসারমান চাহিদা অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দরের সময়োপযোগী উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। বরং, চট্টগ্রামের স্থলে কখনো নারায়ণগঞ্জ, কখনো চালনা ও মংলা বন্দরকে, কখনো অন্য কোন স্থানকে গড়ে তোলার বৃথা উদোগ নেয়া হয়েছিল। ভৌগোলিক অবস্থানগত যে সুবিধা চট্টগ্রাম বন্দরে আছে তা অন্য ক্ষেত্রে নেই। এখনো চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশের মোট আমদানি পণ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ এবং রপ্তানি পণ্যের প্রায় ৭০ শতাংশ পরিবাহিত হয়। মহেশখালী-সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের আগে চট্টগ্রাম বন্দরের পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করার উদ্যোগ নেয়া উচিত। বিশেষজ্ঞদের মতে বর্তমান অবস্থায় চট্টগ্রাম বন্দরের ৬০ শতাংশ ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়, ৪০ শতাংশ অব্যাহত থাকে। তাই নৌপথের নাব্যতা বৃদ্ধি, সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধি ও বন্দর ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে যদি চট্টগ্রাম বন্দরের আধুনিকায়ন সম্ভব হয়, তাহলে চট্টগ্রাম বন্দরের পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহৃত হবে, আর সে ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দরের বিশাল পশ্চাদভূমি হিসেবে ভারত, নেপাল, ভুটান, থাইল্যান্ড, মায়ানমার ও চীনকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরকে খুলে দেয়া যাবে। তখন চট্টগ্রাম তথা চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজিক উন্নয়নে রাখবে অনন্য অবদান।

চট্টগ্রাম বন্দরের আধুনিকায়নের জন্য গ্রহণ করতে হবে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ। কর্ণফুলী নদী এবং কর্ণফুলী ও বঙ্গোপসাগরের সংযোগস্থল তথা মোহনার নাব্যতা হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরের প্রাণ। কর্ণফুলী নদী শাসন ও সংরক্ষণ ছাড়া বন্দর পরিচালনার কথা ভাবা যায় না। দীর্ঘকাল 'ক্যাপিটাল ড্রেজিং' (Capital dredging) না হওয়াতে চট্টগ্রাম বন্দরের প্রবেশ পথের গভীরতা হ্রাস পেয়েছে ফলে, প্রায় মালবাহী জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে এবং বড় জাহাজগুলো চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়তে পারে না। বড় জাহাজগুলো কয়েক নটিক্যাল মাইল দূরে কুতুবদিয়া বা, সাগরে অবস্থান করে। সেখান থেকে লাইটারেজ ভ্যাসেলে করে মালামাল বন্দরে আনা-নেয়া করতে হয়– এতে সময় ও অর্থ দুয়ের অপচয় ঘটে। তাই ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর মাধ্যমে কর্ণফুলী নদী এবং কর্ণফুলী ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থলের নাব্যতা বৃদ্ধি করতে হবে।

বর্তমানে ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়েটি অতিরিক্ত ট্রাফিক লোড নিতে পারে না। প্রায় ক্ষেত্রে যানজটের সৃষ্টি হয়। ফোর লেইন কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে, কিন্তু, এতেও সমস্যার সমাধান হবে না। তাই, দ্রুত ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়েকে সিক্স বা এইট লেইনে পরিণত করতে হবে এবং শুধু ভারী যানবাহন চলাচলের জন্য হেভী লোড-বিয়ারিং আরেকটি রোড পতেঙ্গা থেকে মিরসরাই পর্যন্ত সমুদ্র উপকুল ধরে নির্মাণ করতে হবে। সরকার কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে টানেল নির্মাণের উদ্যোগ নিচ্ছেন। টানেল নির্মিত হলে

সমুদ্র কুলবর্তী টেকনাফ পর্যন্ত দীর্ঘ পথ ওপেন-আপ হয়ে যাবে, এতে ব্যবসা বাণিজ্য বিনিয়োগ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়েকে ডাবল লাইনে পরিণত করার জরুরী উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়া বন্দর ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থে চট্টগ্রাম বন্দরের ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধাকে আজ পযন্ত পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। চীন, ভারত, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, নেপাল, ভুটান ইত্যাদি দেশ সময় ও আর্থিক সাশ্রয়ের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে উদগ্রীব। অথচ, আজ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরকে আন্তর্জাতিকভাবে মানসম্পন্ন আধুনিক বন্দরে পরিণত করা হয়নি। যোগাযোগসহ সকল অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে যত দ্রুত সরকারি-বেসরকারিভাবে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের প্রতি শুভ দৃষ্টি পড়বে তত দ্রুত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হবে।

২. যোগাযোগ ব্যবস্থা: বর্তমান সময়ে উন্নত ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নের মেরুদন্ড স্বরূপ। যত দ্রুত কোন দেশের সড়ক-রেল-আকাশ-নৌপথ উন্নত হবে তত বেশি সেই দেশের অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। বিশ্বায়ন তথা ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্ট ইত্যাদি আঞ্চলিক সহযোগিতা ও কানেকটিভিটির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসারজনিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান পূর্বশর্ত হচ্ছে উন্নত পরিকল্পিত যোগাযোগ ব্যবস্থা। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রেও উন্নত ও পরিকল্পিত যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভূমিকার কথা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাণকেন্দ্র দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রামে অবস্থিত বিধায় চট্টগ্রামের সাথে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের এমনকি বিদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা হতে হবে অর্থ-সময়সাশ্রয়ী, দ্রুত-নিশ্চিত, নিরাপদ ও আরামপ্রদ। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং নগর পরিকল্পনাবিদ প্রকৌশলী এম আলী আশরাফ, প্রকৌশলী সুভাষ বড়ুয়া প্রমুখরা Sustainalble development এর লক্ষ্যে Technically justified কিছু স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, এগুলো হলো–

সড়ক যোগাযোগ

ক) চট্টগ্রাম-ঢাকা সড়ক এবং চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়ক ৪ লেইন থেকে পর্যায়ক্রমে ৮ লেইন সড়কে পরিণত করা

খ) ইনার রিং রোড সদরঘাট থেকে শাহ আমানত সেতু পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ

গ) আউটার রিং রোড শাহ আমানত সেতু এবং কালুরঘাট সেতু পার হয়ে আরাকান রোড, কাপ্তাই রোড থেকে অক্সিজেন হাটজারী সড়ককে চট্টগ্রাম-ঢাকা সড়কে সংযোগ স্থাপন

ঘ) দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাথে যোগাযোগ সহজ করার জন্য কর্ণফুলী নদীর উপর কালুরঘাট সেতুর পাশে চার লেইন বিশিষ্ট একটি সেতু নির্মাণ।

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Technical and economical feasibility study না করে বহদ্দারহাট ফ্লাইওভার (নির্মাণ সম্পূর্ণ), কদমতলী ফ্লাইওভার (নি.স.), দেওয়ানহাট ফ্লাইওভার (নি.স.) এবং মুরাদপুর-লালখানবাজার ফ্লাইওভার (সম্প্রতি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন) নির্মাণ বিশেষজ্ঞদের মতে অলাভজনক ও অপরিকল্পিত একইভাবে বিমান বন্দর থেকে লালখান বাজার ও শাহ আমানত সেতু

পর্যন্ত ৩০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে (প্রস্তাবিত) নির্মিতব্য উড়াল সড়ক (এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে) বিশেষজ্ঞরা যুক্তিসংগত ও সমতাভিত্তিক উন্নয়ন মনে করেন না। তাঁদের মতে, এসব ফ্লাইওভার বা উড়াল সড়ক দ্বারা নগরের যানজট দূর করা সম্ভব না, এগুলো দিয়ে রিক্সা, টেম্পু, অটোটেক্সি ইত্যাদি চালাচল করতে পারে না। আগে ট্রাফিক ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনতে হবে, যত্রতত্র পার্কিং বন্ধ করতে হবে। তাঁরা বরং বহদ্দারহাট-পতেঙ্গা রোডের সমান্তরাল আরো একটি বা দুটো রাস্তা নির্মাণকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন কেননা, এতে Economic benefit বেশি পাওয়া যাবে। নতুন রাস্তার পাশে আবাসিক এলাকা, বাণিজ্যিক এলাকা গড়ে উঠবে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, বিরাট একটা এলাকা ওপেন-আপ হবে। এবং তাঁরা গণপরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন, কেননা এসব যানবাহন যাত্রীবহন করবে বেশি জায়গা দখল করবে কম। গণপরিবহন ব্যবস্থা জোরদার করে যানজটের ভয়াবহতা অনেক কমানো যাবে। পতেঙ্গা থেকে ফৌজদারহাট পর্যন্ত নতুন রিং রোড নির্মাণ এবং বায়েজিদ থেকে ফৌজদারহাট পর্যন্ত বাইপাস রোড নির্মাণের চউক এর প্রকল্প দুটিকে তাঁরা যুক্তিযুক্ত উদ্যোগ বলে মনে করেন। বর্তমান সরকার ঢাকা-চট্টগ্রাম একটি এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের চিন্তা করছেন, এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা গেলে ঢাকা-চট্টগ্রাম যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে।

রেল যোগাযোগ

ক) চট্টগ্রাম-ঢাকা রেল লাইন ডাবল করা (ব্রড গেইজ লাইন) এবং ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা

খ) চট্টগ্রাম-নাজিরহাট সংস্কার সাধন এবং কমিউটার সার্ভিস চালু করা

গ) চট্টগ্রাম-দোহাজারী সংস্কার সাধন এবং কমিউটার সার্ভিস চালু করা

ঘ) দোহাজারী-কক্সবাজার-মিয়ানমার (ঘুমধুম) সীমান্ত পর্যন্ত নতুন রেল লাইন চালু করে ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ের সাথে যুক্ত করা। (উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৩এপ্রিল ২০১১ এ রেলপথ উদ্বোধন করেন, কিন্তু এখনো কাজ শুরু করা হয়নি।)

ঙ) চট্টগ্রাম-চাঁদপুর সংস্কার সাধন ও ট্রেন সংখ্যা বৃদ্ধি করা

রেল যোগাযোগ বাড়াতে পারলে সড়ক পথের উপর পরিবহনের চাপ কমবে, যানজট কমবে, সড়ক দুর্ঘটনা এবং সড়ক দুর্ঘটনা জনিত ক্ষয়ক্ষতি ও মৃত্যুহার কমবে, পরিবহন খরচ কমবে, পরিবেশ দুষণও হবে কম। এক্ষেত্রে বিদেশি দাতাসংস্থা বাণিজ্যিক স্বার্থের কারণে রেলপথে বিনিয়োগে অসহযোগিতা করবে, সরকারকে টেকসই লাভজনক যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে।

নৌ যোগাযোগ

নদী মাতৃক বাংলাদেশে জালের মত ছড়িয়ে আছে ছোট-বড় অসংখ্য নদ-নদী। একসময় নৌযান ছিল মানুষের যাতায়াতের, মালামাল পরিবহনের অন্যতম বাহন। বর্তমানে যোগাযোগে নৌ নির্ভরতা অনেকটা কমে গেছে। চট্টগ্রামে শুধু সমুদ্র বন্দর নয়, একটি নদী বন্দরও আছে। তাই ১৯৯৫ সালের মাস্টার প্ল্যানে এবং স্ট্রাকচারাল প্ল্যানে সদরঘাট থেকে কালুরঘাট পর্যন্ত উপযুক্ত অবকাঠামো তৈরির প্রস্তাবনা দেয়া আছে, যাতে বিশাল এলাকাকে নদীর বন্দর হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সদরঘাট থেকে কালুরঘাট পর্যন্ত কর্ণফুলী নদীর দু'তীরে ছোট ছোট জেটি তৈরি করা যায়। এছাড়া চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা

এবং অন্যান্য জায়গায় নৌ পথে কন্টেইনার পরিবহনের ব্যবস্থা নেওয়া গেলে পরিবহন খরচ অনেক কমে যাবে, যানজট থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, এতে পরিবেশ দুষণও কমে যাবে।

আকাশ যোগাযোগ

চট্টগ্রাম শহরের পতেঙ্গাস্থ চট্টগ্রাম বিমান বন্দরকে ২০০১ সালে প্রায় ৭০০ কোটি ব্যয় করে 'চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর' এ পরিণত করা হয়। কিন্তু, আগে বিগত শতাব্দীর ৫০-৬০ এর দশকে এ বন্দর যেই রকম ব্যস্ত ছিল বর্তমানে আন্তর্জাতিক হওয়ার পরও সেই ব্যস্ততা নেই। এক সময় আন্তর্জাতিক রুটে চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি ফুকেট, আর কে এয়ার লাইন্স, থাই এয়ারওয়েজের বিমান চালু ছিল, বর্তমানে এসব বন্ধ হয়ে গেছে। দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবে বর্তমানে বিমান বন্দরটির সক্ষমতার মাত্র ১২% ব্যবহৃত হচ্ছে। তদুপরি, বিমান বন্দরে যাতায়াতের রাস্তা মাত্র একটি, এতে বিমানযাত্রীরা চরম ভোগান্তির শিকার হয়। কাজে চট্টগ্রাম বিমান বন্দরটিকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তরিত করার জন্য আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের কানেকটিভিটি বাড়ানো, ঢাকা-ব্যাংকক ফ্লাইট অব্যাহত রাখাসহ আরো সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিতে হবে।

৩. গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা: বর্তমান সময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের তিনটি মৌলিক উপাদান তথা সহায়ক শক্তি হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস, বিদ্যুৎ ও সুপেয় পানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ ব্যবস্থা। বিশেষ করে নগরকেন্দ্রিক জীবনের জন্য সুপেয় পানির নিরাপদ নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরী, পর্যাপ্ত গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য স্থান কাল নির্বিশেষে সর্বক্ষেত্রে অতীব জরুরী। একবিংশ শতাব্দীর তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর সমাজব্যবস্থায় গ্যাস ও বিদ্যুৎবিহীন জীবন অচল অসার। দেশে বর্তমানে চাহিদার তুলনায় গ্যাস ও বিদ্যুতের যোগান খুবই সীমিত। নানান উদ্যোগ-প্রচেষ্টার পরও চাহিদার কাছাকাছি গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভবপর হচ্ছে না। ফলে উন্নয়ন প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো চট্টগ্রামেও চাহিদার তুলনায় গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ খুবই কম। চট্টগ্রামে বিদ্যুতের চাহিদা হচ্ছে ৬০০ মেগাওয়াট, সরবরাহ ৩৫০ মেগাওয়াট, একইভাবে গ্যাসের চাহিদা হচ্ছে ৩৯৮ মিলিয়ন ঘনফুট কিন্তু, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড থেকে সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে ১৮০/২০০ মিলিয়ন ঘনফুট। নগরকেন্দ্রিক সুপেয় পানির চাহিদা দৈনিক ৫০ কোটি লিটার, কিন্তু চট্টগ্রাম ওয়াসা সরবরাহ করছে মাত্র ১৯ কোটি ৯০ লাখ লিটার। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে আশাপ্রদ দিক হলো বর্তমানে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার এবং সোলার হোম সিস্টেম সংযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। চট্টগ্রাম ওয়াসার কর্ণফুলী ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট বাস্তবায়িত হলে সুপেয় পানির চাহিদা অনেকটা দূর হবে বলে মনে করেন ওয়াসার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানি সমস্যার সমাধান মূলত সরকার নিয়ন্ত্রিত স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর নির্ভর করছে। এক্ষেত্রে জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে দাবি আদায়ে স্বোচ্চার হতে হবে। দি চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, চিটাগাং মেট্রোপলিটন চেম্বার, চিটাগং উইম্যান চেম্বার, জুনিয়র চেম্বারসহ অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট সংগঠন-প্রতিষ্ঠানকে এ ব্যাপারে আন্তরিক ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে। সরকারকেও চট্টগ্রামের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে এবং কথা ও কাজের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে।

৪. পর্যটন শিল্প: বাংলাদেশে বৃহত্তর চট্টগ্রাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনন্য। সবুজে ঢাকা পাহাড়-পর্বত, লতাগুল্মে গাছপালায় পূর্ণ বন জঙ্গল, সাগর-নদ-নদী হ্রদের নীল স্বচ্ছ জলরাশি, দিগন্ত জোড়া সবুজ সোনালী ফসলের মাঠ, নানান ফুলে ফলে শোভিত প্রকৃতি, নানান নাম জানা-অজানা পাখির

কলকাকলিতে মুখরিত প্রান্তর চট্টগ্রামকে এনে দিয়েছে বিশ্বজোড়া খ্যাতি, প্রাচ্যের ভেনিস নামের পরিচিতি। যুগে যুগে দেশি-বিদেশি পর্যটকরা চট্টগ্রামের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছে, কাব্যে-ছন্দে প্রকাশ করেছেন তাদের মুগ্ধতা। মিরসরাইয়ের মুহুরি প্রজেক্ট, মহামায়া লেক, খৈয়াছড়ার প্রাকৃতিক ঝরণা, সীতাকুন্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়, ইকো পার্ক, বাড়বকুন্ডের প্রাকৃতিক উষ্ণ প্রস্রবণ, কুমিরার সী বীচ সংলগ্ন জাহাজ ভাঙ্গার শিল্প, পতেঙ্গা সী বীচ, ফয়েজ লেক, বাটালী হিল, কোর্ট ব্লিডিং, ডিসি হিল, সিআরবি, সার্কিট হাউস, স্বাধীনতা পার্ক, ওয়ার সিমিট্রি, জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, ভাটিয়ারীর গলফ ইয়ার্ড, রাউজানের মহামুনি, নবীনচন্দ্র সেন স্মৃতি কমপ্লেক্স, বাঁশখালীর ইকো পার্ক, আনোয়ারার পার্কি বীচ, রাঙ্গামাটির অপরূপ হ্রদ, ঝুলন্ত ব্রীজ, শুভলং এর ঝরনা, প্যাদা টিং টিং, খাগড়াছড়ির আলুটিলা, সাজেকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ফটিকছড়ির চা বাগান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বান্দরবানের শৈলপ্রপাত, নীলগিরি, মেঘলা, নীলাচল, চিম্বুক, বগা লেক, কিওক্রাডাং, রামুর রামকোট বিহার, ডুলাহাজারার সাফারী পার্ক, পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, হিমছড়ি ঝরণা, ইনানী ইত্যাদি দর্শনীয় স্থান বৃহত্তম চট্টগ্রামকে করেছে আকর্ষণীয় ও মোহনীয়। এতে পর্যটন শিল্প গড়ার সম্ভাবনায় চট্টগ্রাম হয়েছে সমুজ্জ্বল। তার সাথে প্রয়োজন উপযুক্ত সৌন্দর্যবর্ধক পরিকল্পনা, নিরাপদ আবাস, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, সর্বোপরি, দেশি-বিদেশি পর্যটকদের শতভাগ নিরাপত্তা। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারিভাবে বিনিয়োগ হবে নিশ্চিত লাভজনক।

৫. বিদেশি বিনিয়োগ: কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ অতীব জরুরী। এজন্য প্রয়োজন উন্নত অবকাঠামো, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাসহ বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ। এছাড়া প্রয়োজন সরকারি প্রণোদনামূলক কর্মসূচী। বাংলাদেশে উন্নত অবকাঠামো ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব থাকা সত্ত্বেও সরকারি প্রণোদনামূলক নীতিমালা ও সদিচ্ছা থাকার কারণে ইতোমধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে শিল্পে দেশি-বিদেশি যা বিনিয়োগ হয়েছে তার পরিমাণ কম নয়। তবে সরকারের প্রণোদনামূলক নানা প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুতের অভাব, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় ভূমির অপ্রতুলতা, বন্দরের অদক্ষতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও বিনোদনের অভাব, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা, দুর্নীতি ইত্যাদি কারণে প্রত্যাশিত বিদেশি বিনিয়োগ আসছে না, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো চট্টগ্রামেও বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ আশানুরূপ নয়। তবে, চট্টগ্রামে আছে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের সবচেয়ে বড় অবকাঠামো চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর। ফলে এখানে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশের প্রথম রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল সিইপিজেড, কর্ণফুলী ইপিজেড, কোরিয়ান ইপিজেড, মিরসরাইতে 'ইকোনোমিক জোন' (প্রস্তাবিত) ইত্যাদি; যেখানে কোটি কোটি টাকার বিদেশি বিনিয়োগ হচ্ছে। চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি এর নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে বিদেশি বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য সহায়ক প্রতিষ্ঠান 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার'। ২৪তলা বিশিষ্ট এই ট্রেড সেন্টারটি নিউইয়র্কভিত্তিক ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টারস এসোসিয়েশন এর সদস্য। এখানে আছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ সহায়ক নানা ব্যবস্থা। তাই আমরা আশাবাদী, বিশেষ করে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হলে এবং প্রয়োজনীয় গ্যাস-বিদ্যুৎ এর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে চট্টগ্রাম বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বিপ্লব সাধন করতে পারবে।

৬. জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও জাহাজ কাটা শিল্প: চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের আরেকটা সম্ভাবনাময় শিল্প হচ্ছে জাহাজ নির্মাণ শিল্প, সেই শিল্পের একটা সমৃদ্ধ গর্ব করার মতো অতীত ঐতিহ্য আছে, মাঝখানে বলতে গেলে বন্ধই ছিল, বর্তমানে এই শিল্প আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও

কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন-প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। প্রাচীনকালে চট্টগ্রাম জাহাজ নির্মাণে বিখ্যাত ছিল। জাহাজ নির্মাণের প্রধান উপকরণ লোহাকাঠ, সেগুন ও জারুল চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তদুপরি ঘরের কাছে আছে সমুদ্র বন্দর। ফলে এখানে জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়ে উঠেছিল, নির্মিত হতো পাল (সর) তোলা জাহাজ। ষোল-সতেরোশ শতাব্দীতে তুরস্কের সুলতানের জাহাজ চট্টগ্রামে নির্মিত হতো। ১৮২৪ সালে কলকাতা বন্দরের মালিকানাধীন জাহাজের তালিকা থেকে দেখা যায় সেখানকার জাহাজগুলোর মধ্যে ১১টি ইংলিশ জাহাজ ও ৮টি পালতোলা জাহাজ তৈরি হয়েছিল চট্টগ্রামে। ১৪শ শতাব্দীতে বিশ্ব বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা চট্টগ্রামের পালতোলা জাহাজ দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। ১৮১৮ সালে জার্মান সরকার চট্টগ্রাম থেকে একটা জাহাজ আমদানি করেন, জাহাজটির নাম দেন 'ডয়চ ল্যান্ড ফ্রিগেট।' অনেক ব্যবহারের ফলে জাহাজটি ব্যবহারের অযোগ্য হলে পর জাহাজখানি জার্মানির ব্রেমাহাফেন শিপ বিল্ডিং মিউজিয়ামে আজও সংরক্ষিত আছে। চট্টলতত্ত্ববিদ আবদুল হক চৌধুরীর মতে, 'উনবিংশ শতকের শেষ দুই যুগ থেকে বন্দর চট্টগ্রামের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের অবনতি শুরু হয়। বিদেশি স্টীম জাহাজের সাথে প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রামে নির্মিত সরের জাহাজ হেরে যায়। সুবিখ্যাত ইংরেজ সিভিলিয়ান ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার তাঁর বইতে লিখেছেন ১৮৭৫ সাল অবধি জাহাজ নির্মাণ শিল্প চট্টগ্রামের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় ছিল। (বন্দর শহর চট্টগ্রাম)

মূলত বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে বাংলাদেশে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের পুনঃউত্থান ঘটে। বিশ্বে ২০০ বিলিয়ন ডলারের জাহাজ নির্মাণের চাহিদার ৭৫% বিশ্বের বড় বড় জাহাজ নির্মাণ শিপ ইয়ার্ডগুলো যোগান দেয়, বাকী ২৫% তথা ৫০ বিলিয়ন ডলারের চাহিদা বিভিন্ন দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিপইয়ার্ডগুলো পূর্ণ করতে পারে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে প্রায় অর্ধশতাধিক শিপইয়ার্ড, তার মধ্যে ৭/৮টি শিপইয়ার্ড রপ্তানি যোগ্য জাহাজ নির্মাণ করছে। ফলে অর্জিত হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা, হচ্ছে হাজারো লোকের কর্মসংস্থান, গড়ে উঠেছে লিংকেজ ব্যবসা। সহজ ও সস্তা শ্রমবাজারের কারণে বিশ্বে আমাদের দেশে নির্মিত জাহাজের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উদ্যোক্তাদের মতে যদি সরকার ব্যাংক ঋণের সুদ কমায়, কাঁচামালের উপর আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করে, ট্যাক্স হলিডে ঘোষণাসহ সুযোগ সুবিধা প্রদান করে তাহলে চট্টগ্রামের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার হবে।

সীতাকুন্ড'র কুমিরার সমুদ্র উপকূলে বেশ কিছু জাহাজ ব্রেকিং শিল্প গড়ে উঠেছে, যা ইতোমধ্যে পেয়েছে শিল্পের মর্যাদা। এই শিপ ব্রেকিং ইন্ডাস্ট্রি কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ নানান ভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। তবে পরিবেশবাদী কর্মীরা এই শিল্পকে পরিবেশ দূষণের জন্য অভিযুক্ত করে থাকে।

৭. তৈরি পোশাক শিল্প: বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য মূলত পোশাক শিল্প নির্ভর। আশির দশকে তৈরি পোশাক শিল্পের গোড়াপত্তন ঘটে চট্টগ্রাম থেকে, দেশের প্রথম রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান হচ্ছে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে প্রতিষ্ঠিত–'দেশ গার্মেন্টস'। প্রতিটি দশকে তৈরি পোশাক শিল্পের উত্তরোত্তর উত্থান ঘটেছে। বর্তমান বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ে এ শিল্পের অবদান ৭৬%। এ শিল্পে কর্মরত আছে চল্লিশ লক্ষাধিক শ্রমিক, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ শিল্পের উপর জীবন জীবিকা নির্ভরশীল প্রায় ৪ কোটিরও বেশি লোকের। চট্টগ্রাম থেকে এ শিল্পের যাত্রা শুরু হলেও এ শিল্পের সর্বাধিক বিস্তার ঘটেছে রাজধানী ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে। তার মধ্যে চট্টগ্রামে আছে প্রায় আটশ'র কাছাকাছি। অর্থাৎ বর্তমানে তৈরি পোশাক শিল্প খাতে রপ্তানি আয়ের ৩০% এসে থাকে চট্টগ্রাম থেকে, চট্টগ্রামের অবদান কমেছে, আগে ছিল ৪০% এর উর্ধ্বে।

চট্টগ্রামে তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে স্বল্প খরচে চট্টগ্রাম বন্দরে শিপমেন্ট করার বাড়তি সুবিধাতো আছে, তার উপর আরো কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন–গার্মেন্টস পল্লী স্থাপন, গার্মেন্টস কর্মীদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থার জন্য উন্নতমানের ডরমেটরী স্থাপন, পাঁচ তারকা হোটেল স্থাপন, পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা, নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিমান বন্দরকে যথার্থে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পরিণত করা, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি।

৮. ইকোনোমিক জোন: অনেক দিক থেকে উন্নয়নকামী সচেতন জনগণের প্রত্যাশা ছিল চট্টগ্রামে একটা ইকোনোমিক জোন প্রতিষ্ঠিত হোক। অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ মিতব্যয়ের সুযোগ গ্রহণসহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ সরকার সমগ্র দেশের মধ্যে ৪টি অঞ্চলে 'অর্থনৈতিক অঞ্চল' (Economic Zone) প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুভাগ্যের বিষয় তার মধ্যে ২টি অর্থনৈতিক অঞ্চল চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হবে। ইকোনোমিক জোনগুলো হলো– ১) বাগেরহাটের মংলা, ২) মৌলভীবাজারের শেরপুর, ৩) চট্টগ্রামের মিরসরাই ও ৪) চট্টগ্রামের আনোয়ারা।

অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো প্রতিষ্ঠিত হলে তাতে এক হাজার পাঁচশ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে পনেরো লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে। দেশের রপ্তানিমুখী শিল্পের ৮৫ শতাংশ অর্থনৈতিক অঞ্চলের আওতাভূক্ত থাকবে। এছাড়া বার্ষিক প্রায় ২০৫ কোটি ডলারের সমপরিমাণ রপ্তানি বাণিজ্য হবে। এছাড়া উক্ত অঞ্চলসমূহের চারিপার্শ্বের সামাজিক অর্থনৈতিক অবকাঠামোগত ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হবে।

বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য সরকার ইকোনোমিক জোন প্রতিষ্ঠাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। গঠন করেছেন বাংলাদেশ ইকোনোমিক জোন অথরিটি, বেজা (Bangladesh Economic Zone Authority)। বেজা ঘোষণা দিয়েছেন আগামী ২০১৬ সালের জুন মাসের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে। দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকও অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনে সরকারকে প্রণোদনা দিয়েছেন। এখানেও দীর্ঘসূত্রিতার লাল ফিতায় প্রজেক্ট বন্দী হয়ে যাচ্ছে, এখনো পর্যন্ত প্রকল্পটির জন্য কোন অর্থ বরাদ্ধ করা হয়নি। এখানেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন বিমাতা সুলভ আচরণের গন্ধ আছে কিনা চট্টগ্রামের জনপ্রতিনিধিদের ভাবতে হবে এবং সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৯. পরিকল্পিত আবাসন: মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদার মধ্যে একটি হচ্ছে বাসস্থান। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটা নগরীতে কম-বেশি বর্তমানে আবাসন সমস্যাটি প্রকট। সবচেয়ে বেশি মহানগরীতে, ঢাকার পরে চট্টগ্রাম দ্বিতীয় বৃহত্তম মহানগরী। প্রতিদিনই তার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর এবং প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো চট্টগ্রামে অবস্থিত হওয়ায় কর্মসংস্থান ও উন্নত নাগরিক জীবনের সুযোগ-সুবিধা উপভোগের জন্য প্রতি বছর চট্টগ্রাম মহানগরীতে নতুন হাজার হাজার লোক বন্দর নগরীর বাসিন্দা হচ্ছে। চট্টগ্রাম মহানগরীতেও আবাসন সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করছে। ১৯৯৫ সালে ইউএনডিপি কর্তৃক পরিচালিত জরিপে দেখা যায় প্রতি বছর চট্টগ্রাম মহানগরীতে পঁচিশ হাজার নতুন লোকের আগমন ঘটে। এই আবাসন সমস্যার সমাধানের জন্য তথা পরিকল্পিত আবাসন গড়ার লক্ষ্যে মাষ্টার প্ল্যানে প্রস্তাব করা হয় প্রতি বছর ১২০ হেক্টর এলাকায় আবাসন গড়ে তুলতে হবে এবং প্রতি হেক্টরে ৪০০ লোকের বসবাসের সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে। শহরমুখী মানুষের এই স্রোত ঠেকাতে মাষ্টার প্ল্যানে উপশহর গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাষ্টার প্ল্যানের এ প্রস্তাব বাস্তবায়নে কোন প্রচেষ্টা এ পর্যন্ত চোখে পড়েনি।

নগরীর আবাসন সংকট নিরসনের দায়িত্বে নিয়োজিত চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক), চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (চসিক), বা জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ নানান উদ্যোগ নিলেও যথাযথ সফলতা আসেনি। কেননা উপরোক্ত কর্তৃপক্ষ গৃহীত প্রকল্পগুলো যেমন- ছলিমপুর আবাসিক, পটিয়ায় কর্ণফুলী আবাসিক, চান্দগাঁও চন্দ্রিমা আবাসিক, বাকলিয়া কল্পলোক আবাসিক, অনন্যা আবাসিক প্রকল্পগুলো পানি-গ্যাস-বিদ্যুৎ না পাওয়ায় জন্য বাস্তবায়নের মুখ দেখছে না। প্লট মালিকরা আবাসন তথা ভবন নির্মাণে আগ্রহী হচ্ছেন না। আবার গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানির অভাবে ডেভেলপারদের নির্মিত হাজারো ফ্ল্যাট হস্তান্তর করা যাচ্ছে না। ফলে, আবাসন সংকট তীব্র আকার ধারণ করছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম মহানগরীয় লোকসংখ্যা প্রায় ৬০ লাখ, যা ধারণ ক্ষমতার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। এতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং বাড়ীওয়ালারা অহেতুক বার বার বাড়ী ভাড়া বাড়ানোর সুযোগ নিচ্ছেন। এক্ষেত্রে, পরিকল্পিত আবাসন গড়ার জন্য চউক, চসিক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে সময়োপযোগী উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে।

১০. এগ্রোবেইজড ইন্ডাষ্ট্রি: অর্থনীতিবিদসহ শিল্প উদ্যোক্তাদের অভিমত হচ্ছে দেশের দ্রুত টেকসই ও সমতাভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যেই অঞ্চলের যেই সম্পদ-সম্ভাবনার প্রাচুর্য রয়েছে, সেই অঞ্চলের সেই সম্পদের পরিপূর্ণ সর্বোচ্চ ব্যবহারকে গুরুত্ব দিতে হবে। ভৌগোলিক সুযোগ-সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে তাহলে স্বল্প উৎপাদন খরচে অধিক উৎপাদন সম্ভবপর হবে, উৎপাদিত পণ্যের গুণগত উৎকর্ষ সাধিত হবে। বাংলাদেশে এলাকাভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদের ভিন্নতা ও প্রাচুর্যতা পরিলক্ষিত হয়। বৃহত্তর চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে পেয়ারা, কাঁঠাল, আনারস, টমেটো, লেবু, পেঁপে ইত্যাদির প্রচুর ফলন হয়; প্রাকৃতিক কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণের প্রচুর উৎপাদনের সুযোগ আছে, পাওয়া যায় নানান প্রজাতির মৎস্য ও চিংড়ি। প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায় এগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাচ্ছে না, অপচয় হচ্ছে। তাই এসব ফলের জুস ফ্যাক্টরী; লবণ শিল্প ইত্যাদি স্থাপন করা যায়। এলাকাভিত্তিক এসব এগ্রোবেইজড ইন্ডাস্ট্রিগুলো এলাকার উন্নয়নে রাখবে অনন্য অবদান।

১১. হালদা নদী: চট্টগ্রামের তথা বাংলাদেশের আরেকটা প্রাকৃতিক সম্পদ, হালদা নদী। তার কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য হালদা নদী বাংলাদেশের অদ্বিতীয় নদী হিসেবে স্বীকৃত। হালদা নদী রুই জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র। বিশেষজ্ঞদের মতে হালদা নদী পৃথিবীর একমাত্র জোয়ার-ভাটার নদী যেখানে বড় রুই জাতীয় মাছ (রুই, কাতলা, মৃগেল এবং কালিগনি) সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে ডিম ছাড়ে, যা স্থানীয় অধিবাসীরা বংশ পরম্পরা সংগ্রহ করে নিজস্ব পদ্ধতিতে রেণু উৎপাদন করে। পৃথিবীর আর কোন জোয়ার-ভাটার নদী থেকে সরাসরি ডিম আহরণের নজির আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। হালদা নদীটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড় উপজেলার পাহাড়ি ক্রীক থেকে ছড়া-খালাকারে উৎপন্ন হয়ে মানিকছড়ি, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রায় ৯৮ কিঃ মিঃ অতিক্রম করে চট্টগ্রাম শহরের চান্দগাঁও থানার কালুরঘাট নামক স্থানে কর্ণফুলী নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। হালদার আর্থিক অবদান সম্পর্কে হালদা গবেষক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক মো. মনজুরুল কিবরীয়া তাঁর এক প্রবন্ধে (বিশ্ব প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের দাবিদার হালদা) উল্লেখ করেন :'হালদা নদীকে কেন্দ্র করে সারা বছর আবর্তিত হয় এক শক্তিশালী অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞ। হালদা নদী থেকে প্রাপ্ত ডিম, উৎপাদিত রেণুর পরিমাণ এবং এখান থেকে উৎপাদিত মাছের হিসাব করলে দেখা যায় এক বছরে চার ধাপে জাতীয় অর্থনীতিতে হালদার অবদান প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। এর সাথে কৃষিজ উৎপাদন, যোগাযোগ এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে যোগ করলে একক নদী হিসেবে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে হালদা নদীর অবদান খুবই তাৎপর্যবহ'।

হালদা নদীটি তার প্রাকৃতিক অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য বাংলাদেশের জাতীয় প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ঐতিহ্য হওয়ার পাশাপাশি ইউনেস্কো কর্তৃক দেশের তৃতীয় বিশ্ব প্রাকৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণার দাবি রাখে। বর্তমানে নদীটি লোনা পানির আগ্রাসন, দূষণ, ব্রুড মাছ (মা-বাবা মাছ) শিকার, অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ, নদীর বাঁক কেটে দেওয়া ইত্যাদি কারণে তার স্বাভাবিক কার্যক্রম হারাচ্ছে। বৃহত্তর চট্টগ্রামের তথা বাংলাদেশের এই প্রাকৃতিক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সম্পদ সংরক্ষণে ও সমস্যা গুলোর সমাধানে চট্টগ্রামবাসীর সম্মিলিত প্রয়াস জরুরী।

১২. স্বাস্থ্য সেবা: পরিকল্পিত চট্টগ্রাম বিনির্মাণের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে উন্নত চিকিৎসাসেবা একটা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিবেচ্য বিষয়। মূলত ব্রিটিশ আমলের বন্দর হাসপাতাল, রেলওয়ে হাসপাতাল ও জেনারেল হাসপাতাল থেকে চট্টগ্রামবাসীরা চিকিৎসাসেবা পেত। তখন জনসংখ্যা কম থাকার কারণে চিকিৎসাসেবার অভাবও তেমন ছিল না। পাকিস্থান আমলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল গড়ে উঠলে পর চট্টগ্রামে চিকিৎসা সেবায় আরো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু, স্বাধীনতা পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশে যেই হারে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সেই হারে চিকিৎসাসেবার মান বাড়েনি। ফলে চিকিৎসা সেবায় একটা ধ্বস নামে। এক্ষেত্রে বিগত শতাব্দীর আশি-নব্বই এর দশকে বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম চট্টগ্রামেই বেসরকারি ক্লিনিক ও কম্পিউটারাইজড প্যাথলজি ল্যাব এর গোড়াপত্তন ঘটে। তবে সরকারি চিকিৎসাসেবায় অবনতি ঘটায় এবং বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রচুর খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার হওয়ায় সাধারণ জনগণ উন্নত চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। সেই ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

এখনো চট্টগ্রামে সরকারি বা বেসরকারি লেবেলে হৃদরোগ, নিউরোসার্জারী, ক্যান্সার চিকিৎসা, কিডনি রোগের ডায়ালাইসিস ইত্যাদি জটিল চিকিৎসার উন্নত অবকাঠামো গড়ে উঠেনি। তদুপরি সাধারণ জনগণের ছিটেফোটা উন্নত সরকারি চিকিৎসা সেবা পাবার ভরসাস্থল হচ্ছে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সম্প্রতি স্বার্থান্বেষীমহল নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থের জন্য কলেজটিকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করে আপামর খেটেখাওয়া মানুষের কাছ থেকে ন্যূনতম এই সরকারি চিকিৎসাসেবা পাবার সুযোগটাও কেড়ে নেওয়ার পায়তারা করছে। যেখানে সরকারি উদ্যোগে জনসংখ্যা অনুপাতে চট্টগ্রামে আরো দুটো হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। সরকারি চিকিৎসাসেবা বাড়ানোর জন্য চট্টগ্রামবাসীর সম্মিলিত প্রয়াস জরুরী। পরিকল্পিত চট্টগ্রাম এর জন্য পরিকল্পিত স্বাস্থ্যসেবার উন্নত অবকাঠামো গড়ার প্রত্যয়ে বেসরকারি উদ্যোক্তা বাড়াতে হবে। ভারতের টাটা-বিড়লার মতো দেশের বড় বড় কর্পোরেটদের চিকিৎসাসেবায় বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

১৩. জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ: অতিরিক্ত কার্বন নিঃস্বরণের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিজনিত জলবায়ুর পরিবর্তনে বিশ্বের যেই কয়েকটি দেশ চরম ঝুঁকির মধ্যে আছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। উষ্ণতা বৃদ্ধিজনিত সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ঘুর্ণিঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশের বিপদাপন্ন অঞ্চলগুলোর মধ্যে চট্টগ্রামও একটি। IPCC (Intergovermental Panel For Climate Change) এর প্রতিবেদন মতে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমবর্ধমান। চট্টগ্রাম শহর রক্ষার উপকুলীয় বাঁধের উচ্চতা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও টেকসই না হলে বা যেখানে বাঁধ নেই সেখানে পর্যাপ্ত উচ্চতাসম্পন্ন টেকসই বাঁধ নির্মাণ না করলে সম্ভাব্য এই ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। প্রচুর প্রাণহানি ও সম্পদ বিনষ্টের সম্ভাবনা আছে। চট্টগ্রাম শহরের দক্ষিণ অংশে আছে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ যেমন- চট্টগ্রাম বন্দরের স্থাপনা সমূহ, বিমান বন্দর, নৌ ও বিমান বাহিনীর স্থাপনাসমূহ, তেল ডিপো, সিইপিজেড ইত্যাদি। তাই মাষ্টার প্ল্যানে পতেঙ্গা থেকে ফৌজদারহাট পর্যন্ত ৩ মিটার উঁচু উপকুলীয় বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছিল।

চট্টগ্রাম শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়াতে অপরিকল্পিত নগরায়ণ হচ্ছে। খাল-পুকুর-জলাশয় ভরাট করে পাহাড় কেটে অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, ঝড়-বৃষ্টি ছাড়া স্বাভাবিক জোয়ারে আগ্রাবাদ হালিশহর ইত্যাদি এলাকা ডুবে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে মাষ্টার প্ল্যানের খাল সংস্কার, নতুন খাল খনন-সহ নানান পরিবেশ ও শহর রক্ষাকারী প্রস্তাব অনুসরণ করা হয়নি। পরিবেশ সচেতনতা ও দুর্যোগ মোকাবেলার অভিযোজন ক্ষমতা বাড়াতে হবে, জরুরী ভিত্তিতে শহর রক্ষার উপকুলীয় বাঁধ উঁচু ও মজবুত করে নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে।

১৪. ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও সংবাদপত্র: অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সমসাময়িক ঘটনাবলী ভিত্তিক সংবাদ, পক্ষে-বিপক্ষে অভিমত, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, আন্তর্জাতিক-অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়-আশয়, সমাজ-ধর্ম-দর্শন, শিল্প-সাহিত্য, পরিবেশ-বিনোদন-খেলাধূলা ইত্যাকার বিষয় সম্পর্কে জনগণকে জানানোর অন্যতম বাহন হচ্ছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও সংবাদপত্র। বর্তমানে তথ্য-প্রযুক্তির কল্যাণে মাধ্যম দু'টো খুবই শক্তিশালী, রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণে অসম্ভব প্রভাব বিস্তারকারীও বটে। তদুপরি মাধ্যম দু'টো বর্তমানে শুধু তথ্য-বিনোদন সরবরাহকারী যোগাযোগ মাধ্যম নয়; লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠানও। ফলে এ দু'খাতে বিনিয়োগের পরিমাণও কম নয়।

চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী, বৃহত্তম চট্টগ্রাম বাংলাদেশের সমৃদ্ধ জনপদ। তৎসত্ত্বেও চট্টগ্রামে কোন টিভি চ্যানেল নেই, কোন জাতীয় পত্রিকা নেই। এক্ষেত্রে চট্টগ্রাম পুরোপুরি ঢাকার উপর নির্ভরশীল। ফলে চট্টগ্রাম জাতীয় পর্যায়ে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত বা প্রতিফলিত হচ্ছে না। বৃহত্তর চট্টগ্রাম যে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, রাজনীতি-অর্থনীতিতে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে, পর্যটন শিল্পে অফুরন্ত সম্ভাবনাময় তা ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও জাতীয় দৈনিক না থাকাতে প্রচার করা যাচ্ছে না। ফরাসি সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত সিটিভি শুরু থেকে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। এক্ষেত্রে চট্টগ্রামবাসী অবহেলিত ও বঞ্চিত।

১৯২১ সালে তৎকালীন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মহিম চন্দ্র দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত দৈনিক জ্যোতি হচ্ছে চট্টগ্রামের প্রথম দৈনিক পত্র। এরপর থেকে এ পর্যন্ত অসংখ্য দৈনিক প্রকাশিত হয়েছে। আবার অবলুপ্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে ১৯৬০ সালে কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস থেকে ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক কর্তৃক প্রকাশিত দৈনিক আজাদী বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্বাপর চট্টগ্রামের সবচেয়ে প্রাচীন ও বহুল প্রচারিত দৈনিক। সম্প্রতি পত্রিকাটি তার গৌরবের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করে চট্টগ্রামকে গর্বিত করেছে। দৈনিক আজাদীর সাথে আশির দশকে প্রকাশিত দৈনিক পূর্বকোণ, নিকট অতীত থেকে প্রকাশিত দৈনিক কর্ণফুলী, দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ, দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ, দৈনিক পূর্বদেশ বর্তমানে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক চাহিদা পূরণ করছে। ঢাকার বাসিন্দা কাশীচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক ১৮৮২/১৮৮৩ সালে প্রকাশিত ধর্মবিষয়ক মাসিক 'সংশোধনী' পত্রিকাটি চট্টগ্রামের প্রথম সাময়িক পত্র। চট্টগ্রামের দ্বিতীয় সাময়িকপত্র হচ্ছে ১৮৮৪ সালে নাজির কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত কালিকিংকর মুৎসুদ্দী সম্পাদিত 'বৌদ্ধ বন্ধু'। বর্তমানে চট্টগ্রাম থেকে অনেক সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। তবে বর্তমানে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত কোন সাময়িকপত্র জাতীয় পর্যায়ে প্রচারিত বা পরিচিত নয়।

ঢাকার পরে চট্টগ্রামের স্থান হিসাবে চট্টগ্রাম থেকে কোন জাতীয় পত্রিকা প্রকাশিত না হওয়ার পেছনে কিছু কারণও আছে, যেমন–বিজ্ঞাপনের অভাব, সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার অভাব, পর্যাপ্ত বিনিয়োগের অভাবে ঢাকায় অফিস নেই ও বিভিন্ন অঞ্চলে জনবল নেই, দেশের নানা অঞ্চলের খবর পরিবেশনের অক্ষমতা, সময়োপযোগী নানা ধরনের বিশেষ পাতা ও ক্রোড়পত্র সংযোজনে ঘাটতি, বাজারজাতকরণ

তথা জেলায়-উপজেলায়-শহর-অঞ্চলভিত্তিক পাঠকের ঘরে ঘরে পৌঁছানোর সমস্যা, সর্বোপরি, সংবাদপত্রকে একটা বৃহৎ শিল্প হিসেবে নেয়ার অপারগতা ইত্যাদি। সংবাদপত্রকে (বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া) প্রচুর পুজিবিনিয়োগের শিল্প হিসেবে গ্রহণ করে সাহস ও ঝুঁকি নিয়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালনা করার মানসিকতা নিয়ে কোন উদ্যোক্তা এগিয়ে আসলেই চট্টগ্রাম থেকে জাতীয় পত্রিকা প্রকাশ বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রচলন সম্ভব হবে। নতুবা অনেক কিছুর মতো ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও সংবাদপত্র বিষয়েও অনেককাল আমাদের ঢাকার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে।

১৫. মনন-সৃজনশীল চর্চায় চট্টগ্রাম: যেকোনো মানবগোষ্ঠীর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি তার বুদ্ধিবৃত্তিক ও মননগত বিকাশ জরুরী। মনন-সৃজনশীল চর্চার মধ্য দিয়ে মননের বিকাশ সাধিত হয়। অতীতের মতো বর্তমানেও শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে চট্টগ্রামের অবদান কোন অংশে গৌণ নয়। বাংলাভাষা-সাহিত্যের আদি নিদর্শন সিদ্ধাচার্যদের রচিত চর্যাপদ। প্রাচীনকালে চট্টগ্রামের পন্ডিত বিহারে সিদ্ধাচার্যরা চর্যাপদ রচনা করতেন। আর মধ্য যুগে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় চট্টগ্রাম সমগ্র বাংলার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার, এসময় চট্টগ্রামে রচিত হয়েছিল পুঁথিসাহিত্য। এক্ষেত্রে স্বনামধন্য পন্ডিত আহমদ শরীফ মহোদয়ের দু'টো বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন– 'মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে মুসলমানের রচনা বলতে প্রায় সবটাই তো চট্টগ্রামের দান, এমনকি বাংলাদেশের যে কোন অঞ্চলের চাইতে হিন্দুর দানও কম নয়'। তাঁর হিসাব অনুযায়ী–'আঠারো শতকের প্রথমার্ধের আগে চট্টগ্রাম থেকে যেখানে পঞ্চাশজন কাব্য কবিতা রচয়িতার সন্ধান পাওয়া গেছে সেখানে নোয়াখালীতে পাওয়া গেছে একজন এবং কুমিলাতে তিনজন'। চট্টগ্রামের গর্ব, মধ্যযুগের কয়েকজন কবির নাম এখানে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে পারি, যেমন- শাহ মুহম্মদ সগীর (ইউসুফ জুলেখা), দৌলিত উজির বাহরাম খাঁন (লাইলী মজনু), কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস ও শ্রীকর নন্দী (মহাভারতের অনুবাদক), মুহম্মদ কবীর (মধুমালতী), জৈনুদ্দিন (রসুল বিজয়), দৌলত কাজী (সতী ময়না), কোরেশী মাগন ঠাকুর (চন্দ্রাবতী), মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের একমাত্র মুসলিম মহিলা কবি রহিমুন্নিসা প্রমুখ।

আধুনিক যুগে তথা উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিক্ষা-সংগীত-রাজনীতি-প্রগতির বিজয় পতাকাকে উড্ডীন রাখতেও চট্টগ্রামের কবি-সাহিত্যিক-ইতিহাসবিদ, বুদ্ধিজীবী-রাজনীতিবিদরা তাঁদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁদের কয়েকজন হলেন–কবি নবীনচন্দ্র সেন, কবিভাস্কর শশাঙ্কমোহন সেন, কমলাকান্ত সেন, যাত্রামোহন সেন, ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগীর, ভারততত্ত্ববিদ আচার্য ড. বেণীমাধব বড়ুয়া, তিব্বতবিশারদ শরচ্চন্দ্র দাশ, কালিকারঞ্জন কানুনগো, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, কাজেম আলী মাস্টার, যতীন্দ্রমোহন সেন, ড. মু. এনামুল হক, লোকমান খাঁন শেরওয়ানী, বুলবুল চৌধুরী, মাস্টারদা সূর্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, আবুল ফজল, জ্যোতির্মালা দেবী, নভেরা আহমদ, রমেশ শীল, ফণী বড়ুয়া, সুরেন্দ্রলাল দাশ, জগদানন্দ বড়ুয়া, আবদুল হক চৌধুরী প্রমুখ। উপমহাদেশের মধ্যে চট্টগ্রামেই প্রথম বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করেছিলেন জ্ঞানতাপস চট্টগ্রাম পৌরসভার চেয়ারম্যান নূর আহমদ। চট্টগ্রামের যুবকরাই প্রথম ব্রিটিশ শাসকদের অহমিকা চুরমার করে দেওয়ার সাহস দেখিয়েছিলেন। ভাষা আন্দোলনে চট্টগ্রাম থেকে প্রথম কাব্যসুধায় প্রতিবাদের বজ্রবাণী চট্টগ্রামের অকুতোভয় কবি মাহবুবুল আলম চৌধুরীর কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল–'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'। মহান'৭১-এ চট্টগ্রাম থেকেই প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণার বজ্রবাণী বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। বীর বাঙ্গালীর অহংকার মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ-লালন-প্রবহমান রাখার প্রত্যয়ে চট্টগ্রামেই প্রথম 'মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা'র গোড়াপত্তন ঘটে যা এখন বাংলাদেশের সর্বত্র আয়োজন করা হয়। আমাদের

চট্টগ্রামের সন্তান বিশ্বজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস স্বাধীন বাংলাদেশকে প্রথম নোবেল জয়ের সম্মান এনে দেন।

কিন্তু বর্তমানে চট্টগ্রামে সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুষ্ঠানাদি করার পর্যাপ্ত সংখ্যক মান সম্পন্ন হল নেই। যা আছে তাও খুবই ব্যয় বহুল। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে চট্টগ্রামে একটি পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা দরকার; যেখানে থাকবে সিনেমা হল, মিলনায়তন, আর্ট গ্যালারি, বই-ক্যাসেট-সিডি ও কারুপণ্যের দোকান, প্রকাশনা সংস্থা, প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ও স্টুডিও, অফিস, শিশু বিনোদন কেন্দ্র, মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য-ম্যুরাল ইত্যাদি। চাহিদার তুলনায় বৃহত্তর চট্টগ্রামে সরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অপ্রতুল। উত্তর চট্টগ্রামে কোন সরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (কলেজ) নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আবাসন সমস্যা প্রকট। বৃহত্তর চট্টগ্রামে মাত্র একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, সিটিভি-তে নেই 'প্রমোট চিটাগাং, বা 'ব্র্যান্ড চিটাগাং' শীর্ষক কোন কর্মসূচী। শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চা সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানেও বিমাতা সুলভ সরকারি আচরণ সহজেই চোখে পড়ে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন শ্রেণি-পেশা-ধর্ম অঞ্চল-দল-গোষ্ঠী নির্বিশেষে চট্টগ্রামবাসীর অধিকার আদায়ের সমন্বিত ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। দীপ্ত তারুণ্যকে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যবোধে মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার মতো পদক্ষেপ । বৈষয়িক সমৃদ্ধির পাশাপাশি মননজগতের উৎকর্ষ সাধনেই নিহিত আছে 'পরিকল্পিত চট্টগ্রাম' বিনির্মাণের পরিপূর্ণ সফলতা।

বৃহত্তর চট্টগ্রামের তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতি চট্টগ্রামের আরেক মূল্যবান মানস সম্পদ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিশ্বায়নের দাপটে সবলের চাপে পড়ে ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বলা যায় চাটগাঁ ভাষার চর্চাও ক্রমশ কমে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন আদিবাসীর ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির গবেষণা-চর্চা ও সংরক্ষণের জন্য আগ্রাবাদস্থ জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরকে আরো সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করে তার কার্যক্রম আরো বাড়ানো যায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বা চট্টগ্রাম শহরে অথবা যেকোন পার্বত্য জেলায় একটা ভাষা ইন্‌স্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

শেষ কথা

রাজধানী ঢাকার পরেই চট্টগ্রামের স্থান, চট্টগ্রাম দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী, ঢাকার চেয়ে প্রাচীনতম শহর। অনেকে বাণিজ্যিক রাজধানী বলেন। আবার ইদানিং অনেকে নর্থ-ইস্ট ইন্ডিয়ার ও চায়না-মায়ানমার-থাইল্যান্ডের 'ইকোনোমিক হাব'ও বলেন। যা ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধা, প্রাকৃতিক সম্পদ-সৌন্দর্য ও শৌর্য-বীর্যের কারণেই বলা হচ্ছে। চট্টগ্রামের সম্ভাবনা অসীম, দেশের সামগ্রিক স্বার্থেই চট্টগ্রামের উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী। বর্তমান সরকারের 'ভিশন–২০২১' সফল করতে হলে তথা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে চাইলে চট্টগ্রামকে গুরুত্ব দিতে হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে 'পরিকল্পিত চট্টগ্রাম' গড়ার জন্য সরকারি-বেসরকারি যৌথ প্রচেষ্টা গ্রহণ এবং চউক, চসিক, বন্দর কর্তৃপক্ষ, সওজ, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, কর্ণফুলী গ্যাস সিস্টেম লিঃ, ওয়াসা ইত্যাদি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন একান্ত আবশ্যক, তাহলেই চট্টগ্রাম যথার্থে দেশের 'বাতিঘর' হয়ে উঠবে।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Enabling Environment for Green (Eco) Banking: Implications for Banking Sector of Bangladesh

Moslehuddin Chowdhury Khaled*
Bidduth Kanti Nath**

Abstract

In recent years, enabling environment for green economy and banking is clearly a priority for different international organizations like UN, ICC, OECD, national governments, and other authorities like central banks. Bangladesh Bank also has green banking policies and guidelines which serve as compliance issues for banks and financial institutions, and are yet to be conceptualized and actualized at the branch level or operational levels.

This paper recommends that Bangladesh Bank needs to be more reward oriented rather than compliance oriented, and devise mechanism to recognize the banks and financial institutions, for innovation and adoption of green banking initiatives. Bank managing directors may take a proactive role in convincing the board directors that green banking initiatives will bring more benefits than the costs and will maximize long term value of the banks. The employee evaluation and promotions should integrate GB related indicators into their usual KBO, KRA, KPI (key business objective, key results area, key performance indicator) etc.

* Assistant Professor, Management, Chittagong Independent University. Moslehuddin. khaled@gmail.com

** Assistant Professor, Dept. of Economics, Premier University Bangladesh. bid dutheco@yahoo.com

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

Further research related to this article, may be conducted at the individual institutional level to see the year-to-year impact of GB initiatives on the long term profitability and customer image.

Keywords: Green banking, Eco banking, Green economy, Environment, Enabling Environment

1. Introduction

In this article, we will try to examine the *practice of environmentally responsible economic initiatives*, particularly, in banking practices around the world, and what we can learn from it for Bangladesh.

The "green economy" concept has gained momentum in many intergovernmental organizations like United Nations Environment Programme (UNEP) Green Economy Initiative, the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Green Growth Strategy, national governmental strategies and central banks policies and guideline and so on. "Green Economy in the context of sustainable development and poverty eradication" has been declared a priority theme for the United Nations Conference on Sustainable Development in 2012 (Rio+20). Governments around the globe are seeking ways to define and shape this concept into meaningful policy framework so that economic growth vis-à-vis environmental protection are simultaneously achieved.[3]

Recently, we listen much about green banking in our country also. Bangladesh Bank has some rules, regulations, and directives for practicing green banking which helped create the awareness among the bankers about the term like green banking. Shah Habib of BIBM mentioned in his paper that there was a significant difference or increase in awareness among the bankers as demonstrated by BIBM survey of 2010 and 2011 (Habib 2012).

There is a ***gap of literature*** in the area of *comparing the Bangladesh context and World context and identifying the direction* of framework regarding green economy and banking.

1.1 Objectives

Overall objective of this paper is to examine the *practice of environmentally responsible economic initiatives*, particularly, in banking practices around the world, and to identify what we can learn from it for Bangladesh.

---

3. ICC Green Economy Policy introduction: http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/areas-of-work/environment-and-energy/icc-green-economy-policy/

The specific objectives are:

1. To understand the context of green banking- explore the meaning of different terms like green banking, eco banking, and environment friendly banking and so on;
2. To identify the evidences related to enabling environment by different stakeholders and current practices around the world in green economy and environmentally friendly banking;
3. To identify the economic motivation of the banks to go green;
4. To examine the Bangladesh Scenario: *Current state of Bangladesh Bank policies, and compliance and initiatives by the institutions;*
5. To develop a broad recommendation or framework of principles that shows the learning possibilities for Bangladesh in greening the economy and banking;

1.2 Methodology of the Study

We selected the topic as a burning issue throughout the world, and Bangladesh, as an environmentally vulnerable country, has a particular interest in the matter of green initiatives.

Extensive literature review was done to understand the context of the idea of Green movement around the world. Documents were reviewed from sources like UN, UNEP, ICC, different government sources from India, Sri Lanka etc. To understand the economic motivation of green activities, popular sources, like Forbes, were consulted.

Bangladesh scenario data were taken from Bangladesh Bank quarterly report prepared by Green Banking department, which seemed to be an excellent and reliable secondary sources for our data.

Findings and recommendations were validated through cross checking with branch level officers or managers of five banks and financial institutions.

Overall article and subject matter is exploratory in nature and may provide further direction in green banking related research in the future.

2. Global Context of 'Going Green'

In the whole corporate world there has been a trend to 'go green'. Going green means being environmentally responsible or responsive. Going green, according

to American Heritage Dictionary is to be a supporter of a social and political movement that espouses global environmental protection, bioregionalism, social responsibility, and nonviolence.[4] Green Economy in the context of sustainable development and poverty eradication" was selected as one of the two themes of the 2012 UN Conference on Sustainable Development (Rio+20).

It is now widely accepted view that human actors have made much harm to the environment in the wake of industrial mechanized production, unchecked consumerism, and other irresponsible behavior for about last two fifty years. But now, it is also a broad agenda in governments, businesses, and in society in general, that we need to be more responsible to our own natural environment. This agenda is being called 'going green'.

2.1 What is Green Economy

The term 'green economy' is defined as *an economy that results in reducing environmental risks and ecological scarcities, and that aims for sustainable development without degrading the environment*.[5]

Green Economy Initiative (UNEP/GEI) was launched in late 2008. The collective overall objective is to provide the analysis and policy support for investing in green sectors and in greening environmental unfriendly sectors. In this regard, UNEP has developed a working definition of a green economy as one that results in improved human well-being and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological *scarcities.* In its simplest expression, a green economy can be thought of as one which is low carbon, resource efficient and socially inclusive. [6]

Here, one thing is noticeable, UN and many other stakeholders included the issue of social inclusion, equity, and similar ideas with the idea of going green. So, going green sometimes mean being more egalitarian and people inclusive.

There is a debate whether 'green economics' is a distinct branch. Also, the proponents of feminism, postmodernism, the ecology movement, peace movement, green politics, green anarchism and anti-globalization movement used the term 'green economy' differently. But one theme is common - 'make corporate and business world more accountable to planet in general' and to 'make government less friendly to who are not responsible to environment'.

---

4. The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition
5. Wikipedia/ Green Economy
6. United nations environment programme: unep.org/greeneconomy/

2.2 What is Green (Eco) Banking

Green banking is just another focused area in the broader context of going green. Generally, the term green banking means that all the activities of the bank are environmentally concerned. It may also mean that the bank gives loan at better rates to the companies related with environment friendly businesses. At its best, a bank can integrate the green idea into its mission statement. For example, First Green Bank mentions that it is the first bank of its kind to promote positive environmental and social responsibility while operating as a traditional community bank.[7]

One interesting thing is as Kate Harrison put it in her Forbes article, when people think about eco-entrepreneurs, they do not usually think about someone starting a bank.[8] But that is exactly what Kenneth LaRoe, CEO and Founder of First GREEN Bank did in Florida, USA, in 2009. They claimed that First GREEN Bank is one of the first banks to have an environmental and social mission as a founding principle and having some unique green lending programs.

Green Bank Report, an organization dedicated to environment-friendly banking and reporting on the global banks provided the following examples of meaning of green banking:[9]

- **Green Checking** - converting checking accounts to online banking
- **Green Money Market Accounts** - converting savings accounts to online banking
- **Green CDs** – bonus rates for online banking
- **Green Loans** – better rates for energy-efficiency projects
- **Green Mortgages** – better rates for energy-efficient houses.

The term **eco banking** is also seen to be interchangeably used to mean the same idea as green banking or environmentally responsible banking.

2.3 Importance of Green Banking in Bangladesh

As a third world country like Bangladesh, green banking is important. Green banking may considerably reduce environmental risks and ecological scarcities.

---

7. First Green Bank: firstgreenbank.com/
8. http://www.forbes.com/sites/kateharrison/2015/01/29/eco-banking-yes-indeed/
9. Green Bank Report: greenbankreport.com

Studies suggest that Bangladesh is *one of the most vulnerable places in the world to climate changes and rests on the border line of any environmental disaster* like sea level rise (Schipper & Pelling, 2006; Ali, 1999; Rosenzweig & Parry, 1994). Bangladesh is called 'vatir desh' or ebb-tide country. Day by day its sea level has been increasing. If world's carbon dioxide giving out is not controlled, then melting down of the pole will also continue. For which our coastal area may submerge under water. This threat is the upcoming risk for Bangladesh. So, to protect and save our economy and environment we need to emphasize on green banking (Voumik & Shah, 2014).

In a green banking environment, growth in income and employment should be driven by public and private investment that reduce carbon emissions and pollution, enhance energy and resource efficiency, and prevent the loss of biodiversity and ecosystem services.

3. Green Economy and Banking: *enabling environment and current practices around the world*

In this section, we provide some partition evidence from around the world. These evidences are selectively taken from supranational organizations like United Nations, World Bank, central banks of different countries around us, and also from some multinational banks having operations in this region.

1. **United Nations: The road to dignity by 2030: ending poverty, transforming all lives and protecting the planet (2014)**

   Drawing from the experience of two decades of development practice and from the inputs gathered through an open and inclusive process, the report charts a road map to achieve dignity in the next 15 years. The report proposes one universal and transformative agenda for sustainable development, underpinned by rights, and with people and the planet at the center.

   The report also underscores that an integrated sustainable development agenda requires an equally synergistic framework of means for its implementation, including financing, technology and investments in sustainable development capacities. In addition, the report calls for embracing a culture of shared responsibility in order to ensure that promises made become actions delivered.

2. **A Post 2015 Global Goal for Water : Synthesis of key findings and recommendations from UN Water (2015)**

   This authoritative document provided a comprehensive framework for addressing the challenges of water as water is related to other sustainable development issues, such as food production, sanitary conditions, and hence, drinking water.

   Meeting the global goal for water and its associated targets, as outlined in this document, will require a major effort by countries to ensure "enabling environment" in which to plan and implement. Creating the "enabling environment" entails reforming institutions and building capacity of communities and individuals in support of the water Goals.

   Particularly related to Banking sector recommendation is: Barriers to investment should be removed to attract finance, including improved governance, competitive bidding and contract negotiation.

3. **OECD - Towards Green Growth**

   This is a major report by *Organization for Economic Cooperation and Development*- OECD, a forum for developed countries, which provides 'a lens for examining growth'. It considered that green growth means fostering economic growth and development while ensuring that natural assets continue to provide the resources and environmental services on which our well-being relies. It also considered that a return to "business as usual" would be unwise and ultimately unsustainable, involving risks that could impose human costs and constraints on economic growth and development.

   OECD did not prescribe "one-size-fits-all" prescription for implementing strategies for green growth as Greening the growth path of an economy depends on policy and institutional settings, level of development, resource endowments and particular environmental pressure points. Advanced, emerging, and developing countries will face different challenges and opportunities, as will countries with differing economic and political circumstances. But efficient resource use and management is a core goal of economic policy and many fiscal and regulatory interventions Innovation will play a key role, along the process.

4. **A New Paradigm for Caribbean Development: Transitioning to a Green Economy (2014)**

Since most Caribbean economies are heavily dependent on 'natural resources' and tourism, it is easily conceivable why this Green Economy movement is so important to this region. Heavily drawing on the UN 2012 conference (Rio +20), UNEP's GE initiative, and UN led Sustainable Energy for All (SE4All), it based its recommendations and action plan.

They emphasized the importance of having the appropriate Policy and Regulatory Environment to encourage and facilitate both public and private sector investment in renewable energy options. Specific areas highlighted were: the need for policy formulation and implementation and capacity building for policy implementation; policy reforms to create incentives for renewable energy development; a clear and long-term policy framework; and, where appropriate, revising the policy and regulatory framework as the context evolves.

Another area of action plan was for 'Policy Consistency' meant to remove the inconsistencies and contrasts in the already available many policy documents in the area of green economy and renewable energy.

Also, they rightly identified the importance of critical combination of government policy, private sector innovation, markets, and finance (international and domestic) to create a virtuous cycle towards sustainable energy and green economy, with any one able to kick start the process, but all is needed and required to work in synergy.

5. **ICC Green Economy Guidelines and Roadmap (2012)**

As an umbrella organization, International Chamber of Commerce – ICC has provided guidelines and roadmaps for businesses to become more contributive to the Green Economy spirit. They recognize that business is a substantive participant to shape and implement Green Economy policies and markets, in terms of jobs, investments, technologies, products and services that drive the changes and innovations needed to move towards a Green Economy.

In these documents, ICC presented ten conditions needed towands move towards greener economy. These conditions vary in terms of top-down, bottom-up, short term and long run and calls for innovations on various front simultaneously.

6. Sri Lanka: NGRS-National Green Reporting System

Establishment of a national green reporting system (NGRS) is an important framework that can be used to promote reporting of sustainability performance in industry and services sectors. It enhances the capacity of these sectors to exert positive changes on the state of country's economic, environmental and social conditions.

This document presents the guidelines for the green reporting system. These guidelines were prepared with the technical assistance of the Ceylon Chamber of Commerce through EU funded programs, in collaboration with the key stakeholders. The objective is to recognize, appreciate and reward the manufacturing and service sectors based on their sustainability performance, which would also facilitate them to compete with the international and local markets. The NGRS also provided indictors and description in the following category:

- Profit / Economic Performance Indicators – 6 KPIs
- Planet / Environmental Performance Indicators – 24 KPIs
- People / Social Performance Indicators – 20 KPIs

7. Reserve Bank of India (Central bank of India) Guideline on Green Banking (2013)

RBI has provided a guideline to its banking industry and mentioned that green banking can be an avenue to reduce pollution and save the environment. Green Banking is a multi-stakeholders' endeavor where banks have to work closely with government, NGOs, regulator, consumers, and business communities.

They proposed that the banks introduce standard rating for green efficient banks and banking practices among Indian Banks. Under this rating system, termed as "Green Coin Rating". According to the proposal, Banks will be judged based on the internal operations of their branches (reuse, refurbish and recycling concept being used in their systems and processes - building furnishings, computers, servers, networks, printers, etc.) and on the number of green projects being financed by them and the amount of rewards and recognition they are paying for turning businesses green.

8. Standard Chartered Bank Green Banking Report (2013)

Standard Chartered Bank is a prominent multinational bank and the evidence shows that they have their own propositions for adopting green banking

practices. As a banking group, they have focused on three key priorities: avoiding inappropriate financing of environmentally vulnerable projects.

The position statements of the bank set out the environmental and social standards that the bank expects of itself and its clients and they recognize that their primary impact on the natural environment is through their relationship with customers and the lending decisions bank takes. The guideline says that all lending proposals have to include consideration of environmental and social issues.

So what is evident from these evidences around the world that green banking discourse, discussion, enabling policies and frameworks are already in place in many governments, international organizations, associations, and in individual banks. Any country, regulatory authority and individual banks are at an advantage of having many documents and examples to follow and frame their own customized guidelines for implementation.

4. Inentify the Economic Motivation of the Banks to 'Go Green'

So far, we have explored normative theme around the world and analyzed the empirical evidences coming from government authorities, international business associations, regional multinational organizations, and so on.

Though definitions many from organization to organization, the common theme is: *everyone can benefit from green banking or economic activities, and, at least in the long run, the benefits are clearly more than the immediate cost of green.*

In this regard, one of the comprehensive study is done by UK government (2011) which shows the 'value for money' proposition from a macroeconomic view. But then how it turns out to be value for money for actors at the market level!

For individual banks and financial institutions, there are some obvious economic benefits of going green or transforming the institutional operations green oriented. The tentative benefits are as follows:

- **Savings through reducing paper work:**
  Customers are encouraged to use **online banking**. So paper work between customer and banks or financial service providers may be reduced significantly. Paperwork include account opening, accounts statement, application for loans, application for different term deposits, different types of notifications from bank to customers back of forth, etc. Now, if online banking is used by customers, it is expected that there will be a significant savings.

- **Savings through electricity and energy usage:**
  There is a considerable cost of using energy in office management of the financial institutions- lighting, decorative lighting, air conditioning, air ventilation, and so on. A great part of these can be reduced if switched to solar energy. Solar energy technologies are becoming available in the market and financial service providers or banks may be pioneers in adopting all these. The immediate consequence is savings from energy use and image building as a green savy organization to the stakeholders. Spill over benefit is that clients can learn from the banks in this regard.

- **Savings through Sharing the Ride and other Resources:**
  Greening requires the offices to reuse and recycle the materials as a 'conservation' of nature and resources. But more than that, sharing resources may be a very good option in many cases. For example, banks and financial institutions provide generous loans and advances (reduced interest rate and longer term payback period, for example) as part of 'other benefits' to their employees. *For example, car purchase. If the employees are provided shared car or encouraged to share the rides, which would save the environment in the first place, but also save bank's money.*

These are just some concrete examples and ideas taken from generally and widely available sources around the world. A common theme is accepted that there are some initial costs of going green, including the training, awareness, and mainstreaming of the top managers and employees at all level. But it is also agreed upon by almost all stakeholders- investors, top management, and employees, that benefits are much greater than the cost in the long run.

5. Green Banking Activities of Banks and Financial Institutions (Fls) in Bangladesh

In this section, we examined the data from BB sources to understand the green banking (GB) activities of the bank and other financial institutions under the purview of Bangladesh Bank regulations. These are summarized and analyzed in line with the BB-GB policy guideline

1.1 Policy Formulation and Governance

All 47 banks (schedule before 2013) have their own Green Banking Policy Guidelines approved by their respective Board of Directors/Competent authority as well as have Green Banking Unit (GBU) for pursuing Green Banking activities.

21 out of 31 FIs have formulated their own Green Banking Policy Guidelines approved by their respective Board of Directors and 22 FIs have formed Green Banking Unit (GBU) till the reporting quarter.

1.2 Allocation and Utilization of Fund for Green Banking Activities

The snapshot of allocation and utilization by banks and FIs in Green Finance, Climate Risk Fund as well as Marketing, Training and Capacity Building in September 2014 quarter is shown in Table-1:

In terms of funds PCB's had the maximum allocation in green finance -Taka 324011.68, climate risk 829.38 and Marketing training and capacity building 605.50. It shows that PCB's had the most fund. In terms of utilization PCB's used the highest funds, 82,336.68.

Table 1: Alloeation and Utilization of Fund for Green Banking Activities

Banks/ FIs	Annual Allocation of Fund (in million Taka)				Utilization of Funds July-September, 2014 (in million Taka)			
	Green Finance	Climate Rik Fund	Marketing Training and Capacity Building	Total	Green Finace	Climate Risk Fund	Marketing Training and Capacity Building	Total
SCBs	9,821.17	191.80	386.00	10.398.97	791.31	6.39	2.72	800.42
SDBs	5.800.87	432.20	40.10	6.273.17	200.51	0.00	0.00	200.51
PCBs	342,011.68	829.38	605.50	343,446.56	82,178.56	88.84	69.28	82.336.68
FCBs	65,124.39	169.40	65.60	65,359.39	22,144.19	28.11	0.00	22,172.30
Newly Scheduled Banks	506.47	3.50	1.00	510.97	196.47	3.50	0.23	200.20
FIs	34,250.34	260.78	37.10	34,548.22	4,846.71	0.38	0.29	4,847.37
Total	**457,514.92**	**1,887.06**	**1,135.30**	**460,537.28**	**110,357.75**	**127.22**	**72.52**	**110,557.48**

Source: Green Banking and CSR Department (July-September 2014), Bangladesh Bank.

1.3 Environmental Risk Rating (ERR)

48 banks out of 56 and 20 FIs out of 31 have conducted environmental risk rating in the reporting quarter. The quarterly shift of ERR by banks and FIs is shown in Figure-1:

In terms of green finance utilization increased in September 2014.

Figure 1: Quarterly Comparison of Environmental Risk Rating

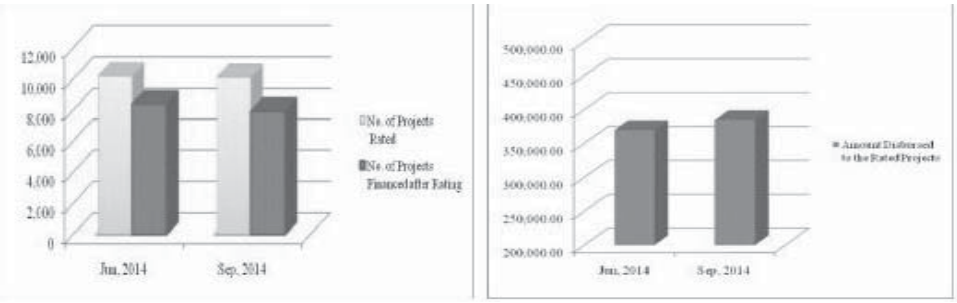

Source: Green Banking and CSR Department (July-September 2014), Bangladesh Bank.

1.4 Green Finance:

In September 2014 quarter, direct green finance by banks and FIs is 7.84% of total green finance and 0.60% of total funded loan disbursement. A brief picture of green finance by banks and FIs is shown in Table-2 and Table -3:

Table 2: Green Finance (in million Taka)

Type of Bank/FI	Direct Green Finance	Indirect Green Finance	Total Green
SCBs	754.51	36.80	791.31
SDBs	37.56	162.95	200.51
PCBs	5,748.29	76,430.27	82,178.19
FCBs	1,243.34	20,900.85	22,144.19
Newly Scheduled Banks	26.60	169.87	196.47
FIs	1,284.63	3,562.08	4,846.71
Total	**9,094.93**	**101,262.82**	**110,357.75**

Table 3: Direct Green Finance as % of Total Finance

Type of Bank/FI	As % of Total Green Finance	As % of Total Funded Loan Disbursernent
SCBs	95.35%	7.04%
SDBs	18.73%	0.22%
PCBs	6.54%	0.45%
FCBs	5.61%	1.15%
Newly Scheduled Banks	13.54%	0.08%
FIs	26.51%	2.36%
Total	**7.84%**	**0.60%**

Source: Green Banking and CSR Department (July-September 2014), Bangladesh Bank

PCB's total green finance was 82178.56. In which direct green finance was 5748.29 and indirect 76430.27. SCB's used highest fund for loan disbursement.

1.5 Online Banking:

54 banks out of 56 have at least one online branch and 32 banks have introduced internet banking facility up to September 2014. Significant progress has been observed in the expansion of online branches since the previous quarter (Table-4).

PCB'S had the maximum branches where 3648 had online coverage. FCB's had 100% online coverage.

1.6 Bangladesh Bank Refinance Scheme for Renewable Energy and Green Products:

Up to the reporting quarter, total number of Participatory Financial Institutions (PFIs) is 52 where 38 are banks and 14 are FIs. The disbursement scenario of this scheme during July –September, 2014 quarter is shown in Table-5:

Table 4: Online Banking

Type of Bank/FI	No. of Total Branches	No of Branches with online coverage	Percentage of Online Branches
SCBs	3,544	1,661	45,87%
SDBs	1,502	138	9.19%
PCBs	3,653	3,648	99.86%
FCBs	75	75	100.00%
Newly Scheduled Banks	137	113	82.48%
Total	**8,911**	**5,635**	**63.24%**

Source: Green Banking and CSR Department (July-September 2014),Bangladesh Bank

Table 5: Category wise Disbursement

Sl. No	Category	Taka in million
1	Bio gas	48.85
2	Solar Home System	14.50
3.	Solar Irrigation Pump	26.50
	Total Disbursement	90.04

Source: Green Banking and CSR Department (July-September 2014),Bangladesh Bank.

Category wise maximum disbursement was in Bio gas.

1.7 ADB supported Financing Brick Kiln Efficiency Improvement Project: Under this project, refinance is provided to Participatory Financial Institutions (PFIs) who come into agreement with Bangladesh Bank. Up to reporting quarter, total number of PFIs is 52 where 35 are banks and 17 are FIs. In July –September, 2014, TK. 865 million (USD 10.88 million) has been claimed by PFIs for refinance to BB against 5 projects.

Table 6:

Issue	Bank/FI	
	Bank	Fl
Number of banks/Fls taving Green banking unit	52	22
Number of banks/Fls having Green banking policy	52	21
Number of hanks/FIs having Green office guide	51	20
Number of environmental risk rated prefects	9,489	628
Number of environmental risk rated projects and financed	7,378	565
Amount disbursed against rated projects (in million Taka)	362,166.89	22,748.11
Number of solar powered branches	394	4
Number of solar powered ATM/SMB units	205	N/A
Online branches (as % of total branches)	63.24%	N/A
Amount disbursed as green finance (in million Taka)	105,511.04	4,846.71.
Direct green finance as % of total funded loan disbursement	0.53%	2.36%
Amount utilized from climate risk tad (in million Taka)	126.84	0.38
Amount stilized for green marteiaf, training and development (in million Taka)	72.23	0.29

Source: Green Banking and CSR Department (July-September 2014), Bangladesh Bank

1.8 Green Banking Activities at a Glance up to September 2014:

54 banks out of 56 have at least one online branch and 32 banks have introduced internet banking facility up to September 2014. Significant progress has been observed in the expansion of online branches since the previous quarter.

6. Recommendations for Bangladesh : *a broad and coherent framework*

After analyzing the enabling environment for Green Banking the *major recommendation* is based on finding: the current policies and guideline of Bangladesh Bank (2011) act as a compliance document rather than an inspiring document, which means, benefits are not clear at the operational levels of the banks and financial institutions under the purview of Bangladesh bank.

- So BB should be more reward oriented, in the first place. That means BB should devise mechanism to recognize and reward the banks and financial institutions who are actively adopting or pioneering the green banking initiative.

Being fully "green" enterprise, mastering all elements of environmentally conscious activity, is practically rare. But there are certainly many options that can signal the change of mindset in favor of going green.

- BB can devise mechanisms to grade the banks and financial institutions, say grade A, B, C etc. These grades should be clearly defined and BB-GB (green banking) audit teams can independently audit the bank's different branches and certify them in the appropriate grade.
- This periodic and continuous GB grading will foster healthy competitions among the branches within a particular bank also among the banks. This will divert some of the available loanable funds into green (eco-friendly) projects.
- The graded banks can be awarded, not only certificates, but also monetary and in-kind rewards which will be shared by all employees of that particular branch and the financial institutions. This will foster a greening culture throughout the bank.
- This will also create an 'image' building competition among the bank directors also who are traditionally profit motivated and keep pressing the MDs (managing director) of their respective banks. Now, the reward framework might be a triggering point of integrating GB grading objectives into their day-to-day operational thrusts.

Apart from this enabling environment recommendation, we can claim that any bank or financial institution has its own ethical consideration of being compliant with the law of the land, say for example, BB regulations.

- But more than that, banks may promote their own economic incentives to their employees by developing internal GB rules, policies, SOP(standard operating procedures), penalties etc.
- Individual banks should have their own recognition and reward policies for transforming branches and operations into GB oriented.
- The employee evaluation and promotions should integrate GB related metrics and indicators into their usual KBO, KRA, KPI (key business objective, key results area, key performance indicator) etc.

- Bank managing directors may take a proactive role in convincing the board directors that GB initiatives will bring more benefits than the costs and will maximize long term value of the Bank shares.

7. Conclusion

In conclusion we can say that Bangladesh, particularly its central bank is on the right direction.

It already has in place the policies and guidelines regarding the green bank. But, Bangladesh Bank can play more proactive role in fostering the innovation in the greening the economy through greening the culture of the banks.

The financial industry should work with governments to create a global investment framework that includes appropriate incentives to take on the challenges of sustainable growth as mentioned by Columbia University Professor Sachs and CEO of an investment bank, Hendrik Toit, in a recent project syndicate article (2015).

Innovation in finance and banking, as we learned from our extensive review of green economy and banking practices around the world, is the key to the future for utilizing the potential for making the economy, environment, and ultimately the world a better place than now it is.

Further research may be conducted at the individual institutional level to see the year-on-year impact of GB initiatives on the long term profitability and customer image.

References

1. Ali, A. (1999). Climate change impacts and adaptation assessment in Bangladesh. *Climate Research*, *12(2-3)*, 109-116.
2. Bangladesh Bank. (2011). *Policy Guidelines for Green Banking.* BRPD Circular No.02 February 27, 2011.
3. Caribbean Development Bank. (2014). *A new paradigm for Caribbean development: Transitioning to a green economy*. Barbados, W.I.
4. Habib, S. M. (2012). *Green Banking in Bangladesh.* Paper presented at 18th Biennial Conference of Bangladesh Economics Association, 13-15 September, Dhaka.
5. International Chamber of Commerce. (2012). *ICC Green economy roadmap - best practices and calls for collaboration.* Paris.
6. International Chamber of Commerce, (2012). *Green economy roadmap - a guide for business, policy makers and society*. Paris.
7. Jeffrey, D. S. and Hendrik, J. d, T. (2015). *Earth Calling the Financial Sector.* Retrieved from project syndicate. www.project-syndicate.org/ commentary/ sustainability-finance-leaders-by-jeffrey-d-sachs-and-hendrik-j— du-toit-2015-02#zf7CCPpmJqrSUty9.99
8. Ministry of Environment, Sri Lanka. (2011). *National Green Reporting System (NGRS), Sri Lanka Reporting Guidelines.* Colombo.
9. OECD. (2011). A framework for green growth. Paris.
10. Reserve Bank of India. (2013). *Green banking for Indian banking sector.* The institute for development & research in banking technology (IDRBT). Hyderabad.
11. Rosenzweig, C., & Parry, M. L. (1994). Potential impact of climate change on world food supply. *Nature*, *367*(6459), 133-138.
12. Schipper, L., & Pelling, M. (2006). Disaster risk, climate change and international development: scope for, and challenges to, integration. *Disasters, 30(1),* 19-38.
13. Standard Chartered Bank. (2013). *Green banking report 2013.* Dhaka
14. UK government. (2011*). The economics of the green investment bank: Costs and benefits, rationale and value for money.* Report prepared for The Department for Business, Innovation & Skills.
15. UN. (2014). *The road to dignity by 2030: ending poverty, transforming all lives and protecting the planet: Synthesis report of the Secretary-General on the post -2015 sustainable development agenda.* General Assembly-Sixty-ninth session, 4 Dec, 2014.
16. UN Water, (2015), A Post 2015 Global Goal for Water : Synthesis of key findings and recommendations from UN Water. New York: UN
17. Voumik, L.S. & Shah, M. G. H.(2014). A green economy in the context of sustainable development and poverty eradication: What are the implications for Bangladesh. *Journal of economics and sustainable development.* 5(3).

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

নোয়াখালীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা

মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল*

বৃহত্তর নোয়াখালীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা

সারকথা ঃ ১৯৭১ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিধারায় এটি লক্ষ্যণীয় যে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমাজতন্ত্র (সামাজিক ন্যায়বিচারার্থে সমাজতন্ত্র) তথা বৈষম্যহীন অর্থনীতি গঠন কাঠামোর বিকাশ প্রক্রিয়া বারবার বাধাগ্রস্থ হয়েছে। অঞ্চলভিত্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য-দূর্দশা-বঞ্চনা-অসমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুযোগে কতিপয় দূর্বৃত্ত (Rent Seeker) অঢেল বিত্তবৈভবের মালিক হয়েছে। এই প্রক্রিয়া সহায়তা করেছে বাজার, সরকার ও রাষ্ট্র। এই বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী) অঞ্চল।

নোয়াখালী নামের উৎপত্তি ১৬৬০ সালে। তখন আওরঙ্গজেব ছিলেন দিল্লির সম্রাট। নোয়াখালীর প্রাচীন নাম 'ভুলুয়া'। একসময় ভুলুয়া নামে একটি বন্দর ছিল। এর উত্তরে ছিল ভুলুয়ার বিশাল রাজবাড়ি, ভুলুয়ার দীঘি, রাজাদের দূর্গ এর সবকিছুই গ্রাস করেছে একালের প্রমত্তা মেঘনা আর বঙ্গোপসাগর। বর্তমানে নোয়াখালী উপকূলে বঙ্গোপসাগরে বুক ছিড়ে সুবর্ণচর বিশাল অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় চরাঞ্চল জেগে উঠেছে।

নোয়াখালী বিভক্ত হয়ে নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর তিনটি জেলায় পরিনত হয়। নোয়াখালী জেলা বর্তমানে ৯টি উপজেলা নিয়ে গঠিত। উপজেলাগুলো হল- সদর, বেগমগঞ্জ, সোনাইমুড়ি, কবিরহাট, চাটখিল, সেনবাগ, কোম্পানীগঞ্জ, সুবর্ণচর ও হাতিয়া। লক্ষ্মীপুর : সদর, রামগতি, রামগঞ্জ, কমলনগর, রায়পুর। ফেনীঃ সদর, সোনাগাজী, ফুলগাজী, দাগনভূঁঞা, ছাগলনাইয়া ও পশুরাম।

বৃহত্তর নোয়াখালী একটি অঞ্চল যা স্বমহিমায় উজ্জল। বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারলে সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক অঞ্চল (Economic Zone) হিসেবে গড়ে উঠা সম্ভব। অনিন্দ্যসুন্দর নোয়াখালীর সর্বত্রই ঐতিহ্য গড়ে উঠে গ্রীক, পূর্তুগিজ, আরবীয় ও ইংরেজ সভ্যতার

---

* সিনিয়র প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, বালিয়াকান্দি ডিগ্রি কলেজ, বিজবাগ, সেনবাগ, নোয়াখালী।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত প্রথম আঞ্চলিক সেমিনার ২০১৬, তারিখঃ ৪ ভাদ্র ১৪২৩/১৯ আগষ্ট, ২০১৬ (শুক্রবার), স্থানঃ চৌমুহনী পাবলিক হল অডিটোরিয়াম, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

মিথস্ক্রিয়ায়। নোয়াখালীর উল্লেখ্যযোগ্য দর্শনীয় স্থান হলোঃ সোনাপুর খ্রিষ্টান গির্জা, চাটখিল জয়াগে মহাত্মা গান্ধী নির্মিত গান্ধী আশ্রম (১৯৪৭), চৌমুহনীতে রামঠাকুর আশ্রম ও বজরা শাহী মসজিদ (১৭৩৩)। হাতিয়ায় নিঝুম দ্বীপ, এবং সুবর্ণচরে রয়েছে চোখ ঝলসানো মায়াবী বনাঞ্চল।

সুবর্ণচর নতুন একটি উপজেলা। এটি পূর্বে নোয়াখালী সদর উপজেলার সাথে একীভূত ছিল। ৯টি ইউনিয়ন নিয়ে সুবর্ণচর উপজেলার জন্ম। নোয়াখালী সদরের দক্ষিণে সুবর্ণচরে বিশাল চরাঞ্চল ও বিস্তৃত ভূমি অধ্যুষিত এলাকা যেখানে ইপিজেড, ইজি বিসিক শিল্প নগরী গড়ে তোলা সম্ভব।

নোয়াখালী জেলাকে নিয়ে অনেক কবিতা, গান ও গীতিকবিতা রচিত হয়। নোয়াখালী জেলা শিল্প, সাহিত্য ও আবহমান বাংলার ঐতিহ্যের ধারক-বাহক। ''হাট-বাজার নদী-খাল/ সুপারী-নারিকেল তাল/ ভাঙ্গাগড়া চোরাবালি/ নাম তার নোয়াখালী। নোয়াখালীতে একথা শোনা যায় এখানকার স্থানীয় লোকজনের মুখে মুখে। বর্তমানে নোয়াখালীর ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে।

বৃহত্তর নোয়াখালীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সমস্যা (খাতভিত্তিক) ও সম্ভাবনা

১। কৃষি খাত (Agriculture Sector)ঃ কৃষি ক্ষেত্রে নোয়াখালী একদা সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল। কৃষিজাত দ্রব্য ধান, পাট, ডাল, তৈল বীজ (সরিষা, সূর্যমুখী) সুপারি, নারিকেল, নানা জাতের সবজি উৎপাদিত হত। বর্তমানে ধান, ডাল, রবিশস্য, কৃষি-ভিত্তিক শিল্প চিংড়ী, ডেইরী ফার্ম,মৎস্য চাষ তথা কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। বর্তমানে কৃষি জমির স্বল্পতা একটি সমস্যা। অপরিকল্পিতভাবে বসত বাড়ী নির্মাণ, রাস্তাঘাট নির্মান ও বর্জ-পানি নিস্কাশনে খালের সমস্যা কৃষির উন্নতির সম্ভাবনাকে ম্লান করে দিয়েছে।

কৃষক পরিবারের বিবরণ

কৃষক শ্রেণি	শতকরা হার (%)
ভূমিহীন (০.০২ হেক্টরের কম জমি)	১০.০০%
প্রান্তিক (০.০২-০.২ হেক্টর জমি)	২০.০০%
ক্ষুদ্র (০.২-১.০ হেক্টর জমি)	৫০.০০%
মাঝারি (১.০-৩.০ হেক্টর জমি)	১৫.০০%
বড় (৩.০ হেক্টরের অধিক জমি)	০৫.০০%
মোট	১০০%

সারণিতে দেখা সায়, কৃষক পরিবারের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

২। শিল্পখাত (Industry) ঃ নোয়াখালী জেলা পুরাতন ১৯ টি মহকুমার একটি হওয়া সত্ত্বেও এ অঞ্চলে শিল্পোন্নয়ন হয়নি। তবে, এ অঞ্চলটি একসময় কুটির শিল্প যেমন নকশিকাঁথা,বাঁশ-বেত শিল্প, বিড়ি শিল্প, নারিকেলের ছোবড়া থেকে উৎপাদিত পাদুকাশিল্প, হস্তশিল্প (Handicrafts), চিক্কা, ঝাজিম, দধি, মাখন, লবণ ইত্যাদি শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল। তখনকার জমিদারা সকলেই নকশিকাঁথা, পাটি (বসার বিছানা), গাভি-মহিষের দুধ থেকে ঘি,মাখন তৈরী করিত। বর্তমানে নোয়াখালীর দক্ষিণাঞ্চলে বিশাল পতিত ভূমি রয়েছে। এখানে অর্থনৈতিক জোন (Economic zone) গড়ে তোলা সম্ভব। যদিও সরকারী উদ্যোগে দুটি বিসিক শিল্প নগরী বেগমগঞ্জের চৌমুহনী ও নোয়াখালী সদরের অশ্বদিয়ায় অবস্থিত। অন্যদিকে, এসব বিসিক শিল্প নগরীতে নানাবিধ অবকাঠামোগত সমস্যা যেমন বিদুৎ, গ্যাস, পানি, রাস্তাঘাট, ড্রেনেজ ব্যবস্থাসহ নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। এসব কারণে শিল্প উদ্যোক্তারা শিল্পপুঁজি (Industrial Capital) বিনিয়োগে নিরুৎসাহ বোধ করেন।

৩। আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Financial Institution) ঃ নোয়াখালীতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (ব্যাংক, বীমা ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের) তেমন বিকাশ ঘটেনি। তবে যে সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তবে অধিকাংশই শহর কেন্দ্রিক। গ্রামীন জনপদের মানুষ সরকারী ও বে-সরকারী এই সব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। নোয়াখালী শহরকেন্দ্রিক সরকারী ও বে-সরকারী ব্যাংকের অনেক শাখা গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে, নোয়াখালীতে শহরকেন্দ্রিক রাষ্ট্রায়ত্ব বীমা ও বে-সরকারী বীমার অনেক শাখা রয়েছে। অন্যদিকে, কতিপয় ব্যক্তি মালিকানায় ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী (মাইক্রোক্রেডিট) পরিচালিত হচ্ছে। এই সব প্রতিষ্ঠান অধিক সুদের হারে জনগনকে (ক্ষুদ্র ব্যবসায়, মাঝারী ব্যবসায়, ছোট দোকান, হাঁস-মুরগী খামার, দুগ্ধ খামার) প্রভৃতি খাতে ঋণ দেয়। তবে সরকারী বে-সরকারী উদ্যোগে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সুবিধাদি পেলে জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে ব্যাংকিং ও বীমা সুবিধা জনগনের দারপ্রান্তে নেই।

৪। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা (Transport & Communication)ঃ কোন অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের অবদান খুবই গুরত্বপূর্ণ। তাই বলা হয়, '' Transport is Civilization and Civilization moves wheel'' অর্থাৎ পরিবহনই হলো সভ্যতা এবং এ সভ্যতা চাকার সাহায্যে অগ্রসর হয়। নোয়াখালী জেলার সাথে দেশের অন্যান্য জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা অপ্রতুল। নোয়াখালী শহর মাইজদী থেকে রাজধানী ঢাকায় সড়ক পথের দূরত্ব ১৮৪ কিঃমিঃ এবং যেতে সময় লাগে প্রায় ৪/৫ ঘন্টা। নোয়াখালী থেকে বন্দরনগরী চট্টগ্রাম যেতে সময় লাগে ৪/৫ ঘন্টা। অন্যদিকে প্রধান শহর মাইজদী থেকে প্রতিটি উপজেলায় যাতায়াতে দেড় থেকে দুই ঘন্টা সময় লাগে। রেলপথের অপ্রতুলতা নোয়াখালীর জনগনের বিরাট সমস্যা। রাজধানী ঢাকার সাথে নোয়াখালী রেলপথের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম উপকূল এক্সপ্রেস। যাহা জনগনের চাহিদা মেটাতে অক্ষম। সে জন্য রেলপথের পরিমান সুবর্ণচর-হাতিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত করা যেতে পারে। অন্যদিকে চৌমুহনী হতে লক্ষীপুর পর্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত করা যেতে পারে। এতে জনগণ স্বল্পব্যয়ে ও সময়ে রাজধানীর সাথে যোগাযোগ করতে পারে। এক্ষেত্রে রেলগাড়ীর সংখ্যা, রেলপথের দৈর্ঘ্য ও বগির সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। অন্যদিকে, নৌপথে সুবর্ণচর থেকে উপকূলীয় এলাকা হাতিয়া, চট্টগ্রাম, সন্দীপ, ভোলা ও মনপুরা যাতায়াত করা সংকটজনক। এ পথে পর্যাপ্ত পরিমান লঞ্চ, স্টীমার ও নিরাপত্তা নেই (জলদস্যু, ভূমিদস্যু)।

ঢাকার সাথে আকাশপথে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা নেই। ১৯৯০ সালের দিকে সদর দক্ষিণাঞ্চলে মেজর (অবঃ) আবদুল মান্নান কর্তৃক হেলিপ্লেট নির্মাণে উদ্যোগ নেয়া হয়। আর সেটি আজো আলোর মুখ দেখেনি। ঢাকা ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে আকাশপথে দ্রুত যোগাযোগের জন্য হেলিপ্লেট নির্মাণ ও উড়োজাহাজের ব্যবস্থাকরণ জরুরী।

৫। বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Trade)ঃ নোয়াখালীর বৈদেশিক বানিজ্যের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কৃষি ভিত্তিক-শিল্পও কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন (শাক-সবজি, ফুল-মূল, দুগ্ধজাত খাবার) চিংড়ি মাছের সম্ভাবনাও যথেষ্ট রয়েছে। এসব দ্রব্যসামগ্রী মধ্যপ্রাচ্য, আমেরিকা ও ইউরোপ রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বে (PPP) অর্থনৈতিক অঞ্চল (Economic Zone) গড়ে তুলতে পারলে বৈদেশিক বাণিজ্যে উন্নতি করা সম্ভব। অন্যদিকে, মানবসম্পদে এই অঞ্চল যথেষ্ট উন্নত। এ অঞ্চলের আধা দক্ষ, দক্ষ শ্রমশক্তি মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার মত দেশে বর্হিগমন করে এ অঞ্চলের জন্য প্রচুর রেমিটেন্স নিয়ে আসছে। জনগণকে উপযুক্ত প্রশিক্ষন-কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করে

বিদেশে প্রেরণ করতে পারলে অধিক পরিমাণ রেমিটেন্স অর্জন সম্ভব। প্রবাসীদের প্রেরিত রেসিটেন্স অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা হয় (বিলাসজাত দ্রব্য ভোগ, মামলা- মোকদ্দমা)। বরং প্রবাসীদের প্রেরিত রেসিটেন্স উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করতে হবে। জেলা জনশক্তি রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এক্ষেত্রে গুরূত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করতে পারে।

৬। দারিদ্র্য (Poverty)ঃ দারিদ্র্য বলতে অর্থনৈতিক সামাজিক ও মানসিক বঞ্চনাকে বোঝায় যার কারণে মানুষ ন্যূনতম জীবনযাপনের স্তর বজায় রাখার প্রয়োজনীয় সম্পদের মালিকানা থেকে বঞ্চিত হয়। একব্যক্তির চেয়ে অন্যব্যক্তি গরীব হলে কিংবা এক পরিবার থেকে অপর পরিবার অপেক্ষাকৃত কম পণ্য ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলে তাকে আপেক্ষিক দারিদ্র্য বলে। সমাজে আয় বন্টনে অসমতা থাকলে আপেক্ষিক দারিদ্র্য দেখা দেয়। অন্যদিকে, আয়ের স্বল্পতার কারণে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় ক্ষমতার অভাবে মানুষের জীবন-ধারনের মৌলিক চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিনোদন) পূরণে ব্যর্থ হলে অনপেক্ষ দারিদ্র্য দেখা দেয়।

সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের প্রভাবে এই অঞ্চল ক্রমান্বয়ে দারিদ্র্যের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হতে যাচ্ছে। বিভিন্ন তথ্যানুযায়ী নোয়াখালীর বিভিন্ন অঞ্চলে ও দারিদ্র্য ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। নিম্মোক্ত সারণি থেকে তা বুঝা যায়।

সারণি :

বছর	জাতীয়	শহর	গ্রাম
১৯৯১-৯২	৫৮.৮	৪৪.৯	৬১.২
২০০০	৪৮.৯	৩৫.২	৫২.৩
২০০৫	৪০.০	২৮.৪	৪৩.৮
২০১০	৩১.৫	২১.৩	৩৫.২

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জরিপ ২০০০, ২০০৫, ২০১০, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১২

সারণিতে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, এই অঞ্চলের আয় দারিদ্র্যের গতিধারা নিন্মমুখী। সরকারি ও বেসরকারী উদ্যোগে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল গ্রহণ করায় দারিদ্র্য ক্রমহ্রাসমান। সরকারি উদ্যোগে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (BRDB), বয়স্কভাতা কর্মসূচী, আশ্রায়ন প্রকল্প তথা একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, দুঃস্থ মহিলা ভাতা কর্মসূচী, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানীভাতা কর্মসূচীর মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রচেষ্টা এ অঞ্চলে লক্ষ্যনীয়।

বেসরকারী সংস্থাও (এনজিও) এ অঞ্চলে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। NGO গুলো হলোঃ ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, স্বনির্ভর বাংলাদেশ ও গ্রামীণ ব্যাংক। সরকারি ও বেসরকারী উদ্যোগে দারিদ্র্যের বিমোচনের ফলস্বরুপ বাংলাদেশের এতদ অঞ্চলে Millennium Development Goal (MDG) এর ৮টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অনেক অগ্রগতি লাভ করেছে। অন্যদিকে, UNDP ঘোষিত Sustainable Development (SDG) অর্জনে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে গ্রহণ করছে। আমাদের প্রত্যাশা এ বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের সহাবস্থাপনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ (SDG) অর্জনে সক্ষম হবে এবং দারিদ্র্য আরও হ্রাস পাবে। আমি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি (BEA) এর সেমিনারের মাধ্যমে বৃহত্তর নোয়াখালীকে একটি Economic zone গড়ে তোলার প্রস্তাব করছি।

২। অর্থনৈতিক সমীক্ষা : ২০১২

উপরোক্ত সারণিতে লক্ষ্যনীয় যে, গ্রামের তুলনায় শহরের দারিদ্র্য কমার প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত। কারণ, আমাদের দেশের অর্থনীতিকে এখনও গ্রামমুখী করা সম্ভব হয়নি। আমাদের নীতি নির্ধারকেরা সব অর্থনৈতিক সকল চলককে শহরমুখী করে গড়ে তোলার নীতি নির্ধারণ করছেন। আমরা আরও লক্ষ্য করছি মানুষ জীবন- জীবিকার সন্ধানে শহরমুখী তথা বিভাগীয় শহরমুখী এমনকি রাজধানীমুখী হচ্ছে। এতে বিভাগীয় শহর ও রাজধানীতে বহু আর্থ-সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। সেজন্য মানুষকে গ্রামমুখী উন্নয়নে অংশগ্রহণ করাতে হবে।

সারণি :২ অনপেক্ষ দারিদ্র্য : দৈনিক ২১২২ ক্যালরী খাদ্য গ্রহণ অনুসারে (মোট জনসংখ্যক % হারে)

বছর	জাতীয়	শহর	গ্রাম
১৯৭৩-৭৪	৬২.৪	৪৭.৭	৬৫.৮
১৯৯১-৯২	৫৮.৮	৪৫.৬	৬২.৪
২০০০-	৪৮.৯	৩৫.২	৫২.৩
২০০৫	৪০.০	২৮.৪	৪৩.৮
২০১০	৩১.৫	২১.৩	৩৫.২

সারণি : ৩ চরম দারিদ্র্য- দৈনিক ১৮০৫ ক্যালরী খাদ্য গ্রহণ অনুসারে

বছর	জাতীয়	শহর	গ্রাম
১৯৭৩-৭৪	৪০.০	২৮.৯	৪৪.৬
১৯৯১-৯২	৩২.৮	২১.৫	৩৭.৮
২০০০-	২৮.০	১৭.৩	৩১.৫
২০০৫	২৫.১	১৪.৬	২৮.৩
২০১০	১৭.৬	৭.৩	২১.১

উৎস : ১। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপ-২০১০,

সুপারিশমালা

১। আয় বন্টনে ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণসহ অঞ্চলভিত্তিক উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করা।

২। অর্থনৈতিক অঞ্চল (Economic Zone) EPZ, বিসিক শিল্প নগরী স্থাপন করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ।

৩। এই অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্পস্থাপনে (Agro based Industry) সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪। এই অঞ্চলে অধিকতর কার্যকরী ও উৎপাদনশীল আধুনিক কৃষিব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

৫। শিল্পায়ন ত্বরান্বিতকরণ : ক্ষুদ্র-মাঝারী (SME) ও PPP এর মাধ্যমে বৃহৎশিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৬। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার করে প্রকৃত ও কৃষক, প্রকৃত ভূমিহীনদের হাতে ভূমি, জলাভূমি প্রকৃত উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠীর হাতে প্রদান করা।

৭। নারীর ক্ষমতানের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবাখাত নারীর দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে হবে।

৮। জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর করা জন্য মানসম্মত শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষন, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৯। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পর্যন্ত পৌঁছানো।

১০। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ কমিউনিটি ক্লিনিক সহ।

১১। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও বিচারিক সংস্কৃতির গনমুখী রূপান্তর।

১২। স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগনের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত। এবং স্থানীয় সরকার (উপজেলা, জেলা পরিষদ) ব্যবস্থা জনগনের সেবা জন্য কার্যকরীকরণ।

১৩। বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি (সুদের হার হ্রাসকরণ, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অবকাঠামো সুবিধা প্রদান)।

১৪। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা।

১৫। ব্যাংক ব্যবস্থা গ্রামীন জনগোষ্ঠীর দ্বারপ্রান্তে নিয়ে ঋণপ্রাপ্তি সহজলভ্যকরণ।

১৬। নোয়াখালীর দক্ষিণাঞ্চলে, নিঝুমদ্বীপ, সুবর্ণচর, কোম্পানীগঞ্জ, রামগতিকে কেন্দ্র করে বানিজ্যিক পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন।

১৭। বৃহত্তর নোয়াখালীতে বিভিন্ন কারিগরি বিষয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।

১৮। হাতিয়া, কমলনগর (লক্ষ্মীপুর) নদী ভাঙ্গন রোধে উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণ।

১৯। বিলোনিয়া- ফেনী স্থলবন্দরে বৈধভাবে দ্বিপাক্ষিক (ভারত-বাংলাদেশ) বানিজ্য নিশ্চিতকরণ।

২১। কোম্পানীগঞ্জে প্রাপ্ত গ্যাস নোয়াখালীর বিভিন্ন বিসিক শিল্পনগরী, অর্থনৈতিক অঞ্চলে (প্রস্তাবিত) যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

২২। লক্ষ্মীপুরে পান-সুপারী উৎপাদন, নারিকেল ছোবড়া থেকে ঝাঝিম উৎপাদন, মৎস্যচাষ প্রকল্পে যথার্থ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান।

২৩। মেঘনার বুক ছিড়ে গড়ে উঠা খাস জমি ভুমিহীনদের মাঝে বন্দোবস্ত প্রদান।

২৪। মেঘনা নদী, ফেনী নদীর নাব্যতা নিশ্চিতকরন।

২৫। পৌরসভাগুলোতে বিশেষ করে (নোয়াখালী, চৌমুহনী) Drainage ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

২৬। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য পয় - নিষ্কাশন তথা খাল-খনন করে বর্ষাকালে দ্রুত পানি সরানোর ব্যবস্থাকরন।

২৭। ভূমিদস্যু, জলদস্যু নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে সেনানিবাস স্থাপন ও কোষ্টগার্ডকে আরও কার্যকরী ভূমিকা পালনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান।

২৮। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির (BEA) মাধ্যমে নোয়াখালীকে বিভাগ করার জোর দাবী জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

বঙ্গবন্ধুর কৃষি উন্নয়ণ ভাবনা

মোঃ জয়নাল আবেদীন*

বঙ্গবন্ধু জীবনভর মানুষের অধিকার ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন। এজন্য ১৩টি বছর পাকিস্তানের কারাগারে তাঁকে আটক থাকতে হয়েছে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা ছিল আইয়ুব খানের। কিন্তু ছাত্র-জনতার আপোষহীন সংগ্রামে তিনি মুক্ত হয়ে 'বঙ্গবন্ধু' হন। ১৯৭১ সালের নির্বাচনে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার ম্যান্ডেট পান। কিন্তু পাকিস্তানী সেনা শাসকরা তাঁকে ক্ষমতা না দিয়ে বাঙ্গালী জাতিকে চিরদিন পদানত রাখার মতলবে ২৫ মার্চ ১৯৭১ রাতে সামরিক অভিযান চালায় ও বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। ফলে শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালি বাঁচার তাগিদে বিদ্রোহী হয়। হাতে তুলে নেয় অস্ত্র। করে যুদ্ধ। ভারতীয় সমর্থনে ও বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য শীষ্য তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে মাত্র নয় মাসে দেশ হয় স্বাধীন। স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু মুক্ত হয়ে 'জাতির পিতা' হয়ে দেশে ফিরেন। গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রীত্ব। সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েমের লক্ষ্য নিয়ে তিনি দেশ পরিচালনা শুরু করেন। কিন্তু দেশের উগ্র ২/৩ টি দলের সশস্ত্র কর্মকান্ডে বঙ্গবন্ধুর দলের কয়েক হাজার নেতা কর্মী নিহত হয়। বহু বাজার, হাট, ব্যাংক লুট হয়। বাংলাদেশ কিউবায় পাট রপ্তানী করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু সরকারের উপর রুষ্ট হয়। মার্কিন ষড়যন্ত্রে ১৯৭৪ সালে দেশে সাময়িক খাদ্য সংকট হয়। সম্ভবত এসব কারণেই বঙ্গবন্ধু সংসদীয় পদ্ধতির পরিবর্তে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার এবং সকল দলকে নিয়ে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' গঠন করেন। এটা ছিল তার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এটাকে তিনি অবহিত করেছিলেন 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে। সিস্টেম পরিবর্তন করে দেশে বহুদলীয় পদ্ধতির স্থলে সকল দলকে নিয়ে জাতীয় বৃহৎ দল গঠনের ব্যাখ্যা তিনি জীবনের শেষ সমূহে দিয়েছেন। যার সরল অর্থ দাড়ায় "দেশকে নিজের পায়ে দাঁড় করার জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সর্বক্ষেত্রে ঘুষ দূর্নীতি উচ্ছেদ, জনসংখ্যা হ্রাসকরণ ও জাতীয় ঐক্য গড়া"। দ্বিতীয় বিপ্লব সর্ম্পকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন-"সেকেন্ড রেভ্যুলেশন যে করেছি আমি চারটা প্রোগ্রাম দিয়েছি। এটাই শেষ নয়। শেষ কথা নয়, এটা হলো স্টেপ। ডেভেলপমেন্ট, মোর প্রোডাকশন, ফাইট

---

* মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক ও ব্যাংকার। জীবন সদস্য, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

এগেইনষ্ট করাপশন, আর ন্যাশনাল ইউনিটি এ্যান্ড ফ্যামিলি প্লানিং। এগুলো করলে আমরা একটা শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়তে পারবো-যেখানে মানুষ সুখে স্বাচ্ছন্দে বাস করতে পারবে এটাই হলো আমার সেকেন্ড রেভ্যুলেশনের মূল কথা-এ জন্যই আমি সেকেন্ড রেভ্যুলেশনের ডাক দিয়েছি"।

দেশকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ন করার জন্য বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব ভাবনা ছিল। যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই তাঁর প্রধানমন্ত্রী হবার পর থেকেই। তিনি সরকার প্রধান হিসেবে জাতির সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য যে সব বিষয়কে অগ্রাধিকার দেন-তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কৃষি খাতের উন্নয়ন ও পূর্ণগঠন। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে তিনি বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রমনকালে কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের দুঃখ, অভাব স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তাদের থেকে পেয়েছেন শর্তহীন ভালবাসা ও সম্মান। মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের কৃষক-শ্রমিকদের অবদান ও তাদের দ্বারা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য সহায়তার কথা তিনি জেনেছেন। বঙ্গবন্ধুর আমলে আমাদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। মুক্তিযুদ্ধে অগনিত কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ জন্যে তিনি কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার গৃহীত এ সব পদক্ষেপের মধ্যে ছিল ঃ

০১। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি অবকাঠামো পুনঃ নির্মাণ ;

০২। ১৯৭২ সালে জরুরী ভিত্তিতে বিনামূল্যে এবং ক্ষেত্র বিশেষে নামমাত্র মূল্যে বেশি করে কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য ১৬,১২৫ টন ধান বীজ, ৪৫৪ টন পাট বীজ ও ১০৩৭ টন গম বীজ সরবরাহ করা হয় ;

০৩। ১৯৭৩ সালে হ্রাসকৃত দামে ৪০০০০ শক্তিচালিত লো-লিফট পাম্প, ২৯০০টি গভীর নলকূপ ও ৩০০০টি অগভীর নলকূপ কৃষকদের সরবরাহ করা হয় ;

০৪। পাকিস্তান আমলের রুজুকৃত ১০ লক্ষ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষকদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং তাঁদের সকল কৃষি ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হয় ;

০৫। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা চিরদিনের জন্য রহিত করা হয় ;

০৬। ধান, পাট, আখ, তামাকসহ গুরুত্বপূর্ণ কৃষি পন্যের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করা হয় ;

০৭। গরীব কৃষকদের জন্য স্বল্পমূল্যে রেশন সুবিধা ও ছেলেমেয়েদের সরকারী ব্যয়ে লেখা পড়ার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে সরকারিকরণ করা হয় ;

০৮। কৃষি উন্নয়নের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তির জন্য বঙ্গবন্ধু প্রতি থানায় (বর্তমানে উপজেলা) একটি করে কৃষি ব্যাংকের শাখা খোলার কর্মসূচী গ্রহণ করেন ;

০৯। কৃষকদের ভর্তুকি দিয়ে ইউরিয়া, পটাশ ও টিএসপি সারের ব্যবস্থা করেন। বঙ্গবন্ধুর সরকার কর্তৃক এসব কর্মসূচী গ্রহণের ফলে কৃষিতে আধুনিক সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়-উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

১৯৭৫ সালে ঘোষিত দ্বিতীয় বিপ্লবে কৃষিতে বঙ্গবন্ধু আমুল পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে বাধ্যতামূলক কৃষি সমবায় পদ্ধতি চালুর কর্মসূচী নিয়েছিলেন। এ কর্মসূচীর মধ্যে ছিল -

০১। প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে কৃষি সমবায় গঠন করে ইউনিয়নের সকল জমির মালিক, সকল ভূমিহীন কৃষক-শ্রমিককে এই সমিতির সদস্য করা ;

০২। সরকারি তরফ থেকে কৃষি উৎপাদনের জন্য কৃষি উপকরণ, সার, সেচ, ট্রাক্টর, কৃষি ঋণ ইত্যাদি যোগান দেয়া।

০৩। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন গতানুগতিক হারের চেয়ে অনেক গুন বৃদ্ধি করা।

০৪। উৎপাদিত পন্যের বন্টন ব্যবস্থা সুষমকরণ। এ ব্যবস্থায় উৎপাদিত ফসলের এক ভাগ জমির মালিক, এক ভাগ ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমিক এবং এক ভাগ ইউনিয়নের সরকারি খাদ্য গুদামে জমা করণ।

০৫। সরকারি খাদ্য গুদামে জমাকৃত ফসল রেশনিং পদ্ধতিতে ইউনিয়নের জনগনের মাঝে ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করণ।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট ঘাতকদের হাতে যদি বঙ্গবন্ধু অকালে মৃত্যুবরন না করতেন-যদি দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী নিয়ে তিনি ৪/৫ বছর এগিয়ে যেতে পারতেন তা'হলে বাংলাদেশ আজ এশিয়ার মধ্যে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিনত হতো। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদী আন্তর্জাতিক মোড়লেরা এবং তাদের এদেশীয় তাবেদাররা কখনও চায় না-বাংলাদেশ স্বনির্ভর হোক-নিজ পায়ে দাঁড়াক। তাই তারা ষড়যন্ত্র করে ১৫ আগষ্টের হত্যাকান্ড ঘটায়। যার ফলে স্বাধীনতার মূল চেতনা থেকে জাতি পিছিয়ে পড়েছে। চরণ, শোষণ ও দূনীর্তির কারণে ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে ১৪ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ অসহায়, দুর্দশাগ্রস্ত ও বঞ্চিত। অপরদিকে ২০ লক্ষ মানুষ বিত্তবান, সম্পদশালী হয়েছে। এ অবস্থার জন্য ১৯৭১ সালে যুদ্ধ করে আমরা দেশ স্বাধীন করিনি। এ অবস্থা থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে হবে। তাই স্বাধীনতার সুফল জনগনের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হলে বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের পথে চলা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই।

তথ্য সূত্র

০১। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা, এম এ ওয়াজেদ মিয়া, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা।

০২। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ ঃ কৃষি ও কৃষকের দেশ, ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, বেতার বাংলা, জাতীয় শোক দিবস, ১৯৯৭ সংখ্যা।

০৩। বাংলাদেশে দারিদ্র-বৈষম্য-অসমতা ঃ একীভূত রাজনৈতিক-তত্ত্বের সন্ধানে' আবুল বারকাত, লোক বক্তৃতা ২০১৪, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Poultry Industry in Bangladesh : Present Status and Future Potential

S. K.Raha*

Abstract

The present study is an attempt to examine the present situation of Bangladesh poultry industry and its future potential.In Bangladesh commercial poultry production has been growing rapidly since the early 1990 by using improved genetics, manufactured feeds and management. This improvement is done mainly in the private sector as a device for additional source of income and employment opportunities particularly in rural area. This dramatic growth of poultry farms throughout the country without judging feasibility of the farm in the area. This process has been influenced by the programmes of different NGOs and the public sector. The poultry sector of the country is classified neither as an agricultural sector nor an industrial sector, receives far less support than its potential contribution might indicate. Based on this poultry industry a number of industries are developed both in inputs sector and outputs sector along with a number of service providing organizations where at least 60 lakh people are involved. The poultry industry was hit by bird flu in 2007 and 2009. The number of firms reduced to 55,000 in 2013 from 1,15,000 in 2007. Another source reported that there are about 65,902 poultry farms upto February 1013 in the country (BER, 2013 p.104). In spite of decrease in number of poultry farms, it is reported by Bangladesh Poultry Association that that the country

* Professor, Dept. of Agribusiness and Marketing, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

achieved self sufficiency in production of chicken meat and eggs. So the problem is excess supply of chicken meat and egg in the market. The major challenges to poultry sector are limited access to credit, competition from import and outbreak of diseases like Avian Influenza. In addition there are other problems which hinder the proper development of poultry industry. Production of quality and safe product in compliance with international standard of hygiene, sanitation and phytosanitary is an important issue. For sustainable development of poultry sector some specific recommendations (establishment of effective data bank, formation of poultry farmers' organization etc) are made for consideration by the concerned stakeholders of this industry.

Introduction

Commercial poultry production has been growing rapidly in Bangladesh since early 1990 by using improved genetics, manufactured feeds and management. This dramatic growth of poultry farms throughout the country has taken place without judging feasibility of the farm in the area. This improvement is done mainly in the private sector as a device for additional source of income and employment opportunities particularly in rural area. This process has been influenced by the programmes of different NGOs and the public sector. Background of poultry industry in Bangladesh may be seen in Raha (2013).

Poultry refers to domestic birds that produce eggs, meat, manure and feathers that can be used or treated by their owners. But in this paper only chicken is considered. Two types of chicken have been reared, one for egg and another for meat. In general, poultry provide animal protein in the form of meat and eggs.

Indigenous chicken is widely reared throughout the country by rural people since time immemorial. Village poultry is still popular to millions, eight thousand years after domestication (Alders and Pym, 2009) and play a vital role to poor rural households. Indigenous chicken are free range 'backyard' and scavenging poultry that are traditionally reared by the rural women. The share of commercial strain of chicken and family poultry was 50:50 in egg production while for meat production it was 60:40 in Bangladesh (Bhuiyan, 2011).

In addition to indigenous chicken, a crossbred of RIR x Fayoumi with phenotypic appearance similar to local chicken called 'Sonali' was introduced in northern part of the country through two projects called Small Holder Livestock Development Project (SLDP) and Participatory Livestock Development Project (PLDP) during 1996- 2000. Sonali requires less care and attention so women and children can easily rear it. Sonali rearing is easier than broiler due to suitable environment of

the country (Saleque and Saha, 2013).Sonali comprised about 30% of the total broiler and layer production in the country (Huque et, al, 2011).Traders use to sell Sonali in the name of local chicken at a higher price. Poultry industry contributes 1 per cent to the country's GDP while at least 60 lakh people are involved in the sector, but the industry lacks proper support from the government.

Data source

The paper is mainly based on secondary data, published journal, newspaper, magazines, unpublished documents and consultation with some knowledgeable persons in poultry sector. Information on various aspects of poultry industry varies with variation of sources. The foreign firms have been investing in poultry sector in Bangladesh. According to Bangladesh Poultry Association the growth domestic of consumption would not be sufficient to absorb domestic supply. It is reported that the country achieved self sufficiency in production of chicken meat and eggs. So the problem is excess supply of chicken meat and egg in the market. There is a growing concern that excess production of chicken meat and eggs leads to close down of poultry farms in the country (Shahin, 2014).

Present position

As we know poultry industry includes both the layer farms and broiler farms in the country. Large numbers of farms in different sizes are operating all over the country. The poultry industry was hit by bird flu in 2007, 2009 and 2011. The number of firms reduced to 55,000 in 2013 from 1,15,000 in 2007 due to outbreak of diseases along with other problems. Another source reported that there are about 65,902 poultry farms upto February 1013 in the country (BER ,2013p.104). In two years since 2011, nearly 25,000 farms were closed mainly due to the outbreak of the diseases (Daily Star, 2013).

There are 6 Grand Parent farms which supply 80% of the total demand for parent stock and rest 20% are imported. In the country 82 parent stock farms are operating and of producing 55-60 lakh DOC of broiler and 5 lakh Layer DOC per week. (Estimated by Breeder Association). Table 1 reveals that the highest consumption of egg per head per year was highest (48) in 2012 that means 53.85% are deficit as compared to minimum requirement of 104 eggs per head per year.Net availability and per capita consumption of chicken meat and eggs have been increasing from 199596 to 2012-2013. The fall in consumption and availability during 2006-67 to 2008-89 could be attributed to outbreak of avian influenza in the country.

Table 1: Availability and consumption of meat and eggs in the country

Year	Population estimated (Million)	Net availability of meat ("000 M.ton)	Per capita consumption of meat (kg.)	Net availability of eggs (Million number)	Per capita consumption of eggs (No.)
1995-96	122.1	449	3.7	2564	21
1996-97	124.3	624	5.0	3470	27.9
1997-98	126.5	639	5.1	3691	29
1998-99	128.2	656	5.1	3926	31
1999-00	129.8	673	5.2	4177	32
2000-01	129.9	693	5.3	4446	34
2001-02	131.6	867	6.7	4446	*33.8*
2002-03	133.4	935.6	6.9	7026.0	*52.0*
2003-04	135.2	1020.2	7.4	8037.9	*58.7*
2004-05	137.0	1166.1	8.5	8037.9	*58.6*
2005-06	138.8	1130	*8.14*	5422	*39.06*
2006-07	140.6	1040	*7.39*	5369	*38.18*
2007-08	142.4	1040	*7.30*	5653.2	*39.69*
2008-09	144.2	1084	*7.52*	4692	*32.53*
2009-10	146.1	1264	*8.65*	5742.4	*39.30*
2010-11	149.7	1279	*8.54*	4211	*28.12*
2011-12	151.6	2332	*15.38*	7303.8	*48.17*
2012-13*	153.6	2532	*16.48*	5134.7	*33.42*

Note: 2012-13* Figures except population refer upto February 2013.

Source: 1995-96 to 1998-99 Statistical pocketbook of Bangladesh 2000,p.389

1999-00 Statistical pocketbook of Bangladesh2003 p.403

2000-01 to 2003-04 Statistical pocketbook of Bangladesh 2005, p.415

2004-05 Statistical pocketbook of Bangladesh 2012,p.417

Population from 2001-02 to 2012-13Bangladesh Economic Survey 2013, p.303

Meat and egg from 2001-02 to 2012-2012-13 Bangladesh Economic Survey 2013,p.103

Contribution to society

Based on this poultry industry a number of industries are developed both in inputs sector and outputs sector along with a number of service providing organizations (Fig.1).

Poultry industry contributes 1 per cent to the country's GDP while at least 60 lakh people are involved in the sector, but the industry lacks proper support from the government as claimed by stakeholders.

But an opposite picture is seen in Table 2. Actual production and the expected demand for poultry products are shown in Table 2. Table shows that production of chicken meat, egg and live chicken are larger than those of demand.

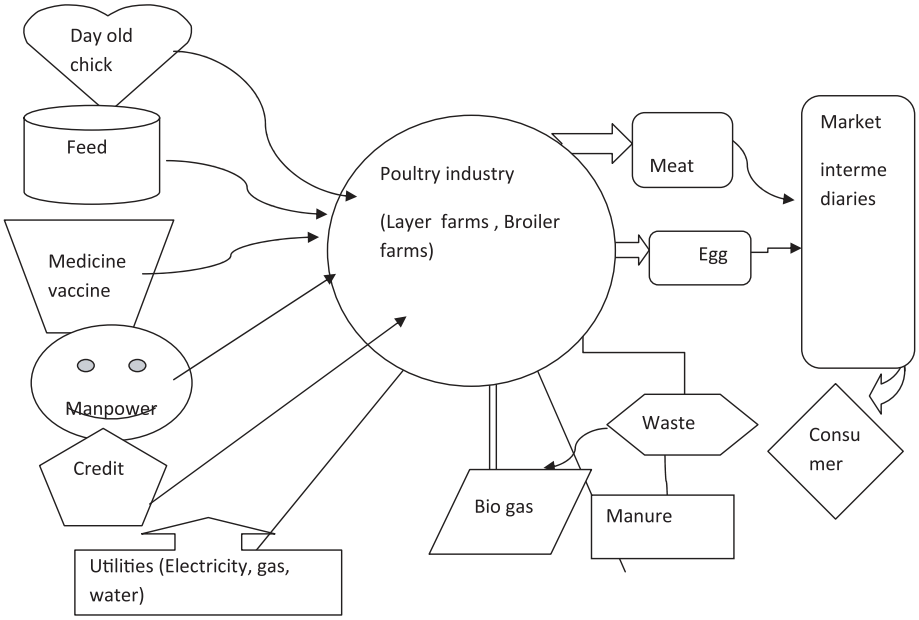

Fig 1. Poultry industry along with its input and output sectors

Table 2 indicates that the country has achieved self-sufficiency in production of poultry products but the local poultry farmers are now facing losses due to lack of coordination between demand and supply (Round table conference, July 9 2014

Table 2: Current demand and production of poultry and poultry products

Particulars	Production	Demand	Excess
Poultry meat (tons)/day	1500	1400	100
Eggs (crore)/day	1.6	1.5	0.1
Chicken (lakh piece) /week	95	85	1.0

Source: Bangladesh Poultry Association as cited by Moazzem and Raz 2014

Tribune 10 July 2014). It was highlighted that the farmers are incurring losses over few months due to excess production of chicken and egg.

Excess production of chicken meat is forecasted by Business Monitor International which is presented in Table 3.

What are the reasons for excess production of chicken meat?

It is very important to note that although two-thirds of poultry farms are closed but the total production has increased rapidly. This could be due to increase

Table 3: Forecasts of production and consumption of chicken in Bangladesh

	Chicken meat lakh ton		
Year	Production	Consumption,	Excess
2012	1.98	1.39	0.59
2013	2.04	1.44	0.60
2014	2.10	1.50	0.60
2015	2.18	1.57	0.61
2016	2.25	1.64	0.61
2017	2.32	1.71	0.61

Source: BMI forecasts, 2013

production by large farms. It is also reported that the foreign entrepreneurs have doubled their farm production. But the demand has not increased rapidly so it creates a situation of excess supply of poultry products as compared to demand in the market. The excess production leads to lower price in the market. This does not cover even production cost. The leaders of this sector explained the excess production due to unplanned investment and expansion by the local entrepreneurs.

Market potential

Market potentiality exists for both in domestic and export markets which is briefly explained below.

Prospect in domestic market

According to WHO – FAO joint survey, meat consumption per head in Bangladesh is 15.23 kg per year while the requirement is 43.8 kg per person. So there is a deficit of 65.23 % to meet our domestic requirement. It may be noted that poultry contributes 35.25% of total meat supply (Akbar et.al 2013,p.27). On an average people consume 3.63 kg of poultry meat per year which is expected to be 5 kg by 2015 and 12 kg by 2021 (according to Poultry Association).

So there is scope to increase chicken production by three times to meet the domestic requirement. Similarly, egg production can be increased by 61% for attaining minimum requirement of egg in the country. The per capita availability of egg is 41per year while the requirement is 104 i.e. 60.58% of deficit.

Export potentiality

Poultry industry has the potentials to export to India, Pakistan, Nepal, Malaysia, Indonesia and countries of Middle East. The consumption of meat in developing

countries grew by 70 MMT from 26 MMT during last five years (Financial Express, 2014). This increasing trend will continue due to increase in population, higher income and health consciousness of the people.

What to do for harvesting market potential

A major problem in meeting nutritional requirement is lack of purchasing power of the consumers in the country. Undertaking Programmes to enhance purchasing power of the people through creation of productive activities is an important measure.

Steps should be adopted to produce quality and safe food for both the domestic and export markets.

To survive in the business a competitive environment is important which would ensure supply of all inputs at competitive price and also ensure remunerative price of poultry and its products for the producers.

To enter the foreign market, the entrepreneurs should acquire competence in production of safe and quality products at competitive price. They should adopt Hazzard Analysis and Critical Control Point (HACCP) system to ensure production of safe and quality product. They should also comply with food hygiene and trade regulations.

We need to enforce sanitary and phytosanitary measures based on standards, guidelines and recommendations of Codex Alimentarius Commission, the International Animal health Organization (OIE).

Consumers' attitude toward indigenous chicken and broiler

There is an idea among a group of consumers that indigenous chicken is better than broilers interms of taste and quality of meat. For this consumers' preference indigenous chicken are sold at much higher price than the broiler. In the market traders use to sell 'Sonali' in the name of indigenous chicken as the phenotypic appearance of 'Sonali' is similar to indigenous chicken. The marketer should make this point clear to consumers.

Misconception about egg

Are Brown Eggs Healthier Than White Eggs?

There is no difference in nutrient contents between brown and white –shelled eggs. But consumers prefer brown-shelled eggs to white shelled eggs considering

more nutritious. So price of brown-shelled egg is higher than that of white-shelled egg in the market. Secondly, brown feather chicken lay brown eggs, they are larger in size that white ones, so they eat more food, which in turn costs farmers more. And it is the consumer who pays for that. The selection of commercial white layer and brown layer should be based on their comparative advantage as feed intake of brown layer is higher and slight price advantage for brown eggs but no difference in quality.

Eggs from local poultry vs farm eggs

In the market eggs of indigenous chicken fetch higher price per unit than the farm supplied eggs as a segment of consumers consider *Deshi* egg as more tasty and nutritious. But there is no scientific support on this point. Size and type of eggs have no different impact on the taste. But volume of nutrient contents will vary with size.

Colour of egg yolk

Some consumers believe that deep yolk colour is the sign of more tasty and nutritious than the pale yolk colour. Presence of xanthophylls pigment in feed is responsible for yellow colour of egg yolk (Akter *et al*., 2011). Now synthetic xanthophylls is available in the market for yolk colouration.

Organic eggs are more nutritious than regular eggs

Organic eggs are produced by hens using organic feed, free from antibiotic, growth hormones and enzymes. If the organic feed is not well balanced as the commercial layer feed, then the nutritive value of organic eggs tends to be lower than the regular eggs(Watkins, 1994). Organic feed is expensive than commercial feed and production of organic eggs is lower thus organic eggs are sold at higher price compared to regular eggs (Das *et al.*, 2014).

Consumption of eggs and heart disease

There is a tendency to avoid use of egg as it may cause cardiovascular/heat disease. But in fact, fat in egg yolk is mostly composed of unsaturated fatty acitd, which may have very little effects on blood cholesterol levels. Research findings support that daily egg consumption has a very limited effect on total cholesterol in healthy individuals (Ohman *et al*., 2008).

Removal of misconception

Misconception about egg are age old but not based on scientific reasoning, these are either due to ignorance or mere taboos. By removing these misconceptions from the people through market development tools (Kohls and Uhl 2005) will generate a good market for poultry egg and meat in the country. Market development activities should be launched by the members of the poultry industry. Government support will accelerate the programmes.

Challenges

The major challenges to poultry sector are limited access to credit, competition from foreign firms and outbreak of diseases like Avian Influenza. The foreign firms have been investing in poultry sector in Bangladesh. They are borrowing money from their banks at a cheaper rate of interest i.e.4%. But the local entrepreneurs borrow funds with the rate of 15-to 18%. So the local firms are unable to compete with the foreign firms. (The Daily Financial Express "Let poultry sector stand on its own", February 14, 2013).

In addition following points need quick attention:

a) Most of the poultry farmers are young who have started farming without having any prior training and management orientation.

b) Slaughtering of poultry birds in open space in marketplace is the common practice which may help in outbreak of diseases.

c) Lack of reliable data in poultry sector and its unplanned growth in the country is a great concern for development of poultry industry in the country.

d) There is national poultry development policy 2008 in Bangladesh. But the policy has not been implemented in field.

e) Unorganized poultry farmers at rural area throughout the country.

How to face the challenges

The problem of limited access to credit can be solved through government policy, change in attitudes of the bankers and the poultry entrepreneurs.

Foreign farms are large in size and vertically integrated so the non-integrated local farms will not be able to compete with them. If the expansion of vertically integrated firms continues then ultimately non-integrated small and medium

poultry farms will disappear from the market. And its consequences will not be beneficial for the nation. Approximately 50 companies control over 65% of world's poultry production (Mulder, 2013). So, it needs government intervention.

Avian influenza is a great threat to poultry industry. To reduce the threat the country should have surveillance system for the virus in poultry and migratory birds (Haque et al 2013). The is debate on methods of control of avian influenza in the country. Experts' opinion should be sought in taking decision by the Government. The persistent co-circulation of natural H5N1/H9N2 viruses along with poor biosecurity measures underlines the importance of providing poultry farmers and small-holder poultry producers with educational programs about appropriate control measures for avian influenza (Monne *et al*.2013).

Training on poultry rearing and management should be mandatory for the poultry farmers. All farms should be registered with government office at DLS

Selling of live birds in the market may be phase out step by step.

Lack of data on poultry sector is one of the obstacles for proper planning and implementation of any developmental programmes. So establishment of a reliable and comprehensive data bank is prerequisite for the development of the poultry industry.

Poultry development policy should be implemented for the development of poultry sector.

Poultry farmers at rural areas throughout the country are operating the poultry farms independently and highly unorganized. If they are organized, then the picture of poultry industry will be different. All the stakeholders will be benefited from the action of the farmers' organization.

Indigenous chicken comprises about 50% of the total poultry population of the country. Although genetically their productivity is low but they are survived in harsh rural condition where feed is scarce, housing and medicare facilities are inadequate, improper or absent. There is scope for development of indigenous chicken through better feeding and management.Commercial diets may contribute to growth, mortality and profitability of indigenous chicken (Sarker, 2013).

Export market

There is a group of entrepreneurs who have intention to go for export market with chicken meats and eggs. The interested group may be encouraged to prepare

themselves for export markets about good production practices, processing of safe and quality product through adoption of HACCP System and compliance with trade regulations. Growth in poultry products export not only brings in additional foreign exchange for the country but benefits a large number of people involved in the production, processing and export of such products.

Conclusion

Poultry industry is one of the important industries in Bangladesh in terms of employment avenue and source of protein supply at cheaper price for the nation. All categories of stakeholders should participate in policy formulation for the development of the poultry industry. Policy should be based on reliable and comprehensive field data. For the protection of national interest the government should be more active in implementation of poultry development policy in the country. Poultry farmers should be organized into group and follow the scientific management system.

References

1. Akbar, MA MR Amin, MA Ali, MSA Bhuiyan, AKMA Kabir, SR Siddiki (2013). Animal Husbandry- A Business Education for Today and Tomorrow 3rd Annual Conference and Seminar 2013, Bangladesh Society for Animal Production Education and Research (BSAPER)
2. Akter, M., Chowdhury, S. D., Akter, Y., and Khatun, M.A. (2011). Effect of duckweed *(Lemna minor*) meal in the diet of laying hen and their performance. Bangladesh Research Publications, (Bangladesh, 5:252-261.
3. Alders,R.G and Pym,R.A.E. (2009). Village poultry : Still important to millions eight thousand years after domestication. World's Poultry Science Journal 65:29-35.
4. Bangladesh Agribusiness report. (2013). BMI forecasts:1e quarter 2013,59 p.,ISSN 2040—□ 0322, Source: Business Monitor.
5. Bangladesh Economic Review (2013). Ministry of Finance, Government's of the People's Republic of Bangladesh.
6. Bhuiyan,A.K.F.H.(2011). Implementation of National Livestock Development Policy (2007) and National Poultry Development Policy (2008): Impact on smallholder livestock rearers. Keynote paper presented at the South Asia Pro Poor Livestock Policy Programme (SAPPLP)-BARC workshop held at BRAC Centre Inn, Dhaka.
7. Das, S.C,Ahammed, M.,Chowdhury, S.D.,Ali, M.A. (2014).Egg for me, egg for you, egg for all. A Key note paper presented on World egg day organized by Department of Poultry Science and World Poultry Science Association Bangladesh Branch
8. Haque, M.E., Giasuddin,M.,Nooruzzaman,M.Chowdhury,E.H. and Islam, M.R .(2013). Molecular epidemiology of highly pathogenic avian influenza viruses 9H5N1) in Bangladesh from 2007 to 2012. In: proceedings of the seminar, 8th international Poultry Show and Seminar2013.World's Poultry Science Association, Bangladesh Branch,pp.56-61.
9. HuqueS, K.S., Saleque, M.A.,and Khatun, R.(2011). Commercial poultry production in Bangladesh. In: proceedings of the seminar, 7th international Poultry Show and Seminar2011.World's Poultry Science Association, Bangladesh Branch.
10. Kohls,R.H and Uhl,J.N.(2005). Marketing of Agricultural products, Ninth Edition, Macmillan Publishing Co.,Inc., New York.
11. Moazzem, K.G.M and Raz S (2014). Roundtable on "Poultry Industry-MEDIA Cooperation" Challenges faced by the Poultry Industry of Bangladesh How media could support its Development? Organized by Bangladesh Poultry Industries Coordination Committee, 9July, 2014

12. Monne I, Yamage M, Dauphin G, Claes F, Ahmed G, Giasuddin M, Salviato A, Ormelli S, Bonfante F, Schivo A, and Cattoli G (2013).Reassortant avian influenza A(H5N1) viruses with H9N2-PB1 gene in poultry, Bangladesh. Emerg Infect Dis [Internet]. 2013 Oct [02.11.2014]. http://dx.doi.org/ 10.3201/ eid1910.130534

13. Mulder,R. (2013). Aspects of security, safety and quality of sustainable poultry production. In: : proceedings of the seminar ,8th international Poultry Show and Seminar2013.World's Poultry Science Association, Bangladesh Branch,pp.31-33.

14. Ohman, M., Akerfeldt, T., Nilson, I., Rosen, C., Hansson, L., Carlsson, M., and Larsson, A. (2008).

15. Biochemical effects of consumption eggs containing Omega-3 polyunsaturated fatty acids.

16. UpsalaJournal of Medical Science,113:315-324.

17. Raha, S.K. (2013). Poultry industry in Bangladesh: ample opportunities for improvement. In: proceedings of the seminar, 8th international Poultry Show and Seminar2013.World's Poultry Science Association, Bangladesh Branch,pp.13-19.

18. Saleque M.A. and and Saha, A.A (2013). Production and economic performance of small scale Sonali bird farming for meat production in Bangladesh. In: proceedings of the seminar, 8th international Poultry Show and Seminar2013.World's Poultry Science Association, Bangladesh Branch, pp.20-24.

19. Sarker,K. (2013). Performance and profitability of feeding commercial diets to indigenous (desi) chicks**.** In: proceedings of the seminar, 8th international Poultry Show and Seminar2013.World's Poultry Science Association, Bangladesh Branch,pp34- 39.

20. Shahin, S, (2014). Oti Utpadoner chape desher poultry shilpo *Poultry Khamar Bichitra*, vol.22 Issue 3pp.33 – 34.

21. Sultana, F, H.Khatun,A Islam (2012) .Small scale broilr farming at Satnthia upazila of Pabna District of Bangladesh, *Bang.J. Anim.Sci*.41(2):116-119.

22. The Daily Financial Express "Let poultry sector stand on its own", February 14, 2013, Dhaka.

23. Watkins, B.A.(1994). The nutritive value of the eggs. In: Egg Science and Technology, Chapter 7 Fourth Edition, edited by Stadelmen, W.J. and Cotterill, O.J. Food Product Press, New York USA.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Sustainable Development and Bangladesh

Md. Abdul Halim*

The concept of sustainable development formed the basis of the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro in 1992. "Sustainable development is development that meets the needs of the present, without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The concept of sustainable development can be interpreted in many different ways, but at its core is an approach to development that looks to balance different, and often competing, needs against an awareness of the environmental, social and economic limitations we face as a society. Living within our environmental limits is one of the central principles of sustainable development.

Sustainable development is conceived to be anchored on three pillars, which are to evolve concomitantly on sustainable factors, namely, economic, social and environmental; and to be centered on the human being, implying that the process of sustainable development is necessarily inclusive and should promote unity in cultural and other forms of diversity. But it is essential, in the context of establishing this unity, that diverse cultures, interests and wishes, particularly of the downtrodden and disadvantaged groups, are facilitated to flourish and find proper expressions in appropriate forms. Sustainable development also invokes intra- and intergenerational equity, i.e. equity among and within nations at the present time and the management of natural and other resources such that while the present generation meets its needs, the future generations can meet theirs too.

---

* Member, BEA, E-mail: halim111eco@gmail.com

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

Article 18 A : Protection & Improvement of Environment and Biodiversity; in the Constitution of the People's Republic of Bangladesh states that, "The state shall endeavour to protect and improve the environment and to preserve and safe- guard the natural resources, biodiversity, wetlands, forest and wildlife for the present and future citizens". The pursuit of sustainable development is, therefore, a Constitutional obligation in Bangladesh.

Bangladesh is a disaster-prone country due to its hydrological and geo-morphological realities, its location at the bottom of three major river systems - the Ganges, the Brahmaputra, and the Meghna and being bound on the south by the Bay of Bengal. Given the evolving climate change, the country has begun to be visited by extreme climatic events more frequently. These climatic events cause adverse socio-economic consequences for the affected people and, therefore, are a major concern for national socio-economic progress. For example, mega cyclones Sidr in 2007 and Aila in 2009 have caused huge losses and damages affecting a large number of people and consumed significant budgetary resources in relief and rehabilitation, thereby constraining the country's development prospects by reducing resource availability for development activities.

Bangladesh has no responsibility at all to this climate change, but it is one of the most vulnerable countries, being at the forefront of threats from climate change effects in terms of increasing sea level rise, salinity ingress, storm surges, cyclones, floods, loss of habitat, destabilization of agriculture, etc. Without international support for countering the effects of climate change, largely through adaptation actions, Bangladesh is not in a position to fight it alone. The country faces climate change not only as a development challenge, but also as a human rights and justice issue.

Bangladesh is committed to a low carbon development path, provided the process does not put additional burden on its already overstressed economy and financial capacity and is a win-win option for it with assured adequate international support. Already, dialogues are taking place at home with stakeholders for evolving a "green development" concept that promotes a "green economy" and provides "green jobs" in the future. But it has to be in the context of Bangladesh'spriorities for accelerating economic growth, poverty reduction, social emancipation and

sustainable development based on its three pillars. Any green development initiative has to be home–grown and country driven policy; and externally imposed conditions are not acceptable. Rapid economic growth coupled with a

rising population is putting a high toll on the environment, ecology and natural resources in Bangladesh. In order to ensure the best possible opportunities for a productive and healthy life for the people while maintaining the balance in nature and ensuring sustainability for future generations, the country has to have "humancentred" sustainable development.

The government needs to ensure coordination amongst the various sectors for ensuring overall sustainability in future through an integrated approach. However, it cannot be achieved fully without adequate support from the international community for climate adaptation. It is also necessary to promote regional cooperation in finding solutions to regional water crisis.

Future Directions

Institutional Capacity Development

In the area of institutional development, the government is setting up new institutions that will help realize the new vision of the government in the coming years. For example, it is in the process of establishing the Sustainable and Renewable Energy Development Authority (SREDA) as the national modal authority for coordinating all national efforts in taking forward its sustainable energy agenda for energy efficiency and conservation and renewable energy promotion in the country.

Good Governance

in respect of the functioning of the Anti-Corruption Commission, Public Administration, Police and the financial sector. The aim of these reforms is to further enable these institutions to perform their responsibilities more purposefully and efficiently. The tasks involved are challenging, but the government is committing to fulfilling them.

Strengthening Democracy

In relating to governance, challenges include the issue of national government at the time of parliamentary elections, the role of the election commission, and the nature and effectiveness of local governance. Resolution of these challenges, particularly the first one, will lead to positive outcomes for both democracy and development in the country. Efforts are continuing to make the local government effective through peoples' participation, capacity building for local level planning and implementation of projects, and improvement of service delivery to the local level in the areas of health, education, etc.

ICT for the People and the Role of Media

Introduction of cell phone and its widespread expansion into rural areas has changed the lives of the poor people by opening the door to instant communication, information gathering and doing away with isolation. The middlemen have been eliminated. The farmer can now directly get first hand information on market prices from miles away. Cell phone banking is also now available. Modernization of Bangladesh through ICT will continue in all sectors.

Status of growth

The economic growth rate experienced set back due to disasters like the mega cyclones Sidr and Aila in 2007 and 2009 as a result of the effects of global climate change. The combined effect of the two cyclones drove the GDP down by more than 1%.. The GDP growth is attributed to growth in agriculture, industries and service sectors and accumulation of capital and increase in effective labour (total factor productivity-TFP growth). The future challenge is to sustain the increasing trend in growth in the face of domestic and external shocks. The challenge will be maintain the lower trend. throughout the country, based on opportunities in various areas.

Industrialization

In the context of environmental sustainability, the industrial sector has a major role to play, Especially through efficient effluent treatment. Though this is mandatory by law, compliance remains largely disregarded. Untreated chemical wastes, which often contain heavy metals, are discharged into rivers, canals, wetlands and even agricultural lands, severely degrading them and causing health risks to people. This remains a challenge which the government intends to address seriously.

Rural Infrastructure

Experience shows that good infrastructural development is not, often, followed-up by proper maintenance. Increased growth of traffic requires further improvement and regular maintenance of the roads and highways and rural arteries. It is necessary that adequate allocations are provided in the Annual Development Programme (ADP) for the purpose of the maintenance work, which should be completed before the onset of the monsoon in the year it is done.

Social

Social transformation is a continuous process. The positive trends seen in Bangladesh over the last 20 years is expected to continue in future. As more and more women join the workforce there will be more social recognition of their contribution to national development. The current and future plans of the government including the Sixth Five Year Plan (2011-2016) and Annual Development Programme put emphasis on women development. The government is committed to improving the living conditions of the ethnic and other minorities and ensuring their rights. Their problems can be addressed through identification of most vulnerable locations, creation of alternative livelihoods there and strengthening the social safety net.

Health, Population and Development

The current population of Bangladesh exceeds 150 million, with almost 50% of them below the age of 35 years constituting a large young work force. Importantly, Bangladesh has been able to keep the population growth rate in check with targeted interventions in the population and health sector. The population growth rate is as noted earlier, down to 1.32% per annum, but the large and growing population remains a major concern. Bangladesh therefore needs to continue meeting the challenges of improving the environment that encourages further reduction in population growth, which will necessarily focus on those segments of population which still records higher growth rates. There is a slow progress in improving nutrition. Malnutrition affects two-fifths of children. Health experts around the world warn that with rise in temperature, due to global warming, the vector-borne diseases will increase. Therefore, climate change poses a big health risk for the population. More emphasis on research and research-based adaptation programming and action should be in place.

Education

Future challenges remain in relation to increasing the quality of education; proper training of teachers at the primary, secondary and higher secondary levels; making school environment attractive; and raising completion rates. The number of schools, colleges and universities is also inadequate to meet the demand of the growing number of students. However, the increasing rural demand for educational facilities calls for serious attention to be given to expand educational opportunities in rural areas.

Gender Development

The government has put full emphasis on the inclusion of women in all spheres of social life as a strategy for raising women's status, accelerating growth and ensuring the long term sustainability of the country's development. The recently adopted Women Development Policy 2011 is a forward looking step in this respect and, if implemented properly, will contribute to effective nation-building with improved social status and increased participation of women.

Forests and Biodiversity

Laws have been enacted by Bangladesh to protect the biodiversity and penalties made heavier. Enforcing the law is difficult in the absence of necessary manpower and institutional capacity. The government has recently (January 2012) declared 3 zones of major canals in the Sundarbans as dolphin sanctuaries. These safe havens for the endangered species cover a total area of 32 kms.

Under the law, fishing in these 3 areas is prohibited. But fishing and cargo trawlers are regularly plying through them discharging wastes and oil which are polluting the sanctuaries. Community involvement needs to be ensured in such activities, and the government has been promoting community participation through various initiatives including awareness raising and co-management arrangements.

Food Security and Sustainable Agriculture

Agricultural growth needs to pick up further from its present rate of around 3.5% or so simply to keep feeding an increasing population. But as agricultural land is declining by close to 1 % a year, owing to shifting of agricultural land to other uses and climate change-induced increased salinity ingress and river erosion, the challenges the sector faces in reality can curb its performance. Moreover, the production of rice is characterized by sharp fluctuations between years as well as within the year due to various natural hazards such as floods, cyclones, drought and salinity ingress. Addressing these challenges will require new thinking on how domestic food security goals can be met while sustaining an increasingly fragile environment and a large population dependent on agriculture for their livelihoods.

Water Supply and Sanitation

According to the British medical journal 'The Lancet', up to 77 million Bangladeshis are suffering from arsenic poisoning. This can cause cancer unless

treated at the initial stage and these people should be provided with arsenic free drinking water The water supply in Dhaka, the largest city, is severely stressed due to high population growth and expansion of infrastructures. In many parts of the city, the water supplied is unfit for human use. The government is increasing the water treatment capacity in urban areas and has started building a few water treatment plants. It however, cannot provide water to rural households which are dispersed and they do not have access to piped water systems. A big challenge is the intrusion of salinity in new areas of habitation due to sea level rise which is already affecting about 30 million people in the coastal areas and the number will increase as the sea keeps on rising. In the long run, Bangladesh will require desalinization plants to meet the demands of huge population.

Energy Security

The World Economic Forum (WEF) in its last meeting in Davos emphasized that the world must adopt energy production facilities that are based on renewable resources. The country can fast track the development of its energy sector while ensuring a low carbon path provided adequate resources and appropriate technologies are made available to it from international climate funding sources. The country has taken many steps in the right direction for ensuring sustainable energy security in the country. But as the new and improved technologies are very expensive, the government alone cannot ensure sufficient energy supplies to the people, unless international support is forthcoming under climate mitigation initiative.

Green Development, Green Economy and Green Jobs

Provided appropriate technologies are available, green jobs can be created in such sectors as rice, fruits, spices, flowers, high value vegetables, fishery, livestock rearing, community protected forestry, and other natural resource management activities. Growing more fruits, spices and flowers and high value crops like vegetables can create green jobs. Aqua culture, both in urban and rural areas, can also bring green self-employment for many people if they are imbibed with necessary knowledge and skills. Creation of water reservoirs to meet water shortages and fresh water fisheries can be another green economic activity. Community based social forestry schemes and biodiversity protection will also fall under green jobs. Off farm activities like food processing, packaging, distribution, transportation and marketing has further scope for green jobs. Waste collection, sorting, recycling and reuse can also create green jobs. Compost

making from bio-waste has the potential for not only green jobs for women but also production of organic fertilizer for crops and plants as some piloting has shown.

Bangladesh has achieved significant progress in respect of all three pillars of sustainable development, especially the social front. Bangladesh is fully committed to pursuing sustainable development, seeking to establish and maintain economic vibrancy, social equity and inclusiveness, human dignity for all, and a healthy environment and a sound natural resource base. However, given its

resource limitations, the country needs finance and technology transfer as well as capacity enhancement support, consistent with the properly defined tasks that it will take to move steadfastly towards the goal of sustainable development.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

The Prospects of Nuclear Power in Bangladesh

Asif Reza Chowdhury*
Raihan Ul Islam Shezan*
M.A.R. Sarkar*

1. Introduction

The consumption of electric energy in Bangladesh has grown notably in the last few decades and the gap between demand and production of this energy is increasing day by day. The country is facing a major challenge to meet up the demand. According to Bangladesh Power Development Board, in the year 2013 against a peak electricity demand of 8349 MW, the maximum production of electricity was only 6675 MW. [1] Such production shortages in every year are greatly affecting the growth of GDP and overall development of this country.

With a power sector which is almost dependent on natural-gas fired generation, the country is confronting a simultaneous shortage of natural gas and electricity. According to Ministry of Power, Energy and Mineral Resources nearly 800 MW of power could not be availed from the power plants due to shortage of gas supply. Other fuels for generating low-cost, base-load electricity, such as coal, or large hydropower, are not readily available and thus these primary resources are no more a dependable source of electricity production.

The present system of electricity production is not only inadequate but also the harm to the nature is more from this system. Burning of fossil fuel produces a

* Department of Mechanical Engineering, Bangladesh University of Engineering and Technology, Dhaka-1000, Bangladesh

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

heavy amount of greenhouse gases which damage the equilibrium of nature. These gases cause the temperature of the earth to increase which leads to the melting of polar ice. Thus the sea level rises and more and more land goes under water.

So it is time to go beyond the traditional lines of production of electric energy and bring about a significant change in its production. To keep pace with the increasing demand it needs a source that can produce much more electricity than the present production. Such a breakthrough in electricity production can only be achieved through the introduction of Nuclear Power Plant in power generation system of Bangladesh.

Nuclear energy is produced by fission reaction of radioactive metals in a nuclear reactor. The amount of energy produced from nuclear reaction is gigantic compared to the energy produced from other primary resources. Nuclear power plants also have a higher rate of efficiency compared to other primary energy based power plants. On the other hand, a nuclear power plant produces very little amount of greenhouse gases, so it is much safer.

2. Present Electricity Scenario in Bangladesh

At present the demand of electricity is very high in Bangladesh and it is increasing day by day. In this country only 68% people are now being facilitated with electric supply, leaving the rest 32% people into darkness. To keep the wheel of development rolling and active, this large mass needs to be brought under electric coverage. Power Plants are being commissioned on a regular basis to meet up demands, but with the booming population and the hard endeavor for industrialization the need for electricity is also booming.

According to Power Division of Ministry of Power, Energy and Mineral Resources, Government of the People's Republic of Bangladesh, Plants Commissioned During 2009 – December 2013 (MW) are as follows :

YEAR	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Public		255	800	607	587	2249
Private	356	520	963	344	76	2259
Power Import					500	500
Total	356	775	1763	951	1163	5008

[2]

The net production capacity of Electric Power Plants of this country has reached 10445 MW in the year 2014but the maximum power generation in 2014 (as on 18 July, 2014) is 7418.00 MW. The installed capacity of BPDB (Bangladesh Power Development Board) Power Plants as on November 2014 is-

3. Problems with present electricity scenario

3.1 Production shortage

The production curve has always lagged behind the demand curve of electricity in Bangladesh. The insufficient electricity production of this country has always pulled back this developing country. The demand and production data of the past few years describes the scenario best. [4]

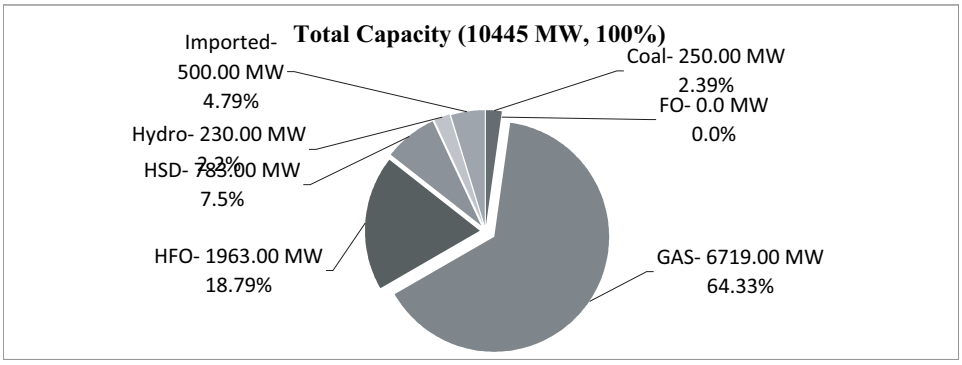

3.2 Decreasing stock of primary resources

Bangladesh has very few natural resources which are being used to produce electricity, such as- coal, natural gas, furnace oil, diesel and hydro. Coal is harnessed from coal mines situated in the northern portion of Bangladesh and there are several gas fields lying all around the country. But it is not possible to harness enough coal from the mines because of negative effects of it on nature and gas fields have limited balance of gas left in them. Bangladesh has to import furnace oil and diesel from abroad. At the current rate of natural use in Bangladesh the current estimated proven reserves would last 45 years. Even if the present rate of use increased at 10% per year, these reserves would last about 17 years (source: Wikipedia). Power sector ranks the highest (44%); fertilizer sector ranks the second (28%); and industry, domestic, commercial and other sectors together rank third (22%) in gas consumption. Currently 12gas fields under public and private sectors are in production with gas supply between 900 and 930mmcfg per day. [5]

3.3 Negative impact on environment

These days one of the biggest concerns of the world is the greenhouse gas emission. The burning of fossil fuel emits harmful gases like carbon di-oxide, carbon monoxide, sulphur di-oxide, sulphur tri-oxide, etc. in the atmosphere altogether known as the greenhouse gases. These gases raise the temperature of the atmosphere trapping the heat radiated from the earth making the world a vulnerable place to live in. The chart below demonstrates the emission of greenhouse gases from production of electricity from different raw materials –

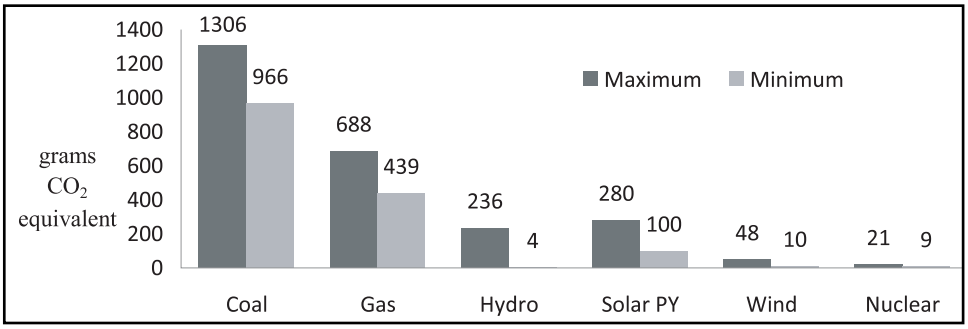

As the chart demonstrates, average greenhouse gas emission from coal based electricity production is about 1100 grams of CO_2 per kWh and from nuclear power plant it is about 15 grams of CO_2 per kWh. So nuclear power plants are much healthier for the earth.

4. The Alternative

With such a sharp increase of demand and a decrease in the reserves of primary resources for electricity production, the perfect alternative is the introduction of nuclear based power production.Nucleus, one of the fundamental particles inside an atom releases energywhen some special atoms are combined together to form large atom or some special large atoms are split to form smaller ones. In nuclear fission, atoms are split apart to form smaller atoms, releasing energy. Nuclear power plants use nuclear fission reaction to produce electricity.Usually in commercial production of nuclear energy, special isotopes of Uranium and Plutonium are used. The general reaction is figured out below-

235 U+ neutron fission → fission fragments +2.4 neutrons+192.9 MeV
239 Pu+ neutron fission →fission fragments +2.9 neutrons+198.5 MeV

This massive energy is not produced in open places like the burning of fuels. This production needs an isolated and controlled environment. A nuclear power plant has its own cooling system and such a facility is generally established near big natural water reservoirs. The typical components of a nuclear power plant are shown below.

5. Advantages of Nuclear Based Energy Production

5.1 Production Capacity

This country needs a stable and powerful source which will be able to supply energy continuously for a very long period of time. Here Nuclear Energy can be the best solution to this problem. Primary sources of energy can't provide that much of energy as Nuclear Energy. Also the lifespan of a typical nuclear power plant is much higher than any other plant.

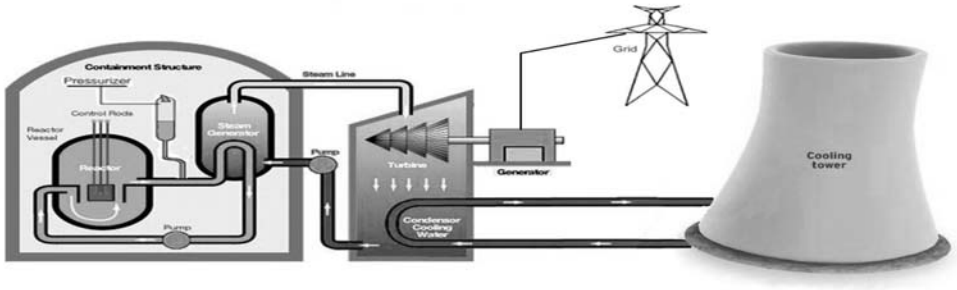

A comparison between heating values of different fuels are given below.

Type of fuel	Heat Value (MJ/kg)
Firewood	16
Brown Coal	9
Black Coal (low quality)	13-20
Black Coal	24-30
Natural Gas	39
Crude Oil	45-46
Natural Uranium in light water reactor	500000

It is seen that the source of nuclear energy- natural uranium can provide about 10000 times more energy than crude oil- the second highest heat value provider. The difference in the heat value of uranium compared with coal and other fuels is important since it directly affects the amount of wastes that each fuel produces. For instance, a single 1000 MW coal-fired plant produces over 300,000 tons of

ash, 44,000 tons of sulphur di-oxide, 22,000 tons of Nitrous Oxide and 6 million tons of carbon. In contrast, a 1000MW of nuclear power plant produces a mere 3 cubic meters of wastes after reprocessing the spent fuel, 300 tons of radioactive wastes and 0.20 tons of plutonium. There are also different transport requirements for both nuclear fuel and fossil fuels in the context of Bangladesh. Transportation costs are higher for coal and oil systems at 20000 train cars or 10 super tankers, in relation to a nuclear plant at just 3-4 trucks. Around the world, there is projected to be around 860 nuclear power plants generating over 800,000 MW. [7]

5.2 Fulfilling Future Demand

To make a proper power generation master plan, it is required to make a proper speculation of the speed at which the demand is increasing. According to the Power System Master Plan (PSMP) 2010, demand forecast made by Government of the People's Republic of Bangladesh based on 7% GDP growth rate is as follows:

Fiscal Year	Peak Demand (MW)
2014	9,268
2015	10,283
2016	11,405
2017	12,644
2018	14,014
2019	15,527
2020	17,304
2021	18,838
2022	20,443
2023	21,993
2024	23,581
2025	25,199
2026	26,838
2027	28,487
2028	30,134

This speculation is made on the basis of a fixed GDP. So an increasing GDP will definitely increase the demand much more. To fulfill such a great demand of electricity in the future present production needs to be incremented greatly which can only be done with nuclear power plants.

5.3 Effect on Environment

Nuclear reaction does not produce greenhouse gases during production of energy. Though small amount of greenhouse gases are produced in a nuclear power plant

due to the use of supporting machineries like turbine and cooler, it is far less compared to the produced greenhouse gases in other power plants. Thus a nuclear power plant saves the earth from the harmful effects of these toxic gases.

5.4 Safety Features

In the past, the disposal of radioactive waste was difficult and harmful to the nature to some extent. Besides, operating nuclear power plant machineries and the cooling procedure were very difficult. But presently due to the improvement of the power plant up to 3rd Generation, the use of pressurized water reactor and the fully automated power plants make the nuclear based power production very secured. Besides the in-built safety features reduces the chances of accidents significantly. These safety features consist of multiple layers of protective walls and emergency core cooling system.

6. Advancements regarding Nuclear Energy in Bangladesh

In 1963 the Ruppur site was selected for the establishment of the first nuclear power plant of this country. In 2001 Bangladesh adopted a national Nuclear Power Action Plan. On 24 June 2007, Government of People's Republic of Bangladesh announced plans to build a nuclear power plant to meet electricity shortages. In May 2010, Bangladesh signed a civilian nuclear agreement with the Russian Government. Bangladesh also has framework agreements for peaceful nuclear energy applications with the US, France and China. In February 2011, Bangladesh reached an agreement with Russia to build the 2,000 megawatt (MW) Nuclear Power Plant with two reactors, each of which will generate 1,200 MW of power. The nuclear power plant will be built at Ruppur, on the banks of the Padma River, in the Ishwardi sub district of Pabna, in the northwest of the country. The RNPP (Ruppur Nuclear Power Plant) is estimated to cost up to US$2 billion, and start operating by 2021. The inter-governmental agreement (IGA) was officially signed on 2 November 2011.On May 29, 2013 honorable Prime Minister of Bangladesh declared that a second nuclear power plant will be constructed in an inland river island in southern region of the country. [8]

Station/ Project Name	Type	Capacity	Expected Construction Start Year	Expected Commercial Year
1. Ruppur Nuclear Power Plant (Unit- I)	VVER	1000~1250 MWe	By 2016	By 2021
2. Ruppur Nuclear Power Plant (Unit- II)	VVER	1000~ 1250 MWe	One year after the first unit built	------

7. Summary

Nuclear energy these days are safe, reliable and on the context of Bangladesh capable of reducing the gap between demand and production significantly. The 3rd Generation Pressurized Water Reactors with automated and in-built safety features make Nuclear Energy a reliable source of massive electricity production. On the basis of present energy scenario of Bangladesh nuclear energy based power production should be the best solution to the overall energy crisis.

References

1. Bangladesh Power Development Board- http://www.bpdb.gov.bd
2. http://www.powerdivision.gov.bd/user/brec/112/58
3. Ministry of Power, Energy and Mineral Resources, Government of the Peoples' Republic of Bangladesh-http://www.bpdb.gov.bd/bpdb/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=16
4. http://www.bpdb.gov.bd/download/PSMP/PSMP2010.pdf http://www.bpdb.gov.bd/bpdb/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=126
5. Banglapedia
6. IAEA 2010
7. Applied Reactor Technology by Henryk Anglart, 2011 edition
8. Wikipedia
9. http://pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/CNPP2013_CD/countryprofiles/Bangladesh/Bangladesh.htm

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

২০১৫ সালে বাংলাদেশের নারী ঃ সিডও সনদের মূলকথা ও জাতিসংঘের প্রত্যাশা

হান্নানা বেগম*

পূর্বকথা

জাতিসংঘ তার ঘোষণাপত্র থেকে সর্বজনীন মানবাধিকার দলিল পর্যন্ত সর্বত্র নারীর সমঅধিকারের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রেখেছে। কিন্তু কার্যত দেখা গেছে, নারী মানব জাতির অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও নারীর অধিকার মানবাধিকার রূপে স্বীকৃতি পাচ্ছে না। কারণ জাতিসংঘের মানবাধিকারের সব দলিলে, নারী-পুরুষকে এক অবস্থান থেকে দেখা হয়েছে। একই অধিকার ভোগ করতে পারার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সমঅবস্থায় না থাকলে সমঅধিকার ভোগ করা যায় না। বাস্তবে প্রথমত: নারী পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে আছে, দ্বিতীয়ত: নারীর মাতৃত্ব বা প্রজনন ভূমিকা বা বিশেষ অবদানের জন্য তার বিশেষ কিছু চাহিদা আছে এবং সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার আছে। এজন্য আলাদা সনদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই প্রেক্ষিতে, উপরোক্ত দুটো সমস্যাকে সামনে নিয়ে নারী-পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে সমতার সৃষ্টি করা এবং নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সিডও সনদের সৃষ্টি।

সিডও সনদ গৃহীত হয়, ১৯৭৯ সনের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে। ইংরেজীতে– পুরো নাম Convention of the Elimination of All forms of Discrimination Against women-CEDAW (সিডও)। বাংলায় আমরা বলি 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ।' ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ২০টি রাষ্ট্রের অনুমোদন লাভের পর সিডও সনদ কার্যকর বলে ঘোষিত হয়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ সালে এ সনদে স্বাক্ষর করে। সিডও এর আঠার নম্বর ধারা অনুযায়ী শরীক রাষ্ট্রকে এ সনদ অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট সিডও কমিটির বিবেচনার জন্য সনদে বর্ণিত ধারার আলোকে একবছরের মধ্যে একটি প্রতিবেদন জমা দিতে হয়। পরবর্তী প্রতিবেদন প্রতি চারবছর অন্তর। সিডও কমিটি তাদের বাৎসরিক সভায় প্রতিবেদন সর্ম্পেকে অভিমত প্রদান করে এবং আগামী প্রতিবেদনের জন্য সুপারিশ রাখে।

---

* পরিচালক, পরিচালনা পর্ষদ, বাংলাদেশ ব্যাংক। সাবেক অধ্যক্ষ ইডেন গার্লস কলেজ, ঢাকা।

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

সিডও সনদ হচ্ছে একমাত্র সনদ, যা সমতা স্থাপনের প্রশ্নে রাষ্ট্রের নিজস্ব বিবেচনার মানদন্ডকে প্রত্যাখান করে বৈশ্বিক মানদন্ড সৃষ্টি করেছে। সে জন্য এই সনদের বড় অবদান হচ্ছে, বৈশ্বিক পর্যায়ে "নারীর অধিকার মানবাধিকার" এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। বিশ্বের ১৮৫টি দেশ এই সনদে স্বাক্ষর করেছে। প্রত্যক দেশের নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্রীয় আইন থাকতেই পারে, তবে সিডও সনদ একটি আন্তর্জাতিক আইন যা প্রত্যেক রাষ্ট্রের মানা উচিত। এটিকে বাস্তবায়িত করতে হবে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী। ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী এই সনদের মূল বিষয়বস্তু বাস্তবক্ষেত্রে না হলেও তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে, এটা আমরা বিশ্বাস করতে চাই।

সনদের মূলকথা, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও ধারাসমূহ

এ সনদ সমতা, বৈষম্যহীনতা ও শরিক রাষ্ট্রের দায়িত্ব, এই তিনটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সমতা অর্থ এই নয় যে, উভয় লিঙ্গকে অভিন্ন প্রক্রিয়ার অধীন করা। উভয় লিঙ্গের জন্মগত পাথর্ক্যকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। সনদের উদ্দেশ্য হচ্ছে-পুরুষের মত নারীর ক্ষেত্রে সুযোগের সমতা সৃষ্টি করা। এবং তা এমন পর্যায়ে হতে হবে যাতে করে প্রাপ্য সুযোগ ব্যবহারের মাধ্যমে একই মানের ফলাফল নিশ্চিত হয়। আদত কথা-নারীর সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র কি পদক্ষেপ নিচ্ছে তা মুখ্য নয়, বরং গৃহীত পদক্ষেপ নারীর জন্য সমতা অর্জনে কতখানি ফলপ্রসু হয়েছে সেটাই মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে অসম ক্ষমতার বিভাজনের দিকে দৃষ্টি রেখে রাষ্ট্রকে সমতার নীতি স্থাপনে একদিকে যেমন আইন ও বিধির ক্ষেত্রে সমতা স্থাপন করতে হবে, অন্য দিকে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন সহায়ক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জেন্ডার সমতা স্থাপনে এগিয়ে যেতে হবে।

যদিও বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতায় নারী পুরুষের চেয়ে নিম্নমানের এটি প্রমাণিত হয়নি, কিন্তু মাতৃত্বের কারণে নারীর কর্মপরিধি গৃহভিত্তিক এবং বর্হিজগতের জন্য পুরুষ নির্ভর। পুরুষতন্ত্র নারীর অবদানকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়ে তাকে অধস্তন করে রাখে একটি নির্যাতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এ থেকে শুরু হয় অসম জেন্ডার সম্পর্ক। এটিকে কেন্দ্র করেই সমাজ নারী-পুরুষের বৈষম্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। ক্রমান্বয়ে এ প্রক্রিয়ায় প্রথা, আচরণ, বিধি ও আইন সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমাজ বৈষম্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। সিডও সনদের মূল উদ্দেশ্য হলো এভাবে জৈবিক পার্থক্যের কারণে আরোপিত জেন্ডার বৈষম্য সমূহকে নির্মূল করা।

সিডও চুক্তি জাতিসংঘ ও একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত হয়। রাষ্ট্র নিজ উদ্যোগে এই চুক্তি করে বিধায় এই দর্শন বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র তার দায়িত্বের মূল ইস্যুগুলোকে এভাবে চিহ্নিত করতে পারে, যেমন: • বৈষম্য চিহ্নিতকরণ, • বৈষম্যহীন নীতি ঘোষণা, • বৈষম্য রহিতকরণে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ, • যথাযথ আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া, • বৈষম্য আরোপকারী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া, • সমতা অর্জনের সময় কমানোর জন্য অস্থায়ী সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, • আইনগত সমতার সাথেই প্রকৃত সমতা স্থাপনে গুরুত্ব প্রদান, • জাতিসংঘের সিডও কমিটির নিকট যথাসময়ে সনদ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ করা।

সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

সিডও সনদ বাস্তবায়ন বহুলাংশে সে দেশের রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। যে কারণে আমরা দেখি বহু দেশ সনদ অনুমোদনের পর একে সংবিধানে সম্পৃক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ হিসেবে

প্রতিষ্ঠিত করে, এ উদ্দেশ্যে সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনে, কখনও কখনও দেশের আইন ও প্রশাসনিক কাঠামোতে সিডও সনদকে প্রতিফলিত করার উদ্দেশ্যে পুরাতন সংবিধানের পরিবর্তে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে। এক্ষেত্রে কলম্বিয়া ও উগান্ডা যথাক্রমে ১৯৯১ এবং '৯৫ সালে সিডও সনদের ধারাসমূহ প্রতিফলনের উদ্দেশ্যে নতুন সংবিধান রচনা করে। আবার ব্রাজিল ১৯৮৮ সালে সনদের আলোকে নারীর মানবাধিকারের ইস্যুসমূহ অন্তর্ভূক্ত করে সংবিধানে পরিবর্তন আনে। সাউথ আফ্রিকা স্বাধীনতার পর, যে নতুন সংবিধান রচনা করেছে তাতে নারীর সমতা ও মানবাধিকারকে সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় অন্ত-র্ভূক্ত করেছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ নেপাল সিডও সনদ অনুমোদনের পর একে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশীয় আইনের অন্তর্ভূক্ত করেছে। তবে রাষ্ট্র কর্তৃক সংবিধানে সনদের মৌলিক ধারাগুলো প্রতিফলিত না হলেও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা এবং জেন্ডার সংবেদনশীল আইনের মাধ্যমেও নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনের পদক্ষেপ নেওয়া যায়। এজন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও বিচারকসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলের, বিশেষভাবে সুশীল সমাজ ও এনজিওদের সিডও সনদ বাস্তবায়নের জন্য বিশেষভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ভারতের 'বিশাখা বনাম রাজস্থান সরকার' এর মামলাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ১৯৯২ সালে বিশাখা নামের একজন কর্মচারী তাঁর সহকর্মীদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে তাৎক্ষণিকভাবে এ নিয়ে কোনো মামলা করা হয়নি। পরে স্থানীয় জনগণ ও নারী আন্দোলনকারীরা বিশাখার পক্ষে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মামলা করে। কিন্তু মনে রাখার বিষয়, তখনো ভারতে এ সম্পর্কিত কোনো যৌন হয়রানির আইন ছিল না। মামলা কোর্টে ওঠার পর বিচারক সিডও-র স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে এ ব্যর্থতার জন্য রাষ্ট্রকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। বিচারে এটিও উল্লেখ করা হয় যে ভারতের সংবিধানে দেওয়া লিঙ্গ সমতার নিশ্চয়তা এবং কর্মপরিবেশের নিশ্চয়তার অঙ্গীকারও এখানে লঙ্ঘিত হয়েছে। এ জন্য বিশাখাকে ক্ষতিপূরণ দেওযার আদেশ দেওয়া হয়। এ ছাড়া যৌন হয়রানি প্রতিরোধে আইন প্রণয়নের জন্য বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণের আদেশ দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রের অনীহার ক্ষেত্রে সিডও সনদের হাতিয়ারটি কাঁধে তুলে নিতে পারে নারী সংগঠন, এনজিও এবং সচেতন মানব সমাজ। তারা আন্দোলনের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে এবং সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করতে পারে। সিডও কমিটির নিয়মানুসারে রাষ্ট্রকে সিডও কমিটিতে প্রতি চার বছর অন্তর একটা প্রতিবেদন এবং বিকল্প প্রতিবেদন পাঠাতে হয়। এক্ষেত্রে বিকল্প প্রতিবেদন প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করে এনজিওসমূহ। সিডও কমিটির অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের নারী বৈষম্যের সর্বাপেক্ষা সংবেদনশীল অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়না। এরূপ পরিস্থিতিতে এনজিওদের প্রেরিত অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নারীর কি কি দাবী-দাওয়া অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাওয়া দরকার মাঠকর্মীরাই তা সহজে নির্ণয় করতে পারে। যে কারণে সিডও কমিটি তার ১৭তম সভা থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে।

সিডও সনদের ধারাসমূহের বিভাজন

সিডও সনদ ৩০টি ধারা সম্বলিত। এই ৩০টি ধারা তিনটি ভাগে বিভক্ত।

ক। ১ থেকে ১৬ ধারা-নারী-পুরুষের সমতা সম্পর্কিত,

খ। ১৭ থেকে ২২ ধারা-সিডও কর্মপন্থা ও দায়-দায়িত্ব বিষয়ক এবং

গ। ২৩ থেকে ৩০ ধারা-সিডও প্রশাসন সংক্রান্ত।

স্বাক্ষরদানকালে বাংলাদেশ সরকারের ধারা সংরক্ষণ

বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে সিডও সনদ অনুমোদন করে স্বাক্ষর দান করে। তবে স্বাক্ষরদান কালে ধারা-২, ১৩ (ক) এবং ১৬-১ (গ) ও (চ) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রদান করে। পরবর্তীকালে সরকার ধারা-১৩ (ক): পারিবারিক কল্যাণের অধিকার এবং ধারা-১৬-১ (চ): অভিভাকত্ব, প্রতিপালকত্ব, ট্রাস্টিশীপ, পোষ্যসন্তান গ্রহণ, ইত্যাদি ধারাগুলির উপর থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে এগুলি অনুমোদন করে।

বাংলাদেশ কর্তৃক জাতিসংঘ সিডও কমিটির নিকট সর্বশেষ পেশকৃত ষষ্ঠ ও সপ্তম পিরিয়ডিক প্রতিবেদন (২০১১) এবং এই সম্পর্কে কমিটির আশাবাদ

সিডও কমিটি রাষ্ট্রপক্ষের ২০০৪ সালে পঞ্চম সাময়িক প্রতিবেদন (CEDAW/C/ইএউ/৫) পর্যালোচিত হবার পর থেকে গৃহীত আইনী সংস্কার ও ব্যাপক আইনী পদক্ষেপ গ্রহণসহ অর্জিত অগ্রগতিকে স্বাগত জানায়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: • বাংলাদেশ শ্রম আইন (২০০৬)। •সংবিধানে চতুর্দশ সংশোধনী যা সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা ৩০ থেকে ৪৫-এ উন্নীত করে; • জনপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধনী) আদেশ (২০০৮); • নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (২০০৯) যা বাংলাদেশি নারীকে তার সন্তানের নাগরিকত্ব অর্জনের ক্ষমতা প্রদান করে; • তথ্য অধিকার আইন (২০০৯); • জাতীয় মানবাধিকার আইন(২০০৯) এবং • পারিবারিক সহিংসতা আইন (২০১০) • কমিটি রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক ৩০ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে প্রতিবন্ধীদের অধিকার সম্পর্কিত সনদ ও ১২ মে ২০০৮ তারিখে এর ঐচ্ছিক বিধানের অনুমোদনকে সন্তুষ্টির সঙ্গে উল্লেখ করেছে।

সিডও কমিটির উদ্বেগের ক্ষেত্র ও সুপারিশসমূহ

কমিটি রাষ্ট্রপক্ষের বৈষম্যমূলক আইন পর্যালোচনা ও সংশোধনের উদ্যোগকে প্রশংসা জানাচ্ছে। তবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৈষম্যমূলক আইন যা নারীকে পুরুষের সমঅধিকার দিতে নারাজ যেমন বিবাহ, তালাক, জাতীয়তা, অভিভাকত্ব ও তত্ত্বাবধায়ক অধিকার সংক্রান্ত আইন বহাল থাকায় কমিটি উদ্বিগ্ন। কমিটি রাষ্ট্রপক্ষকে একটি পরিষ্কার সময়সীমার মধ্যে এর নিজস্ব আইনসমূহ সিডও সনদের আওতায় এর দায়-দায়িত্বের সঙ্গে সমন্বিত করার লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে এর আইন পর্যালোচনা কার্যকরণ চালিয়ে যেতে আহ্বান জানাচ্ছে।

গতানুগতিক ও ক্ষতিকর অভ্যাসসমূহ: কমিটি, বিশেষ করে সংবাদ মাধ্যম ও শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে নারীদের গতানুগতিক ভূমিকা পরির্বতনে রাষ্ট্রপক্ষের তৎপরতাকে স্বীকৃতি জানাচ্ছে, কিন্তু নারী ও পুরুষের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে পুরুষশাসিত মনোভাব ও বদ্ধমূল গতানুগতিক অভ্যাস বিদ্যমান থাকায় উদ্বিগ্ন ।

নারীর প্রতি সহিংসতা

কমিটি উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে সীমিত সংখক আশ্রয়কেন্দ্র ও ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার নির্যাতনের শিকার নারীদের প্রয়োজনে সাড়া দেবার জন্য নিতান্তই অপ্রতুল। কমিটি আরও লক্ষ্য করছে যে আইনবহির্ভূত ফতোয়ার শাস্তি বেআইনি বলে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও সালিশের মাধ্যমে বেআইনি শাস্তি 'অসামাজিক ও অনৈতিক আচরণ' রোধে প্রয়োগ করা হচ্ছে। কমিটি নারীর প্রতি সকল

প্রকার সহিংসতার কোনো তথ্য না থাকায় এবং সেই সহিংসতা বিস্তার ও মূলধারাকরণের ওপর কোনো জরিপ বা গবেষণা না থাকায় দুঃখ প্রকাশ করে।

পাচার ও যৌন নিপীড়ণ

কমিটি রাষ্ট্রপক্ষকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপের মাধ্যমে সনদের ৬ নং ধারার পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে- রাষ্ট্রপক্ষের আইনে সার্ক সনদ অন্তর্ভূক্তকরণ- • পাচার নিরোধে ও পাচারকারীদের অভিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে আইনের ধারাকে সমন্বিত করতে পার্শবর্তী দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার প্রেক্ষিতে এর তৎপরতা নিবিড়করণ। • পাচার ও যৌন নিপীড়ন মোকাবেলায় ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং কার্যকরীভাবে বাস্তবায়ন এবং সে সঙ্গে বিচার, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাবৃন্দ, সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও সারা দেশে কর্মীদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ। প্রবণতা ও পদক্ষেপ গ্রহণের অগ্রাধিকার ক্ষেত্র নিরূপনের জন্য পাচারের সকল দিকের উপর ভিন্ন ভিন্ন সব তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণকরণ।

জেন্ডার সমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

জেন্ডার সমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের আয়োজন, নারী প্রার্থী ও সরকারি পদে নির্বাচিত নারীদের জন্য প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ কর্মসূচি এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে নারী নেতৃত্বের জন্য ও দর কষাকষির দক্ষতা (negotiations skill)বৃদ্ধি কর্মসূচি অব্যাহত রাখা।

নাগরিকত্ব আইন সংশোধন

কমিটি বাংলাদেশি নারীকে তার নাগরিকত্ব সন্তানের উপর বর্তানোর অধিকার দানকারী নাগরিক (সংশোধনী) আইন (২০০৯) গৃহীত হওয়াকে স্বাগত জানিয়েছে, কিন্তু একজন বাংলাদেশি নারীর স্বামী ৫ বছর বাসিন্দা থাকার পর নাগরিক হবার আবেদন করতে পারবে অথচ একজন বিদেশি নারী বাংলাদেশি পুরুষের সঙ্গে বিবাহিত হলে তার দুই বছর বাসিন্দা থাকলেও চলবে। এই বিষয়টি নিয়ে কমিটি উদ্বিগ্ন।

শিক্ষা

শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যান্য উদ্বেগের সাথে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে বিদ্যালয়ের কর্মকর্তা, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধি জোরদার করতে ও বিদ্যালয়ে যৌন হয়রানির বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতি প্রয়োগ করতে, বাড়ি থেকে বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় থেকে বাড়ি নিরাপদ যাতায়াত আর বৈষম্য ও সহিংসতামুক্ত নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে এবং অপরাধীরা যাতে উপযুক্ত শাস্তি পায় তা নিশ্চিত করতে।

কর্মসংস্থান

কমিটি রাষ্ট্রপক্ষকে সিডও সনদের ধারা ২২ অনুযায়ী শ্রমবাজারে মেয়েদের সমসুযোগ নিশ্চিত করতে অনুরোধ জানাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে কমিটি রাষ্ট্র পক্ষকে অনুরোধ করেছে অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নারীদের

সামাজিক নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুবিধা বিধানের উদ্দেশ্যে একটি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো (রেগুলেটরি ফ্রেওয়ার্ক) করতে এবং শিশু শ্রমে নিয়োজিত মেয়েদের শোষণ রোধে পরিবীক্ষণ চালিয়ে যেতে এবং ব্যবস্থা নিতে।

স্বাস্থ্য

কমিটি রাষ্ট্রপক্ষকে অনুরোধ করেছে- • দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত নারীদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ রেখে প্রসূতি স্বাস্থ্য সেবা সহ মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা সুবিধাবলীতে নারীদের প্রবেশাধিকার বাড়ানোর জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নিতে। • একটি ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে যাতে থাকবে- পর্যাপ্ত জন্মপূর্ব ও জন্মপরবর্তী যত্ন ও প্রশিক্ষিত প্রসব পরিচর্যাকারী এবং গর্ভনিরোধক ব্যবহারের গুরুত্ব, বিপদজ্জনক গর্ভপাতের ঝুঁকি ও নারীদের প্রজনন অধিকারের উপর শিক্ষা ও সচেতনতার বৃদ্ধি কর্মসূচি। • সারাদেশে নিরাপদ ও সুলভ জন্মনিরোধ সেবা প্রাপ্তি বাড়াতে তৎপরতা জোরদার ও ব্যাপক করতে হবে এবং গ্রামীন নারীরা যাতে পরিবার পরিকল্পনার তথ্য ও সেবা অভিগমনে বাধা না পায় তা নিশ্চিত করতে। • পরবর্তী সাময়িক প্রতিবেদনে নারীদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উপর তথ্যাবলী প্রদান করতে এবং জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ঠ বিশেষায়িত এজেন্সি ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক দাতা ও সংগঠনগুলোর কাছে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা চাইতে।

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

• জমিতে নারীদের মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার সংকোচনকারী বৈষম্যমূলক আইনসমূহ সংশোধন করতে এবং নারীর উদ্যোগতা হবার পথে বাধাসমূহ চিহ্নিত করে দূর করতে। • বিভিন্ন স্তরের নারীদের বিশেষ অবস্থার কথা মনে রেখে নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে উৎসাহদানকারী উদ্যোগসমূহ জোরদার করতে এবং • সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালা নারীদের উপর কেমন প্রভাব ফেলছে তা নিয়মিত পরিবীক্ষন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।

গ্রামীন নারী

সিডও কমিটি রাষ্ট্র পক্ষকে আহ্বান জানাচ্ছে- • স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্ত-বায়নে গ্রামীন নারীদের অংশগ্রহন বৃদ্ধি ও জোরদার করতে। • জমিতে নারীদের উত্তারাধিকার ও মালিকানা সংরক্ষণে পরিষ্কার আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে, এবং গ্রামঞ্চলে সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার পূর্ণ ভোগে বাধাস্বরূপ ক্ষতিকর প্রথা ও চিরাচরিত রীতিসমূহ সংশোধনে বা দূরীকরণে ব্যাপক কর্মকৌশল প্রতিষ্ঠা করতে।

সুবিধা বঞ্চিত নারী

কমিটি সংখ্যালঘু নারী যেমন দলিত সম্প্রদায়ের নারী, অভিবাসী নারী,উদ্বাস্ত নারী, বয়স্ক নারী, প্রতিবন্ধী নারী ও রাস্তায় থাকা মেয়েসহ সুবিধাবঞ্চিত নারীদের সম্পর্কে অত্যন্ত সীমিত তথ্যাবলী প্রদানে উদ্বিগ্ন বোধ করছে । কমিটি আরোও উদ্বিগ্ন যে ঐ সব নারী ও মেয়েদের বিশেষ করে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য সেবা, গৃহায়ণ, সহিংসতা থেকে রক্ষা ও ন্যায় বিচার পেতে প্রায় বিভিন্ন প্রকার বৈষম্যের ভোগান্তি পোহাতে হয়।

কমিটি সুপারিশ করছে যে- • রাষ্ট্রপক্ষ বিভিন্ন প্রকার বৈষম্যের শিকার সুবিধাবঞ্চিত নারী গোষ্ঠিসমূহের অবস্থার উপর জেন্ডার বিভাজিত তথ্যাবলী গ্রহন করে, ঐসব বৈষম্য দূরীকরণে এবং তাদেরকে সহিংসতা ও অন্যায় থেকে রক্ষা করতে সাময়িক ও বিশেষ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

বিবাহ ও পারিবারিক সম্পর্ক

কমিটি রাষ্ট্রপক্ষকে সুপারিশ করছে যে- • অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারীদের সমঅধিকার প্রদানকারী একটি অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়নের গুরুত্ব সম্পর্কে সমাজের সকল স্তরে বিশেষ করে প্রাচীনপন্থী ও ধর্মীয় গোষ্ঠি সংবাদ মাধ্যম ও সুশীল সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার অভিযান সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য

কমিটি জোর দিয়ে বলছে যে, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সিডও সনদের পূর্ণ ও কার্যকরী বাস্তবায়ন অপরিহার্য। কমিটি সহগ্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে নিয়োজিত সকল প্রচেষ্টায় একটি জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্ত করার ও সনদের বিধানগুলোর স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটানোর আহ্বান জানাচ্ছে এবং রাষ্ট্রপক্ষকে এই তথ্যগুলো তার পরবর্তী সাময়িক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে অনুরোধ করছে।

প্রচার

কমিটির সাধারণ সুপারিশাবলী, বেইজিং ঘোষণা, প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন এবং নারী ২০০০; একুশ শতকের জন্য জেন্ডার সমতা; উন্নয়ন আর শান্তি বিষয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তেইশতম বিশেষ অধিবেশনের ফলাফল ব্যাপকভাবে, বিশেষ করে নারী ও মানবাধিকার সংগঠন সমূহের কাছে প্রচার করে যাওয়ার জন্য কমিটি রাষ্ট্রপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছে।

শেষের কথা

বাংলাদেশের চলমান সরকার মুক্তিযুদ্ধের সরকার। এই সরকারের প্রতি মানবতাবাদী দেশপ্রেমিকদের আস্থা রয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা এবং জাতিসংঘের প্রত্যাশা এ সরকার যুক্তিসিদ্ধ কারণই সিডও সনদের ওপর ডে সংরক্ষণ রয়েছে তা প্রত্যাহার করবে।

তথ্যসূত্র

১. হান্নানা বেগম- *মানব সম্পদ বাংলাদেশের নারী* - বাংলা একাডেমী- মার্চ, ২০০২।

২. সালমা খান- *আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও নারীর সমতা*- জুন, ২০০৩।

3. Hannana Begum- *Bangladesh Social And Economic Forum (BASEF) 2011*-Dhaka School of Economics-June, 2011।

৪. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ- *ইউনিফরম ফ্যামিলি কোড*- ফেব্রুয়ারি, ২০০৬।

৫. হান্নানা বেগম- *নারী ও বাংলাদেশের অর্থনীতি*- আয়শা প্রকাশনা, ফেব্রুয়ারি,২০০৯।

৬. হামিদা হোসেন- *আমরা যদি সত্যিই- সিডও সনদের বাস্তবায়ন চাই*, (প্রথম আলো- ৪/০৯/২০০৮ইং)।

৭. কাজী সুফিয়া আখতার- *সিডও এবং বাংলাদেশের নারী*- (দৈনিক যুগান্তর)।

৮. *সিডও এবং বাংলাদেশ*- স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট- ২০০১।

৯. হান্নানা বেগম- *বাজেটের কথা ও জনপ্রত্যাশা*- উন্নয়ন কথা- ফেব্রুয়ারি, ২০১১।

১০. রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার সমূহ (২০০৮)।

১১. উন্নয়ন পদক্ষেপ, সপ্তদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন, ২০১১।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

বাংলাদেশের অবকাঠামো (অর্থনৈতিক ও সামাজিক) যানবাহন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

মোঃ মনোহর আলী*

আমরা জানি যে, বাড়ী ঘর ও দালান কোঠার শক্ত ভিত্তি না হলে বেশী দিন স্থায়ী হয় না। সেরূপ একটি দেশের কিছু প্রয়োজনীয় স্থাপনা ইত্যাদির ভিত্তি বা অবকাঠামো সঠিক না হলে ইহা বেশী দিন থেকে প্রয়োজনীয় ও কাংখিত লক্ষ্যে পৌছানো অসম্ভব হয়। তাই আমরা এ প্রবন্ধে একটি দেশের যানবাহন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের অবকাঠামো সম্বন্ধে এখানে আলোচনায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতের অবস্থানের দিকে আলোকপাত করবো।

যানবাহনের ভূমিকা আর্থ-সামাজিক খাতে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সার্বিক দিকে যানবাহন প্রয়োজন। অফিস আদালত, শিল্পখাতে দেশে ও বিদেশে যানবাহনের গুরুত্ব অবহেলা করা যায় না। যেদেশে যানবাহন যতো উন্নত, সে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাত ততো বেশী উন্নয়নগামী হয়।

বাংলাদেশে স্থল, জল ও আকাশপথের গুরুত্ব অনেক বেশী। স্থলপথে আমরা ঠেলাগাড়ী, ভ্যানগাড়ী, রিক্সা, অটোরিক্সা, মটরগাড়ী, বাস, ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহন ব্যবহার দেখি। স্বাধীনতার পরবর্তীতে আমরা এ খাতের যানবাহন বেশী ব্যবহার দেখি। স্বাধীনতার পরবর্তীতে আমরা এখাতের ব্যবহার যথেষ্ট উন্নয়ন দেখিতেছি। স্থলপথে রেলগাড়ীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক রেল ব্যবস্থার জন্য সরকারী পদক্ষেপ প্রশংসনীয়। কিন্তু উন্নয়নের ক্ষেত্রে কালো বিড়ালের জন্য অনেক বাধা এসে যায়। অন্যান্য যানবাহনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে চাঁদাবাজিকে অন্যতম অন্তরায় মনে হচ্ছে। বাস ও ট্রাকের ভুমিকাকে সুষ্ঠু যানবাহন পরিচালনায় ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়। বন্দরে কন্টেইনার টার্মিনালে দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় বাধার সম্মুখীন হয়। তাই, স্থলপথের যানবাহন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে সকল বাধা চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

---

* সাবেক কর কমিশনার, ঢাকা।

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

স্থলপথের যানবাহনের প্রধান অবকাঠামো হচ্ছে রাস্তা, সড়ক, মহাসড়ক, সেতু ও উড়াল সেতু ইত্যাদি। এগুলোর অবকাঠমো উন্নয়নে যথেষ্ট বিনিয়োগ প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধু সেতু ও পদ্মাসেতু নির্মাণের ব্যয় সম্বন্ধে আমরা জানি। ঢাকায় উড়ালসেতু ও মেট্রোরেলের নির্মাণ চলছে। আধুনিক রেলগাড়ীর ব্যবস্থায় সরকার অগ্রসরমান। কিন্তু অবকাঠামো নির্মাণের ব্যয় অভ্যন্তরীন সম্পদ থেকে সম্ভব নয়। কারণ, এক কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের ব্যয় প্রায় কোটি টাকা। সুতরাং বৈদেশিক সহায়তা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ও সুদের হার কম হয়। কিন্তু রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য ইহা সময় সাপেক্ষ হয়ে থাকে। তাই, একটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠমো উন্নয়নে যানবাহনের ভুমিকা অতিগুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রতিবেশী দেশ সমূহের সাথে ট্রানজিট চুক্তি যানবাহনের অবকাঠামো দূর্বলতার জন্য আটকে আছে।

জলপথে যানবাহনের ভূমিকা ও অবকাঠামো উন্নয়ন আর্থ-সামাজিক খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কলাগাছের ভেলা, নৌকা, লঞ্চ, স্টীমার ও জাহাজ এখাতে আলোচনা আসে। ছোট বেলায় বন্যার সময় এবং এখনো বন্যার সময় কলা গাছের ভেলা দিয়ে যানবাহনের কাজ চলে। সকল জায়গায়, নৌকা পাওয়া যায় না। নৌকায় ভ্রমন এখন সহজসাধ্য হয়েছে। বর্তমানে যাত্রী ও মালপত্র বহনে ইঞ্জিনের নৌকা ব্যবহার হয়। লঞ্চ, স্টীমার ও জাহাজের অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু নৌপথের অবকাঠামো অতি দূর্বল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নদী শাসনে অবকাঠামো উন্নয়ন অতি জরুরী। তাই, জলপথের আর্থ-সামাজিক খাতের অবকাঠমো উন্নয়নে দেশীয় ও বৈদেশীক বিনিয়োগের প্রয়োজন। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের এ দিকে সামলানো রাখা দরকার।

আকাশ পথের যানবাহন ব্যয়বহুল। এই অবকাঠামো উন্নয়নে বাণিজ্যিক হিসাব করা হয়। প্লেন বা বিমান ক্রয়ের চেয়ে বিমানবন্দর হচ্ছে ১ম ধাপ। একটি বিমান বন্দর নির্মানের ব্যয় আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর জন্য জরুরী। আমাদের পুরানা বিমান বন্দর ও নতুন বিমান বন্দর নির্মাণের এবং সংস্কারের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ প্রয়োজন। তাই দেশী বিদেশী বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বাণিজ্যিক ছাড়াও রাষ্ট্রিয় বিমান বহরের অবকাঠামো নির্মানে আর্থ-সামাজিক খাতের গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, রাষ্ট্রিয় আকাশপথে রাষ্ট্রের ইমেজ বৃদ্ধি ও সংকট থাকে। একবার লন্ডনে আমেরিকা থেকে আসার সময় হিথ্রো বিমান বন্দরে বাংলায় বিমানের যাত্রীদেরকে বাংলাদেশ বিমানে আরোহনের ঘোষণা দেয়া হচ্ছিল। আমি বাংলা শব্দ বিদেশে শুনে হতবাক হই। পরে ঘোষণা শুনে আশ্বস্থ হই। তাই আকাশ পথের যানবাহনের অবকাঠামো আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যখন বলাকা ভবনে কর্মকর্তাদের ইউনিয়ন কর্তৃক ঘেরাও ও অবরুদ্ধ রাখা হয়, তখন ইহার উন্নয়নের জন্য আশংকা হয়। ইহা অতি দ্রুত সামলাতে হবে।

অতএব, যানবাহনের অবকাঠামো উন্নয়নে জরুরী পদক্ষেপ প্রয়োজন। কারণ, বর্তমানে ঢাকা শহরের অন্যান্য সমস্যাসহ রাস্তাঘাটের যে করুন অবস্থা, ইহার সমস্যায় আর্থ-সামাজিক খাতের উন্নয়নের বাধা হবে। তাই, মানুষ চালিত রিক্সা বন্ধ করে, ব্যাটারী চালিত রিক্সা বন্ধ না করে চলাচলের অনুমতি দেয়া প্রয়োজন। কারন, মানুষ চালিত রিক্সায় ঢাকায় অবাধে চলাচল করে। সুতরাং, মানুষ চালিত যানবাহনের স্থলে ইঞ্চিন চালিত যানবাহনের সম্প্রসারণ জরুরী।

ডঃ অমর্ত্য সেন বলেছেন যে, শিক্ষা ব্যতিত একটি জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড গণ্য করে ইহার অবকাঠামো তৈরি জরুরী প্রয়োজন। শুধু শহরে কিছু স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করে উন্নয়ন সম্ভব নয়। জিপিএর হার বৃদ্ধি করে শিক্ষার অবকাঠামো ও গুনগত মান

বৃদ্ধি সম্ভব নয়। স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো তৈরি এক দিনে দ্রুত সম্ভব নয়। তাই, বিদ্যমান অবকাঠামোতে ২/৩ শিফটে শিক্ষাক্রম চালাতে হবে। এ ছাড়া মসজিদ, মন্দির ও মাদ্রাসার অবকাঠামো ব্যবহার করা যায়। প্রথমে শিক্ষক নির্বাচনে গুনগত দিক বিবেচনা প্রয়োজন। কারণ, প্রচলিত আছে যে, যার নাই কোন গতি সেজন করে মাষ্টারী। ইহা স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রযোজ্য। আমরা শিক্ষাঙ্গনে ১৯৬৫ সাল থেকে ইহা দেখেছি। ভালো শিক্ষকরা সরকরী উচ্চপদে চাকুরীর জন্য পাগল। এ ভাবে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় মেধাহীন হয়। তাই, শিক্ষাকতা জাতীয় নীতিমালা ১ম স্থান দিয়ে সকল ক্ষেত্রে শিক্ষকতাকে ১ম শ্রেণীর মর্যাদাসহ বেতন ও অন্যান্য সুবিধা দেয়া প্রয়োজন। কারণ, বিদেশে শিক্ষার মান ও গুন বৃদ্ধির জন্যে স্কুলে মাষ্টার্স ডিগ্রীধারী ও কলেজে ডক্টরেট শিক্ষক নেয়া হয়। সকল সুবিধা দিয়ে ১ম শ্রেণীর মর্যাদায় উন্নতি করার ফলে বিদেশে শিক্ষকের মূল্য বেশী। এ জন্য আমাদের আমলারা বিদেশে গিয়ে ডক্টরেট উপাধি নিয়ে শিক্ষাগতা করেন।

শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথমেই অবকাঠামো তৈরীতে স্থাপনার প্রতি আকর্ষণ জরুরী। ছোট বেলায় দেখিয়াছি বড় লোকদের গ্রামের ঘরে সাময়িক স্কুল ছিল। পরবর্তীতে গ্রামের লোকজনের সাহায্যে অস্থায়ী স্কুল-মাদ্‌াসা হয়েছে। স্বাধীনতার পরে ইহার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। কিন্তু কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা অনেক পিছনে। এখনও পত্রিকায় গাছতলায় শিক্ষাদান দেখা যায়। এ ব্যাপারে বেসরকারী ভুমিকা অগ্রগন্য। ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে বিদ্যমান অনেক স্কুল, কলেজ এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ ইত্যাদি শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাই, শিক্ষা খাতের অবকাঠামো তৈরি ছাড়া একটি জাতীয় উন্নতি সুদুরপরহত।

শিক্ষাখাতের উন্নতির জন্য শিক্ষাকরাই প্রথমে দায়ী। কারণ অধিকাংশ শিক্ষকরা ব্যবসায়ী মনোভাব। কারণ, সহপাঠীরা সরকারী চাকুরী করে আংগুল ফুলে কলাগাছ। তাই, প্রতিযোগিতায় শিক্ষকরা পাগল। প্রকৃত শিক্ষকের গুন অধিকাংশের মধ্যে নাই। কিন্তু এমনও শিক্ষক আছেন যারা আমেরিকা থেকে দেশে এসে নিজ গুনের শিক্ষকতার পরিচয় দিচ্ছেন।

বর্তমানে কোচিং নামের বাণিজ্য শিক্ষাখাতে ভয়াবহ সংকট সৃষ্টি করেছে। এর একমাত্র কারণ শিক্ষকতা করে তাড়াতাড়ি বড়লোক হওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই, রাজনীতি করে সাদা, কালো, হলুদ ও লাল ইত্যাদি নাম ধারণ করে ক্ষমতা দখলে পাগল। প্রশ্নপত্র ফাঁস ও নানা রকম কেলেংকারী চলছে। এ ব্যাপারে একজন শিক্ষকের সাথে আলাপ কালে জানা যায় যে, তিনি ১৯৮৭ সালের প্রার্থী হয়ে ১৯৯০ সালে মাস্টার্স পাস করেন। আমি বললাম আমরা ১৯৬৯ সালে মাস্টার্স পাস করি। তখন কোন সেশন জট ছিল না। কারণ, শিক্ষকরা রাজনীতির বাহিরে ছিলেন। উনি বললেন যে, আপনারা স্বর্নযুগে ছিলেন। আমি তাহাকে বলিনি যে, এখন আপনারা কি রোপ্য, পার হয়ে তাম্র অথবা লৌহ যুগেই আছেন। শিক্ষকরা ইচ্ছে করলে ছাত্রকে ক্লাসে বিষয় বুঝিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু কোচিং এর জন্য বাধ্য করা না হলে বাণিজ্য চলবে না। এ ব্যাপারে একজন বিশিষ্ট আমলা সচিব বলেন যে, আমরা গ্রামে লেখাপড়া করে বড় হয়েছি এবং ভালো চাকুরী করেছি। কিন্তু এখন কোচিং নামের ব্যবসা কি জন্য করে শিক্ষাখাতকে ডুবানো হচ্ছে এর কারণ বুঝি না। তাই, ছাত্ররা শিক্ষককে পিস্তলের গুলি দিয়ে শিক্ষা দেয়।

অতএব, শিক্ষাখাতকে প্রথমে অগ্রাধিকার, জাতীয় পর্যায় দিয়ে ইহার অবকাঠামো ঠিক করতে হবে। কারণ, একজন মুর্খ বন্ধুর চেয়ে একজন শিক্ষিত শত্রু ভাল। তাই, একজন লেখক বলেছিলেন যে, আমাকে একজন শিক্ষিত মা দেও, আমি তোমাকে একটা শিক্ষিত দেশ দেবো। এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিই যথেষ্ট নয়। শিক্ষিত সাধারণকে সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে।

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। এই প্রবাদ বাক্য সর্বত্রই প্রযোজ্য। স্বাস্থ্য ভালো না হলে কোন কাজই সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে একজন লোকের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত স্বাস্থ্য সচেতন থাকা প্রয়োজন। তাই এ ব্যাপারে ব্যাপক অবকাঠামো সমস্যা জানা থাকা জরুরী।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার অভাবে অধিক পুত্র সন্তানের আশায় বেশী সন্তান জন্মায়। মায়ের স্বাস্থ্য সচেতন না থাকায় শিশু মৃত্যুর হার বেশী হয়। তাই, শিশু মৃত্যু ও মায়ের মৃত্যু দেখা যায়। এ ছাড়া অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ হয়। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে স্বাস্থ্য অবকাঠামো সমস্যা ভরপুর।

ছোট বেলা দেখেছি যে গ্রামে কবিরাজের ঔষধ রোগের কাজের জন্য প্রচলিত ছিল। ডিপ্লোমা ধারী ডাক্তার বোতলে পানির মতো তরল ঔষধ দাগ কেটে দেওয়া হতো। টীকা ও ইনজেকশান প্রচলিত ছিল। ডিগ্রীধারী ডাক্তার না থাকায় কলেরা, মহামারী ও বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী ছিল। মহামারী ও কলেরা দেখা দিলে গ্রামে দল বেঁধে লোক কলেমা ও জিকির এবং আজান দিয়ে ধর্মের কাজ করতো। রোগী মারা গেলে থানা থেকে তামাদি ঔষধ প্রয়োগ করা হতো।

বর্তমানে স্বাস্থ্ খাতের অবকাঠামো অনেক উন্নতি হচ্ছে। উপজেলায় স্বাস্থ্য অবকাঠামোর অনেক উন্নতি হচ্ছে। উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স তৈরী করে হাসপাতাল ও ডাক্তার দেয়া হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে দালান আছে। কিন্তু ডাক্তার নাই। রোগী আসলে ঔষধ নাই। এর ফলে রোগীরা হতাশ। এ ছাড়া শহর থেকে ডাক্তার গ্রামে যেতে নারাজ। এই অসুবিধার জন্য স্বাস্থ্য খাতের মুল অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হচ্ছে।

গ্রাম থেকে শহরে এসে চিকিৎসা ব্যয়বহুল। সরকারী হাসপাতালে ডাক্তার রোগীকে প্রাইভেট হাসপাতালে রেফার করেন। অসুখের নামে নানা রকম টেষ্ট করাতে রোগী পাগল। শেষ পর্যায়ে সার্জারী করে টাকা আদায় করা হয়। গর্ভবতীদের প্রায়ই সার্জারী করতে বলা হয়। তাই, মানুষ এখন ডাক্তার আতংকে আছে।

স্বাস্থ্য খাতের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো খাত আমাদের দেশে খুবই দুর্বল করে রাখা হয়েছে। রাষ্ট্র প্রধান অথবা সরকার প্রধানসহ উর্ধতন কর্মকর্তাসহ রাজনৈতিক ও বড় ব্যবসায়ী ইত্যাদি দলের ব্যক্তিবর্গের দেশের চিকিৎসার উপর আস্থা নাই। তাই প্রায়ই পত্রিকায় চিকিৎসার্থে বিদেশ যাওয়ার খবর দেখা যায়। অথচ সমান ডিগ্রীধারী বিদেশে চিকিৎসা করেন। আমার জানামতে একজন কর্মকর্তা মাদ্রাজে চক্ষু চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। সেখানকার ডাক্তার বলেছেন যে আপনার দেশের চোখের বিশেষজ্ঞ ডাঃ হারুনকে দেখান। উনি না পারিলে আমার কাছে আসবেন। কারণ, আমরা একসাথে লেখাপড়া করেছি। এভাবে আমাকে আমেরিকায় চোখের ডাক্তার বলেছেন। সেখানে দুইজন ডাক্তার চোখ পরীক্ষা করেন।

আমাদের স্বাস্থ্য অবকঠামো উন্নয়নে সরকারী ও বেসরকারী খাত সচেতন দেখা যায়। কিন্তু বেসরকারী খাত বাণিজ্যমুখী। এর ফলে স্বাস্থ্যখাত ব্যয়বহুল হয়েছে। এখাতে বিনিয়োগ ব্যয়বহুল। তাই, যৌথ অবকাঠামো ও স্থাপনা বিনিয়োগ বিদেশী পূঁজি প্রয়োজন। কারণ, বিদেশী বিনিয়োগ বেশী পূঁজিকম সুদে পাওয়া যায়।

অতএব, একটি দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন (আর্থ-সামাজিক) যানবাহন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নতি অতি জরুরী। ৭ কোটি লোক এখন ১৬ কোটি। এ সংখ্যা গাণিতিক উন্নয়নের চেয়ে জ্যামিতিক হারে সমস্যা সৃষ্টি করছে। রাজনীতিতে লোকসংখ্যার অনুপাতে আবাসন, যানবাহন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত এখন

ঝুঁকির মধ্যে যাচ্ছে। সরকারীভাবে এ সমস্যা সমাধানে সীমাবদ্ধতা আছে। তাই, বিকেন্দ্রীকরণ জরুরী। রাজধানী মুখী থেকে শহর ও গ্রাম মুখী উন্নয়ন প্রয়োজন। কিন্তু অবকাঠামো নিমার্ণ ব্যয় বহুল। এ ব্যাপারে পদ্মাসেতু নির্মাণে আমরা বিলম্বিত হচ্ছি। তাই, বিদেশ নির্ভরতা ছাড়া বিকল্প নাই। সুতরাং ব্যয়বহুল অবকাঠামো নির্মাণে আমরা স্বল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ আশা করি। তবে একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ জরুরী

বিদেশে অবস্থানকারী একজন লেখক বলেছেন, যে তিনি আমেরিকার হাওয়াই যাচ্ছিলেন ভ্রমনের উদ্দেশ্যে। হাওয়াই দ্বীপ একসময় খুবই অবহেলিত ছিল। কিন্তু আমেরিকার সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে এখন খুবই উন্নত এলাকা। তাই, উন্নত দেশের সাথে আমরা অবকাঠামো উন্নয়নের সহযোগী হলে ক্ষতি কী?

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

Women Empowerment and Sustainable Development

Rasheda Akhter Khanam*

After the independence of Bangladesh in 1971, a tremendous change has come in the life style and socio-economic status of women in this country. Some affirmative actions are also taken by the government to improve the education of the girl children. Special vocational training for women has also been undertaken under the Ministry of Women and Children Affairs. As a whole the status of women has improved.

This is reflected in various social and economic indicators which are generally used for measuring gender equality and women's empowerment. Gender gaps have been removed in case of life expectancy at birth. It is now equal to or higher than men's. Gender gaps have also been closed in case of child mortality and immunization rates. Women's mortality at child birth and fertility rate has also been reduced.

A tremendous economic empowerment has been achieved by the women of Bangladesh with the introduction of apparel industries. It has been found that women are particularly, suitable for working in the Garment industries. Their labor is cheap and their fingers are soft to make particular piece of work like stitch button hole or collar of the shirt. Readymade Apparel exports to Japan has increased to 14.90% to $ 862.08 million from $ 572.22 million 2013-2014 financial year. More than 90% of these workers are women.

---

* Treasurer: Women For Women, Former Director: Women Entrepreneurship Development programme, BSCIC, Former Consultant : Technology and Entrepreneurship Development–JMS

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

It is seen that earnings from apparel products to Japan has shot up 5 times in just 5 years. Besides Japan, other western countries are also importing readymade garments from Bangladesh.

Exports to Japan – in million $.

Source EPB

434.12		750.27	862.08
	291.07		
FY'11	FY'12	FY'13	FY'14

These achievements in women sector has drawn the attention of global world. Bangladesh will attain Millennium Development Goal (MDG) which also includes goal of gender equality and women's empowerment.

But still now women are the marginalized sector of the country and are victims of violence from their male partners.

They are not even getting their shares of paternal property as their brothers are occupying and enjoying it.

Many NGOs like BRAC, PROSHIKA, DIPTA are working in the field of gender and development. Their aim is to achieve gender equality, establishing human rights and sustainable Development.

The concept of Corporate Social Responsibility (CSR) has recently emerged in Bangladesh. It is now understood that, CSR goes beyond philanthropy and compliance. It is about, how corporate sector and big companies will include the community members in the value chain as suppliers. Now the aim of NGOs, who are working in the field, will be to connect these vulnerable and marginalized groups of women to this value chain. They will get access to the market for their different products and thus they will attain sustainability.

Here we can set the example of a girl like Fatima a poor girl in Rampal.

(Report- written in the Daily Star, 10th September 2014, Shazia Omor, Advocacy Advisor). Fatima scored A+ in SSC exam but cannot continue her higher education because her parents cannot afford the expenses of her education. Reading the news in paper, a generous person came forward and took the responsibility of continuing her education. But this is only one example. There are

thousand of girls in the village area about the age group of 14 to 16 who are vulnerable to early marriage as their parents cannot afford higher education. So finding the data about these girls is not enough, they have to be linked with Corporate Social Responsibility (C.S.R) fund which is available in different banks. What they needs is a livelihood programme that works for the economic empowerment of the poorest, a packages of skills, coaching and assets to 350,000 poor families.

This is not denying the fact that women have achieved a lot but yet they have to go a long way. Gender gaps in primary and secondary level is almost closed but in tertiary and in science and technology the gap is huge. Rates of employment has increased no doubt, but they are mostly working at lower level. Very few women are found in the highest decision making level.

Rural women generally spend 8 hours in average per day in the kitchen and other informal works whereas a man spends only one hour according to a study done by Action Aid Bangladesh and CGST of BRAC University (Centre for gender and social transformation). But knowing this information is not enough. There has to be a method to convert this informal labor into economic labor. This has to be reflected in the GDP as the value product of poor women.

This is true that Bangladesh from 1991 is ruled by two very powerful women leaders coming one after another. But that does not mean that all women are empowered. The presence of women in decision making level is very less, women mostly work in the informal and unskilled sector, So their income is less than that of men. Bangladesh is one of a pioneering countries which has a separate Ministry for women and children. It also introduced quota in civil administration and elected representative institutions.

It can be said that during last four decades women's voice has definitely strengthened. Both Govt. and NGOs are working as a chain agent to empower women. Once women prosper, it means the whole nation prospers.

Violence against Women (VAW) is reported to be very high in Bangladesh. But if these marginalized women are empowered through education and vocational training in diversified income generating activities, then this violence will cease to exit. They will be self empowered and respected as a earning member of the family. The growth that will be achieved will lead to sustainable development.

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, শোকবার্তা ও অন্যান্য

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ০৯ এপ্রিল, ২০১৫

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির উদ্যোগে আগামী ২৮ চৈত্র ১৪২১/১১ এপ্রিল ২০১৫ (শনিবার) **"বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদ-জঙ্গিবাদ : আমাদের করণীয়"** শীর্ষক একটি জাতীয় সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন **ড. আবুল বারকাত,** অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করবেন **অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী,** সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হবে সকাল ১০:০০টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনিষ্টিটিউশন মিলনায়তনে।

উক্ত সেমিনারে সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারের জন্য আপনার প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিবেদক ও একজন ফটো সাংবাদিক পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ
সাধারণ সম্পাদক

আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী
সভাপতি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ২৬ মে, ২০১৫

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আগামী ৩০ মে, ২০১৫ তারিখ শনিবার দুপুর ১১.০০টায় **২০১৫-১৬ সালের "প্রাক-বাজেট"** এক সংবাদ সম্মেলন-এর আয়োজন করেছে। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি **অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী**। সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অডিটোরিয়ামে (৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা)।

উক্ত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হ'ল

ধন্যবাদান্তে,

জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ
সাধারণ সম্পাদক

আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী
সভাপতি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ২৮ মে, ২০১৫

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আগামী ৩০ মে, ২০১৫ তারিখ শনিবার দুপুর **১১.০০টায় ২০১৫-১৬ সালের "প্রাক-বাজেট"** এক সংবাদ সম্মেলন-এর আয়োজন করেছে। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি **অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী**। সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অডিটোরিয়ামে (৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা)।

উক্ত অনুষ্ঠানের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারের জন্য আপনার প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিবেদক ও একজন ফটো সাংবাদিক পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ
সাধারণ সম্পাদক

আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী
সভাপতি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ১১ জুন, ২০১৫

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির উদ্যোগে আগামী ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/১৩ জুন ২০১৫ (শনিবার) **"বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদ-জঙ্গিবাদ : আমাদের করণীয়"** শিরোনামে একটি বিভাগিয় সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন **ড. আবুল বারকাত,** অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করবেন **অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী,** সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হবে সকাল ১০:০০টায় খুলনা সরকারী মহিলা কলেজ অডিটোরিয়ামে (বয়রা খুলনা)।

উক্ত সেমিনারে সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারের জন্য আপনার প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিবেদক ও একজন ফটোসাংবাদিক পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ
সাধারণ সম্পাদক

আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী
সভাপতি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ১ নভেম্বর, ২০১৫

ধর্মীয় উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গিত্বের শিকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বীর ফয়সাল আরেফিন দীপন হত্যাকান্ডে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির তীব্র ঘৃণা, প্রতিবাদ ও করণীয় প্রসঙ্গে

মুক্তচিন্তা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিভূ লেখক ফয়সাল আরেফিন দীপনকে পরিকল্পিত হত্যার নিন্দা, প্রতিবাদ ও শাস্তির দাবি

গত **৩১** অক্টোবর ২০১৫ তারিখ **ফয়সাল আরেফিন দীপনকে** হত্যা এবং প্রকাশক আহমেদুর রশীদ চৌধুরী টুটুল, ব্লগার তারেক রহিম ও রণদীপম বসুকে উগ্রধর্মীয় সাম্প্রদায়িক জঙ্গী গোষ্ঠি হত্যার

উদ্দেশ্যে কুপিয়ে আহত করেছে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি বিগত প্রায় পনেরো বছর যাবত বাংলাদেশে মৌলবাদী জঙ্গিত্ব ও মৌলবাদী অর্থনীতির মহাসংকুল বিপদ ও ধর্মের নামে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে মৌলবাদী জঙ্গিত্বের আস্ফালন সম্পর্কে রাষ্ট্রসহ সমগ্র দেশবাসীর প্রতি যৌক্তিক আহ্বান জানিয়ে আসছে। এসবেরই আপাত পরিণতি হিসেবে গতকাল হত্যা কান্ড চালানো হয়েছে। এর আগে ০৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখ নিলয় চট্টোপাধ্যায় নীলকে, ব্লগার রাজিব হায়দার শোভনকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ওরা হত্যা করেছে। এর পরে ওদের হত্যার শিকার হয়েছেন অভিজিৎ রায়। এখানেই শেষ নয়। হত্যা হয়েছেন ওয়াশিকুর রহমান বাবু, ৩০ মার্চ ২০১৫; হত্যা হয়েছেন অনন্ত বিজয় দাস, ১২ মে ২০১৫। আমরা মনে করি এইই শেষ নয়। আমাদের বিশ্লেষণে এ কথা স্পষ্ট যে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় কঠিন কোন পদক্ষেপ না নিলে এসব চলতেই থাকবে। যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণ প্রক্রিয়া ব্যহত হতেই থাকবে।

এমতাবস্থায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সকল বিরুদ্ধ শক্তিকে কঠোর হস্তে দমন করার কোনই বিকল্প নেই। আমরা বিশ্বাস করি যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সিক্ত বর্তমান রাষ্ট্র ও সরকার বিষয়টিকে সমগ্রতার নিরিখে দেখবেন এবং কোন ধরণের সময় ক্ষেপন না করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির সকল সদস্যের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বৈষম্যহীন ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে রাষ্ট্র ও সরকারকে সকল ধরণের নি:স্বার্থ সহযোগিতা প্রদানে অঙ্গীকার করছে।

এ সব ঘটনাকে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে দখলের লক্ষ্যে উগ্রধর্মীয় মৌলবাদী জঙ্গী তৎপরতার অংশ হিসাবে দেখছে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এও মনে করে যে **ফয়সাল আরেফিন দীপনকে** হত্যা এবং প্রকাশক আহমেদুর রশীদ চৌধুরী টুটুল, ব্লগার তারেক রহিম ও রণদীপম বসুকে কুপিয়ে আহত করা, নিলয় চট্টোপাধ্যায় নীল, ড. অভিজিৎ রায়ের হত্যা, ব্লগার রাজিব হায়দার, অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস, অধ্যাপক তাহের, অধ্যাপক শফিউল আলমসহ মুক্তচিন্তা ও বিবেকবান মানুষ হত্যার মহা-পরিকল্পনার অংশ মাত্র। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা ও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি প্রচেষ্ঠা নস্যাৎ করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতায় লিপ্ত জঙ্গীগোষ্ঠীর অর্থ ও অস্ত্র যোগানদাতা ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাচ্ছে। জঙ্গী সংশ্লিষ্ঠ আর্থিক ব্যবস্থা এবং তাদের অস্ত্রের উৎস অনুসন্ধানে একটি কার্যকর টাস্কফোর্স গঠন করে এসব প্রতিষ্ঠানসমূহ সনাক্ত করা সম্ভব বলে অর্থনীতি সমিতি বিশ্বাস করে। এ বিষয়ে আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাহি সকল রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

ফয়সাল আরেফিন দীপনকে হত্যা এবং প্রকাশক আহমেদুর রশীদ চৌধুরী টুটুল, ব্লগার তারেক রহিম ও রণদীপম বসুকে হত্যার উদ্দেশ্যে কুপিয়ে আহত করার ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ও এ হত্যাকান্ড পরিকল্পনাকারীদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যথাদ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,

জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ
সাধারণ সম্পাদক

আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী
সভাপতি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ০৩ ডিসেম্বর, ২০১৫

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে ১৯৭১ সালে পরাজিত পাক-হানাদার বাহিনীর অন্যতম দোসর ও যুদ্ধপরাধী সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের ফাঁসির দন্ডাদেশ প্রদান ও তা কার্যকর পরবর্তী পাকিস্তান সরকারের ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্যে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি গভীর ঘৃণা প্রকাশ করছে। পাকিস্তান সরকার যদি আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে তাদের এই ঔদ্ধতাপূর্ণ মন্তব্যের জন্য বাংলাদেশের জনগণ ও বাংলাদেশ সরকারের কাছে নি:শর্ত ক্ষমা প্রার্থনা না করে সে ক্ষেত্রে আমরা আগামী ৪৪তম বিজয় দিবসের আগে ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে হানাদার পাক সরকারের সাথে সকল প্রকার অর্থনৈতিক এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার জোর দাবি জানাচ্ছি। একই সাথে বাংলাদেশে অবস্থিত পাকিস্তানি দূতাবাসকে বাংলাদেশ থেকে বিতারিত করে সে স্থানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরসহ মহান মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট স্থাপনা প্রতিষ্ঠার জোর দাবি জানাচ্ছি।

জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ
সাধারণ সম্পাদক

আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী
সভাপতি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ১০ ডিসেম্বর, ২০১৫

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির উদ্যোগে আগামী ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪২২/১২ ডিসেম্বর ২০১৫ (শনিবার) **"বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও জঙ্গিবাদ : মর্মার্থ ও করণীয়"** শিরোনামে একটি জাতীয় সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন **ড. আবুল বারকাত,** অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করবেন **অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী,** সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হবে সকাল ১০:০০টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনিষ্টিটিউশন মিলনায়তনে।

উক্ত সেমিনারে সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারের জন্য আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদক ও ফটোসাংবাদিক পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ
সাধারণ সম্পাদক

আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী
সভাপতি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ৫ জানুয়ারি, ২০১৬

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পূর্ন বিশিষ্ট কৃষি অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মাহবুব হোসেন গত ৪ জানুয়ারি ২০১৬ সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে। তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আজীবন সদস্য ছিলেন। ড. মাহবুব হোসেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালকের উপদেষ্ঠা ছিলেন। তাঁর স্মৃতি আমাদের কাছে অর্থনীতিবিদদের

সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতীক হিসেবে চিরজাগরুক থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে।

ধন্যবাদান্তে,

জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ
সাধারণ সম্পাদক

আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী
সভাপতি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ২৯ জানুয়ারি, ২০১৬

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির উদ্যোগে আগামী **০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ মঙ্গলবার বিকেল ৩.০০টায় "Whither the World: The Political Economy of Future" ("বিশ্ব কোন দিকে যাচ্ছে : ভবিষ্যতের রাজনৈতিক অর্থনীতি")** শিরোনামে একটি লোকবক্তৃতা আয়োজন করা হয়েছে। লোকবক্তৃতা প্রদান করবেন পোলান্ডের প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী অধ্যাপক ড. গ্রেগর্গ ডাবলু কোলদ্‌কো, Founder Director, Transformation, Integration and Globalization Economic Research (TIGER), কজ্‌মিনস্কি বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়ার্শ, পোলান্ড।

লোকবক্তৃতায় সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী। লোকবক্তৃতাটি অনুষ্ঠিত হবে **নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা**। লোকবক্তৃতায় সমিতির সদস্যসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, গবেষক, দেশী-বিদেশী উন্নয়ন সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকবেন।

উক্ত অনুষ্ঠানের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারের জন্য আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদক ও ফটোসাংবাদিক পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ
সাধারণ সম্পাদক

আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী
সভাপতি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ২৯ জানুয়ারি, ২০১৬

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির উদ্যোগে আগামী **০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ মঙ্গলবার বিকেল ৩.০০টায় "Whither the World: The Political Economy of Future" ("বিশ্ব কোন দিকে যাচ্ছে : ভবিষ্যতের রাজনৈতিক অর্থনীতি")** শিরোনামে একটি লোকবক্তৃতা আয়োজন করা হয়েছে। লোকবক্তৃতা প্রদান করবেন পোলান্ডের প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী অধ্যাপক ড. গ্রেগর্গ ডাবলু কোলদ্‌কো, Founder Director, Transformation, Integration and Globalization Economic Research (TIGER), কজ্‌মিনস্কি বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়ার্শ, পোলান্ড।

লোকবক্তৃতায় সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী। লোকবক্তৃতাটি অনুষ্ঠিত হবে **নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,**

ঢাকা। লোকবক্তৃতায় সমিতির সদস্যসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, গবেষক, দেশী-বিদেশী উন্নয়ন সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকবেন।

উক্ত অনুষ্ঠানের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারের জন্য আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদক ও ফটোসাংবাদিক পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ
সাধারণ সম্পাদক

আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী
সভাপতি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ৩০ জানুয়ারি, ২০১৬

পোলান্ডের প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী অধ্যাপক ড. গ্রেগর্গ ডাবলু কোলদ্‌কো, Founder Director, Transformation, Integration and Globalization Economic Research (TIGER), কজ্‌মিনস্কি বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়ার্শ, পোলান্ড। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির উদ্যোগে আগামী **০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ মঙ্গলবার বিকেল ৩.০০টায় "Whither the World: The Political Economy of Future" ("বিশ্ব কোন দিকে যাচ্ছে : ভবিষ্যতের রাজনৈতিক অর্থনীতি")** শিরোনামে একটি লোকবক্তৃতার আমন্ত্রণে আজ (৩০/০১/২০১৬) সকালে বাংলাদেশে এসেছেন। তিনি বাংলাদেশে আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অবস্থান করবেন। দেশে অবস্থাকালে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির লোকবক্তৃতাসহ দেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করবেন। এছাড়া সুন্দরবনসহ দেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ
সাধারণ সম্পাদক

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ১লা ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির উদ্যোগে আগামী ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে "Whither the World: The Political Economy of Future" ("বিশ্ব কোন দিকে যাচ্ছেঃ ভবিষ্যতের রাজনৈতিক অর্থনীতি") শিরোনামে একটি লোকবক্তৃতা আয়োজন করা হয়েছে। লোকবক্তৃতা প্রদান করবেন পোলান্ডের প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী অধ্যাপক ড. গ্রেগর্গ ডাবলু কোলদ্‌কো, Founder Director, Transformation, Integration and Globalization Economic Research (TIGER), কজ্‌মিনস্কি বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়ার্শ, পোলান্ড।

লোকবক্তৃতায় সভাপতিত্ব করবেন অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী, সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ
সাধারণ সম্পাদক

আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী
সভাপতি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ২৯ মে, ২০১৬

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আগামী ৩১ মে, ২০১৬ তারিখ মঙ্গলবার দুপুর ১১.০০টায় **২০১৬-১৭ সালের "প্রাক-বাজেট"** সংবাদ সম্মেলন-এর আয়োজন করেছে। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি **অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী**। সূচনা বক্তব্য প্রদান করবেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রাক্তন সভাপতি **অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত**। সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অডিটোরিয়ামে (৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা)।

উক্ত অনুষ্ঠানের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারের জন্য আপনার প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিবেদক ও একজন ফটোসাংবাদিক পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ
সাধারণ সম্পাদক

আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী
সভাপতি

শোকবার্তা

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ২৫ মার্চ, ২০১৬

বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোঃ আবদুর রহমান গত ২৪ মার্চ ২০১৬ বৃহস্পতিবার সকালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে। তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আজীবন সদস্য ছিলেন। অধ্যাপক মোঃ আবদুর রহমান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর স্মৃতি আমাদের কাছে অর্থনীতিবিদদের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতীক হিসেবে চিরজাগরুক থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে।

ধন্যবাদান্তে,

জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ
সাধারণ সম্পাদক

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. এ. টি. এম. জহুরুল হক আজ ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ মঙ্গলবার সকালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে। তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির জীবন সদস্য ও পর পর চার বার কার্যনির্বাহক কমিটির বিভিন্ন পদে নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। অধ্যাপক এ. টি. এম. জহুরুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ইউজিসি-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ষ্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ছিলেন। তাঁর স্মৃতি আমাদের কাছে অর্থনীতিবিদদের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতীক হিসেবে চিরজাগরুক থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে।

ধন্যবাদান্তে,

জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ
সাধারণ সম্পাদক

আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী
সভাপতি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. এ. টি. এম. জহুরুল হক গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ মঙ্গলবার সকালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে। তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির জীবন সদস্য ও পর পর চার বার কার্যনির্বাহক কমিটির বিভিন্ন পদে নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। অধ্যাপক এ. টি. এম. জহুরুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি

বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ইউজিসি-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ষ্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ছিলেন। তাঁর স্মৃতি আমাদের কাছে অর্থনীতিবিদদের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতীক হিসেবে চিরজাগরুক থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে।

ধন্যবাদান্তে,

জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ
সাধারণ সম্পাদক

আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী
সভাপতি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদ জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ শুক্রবার রাতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে। তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির জীবন সদস্য ছিলেন। জনাব রাজ্জাক বাংলাদেশ ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপক পদে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর স্মৃতি আমাদের কাছে অর্থনীতিবিদদের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতীক হিসেবে চিরজাগরুক থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে।

ধন্যবাদান্তে,

জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ
সাধারণ সম্পাদক

আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী
সভাপতি

নিন্দা ও প্রতিবাদ লিপি

বিবৃতি : ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

চলমান অবরোধ-হরতাল এবং সন্ত্রাস নাশকতা থেকে উত্তরণ

বিগত ৬ সপ্তাহ ধরে টানা অবরোধ-হরতাল এবং ভয়াবহ সহিংসতা-নাশকতায় সাধারণ মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। যা চলমান। দেশের বিভিন্ন হাসপাতালের বার্ণ-ইউনিটে পেট্রোল বোমায় ঝলসানো মানুষ অসহ্য কষ্টে কাতরাচ্ছেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শিশু-বয়বৃদ্ধ-নারি-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের মানুষ ভীত-সসন্ত্র জীবন অতিবাহিত করছেন। অর্থনীতির সর্বত্র অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি ঘটছে। শিল্পকারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, পরিবহন সংকটে অভ্যন্তরীণ পণ্য সরবরাহসহ আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কৃষক, বিশেষ করে দরিদ্র কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে না পেরে নিঃস্ব হয়ে পড়ছেন। প্রধান খাদ্যশস্য বেরোধান রোপনের মৌসুমে উপকরণ সরবরাহ ও বিপনন ব্যবস্থায় সংকট সৃষ্টি হওয়ায় এই ধানের পরবর্তী উৎপাদন ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হবে। ক্ষুদ্র উৎপাদক ও ক্ষুদ্রব্যবসায়ী অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত। কৃষিশ্রমিকসহ খেটে খাওয়া মানুষ কাজ পাচ্ছেন না। কখনও স্বল্প মজুরিতে বাধ্য হয়ে কাজ করছেন। তাদের জীবিকার সকল উপায় বিধ্বস্ত প্রায়।

যে ভয়াবহ সহিংসতা-নাশকতা এভাবে মানুষের জীবন কেড়ে নেয়, পুড়িয়ে মানুষ মারে, দেশের নিরিহ সাধারণ জনগণের মনে গভীর ভীতি সঞ্চার করে, সাধারণ মানুষের জীবিকা নির্বাহের উপায় ধ্বংস করে এবং অর্থনীতিতে ধস নামানোর লক্ষ্যে নিয়োজিত তা কোনো অর্থেই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মকান্ড হতে পারে না। এসব নিছক সন্ত্রাস। এই সন্ত্রাস-জঙ্গীবাদের পেছনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ঠেকানোর অশুভ তৎপরতাও রয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এর মূল উৎপাটনের জন্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দ্রুত সম্পন্ন করে সব রায় কার্যকর করা জরুরি।

এমতাবস্থায় সন্ত্রাস-নাশকতায় যারা লিপ্ত তাদের বোধোদয় না হলে, এসব জন-বিরোধী কর্মকান্ড বন্ধ করতে সরকারকে আরো কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে বলে আমরা মনে করি।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে উদ্ভুত দেশ গড়া সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমস্যা ছাড়াও বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠি তাদের কর্মকান্ড চালানোর সুযোগ পায়। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রেখে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠাকল্পে সংলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সকল রাজনৈতিক শক্তির প্রতি আমরা উদ্বাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। সেই সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে উস্কানিমূলক বক্তব্যদান থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করছি।

সকল ধরনের ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনের মাধ্যমে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রেখে দেশের সুস্থ টেকসই গঠনতান্ত্রিক বিকাশে প্রত্যেকে প্রত্যেকের অবস্থান থেকে সম্ভাব্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য দেশবাসির প্রতি মহান একুশকে সামনে রেখে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ
অধ্যাপক আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী
ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন
অধ্যাপক আবুল বারকাত
ড. মোস্তফা কামাল মুজেরী

অধ্যাপক ড. আব্দুর সাত্তার মন্ডল
খোন্দকার ইব্রাহীম খালেদ
ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী
অধ্যাপক মুহাম্মদ মাহবুব আলী
(ডেফোডিল ইন্টান্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি, ঢাকা)
মসিহ্ মালিক চৌধুরী, *এফসিএ*
(সভাপতি, ইনষ্টিটিউট অব চাটার্ড একাউন্টটস, বাংলাদেশ)

ড. জায়েদ বখ্‌ত
অধ্যাপক হান্নানা বেগম
অধ্যাপক শফিক উজ জামান
ড. জামালউদ্দিন আহমেদ, *এফসিএ*
(সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি)
অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র নাগ
(চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা স্কুল অব ইকনোমিকস)

উপর্যুক্ত স্বাক্ষরকারীদের পক্ষে

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

প্রতিবাদ লিপি ঃ ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

গণজাগরন মঞ্চের সভায় ককটেল নিক্ষেপের প্রতিবাদ ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বন্ধের দাবী

১. গতকাল ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখ রবিবার ছিল গণজাগরন মঞ্চের রাজীব হায়দার শোভনের হত্যার দ্বিতীয় বার্ষিকী। এ উপলক্ষ্যে শাহবাগ গণজাগরন চত্বরে মৃত্যু বার্ষিকীর স্মরণ সভা চলছিল। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সদ্য বিদায়ী সভাপতি ও বর্তমান কার্যকরী কমিটির জ্যেষ্ঠ সদস্য অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত উক্ত স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করার মধ্য দিয়ে সভার কাজ চলাকালীন সময়ে কতিপয় দুর্বৃত্ত মোটরসাইকেল থেকে ককটেল নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায়। এ হামলায় বেশ কয়েকজন আহত হয়।

২. আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী রাজাকার-ধর্মভিত্তিক জঙ্গীত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী অরাজনৈতিক প্লাটফর্ম গণজাগরন মঞ্চকে অন্যান্য লক্ষ-কোটি জনতার মত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি অকুন্ট সমর্থন দিয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গতকালের রাজিবের স্মরণ সভায় অর্থনীতি সমিতির সদ্য বিদায়ী সভাপতি ও বর্তমান কার্যনির্বাহক কমিটির নির্বাচিত জ্যেষ্ঠ সদস্য অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত অংশ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি বিশ্বাস করে বাংলাদেশকে তালেবান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নকারীরা এবং মৌলবাদের অর্থনীতির বর্তমান সুবিধা ভোগকারীরা এ বর্বর হামলার পরিকল্পনাকরী এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা।

৩. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তস্নাত গণযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা গুটি কয়েক যুদ্ধাপরাধী জঙ্গিবাদীগোষ্ঠী ও তাদের সহায়ক দালাল-দোসররা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা নস্যাৎ করতে পারবে না। তবে জঙ্গীবাদের দোসররা তাদের সর্ব শক্তি নিয়োগ করবে তাদের স্বপ্ন ধর্মভিত্তিক জঙ্গীরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে যা আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতা চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই এদের রুখতে সর্বস্তরের জনগণের ঐক্য হওয়া একান্ত জরুরী। এদেশের শান্তিকামী জনগণ, সচেতন যুব সমাজ, নারী সংগঠনসমূহ, পেশাজীবি, কর্মজীবি ও শ্রমজীবি মানুষ এসব উগ্র জঙ্গীবাদীদের প্রতিহত করবে। এমতাবস্থায়

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি–সরকার, সংসদ সদস্য, অর্থমন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সকল কর্তৃপক্ষকে জঙ্গিবাদের অর্থ যোগাদানদাতা প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে জাতীয়করণসহ জঙ্গিদের সামরিক স্থাপনা গুড়িয়ে দেয়ার জোর দাবী জানাচ্ছে। গতকালের ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যথাদ্রুত যথাযত ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানাচ্ছে।

বিষয়টির জাতীয় গুরুত্ব বিবেচনা করে আমাদের উল্লেখিত প্রতিবাদলিপি আপনার গণমাধ্যমে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ
সাধারণ সম্পাদক

আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী
সভাপতি

প্রতিবাদ পত্র ঃ ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

ব্লগার ও লেখক প্রকৌশলী ড. অভিজিৎ রায়কে হত্যার নিন্দা ও প্রতিবাদ

গত ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখ ড. অভিজিৎ রায়কে রাত ৯.০০ টার দিকে টিএসসি সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ৩নং গেটে তাকে উগ্রধর্মীয় সাম্প্রদায়িক জঙ্গী গোষ্ঠি কুপিয়ে হত্যা করে এবং তার স্ত্রী ব্লগার রাফিদা আহমেদ বন্যাকে কুপিয়ে হত্যাশম জখম করেছে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এ হত্যাকান্ডের তীব্র প্রতিবাদ ও দোষীদের যথাদ্রুত সনাক্তকরণ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানাচ্ছে।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এঘটনাকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে দখলের লক্ষ্যে উগ্রধর্মীয় মৌলবাদী জঙ্গী তৎপরতার অংশ হিসাবে দেখছে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এও মনে করে যে ড. অভিজিৎ রায়ের হত্যা, ব্লগার রাজিব হায়দার, অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস, অধ্যাপক তাহের, অধ্যাপক শফিউল আলম সহ মুক্তচিন্তা ও বিবেকবান মানুষ হত্যার মহা-পরিকল্পনার অংশ মাত্র। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা ও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি প্রচেষ্ঠা নস্যাৎ করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতায় লিপ্ত জঙ্গীগোষ্ঠীর অর্থ ও অস্ত্র যোগানদাতা ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাচ্ছে। জঙ্গী সংশ্লিষ্ঠ আর্থিক ব্যবস্থা এবং তাদের অস্ত্রের উৎস অনুসন্ধানে একটি কার্যকর টাকসফোর্স গঠন করে এসব প্রতিষ্ঠানসমূহ সনাক্ত করা সম্ভব বলে অর্থনীতি সমিতি বিশ্বাস করে। এ বিষয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাহি সকল রাজনৈতিক ও পেশাজীবি সংগঠনকে ঐক্যবন্ধভাবে সোচ্ছার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

ড. অভিজিৎ রায়ের হত্যার ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ও এ হত্যাকান্ড পরিকল্পনাকারীদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যথাদ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানাচ্ছে।

বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে আমাদের উল্লেখিত প্রতিবাদলিপি আপনার গণমাধ্যমে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ
সাধারণ সম্পাদক

আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী
সভাপতি

প্রতিবাদ পত্র ঃ ১১ জুন, ২০১৫

ধর্মীয় উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গিত্বের শিকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বীর নিলয় নীল হত্যাকান্ডে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির তীব্র ঘৃণা, প্রতিবাদ ও করণীয় প্রসঙ্গে

মুক্তচিন্তা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিভূ ব্লগার ও লেখক বীর নিলয় নীলকে পরিকল্পিত হত্যার নিন্দা, প্রতিবাদ ও শাস্তির দাবি

আজ ০৭ আগস্ট ২০১৫ তারিখ **নিলয় চট্টোপাধ্যায় নীলকে** শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে উত্তর গোড়ান নিজ বাসায় তাকে উগ্রধর্মীয় সাম্প্রদায়িক জঙ্গী গোষ্ঠি কুপিয়ে হত্যা করেছে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি বিগত প্রায় পনেরো বছর যাবত বাংলাদেশে মৌলবাদী জঙ্গিত্ব ও মৌলবাদী অর্থনীতির মহাসংকুল বিপদ ও ধর্মের নামে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে মৌলবাদী জঙ্গিত্বের আস্ফালন সম্পর্কে রাষ্ট্রসহ সমগ্র দেশবাসীর প্রতি যৌক্তিক আহ্বান জানিয়ে আসছে। এসবেরই আপাত পরিণতি হিসেবে আজ নিলয় নীলকে হত্যা করা হয়েছে। এর আগে ব্লগার রাজিব হায়দার শোভনকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ওরা হত্যা করেছে। এর পরে ওদের হত্যার শিকার হয়েছেন অভিজিৎ রায়। এখানেই শেষ নয়। হত্যা হয়েছেন ওয়াশিকুর রহমান বাবু, ৩০ মার্চ ২০১৫; হত্যা হয়েছেন অনন্ত বিজয় দাস, ১২ মে ২০১৫। আমরা মনে করি এইই শেষ নয়। আমাদের বিশ্লেষণে এ কথা স্পষ্ট যে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় কঠিন কোন পদক্ষেপ না নিলে এসব চলতেই থাকবে। যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণ প্রক্রিয়া ব্যহত হতেই থাকবে।

এমতাবস্থায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সকল বিরুদ্ধ শক্তিকে কঠোর হস্তে দমন করার কোনই বিকল্প নেই। আমরা বিশ্বাস করি যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সিক্ত বর্তমান রাষ্ট্র ও সরকার বিষয়টিকে সমগ্রতার নিরিখে দেখবেন এবং কোন ধরণের সময় ক্ষেপন না করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির সকল সদস্যের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বৈষম্যহীন ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে রাষ্ট্র ও সরকারকে সকল ধরণের নি:স্বার্থ সহযোগিতা প্রদানে অঙ্গীকার করছে।

এ সব ঘটনাকে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে দখলের লক্ষ্যে উগ্রধর্মীয় মৌলবাদী জঙ্গী তৎপরতার অংশ হিসাবে দেখছে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এও মনে করে যে **নিলয় চট্টোপাধ্যায় নীলকে,** ড. অভিজিৎ রায়ের হত্যা, ব্লগার রাজিব হায়দার, অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস, অধ্যাপক তাহের, অধ্যাপক শফিউল আলমসহ মুক্তচিন্তা ও বিবেকবান মানুষ হত্যার মহা-পরিকল্পনার অংশ মাত্র। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা ও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি প্রচেষ্ঠা নস্যাৎ করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতায় লিপ্ত জঙ্গীগোষ্ঠীর অর্থ ও অস্ত্র যোগানদাতা ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাচ্ছে। জঙ্গী সংশ্লিষ্ঠ আর্থিক ব্যবস্থা এবং তাদের অস্ত্রের উৎস অনুসন্ধানে একটি কার্যকর টাস্কফোর্স গঠন করে এসব প্রতিষ্ঠানসমূহ সনাক্ত করা সম্ভব বলে অর্থনীতি সমিতি বিশ্বাস করে। এ বিষয়ে আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাহি সকল রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

নিলয় চট্টোপাধ্যায় নীলকে হত্যার ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ও এ হত্যাকান্ড পরিকল্পনাকারীদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যথাদ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,

জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ
সাধারণ সম্পাদক

আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী
সভাপতি

প্রতিবাদ পত্র ঃ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্বন্ধে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিতের দায়িত্বহীন ও বিবেকহীন ভাষ্যের প্রতিবাদ পত্র

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সম্বন্ধে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির ১১-০৯-২০১৫ তারিখ জরুরী সভায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। বাস্তব বিবর্জিত ও দায়িত্বহীন এ ধরণের বক্তব্য প্রত্যাহারের জন্য জোর দাবি করা হয়। অতীতেও এ ধরণের কথা বার্তা অন্যদের প্রতি অবমাননামূলক মন্তব্য করা এবং ব্যাংকিং সেক্টরে কোটি কোটি টাকা লোপাটের ঘটনাকে "সামান্য টাকা" বলে মন্তব্য করে দেশের অসংখ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী সঞ্চয় ও আমানতকারীদের স্বার্থে ও অনুভূতিতে আঘাত করেছেন। বয়োঃজনিত কারণে যদি বার বার এই ধরণের চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটে তাহলে দেশের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত কিভাবে নেওয়া হয় সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তাদের তুলনায় শিক্ষকদের বেতন স্কেল কয়েক ধাপ পদাবনত করা হয়েছে যা অনভিপ্রেত। এছাড়া শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনায়, করের আওতা বৃদ্ধির নামে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর ভ্যাট প্রয়োগ অযৌক্তিক ও অবাঞ্ছনীয়। এই ভ্যাটের অভিঘাত ছাত্র-ছাত্রীদের উপর গিয়ে বর্তায়।

প্রতিবাদ লিপিটি গুরুত্বসহ আপনার গণমাধ্যমে প্রকাশের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হ'ল।

ধন্যবাদান্তে,

জামালউদ্দিন আহমেদ, এফসিএ
সাধারণ সম্পাদক

আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী
সভাপতি

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৪

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সম্মাননা স্বর্ণপদক ২০১৫: সম্মাননা পরিচিতি

ড. অশোক মিত্র

ক্ষণজন্মা এ মহান ব্যক্তিত্বের জন্ম ১৯২৮ সালের ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের ঢাকায়। অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে স্কুল ও কলেজ জীবনের লেখাপড়া সমাপ্ত করে তিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি শাস্ত্রে বি.এ. অনার্স ও এম.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির ফলশ্রুতিতে তিনি মাতৃভূমি ত্যাগ করে ভারত গমনে বাধ্য হন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করলেও তাঁকে সেখানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দেয়া হয় নি। পরে তিনি বেনারশ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন। এই কৃতি মানুষটি বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শুরুতে নব প্রতিষ্ঠিত দিল্লী স্কুল অব ইকনোমিক্সে শিক্ষকতার পেশায় যোগ দেন। পরবর্তীতে তিনি নেদারল্যান্ডস এর ইন্সটিটিউট অব স্যোসাল স্টাডিজে পড়াশোনা করতে যান যেখান থেকে ১৯৫৩ সালে নোবেল জয়ী প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রফেসর আয়ান টিনবার্গেনের তত্ত্বাবধানে রটেরড্যাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। কর্ম জীবনে দিল্লী স্কুল অব ইনকনোমিক্স, লেক্ষ্ণ বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতিসংঘের ইকনোমিক কমিশন ফর এশিয়া এন্ড দি ফার ইস্ট, ব্যাংকক, থাইল্যান্ডে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। এছাড়াও বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে তিনি ওয়াশিংটনের ইকনোমিক ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট ও বিশ্ব ব্যাংকেও কিছু সময়ের জন্যে কাজ করেন। অত:পর তিনি নব প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্টে প্রফেসর পদে যোগদান করেন। তিনি তৎকালীন কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এবং এগ্রিকালচারাল প্রাইস কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মার্কসীয় আদর্শে বিশ্বাসী এ কৃতি মানুষটি ১৯৭৭-৮৭ মেয়াদে পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের তৎকালীন সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা জ্যোতি বসুর নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। বিগত শতাব্দীর মধ্য–নব্বই এর দশকে তিনি ভারতের রাজ্য সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং পার্লামেন্টের শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি শুধু অর্থনীতিবিদ-রাজনীতিবিদই নন, তিনি মেধাবী সুসাহিত্যিক স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৫৪ সালে নব প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সাহিত্য একাডেমী পুরষ্কারে ভূষিত হন (তাল-বেতাল গ্রন্থের জন্যে) বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় দেশে-বিদেশে তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে : "অকথা-কুকথা", "অচেনাকে চিনে-চিনে", "কবিতা থেকে মিছিলে", "নাস্তিকতার বাইরে", "চরিত্রাবলী", "সমাজসংস্থা আশানিরাশা", "তাল-বেতাল", "পুরানো আখরগুলি", "A Prattler's Tale", "The Nowhere Nation" ইত্যাদি। আর তাঁর লিখিত "Calcutta Diary" অত্যন্ত জনপ্রিয় কলাম ছিল আড়াই দশকেরও বেশী সময় ধরে। বর্তমানে তিনি কোলকাতায় নিজের বাড়ীতে অবসর জীবন যাপন করছেন।

আমাদের দেশের মহান মুক্তি যুদ্ধ ও কৃষি গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানসমৃদ্ধ মানবতাবাদী কল্যাণকামী অর্থনীতিবিদ হিসেবে তাঁকে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির স্বর্ণপদক সম্মাননা ২০১৫ প্রদান করা হলো।

প্রয়াত অধ্যাপক ড. মুশার্‌রফ হোসেন

প্রগতিশীল ধারার এ মহান মানুষটির জন্ম ১৯৩০ সালের ১লা ডিসেম্বর ঢাকার রায়পাড়া গ্রামে। ভারতের পশ্চিম বঙ্গের মিদনাপুর কলেজিয়েট স্কুল ও কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে যথাক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। চল্লিশের দশকের শেষ দিকে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণী সহ বি.এ. অনার্স ও এম.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি যুক্তরাজ্যের ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ. ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন।

কর্ম জীবনে তিনি ১৯৫৭-৫৮ সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন, ১৯৫৭-৫৮ সময়ে পূর্ব পাকিস্তান পরিকল্পনা বোর্ডের প্রধান অর্থনীতিবিদ, ১৯৫৯-৬৮ সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও সভাপতি এবং সোসিত্ত ইকনোমিক রিসার্চ বোর্ডের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি প্রবাসী অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা সেলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অত:পর স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে ১৯৭২-৭৩ সময়ে কাজ করেন। ১৯৭৪-৯১ সময়কালে পুনরায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘ অবসর জীবন কাটানোর পর ২০১৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী এ মহান শিক্ষক ও গবেষক মৃত্যুবরণ করেন।

দেশী-বিদেশী জার্নালে তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও অর্থনীতির উপর তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত "The Assault that failed" এবং ১৯৯১ সালে "Agriculture in Bangladesh" গ্রন্ধদ্বয়।

আমাদের দেশের মহান মুক্তি যুদ্ধ ও কৃষি গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি স্বর্ণপদক সম্মাননা প্রদান করা হলো।

প্রয়াত লুৎফর রহমান সরকার

জনাব লুৎফর রহমান সরকার বগুড়া জেলার ফুলকোট গ্রামে ১৯৩৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব দিরাজতুল্লাহ সরকার ও মাতার নাম আসাতুন্নেসা। তিনি ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন।

পেশাগত জীবনে তিনি একজন প্রথিতযশা ব্যাংকার। ১৯৫৭ সালে তদানীন্তন হাবীব ব্যাংকে প্রবেশনারী অফিসার হিসাবে কর্ম জীবন শুরু। ১৯৬৪ সালে লন্ডন থেকে উচ্চতর ব্যাংকিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ ছাড়াও তিনি অনেক দেশি-বিদেশী ব্যাংকিং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালে নব গঠিত স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের উচ্চ নির্বাহী পদে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ ৪৮ বছরের ব্যাংকিং জীবনে তিনি অগ্রণী ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক ও প্রাইম ব্যাংক এ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন।

লুৎফর রহমান সরকার সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকাকালীন শিক্ষিত বেকার যুবকদের বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে "বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসংস্থান প্রকল্প" (বিকল্প) চালু করেন, যা পরবর্তীকালে জনপ্রিয়তা লাভ করে। বর্তমান কর্মসংস্থান ব্যাংক জনাব রহমানের সুচিন্তারই ফসল। বিআইবিএম প্রতিষ্ঠায় তাঁর সক্রিয় ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব সর্বমহলে প্রশংসা অর্জন করে।

সাহিত্য জগতেও রয়েছে তাঁর পদাচারণা। তাঁর লেখা চারটি রম্য রচনা গ্রন্থ ও তিনটি ছড়ার বই পাঠক সমাজে সমাদৃত। তিনি ১৯৭৯ সালে সূফী মোতাহার হোসেন সাহিত্য পুরষ্কার, ১৯৮৪ সালে আমি তুমি সে (কুমিল্লা) পুরষ্কার, ১৯৮৫ সালে আসাফউদ্দৌলা স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দল কর্তৃক সংবর্ধনা, ১৯৮৮ সালে সেন্টার ফর বাংলাদেশ কালচার পুরষ্কার, ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ কৃষি সংসদ স্বর্ণপদক ও সংবর্ধনা, ১৯৯১ সালে কবিতালাপ (খুলনা) পুরষ্কার ও বগুড়া লেখকচক্র পুরুষ্কার লাভ করেন। তিনি ১৯৯৯ সালে বাংলা একাডেমী কর্তৃক সম্মানসূচক ফেলোশিপ লাভ করেন। তাঁকে ২০০৯ সালে 'মার্কেন্টাইল ব্যাংক বিশেষ সম্মাননা' প্রদান করা হয়। তিনি ২০১৩ সালের ২৪শে জুন মৃত্যুবরণ করেন।

উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এর জন্যে প্রয়াত লুৎফর রহমান সরকারকে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির স্বর্ণপদক সম্মাননা ২০১৫ প্রদান করা হলো।

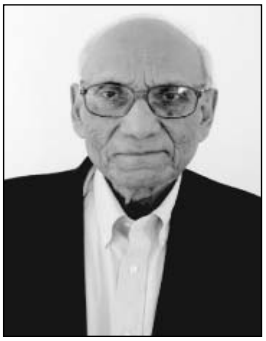

অধ্যাপক ড. নুরুল ইসলাম

অত্যন্ত মেধাবী এক উন্নয়ন অর্থনীতিবিদের নাম নুরুল ইসলাম। তিনি বিগত শতাব্দীর গোড়ার দিকে চট্টগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। কৃতিত্বের সাথে স্কুল ও কলেজ জীবন সমাপনান্তে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে বি.এ. সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে অর্থনীতিতে সম্মান ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তী বছর একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই ফলাফল পেয়ে এম.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এম.এ. ও ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন।

কর্ম জীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও সভাপতি ছিলেন। এছাড়া তিনি বঙ্গবন্ধুর আমলে প্রথম বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসরসহ অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থায় সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি ওয়াশিংটনস্থ ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউটে রিসার্চ ফেলো এমিরিটাস অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

দেশী-বিদেশী জার্নালে তাঁর অসংখ্যা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও উন্নয়ন অর্থনীতির উপর তাঁর অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে "Development Planning in Bangladesh"; Making of A Nation Bangladesh: An Economist's Tale" গ্রন্থদ্বয়।

উন্নয়ন অর্থনীতিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি স্বর্ণপদক সম্মাননা ২০১৫ প্রদান করা হলো।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ১৯তম দ্বিবার্ষিক
সম্মেলন ২০১৫-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে

সভাপতির ভাষণ

আবুল বারকাত*

শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি, শেখ হাসিনা, এমপি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
সম্মানীয় অতিথি, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক,
সম্মানীয় অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত, আহবায়ক, ঊনবিংশতম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন, ২০১৫ প্রস্তুতি কমিটি
মন্ত্রী পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,
বিদেশী দূতাবাসসহ বিভিন্ন সংস্থার সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,
সরকারের পদস্থ সম্মানিত কর্মকর্তাবৃন্দ,
মিডিয়ার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

সম্মানিত উপস্থিত সুধী,

আপনারা সবাই আমার সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।

প্রথমেই আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই– এ জন্য যে আপনি আপনার হাজারো কর্মব্যস্ততার মাঝে আমাদের মধ্যে প্রধান অতিথি ও সম্মেলন

---

* সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

This Paper was Presented at the 19th Biennial Conference "Rethinking Political Economy and Development" of the Bangladesh Economic Association held during 08-10 January, 2015 at the Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

উদ্বোধক হিসেবে এসে সম্মেলনের ভাবগাম্ভীর্য বৃদ্ধি করলেন। এর আগে আমাদের গত দু'টি দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে, ২০০৯ ও ২০১২ সালেও, আপনি প্রধান অতিথি হিসেবে আমাদের সমিতির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করেছিলেন। অর্থনীতি সমিতির প্রতি আপনার এ সহমর্মিতার জন্য আমি সমিতির চার হাজারের বেশি সদস্যের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সুধিবৃন্দ,

আপনারা লক্ষ্য করেছেন এবছর আমাদের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় "রাজনৈতিক অর্থনীতি ও উন্নয়ন পুনর্ভাবনা" (Rethinking Political Economy and Development)। আমার আজকের উদ্বোধনী বক্তব্যে এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয়সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কয়েকটি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি। প্রয়োজন বোধ করছি এ কারণেও যে আমি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিদায়ি সভাপতি। যারা সামনে নেতৃত্বে আসবেন তাঁরাসহ এখানে উপস্থিত-অনুপস্থিত সবার জন্য কথাগুলো কাজের কথা হতে পারে।

সম্মানিত সুধি,

"রাজনৈতিক অর্থনীতি ও উন্নয়ন" নিয়ে **পুনর্ভাবনা–** কেনো, কোন দিকে, কি লাভ হবে তাতে, কার লাভ হবে, দেশ ও দেশের মানুষের ভবিষ্যৎ প্রগতির সাথে এ পুনর্ভাবনার কি সম্পর্ক? অতি স্বল্প পরিসরে স্বল্প সময়ে এসব প্রশ্ন নিয়ে আমার নির্মোহ ধারণার মূল কথাগুলো বলতে চাই। দিক নির্দেশনা দেবার যোগ্যতা হয়তোবা আমার নেই তবে চিন্তা উদ্রেগ করার জন্য কিছু প্রশ্ন উত্থাপনসহ সুপারিশ-নির্দেশনা তো করতেই পারি– অর্থনীতি সমিতির নির্বাচিত সভাপতি হিসেবে যদি নাও হয় দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবেও এ অধিকার আমার আছে। জন্মগত অধিকার। আমার বক্তব্যের স্পষ্টতা নিয়ে কাউকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়-এ ফেলতে চাই না। তার শুরুতেই আমার বক্তব্য-ভাবনার ভিত্তি-দর্শন (foundational philosophy) হিসেবে কয়েকটা কথা সরাসরি বলে ফেলা দরকার। **প্রথমত:** সুদীর্ঘ এক মুক্তিসংগ্রামের প্রক্রিয়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে 'জয় বাংলা' স্লোগান ধারণ করে ৩০ লক্ষ শহিদ, ১০ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত-সম্ভ্রম, ও এ দেশের ৭ কোটি ৯ লক্ষ মানুষের বর্ণানাতীত দুঃখ-কষ্টের বিনিময়ে ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা মুক্ত-স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন করি– কষ্টার্জিত আমাদের দেশের নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। যে দেশের সংবিধান অনুযায়ী জনগণই এবং একমাত্র জনগণই প্রজাতন্ত্রের মালিক, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস, এবং জনগণই এবং শুধুমাত্র জনগণই সার্বভৌম। **দ্বিতীয়ত:** মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল বঙ্গবন্ধুরই জীবন দর্শন উদ্ভূত রাজনৈতিক দর্শন ও তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সমাজ-অর্থনীতির প্রগতি-উন্নয়ন দর্শন যে দর্শনের মূলসূত্র হল "বৈষম্যহ্রাসকারী প্রগতি ও অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামোসহ আলোকিত মানুষের বাংলাদেশ– সোনার বাংলাদেশ"। **তৃতীয়ত: দেশের সমাজ-অর্থনীতিসহ বৈশ্বিক ব্যবস্থা স্থির-অনড়-অপরিবর্তনীয়** (static) কোনো বিষয় নয় তা গতিশীল-সদা চলমান-পরিবর্তনশীল-পরিবর্তনমুখী (dynamic)।

এখন প্রশ্ন রাজনৈতিক-অর্থনীতি আর উন্নয়ন নিয়ে পুনর্ভাবনা প্রয়োজন কেন? প্রয়োজন– এক কথায়– এ জন্যই যে ১৯৭১-এ আমরা স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বিদেশি-দেশি ষড়যন্ত্রকারীরা

স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রাক-পরিকল্পনানুযায়ী হত্যা করে "সোনার বাংলার' স্বপ্নকেই হত্যা করে দেশ-জাতি-রাষ্ট্রসহ বাংলাদেশকে উল্টোপথে পরিচালিত করেছে– যেখানে অর্থনীতি হয়েছে দুর্বৃত্তায়িত; রাজনীতি হয়েছে দুর্বৃত্তায়িত; জনগণের দেশ চলে গেছে গুটিকয়েক rent seeker– লুটেরা– অন্যের সম্পদ জবরদখলকারী-পরজীবী-ফাওখাওয়া শ্রেণির হাতে যারা কার্যত রাষ্ট্র-সরকার-রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে অথবা প্রতিনিয়ত তা করতে চায়; ধর্মীয় মৌলবাদ পরিপুষ্ট হয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তি অর্থনীতি-সরকার-রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়ে এখন রাষ্ট্রক্ষমতাকেই জোর করে দখল করতে উদ্যত– সুতরাং দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু জনগণের মুক্তি (liberty) হয়নি। এ সত্য অস্বীকার করলে ইতিহাস অস্বীকার করা হবে।

সুধিবৃন্দ,

"রাজনীতি-অর্থনীতি-উন্নয়ন" নিয়ে পূনর্ভাবনা প্রয়োজন এজন্য যে বঙ্গন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তিতে মহান মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণের অভিপ্রায় হিসেবে আমরা চাইলাম শোষণহীন বাংলাদেশ, বঞ্চণামুক্ত বাংলাদেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ, জ্ঞান-বিজ্ঞান চেতনা সমৃদ্ধ আলোকিত মানুষের বাংলাদেশ। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা পরবর্তিকালে বিগত ৪ দশকের মধ্যে প্রায় ৩ দশকই যে সেনাশাসন, স্বৈরশাসন, পাকিস্তানী প্রেতাত্মাদের শাসন, সেনা-স্বৈরশাসনের মোড়কে তথাকথিত গণতন্ত্র-লেবাসি শাসন, বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদের ইশারা-নির্দেশে অঙ্গুলি হেলনের শাসন ব্যবস্থায় আমরা শাসিত হলাম তা আমাদের মুক্তি-চেতনার ঈপ্সিত লক্ষ্যের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। এমনটি কেন হলো এবং কি করা– এ নিয়ে পুনর্ভাবনা আরো পুনঃপুনঃ পুনর্ভাবনা জরুরি। অর্থনীতিবিদ (Economist) বন্ধুরা কেউ কেউ হয়তো বা আমার এসব বক্তব্যে রাজনীতির (politics) গন্ধ পাচ্ছেন। তাঁদের প্রতি আমার প্রশ্ন অর্থনীতি শাস্ত্রের কোন সূত্র-কোন তত্ত্ব রাজনীতির বাইরে? আপনারা যে সব অর্থনীতি তত্ত্বের কথা বলেন 'উন্নয়নের' লক্ষ্যে যে সব দাওয়াই দেন বিশেষ করে এখন অনেকের জন্যই খুবই "আত্মতৃপ্তিকর" (!) নয়া-উদারবাদি অর্থনীতি মতবাদ তো পুরোটাই রাজনীতি– সাম্রাজ্যবাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের রাজনীতি, দুনিয়ার সব সম্পদ কুক্ষিগত করার রাজনীতি। ঐ সব 'বন্ধুদের' উদ্দেশ্যে আরো একটা প্রশ্ন রাখা দরকার– ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ রাজনীতি না অর্থনীতি? না'কি অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যের রাজনীতি? আমি জানি আমার এ সব প্রশ্নের উত্তর তারা দেবেন না। কারণ তারা স্থির করে ফেলেছেন– যে অর্থনীতি চর্চা তাঁরা করেন এবং তদনুযায়ী 'উন্নয়নে' তাঁরা যে প্রেসক্রিপশন দেন যা আপাতদৃষ্টে জনকল্যাণ- উদ্দিষ্ট মনে হলেও হতে পারে আসলে কিন্তু ঐ সব দাওয়াইপত্র নির্ভেজালভাবেই সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ সংরক্ষণ উদ্দিষ্ট। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তারা নিজেরাও তাদের ঐ ভ্রান্তির নৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। অর্থনীতিবিদদের নৈতিকভাবেই আর মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত হবে না। পক্ষ নিতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোন পক্ষে থাকবেন? এদেশের জনগণের পক্ষে? না'কি জনগণের বিপক্ষে– সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে? জনগণের পক্ষে থাকলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে থাকতে হবে, আর সেটাই যদি অবস্থান হয় তাহলে জনগণের মঙ্গল-কল্যাণের লক্ষ্যে পেশাগত দায়বদ্ধতা পালন করছেন বিধায় দেশের মানুষের সম্মান-শ্রদ্ধা পাবেন; আর যদি অবস্থানটা বিপরীত হয় তা'হলে দেশের মানুষের কাছে ঘৃণার পাত্র হবেন, ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবেন। সুতরাং সিদ্ধান্তটা আপনাকেই নিতে হবে– স্বতন্ত্র ব্যাক্তি সত্ত্বা হিসেবে। সিদ্ধান্তটা জনকল্যাণকামী হলে যৌথভাবে কাজ করতে হবে– মুক্তির পক্ষে, জনগণের কল্যাণের পক্ষে।

আসুন আমরা "রাজনৈতিক অর্থনীতি ও উন্নয়ন পুনর্ভাবনা"র মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে, বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-প্রগতি দর্শনের পক্ষে, জনগণের পক্ষে অবস্থান নিই। এবং দেরী না'করে– এখনই, আজই।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আপনারা সবাই ভাল থাকুন– সুস্থ থাকুন।

জয় বাংলা,
জয় বঙ্গবন্ধু,
জয় হোক বাংলাদেশের মানুষের।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অষ্টাদশ সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়কের শুভেচ্ছা ভাষণ

জামালউদ্দিন আহমেদ

সম্মনিত সুধী বৃন্দ,

আপনাদের সবাইকে শুভ সকাল। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ঊনবিংশতম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের মাননীয় প্রধান অতিথি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সম্মানিয় অতিথি বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সম্মানিত সভাপতি ও এদেশের গনমানুষের অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত। সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী। উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও বাংলাদেশের প্রত্যান্ত অঞ্চল থেকে আগত অর্থনীতি সমিতির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ। অর্থনীতি সমিতির ২০১২-২০১৪ সালের নির্বাচিত কার্যকরী নির্বাহক কমিটির সকল কর্মকর্তাবৃন্দ।

আজ ৮ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ঊনবিংশতম দ্বিবার্ষিক সমম্মেলনে আপনাদের সকলকে অর্থনীতি সমিতির পক্ষথেকে সাদর আমন্ত্রণ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সুধীবৃন্দ,

বাঙ্গালী জাতি রাষ্ট্রগঠনে আধুনিক স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দ্রষ্ঠা ও স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম সহযোগী think tank হিসাবে অর্থনীতি সমিতি এদেশের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে আসছে।

এরই ধারাবাহিকতায়, স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে পূনগঠনে এ সমিতি উল্লেখ যোগ্য অবদান রেখেছে। জাতীয় সম্পদ রক্ষা, পরিচালনা, দেশের মানুষের জীবন যাত্রার মানউন্নয়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তি, সম্পদের সুষম বন্টন, ধনী দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাসকরণ সহ ন্যায় ভিত্তিক সমাজ কাঠামো বিনির্মানে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

সুধী বৃন্দ,

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি দেশের উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নে হোম গ্রোন ডেভলপমেন্ট কন্‌সেপ্ট নীতিতে বিশ্বাস করে। এ বিশ্বাসে ভিত্তি করে সনাতনী পরনির্ভরশীলতার জাল থেকে বেরিয়ে নিজ অর্থে পদ্মা সেতু নির্মানের ঐতিহাসিক প্রস্তাবনা আমাদের সমিতি অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের নেতৃত্বে জাতির কাছে উপস্থাপন করা হয়। শেষ বিচারে বংলাদেশের বর্তমান কর্নধার আজকের এ মহতী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি ও গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজ অর্থে পদ্মাসেতু নির্মানের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সমালোচকদের মুখে ছাই দিয়ে পদ্মা সেতুর নির্মান কাজ শুরু হয়েছে। এটাই বাস্তবতা। এ জন্য আমরা গর্বিত। এ সাহসী পদক্ষেপের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে উষ্ণ অভিন্দন।

সুধী বৃন্দ,

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষ থেকে ধর্মীয় মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি নিয়ে সর্ব প্রথম মৌলিক গবেষণা এদেশে মৌলবাদের খোলস উন্মোচন করেছে। বাংলাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অভিঘাত নিয়ে গবেষণা বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগিয়েছে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহনে যাবতীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের সুত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সম্মানিত সভাপতি অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের নিরলস পরিশ্রম এ অর্থনীতি পেশায় নিয়োজিত ভবিষ্যত গবেষকদের উৎসাহ যোগাবে।

সুধী বৃন্দ,

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৮ সালে আপনার নির্বাচনী ইশতেহারে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষনা আমাদের দেশের ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে বৈপ্লবিক সাড়া জাগিয়েছে। সমালোচকদের পশ্চাদমুখী ধ্যান ধারনার মুখে ছাই দিয়ে আজ বাংলাদেশ ডিজিটাল্যাইজেশন এর দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশের মর্যদায় আসীন করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপ যথাঃ শিক্ষাখাত, যোগাযোগ, অবকাঠামো, স্বাস্থ্যখাত, সেবাখাত, তথ্য প্রযুক্তিখাত কৃষিখাতের উন্নতি চোখে পড়ারমত। আর্থিক খাতের ডিজিটাল্যাইজেশন অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চার করবে বলে সমিতি বিশ্বাস করে। সরকারের যাবতীয় সামাজিক নিরাপত্তা খাতে আর্থিক অনুদান পৌঁছানোর কাজে প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য্য। সমিতি বিশ্বাস করে, নুন্যতম সময়ে দুইলক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকার বাজেট দ্বিগুনে উন্নীত হবে। এ বিষয়ে সমিতি সরকারকে সহায়তা দিতে প্রস্তুত। রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থা ডিজিটাল্যাইজেশন এবং কর প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরনের মাধ্যমে এটা সম্ভব।

সুধী বৃন্দ,

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির এবারের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর থাকবে বিশেষ প্লেনারী অধিবেশন। এই প্লেনারী অধিবেশনে বক্তব্য দিবেন বাংলাদেশের বিচার জগতের দৃষ্টান্ত সৃষ্ঠিকারী বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক। গতানুগতিক উন্নয়ন দর্শন পূনর্ভাবনার বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত। এ সম্মেলনে ৪ জন কৃতিমান অর্থনীতিবিদ যথাক্রমে (১) ড. অশোক সেন, (২) অধ্যাপক ড. নূরুল ইসলাম, (৩) অধ্যাপক

ড. মোশারফ হোসেন (প্রয়াত) ও (৪) জনাব লুৎফর রহমান সরকার (প্রয়াত) কে স্বর্ণ পদক সম্মাননা দেয়া হবে। এছাড়া এ তিন দিনের কর্ম অধিবেশনে ১৩ টি সেশনে মোট ১১২ টি প্রবন্ধ পাঠ করা হবে। সম্মেলনের ১৩ টি কর্ম অধিবেশন দেশের ১৩ জন খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। এ সম্মেলনের ১৩টি কর্ম অধিবেশন ৪টি হলে একাধারে চলবে। এ চারটি হল ৪ জন স্বর্ণপদক প্রাপ্ত অর্থনীতিবিদদের নামে নিদ্দিষ্ঠ করা হয়েছে।

সুধী বৃন্দ,

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির এ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠান কর্মসূচী আপনাদের কাছে ইতিমধ্যে প্রেরিত হয়েছে। সম্মেলনে পর্যাপ্ত সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক বয়েছে যারা দুর দুরান্ত থেকে আগত সদস্যদের সার্বিক সহযোগিতায় নিয়োজিত। পূর্বের মত অনেক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা আমাদের পাশে দাড়িয়েছেন সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে। আমরা তাদের প্রতি অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাই। আগামী ২ দিনের কর্মঅধিবেশনে যোগদান করে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নে আপনার মুল্যবান মতামত দিয়ে জাতি গঠনে সহযোগিতার আহ্বান জানাই। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

বাংলাদেশ
অর্থনীতি
সমিতি
সাময়িকী
২০১৭

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির

২৭ শে পৌষ ১৪২১/১০ জানুয়ারী ২০১৫ তারিখ-এ অনুষ্ঠিত
সমিতির সাধারণ সভায় কার্যনির্বাহক কমিটির

সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন

গঠনতন্ত্রের ধারা জ (১) অনুযায়ী, সমিতির ২০১২-১৪-এর কার্যবিবরণী।
গঠনতন্ত্রের ধারা চ (৫) অনুযায়ী সাধারণ সভায় উপস্থাপনের জন্য
০৭ জানুয়ারী ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় অনুমোদিত।
স্থানঃ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, রমনা, ঢাকা

শ্রদ্ধেয় সভাপতি ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা থেকে এমনকি প্রত্যন্ত জনপথ থেকে মূল্যবান সময়, রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা, পেশাগত ও পারিবারিক কাজকে উপেক্ষা করে আপনারা তিন দিনব্যাপি ঊনবিংশতম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন, এজন্য আপনাদের অজস্র ধন্যবাদ। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ২০১২-১৪ সালের নির্বাচিত কার্য নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি এখন ২০১২-১৪ সাল ব্যাপী আমাদের কর্মকান্ড সংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ করছি।

শ্রদ্ধেয় সদস্যবৃন্দ,

গত দুই বছর সমিতির বিভিন্ন কর্মকান্ডে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও আন্তরিক সহযোগিতা সমিতির কার্যক্রমকে গতিশীল করেছে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ১৯তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের আজ শেষ দিন। এ তিনদিনে উদ্বোধনী ও বিশেষ প্লেনারি অধিবেশন ছাড়াও মোট বারটি বিভিন্ন কর্ম অধিবেশনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনারা লক্ষ্য করেছেন এবারের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষন ছিল বিশেষ প্লেনারি অধিবেশন, যেখানে সম্মেলনের সম্মানীয় অতিথি ও সমিতির সভাপতি সম্মেলন প্রতিপাদ্যের উপর নাতিদীর্ঘ বক্তব্য প্রদান করেছেন। কার্যনির্বাহক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে এখন থেকে প্রতিটি দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের প্রতিপাদ্যের উপর সমিতির সভাপতি সমিতির অবস্থান ব্যখ্যাপূর্বক নীতি নির্ধারনী বক্তব্য প্রদান করবেন। বিশেষ প্লেনারি অধিবেশন ব্যতিত এবারের সম্মেলনে মোট ১৬৬ জন প্রবন্ধকার ১১৩ টি প্রবন্ধ দক্ষতার সাথে উপস্থাপন

করেছেন। সৃজনশীল এবং সুচিন্তিত প্রবন্ধ উপস্থাপনের মাধ্যমে সম্মেলনকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য প্রবন্ধকারদের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং তাঁদের গবেষণা কর্মের আরো সফলতা কামনা করি।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

গত দু'বছরে আমরা আমাদের সমিতির প্রাণপ্রিয় ক'জন সদস্যকে চিরতরে হারিয়েছি। আমাদের সমিতির আজীবন সদস্য এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. মুশাররফ হোসেন; সমিতির আজীবন সদস্য ও দুই বার কার্য নির্বাহক-কমিটির নির্বাচিত সদস্য, HBFC-র প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. যাদব চন্দ্র সাহা; বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক ও একবার সহ-সভাপতিসহ দুইবার কার্যনির্বাহক কমিটির নির্বাচিত সদস্য মো: গোলাম মোর্তজা; আজীবন সদস্য সউদ আহমদ; আজীবন সদস্য ড. খালেদা সালাউদ্দিন; আজীবন সদস্য ও বর্ত্তমান (২০১২-১৪) কার্যনির্বাহক কমিটির নির্বাচিত সহ-সভাপতি শামীমা আখতার; আজীবন সদস্য, নির্বাহী কমিটির প্রাক্তন নির্বাচিত সদস্য, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রনাধীন ও বেসরকারী ব্যাংক এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম. তাহের উদ্দিন; আজীবন সদস্য কাজী এমদাদুল হক মৃত্যুবরন করেছেন। তন্মধ্যে প্রয়াত অধ্যাপক ড: মুশাররফ হোসেন স্মরনে সমিতি ১লা মার্চ, ২০১৩ তারিখ একটি স্মরন সভা আয়োজন করেছিল। তাছাড়া ড: খালেদা সালাহউদ্দিন ও শামীমা আখতার এর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ এবারের সম্মেলনের ৯ম ও ১০ম অধিবেশনদ্বয় উৎসর্গ করা হয়েছে। এবারেই প্রথম বারের মত সূচীত সমিতির সম্মানিত সদস্য (প্রয়াতসহ) ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে "অর্ধিবেশন উৎসর্গ" করার ধারাটি ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এছাড়া গত দুই বছরে আমাদের সমিতির সদস্য নন অথচ গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তিত্বদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরন করেছেন তন্মধ্যে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সাবেক মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান, সাবেক প্রধান বিচারপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা সর্বজন শ্রদ্ধেয় মো. হাবিবুর রহমান, বরেন্যে ইতিবাসবিদ জাতীয় অধ্যাপক এ. এফ সালাউদ্দিন আহমদ, বিশিষ্ট দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ সরদার ফজলুল করিম, ভাষাসৈনিক আবদুল মতিন, জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি সৈয়দ মাইনুল হোসেন, সাবেক উপাচার্য শিক্ষাবিদ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, শিল্পী কাইয়ুম চৌধূরী, বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলম, সাবেক প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল। এছাড়াও, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাভারস্থ রানা প্লাজা ধ্বসে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এবং ধ্বসের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের সমুচিত শাস্তি প্রদানের জোর দাবি জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করেছে। আমাদের সদস্য ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বদের মৃত্যুতে আমরা তাঁদের পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। আমাদের সদস্যদের অনেকেই তাঁদের অতি প্রিয়জনদের হারিয়েছেন– আমরা আপনাদের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করছি। সেই সাথে আমাদের সদস্যদের অনেকেই এখন বয়সের ভারে ন্যুজ হয়ে পড়েছেন এবং/অথবা অসুস্থ-তাঁদের সবার সুস্থতা কামনা করছি।

প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এ-দেশের অর্থনীতিবিদদের একমাত্র পেশাজীবী সংগঠন। পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি স্বর্ণ পদক সম্মাননা - ২০১৫ বিজয়ী

অধ্যাপক ড. নুরুল ইসলামের ভাষায় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি "জনস্বার্থরক্ষাকারী অর্থনীতিবিদদের প্লাটফর্ম"। একারনেই এ-দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যার অধিকাংশই দরিদ্র-প্রান্তিক-বঞ্চিত-নিম্নমধ্যবিত্ত এবং সেই সাথে সমাজ, রাষ্ট্র ও স্বাধীনতার প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা অন্য অনেক পেশাজীবী সংগঠনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী। একদিকে অর্থনীতি শাস্ত্রের সাধারণের দুর্বোধ্য অথচ প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল বিষয়াদির চর্চা অব্যাহত রাখা অন্যদিকে যা কিছু আমাদের অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্রের গতিপথ নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ করে, এবং সমাজ-রাজনীতি-রাষ্ট্রের যা কিছু অর্থনীতি দিয়ে নির্দ্ধারিত হয়-এ সবের নির্মোহ বিশ্লেষণ এবং তা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া আমাদের সমিতির অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এদেশে সত্যভাষ্যের সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও গত দুই বছরে আমরা এসব দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হবার কারণে কোনো অবস্থাতেই পিছপা হইনি, সাহস হারাইনি।

প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আপনাদের ভোটে দু'বছর মেয়াদের জন্য আমরা নির্বাচিত হয়ে সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির দায়িত্বভার গ্রহণ করি। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি, মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ব্যস্ততা, সমিতির সদস্যদের ছেলে মেয়েদের পিএসসি ও জেএসসি পরীক্ষা, সম্মেলনের প্রস্তুতি মূলক ব্যপক কর্মকান্ড ও সম্মেলন ব্যয়ভার বহনে অনুদান সংগ্রহ-এসব কারণে সম্মেলনের আয়োজনে একটু দেরি হয়ে গেলো। এ অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য আপনাদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি প্রত্যাশা করছি।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দ,

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি গত দুই বছরে যে যথেষ্ট মাত্রায় সচল ছিল এবং বহুমুখী কর্মকান্ড সুসম্পন্ন করেছে তার প্রমাণ মিলবে এ প্রতিবেদনের শেষে সংযুক্ত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি "২০১২-২০১৪ এর মূল কর্মকান্ডের খেরো-খাতা'য় (সংযোজনী-ক)। সমিতির গঠনতন্ত্র মোতাবেক আমাদের পেশাগত উৎকর্ষ ও স্বার্থসংরক্ষণসহ এ দেশের গণ-মানুষের প্রতি আমাদের দায়-দায়িত্ব পালনে বর্তমান কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যদের মেধা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও সকল সদস্যের সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বলে আমরা মনে করি। অনেক কিছু নিয়েই আমরা বেশ খুশী তবে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা আত্মতুষ্ট নই।

গত দু'বছরে সমিতি যে যথেষ্ট মাত্রায় কর্মমুখর ছিল তা আমাদের দৃশ্যমান কর্মকান্ডের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিলে স্পষ্ট হবে। গত দু'বছরে সমিতির সফল কর্মকান্ডের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি নিম্নরুপঃ

১। সৃজনশীল প্রতিভা, মেধা মনন এবং জনকল্যাণ উদ্দিষ্ট গবেষণা ও কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ গত কয়েক বছর যাবৎ আমাদের সমিতি "বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি স্বর্ণ পদক সম্মাননা" নামে সৃজনশীল ও প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গকে স্বর্ণপদক প্রদান করে আস্‌ছে। কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি স্বর্ণ পদক সম্মাননা-২০১৫" স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়েছে মোট ৪ জন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ব্যক্তিকে। এরা হলেনঃ প্রয়াত অধ্যাপক ডঃ মুশাররফ হোসেন, প্রয়াত লুৎফর রহমান সরকার, ডঃ অশোক মিত্র, অধ্যাপক ডঃ নুরুল ইসলাম। এবারই প্রথম সমিতি দেশের বাইরে এক জন অর্থনীতিবিদকে স্বর্ণপদক সম্মাননা জানাল। উল্লেখ্য, ড. অশোক মিত্র পশ্চিম বঙ্গের বাসিন্দা হলেও এদেশেই জন্মেছেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট।

২। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ, বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ ও ব্যক্তিবর্গকে সমিতির সম্মানিত আজীবন সদস্য পদ প্রদান করা আমাদের একটি রেওয়াজ। এরই ধারাবাহিকতায় এবারের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধক বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি এবং সম্মেলনের সম্মানীয় অতিথি বিচারপতি এ.বি.এম খায়রুল হক, চেয়ারম্যান, আইন কমিশন- কে সমিতির সম্মানিত আজীবন সদস্যপদ প্রদান করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে এবারই প্রথম দুইজন দেশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মানিত আজীবন সদস্য পদ (ক্রমিক নং - ১২ ও ১৩) প্রদান করা হয়েছে। আপনারা সবাই অবগত আছেন, গত ২০১০-১২ দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা "ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিক্স" এর শুভযাত্রা ঘোষণা করেছিলেন। সম্মানিত সদস্যদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, "ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিক্স" ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি নিয়ে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করেছে। এরিমধ্যে বাংলাদেশ সরকার স্কুলটিকে নিজস্ব ভবন নির্মানের জন্য ঢাকার অদূরে পূর্বাচল আবাসিক এলাকায় সরকার নির্ধারিত মূল্যে ৫ বিঘা জমি প্রদান করেছে। যদিও স্কুলটি একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান, তথাপি একথা বলতেই হয় যে, অর্থনীতি শাস্ত্রের নির্মোহ জ্ঞান চর্চার মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির একক প্রচেষ্টায় এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা স্কুলটিকে অর্থনীতি শাস্ত্রের দক্ষিণ এশিয়ার একটি "সেন্টার অফ এক্সেলেন্স" হিসেবে দেখতে চাই। সমিতি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যে, ডঃ কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সুযোগ্য নেতৃত্বে স্কুলটি দৃঢ় পদক্ষেপে সেদিকে এগিয়ে যাবে।

৩। ২০১২-১৪ সালের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধসমুহ এবং তৎপরবর্তীতে গত দুই বছরে সমিতি আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহ যথাযথ Editorial Screening এর মাধ্যমে নির্বাচিত প্রবন্ধসমূহের সমন্বয়ে Journal of Political Economy ২০১২-১৪ (পাঁচ খন্ড) প্রকাশ করা হয়েছে। জার্নালটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সমিতির আজীবন সদস্য ডঃ আইয়ুবুর রহমান ভূঁইয়ার অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

৪। সমিতিরি সদস্যদের আরও কিছু প্রবন্ধের সমন্বয়ে এবং সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রমের বর্ণনা সংযুক্ত করে প্রণীত হয়েছে "বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী-২০১৪।"

৫। ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা হল ৪,১২৪, তন্মধ্যে আজীবন ও সাধারণ সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে ২৬৯৯ এবং ১৩৪৯। সহযোগী সদস্য সংখ্যা হচেছ ৭৬। এ মুহুর্তে কোন ছাত্র সদস্য নেই।

৬। আমাদের কার্যকালে আমরা মোট ২টি লোক বক্তৃতার আয়োজন করেছিলাম। "Globalization and Development" শীর্ষক প্রথম লোক বক্তৃতাটি প্রদান করেছিলেন ড. অশোক মিত্র, ৩০ শে নভেম্বর ২০১২ তারিখে এল.জি.ই.ডি.অডিটরিয়ামে। দ্বিতীয় লোক বক্তৃতাটি প্রদান করেছেন সমিতির বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত, ২২শে মার্চ ২০১৪ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে।

৭। আমাদের কার্যক্রম শুধুমাত্র ঢাকায় সীমাবদ্ধ না রেখে আমরা পূর্বের ন্যায় এবারও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে মোট ২টি আঞ্চলিক সেমিনারের আয়োজন করেছিলাম। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়,

রংপুর-এ আরও দুইটি আঞ্চলিক সেমিনার করার কথা থাকলেও রাজনৈতিক ও অন্যান্য জটিলতার কারনে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। এজন্য আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।

৮। প্রতি বছরের ন্যায় আমাদের কার্যকাল সময়ে আমরা ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট পূর্ব এবং বাজেট পরবর্তী বিশ্লেষণ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দেশবাসীকে অবহিত করেছি। এখানে উল্লেখ্য যে, বিগত অর্থবছরগুলোতে বাংলাদেশ সরকারের নীতি নির্ধারকরা বাজেট সংক্রান্ত আমাদের সুপারিশমালা অত্যন্ত মনযোগের সাথে শুনেছেন এবং আমাদের বহু সুপারিশ বাজেটে সন্নিবেশিত করেছেন। আরো উল্লেখ্য, পরিকল্পনা কমিশন কতৃক প্রণীতব্য Seventh Five Year Plan- কে উদ্দেশ্য করে গঠিত Panel of Economists- এ অন্তর্ভূক্ত আছেন সমিতির সভাপতি, সাধারন সম্পাদক ও এক জন সহসভাপতি।

৯। ২০১২-১৪ কার্য্যকালে মোট ২টি প্রশিক্ষন কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। তন্মধ্যে প্রথমটি ছিল "সাংবাদিক রিফ্রেশার কোর্স অন বাজেট" এবং দ্বিতীয়টি ছিল "Green Banking and Green Economy" - ব্যাংকার ও সাধারন সদস্যদের জন্য।

১০। সমিতি আয়েজিত লোক বক্তৃতা, আঞ্চলিক সেমিনার, প্রশিক্ষন কর্মশালা ইত্যাদি কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, অতিথি ও সমিতির সদস্যবৃন্দের উপস্থিতির হার ছিল ব্যপক। এসব তথ্য নির্দেশ করে যে একদিকে যেমন আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আমরা সচেষ্ট ছিলাম, অন্যদিকে সম্মানিত সদস্যরাও গভীর আগ্রহ নিয়ে আমাদের সকল কর্মকান্ডে অংশ নিয়েছেন। শুধু একাডেমিক কার্যক্রম নয়, জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন দিবসগুলির কার্যক্রম যেমনঃ পহেলা বৈশাখ, একুশের প্রভাত ফেরী, বিজয় দিবস, শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবসের অনুষ্ঠান ইত্যাদিতেও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সদস্যরা সক্রিয়ভাবে অতীতের ন্যায় অংশ নিয়েছিলেন। সমিতির এ ঐতিহ্য ভবিষ্যতেও ধরে রাখতে আমরা সংকল্পবদ্ধ।

১১। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি প্রচলিত অর্থে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। কিন্তু আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জিবিত হয়ে সম্পূর্ন অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার গনতান্ত্রিক কল্যান রাষ্ট হিসাবে বাংলাদেশকে বিনির্মানের স্বপ্ন দেখি। আমরা প্রতিনিয়ত দেশের বৃহত্তর দরিদ্র বঞ্চিত জনগোষ্ঠির স্বার্থানুকুলেই কাজ করি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী, বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি সমূহের হত্যাযজ্ঞ ও মানবতাবিরোধী কার্যক্রমের আন্তর্জাতিক আইন সম্মত বিচার কার্য শুরু হওয়া এবং ২০১৪ সালের সাধারন নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে ২০১২-২০১৩ সালে সংগঠিত সহিংস রাজনীতি, জ্বালাও পোড়াও, অর্থনীতি ধ্বংসকারী কার্যক্রম বিবেচনায় নিয়ে বিবেকের দংশনে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ৪ঠা জানুয়ারী ২০১৪ তারিখে "সহিংস রাজনীতি, সংকটে দেশ ঃ ভবিষ্যত ভাবনা" শীর্ষক একটি গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে। সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী কবি, সাহিত্যিক শিক্ষক, বুদ্ধিজীবি, অবসর প্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সংস্কৃতিকর্মী সহ সকল স্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানটি কয়েকটি টিভি চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। উপরোক্ত অনুষ্ঠানটি সাম্প্রদায়িক জঙ্গী গোষ্ঠী ও তাদের সহায়তাকারীদের বিপক্ষে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসীদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে এবং সাধারন জনমত গঠনে ব্যপক ভূমিকা রেখেছে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

একই ভাবে তৎকালীন (২০১২-১৩) সময়ে জঙ্গীবাদী গোষ্ঠীর সহিংস রাজনৈকিত কার্যকলাপ তথা বাস-ট্রাক-ট্রেন জ্বালাও পোড়াও কর্মকান্ডে অগ্নিদগ্ধ হয়ে যে সমস্ত নিরীহ জনতা চিকিৎসাধীন ছিলেন তাদের সাহায্যার্থে সমিতি ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটে তিন লাখ টাকা অনুদান প্রদান করে। মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের সাথে জড়িত স্বাধীনতা বিরোধীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে সচেতন তরুণ সমাজ আয়েজিত "গনজাগরন মঞ্চের" সাথে আপামর সাধারন মানুষের ন্যায় সমিতিও একাত্মতা ঘোষণা করে।

সমিতি মানবতা বিরোধী আন্তর্জাতিক আদালতের রায় নিয়ে পাকিস্তানি মন্ত্রীর বিরূপ মন্তব্যের সমালোচনা করে বিবৃতি প্রদান করে।

প্রিয় সহকর্মী ও সদস্যবৃন্দ,

১২। সমিতির গঠনতন্ত্রের ধারা ঙ.১ মোতাবেক কার্যনির্বাহক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবার কথা প্রতি ৩ মাসে অন্তত একবার। গঠনতন্ত্রের বিধান মোতাবেক সমিতির দায়িত্বভার নেবার পরে গত ২৮ মাসে (সেপ্টেম্বর, ২০১২ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৪) কার্যনির্বাহক কমিটির নিয়মিত মাসিক সভা ২০১২ সনে ৩টি, ২০১৩ সনে ১০টি এবং ২০১৪ সনে ২৪টি অনুষ্ঠিত হয়েছে। কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার ছিল প্রায় ৬০%। আশা করি আপনারা সকলেই একমত হবেন যে সমিতির ইতোমধ্যে উল্লেখিত ব্যাপক কর্মকান্ড আর সেই সাথে কার্যনির্বাহক কমিটির নিয়মিত মাসিক সভা-এ দু'য়ের মধ্যে সম্পর্কটি সমিতিতে গত দুই বছরে আমাদের সক্রিয়তার মাত্রা নির্দেশ করে।

১৩। সমিতির আজীবন সদস্য জনাব মোঃ আবদুল মজিদ (সদস্যনং-৭২১) গঠনতন্ত্র সংশোধনী সংক্রান্ত তাঁর ২রা আগস্ট, ২০১৪ স্বাক্ষরিত পত্রটি (সংযোজনী-খ) এবং কার্যনির্বাহক কমিটির গঠনতন্ত্র সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটির সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্টটি (সংযোজনী-গ) সমিতির ২৯ শে ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় উপস্থাপিত হলে কমিটি গঠনতন্ত্রের ধারা ছ(১) অনুযায়ী সাধারন সভায় উপস্থাপনের জন্য ধারা এবং ছ(২) অনুযায়ী সাধারন সদস্যদের কাছে প্রেরনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপনাদের নিকট সংশোধনী সংক্রান্ত মাননীয় সদস্য-এর চিঠি ও সংশ্লিষ্ট কমিটির রিপোর্ট যথাসময়ে প্রেরিত হয়েছে। সাধারন সম্পাদকের রিপোর্ট পেশের পর সংশোধনী প্রস্তাবের উপর আলোচনা করা যেতে পারে।

১৪। ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক ড. আবুল বারকাত - কে উদ্দেশ্য করে তৎকালীন সময়ে গনমাধ্যমে প্রকাশিত বক্তব্যের উপর আলোচনা হয়। একই বিষয়ে পরবর্তীতে ১৫ সেপ্টেম্বর, ২৩ সেপ্টেম্বর, ৩০ সেপ্টেম্বর, এবং ১৫ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে আলোচনার প্রেক্ষিতে ১৫ অক্টোবর সভায় বিষয়টি সাধারন সদস্যদের অবহিত করার লক্ষ্যে সাধারন সম্পাদকের প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপরোক্ত বিষয়ে ১২ সেপ্টেম্বর, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২৩ সেপ্টেম্বর, ৩০ সেপ্টেম্বর এবং ১৫ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে গৃহীত কার্যনির্বাহক কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ তারিখওয়ারী উদ্ধৃত হ'লঃ

ক) ১২ সেপ্টেম্বরঃ সিদ্ধান্ত ৭ঃ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত-কে উদ্দেশ্য করে মাননীয় অর্থমন্ত্রী সাম্প্রতিক বক্তব্যের প্রেক্ষিতে গনমাধ্যমে প্রেস রিলিজের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত (প্রেস রিলিজের বিষয়ে খসড়া তৈরী করবেন ড. জামালউদ্দিন আহমেদ ও জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সর্দার) হয়।

খ) ১৫ সেপ্টেম্বরঃ সহজ সাবলীল ভাষায় একটি প্রেস রিলিজ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রেস রিলিজের ভাষায় যাতে অর্থনীতি সমিতির মর্যাদা সমুন্নত থাকে এবং অধিকাংশ জনগনের নিকট গ্রহনযোগ্য হয় সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখার জন্য সভার পক্ষ থেকে নজর রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। (প্রেস বিজ্ঞপ্তি সংযুক্ত)

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত সম্প্রতি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন। এ ধরনের মন্তব্যে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি অত্যন্ত মর্মাহত ও এর প্রতিবাদ জানাচ্ছে। সমিতি মনে করে যে, অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের মত একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছ থেকে এ ধরনের মন্তব্য প্রত্যশিত নয়। সমিতি আরও মনে করে যে, ভবিষতে তিনি এ ধরনের মন্তব্য করা থেকে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে বিরত থাকবেন।

গ) ২৩ সেপ্টেম্বরঃ সিদ্ধান্ত ২ঃ সভায় গত ১৫/০৯/২০১৪ তারিখের জরুরী সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক জনাব বদরুল মুনির। তিনি গত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পত্রিকায় প্রদানের লক্ষ্যে প্রনীত প্রেস রিলিজটি পড়ে শোনান।

সিদ্ধান্ত ৩ঃ সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. মোয়াজ্জেম হোসেন খান এবং যুগ্ম সম্পাদক জনাব বদরুল মুনির-এর স্বাক্ষরে প্রেস বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় যাবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে গনমাধ্যমে পাঠানোর আগে সভাপতি মহোদয়ের সাথে আলাপ করতে হবে।

ঘ) ৩০ সেপ্টেম্বরঃ সিদ্ধান্ত ৬ঃ গত ১৫/০৯/২০১৪ তারিখের মিটিং এ প্রস বিজ্ঞপ্তি পত্রিকাতে দেবার ব্যপারে সমিতির সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী, কোষাধ্যক্ষ জনাব মসিহ মালিক চৌধূরী এবং কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য অধ্যাপক হান্নানা বেগম Note of Dissent দেন (৩ জন)।

সিদ্ধান্ত ৮ঃ প্রেস বিজ্ঞপ্তি (প্রত্রিকাতে দেওয়ার জন্য) প্রস্তুতের পর যে তারিখ হবে, সেই তারিখে সমিতির সহ সভাপতি ড. জামালউদ্দিন আহমেদ ও যুগ্ম সম্পাদক জনাব বদরুল মুনির এর স্বাক্ষরে প্রেরন করা হবে। এছাড়াও সম্মতি দিয়েছেন এবং দেবেন তাদের স্বাক্ষর থাকবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

১৫ অক্টোবরঃ সিদ্ধান্ত ৬ঃ জনতা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত সম্পর্কে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত "বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে জনতা ব্যাংকের অবক্ষয় হয়েছে" মর্মে যে বাস্তবতা বিবর্জিত বক্তব্য প্রদান করেছেন, তা বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির নির্বাচিত কার্যনির্বাহক কমিটিকে মর্মাহত করেছে। সভায়

জনতা ব্যাংকের সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতকে উদ্দেশ্য করে এরূপ বক্তব্য প্রদান করায় প্রতিবাদ ও নিন্দাজ্ঞপন করে প্রত্রিকায় প্রতিবাদলিপি প্রকাশের জন্য কার্যনির্বাহক কমিটির সংখ্যাগষ্ঠিতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও তা দেশ ও জাতীর বৃহত্তর স্বার্থে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে সেই সাথে সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্তও নেয়া হয় যে, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির পূর্ববর্তী সভার (৩০.০৯.২০১৪ তারিখ) কার্যবিবরণীর ৬, ৭ ও ৮ নং সিদ্ধান্তের বিষয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক বক্তব্যের নিন্দা জানানোর ব্যাপারে সভায় পত্রিকায় প্রতিবাদলিপি (প্রেস বিজ্ঞপ্তি) প্রেরণ না করে, সমিতির আসন্ন সাধারন সভায় সাধারন সদস্যগণকে এ ব্যাপারে অবহিত করার লক্ষ্যে গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ নং ঙ এর (৮) ধারা মোতাবেক সাধারণ সম্পাদকের "বার্ষিক প্রতিবেদনে" বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হবে। কার্যনির্বাহক কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে উল্লেখিত নিন্দাজ্ঞাপন বিষয়ে প্রতিবাদলিপির (প্রেস বিজ্ঞপ্তির) ব্যাপারে যে ৩ জন ভিন্নমত (Note of Dissent) দিয়েছেন সে বিষয়টিও বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৫। আমাদের সমগ্র কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় প্রতিটি বিষয়েই পত্র মারফত আপনাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা করেছি। কার্যনির্বাহক কমিটির প্রয়োজনীয় সকল সিদ্ধান্ত সময়মত আপনাদের অবগত করেছি। সমিতির কার্যক্রম আরো ফলপ্রদ আরো ভালো করার জন্য আপনাদের পরামর্শ চেয়েছি। আর্থিক হিসেব-নিকেশের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কার্যনির্বাহক কমিটিতে কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট প্রদানের বিধি অব্যাহত রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয় প্রতিটি কার্যনির্বাহক কমিটির সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী সভায় নিয়মিতভাবে উপস্থাপন করা এবং সুসংবদ্ধভাবে নথীভুক্ত করা হচ্ছে। এ সবই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক স্বেচ্ছাশ্রমের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

সুধীজন,

তিনদিন ব্যাপি দ্বিবার্ষিক সম্মেলন আয়োজনে সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির বিভিন্ন কমিটি-উপকমিটির সকল সদস্য এবং সমিতির সীমিত সংখ্যক কর্মচারী-কর্মকর্তারা নির্ঘুম পরিশ্রম করেছেন- এজন্য তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরাসহ অন্যান্যরা যে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছেন সেজন্য সমিতির পক্ষ থেকে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আজকের এ মিলনায়তনে অনুপস্থিত অথচ সম্মেলন কর্মকান্ড সুন্দর ও সার্থক করা 'পর্দার অন্তরালের' যেসব ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া অসম্ভব সেই দরিদ্র রাত-জাগা মুদ্রণ কর্মী, খাদ্য পরিবেশক এবং শান্তি-শৃংখলা সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের সাথে জড়িত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। সম্মেলনের বিভিন্ন কার্যক্রমে যারা মেধা-শ্রমসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। যেসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি তাদের মধ্যে আছেঃ

1. Abul Barkat Peace and Progress Foundation
2. Agrani Bank Ltd.
3. Ali Paper Mills Ltd.
4. ANNON Tex Group
5. Bangladesh Bank

6. Bangladesh Export Import Co. ltd.
7. Bangladesh Small & Cottage Inds. Corp.
8. Exim Bank Ltd.
9. Exim Leather
10. Green Trade House
11. Hamdard Laboratories (WAQF)
12. Janata Bank Ltd.
13. M/S Ratanpur Steel Re-Rolling Mills Ltd.
14. Maksons Spinning Mills Ltd.
15. Mercantile Bank Ltd.
16. Moneex Fabrics Ltd.
17. NCC Bank Ltd.
18. Paradise Fashions Pvt. Ltd.
19. Pragati Leather Complex
20. Pubali Salt Insdustries
21. Ranka Denim Texitile Mills Ltd.
22. Rupali Bank Ltd.
23. Shajalal Islami Bank Ltd.
24. Social Islami Bank Ltd.
25. Sonali Bank Ltd.
26. South Bangla Bank Limited
27. The Delta Composite Knitting Industries Ltd.
28. Thermex Group
29. Union Apprarels Ltd.
30. Zara Grain Ltd.

সর্বশেষ, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশন বাংলাদেশ এর কর্তৃপক্ষকে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির গত দুই বছরের কর্মকান্ড সংক্রান্ত সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করলাম। আমরা সব কিছু পেরেছি একথা বলবো না। তবে আমাদের সদিচ্ছা এবং স্বেচ্ছাশ্রমে চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। যা কিছু আমরা করেছি সেখানে ***দেশের স্বার্থ ও দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সব কিছুর উর্ধ্বে*** -এ বিবেচনা আমরা কখনও ভুলিনি। কারণ এসবই আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার মূল চেতনা।

এবারের সম্মেলনসহ গত দুই বছরে আমাদের কোনো ভুল-ত্রুটি থাকলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

সমিতি এখন এক স্বচ্ছ রূপ ধারনে সক্ষম হয়েছে। সমিতি অতীতের তুলনায় সক্রিয়তর হয়েছে। এ অর্জন ধরে রাখা প্রয়োজন। সেই সাথে সময়ের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে ভবিষ্যতে আরো সৃজনশীলতার প্রয়োগ প্রয়োজন।

সর্বশেষে অবশ্যই আপনার ও আপনার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

আপনাদের সবাইকে আরো একবার ধন্যবাদ।

ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

সংযোজনী - ক

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

২০১২ - ১৪ মূল কর্মকাণ্ডের খেরোখাতা

১। লোকবক্তৃতা

(Publication)

তারিখ/স্থান	শিরোনাম	বিষয়	Speaker	উপস্থিতি
৩০/১১/২০১২ এলজিইডি মিলনায়তন	'BEA Public Lecture-2012'	"Globalization and Development"	Dr. Ashok Mitra	৬৫০
২২/০৩/২০১৪ ঢাকা সিনেট হল	লোকবক্তৃতা ২০১৪	বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে	ড. আবুল বারকাত	১২০০

২। আঞ্চলিক সেমিনার

(Regional Seminar)

তারিখ/স্থান	সেমিনারের বিষয়	প্রবন্ধের বিষয়	প্রবন্ধকার	নির্ধারিত আলোচক/বক্তা	উপস্থিতি
২৬/১০/২০১৩ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	"Changing Farming System in Bangladesh and Its Implication for Improving food Security"	Rice-Sunflower cropping pattern and its contribution to income and food security of farmers.	Mahnaz Afsar Mahbub Hossain Tofazzal Hossain Miah	অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত অধ্যাপক ড. মোঃ রফিকুল হক অধ্যাপক ড. শংকর কুমার রাহা	২০০
		Risk and Agricultural production-an Assessment towards Food Security in Kurigram District of Bangladesh.	Md. Rais Uddin Mian		
		Small-Scale commercial Vegetables Farming and its implication for improving livelihoods of Char People. Financial profitability of	Sakib Hassan Mahbub Hossain Tofazzal Hossain Miah		

তারিখ/স্থান	সেমিনারের বিষয়	প্রবন্ধের বিষয়	প্রবন্ধকার	নির্ধারিত আলোচক/বক্তা	উপস্থিতি
		aromatic rice production and its impacts on farmers livelihood in Selected Areas of Tangail District.	Jannatul Nasrin Md. TajUddin		
		Profitability and Resource Use Efficiency of Maize Production in Changing farming System and Its implication in Household Food Security.	Md. Rais Uddin Mian A.M. Kudrat-E-Huda		
		Commercial Bean Farming uner different farm categories and its impacts on livelihoods of farmers in Ishwardi Upazila of Pabna District.	Md. Ruhul Amin Tofazzal Hossain Miah		
১০/০৫/২০১৪ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট হল, রাজশাহী	অর্থনৈতিক উন্নয়নে আঞ্চলিক বিষয়সমূহ"	An Exploration of The Role of Non-Conventional Mechanized Transport in the Northern Bang ladesh: A Supply Side Analysis	Md. Nasir Uddin Goni A.N.K. Noman Md. Abdur Rashid Sarker	অধ্যাপক ড. তারিক সাইফুল ইসলাম অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত অধ্যাপক ড. মোয়াজ্জেম হোসেন খান অধ্যাপক ড. চৌধুরী সারওয়ার জাহান অধ্যাপক ড. মৌলিক আহমদ চৌধুরী অধ্যাপক ড. মুহম্মদ নিজামউদ্দিন	২০০
		Climatic Variability, Agricultural Transformation And Food Security In The North-Western Bangladesh	A.N.K. Noman Kazi Julfikar Ali		
		Impact Of Farm Mechanization On Productivity And Profitability Of Rice Farm In Rajshahi District			
		Drought And Public Policy Concerns For North-Western Region Of Bangladesh	Md. Atiqul Islam A.N.K. Noman		

তারিখ/স্থান	সেমিনারের বিষয়	প্রবন্ধের বিষয়	প্রবন্ধকার	নির্ধারিত আলোচক/বক্তা	উপস্থিতি
		aromatic rice production and its impacts on farmers livelihood in Selected Areas of Tangail District.	Jannatul Nasrin Md. TajUddin		
		Profitability and Resource Use Efficiency of Maize Production in Changing farming System and Its implication in Household Food Security.	Md. Rais Uddin Mian A.M. Kudrat-E-Huda		
		Commercial Bean Farming uner different farm categories and its impacts on livelihoods of farmers in Ishwardi Upazila of Pabna District.	Md. Ruhul Amin Tofazzal Hossain Miah		
১০/০৫/ ২০১৪ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট হল, রাজশাহী	অর্থনৈতিক উন্নয়নে আঞ্চলিক বিষয়সমূহ"	An Exploration of The Role of Non-Conventional Mechanized Transport in the Northern Bang ladesh: A Supply Side Analysis	Md. Nasir Uddin Goni A.N.K. Noman Md. Abdur Rashid Serker	অধ্যাপক ড. তারিক সাইফুল ইসলাম অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত অধ্যাপক ড. মোয়াজ্জেম হোসেন খান অধ্যাপক ড. চৌধুরী সারওয়ার জাহান অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী অধ্যাপক ড. মুহম্মদ মিজানউদ্দিন	২০০
		Climatic Variability, Agricultural Transformation And Food Security In The North-Western Bangladesh	A.N.K. Noman Kazi Julfikar Ali		
		Impact Of Farm Mechanization On Productivity And Profitability Of Rice Farm In Rajshahi District			
		Drought And Public Policy Concerns For North-Western Region Of Bangladesh	Md. Atiqul Islam A.N.K. Noman		

৩। গোলটেবিল, সংলাপ, মতবিনিময় সভা
(Round Table Discussion and Dialogue Meeting)

তারিখ/স্থান		মূল বিষয়	আলোচক	আলোচক, সভাপতি	উপস্থিতি
০৪/০১/২০১৪	গোলটেবিল আলোচনা	"সহিংস রাজনীতি, সঙ্কটে দেশ: ভবিষ্যৎ ভাবনা" (প্রবন্ধ নেই)		অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত	২০০

৪। সাংবাদিক সম্মেলন: বাজেট

তারিখ/স্থান	বিষয়	প্রবন্ধের বিষয়	উপস্থাপক	উপস্থিতি
১৭/০৬/২০১৩	সাংবাদিক সম্মেলন (বাজেট ২০১৩-১৪)	বাংলাদেশ সরকারের ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেট: প্রতিক্রিয়া ও সুপারিশ	ড. আবুল বারকাত ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী	১৫০
০৭/০৬/২০১৪	সাংবাদিক সম্মেলন	বাংলাদেশ সরকারের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বাজেট: প্রতিক্রিয়া ও সুপারিশ	ড. আবুল বারকাত ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী	১৩০

৫। প্রশিক্ষণ কর্মশালা

তারিখ/স্থান	বিষয়	প্রশিক্ষক	প্রশিক্ষণ বিষয়	কোঅর্ডিনেটর	প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা
১৩/০৪/২০১৩	সাংবাদিক রিফ্রেশার কোর্স-অন বাজেট	Dr. Abul Barkat Mr. Khandakar Ibahim Khaled Dr. Toufic Ahmad Choudhury Dr. Mohammed Abu Eusuf Mr. Shirajun Noor Chowdhury	Budget: Conceptual Issues Budget: Bangladesh Issues Process of Budget Preparation in Bangladesh Open Discussion on National budget of Bangladesh Panelist		৪০
০৫/১০/২০১৩ অর্থনীতি সমিতির অডিটোরিয়াম	**Green Banking & Green Economy**	Mr. S M Aminur Rahman Mr. Sanwar Hossain Dr. Fahmida Khatun Dr. Shah Md. Ahsan Habib Mr. Morshed Millat Mr. Fazle Rabbi Sadeque Ahmed Dr. Sarwar Uddin Ahmed	Green Banking : Conceptual Issues Status of Green Banking and role of Bangladesh Bank Regulatory and Policy Issues of a Green Economy : Bangladesh Perspective Open Discussion on Green Banking and Green Economy		৬০

৬। স্মরণ সভা

তারিখ/স্থান	বিষয়		সভাপতি	উপস্থিতি
০১/০৩/২০১৩ অর্থনীতি সমিতির অডিটোরিয়াম	স্মরণ সভা- ২০১৩	(প্রয়াত অধ্যাপক ড. মুশাররফ হোসেন)	অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত	১২০

৭। আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

তারিখ	বিষয়	পরিচালনায়	সভাপতি	উপস্থিতি
১৪/০৪/২০১৪ উপস্থিতি	আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	মেহেরুননেছা	অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত	১০০

৮। পত্রিকায় প্রেস বিজ্ঞপ্তি/শোক বার্তা/নিন্দা প্রস্তাব

তারিখ/স্থান	বিষয়	
১৫/১০/২০১২	কক্সবাজারের রামুতে সংগঠিত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপর বর্বরোচিত আক্রমনের প্রতিবাদে	
১৭/১০/২০১২	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির সহ-সম্পাদক জনাব মোঃ সালিকুর রহমান ভূইয়া-এর পিতা আলহাজ্ব সুরুজ আলী ভূইয়া মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ।	
২২/০২/২০১৩	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আজীবন সদস্য অধ্যাপক ড. মুশাররফ হোসেন-এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।	
০৫/০৩/২০১৩	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আজীবন সদস্য ও পর পর দুই বার কার্যনির্বাহক কমিটির নির্বাচিত সদস্য ড. যাদব চন্দ্র সাহা-এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।	
২০/০৩/২০১৩	বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান-এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।	
২৫/০৪/২০১৩	সাভারস্থ রানা প্লাজা ভবন ধ্বসে গার্মেন্স শ্রমিকদের মৃত্যুতে সমিতির শোক প্রকাশ।	
২৭/০৯/২০১৩	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আজীবন সদস্য ও পর পর দুই বার কার্যনির্বাহক কমিটির নির্বাচিত সদস্য ছিলেন মোঃ গোলাম মুর্তজা-এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।	
০৩/১১/২০১৩	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আজীবন সদস্য জনাব সউদ আহমদ-এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।	
১২/০১/২০১৪	সাবেক প্রধান বিচারপতি ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা জনাব মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান-এর	

	মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।	
১৬/০১/২০১৪	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আজীবন সদস্য অর্থনীতিবিদ ও সমাজসেবিকা ড. খালেদা সালাউদ্দিন-এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।	
০০/০০/০০০০	পাকিস্তানের সরকারের প্রতি নিন্দা প্রস্তাব (কাসের মোল্লার ফাঁসির বিষয়)	
০৯/০৩/২০১৪	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আজীবন সদস্য ও পর পর চার বার বিভিন্ন পদে নির্বাচিত শামীমা আখতার-এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।	
০৯/০৫/২০১৪	বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আজীবন সদস্য ও এক বার কার্যনির্বাহক কমিটির নির্বাচিত সদস্য এম. তাহের উদ্দিন-এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।	

৯। প্রভাত ফেরি

তারিখ/স্থান	বিষয়	উপস্থিতি
১৬/১২/২০১২	বিজয় দিবস উদযাপন	EC
২১/০২/২০১৩	একুশের প্রভাত ফেরি ফুল দেয়া	EC
১৪/১২/২০১৩	বুদ্ধিজীবি হত্যা দিবস	EC
১৬/১২/২০১৩	বিজয় দিবস উদযাপন	EC
২১/০২/২০১৪	একুশের প্রভাত ফেরি ফুল দেয়া	EC
১৪/১২/২০১৪	বুদ্ধিজীবি হত্যা দিবস	EC
১৬/১২/২০১৪	বিজয় দিবস	EC

১০। প্রকাশনা ও অন্যান্য

- বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকনমি: ২০১২-২০১৪-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঁচ ভলিয়ুম ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।
- বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সামগ্রিকী ২০১৪ (এক) ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।
- সমিতির সদস্যদের ছবিসহ ডেটার তালিকা তৈরী হয়েছে।

সংযোজনী-খ

সাধারন সম্পাদক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
ঢাকা, বাংলাদেশ।

বিষয় : **গঠনতন্ত্রের সংশোধন** ।

জনাব,

সালাম গ্রহণ করবেন।

সমিতির গঠনতন্ত্রের কিছু সংশোধনী উপস্থাপন করছি :-

সমিতির নামের পরে ১ (ক) ধারা সংযোজন করা যেতে পারে।

সংযোজনী -১ : বৎসর ১ জুলাই হতে পরবর্তী জুন পর্যন্ত সময়কে বুঝাইবে অর্থাৎ জুলাই ২০১৪ - জুন ২০১৬ বুঝাইবে।

ঝ - (১৩) সংযোজনের সুপারিশ ঃ-

০২। কোন সদস্য ইতোমধ্যে যিনি অব্যাহতভাবে পর পর তিনবার নির্বাহী কমিটিতে (যে কোন পদে) নির্বাচিত থাকিয়া দায়িত্ব পালন করিয়াছেন তিনি পরবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন না। কমপক্ষে একবার বিরতির পর পুনরায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য তিনি উপযুক্ত/যোগ্য বিবেচিত হইবেন।

ঝ - (১৪) সংযোজনের সুপারিশ ঃ-

০৩। যে কোন সম্মানিত সদস্য সমিতির সদস্য হওয়ার পর থেকে পাঁচবার নির্বাহী কমিটিতে নির্বাচিত হইয়াছেন তারা যে কোন পদে নির্বাচন করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যা ঃ

যদি এ ব্যবস্থা গঠনতন্ত্রে সংযোজন করা হয় তাহলে অন্য উপযুক্ত সদস্যগণ নির্বাচনে প্রতিযোগী হবার সুযোগ পাইবে ও অর্থনীতি সমিতির উন্নয়নে সচেষ্ট হইবেন।

ঞ - (১০) সংযোজনের সুপারিশ ঃ-

নির্বাহী কমিটি অবলুপ্তি ঃ

নির্বাহী কমিটি যদি উহার কার্যক্রম পালনে ব্যর্থ হয় বলে প্রতীয়মান হয় সেই ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির মোট সদস্যের অর্ধেকের বেশী সংখ্যক সদস্যের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে একজন সহ সভাপতি বা যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সমিতির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে ১০ সদস্য সম্বলিত একটি এডহক কমিটি গঠনের লক্ষ্যে একটি তলবী সভা আহবান করতে পারিবেন। উক্ত সভায় নির্বাহী কমিটি অবলুপ্ত ঘোষণা করা হইলে অবলুপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে এডহক কমিটি নতুন নির্বাহী কমিটি গঠন করার জন্য গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নতুনভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

শুভেচ্ছান্তে,

(মোঃ আব্দুল মজিদ) ০২-০৬-২০১৪

জীবন সদস্য - ৭২১
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ঃ

অধ্যাপক আবুল বারকাত
সভাপতি
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ঢাকা।

সংযোজনী - গ

বিষয়: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির গঠনতন্ত্র সংশোধন

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির জীবন সদস্য (নং-৭২১) জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ গত ০২-০৮-২০১৪ ইং সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বরাবরে এক পত্রে সমিতির গঠনতন্ত্রের কতিপয় ধারায় সংশোধনীর প্রস্তাব রাখেন, যা নিম্নরূপ:

সংযোজনী-১। বৎসর ১লা জুলাই হতে পরবর্তী জুন, অর্থাৎ জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬ বুঝাবে।

ঝ-(১৩) ও ঝ-(১৪) সংশোধন/সংযোজনের সুপারিশ ঃ

ঝ-(১৩)

০২। কোন সদস্য **ইতোমধ্যে যিনি** অব্যাহতভাবে **পর পর তিনবার নির্বাহী কমিটিতে (যে কোন পদে)** নির্বাচিত থাকিয়া দায়িত্ব পালন করিয়াছেন তিনি পরবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহনের জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন না। কমপক্ষে একবার বিরতির পর পুনরায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য তিনি উপযুক্ত-যোগ্য বিবেচিত হইবেন।

ঝ-(১৪)

০৩। যে কোন সম্মানিত সদস্য সমিতির সদস্য হওয়ার পর হতে পাঁচবার (৫ বার) নির্বাহী কমিটিতে নির্বাচিত হইয়াছেন তারা যে কোন পদে নির্বাচন করিতে পারিবেন না।

ঙ-(১০)

নির্বাহী কমিটি অবলুপ্তি :

নির্বাহী কমিটি যদি উহার কার্যক্রম পালনে ব্যর্থ হয় বলে প্রতীয়মান হয় সেই ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির মোট সদস্যের অর্ধেকের বেশী সংখ্যক সদস্যের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে ১ জন সহ-সভাপতি বা যুগ্ম-সম্পাদক সমিতির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে ১০ সদস্য সম্বলিত একটি এডহক কমিটি গঠনের লক্ষে একটি তলবী সভা আহবান করতে পারিবেন। উক্ত সভায় নির্বাহী কমিটি অবলুপ্ত ঘোষনা করা হইলে অবলুপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে এডহক কমিটি নতুন নির্বাহী কমিটি গঠন করার জন্য গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নতুনভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

প্রস্তাবের উপর গঠনতন্ত্র সংশ্লিষ্ট নিম্নস্বাক্ষরকারীগণের সমন্বয়ে উপ-কমিটি ২৫ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় জনাব মজিদ কর্তৃক গঠনতন্ত্রে সংশোধনীর প্রস্তাব বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা ও পর্যালোচনাপূর্বক ঐক্যমতে পৌছে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, যা কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় পেশ করা হয় ঃ

বিষয় সংযোজনী-১ সংশ্লিষ্ট:

কমিটির মেয়াদ কাল পূর্ববর্তী কমিটির মেয়াদ হতে ২ বছর বিধায় সুনিদিষ্টভাবে তারিখ অর্থাৎ মাস ও বৎসর উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

বিষয়: ঝ-(১৩) ও ঝ- (১৪) সংশোধন/সংযোজন প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট:

১। প্রস্তাব ঝ-(১৩) ও ঝ-(১৪) এর বিষয়ে উল্লেখ্য যে, এ ধরনের প্রস্তাবের উপর বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির গত কার্যনির্বাহক কমিটির মেয়াদান্তে ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় অন্যান্যের মধ্যে এ মর্মে প্রস্তাব গৃহীত/অনুমোদিত হয় যে, সমিতির কোন সদস্যই কার্যনির্বাহী কমিটির একই পদে পর পর ২ মেয়াদের অধিক নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না (গঠনতন্ত্র সংশোধন 'ছ' অনুচ্ছেদ-এর ১২ উপ-অনুচ্ছেদ পৃ: ১২)। আলোচ্য সংশোধনের কার্যকারিতা শুরু হয়েছে বিধায় এ পর্যায়ে এতদবিষয়ে আর কোন সংশোধনী/সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা নেই।

২। কোন সদস্যের যোগ্যতা এবং/অথবা জনপ্রিয়তা এবং/অথবা কর্মদক্ষতা এবং/অথবা সমিতির স্বার্থে প্রয়োজনীয়তা থাকলে সমিতির সম্মানিত সদস্যগণের ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে দীর্ঘকাল নির্বাচিত হলে এতে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়।

বিষয়: সংশোধনী প্রস্তাব-ঙ (১০) সংশ্লিষ্ট:

প্রস্তাব ঙ-(১০) সম্পর্কে অর্থাৎ অন্তবর্তীকালীন সময়েও তলবী সভা আহবানের বিষয়ে সংবিধানের 'জ' অনুচ্ছেদের ৫ উপ-অনুচ্ছেদে (পৃ: ১০) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকায় আলোচ্য প্রস্তাবের যৌক্তিক মর্মার্থ স্পষ্ট নয়।

(মোঃ সাদিকুর রহমান ভূইয়া)	(মোঃ মোজাম্মেল হক)	(মনজু আরা বেগম)
আহবায়ক	সদস্য	সদস্য
গঠনতন্ত্র সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটি	গঠনতন্ত্র সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটি	গঠনতন্ত্র সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটি

বাঅস/দ্বিস-২৪/২০১৪/০১২ তারিখঃ ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৪

প্রিয় সদস্য,

শুভেচ্ছা নিন।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ২৯ ডিসেম্বের ২০১৪ তারিখ কার্যনির্বাহক কমিটির সভায় সমিতির আজীবন সদস্য জনাব মোঃ আবদুল মজিদ-এর (সদস্য নম্বর-৭২১) গঠনতন্ত্র সংশোধন প্রস্তাবটি সভায় আলোচনা হয় এবং তার প্রেরিত সংশোধন প্রস্তাবের চিঠির কপি এবং গঠনতন্ত্র সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটির সুপারিশ সম্বলিত পত্রটি আপনার অবগতির জন্য প্রেরণ করা হ'ল। বিষয়টি আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচনা করা হবে।

ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন।

(অধ্যাপক ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী)
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

সংযুক্ত : বর্ণনামতে

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির
২০১৫-২০১৬ কার্যক্রমের
ফটো এ্যালবাম

১৯তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ২০১৫ উপলক্ষে সাংবাদিক সম্মেলন

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিজয় দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন

২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ জাতীয় শহীদ মিনারে পুষ্প অর্পণ

১৯তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে জাতীয় সংগীত পরিবেশন

১৯তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে সম্মাননা প্রদান

১৯তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সনদ প্রদান

১৯তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে বিচারপতি এ.বি.এম খায়রুল হক- কে সনদ প্রদান

নির্বাচনী ফলাফল প্রদান-২০১৫

জাতীয় সেমিনার ২০১৫

দিনাজপুর আঞ্চলিক সেমিনার ২০১৫ উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

দিনাজপুর-এ আঞ্চলিক সেমিনার ২০১৫

ঢাকায় ২০১৫-১৬ প্রাক-বাজেট সম্মেলন

চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ২০১৫

বিভাগীয় সেমিনার (রংপুর) ২০১৫

লোকবক্তা ২০১৬ অধ্যাপক জি ডব্লিউ. কলোদকো-কে ক্রেস্ট প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবনে অধ্যাপক কলোদকো ও অন্যান্যরা

লোকবক্তৃতা ২০১৬

২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ জাতীয় শহীদ মিনারে পুষ্প অর্পণ

ব্যাংকার্স প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৬

আঞ্চলিক সেমিনার ২০১৬ (চট্টগ্রাম)

২০১৬-১৭ প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলন (চট্টগ্রাম)

২০১৬-১৭ প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলন (কুষ্টিয়া)

২০১৬-১৭ প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলন (ময়মনসিংহ)

২০১৬-১৭ প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলন (দিনাজপুর)

২০১৬-১৭ প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলন (রাজশাহী)

২০১৬-১৭ প্রাক-বাজেট সংবাদ সম্মেলন, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির নিজস্ব কার্যালয়, ঢাকা

ডাঃ এম আর খান-এর মৃত্যুতে পুষ্পস্তবক প্রদান

আঞ্চলিক সেমিনার ২০১৬ (রাজশাহী)

আঞ্চলিক সেমিনার ২০১৬ (নোয়াখালী)

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিজয় দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন

আঞ্চলিক সেমিনার ২০১৬ (মানিকগঞ্জ)

২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ জাতীয় শহীদ মিনারে পুষ্প অর্পণ

National Bank Limited

A Bank for Performance with Potential

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
Bangladesh Economic Association
4/C Eskaton Garden Road, Dhaka 1000
Phone & Fax : 880 -2 - 9345996
Email : bea.dhaka@gmail.com, Web : bdeconassoc.org